

With the financial assistance of the Ministry
of Education, Government of India.

S R I S R I

RAMAKRISHNA BHAGABATAM

A poetical work in Sanskrit-with English
and Bengali Translations

By

Gitacharyadhyapaka **Ramendra Sunder**
Bhattacharya, Bhaktitirtha of Bagri
Krishna-nagar.

Reviewed by

Mahamahopadhyaya **Kalipada Tarkacharya**,^u
Seniormost Mahacharya of the Sanskrit
College, Government of West Bengal,
Calcutta.

Dr. Suniti Kumar Chattopadhyaya, National Pro-
fessor of India in Humanities.

Dr. Gouri. Nath Shastri, Vice-Chancellor, Banaras
Sanskrit University.

Swami Vireswarananda Maharaj, President,
Ramakrishna Math, Belur.

Edited by

Pandit Kashi Nath Shastri, Vedantatirtha, M. A.,
Professor, Hatibagan Chatuspathi (Govt.
Registered), Calcutta.

Printed at the IDEAL PRESS, Calcutta-6.

Publisher :
Sree Kashinath Sasri Bhattacharya
56/4, Grey Street (Arabindra Sarani)
Calcutta-6

All right Reserved by Publisher.

15'00

Price Rs. ~~25'00~~ each in advance

V. P. P. charge & Packing extra.

ইংরাজী ও বাংলাভাষা সহ সংস্কৃত গ্রন্থ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্

বগড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী গীতাচাৰ্য্যাধ্যাপক প্রবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্ৰ
সুন্দর ভক্তিতীর্থ ভট্টাচার্য্য বিরচিত ।

গভৰ্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সৰ্ব্বপ্রধান মহাচাৰ্য্য মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিতবৰ্য্য শ্রীযুক্ত কালীপদ তৰ্ক্যচাৰ্য্য কর্তৃক সম্যক্ পরিদৃষ্ট
ও প্রশংসিত।

মানবিক বিজ্ঞায় ভারতরাষ্ট্র জাতীয়াচাৰ্য্য ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুমোদিত ।

কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিজ্ঞালয়ের উপাচাৰ্য্য ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রি এবং
বেলুড়, রামকৃষ্ণ মঠাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ
কর্তৃক প্রশংসিত ।

গভৰ্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রীকৃত হাতীবাগান চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত
প্রবর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শাস্ত্রি, বেদান্ততীর্থ এম. এ.,
ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ও প্রকাশিত ।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীকাশীনাথ শাস্ত্রী ভট্টাচার্য্য

৫৬৪, গ্রেট্রীট (অরবিন্দ সরণী)

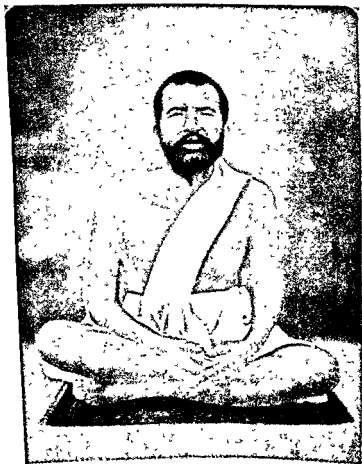
কলিকাতা-৬

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্ব সংরক্ষিত ।

১৫\

মূল্য— টাকা, অগ্রিম দেয় ।

ডি, পি, চার্লস প্রভৃতি ।



SRI RAMAKRISHNA PARAMAHANSA

श्रीश्रीरामकृष्णभागवतम्

(६६-वङ्ग भाषानुवादसमलङ्कृत मूल संस्कृतमयम्)

वक्त्रोप निवामि गीताचार्याध्यापकप्रवर

श्रीयुक्त रामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ भट्टाचार्य्येण विरचितम्

महामहोपाध्याय महाचार्य श्रीयुक्त कालीपद तर्काचार्य्येण
सर्वतः परिदृष्टम्

मानविक विद्यासु भारतराष्ट्र जातीयोचार्य्येण
उत्तर श्रीयुक्त सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय महोदयेनानुमोदितम्

गभर्णमेण्टरेजिष्ट्रीकृतहस्तुयदान चतुष्पाठी वास्तव्य पण्डितप्रवर
श्रीयुक्त काशीनाथ शास्त्रि वेदान्ततीर्थ एम, ए
भट्टाचार्य्येण सम्पादितम्

भारत सर्वकार सहाय्येन कलिकाता राजधान्यां प्राइडियास प्रेस्
इत्याख्य मुद्रायन्त्रालये मुद्रितम्

Published by—

Kashi Nath Bhattacharjee
56/4, Grey Street,
Calcutta-6.

All rights reserved.

Price—Rs. 15.00
25.00



Printed by B. N. Ghosh at Ideal Press.
12/1, Hemendra Sen Street,
Calcutta-6.



SWAMI VIVEKANANDA

श्रीश्रीरामकृष्णभागवतस्य

नरावतार नरेन्द्र खोमिजी विवेकानन्द महाराजमुद्दिश्य

उत्सर्ग लिपिरियं ।

- १ । यो देशेऽत्र तथा विदेशनिवहे श्रीरामकृष्णं गुरुं
चक्रं गौरवितं जनोत्तर गुनैर्गीतो महीमण्यले ।
यो गेहं परिहाय वीरतरुणः सन्नरासमाश्रित्यि
सोऽसौ भारत भास्करो विजयते स्वामी विवेकाभिधः ॥
- २ । गत्वा धर्मसभां विदेश धरनौ लोकोत्तर व्याप्यया
वेदान्ताश्रित धर्ममसमं प्राचारयद् यः स्फुटं ।
येनाकृष्टमना विदेश जनता जघ्ने महद् भारतम्
सोऽसौ भारत भास्करो विजयते स्वामी विवेकाभिधः ॥
- ३ । प्रत्यावृत्त्य ततः स्वदेश धरनौ लोकैः समभ्यर्क्षितः
सेवाधर्मं विभूतये वस्तुमठान् स्थापयद् यः कृतो ।
श्रित्वा यस्य निवेदिता प्रविदधे साहाय्य मस्थां कृतो
सोऽसौ भारत भास्करो विजयते योऽसौ नरेन्द्रः पुरा ॥
- ४ । श्रीरामकृष्णं परशक्तिं मयाय तन्मै
श्रीरामकृष्णं चरितानुगतं निबन्धं ।
भक्त्या समुत्सृजति तत् कविराट्टताय
रामेन्द्रसुन्दर पदाभिधं भक्तितौर्यः ॥

उत्तमं विवित्त

All glory to Swami Vivekananda who was a great eye-opener to the Indians, who embraced asceticism by renouncing all earthly comforts and pleasures, who won world-wide fame for his uncommon merits, and who glorified his preceptor, Sri Ramakrishna, by preaching his message all over the world. 1.

All glory to Swami Vivekananda, who travelled far to the country of Western Hemisphere to establish the unique greatness of the Vedic religion of India among the religions of the world, in the great congress of Religions, by lucid exposition of its transcending sublimity which was hitherto not known to the people of the Western countries. 2.

All glory to Swami Vivekananda, formerly Narendranath, who was greatly honoured by his own countrymen on his return from foreign land, and who founded many charitable religious institutions, called Maths, with the help of his disciple, Nivedita, to preach the motto promulgated by Sri Ramakrishna, "Service is worship." 3

With all my humility and devotion, I, Ramendra Sunder Bhaktitirtha, who have become a poet

by the grace of Sri Ramakrishna, dedicate my poetical work on the life and teachings of Sri Ramakrishna to Swami Vivekananda who was honoured and adored by the world for his uncommon spiritual and intellectual power bestowed upon him by his great preceptor, Sri Ramakrishna. 4,

বঙ্গভাষায় :—

যে মহামানব এই ভারতবর্ষে এবং ইয়োরোপে বা পাশ্চাত্য প্রদেশে দেবতাদিগের মত অসাধারণ গুণে স্তম্ভিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গৌরবাধিত করিয়াছেন। এবং যে বীর যুবাবস্থায় সর্বদ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছেন। সেই সর্ব জগতে প্রসিদ্ধ ভারতের চন্দ্রদানকারী সূর্য্য-সদৃশ স্বামী বিবেকানন্দ জন্মযুক্ত হউন। ১

যে মহামানব পাশ্চাত্য দেশে পদার্পণ করিয়া ধর্ম্মসভায় প্রবেশ পূর্ব্বক দর্শন শাস্ত্রের অসমোক্ষ সিদ্ধান্ত প্রদর্শনে অতুলনীয় সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যেসকল শাস্ত্র ব্যাখ্যায় আবৃষ্ট হইয়া সেই পাশ্চাত্যসভায় অধিষ্ঠিত পৃথিবীর ধর্ম্মযাজকগণ ভারতীয় আর্গ্য ধর্ম্ম যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা গ্রাহ্য করিয়া অবগত হইয়াছেন সেই ভারতসূর্য্য স্বামী বিবেকানন্দের জয়। ২

এবং যে বৃহত্তম পাশ্চাত্য দেশ হইতে পুনরায় নিঃক্ষেপ ভারত-বর্ষে ফিরিয়া আসিয়া ভারতীয় মহাজনগণের দ্বারা পূজিত হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অগৃহীত দ্বিহীনরাহণ সেবার্থ প্রচারাধে বহু

তৃত্বর্গ লিপিরিখ্য

মঠাদি স্থাপন করিয়াছেন। এবং মঠাদি স্থাপনে যে মহাপুরুষের
জগদ্বিখ্যাতা শিক্ষা নিবেদিতা বহু প্রকার সাহায্য করিয়াছেন সেই
পৃথিবী বিজ্ঞতা ভারতসূর্য্য নরাবতার নরেন্দ্র জয়যুক্ত হউন। ৩

যিনি ভগমান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় অলৌকিক শক্তিমান
বলিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সমাদৃত সেই স্বামিজী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে
এই স্বামকৃষ্ণ চরিত্র সম্বলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত নামক মহাকাব্য
তদীয় প্রিয় কবি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ ভক্তিপূর্ব্বক উৎসর্গ
করিলেন। ৪



Author—PANDIT RAMENDRA SUNDAR
BHAKTITIRTHA

লেখক—বগড়ী কলকাতা নিবাসী
পণ্ডিত ত্রিরায়েন্দ্র সূন্দর ভক্তিতীর্থ

SABHAPATI
VIDHANA-PARISAD
PASCIMA VANGA
KALIKATA

CHAIRMAN
LEGISLATIVE COUNCIL
WEST BENGAL
CALCUTTA.

July 6, 1961.

Pandit Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha is an eminent Sanskrit scholar of West Bengal, who has spent a life time in cultivating and teaching Sanskrit language and literature and philosophy in its various branches. He has been running a Sanskrit school of his own with Government assistance for over 60 years. Now at the age of 84 he has completed, after infinite labour, a fairly big Sanskrit work consisting of over 5000 verses on the life and teachings of Ramkrishna Paramhansa, including also the achievements of his disciples, Swami Vivekananda and others. This work has been composed in very fine style and is to be regarded as an outstanding original work in Sanskrit at the present day. Being a scholar and a teacher, Pandit Sri Bhaktitirtha is not in a position to print and publish it. The Sahitya Academy, among other things, also helps the publication of original Sanskrit works. Experts in Sanskrit, eminent teachers and professors of the subject have all spoken very highly of this work, and as far as I can judge from certain portions which have been read to me, I am also of the same opinion.

I shall indeed be very happy if the Sahitya Academy or some other Institution Governmental or otherwise, can sponsor the printing and publication of this work; and since the Government of India has declared its policy to help the propagation of Sanskrit, it would be only proper to support a book of this character with adequate financial assistance.

I trust the application forwarded by Pandit Sri Bhaktitirtha will receive sympathetic consideration.

Sd/- Suniti Kumar Chatterji
Emeritus Professor of Comparative
Philology, University of Calcutta,
and Chairman, West Bengal Legis-
lative Council.

Chairman
West Bengal Legislative Council.

বঙ্গানুবাদঃ—

সভাপতি,

বিধান পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গ

কলিকাতা

মানবিক বিজ্ঞান ভারত রাষ্ট্র জাতীয়াচার্য
ডাঃ শ্রীহরু শুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
মন্তব্যের বঙ্গানুবাদ
জুলাই - ১৯৬১

পণ্ডিত শ্রীরাধেন্দ্রনাথ ভক্তিতীর্থ পশ্চিমবঙ্গের একজন অখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পরিণীলন ও অধ্যাপনা কার্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং ষাট বৎসর ধরিয়া সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া একটা সংস্কৃত চতুর্পাঠী চালাইতেছেন। বর্তমানে

ॐ हरिरोम्

विद्वत् कविधर श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितोर्थं कृत श्रीश्रीरामकृष्णभागवतस्य

महामहोपाध्याय श्रीकालौपद तर्काचार्यं प्रदत्त प्रशस्तिपत्रम् ।

भाषासुदेवतगवी किल भारतस्य, सर्वार्थबोधनविधौ शरणं पुरासीत् ।

वेदास्तथास्मृति समूह मुखानि शास्त्रानेतां गिरं

समुपजोष्य चरन्ति लोके ॥ १

अद्यापि भारतपदे विषये पवित्रे पूजादिके शरणतामियमेव याति ।

स्तोत्रानि देवकवचानि च मङ्गलानि नाद्यापि किं

सुरगिरैव पठन्ति सन्तः ॥ २

राष्ट्रेऽपि सम्प्रति विशेषविधि प्रवृत्तौ

दैव्या गिरैव मनुजाः शुभमाचरन्ति ।

भाषान्तरादिहगुणो यदि नास्ति कश्चिद्

विज्ञान निष्ठित युगेऽपि कथं तदेवम् ॥ ३

अस्तौषेव शक्तिरसमा सुरवाचि सिद्धा

मन्त्रादयः क्लृप्तयैव ततो निबद्धाः ।

तत् प्रत्ययादमरवाङ्मय मेव काव्यं

रामेन्द्रसुन्दर कविः किमपि प्रचक्रे ॥ ४

श्रीमद्भागवतं व्यथत्त भगवान् व्यासः पवित्रं यथा

श्रीकृष्णस्य चरित्रमुज्ज्वलरसं संश्रित्य चित्रक्रमम् ।

तद्वद्वत्तमुपाश्रितः परतरं श्रीरामकृष्णाश्रयं

नग्यं भागवतं व्यधात् सुमधुरं रामेन्द्र विद्वत् कविः ॥ ५

सम्पूर्णं तदिदं मया रसमयं संवीक्षितं सादरं

येनान्तःकरणेऽजनिष्ट परमानन्दः सतां वाञ्छितः ।

सत्काव्यं नियतं मतं मतिमतां तच्चेन्महामानवः

किञ्चित्संभ्रयते तदाहि परमं तत् कोविदैरुह्यते ॥ ६

Felicitation on Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha, from Mahamahopadyaya Sri Kalipada Tarkacharya. In ancient times, of all the languages, Sanskrit was the shelter of all knowledge and learning. The Vedas, the Smriti and all others shastras are propagated through the medium of Sanskrit. Even to-day, all holy rites and worship of gods are performed by using Sanskrit. Do not the devotees chant and recite hymns to gods in Sanskrit, even to-day? Even now, all inaugural ceremonies sponsored by Government are started with recital of hymns in Sanskrit. Why should it be so in this age of science, if Sanskrit do not command superiority to all other languages? It is, therefore a self-evident truth that Sanskrit has some inherent uncommon qualities. That is why all incantations have been formed and embodied in Sanskrit. With this confidence in the force of Sanskrit language, Sri Ramendra Sunder has composed a poetical work in Sanskrit. Just as His Holiness Vyasdev composed Srimadbhagabatam with the brilliant and wonderful episodes of life and character of Shri Krishna, so also poet Ramendra Sunder has composed a wonderful epic poem on the life of Sri Ramakrishna Paramahansa. I, Kalipada Tarkacharya, have gone through this book and thereby my heart has been filled with divine joy which is longed for by all pious men. Good poetical works are always welcomed

by all wise and learned men. And if these are based on the life and character of a great man, scholars find greatest satisfaction in them, 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :-

পণ্ডিত কবি চূড়ামণি রামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য বিরচিত শ্রীশ্রীরামহৃদয় ভাগবতের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাতার্ক্য প্রদত্ত প্রশংসাপত্রের বঙ্গানুবাদ। পূর্বকালে সমগ্র ভাষার মধ্যে একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই সমগ্রবিশ্বের জ্ঞানের পক্ষে আশ্রয়স্থানীয় ছিল। বেদ এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ এই ভাষাকেই আশ্রয় করিয়া প্রচারিত হয়। ১

, আজ ও ভরতবর্ষে পবিত্র দেব পূজাদি কার্য্যে এই সংস্কৃত ভাষাই অবলম্বন! সেবতা প্রভৃতির মঙ্গলময় স্তোত্র কবচাদি আজ ও কি সাধুগণ সংস্কৃত ভাষায়ই পাঠ করেন না। ২

, সম্প্রতি রাষ্ট্রে ও বিশেষ কোনও উৎসবাদিকার্য্যের প্রারম্ভে সংস্কৃত ভাষাতেই জনগণ মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। অপর ভাষা অপেক্ষা যদি এই সংস্কৃত ভাষায় কোনও বিশেষত্ব না থাকে তবে এই বিজ্ঞানের যুগে ও এরূপ হইবে কেন? ১৩

অন্তএব সংস্কৃত ভাষায় যে অতুলনীয় শক্তি আছে ইহা প্রসিদ্ধ। সেই কারণে মহাদি সকল ঐ ভাষায়ই নিবদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় সেই শক্তিতে বিখ্যত হইয়াই কবি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর সংস্কৃত ভাষায়ই একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন। ৬

ভগবান ব্যাসদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণের উদ্ভব হইবার আশ্চর্য্যজনক ক্রমযুক্ত চরিত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ নির্মাণ করিয়াছেন। সেইরূপ শ্রীশ্রীরামহৃদয় পরমহংস দেবের উৎকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করিয়া কবির রামেন্দ্র সুন্দর সুমধুর অভিনব ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৫

এই বঙ্গাল কাব্যগ্রন্থখানি আমি শ্রীকালীপদ তর্কাতার্ক্য অতি আদরের সহিত সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করিয়াছি। বাহ্যতে আবার অঙ্ককরণে সাধুজনকাব্য

অপূর্ণ আনন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। সংকাব্যমিশ্রিতই সুধীগণের আদরের বস্তু, তারপর যদি এই কাব্য কোনও মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া প্রণীত হয়, তবে তাহা পূরষ উপাঙ্গের বলিয়া মনে করেন। ৬

কে বা নেব বিদন্তি চিত্রচরিত' শ্রীরামকথায়' গুরু'
 মংসিদ্ধি' কিন দক্ষিণেশ্বরপদ শ্রীভারতান্তর্গতে ।
 আদ্যাসিদ্ধিমুদেয়ুপো ভগবতস্তম্যতি চিত্রকমা
 সর্ষত্রৈব বসুন্ধরা পরিসরে কৌন্তি: প্রতিষ্ঠা গতা ॥ ৩
 সর্ষ' তচরিত' মহত্বকলিত' মগ্ধা যত্নে রসৌ
 রামেন্দ্র: কবিশেষ্বর: স্থানি-রতাং যাতৌপ্যমীর্ণাদিস: ।
 কৃতা সংস্কৃত ভারতাময় মিদ' কাব্য' সমাং মেদিনৌ
 সন্নিব্ধে কৃত বৈদিতাং সুরগদা সর্ষত্র নবধোদয়া ॥ ৮
 কাব্যৌপমিন্ কথিতা যিতাতিমুগমা ভাষা সুরম্য কমা
 স্বল্পপদ্মা ত্রপি যেন কাব্য বিদ্যমান্ বোধুং ভবেয়ু: চমা: ।
 সর্ষ' যন্তু বিশ্বচিত' স্পৃষ্টমভূদ বক্তাব্চ: কৌগলাত্
 স'স্কারো বচসাং তথা ন পচিত্যুদ্যন্দ: স্থিতি: সুর্যবা ॥ ৫
 শ্রীমসরেন্দ্র প্রসুখা মহান্তা শ্রীরামকথায় গুরৌচি গ্রিথ্যা:
 সুবিস্তৃত' তচরিতস্ত কাব্যে নিবহমস্মিন্ কথিতাতি যদ্রাত্ ॥ ৭০

Is there anyone in India, who has not heard of Sri Ramakrishna's achievements at Dakshineswar, which have received wide appreciation all over the world. With undaunted energy, even though bent with age, the eminent poet, Ramendra Sunder, has obliged mankind by composing a great poem in Sanskrit by compiling with great care the facts of the holy life of Sri Ramakrishna, for the influence of Sanskrit prevails evenly everywhere. 7 to 8

The language of this poem is lucid and simple. It does not fail to appeal even to people having most ordinary knowledge of this language. By very skilful use of words the author has been successful in expressing fully and clearly what he has to say. Correctness of expression has not been impaired anywhere. Versification is also very nice. This book also depicts the life and character of Sri Narendra (Swami Vivekananda) and other renowned disciples of Sri Ramakrishna.

9 to 10

বঙ্গানুবাদ :—

যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস গুরুর চরিত্র অতি বিস্ময়কর, 'যনি ভারতবর্ষের অন্তর্গত দক্ষিণেশ্বর পুণ্যস্থানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আত্মশক্তির সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিস্ময়করী অপূর্বকীর্তি সমগ্র বহুকরায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ৭

বৃদ্ধাবস্থায় ও অতি উচ্চমৌ উত্তম কবি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর বহুসহকায়ে সেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহিমায় সমগ্র চরিত্র সংগ্রহ করিয়া এই সংস্কৃত ভাষা-ময় কাব্যরচনাপূর্ণক সমগ্র পৃথিবীকে দৃষ্টান্ততা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। কারণ সংস্কৃত ভাষার প্রভাব সর্বত্র সমভাবে বর্তমান। ৮

এই কাব্যে কবি অতি সরল সুশৃঙ্খলভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। বাহ্যভে অতি অল্পস্ত ব্যক্তিগণ ও কাব্যের বিষয়বস্তু অনায়াসে বুঝিতে পারেন। কবির বচন কোশলে তিনি বাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ শূট ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। কোথাও বাক্যের বিভক্ততা নষ্ট হয় নাই। ইহার ছন্দঃ সম্ভূত সুশ্রাব্য। ৯

শ্রীমান নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) প্রেরিত বাহায়া গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মহান শিষ্য ওহাদেশেও সুবিদিত চরিত্র এই কাব্যে কবি অতি বয়েদ সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ১০

गत्वा विदेशं निपुणो नरेन्द्रः श्रीरामकृष्णस्य महोपिभूत्या ।
 वेदान्तधर्मं सदसि प्रचार्य चक्रे यथा भारतकोटिं मिदाम् ॥ ११
 तत्सर्वमप्यत्र परं प्रकाशं गीर्वाण वाण्या सरल प्रकारम् ।
 भाषान्तरेणाविदतां तदेतद् विज्ञाप्य भण्य कविरप्य चक्रे ॥ १२

काव्यस्यास्य पवित्रहृत्तगरणस्यालोचना शान्तिदा
 सूते भक्तिमनाविना तनुभृतां स'सारतापापहाम् ।
 कालेष्टवकनौ तथा सुमहतां हतं परं दुर्लभं
 यस्याकर्णनमाद्यमेव शिवदं तत् स'श्रितेः का कथा ॥ १३
 तदप्य काव्यस्य कविः प्रशस्यो यस्मिन्मो यून इव प्रभूतः
 हृदस्य बुद्धौ गुरु साम्यभाजो व्याख्यानं कृत्वादि विचक्षणस्य ॥ १४
 ये स'रुह्य योद्गुमनं न लोका दिग्भाः परम्त्वाद्भन वाङ्मयेषु ।
 तेषां विबोधाय कृतोऽनुवादः पाशाल्य वाचोय परं प्रशस्य ॥ १५

The way in which wise Narendra with the help of the divine power of Sri Ramakrishna added to the glory of India by preaching the Vedanta philosophy in the assembly of the great scholars of the world, has been described in very simple and lucid Sanskrit in this book. Those who are unable to understand the theme through the medium of other languages have been benefitted by the poet in the presentation of the subject in Sanskrit. The study of the holy theme of this great poem brings peace, undiverted devotion and relief from the worries of the world. In these troubled days of Kali yuga, the life and character of such a great man are most rare. It is needless to say what good may

be derived by following the foot-steps of that great man; when the very act of hearing his life and character makes us blessed. The author of this book, therefore, commands all praise, because of his youthful energy in his old age, his likeness to Jupiter in wisdom and efficient exposition of the meaning of the Sashtas. The rendering of English version for them who does not know Sanskrit but understand English is also very commendable. 11 to 15

বঙ্গানুবাদ :—

নিপুণ বুদ্ধি নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) বিশেষে বাইয়া শ্রীরামস্বয়ং মহা বিভূতিবলে সভায় বেদান্ত ধর্ম প্রচার পূর্বক বেভাবে ভারতবর্ষের কীর্তিকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত বৃত্তান্তও ইহাতে সংযুক্ত ভাষায় অতি সরল ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়া বাঁহারা ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে উহা বুঝিতে অক্ষম সেই সকল ব্যক্তিকে সংযুক্ত ভাষায় ঐ সকল বস্তু জানাইয়া এই কবি গীতাহারের অত্যন্ত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ১১।১২

এই পবিত্র বৃত্তান্তময় কাব্যের শান্তিপ্রদ আলোচনা জনগণেরচিত্তে সংসার তাপনাশিনী অনাবিল ভক্তিদান করে। এই দুঃস্থ কলিকালে ঐরূপ মহাজনের চরিত্র অতি দুর্লভ। যে চরিত্রের শ্রবণমাত্রেই কল্যাণ দান করে, ঐ চরিত্র আশ্রয় করার আর কথা কি? ১৩

অতএব এই কাব্যের কবি অতি প্রশংসনীয়। যে কবির বুদ্ধাবহারও ব্যবহারে প্রদত্ত উদ্ভব, তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুলা, শাস্ত্রব্যাক্যাদি কাব্যে তিনি অতি বিচক্ষণ। ১৪

যে সকল ব্যক্তি সংযুক্ত বুদ্ধিতে অক্ষম, কিন্তু ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, গীতাহারের বোধনার্থে এতৎসকল পাশ্চাত্য ভাষায় অতীবাদও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ১৫

तदस्य काव्यस्य पवित्र वस्तुनः क्वापि प्रचारे नहि विघ्नः सम्भवः ।
 सर्व्वं ततो विश्वजना निवेदितं वृत्तं विदित्वास्य भजन्तु सम्यदम् ॥ १६
 नैव पुरा संस्कृत भाषायान्यः श्रीराम कृष्णस्य पवित्र वृत्तम् ।
 काव्ये समारोप्यदिदेश कश्चित् कविस्ततोऽसौ नव मार्गदेष्टा ॥ १७
 तेन प्रणीतस्य गुणैर्वरस्य काव्यरय भूयाद् बहुलः प्रचारः ।
 कवेःश्रमो येन फलं प्रायायाद् दिश्यच्च भव्यं वृणुयाद् धरित्री ॥ १८
 अस्य प्रकाशाय कृतोपकारः प्रशस्तिभाग् भारतवर्षं राष्ट्रम् ।
 राष्ट्रस्य याते गणतन्त्रभावे तस्यैव तादृग् विषयेऽधिकारः ॥ १९

देहं निगमयमयं कविरत्र विन्दन्
 दोर्घायुषा परिहृतः स्वजनेः समेतः ।
 नित्यं परेश कृपया सुखितां दधानः
 कृत्यं तथैव रचयन्नुपयातु वृद्धिं ॥ २०

इति महामहोपाध्याय श्रीकालीपद तर्काचार्य्यस्य ।

Hence, any impediment in the wide publicity of this holy book is not possible anywhere. Men all over the world therefore, may get the invaluable treasure by virtue of their knowledge of holy matters laid down in this book. The author of this epic poem is a pioneer in a sense that he is the first to venture to write a book in Sanskrit verses on the holy life of Sri Ramakrishna. May this holy book receive wide publication so that the perseverance of the poet may be fruitful and the world benefitted with heavenly bliss. The Government of India who have helped publication of this book are worth all praise. When a country becomes Republic, it acquires such rights. May the

poet flourish in composing such poems by the grace of God with his body free from all ailments and a long prosperous life enjoying all comforts with all his friends and relatives. 16 to 20

বঙ্গানুবাদ : —

অতএব এই পবিত্র বস্তুময় কাব্যের প্রচারে কোথাও বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই কারণে সমগ্র জনসমাজ এই কাব্যের বর্ণিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কল্যাণময় সম্পদের অধিকারী হউন। ১৬

ইতিপূর্বে কেহ এইরূপ সংস্কৃত ভাষায় ত্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রের কাব্যাক্রুত করিয়া প্রচার করেন নাই। অতএব এই কবি উক্ত বিষয়ে নূতন পথিকৃৎ। ১৭

উক্তকবির রচিত গুণ গরিষ্ঠ এই কাব্যের বহুল প্রচার হউক। বাহাতে কবির শ্রম সফল হইবে এবং পৃথিবী দিব্য কল্যাণের অধিকারী হইবে। ১৮

এই কাব্যের প্রকাশার্থ যে ভারত রাষ্ট্র উপকার করিগাছেন সেই ভারত রাষ্ট্র প্রশংসার্হ।

রাষ্ট্রগণতন্ত্র হইলে তাহারই ঐ জাতীয় বিষয়ে অধিকার। ১৯

এই কবি স্বজনগণের সহিত স্মৃতিভোগকরতঃ নিরাময় দেহ ও সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া প্রেতিদিন পরমেশ্বরানুগ্রহে ঐরূপ কাব্যের রচনাদিকার্যসাধন পূর্বক অভ্যুদয় লাভ করিতে থাকুন। ২০

এইট মহামহোপাধ্যায় শ্রীধুলু কালীপদ তর্কচাৰ্য্যের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র ॥

परम माननीय महामहोपाध्याय आयुक्त कालीपद तर्कचार्य

महोदयस्य सविधिं ग्रन्थकारस्य हस्तक्षता प्रकाशः ।

तर्कचार्य महामहोपाध्यायः पण्डितो महान् ।

योकालीपद नामासौ महाचार्य गिरोमणिः ॥ १

वहवः पण्डितान्तेन स्वपाण्डित्येन निर्मिताः ।

पण्डितेषु च वात्सल्ये साक्षादेव गुरोः समः ॥ २

মমাস্য কাব্যস্য বিলোকনে সুদা

সুদীর্ঘকালঃ চপিতো মহাত্মনা ।

বিশৃঙ্খল্যে চাস্য মহান্ পরিশ্রমঃ

কৃতোঽনুকম্পাসচিবেন মাং প্রতি । ২

বৃহৎ কষ্টং মহদধুরপেত্য কাব্যং ময়ৈতৎ কৃতমাদরেণ ।

পরং তদোযৈব কৃপাবলং মে পুরং প্রচারে সুধিয়ামমুখ্য ॥ ৩

কাব্যং তদেতৎ কৃতমাত্রমেব কৃপাং তদোযাং যদি নাগমিষ্যৎ ।

তদা সমীপে বিদুপাং কদাপি প্রচারযোগ্যং ন কিতা ভবিষ্যৎ ॥ ৫

Author's gratefulness to the most respected Mahamahopadhyaya Kalipada Tarkacharya, who is the greatest of Sanskrit scholars of modern times. His own sholarship has helped many to become great scholars. His affection towards scholars are like that of Brihaspati, the preceptor of the gods. He has gladly spent much of his valuable time in going through my book and laboured hard to weed out all errors. I have taken great pains to compose this poem at this good old age, But it is solely due to his untiring benevolent assistance that my book has got appreciation from scholars. 1 to 6.

বঙ্গানুবাদ :—

পরম মাননীয় বিশ্ববিখ্যাত ধর্মশাস্ত্রাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কচাৰ্য্য মহাশয়ের নিকটে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত গ্রন্থ লেখক বামেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বৃত্তান্ত পড়িয়া । মহাচার্য্যশিরোমণি মহামহোপাধ্যায় তর্কচাৰ্য্য কালীপদ নামধারী হৈনি অস্থিতীয় পণ্ডিত । ১

হৈনি পাণ্ডিত্য বলে বহুতর পণ্ডিতের স্রষ্টি করিয়াছেন । হৈঁহার পণ্ডিত বাৎসল্য সাক্ষাৎ দেবভক্ত বৃন্দলতির সঙ্গ ।

এই মহাত্মা আমার গ্রন্থটির পৰিদর্শন জন্ত তাঁহার অনুগত সুদীর্ঘ সময়

আনন্দের সহিত নষ্ট করিয়াছেন। এবং রূপাবিস্তার পূর্বক গ্রন্থটির বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। ৩

আমি (৮৮) অতি বৃদ্ধ বয়সে বহুতর করে এই গ্রন্থটি তাঁহাদের আদেশ বা রূপায় আনন্দের সহিত রচনা করিয়াছি।; কিন্তু পণ্ডিত বর্গের সমীপে প্রচাদের জন্য এই তর্কীচাৰ্য্যই আমার একমাত্র সঞ্চল হইয়াছেন। ৪

কাহাটি আমি লিখিয়াছি মাত্র কিন্তু তর্কীচাৰ্য্যের রূপা যদি না হইত তবে পণ্ডিতবর্গের সমীপে প্রচাদের বোধ্য কখনই হইতে পারিত না ইহা অবশ্য নিশ্চিত। ৫

সম্পূর্ণ্যং সূক্তোঃস্মি ভয়াদিদানোমাচার্য্য বন্দ্যোরনুকম্পয়াহম্ ।

কৃতজ্ঞতাং তেন নিবেদয়ামি মনোপকারিণ বিনম্রচেতাঃ ॥ ৬

জানন্তি যে পণ্ডিতবর্য্যামেন ত এষ তস্মাতি গুণৈর্বিমুগ্ধাঃ ।

জ্ঞানিন শীলেন চ তং বরেষু হৃদ্যোঃস্মিনন্দামি শুভাশিষাতঃ ॥ ৩

নৈতাট্ঠশং ভাগতবর্ণং ভূমাচার্য্যমভ্যং পরিলোকয়ামি ।

যৌ দেব বাণ্যাং নিপুণঃ প্রবক্তা তর্কাদিশাস্ত্রে ধ্বপি লব্ধকীর্তিঃ ॥ ৮

অতোঃস্মমাশে বয়সা প্রবীণস্তোনাধিকারিণ সুদা বদামি ।

চিরং স জীব্যাৎ স্বজনৈঃ সমিতঃ সখী চ ভূয়াৎ যয়সা সমৃদ্ধঃ ॥ ৮

নিরাময়ং তস্য শরীরমাস্থাং বিদ্যা তদীয়াস্তু পরীপকৃত্যৈ ।

তস্মৈ কীৰ্ত্তিমান্লাঘবলাচিরায় গৌড়োদিদামস্তুত প্রতীতা ॥ ১০

Now, by the unbounded kindness of Tarkacharya, I venture to give wide publicity to my book. I, therefore, give expression to my thankful gratitude with all the sincerity of my heart to him. Those who know him are charmed with his goodly and godly qualities. But I who am a good o'd man, adore him with all my blessings. In the whole of India I have not come across

any scholar who could be equal to him in profound erudition and efficiency in speaking Sanskrit. Older as I am in age, I wish him a long happy and prosperous life. Be his body free from all ailments and let his knowledge and learning flourish for the welfare of mankind. And let his achievements remain ever unimpaired in the assembly of scholars. 6 to 10.

বঙ্গানুবাদ :—

সম্প্রতি আমি তর্কচাৰ্য্য বহুর রূপায় নির্ভীক চিত্তে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। অতএব এই মহান উপকারের জন্য আমি তর্কচাৰ্য্যের নিকটে নতচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ৬

অত্যন্ত পণ্ডিতসকল ইংরাজ এইরূপ সদগুণে মুগ্ধ হইয়া তর্কচাৰ্য্য মহাশয়কে পণ্ডিত বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু এই অতি বৃদ্ধ আমি আমার জ্ঞানতঃ ও বুদ্ধান্তঃ এই ভগবৎপ্রদা মহাপুরুষকে আশ্চর্য্যক আশীর্বাদেৰ সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। ৭

আমি ভারতবর্ষের সমগ্র প্রদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রবিদগণ পণ্ডিতবর্গের পাণ্ডিত্য পরিদর্শন করিয়াছি কিন্তু তর্কচাৰ্য্যের প্রযোজক সঙ্গ পণ্ডিত তর্কচাৰ্য্যের মত কোথাও দেখি নাই। ৮

Pandit Ramchhabila Shastri
Sankhya-Vyakaran Tirth,
Lecturer, Calcutta University.

6, Mandir Street,
Calcutta-7
Date 10-7-61

पण्डित श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ (हातीबागान निवासी) को मैं बहुतदिनों से जानता हूँ। इनका पाण्डित्य सराईदनीय है। इन्होंने श्रीश्रीरामकृष्णभागत नाम का ग्रन्थ रचना किया है। इस ग्रन्थकी पेज संख्या (५००) पसो है। ग्रन्थ अत्यन्त सुमनोहर है। मेरा अनुरोध है कि अधिकारीवर्ग इस ग्रन्थ को प्रकाशित कर राष्ट्र को एक अमूल्य रत्न भेंट करेंगे। भक्तितीर्थ गरीब है। अतः इस आपने में समर्थ नहीं है। यह संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित कर मेरी आशा पूर्ण करेंगे।

आपका—
श्रीरामकृष्ण शस्त्री



MINISTER OF STATE
In Charge
Department of Health
Government of West Bengal
The 7th July, 1961

Pandit Ramendra Sundar Bhaktitirtha of 56/4. Grey Street, Calcutta has been running Hatibagan Chatuspathi with Government aid for a very long time,

His reputation as a Sanskrit Scholar has reached far and wide in this country.

I have known him intimately for the last four years and very much impressed with his erudition and scholarship.

He has composed 5000 (Five thousand) slokas in Sanskrit on Shri Shri Rama Krishna Bhagbat. This composition is really a master piece of its kind,

Scholars like Pandit Ramendra Sundar preeminently deserves recognition and if his work on 'Rama Krishna Bhagbat' can see the light of the day through Private or public charities, I am sure, it will be a great boon to the literary world.

(A. B. Ray)

June, 5, 1957.



Sri Ramakrishna Bhagavatam, a poetical composition on the life of the saint of Dakshineswar, from the pen of the octogenerian Sanskrit scholar Pandit Ramendra Sundar Bhaktitirtha justifies in an abundant measure the appreciation and admiration of the academic world. The writer has not spared himself in unfolding the spiritual career of Paramahansa in a style which is lucid and intelligible. The various aspects of the divine life has been delineated with much ease. The cultural upliftment of Bengal during the last half of the nineteenth century and the first quarter of the twentieth cannot be properly understood without a consummate study of the career of this illustrious personality, and as such Sanskrit scholars all over India and outside will ever remain grateful to Pandit Bhaktitirtha for affording them an opportunity for studying a most outstanding event of modern times.

Sd/- G. Sastri,
Principal,
Sanskrit College, Calcutta.



কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ও কানী বিদ-
বিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার পণ্ডিত চূড়ামণি
ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য।

অষ্টতিবর্ষের অধিক বৃদ্ধ সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত পণ্ডিত রামেন্দ্র সূন্দর ভক্তি-
তীর্থের লেখনী নিঃসৃত সংস্কৃত কাব্যে রচিত শ্রীশ্রীরামদ্ব্য ভাগবত নামক গ্রন্থ
দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের জীবনী শিক্ষাজগতে যথার্থই অহতুতির ও প্রশংসার
প্ররুত পরিচয় দিচ্ছিলেন। পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পূর্ণরূপে

প্রকাশ করিতে লেখক তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় দিতে নিজেকে কার্পণ্য করেন নাই। এই দেব চরিত্র নানা দিক দিয়া অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধ্বে ও বিংশ শতাব্দির প্রথমে বঙ্গদেশের বৃষ্টির উন্নতি কিরূপ ছিল তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে এই উজ্জল ব্যক্তিত্বের চরিত্র বধ্যার্থরূপে অমূল্যীয় ব্যতীত হয় না। স্মরণ্য সমগ্র ভরত ও বহির্ভারতের সকল সংস্কৃত পণ্ডিত আধুনিক জগতের এই অত্যন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ ঘটনাবলির পাঠের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য পণ্ডিত ভক্তিতীর্থের নিকট চির কাল কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ইতি—

ডাঃ গোবীনাথ শাস্ত্রী, প্রিন্সিপাল
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।



RAMAKRISHNA MATH
P.O. Belur Math, Dt Howrah
8-6-1967.

Sri Ramendra Sundar Bhaktituriha has written a life of Sri Ramakrishna in Sanskrit verses which is very melodious and can be easily understood by all who have a little knowledge of this language. His attempt is a success both as a biography of a great spiritual personality and also as a means for the spread of Sanskrit language and culture. I pray that the book, Vol. I of which is ready for circulation in its entirety sees the light of day before long.

Sd/- Swami Vireswarananda
President,

Tele : 34-3079

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Education Department

Vangiya Sanskrita Siksha Parishat

1, Bankim Chatterjee Street. Calcutta-12

Dated the 13th August, 1968



D.-O. No.

Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, a work based on the life and achievements of Sri Sri Ramakrishna Deva is a valuable composition in Sanskrit. Pandit Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha, the author of this book is an eminent scholar in Sanskrit. He has worked hard to represent the details in a very lucid style. English and Bengali reading of the Sanskrit verses will be helpful to readers who are not proficient in Sanskrit. This book will be much appreciated by those who want to be acquainted with the spiritual life and teachings of Sri Sri Ramakrishna Dev. Sanskrit scholars will ever remain grateful to Pandit Bhaktitirtha for his enterprise.

N. L. Sen Gupta

Secretary,

Vangiya Sanskrita Siksha Parishat

125, Rashbehari Avenue

Calcutta-29

September 24, 1968



From

Hon'ble Mr. Justice

Alak Ch. Gupta,

I have read portions of the book "Shri Shri Ramakrishna Bhagbat" which describes in melodious Sanskrit verses the events in the life of the saint and his teachings including episodes of his association with other

famous figures. One does not have to be a devotee of Shri Ramakrishna to appreciate the moving faith expressed through the verses. The volume which contains both Bengali and English Readings of the original Sanskrit text is valuable and in many respects a unique contribution. Without adequate financial assistance, however, it would not have been possible for the author to arrange for the printing and publication of the book but I am glad to learn that the Government of India has promised all help in this regard. This will enable the book to reach a wider reading public which is the only reward the author who now at the age of 91 still retains the energy and enthusiasm of a young man expects for his labour.

Sd/- Alak C. Gupta.

শ্রীশ্রীরামঃ শরণং

পরম ভাগবত মাননীয় পণ্ডিতবর্ষ শ্রীমদ্রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতং শ্রীশ্রীরামরক্ষ ভাগবতং নাম শ্রীরামরক্ষ চরিতমংশতঃ সমাকর্ণ্য পরমানন্দ সন্দোহ-
 রাগতোহস্মি গ্রন্থোৎসবস্তীব হৃতঃ সরলতয়া মধুরতয়া স্বাভাবিক গতিবিশিষ্টতয়া
 চ নিষ্ট জনসুখ পাঠ্যঃ সমজনি। অস্ত গ্রন্থস্য প্রকাশনেন ন কেবলং গ্রন্থহৃতঃ
 শ্রমসার্থক্যমপিতু রামরক্ষ সম্প্রদায়স্য মহানুভূতয়ো ভবিষ্য জনকবচমিব
 সস্তাব্যতে। সৎ অপি বঙ্গভাষা নিবন্ধেবু বহু গ্রন্থেবু রামরক্ষ কথা সঞ্চলিতেন
 দেবভাষায়া গৌরব বিশেষণ সর্কভারতীয় বিবজ্ঞন বোধসৌকর্যেণ শ্রীরামরক্ষ
 ভাগবত গ্রন্থস্য মহানু সমাদরঃ সর্কভাশাস্যতে। পণ্ডিত বর্ষ্যানাং গ্রন্থোৎসবঃ
 চিত্তকীর্তিকর স্থবা ভারত গৌরব ভাঃবহো ভবেদিত্যত্র নান্তি সন্দেহ লেশো মে।

ভট্টপল্লী বাস্তব্য শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ দেবশরণঃ।

Pandit Ramendra Sunder Bhaktitirtha, Pradhan Adhyapak, Hatibagan Chatuspathi, has been a pioneer in the academic world by his venture to write a book on the life and teachings of Sri Ramakrishna in lucid Sanskrit verses in the face of so many illustrious books on the subject in other languages. This book, Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, has been composed in a manner similar to our holy book Srimath-Bhagabatam by Vyas Dev. The author is now above ninety years of age. He started to compose this book at the age of eighty years. That he has been able to complete this book is solely due to the grace of Thakur. The language of this book is very simple and the verses are admirably lucid and intelligible. I strongly hope that this Sanskrit book with translations in Bengali and English will receive wide publicity.

24-A, Hemendra Sen
Street, Calcutta-6
Date—7-12-53

Sd/-
Chapala Kanta Bhattacharyya
M. P.

কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার সদন্ত মহাশয়নীর শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
মহাশয়ের অভিমত ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও জীলা সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত
হইয়াছে । কিন্তু এপর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় ইহা রচিত হয় নাই ।
হাতীবাগান : চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ
মহাশয় সে কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন । সুশ্লীলিত সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে
শ্রীরামকৃষ্ণ জীলা কীর্তন করিয়া তিনি “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্” নামে
আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়াছেন । ব্যাসদেবের রচিত শ্রীমদ্-
ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ জীলার কীর্তন সুপ্রতিষ্ঠিত । সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ
জীলার কীর্তন ও শ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে বর্ণিত হইবে ইহা সকল দিক
দিয়া উপযুক্ত হইয়াছে ।

পণ্ডিত মহাশয়ের বয়স এখন নব্বুই অতিক্রান্ত হইয়াছে । অশীতি
বর্ষ বয়ঃক্রমের পর তিনি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এই
দুঃসাধ্য কার্য্যে তিনি যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা শ্রীশ্রীকৃষ্ণের
অনুগ্রহের ফল বলিতেই হইবে । গ্রন্থের ভাষা এমন সরল এবং রচনার
ভঙ্গি এমন চিত্তাকর্ষক যে বাহারা সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন
তাহাদেরও পাঠ এবং অর্থ গ্রহণ করিতে কোনও অসুবিধা হইবে না ।
গ্রন্থটি সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারের সহায়ক হইবে ।

২৪এ, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
৭-১২-৬৮

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

বেলুড় রামকৃষ্ণমঠের প্রেসিডেন্ট শ্রী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের
অভিমত

ভগবান শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে এইরূপ অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিবার
জ্ঞান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ মহোদয়কে আমি
আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি । ২৪১১০৬৮

শ্রীশিবকৃষ্ণ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার শাস্ত্রী, বগড়ী কৃষ্ণনগরের
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কানকীনাথ স্মৃতিরত্ন, গভর্ণমেন্ট টোল পরিদর্শক
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বলিনীকান্ত 'তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত
তর্কবেদতীর্থ, সংস্কৃতে ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক পণ্ডিত রত্নদত্ত
পাঠক, শ্রীঅজিতকুমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মুখার্জী, এস, পি,
পণ্ডিত ত্র্যম্বক কুমার মিশ্র পঞ্চতীর্থ, রাণীসাহী প্রসন্নচতুশ্রী, শ্রীভবেন্দ্র
নাথ ভট্টাচার্য্য, উকিল জিতেন্দ্র নাথ চাটার্জি ঠাকুরের পরম ভক্ত
শ্রীনরেন্দ্র নাথ পাল, গভর্ণমেন্ট রেজিষ্ট্রীকৃত হাতীবাগান চতুশ্রী
অধ্যাপক 'শ্রীযুক্ত কানকীনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ এম, এ।

I owe my gratitude to the following person-
alities for their kind and valuable assistance :—

World renowned Mahamahopadhyaya Kali-
pada Tarkacharya, Dr. Suniti Kumar Chatto-
padhyaya, Dr. Gourinath Shastri, Mahamaho-
padhyaya, Jogendranath Tarka-Vedantatirtha,
Swami Bireswarananda Maharaj, Principal, Belur
Ramakrishna Math, Chief Minister Dr. Bidhan
Chandra Roy, Dr. Anathbandhu Roy, Minister
for Health, Sri Susil Ch. Datta, Advocate. Sri
Bhupendranath Roy, Sri Snehash Sur, Councillor,
Professor Rama Sur, Dr. Jalindra Bimal Chou-
dhuri, Dr. Rama Choudhuri, Principal Kalicharan
Shastri, Sri Nani Gopal Sen Gupta, Secretary

Calcutta Govt. Sanskrit Shiksha Parisad, Pandit Siva Nandan Panday, Pt. Rudra Dutta Pathak, Pt. Ramesh Saptatirtha. Pt. Sriji Nyayatirtha, M.A. Mahacharya Nrityagopal Panchatirtha, Mahacharya Charukrishna Darsanacharya, Sm. Suvadra Devi, daughter of late Kailashnath Katju. Dr. Bhavanicharan Bhattacharya, Sri Govin Chanda Mullick, Pt. Abodh Behari Tripathi, Sri Naresh Chandra Banik, Head Assistant Administration Branch, Directorate of Health Services, Writers Buildings, Sri Paresh Nath Roy, Anchal Pradhan Govt. of West Bengal, and Pradhan Sevajit, Sri Sri Krishnaroy Jiu Estate, Bagri Krishnanagar, Garbeta, Pt. Amulyacharan Tarkatirtha, Adhyapak Aligunj Chatuspathi, Medinipur, Pt. Rajendranath Tarkatirtha, Adhyapak, Govt. Sanskrit College, Navadwip, Pt. Achintapada Shastri, Pt. Sitaram Kavyatirtha, Pt. Anathbandhu Smrititirtha, Pt. Banikantha Kavyatirtha, Adhyapak Sudarsan chatuspathi, Bishnupur, Bankura, Pt. Siva Krishna Kavyatirtha, Pt. Amla Kumar Shastri, Pt. Janakinath Smritiratna, Adhyapak, Bagri Krishnanagar, Pt. Nalinikanta Tarkatirtha, Inspector of Tols, Govt. of West Bengal, Pt.

Lakshmikanta Tarka Vedatirtha, Sri Ajit Kumar Biswas, Sri Gangadhar Mukherjee, S.P. Pandit Trambak Kumar Panchatirtha, Adhyapak, Ranisahi, Chatuspathi, Sri Bhabendranath Bhattacharya, Sri Jitendranath Chatterjee, Pleader, Sri Narendranath Pal a great devotee of Thakur.

PREFACE

The Absolute Being manifested Himself in human form as Sri Ramakrishna, to solve the problem of reconciliation of divergent religions of the world, to reform the prevailing mode of Vedic religion, and to save the non-believers and so-called religious leaders who were self-centred and addicted to luxury and lust. He blessed the Goddess Earth, the consort of Lord Vishnu, in remodelling the structure of the Vedic religion to achieve the end of realising God through the stages of penance traditionally followed by his predecessors by showing His Divine self to others. It is at the behest of Sri Ramakrishna Himself that this holy book, Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, has been written. 1,

This book not only depicts the life and character of Sri Ramakrishna, Sarada Devi, Narendranath (Swami Vivekananda) and Rani Rasmani, but also is conducive to divine joy as it has been enriched with the divine grace of Thakur which leads to intuitive devotion and relief from all worldly sufferings. It is why this book has become worth reading for people all over the world and specially for the educated men and women. 2.

Ascetics known as Giri, Puri, Bharati, Swami, Acharya and others attained salvation through penance performed in their own respective ways. But the ways of Thakur in regard to his study, training, penance, trance and achievement were quite different from others. He never thought of any benefit for himself. He liked that everybody should be prosperous, free from all ailments, fortunate and happy. He liked nothing for himself. He not only did forego the divine merits, acquired by him through his life-long penance, for the well-fare of the suffering humanity, but also dedicated his corporal body as well for completion of the mission of his life. 3.

The worldly-minded people, with the development of their sense of earthly pleasure and comfort, become victims of Mammon and Cupid and madly strive for sexual pleasure and riches, till death. Sri Ramakrishna discarded them as abominable and untouchable things. He has opened up a new avenue for realisation of Divinity by lucid exposition of axiomatic truth and inferences of the Vedas and Purans in easy and simple mother tongue. 4.

Thakur advised an intellectual turn of our mind. He meant that in all our services and dealings with our friends and relatives we should always bear in mind that our relationship with them is most transient even when we behave as their nearest and dearest.

This is also enjoined in the Vedas, the Purans, and is the essence of all religions. Mind is the root cause of bondage and salvation. So long mind is bent on earthly enjoyment, we feel ourselves tied. When earthly things cease to prevail on our mind, we become free from all bondages and realize Divinity. So a wise man should restrain his mind, 5.

The instructions of Thakur were the same as were imparted by Lord Krishna to Uddhav. "Those who avoid company with women and even men attached to women and renounce the world with a view to attain salvation, are regarded as the best of men and worshipped as a god." 6.

In the Brihadaranyak Upanishad, the great saint Yagnabalka said to Garqi that a holy man should avoid riches which were the root cause of all evils, and that the grace of God could not be purchased by money. It is why Thakur restrained his mind and discarded women and money. 7

The immortal sayings of Thakur will be the source of divine joy for all times. The significance of his utterings cannot be fully understood in spite of efforts for hundreds of years. It is understood only by him who dedicates himself to Thakur. 8

births. Yet, I think, it is due to my father having been very close friend of Thakur in his boyhood that Thakur became so kind to give his blessings and also his behest to write this book. At the age of eight years I had been to the temples of Rani Rasmoni at Dakshineswar with my father, who bowed down to Thakur with great devotion and also placed my head at his feet. Thakur touched my head with his hand and said, "May you live long and be a good scholar." On hearing this I remained senseless for some time, but the words of Thakur rang in my ears many times thereafter. 9.

It was four years after I had seen Thakur that he passed away from this mortal world. Thereafter at intervals of one or two years he used to pay visit to me at night in my sleep and say, "My boy, I hope all is well with you. I now retire." Such visits in my dream would cause a very awful sensation in me and make me groan in fear. Thus, when I became fifty years old, I established myself as one of the renowned scholars and speakers of the times. Some ten to fifteen students having free food and lodging in my Chatuspathi were being taught various subjects by me. After examinations the students had gone home, I was the only one left to guard my library at night. Once just after mid-night when I was fast asleep. Thakur appeared before me in my sleep and said, "My

boy, it is all well with you, I think. Listen to what I say. You write a book about myself in Sanskrit. I shall guide you. Don't lose your nerve. You are a good scholar," He repeated this thrice so that I could remember it ever after. Then he disappeared. 10.

On waking from my sleep I lost no time to light a lantern and note down what I was told. After thinking over the matter for some time I realised that it was the command of Thakur to write in Sanskrit a book on his life and teachings. Could it be possible for me who had seen him once only, and had no occasion to know anything about him all those years *during* which I was busy in study, teaching and maintaining my family? The answer was that it quite possible as I was a scholar. Poets like Kalidas could depict the character of hills, mountains, the sky, the wind and birds and beasts.

of the chiefs of Ramakrishna Institution, and completed my book which was highly appreciated by great scholars and educationists of our times. The book has been printed and published mainly with the financial assistance of the Govt. of India. 11.

Some of the topics which I have collected and written, such as famous tours of Swami Vivekananda in western countries, his speeches at Chicago, the life of Balaram Basu, Kalpataru, the considered views of Girish Candra Ghosh, etc. have not been incorporated in this book. It is due to my extreme old age, about 93 years at present, that I have not ventured to complete the book in all respects and went ahead to finish the book hurriedly for its printing and publication during my life time. 12.

I leave it to my only son, Sri Kashi Nath Shastri Vedantatirtha, M.A., who is entitled to perform my last rites after my death, to complete the book by an appendix containing the omitted subjects. On the other hand, if I live for some more years, I can do what has not been possible so far. 13.

The author and his ancestors.

We are Western Vedic Bramhins, descended of Goutam, who hailed from Kanya-Kubja. I have little house in the village of Khunbera in the neighbourhood of Bagri Krishnanaagar at Garbeta in the district of

Medinipur. There is the famous temple of Sri Sri Krishna Roy Jiu, at Bagri Krishnanagar. A chronological account of our family is recorded in the Royal Asiatic Society at Calcutta because my learned ancestors had written many religious books. Among them, Mahamahopadhyaya Govindananda, the son of world-renowned Ganapati Bhatta, had written twenty-eight books on Smriti, explanatory notes on Astrological works and Vedanta philosophy and thereby established his reputation as one of the great scholars of the world. 14.

My great grand father, Ramchandra Siromoni, was one of the outstanding Logicians of the times. My grand father Nilmoni Vidyaratna was well-versed in all branches of shastras. My father Jadunath Sarbabhauma was a great scholar in Smriti. Some other members of our family viz. Haradhan Tarkabagish, Ramamrita Smrititirtha, Jogendranath Smrititirtha, Achintapada Shastri, etc. were the court pandits of the kings of Ramagarh, Simlapal and Manglapata etc. 15.

I, Ramendra Sunder Bhaktitirtha, son of Sri Jadunath Sarbabhauma, stood first in the degree Examinations of Vaishanab Philosophy and was awarded the title of Bhaktitirtha with Gold medal. I have been running the Govt. aided Hatibagan Chatuspathi and teaching various subjects for about seventy years, as Pradhan Adhyapak of the Chatuspathi. 16.

It is a great satisfaction to me that I have been able to write this book, Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, in Sanskrit with translation in Bengali and English to improve the study and culture of Sanskrit language and literature, and to add to the glorious tradition of Bengal in this regard. I cannot express the unbounded joy that I shall have if this book brings joy and satisfaction to a reader. 17.

বঙ্গানুবাদ :—

পাঠকবর্গের প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন

পৃথিবীর ধর্মবিবোধ সমস্তা সমাধানার্থে ঐতু্যুক্ত সনাতন ধর্মের সংস্কারার্থে ভগবদ্বিষ্ম কামকিঙ্কর ধর্মধ্বজী ভোগবিলাসী যথেষ্টাচারী নাস্তিক জনগণের উদ্ধারার্থে নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে যে ঠাকুরের পূর্ণতম আবির্ভাব। যিনি স্বকীয় পূর্বজগণের সনাতন পন্থায় অমুচি়িত তপস্তার ক্রমবর্দ্ধমান ধর্মভাবের পরাকর্ষা বা শেষপর্য্যাপ্তি ভগবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া অগ্ন্যক্কেও ভগবদর্শন করাইয়া বেদোক্ত ধর্মের নব কলেবর নির্মাণে বিষ্ণু পত্নী ধরিত্রী দেবীকে অর্থাৎ পৃথিবীকে ধন্য করিয়াছেন। এতাদৃশ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ আদেশে এই রামকৃষ্ণ ভাগবত নামক গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। ১

এই গ্রন্থটিতে ঠাকুরের জগন্মাতা সারদা দেবীর নর্যবতার নরেন্দ্র নাথের অর্থাৎ স্বামিজী বিবেকানন্দের স্বামী রামমণি প্রভৃতির শিক্ষণীয় মহনীয় আদর্শচরিত্র এবং ঠাকুরের অহৈতুকী অনাবিলা সংসার তাপনানিনী ভক্তিপ্রদায়িনী অজ্ঞানান্ধকারমোচনী অলৌকিকী কৃপা-সম্বলিত বশতঃ পৃথিবীর জনসাধারণের বিশেষতঃ শিক্ষিত নরনারী

সমূহের পঠনীয় সমাদরনীয় উপাদেয়াদি বৈশিষ্ট্যে ব্রহ্মানন্দপ্রসূ
হইতেছে। ২

গিরী পুরী ভারতী আচার্য্য প্রভৃতি সন্ন্যাসী সাধকসকল নিজ
নিজ সাধনে সিক্ত হইয়া সংসার মুক্ত হইয়াছেন ইহা ঐক্য সত্য, কিন্তু
আমাদের যুগাবতার ঠাকুরের শিলা দীক্ষা সাধন সমাধি অশ্লীল
অর্থাৎ স্বার্থানুসন্ধান শুল্ক বা এইকপ—সর্ববিধাৎ মঙ্গলং ভূষাৎ সর্বসম্পদ
নিধাময়াঃ। সর্ববিধ ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কচ্চিদদুঃখভাগ্ ভবেৎ ॥

পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের অর্থাৎ স্বাবর জগৎ যত কিছু জীব
আছে তাহাদের সকলের মঙ্গল বা শুভ হোক। সকলে রোগশূণ্য
হোক। সকলে শুভ দর্শন করুক। কেহ যেন দুঃখ ভোগ না করে।
আমার নিজের জন্ত কিছুই আবশ্যক নাই। কেবলমাত্র যে তপস্তার
ফলই জীব জগৎকে অর্পণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা
নয়। নিজের দেহটি পর্যন্ত সমর্পণ করিয়া প্রবট লীলার পরিসমাপ্তি
করিয়াছেন। ৩

জাগতিক জনগণ জ্ঞানোদয়েব সঙ্গে সঙ্গে আমরণান্ত যে দুইটি
বস্তু পাইবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ঠাকুর সেই দুইটি বস্তু
কামিনী আর কাকনকে অভোগ্যা ও অস্পৃশ্যরূপে বর্জন করিয়া বেদ
পুরাণাদি সমস্ত বাক্যসকল অতি সরল ভাবে মাতৃভাষায় সমলঙ্কৃত
করিয়া সাধারণ কথায় অনাধ্যাসে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের নূতন পথ
প্রদর্শন করাইয়াছেন। ৪

ঠাকুরের যেসকল বাণীর অনুশীলন মাত্র সাধকগণের অতি কঠোরতর
আচরণের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ ছাই ভস্ম মাধা বৃকতলে
বাস, ঝটাজুট ধারণ ত্রিদণ্ড গ্রহণ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম
প্রত্যাহার, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন বা সর্বত্যাগ কিছুই আবশ্যক হয় না।

ঠাকুরের আদেশ বা উপদেশ মোড় ফিরাণ অর্থাৎ ঠাকুর বলিচাছেন
 স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত
 আপনার লোক কিন্তু মনে জানবে যে এরা তোমার কেও নয়। এই
 কথাটি বেদ পুরাণ সম্রত কথা বা যত স্বকম ধর্মের মত আছে সকলেরই
 সার কথা। যদি শাস্ত্র দেখা যায় তাহাতেও এই সিক্সান্তই পাওয়া যায়।
 মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ। নন্দায় বিষয়া সন্তোঃ
 মুক্ত্যৈ নিক্টিবয়ঃ মনঃ॥ নাহং জনো মে স্বথ দুঃখঃ হেতুঃ। মনঃ পরং
 কারণ মা মনস্তি। তস্মাৎ সর্বাক্সনা তাত নিগৃহান মনো যিষা।
 ভাগবতে ১১ স্কঃ ২৩ অঃ। অর্থাৎ মনই বন্ধন বা মুক্তির কারণ
 বিষয়ে মন দিলে বন্ধন হয় মনকে বিষয় শূণ্য করাতে পারিলেই মুক্তিব
 বা ভগবৎ প্রাপ্তির কারণ হয়। অতএব মনকে সংযত করাই বুদ্ধিমান
 ব্যক্তির কর্তব্য। ৫

ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র উক্তবকে যাহা বলিয়াছেন ঠাকুরেরও মত তাহাই।
 স্ত্রীনাং স্ত্রী সঙ্গনাং সঙ্গং ত্যজ্য দূরত আত্মবান্। হৃদি কৃতা হরিং
 গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥ অর্থাৎ সাধকগণ বা মোক্ষকামী
 সম্যাসীসকল স্ত্রীলোকের সঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গকারী ব্যক্তির সঙ্গ
 দূর হতে পরিত্যাগপূর্বক ভগবানকে বা ত্রৈলোক্যকে হৃদয়ে ধারণ পূর্বক
 গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যদি সম্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন তবে তিনি
 নরোত্তম বা দেবতার মত সকলের পূজ্য হন। ৬

এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে যোগীশ্বর রাজ্যবন্ধ সংবাদে গাণ্ডীকে
 বলিয়াছেন—অমৃতবৃক্ষ নাশাস্তি বিস্তেন॥ অর্থাৎ অর্থের দ্বারা ভগবানকে
 পাইবার আশা পর্যন্ত নাই। তস্মাদনর্থমর্থ্যাখ্যঃ শ্রেয়োহর্থী দূরত
 স্ত্যজেৎ॥ ডাঃ ১১। অর্থাৎ অর্থরূপ যে অনর্থ তাহাকে মুক্তিকামী
 ব্যক্তি দূর হতে ত্যাগ করিবে। তাই আমাদের বেশ পুরাণের প্রতীক
 ঠাকুর মনকে সংযত ও কান্দিনীকাকান ত্যাগ করিচাছেন। ৭

ঠাকুরের অমৃতময় বাণী যথার্থই অমৃত দান করেন। এক একটি কথাই ভাবার্থ যে কি তাহা বহু জন্ম চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যমের বধুতে তেন লভ্যঃ। যশ্চ তৎ শরণং গতঃ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থী হইয়া একান্ত মনে শরণাপন্ন হন তিনিই তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারেন। ৮

যদিও আমি বহুতর জন্ম জন্মান্তরের বহুতর পুণ্য বন্ধ্যের ফলে একদিন একবার মাত্র ঠাকুরকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিয়াছি তাহাতেই আমি যে কি হইয়াছি তাহা অবজ্ঞা বা মুখে বলা যায় না। তথাপি আমার মনে হয় আমার জন্মদাতা পিতা ঠাকুরের বাল্যলীলার সহচর বা বন্ধু ছিলেন তজ্জন্তই আমার প্রতি এত দয়া এত অনুগ্রহ এত আগ্রহ এবং গ্রন্থরচনার আদেশ। আমি অষ্টম বর্ষ বয়সে পিতার সহিত যেদিন রাণী বাসমণির দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সান্নিধ্যে পঞ্চবটীর তলায় বাইরাছিলাম তখন আমার পিতা সঙ্গত্বে কাতরভাবে সাক্ষাৎ ভগবৎ বুদ্ধিতে ঠাকুরের পদপ্রান্তে সাক্ষাৎ প্রণামপূর্বক পুনঃ পুনর্বার পদধূলি মন্তকে ধারণ করিয়া আমার মন্তকেও পদধূলি দিয়া আমাকে টানিয়া আনিয়া ঠাকুরের পদযুগলের মধ্যে মন্তকটি নত করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমিও একপ্রকার সাক্ষাৎভাবে ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া থাকিলে ঠাকুরও আমার মন্তকে করপন্ন অর্পণ করিয়া বলিলেন “তুই দীর্ঘ জীবী ও পণ্ডিত হবি।” এই কথা শুনিয়া আমি কিছুকণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। তথাপি ঐ আশীর্বাদ বাক্যটি খেন আমার কর্ণে বহুবার প্রতিধ্বনি হইতেছিল। ৯

ঠাকুর দর্শনের প্রায় ৪৫২সং পরে ঠাকুর লীলা অপ্রকট করিলেও প্রায় ২১ বৎসর পরে পরে রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় পূর্বোক্ত মুদ্রিত দর্শন দিয়া বলিলেন “ওহে ছেলে ভাল আছিস্ ত আমি চন্দ্রসাম”। সেই কণ স্বপ্নে দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিতাম এবং আঁ দাঁ শয়

করিতাম এইরূপ ভাবে যখন আমার ৫০ পঞ্চাশ বৎসর বয়স তখন আমি একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত ও বক্তা হইয়াছি। আমার চতুর্পাঠীতে ১০।১৫টী ছাত্র আবাসিক ভাবে থাকিয়া নানাবিধে অধ্যয়ন করিতেছে। পরীক্ষার পর ছাত্রসকল নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে আমি একা গ্রন্থাদি রক্ষার্থ চতুর্পাঠীতে স্বাভাৱে গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। প্রায় স্বাতি ২ টার সময় ঠাকুর পূর্বের মত আসিয়া বলিলেন ভাল আছিস ত আজ ভাল করে শোন এই বলিয়া একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন শ্লোকটি এইরূপ—“মল্লীলাং বলিধং ভো দেব ভাষা যুতাং হৃদীঃ। অমহং সংবিদ্যামি মাভৈষীঃ পণ্ডিতো ভবান্। এই শ্লোকটি আমাকে আন্তে আন্তে তিনবার বলিয়া মুখস্থ করাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। ১০

তৎপরে সসব্যস্তে জাগ্রত হইয়া হারিক্যান ছালিয়া শ্লোকটি লিখিয়া কিছুক্ষণ চিন্তার পর বুদ্ধিলাম ঠাকুর বলিলেন ওহে পণ্ডিত তুমি আমার লীলা সংস্কৃত ভাষায় লিখ। যদি বল বালাবস্থায় এক বার মাত্র আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি তৎপরে পাঠ্যাবস্থা, অধ্যাপনা, সংসার, আপনার লীলার কথামাত্রও অনুশীলন করিনাই, জানি নাই, যাই নাই, দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, অতএব কিভাবে কি লিখিব? তদন্তরে বলিলেন তুমি পণ্ডিত অর্থাৎ কালিদাস প্রভৃতি পণ্ডিটগণ পাহাড় পর্বত আকাশ বাতাস এমনকি পশু পক্ষী প্রভৃতির চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন আর আমি মানুষ আমার বর্ণনা তুমি নিশ্চয় করিতে পারিবে। ভয়ের কারণ কিছুমাত্র নাই। তথাপি সন্দেহ হইলে আমি আমার লীলা তোমাকে বলিয়া দিব। এইরূপ ঠাকুরের উক্তি সকল চিন্তা করিয়া চোখের ভলে বন্ধ ভাসাইয়া বলিলাম। “অপার ককণা তব” আমার প্রতি আপনার দয়াবশেষ নাই। আমার মত দীন দরিদ্র সংসারী মোহমুগ্ধ প্রতিষ্টাকামী নরখণ্ড পণ্ডিতামের প্রতি অসংখ্য কৃপা। অগত্যা ভীতমনে কাঁচের গায়ে

দীনবন্ধু কৃপাসিদ্ধ ঠাকুরের পাদপদ্মে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিন্দু দিয়া শরণাপন্ন হইয়া ঠাকুরের জন্মভূমি কামারগুবুরে ও দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানে যাইয়া তথ্য সংগ্রহ পূর্বক মহারাজগণের উপদেশে গ্রন্থটি লিখিয়া পণ্ডিত সভায় পণ্ডিতবর্গকে পরিদর্শন করাইলে তাঁহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসাপত্রে বেলুড়মঠ উদ্বোধন অর্ঘ্যেত আশ্রমের মহারাজগণের উৎসাহদানে চরিতার্থ হইয়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাহায্যে বহু কষ্টে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ১১

আমার সংগৃহীত লিখিত ঠাকুরের বহুবিষয়, স্বামিজী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজ্ঞ চিকাগো বক্তৃতা, বলরাম বসুর জীবনী, কল্পতরু কথা, গিরীশ ঘোষের সিদ্ধান্ত বাক্য প্রভৃতি এই গ্রন্থে নিবেশিত না হইবার কারণ আমি একপ্রকার মুমূর্ষু; অর্থাৎ আমি বয়ঃক্রমে প্রায় ২৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি অতএব বৃহৎ সল্লিকট বশতঃই আমার জীবনে সর্বদা সুন্দরভাবে গ্রন্থটির সংকলন অসম্ভব মনে করিয়াই কোন প্রকারে অর্থাভাবে বহু কষ্টে উক্ত বিষয় সকল বাচ দিয়া তাড়াতাড়ি শেষ করিলাম। ১২

যদি ২য় সংস্করণ সম্ভব হয় তবে আমার শেষকৃত্যের অধিকারী একমাত্র পুত্র অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর কান্দিনাথ শাস্ত্রি বেদান্ততীর্থ এম. এ., ইনিই পরিলিখ্যে নিবেশিত করিয়া গ্রন্থটি শেষ করিবেন। অথবা ঠাকুরের কৃপায় যদি আরও কিছুদিন জীবিত থাকি তবে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। ১৩

এসিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে আমাদের বংশপরিচয় স্বর্ণাকরে লিখিত আছে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে আমাদের পূর্বজ পণ্ডিতবর্গ বহুতর ধর্মগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত গণপতি ভট্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দানন্দ ২৮ বানি তিথি কোমুদী প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থরচনা করেন ভাস্করী প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থের টীকা লক্ষসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৪

আমার প্রপিতামহ রামচন্দ্র শিরোমণি তৎকালে বঙ্গদেশে এমত নৈয়ায়িক পণ্ডিত অতি বিরল ছিলেন। পিতামহ নীলমণি বিচারতত্ত্ব ইনি সর্ব শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। আমার জন্মদাতা পিতা যদুনাথ সার্বভৌম। ইনি কৃত্যতত্ত্ববিহারদ ছিলেন। এবং আমাদের বংশের হারাধন তর্কবাগীশ রামামৃত স্মৃতিতীর্থ যোগেন্দ্র নাথ স্মৃতি-রত্ন অচিন্ত্য পদ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ রামগড় লালগড় সিমলাপাল ও মংলাপাতা প্রভৃতি রাজবাড়ীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৫

যদুনাথ সার্বভৌমের পুত্র আমি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ গভর্নমেন্ট বৈষ্ণব দর্শনের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক সহ ভক্তিতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গভঃ রেজিষ্ট্রীকৃত এডিয়েড হাতিবাগান চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া ৭০ বৎসর দর্শনাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছি। ১৬

ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদে আদেশে অনুগ্রহে বাৎসল্য ও উপদেশে রামকৃষ্ণভাগবত নামক তদীয় চরিত্র সম্বলিত গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া পূর্বজগণের দেশের দেশের সংস্কৃত শাস্ত্রের এবং বঙ্গদেশের গৌরব রক্ষার্থে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ইবাঙ্গী শিকিত মহোদয়গণের সুবিধার জগু ইংরাজী ভাষায় অনুবাদসহ রচনা করিয়া দণ্ড হইবাছি। যদি কেহ গ্রন্থটি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট বা আনন্দিত হন তবে যে কত সৌভাগ্য তাহা অনুমানেরও অগোচর। ১৭

সূচীপত্রম্

পৃষ্ঠা

আদিলীলায়াঃ—

১ম অঃ—হুদিরামবার্তা তথা গদাধরাবিভীষাভাসচ্চ	১- ৩০
২য় অঃ—গদাধরস্ত বাল্যলীলাবর্ণনম্	৩১- ৬৬
৩য় অঃ—ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্তঃ	৬৭- ৯৯

মথালীলায়াঃ—

১ম অঃ—গদাধরস্ত কলিকাতাসমাগমঃ রাণ্যা রাসমণেশ্চ পরিচয়াদি	৯১-১১৬
২য় অঃ—রাজ্যা রাসমণেঃ কাশীক্ষেত্রে গমন কালে স্বপ্নে সাক্ষাৎপূর্ণায়া আদেশতঃ ত্রিমন্দির প্রতিষ্ঠাদি	১১৭-১৪৬
৩য় অঃ—রামকুমার পণ্ডিতেন কালিকাপূজকপৰ গ্রহণং গদাধরস্য কোভঃ দৈবাবেশপ্রাপ্তিঃ, হৃদয়রামাগমনঞ্চ	১৪৭-১৬৯
৪র্থ অঃ—গদাধরস্য শিবপূজন দেবাবেশকৰ্মগ্রহণ গোবিন্দসেবাদি	১৭০-১৯৪
৫ম অঃ—গদাধরস্য কালিকাপূজকপৰগ্রহণং হৃদয়রামস্য গোবিন্দসেবা রামকুমার পণ্ডিতস্ত মহাপ্রদানং	১৯৫-২০৮
৬ষ্ঠ অঃ—গদাধরস্ত দেবীপূজাসময়ে মধুরানাপস্ত দেব্যা জীবিতরূপেণ দর্শনম্	২০৯-২৩৫
৭ম অঃ—রাজ্যদে গদাধরস্য চণ্ডেয়াভ্যুত্থানঃ	২৩৬-২৫২
৮ম অঃ—গদাধরস্য সর্বজীবে শিবজ্ঞান সাধনম্	২৫৩-২৬৬
৯ম অঃ—গদাধরস্য জন্মভূমৌ শ্মশানমধ্যে কালিকা প্রত্যক্ষকরণম্	২৬৭-২৮০
১০ম অঃ—গদাধরস্য ভৈরবী দর্শনাদি	২৮১-৩০৫
১১ম অঃ—গদাধরস্য রামহৃদয় নামকরণাদি	৩০৬-৩১৭
১২ম অঃ—রামচন্দ্রাসেবী জটাবারী সন্ন্যাসী সমাগমঃ	৩১৮-৩৪৪
১৩ম অঃ—জটাবারী সন্ন্যাসি সমাগমঃ	৩৪৫-৩৭৫
১৪ম অঃ—জটাবারী প্রতি কালিকাপ্রগ্রহণং পরঃ অস্ত্রগ্রহণম্	৩৭৬-৪০৭

১৮৫ অঃ—গদাধরস্য বহুবিশ সাধনসিদ্ধি তথা মথুরস্য ভূমিদানপ্রসঙ্গে বিবাজ্ঞানলাভস্ত	৪০৮-৪২৭
১৮৬ অঃ—গদাধরস্য কামারপুকুর গমনানন্তরং ভৈরবীদেব্যাঃ কাশীক্ষেত্র গমনম্	৪২৮-৪৩৭

অন্ত্যলীলায়াঃ—

১ম অঃ—গদাধরস্য ষোড়শীপুজানন্তরং সারদাদেব্যাঃ কামারপুকুরে প্রত্যাগমনম্	৪৩৮-৪৫৮
২য় অঃ—ঠাকুরস্য নবদ্বীপ তীর্থগমনাদি	৪৫৯-৪৭৯
৩য় অঃ—বিরোগ বর্ণনম্	৪৮০-৪৮৯
৪র্থ অঃ—বিভাসাগরাদি সন্দেহনম্	৪৯০-৫১৯
৫ম অঃ—ঠাকুরস্য শ্রুতিধরত্বাদি পরিচয়ঃ	৫২০-৫৩৬
৬ষ্ঠ অঃ—ঠাকুরস্য রোগারম্ভঃ চিকিৎসার্থং বাগবান্দারাদিগমনম্	৫৩৭-৫৯২
৭ম অঃ—সিদ্ধ তন্ত্র নরেন্দ্রস্য দুর্গাপূজা নরেন্দ্রস্য সন্ন্যাসগ্রহণাদি	৫৯৩-৬১৫
৮ম অঃ—নরেন্দ্রস্য হৃদয়েষধরে সাধনাসিদ্ধিঃ কাশীপুরে খেতাদি কৃতার্থীকরণাদি	৬১৬-৬৫৪
৯ম অঃ—ঠাকুরস্য রোগবৃদ্ধিঃ পরমারগ্রহণে শূদ্রশিষ্য বর্জনং খেচরার গ্রহণাদি	৬৫৫-৬৮৪
১০ম অঃ—ভগবতো নিত্যবাস প্রবেশ স্থপাতিস্থাপনাদি	৬৮৫-৭৪০
১১শ অঃ—নরেন্দ্রস্য শুক্লরূপপ্রাপ্তিঃ	৭৪১-৭৬৬
১২শ অঃ—নরেন্দ্রস্য আবির্ভাব কথারিতঃ কঙ্কাকুমারীক্ষেত্রে বহুত্ব মধ্যে প্রবাল পর্বতোপরি তপস্যানন্তরং পুনস্তীর্থ প্রাপ্তিঃ ততস্তত্যাচার্য্য পরিণিষ্ঠাচার্য্যনস্তরং গ্রন্থসমাপ্তিঃ	৭৬৭-৮৪২ ৮৪৩-৮৪৯

श्रीश्रीरामकृष्णभागवतस्य

मुख्यवन्धः

श्रीरामकृष्णदेवाय सच्चिदानन्द भूतये ।
ब्रह्मवंशविताराय जगद्धिताय ते नमः ॥ १
निखिल गुणगभौरो रामकृष्णो दयालुः
स्वकुल कुमुदचन्द्रो दोनवन्धुः शरण्यः ।
कलिहृत जनमुक्तोऽयं कर्मकाराख्य सिन्धोः
समुदयदतिशब्दो ब्रह्मचन्द्रः सुपूर्णः ॥ २
सप्तदश गते शक्ते सप्तपञ्चाशदुत्तरे ।
सौम्यवारे शुक्लपक्षे द्वितीयायां तपस्यके ॥ ३
श्रीवोरासौत् पूर्णब्रह्म श्रीरामकृष्णविग्रहः ।
कलेर्जीवान् समुदत्तुं कामारपुङ्गुरोदधौ ॥ ४

For the good of humanity God himself appeared as Sri Ramakrishna in a brahmin family. All obeisance to him. To bring redemption to humanity afflicted with the evils of Kali Yuga, Lord Sri Ramakrishna appeared in the sea, called Karmakar. In the second phase of the waxing moon, Wednesday, Falgun 6, in the saka year 1757, Sri Ramakrishna was born in the village of Kamarpukur. 1 to 4.

প্রথমোক্ত:

দ্বাদশবর্ষকালোত্তরমকলসদৃশশাপরধীনবদ্ধময়ানুশরণীয়ভগবানশ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব
কালদ্বায়ে নষ্টপ্রায়জীবনপথের মুক্তির জন্য কর্মকার নারক সমুদ্র অতি
বিশুদ্ধ পূর্বব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ২

গত শতের শত ১৭৫৭ শকাব্দায় এই কাহন বৃথাচারে গুরু পরের দিষ্টোক্ত
তিথিতে পুত্রিক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কলিকাতার
উদ্ধারার্থে কামারগুরু। ৩।৪

ত্রিষট্শত গতে শাক্তে বসুসংখ্যাধিকে রতী ।

নৃসিংহঃসিংহসংক্রান্তাগ্রাং স্বধাম সমপদ্যত ॥ ৫

শ্রীরামকৃষ্ণ বচসাস্মত লিত মিতত্

শ্রীরামকৃষ্ণ জপযাগাংগত পুরাণ ।

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত কলিকল্মষপ্র

শ্রীরামকৃষ্ণদয়িত প্রিয়মস্তু নিত্য ॥ ৬

শ্রীরামকৃষ্ণ শিরসা নমামি শ্রীরামকৃষ্ণ বচসাস্মতামি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মনসা স্মরামি শ্রীরামকৃষ্ণ শরণ্য প্রপদ্যে ॥ ৭

বৈরাগ্যবিদ্যা নিজ ভক্তিয়োগঃ শিচার্যমেক পুঙ্খপুরণঃ ।

শ্রীরামকৃষ্ণে কংগতঃ শরো কৃপাম্বুধির্যস্তমহ প্রপদ্যে ॥ ৮

Shri Ramakrishna left this mortal world on Sunday, 30th day of the month of Sravana in the Saka year 1808. Be this book which contains the divine revelations and immortal utterings of Sri Ramakrishna, an object of endearment to His devotees. I pay obeisance to Him with my head, I utter his name with my lips. I meditate upon him with my mind. I dedicate myself to him. To teach and preach divine knowledge, renunciation and devotion, Rama of Treta yuga and

প্রথমোঃ

Krishna of Dwapar yuga became united in Sri Rama-krishna. 5 to 8.

বিশ্বানুবাদ :—

১৮০৮ শকাব্দার ৩০শে আশ্বিন সংক্রান্তিৰ দিনে বহিবারে মূৰ্ত্তিহে অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিঃস্বামে গমন করিয়াছিলেন। ৫

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় প্রাপ্ত রামকৃষ্ণকথাবৃত্ত লিপ্ত কনিষ্ঠ পাপ-নাশক এই রামকৃষ্ণ গ্রন্থ তাঁহার ভক্তবর্গের প্রিয় হৃৎক। ৬

আমি মন্তক দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করি বাক্য দ্বারা তাঁহার নাম সর্বদা উচ্চারণ করি মনের দ্বারা তাঁহাকে শ্রবণ করি এবং আমার সর্ববিধের শান্তির জন্য তাঁহারই শরণ লইলাম। ৭

যে ত্রিকালসত্য নিত্য পূর্ণাঙ্গগুরুষ জগতের জীবনমূহকে জ্ঞান বৈরাগ্য, ও নিজ ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎ ভক্তি শিখা দিবার চক্ষু দ্রোণ ও দ্বাপর যুগে রাম ও কৃষ্ণরূপে অবিতৃপ্ত হইয়াছিলেন সেই দুইট তবুই একত্র মিলিত হইয়া রামকৃষ্ণমূর্ত্তিতে এই কলিযুগে অবিতৃপ্ত হইয়াছেন আমি সেই দ্বার সাগর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই শরণ লইলাম। -৮

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সত্বতঃ পরমার্থদানে

শ্রীগৌরসুন্দর গুরুঃ পরিপূর্ণ শক্তিঃ ।

নত্বা তদন্তি কামন জনকাঙ্ক্ষা যুগ্ম

শ্রীরামকৃষ্ণভগবচ্ছরিত বদামি ॥ ৫

যোঃসোদেত্যপতের্ণ গায় ভগবাব্যর্থরূপঃ স্তব্য

ধৃত্বা শ্রীমরসিঞ্চ মূর্ত্তি মমনা সত্যাবতারো বমৌ ।

দ্বৈতারা দমকম্বর সঙ্কপ্তন রসঃ কুলধাবধীত

বীরো দামরয়িঃ সুখেকনিত্যঃ শ্রীরামচন্দ্রোহুচি ॥ ১০

प्रथमोऽङ्कः

Paying my homage to my preceptor, Sri Gour Sundar, I endeavour to compose this epic poem on the life and teachings of Sri Ramakrishna, "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam." He who assumed the shape of Narasingha to kill the king of demons in Satya Yuga, the avatara of Ramachandra to kill the ten-headed Ravana in Treta Yuga, the appearance of Sri Krishna to teach love and devotion in the Dwapar Yuga, manifested himself as Sri Ramakrishna to purge mankind of their sins in the Kali Yuga. 9 to 11.

প্রথমীঃ—

শ্রীরামকৃষ্ণ, বচসাং নহি তুল্যমস্মি
 শ্রীরামকৃষ্ণ মনসামময়' সদৈব ।
 শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানখিলার্থ দাতা
 শ্রীরামকৃষ্ণপদমেব গতির্মমাস্তু ॥ ১১

The wisest of men attains salvation by worshipping the feet of Sri Ramakrishna, I bow down to him. The words that came out of the lips of Sri Ramakrishna are unparalleled. To call up the name of Sri Ramakrishna is sufficient to remove all fears. He brings fulfilment of desire to all. I submit myself at his feet. 12 to 13.

বদ্রানুবাদঃ—

এবং ষাণ্ডের দ্বারা রামকৃষ্ণদেবদেই ব্রহ্মবধূবর্গের পতি হইয়া পরম পুরুষার্থ প্রেম দানের জন্য প্রেমময় স্তুতি পরিগ্রহপূর্বক কৃপাবতীর হইয়াছিলেন। সেই রামকৃষ্ণই এই শেষ যুগ কলিযুগের ভয়ঙ্কর বিনে আবিস্কৃত হইয়া জীবনকালের অশেষ পাপ নাপ করিয়া তাহানিগের পবিত্রাণকারী হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবরূপে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। ১১

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যাহার চরণ সেবার ফলে হংসক পবিত্রাণপূর্বক বিশুদ্ধ অঙ্ককরণ হইয়া প্রস্তুত ব্রহ্মগতি লাভ করিয়া থাকেন সেই মুমুক্শুই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি। ১২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথানুষ্ঠের তুলনা নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে যোনিনিবেশকারী জনগণের কোনরূপ ভয় নাই। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বক্ত সর্বার্থ দাতা অর্থাৎ যে বাহা চাহিলে সে তাহা পাইবে এইরূপ বিস্তার আর কেহই নাই। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে যেন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে সর্বদা স্তুতি থাকে বা তিনিই আমার একমাত্র পতি হউন। ১৩

प्रथमोऽङ्कः

श्रीरामकृष्णचरितं रामकृष्णानुकम्पया ।

यथासाध्यं प्रवक्ष्यामि संक्षेपेण मनोषिसु ॥ १४

दोषा मे बहवः सन्ति त्रुटिरस्ति पदे पदे ।

चक्षुष्यं कृपया सर्वं श्रीरामकृष्णं सेवकैः ॥ १५

परमहंसरूपेण दक्षिणेश्वरधामनि ।

श्रीरामकृष्णदेवेन या शोभाः प्रकटीकृताः ॥ १६

भक्तितोषीपाधिकेन वकद्मीपनिवासिना ।

श्रीरामेन्द्रसुन्दरेण वर्णयन्ते ता यथामति ॥ १७

इति श्रीभक्तितोषी विरचिते रामकृष्णभागवते पारमहंस्या संहितया
भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य प्रणतिरूप मङ्गलाचरणं नाम प्रथमोऽङ्कः ॥१॥

I endeavour to write in this book the brief history of the life of Sri Ramakrishna for the satisfaction of the learned scholars. My failings are many but I hope the devotees of Sri Ramakrishna will very kindly forgive them. The revelations of Sri Ramakrishna in Dakshineswar are being narrated by Ramendra Sunder Bhakti-tirtha who hails from Bagri Khunbera in the District of Midnapur.

बङ्गाशुदायः—

ভগবান শ্রীরাধকৃষ্ণদেবের কথায় এই রামকৃষ্ণভাগবত এই পণ্ডিতগণের
নিকটে সংক্ষেপে বর্ণনাসাধ্য বলিতেছি । ১৪

আবার এই নিবানে বহু দোষ নানাবিধকার অনবধানতা আছে ভগবান
শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন । ১৫

প্রথমোঃ

কৃষ্ণের বধামে শ্রবণরূপ ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেব যে সকল অলৌকিক জীবা
প্রকাশ করিয়াছেন। ১৬

বগদ্বীপবেড়া নিগমী শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেব ভক্তিচৌর্য তাঁহার বুদ্ধি অশ্রুত
বর্ণন করিতেছেন। ১৭

ভগবান রামকৃষ্ণের প্রণামাদি এই প্রথম অঙ্কে বলা হইল।

অন্যকর্তৃঃ পরিচয়ঃ শ্রুতঃ ২

গোবিন্দানন্দনামা গণপতিতনয়ঃ সর্বশাস্ত্রার্থ কর্তা
প্রাজ্ঞাচার্য্যঃ সদাসৌ হরিপদকমলেন্যস্তবিত্তো বিবেকী।
শ্রীগোবিন্দে তথাসৌ সাকলজনগণান্ দত্তবান্ ভক্তিপূত
স্তদ্ব্যশ্রীভক্তিচৌর্য্যেণ গুণগণরহিতো রামকৃষ্ণাশ্রয়াহ ॥ ১
শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য প্রীতয়ে বিদুষামহি।

রামকৃষ্ণভাগবতং বচিম তদ্বক্তিদায়কং ॥ ২

বঙ্গাগতাঃ কান্যকুব্জাদেভ্যঃ ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।

গৌতমান্বয়জাস্তে স্তবপাখ্যাতিবেদিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩

I, the descendent of Govindananda Bhattacharyya, who was the son of Mahamahopadhyaya Ganapati Bhatta, well renowned for his knowledge in all branches of Sanskrita Shastra, and who dedicated his life and all to the services of Shri Govinda, set myself to write this book, entitled "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam" to preach devotion to Sri Ramakrishna and to bring pleasure to learned Pandits. Some high ranking bramhins of Goutam race who were well-versed in the Vedas, hailed from Kanya Kubja and settled in Bengal. They are now known as Western Vedic Bramhins of Bengal.

হয়: জ:

বক্রানুবাদ: —

মহারহোশাখ্যায় সর্বশাস্ত্র পারদর্শী পরমপণ্ডিত গণপতি ভাট্টের পুত্র গোবিন্দানন্দ' ভট্টাচার্য্য সর্বশাস্ত্র ভগবৎ পদে মনোনিবেশকারী এবং শ্রীগোবিন্দে ধর্মজ্ঞানাদি সমর্পণ পূর্বক পণ্ডিত দেহধারী এইরূপ মহাপুরুষগণের বংশসমুচ্চ ভক্তিতীর্থসকল সদগুণবর্জিত হইলেও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ আশীর্বাদে ও আদেশানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও পণ্ডিতগণের আনন্দবর্দ্ধন জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদারবিন্দে ভক্তিপ্রদ শ্রীরামকৃষ্ণভাগত নামক গ্রন্থ বলিতেছি। ১১২

কান্তকূজ প্রদেশ হইতে গৌতম গোত্রীয় বেদজ্ঞ সর্কোত্তম ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে সমাগত হইয়া পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ৩

বহুদেশোত্তমেদেশে মেদিনীপুর মন্যতঃ।

শিলাবতী নদীতীরে কৃষ্ণ নগর পত্তনে ॥ ৪

যত্র বিরাজিতঃ সাচ্চাত্ম শ্রীকৃষ্ণোভগবান স্বয়ং।

রাধয়া সঙ্কিতঃ কৃষ্ণারায়ণীতি সুখিন্মতঃ ॥ ৫

প্রসাদাত্তস্য কৃষ্ণস্য তদ্বাস্মত্। পূর্বজা জনাঃ।

কৃতবাসা গীতমাঙ্গো কৃতং শুদ্রোটজং ময়া ॥ ৬

তস্যাং স্বজন্মভূম্যাং শ্রীকৃষ্ণারায় সমায়য়াৎ।

স্বর্গাদপ্যধিকা প্রীতির্জাতা মে ভক্তিয়োগতঃ ॥ ৭

A holy place, called Krishnanagar, is situated on the northern bank of the river Shilavati in the district of Medinipur. There is a temple of Shri Radha and Krishnarayli by whose grace our great forefathers lived in a neighbouring village called Khunbera, and I have also built an humble dwelling there. It is due to close proximity to Shri Krishna-rayli that we prefer to live in that village to a life in heaven, as we are

২য়ঃ অঃ ২

blessed by the sight and touch of Krishna-ray-ji and also by taking share of eatables offered to Him.

Here ends the second chapter showing the details of the race and ancestors of the writer.

বনানুবাদ :—

বদদেশের মধ্যে সার্কোত্তর প্রদেশে মেদিনীপুর নামক প্রদেশের অন্তর্গত শিলাবতী নদীর উত্তর তীরে ককনগর নামে একটি সুবিশিষ্ট লোকালয় অস্থাপি বর্তমান আছে । ৪

সেই ককনগরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জী-নামক একটি সুপ্রসিদ্ধ দীক্ষিত দ্বিপ্রহর শ্রীমতী বাহিকার সহিত বিরাজিত আছেন । ৫

সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণরায়জীর কৃপায় ওঁহারই সান্নিধ্যে পুনঃবেড়া নামক গ্রামে আমাদের পূর্বতর পণ্ডিতগণ বাস করেন এবং আরিও সেই গ্রামে ১টি ক্ষুদ্র কুঠীর নির্মাণ করি । ৬

শ্রীভগবান কৃষ্ণরায়জীর সর্পন স্পর্শন ও প্রসাদীয় দ্রব্য ভোজনাদি দ্বারা পবিত্রাক্ষেপণ আমাদের সেই ক্ষুদ্রকূঠিতে বর্ধমান অশেষাণ্ডে সুখবাস বলিয়া মনে হয় । ইহার কারণ এক্ষাত ভগবৎ সান্নিধ্য ॥ ৭

এইটি এই লেখকের পরিচয় । ৮

অন্যোক্তঃ

কলিমাগতমাত্মায় নৈমিত্তি সুনিপুত্বম্ ।

যস্যৈব কথায়কৃষ্ণমগবতস্য সমাপ্রিতাঃ ॥ ৭

সাক্ষী জহুতি নামায় মুনিঃ শ্রীমকুমারবোত্ ।

সাম্প্রত কলিযুগেখিনু কৌ জলানুধরিত্যতি ॥ ২

ক্রিমাচার. যয' কপঃ কৃত্য বাবির্মবিত্যতি ।

কো বা তস্য সাধনা খ কদদরব মহামুনি । ৩

শ্রুতীর্ষ' শ্রীমজ্জীদেবঃ সর্ঘ্যঃ সাধুগতুসনঃ ।

অন্যো মাচাঙ্কনবতঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনঃ ॥ ৪

২য়ঃ অঃ

CHAPTER—III

The advent of Sri Ramkrishna as indicated in mythology. While the sages in the forest called Naimisha were engaged in a discourse on the manifestation of the Supreme Being, in the beginning of Kali yuga, Nadijangha asked Sounak, "Please tell us who will appear in this Kali yuga to bring redemption to mankind. Where will he be born? What will be his appearance and activities? What also will be his merit?" At this, Saunaka told him very kindly all about the appearance of Sri Ramakrishna, the incarnation of God in the Kali yuga. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

বহু পূর্বে নৈমিষারণ্যে ভগবদ্রুতবী ঋষিগণ কলিযুগে আসিয়াছে জানিয়া পুরাণের ভগবানের কথায় রত হইলে তন্মধ্যে নাড়ীজম্ব নামক কোন একটি ঋষি মহামুনি শৌনক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ১

হে মহামুনি সন্তোষিত এই কলিযুগে কলিগ্রস্ত জীবগণকে কে উদ্ধার করিবে । অর্থাৎ কলির জীবসমূহ কাহার নাম উচ্চারণ যাজে উৎকণ্ঠাৎ পাশশূন্য হইবে । ২

তাঁহার স্বরূপ কি, আচরণই বা কেমন, কোথায় আবির্ভূত হইবেন, তাঁহার সাধনা কি । তাহা আমাকে বলুন । এই কথা শুনিয়া সর্বজ্ঞ সাধুবংশল শৌনকদেব বলিয়াছিলেন এই কলিযুগে ॥ ৩ ॥

স্বরূপং তস্য লীলা চ লপযোবাচ তং তদা ।

শৃণু যত্স্ব যদিষ্যামি সর্বলোকমনোদহম্ ॥ ৫

শ্রীরামকৃষ্ণা চরিতং যং ন জানন্তি যোগিনঃ ।

পুরাহ ব্রহ্মণঃ সত্রে ব্রহ্মকুণ্ডে যদাগমং ॥ ৬

ইয়: অ:

যত্র স্বয়ং পদ্ময়োনী রাজ্যমিমমিতমমং ।

ভগৌরথং মহাভাগং গঙ্ধানয়নতত্পরং ॥ ৩

ত্রেতাছাপর মাছাভ্রাং রামকৃষ্ণ কথায়য়ং ।

তয়োষচরিতং সম্যগুচ্ছাস্তে কলিকালজং ॥ ৫

"Dear child, listen to what I say about Sri Ramkrishna who is beyond the reach of knowledge of the greatest of sages. Once in Treta Yuga I had been to Haridwar where I found Bhagiratha, who had come up to bring the Ganga down to the earth to bring salvation to the souls of the sixty thousand sons of the king Sagar. There I also heard Lotus-born Brahma describing the glory of Rama of Treta yuga and Krishna of Dwapur yuga to the king Bhagiratha. ॥ 5 to 8 ॥

বক্তাব্যাদিঃ—

ভগবান শ্রীরাধাকৃষ্ণদেবের স্বরূপ ও গীতা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন ।
ত্রিলোকের পাপনাশক শ্রীরাধাকৃষ্ণদেবের চরিত্র বর্ণিত হইছে তুমি শোন যে চরিত্র-
যোগিগণও সম্পূর্ণ অবিরচিত । ৫

আদি ত্রেতাযুগে ব্রহ্মার বক্ষকেন্দ্র হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে যে সময়ে বাইরা-
হিনার । সেই সময়ে সেই স্থানে পিতামহ বসি মহতঃ সগর মহানগরের উদ্ধারার্থে
সজানয়ন ভরণ স্বর্গবংশীয় মহাভাগ্যবান রাজর্ষি ভগীরথকে । ৬

স্বয়ং পদ্মবানি ব্রহ্মা ত্রেতা ও ছাপর যুগের অবতার শ্রীরাধ ও শ্রীকৃষ্ণ
স্বরূপ মহাত্মা ও চরিত্র শ্রবণ করাইয়া । ৮

জীব দুঃখং হৃদি স্মৃত্বা ত্বয়ং বাক্যশূন্যতাং গতঃ ।

ততঃ ধরমমানন্দং প্রাপ্যাসৌ বিমুক্ততদা ॥ ৫

ভগৌরথমুবাচৈদং শৃণু রাজর্ষি সত্তমং ।

কশোর্বোপনিধেদায়াস্তাবদেবোজিতাধুবাং ॥ ১০

২য়: অ:

যাবদেব ভবিষ্যন্তি শ্রীরামলক্ষ্মণ নাম ধৃক ।

নাবিভূত: সঃ ভগবান চিন্তারানন্তপ্রসক্তি: ॥ ৭৭

রাঢ়ে ব্রহ্মকুলে চন্দ্রোদরে প্রাদুর্ভবিষ্যতি ।

লীলাষ্য বিবিধাস্তস্য আদিমধ্যান্তরূপকা: ॥ ৭২

In the end, remembering the untold of hardship of the people of Kali Yuga Brahma remained speechless for a while. Then he told Bhaguratha in great joy, 'Oh king, the people of Kali Yuga will continue to be afflicted with the sufferings till the appearance of Sri Ramkrishna. He will be born in a brahmin family in Bengal. His activities will be threefold,—early, middle, last.

॥ 9 to 12 ॥

ককালুবাধঃ—

শেষে কলিকালজাত জীবের দুঃখ দূরণ করিয়া কণকাল বাকপুত্র অবস্থায় অবস্থিত হইয়া পরে পরমানন্দে ভগীরথকে বলিয়াছিলেন । ৯

এহে সর্কশেষে রাজর্ষি তুমি শ্রবণ কর । দোষবুদ্ধ কলির তত্ত্বকণই মোর সকল প্রাণীগণকে প্রবলভাবে পীড়ন করিয়া থাকে । বহুদিন পর্য্যন্ত অনন্ত শক্তি ভগবান ঈশ্বরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব না হয় । ১০।১১

কলিদুর্গের প্রায় ৫ হাজার বৎসর গত হইলে বঙ্গের রাঢ় দেশে বিষ্ণু ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীতে চন্দ্রোদরীর গর্ভে আবির্ভূত হইবেন । এবং তাঁহার লীলাসকলও ভগবান ঈশ্বরকৃষ্ণ মত আদিলীলা বহুলীলা এবং অস্তা লীলাক্রমে বিবিধ । ১২

ভবিষ্যত্যমৃতায়াহ্মা মধ্যা মঙ্গলদায়িকা ।

অময়াহ্মান্তরূপা চ যাম্যৌ যমময়ং গতম্ ॥ ১৩

ভবিষ্যৎদেবজীবানামাবির্ভাব স্তদা ভবেৎ ।

প্রায়েণ পঞ্চসাহস্রে কল্যুষে ভ্রমতে সতি ॥ ৭৪

इयः अः ।

रामकृष्ण सुखोद्गीर्णं ग्रन्थं सर्वोद्गुणसुन्दरम् ।

सुन्दरो ब्राह्मणः कश्चिद्वर्णयिष्यति पण्डितः ॥ १५

मङ्गलाचरणश्चादौ कृपाप्राप्तिस्ततः परः ।

प्रवृत्तिः श्रीभगवतो रामकृष्णस्य योगिनः ॥ १६

His early life will be called Amrita (Immortal), the middle 'Mangala' (Blissful) and the last, 'Abhaya' (Free from fear). By compiling the utterings of Sri Ramakrishna one Sundara (beautiful) brahmin will write a book, in which there will be first obeisance to gods, then meeting with Sri Ramakrishna and his blessing ; hymn to Sri Ramakrishna. "13 to 16"

ইয়: জ: ।

ততস্তস্যাপরোক্ষেন ত্রিসত্যং প্রতিপাদিতম্ ।

ভগবদ্ভ্রামকৃষ্ণস্য ভক্তবর্গস্য পাদযো: ॥ ১৮

ধমা সাভার্য মন্যর্থং যাক্ষ্মা তস্য বিশেষত: ।

পিতাসহ দর্শনম্ভ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ॥ ১৯

শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য পোগণ্ডে পুষ্পবানরে ।

বহুপুষ্পফলাদস্য শ্রীরামকৃষ্ণ পাদযো: ॥ ২০

The detailed account of the family of the writer, and the devotees of Sri Ramkrishna ; His transcendentalism ; obeisance to his devotees ; meeting with Sri Ramkrishna and his blessing. "17 to 20"

বঙ্গানুবাদ :—

এই রচয়িতার বংশ পরিচয় । ভগবানের পার্বণ নির্ণয় । ১৭

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জৈকালিক সত্য বা ঐক্যতা প্রতিপাদন । শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ও ভক্তবর্গস্বাক্ষরের কৃপালাভের জন্য এইকারের তাঁহাদের পাদপদ্মে নুনঃপুনঃ প্রার্থনা । ১৮

এইরচয়িতার অষ্টম বর্ষবয়সে পিতার সহিত দক্ষিণেশ্বরে রাসমন্দির মন্দিরে সাক্ষাৎ ভগবান রামকৃষ্ণের দর্শন এবং বহু জন্মের বহু পুণ্য সঞ্চিত বশতঃ এইকারের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদবুগলে মৃতক লুপ্তি হইলে ভগবানও নিজ পুত্রের মত মৃতকে হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করেন । ১৯ (২০/২১)

মম্বাকং লুপ্তিতয়াসৌচেন তস্য ক্তার্থতা ।

তন্মম্বাকো ন্যস্তহস্তো ভগবান্ করুণানিধি: ॥ ২১

আমোন্বাদে' দদৌ তস্মৈ স্বানকায স্বপুত্রবৎ ।

প্রাণাবির্ভাবিতস্তস্য শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিন: ॥ ২২

इयं अः

पितुः पञ्चाश्वमस्यास्य वर्णं न दुःखसूचकं ।

दुष्ट भूस्वामिनः पापाचरणाद् गृहविच्युतिः ॥ २३

वन्ध दग्धं नस्तस्य सुखलानस्य धीमतः ।

साक्षतः क्षुदिगस्य कामारपुकुरे स्थितिः ॥ २४

An account of Khudiram's original habitation ; his departure from his native place in destitute condition ; his meeting with an old friend, named Sukhalal Goswami and settling at Kamarpukur. "21 to 24"

वदन्नुवादः—

भगवान् श्रीरामकृष्णदेवदेव आदिर्भावश्च बहु पूर्वे पिता क्षुदिरामेन
पूर्वाश्रमेन परिहृतः । इहे क्षमिदादेव चक्रास्ते क्षुदिरामेन मर्कशास्त्र चरद्वाय
गृह हृष्टेन बहिर्गतेन पर पवित्रतो पूर्वरुद्ध सुखलान गोदाश्रीदेव दर्शन एक
गोदाश्रीदेव गाहाश्री क्षुदिरामेन कामारपुकुरे वासगृहस्थापन । २२।२०।२४

रघुवीरं गिलाप्राप्तिं गैयायां गमन् तथा ।

क्षुदिरामं गयाक्षेत्रे स्वप्ने माघात् गदाधरः ॥ २५

एवाचावतरिष्यामि भवतु क्षेत्रे न सशयः ।

गया पत्यागतो विप्रो भगवद्भावभावितः ॥ २६

गर्भोऽभवच्चन्द्रादेव्या स्तत्र योभगवान् स्वयं ।

आविर्भूतो गर्भमण्ड्ये देवानां मागमादिकं ॥ २७

ततो गते कियत्काले भगवान् श्रीगदाधरः ।

आविर्भूतः क्षुतिष्ठे जम्पास्थानं सुवाच सः ॥ २८

Getting the holy stone of Raghuvir ; Journey to Gaya ; His dream in Gaya about the birth of Gadadhar ;

অঃ অঃ

Return to Kamarpukur; Holy conception of Chandra Devi; Visit of the gods; the birth of God in His own Self. "25 to 28"

ব্রহ্মানুবাদ :-

ব্রহ্মবীর নামক শালগ্রাম শিলা প্রাপ্তির পর কুদিরামের গয়াধারে গমন
ভগবান গয়াধারে স্থলে কুদিরামকে আমি নীত্রেই তোমার পত্নীর গর্ভে
আবির্ভূত হইব। ২৫

এইরূপে ব্রহ্মদেশে প্রাপ্ত কুদিরাম গয়াধারে হইতে নিজগৃহে প্রত্যগমনান্তে
ভগবদ্বাবে ভাবিত হইলে পত্নী চন্দ্রাদেবীর পঞ্চাষাঢ়িংশৎ বর্ষ বয়সে গর্ভলক্ষণ
হইয়াছিল। এবং সেই গর্ভে ভগবান আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ
কুদিরামের গৃহে যাতায়াত করিতেন। ২৬২৭

এইরূপভাবে প্রসবকালীন ভগবান আবির্ভূত হইয়া তাঁহার বরণ তাঁহার
পিতামহাকে নিজ চতুর্ভূজ নাদারণ মুষ্টিটো দেখাইয়াছিলেন। ২৮

স্ব চতুর্ভূজমূর্ত্তিঞ্চ পিতরী সমদর্শয়ত্ ।
ততস্তদ্বাল্য লোভায়াং বিজ্ঞান মত্বলৌকিক ॥ ২৫
অন্নাগ্নয়নং পাঠনৈঃ প্রবেশঃ পাঠহেতবে ।
তত্র কীৰ্ত্তয়তীচ্ছায়াং মাগতে রাজপুত্রিতে ॥ ২৬
স্বরূপং দর্শয়ামাস নবদুর্জ্বাদলদু্যতি ।
সর্ব্বেভাবস্যাবির্ভাবী বাল্যে তস্য নিরুপিতঃ ॥ ২৭
ততো মাগিনেয় মেহে পিতৃমৃত্যোরনন্তরং ।
গদাধরোপনয়নং সর্ব্বেভ্যানলৌকিকং মতম্ ॥ ২৮

Gadadhar's revelation of his appearance with four
hands; his uncommon activities in his boyhood; his
rice taking ceremony; initiation to the study and

इयः अः

learning ; revelation of his own divine self to the visiting Government officer ; soaring up to higher spiritual plane at times even in his boyhood ; death of Khudiram in his nephew's house ; performance of the sacred-thread ceremony of Gadadhar in a very uncommon way. 29 to 32

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপর বাল্যলীলা অলৌকিকভাবে হইয়াছিল। অন্নপ্রাশন, বিজ্ঞানস্তু এবং পাঠশালার রাজপুরুষকে অর্থাৎ শিক্ষাবিভাগীয় ইন্সপেক্টরকে স্বকীয় ভগবৎ স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভাবাবেশ হইত।

২৯।৩০।৩১

তারপর ঠাকুরের পিতা কুহিরামের ভাগিনের বাসভাণ্ডার গৃহে মৃত্যু হইলে কিছুদিন পরে গদাধরের উপনয়ন কার্য অলৌকিকভাবে সুসম্পন্ন হয়। ৩২

धार्त्रीमातुर्धनोन्मात्मनः प्राग्भिच्चा यष्टण' तथा ।

पूजन' रघुवोरादेर्भावाविष्टस्य चेतसः ॥ ३३

एवं ब्राह्मण सिद्धान्त पर्यन्तमादिकाण्डक' ।

मध्यकाण्डस्य प्रागस्य कलिकाता समागमः ॥ ३४

भ्रातुर्विद्यालय' प्राप्य तत्र शास्त्रানुशीलन' ।

अत्रান্তरे रासमनेः प्रजारघण कीमलम् ॥ ३५

रात्रास्तোर्धগতিः काले दक्षिणेऽग्निर संस्थितिः ।

रात्री कानी छपालाभा क्षত্রদেবালয়ঃ কৃতঃ ॥ ৩৬

Taking alms from a mid-wife named Dhani ; worship of Raghubar in a mood of deep meditation ; a bramhin's recovery from illness ; here ends the first part of the

इयः अः

book. The Middle part begins with Thakur's arrival in Calcutta ; then his study of shastras under the tutorship of his elder brother ; the stratagey of Rani Rasmoni to protect her subjects ; on the eve of pilgrimage her stay at Dakshineswar ; Kali's blessing on her ; establishment of temples at Dakshineswar. 33 to 36

বঙ্গানুবাদঃ—

অর্থাৎ ধনী নামে কর্মকারের পত্নী ধাত্রীমাতার নিকটে উপনয়নের সময়ে ব্রহ্মচারী অবস্থায় সর্গ প্রথমে ভিক্ষাগ্রহণ করেন। তৎপরে গৃহদেবতা রঘুবীরাদি দেবতার পূজা করিতেন ভাবাবিষ্ট হইয়া। ৩০

এইরূপভাবে ব্রাহ্মণের বোগমুক্তিপার্থ্যন্ত আদিলীলা সমাপ্ত হয়। মধ্যলীলার প্রারম্ভে ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণাবের বিজ্ঞানস্নে শাস্ত্র চর্চা ইহার মধ্যে রাণী বাসমণির প্রজাদিগের ব্রহ্মা কোশল রাণী বাসমণির ভীর্থগমনের সময় দক্ষিণেবরে অবস্থান এবং নিশ্চিতাবস্থায় ত্রাতিকালে অগদ্যায় কৃপালাভ ও মণির নির্মাণাদি। ৩৪/৩৫/৩৬

ভোগদানবিধৌ তত্র বিধিপত্র প্রসক্ততঃ ।

যণ্ডিতময়রৈণ্যপি শ্রীরামকুমারৈণ যঃ ॥ ৩৩

অপদিষ্টা তদা রাজৌ কৃতার্থাভূত সুনিখিতা ।

তন্মন্দির প্রতিষ্ঠায়া পূজাকার্য্যে বিশেষতঃ ॥ ৩৮

যণ্ডিতঃ সুহৃ লিমৌঃসুদ্রাগ্ন্যাস্তত্র সমাদরাৎ ।

দৃষ্টা তস্মিন্দিতে কর্ম্য ক্রোধ লিমৌ গদাধরঃ ॥ ২৫

দৈবানুষ্ঠান তস্মস্য ক্রোধৌ নিব্বাণতা গতঃ ।

হৃদয়াগমনাত্তত্র কৃতং তৈম শিষ্যার্চনং ॥ ৪০

ইয়. অঃ

Counsel of Pandit Ramkumar regarding distribution of the rice ; services of Ramkumar in the foundation ceremony of the temples ; Gadadhar's resentment ; his appeasement by holy rites ; Hridaya's arrival ; worship of Lord Shiva. 37 to 40

বঙ্গানুবাদ :—

রাণী রামমণির মন্দির নির্মাণ ও দেবতাসকলের সংগ্রহ ইহঁনেও ভোগদান বিষয়ে পণ্ডিতগণের মত না হওয়ায় একমাত্র রামকুমার পণ্ডিতই ভোগদান লব্ধে রাণীকে আশ্রিত করেন এবং রাণীও রামকুমারের উপদেশে কৃতকাৰ্য্য হন। রামকুমার পণ্ডিতই প্রতিষ্ঠাদি কার্য সম্পাদন করেন এবং রাণীর আগ্রহবশতঃ রামকুমার পণ্ডিতই পূজাকার্য্যে দ্রষ্টা হন। তাহা দেখিয়া কমিষ্ট ভ্রাতা গদাধর রুষ্ট হন। কিন্তু দৈবানুষ্ঠান বশতঃ জ্যেষ্ঠ দ্বীভূত হয়। এবং সেই সময়ে ভাগিনের চন্দ্রবদন মন্দিরদ্বারে আসিলে ঠাঁবুর স্বপ্নে শিবমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করেন। ৩৭।৩৮।৩৯।৪০

সাক্ষান্মাতুঃ কৃপান্নাভৌ জন্মভূর্দর্শনং ততঃ ।

তত্রীদাহঃ সারদয়া পুনঃ স্বস্থানদর্শনং ॥ ৪৭

রাময়া রামমণি মৃত্যু মৈরব্যা গমনং শুমং ।

পূর্ণাভিষিক্তৌ মৈরব্যা সাধনাসিদ্ধি বর্ণনং ॥ ৪২

গদাধর স্বরূপশ্চ নিষিকল্য-মমাধিনা ।

দৃষ্টা শ্রীমৈরবীদেবৌ চক্রার নাম পাশনম্ ॥ ৪৩

শ্রীরামকৃষ্ণদেবেতি রামকৃষ্ণৈকরূপকং ।

সাধনং বহু দেবানাং তথা প্রকৃতি সাধনম্ ॥ ৪৪

Appearance of the Goddess before Gadadhar and Her blessing on him ; his visit to his native village and

ইয়ঃ শ্রঃ

his marriage with Sarada ; his return to Dakshineswar ; death of Rani Rashmoni ; Bhairabi's arrival ; Initiation by Bhairabi and attainment of success ; her realisation of the true self of Gadadhar as one unified entity of Sri Ramachandra and Sri Krishna ; the naming of Sri Ramakrishna by Bhairabi ; his worship of various gods and attainment of divine power. 41 to 44

বক্রানুবাদ :—

তৎপরে ভগবতীর কৃপালাভ, কামারপুকুরে গমন, সারদার সহিত বিবাহের পর পুনর্বার ঠাকুরের দক্ষিণেদ্বারে আগমন । ৪১ .

রাণী বাসমতীর মৃত্যু, ভৈরবীর আগমন । ভৈরবী ঠাকুরকে পূর্ণাতিথিক করেন এবং ঠাকুরের সাধনার সিদ্ধিলাভ । ৪২

তৎপরে শ্রীভৈরবীদেবী নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় গদাধরের বধার্থ স্বরূপ জানিতে পারিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব অর্থাৎ শ্রীধামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের একত্বরূপ নাম করণ করেন । পরে বহু দেবতার সাধনা ও প্রকৃতি বা শক্তি সাধন করেন । ৪৩/৪৪

মুদ্রার্থা মৃত্তিকাতুল্য' সাধন' কৃতবান্ প্রভুঃ ।

জটাধারী প্রসঙ্গত্ব তোতাপুরী সমাগমঃ ॥ ৪৫

ইসলামাদি ধর্মে সিদ্ধি মৈরব্যা সঙ্কিতস্তথা ।

অজগাম পিতুর্গৃহে মৈরব্যাশ্চ পলায়ন' ॥ ৪৬

তত্ত্বোপিত্বা ক্রিয়ত্ কাল' কামারপুকুরাৎ পুনঃ ।

আগতস্তত্ প্রিয় স্থানি দক্ষিণেশ্বর ধামনি ॥ ৪৭

এবমন্তর লীলৈয' শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনুঃ ।

যস্থাং বৈ শ্রুয়মানায়াং রামকৃষ্ণে রতির্মবেত্ ॥ ৪৮

২য়ঃ অঃ

His realisation of oneness between earth and coins ; the story about Jatadhari ; the appearance of Totapuri at Dakshineswar ; his practice as an Islam ; his visit to Kamarpukur with Bhairabi ; Bhairabi's escape ; his return to Dakshineswar ; Here ends the Middle Part.

40 to 48

বঙ্গানুবাদ :-

তৎপরে ঠাকুর মুক্তিকাতুল্য দুপ্রাণাধন সম্পন্ন করেন । জটাম্বী সাধুর এসকল ভোতাপুরী সন্ন্যাসীর আগমন । ৪৫

ইসলামাদি যাবনিক ধর্মে নিখিলাভের পর পুনরায় ভৈরবীদেবীর সহিত কামারপুকুরে গমন । এবং ঐহান হইতেই ভৈরবীদেবীর পলায়ন । ৪৬

কিছুকাল তথায় অবস্থান পূর্বক কামারপুকুর হইতে পুনরায় তাঁহার অতি প্রিয় দক্ষিণেশ্বরে আগমন । ৪৭

এইরূপভাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বধ্যলীলা হইয়াছিল । যে লীলা শ্রবণ করিলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবে প্রতি আছে । ৪৮

অম্ললীলা প্রারম্ভে চ নানা জনসমাগমঃ ।

তত্র তস্য পার্শ্বে দানা নামান্যত্র প্রণীযতে ॥ ৪৫

নিজধামাগতৈর্যৈহ লীলায় প্রকটীকৃতা ।

নরেন্দ্রনাথ রাঘবায় যোগীন্দ্রনাথ সারক ॥ ৪৬

গঙ্গাধর বাবুরাম গিরীশচন্দ্র সারদাঃ ।

বলরামোদেন্দ্রনাথো শশিভূষণ ভূপতি ॥ ৪৭

কালী মাধব রিলায় শরৎচন্দ্র নিরঞ্জনঃ ।

নামকা রামকৃষ্ণ সিংহভাষা ভবন্তারামী ॥ ৪৮

इयः अः .

In the beginning of the Last Part, many people gathered around him. Of them, the names of his followers worth mention are as follow : Narendra Nath Rakhal, Jogindra Nath, Taraka, Gangādhara, Baburam, Girishchandra, Sarada, Balaram, Upendra Nath, Sashibhushan, Bhupati, Kali, Latu, Harinath, Saratchandra. Niranjan. These are the constantly attached followers of Sri Ramakrishna. 49 to 52

বঙ্গানুবাদ : —

ভগবানের শেষ মীলার প্রথমে বহু বক্তির সমাগম হইল। উন্ন্যাসে বেসকল ভক্ত তাঁহার নিজ নাম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি স্থান হইতে দক্ষিণেদ্বারে তাঁহার নিত্য মীলা প্রচারার্থে আনিয়াছেন তাঁহাদের কিঞ্চিৎ নাম বলা হইতেছে। যথা নরেন্দ্রনাথ রাখালরাজ, যোগীন্দ্রনাথ, গঙ্গাধর, বাবুরাম, গিরিশচন্দ্র, সারদা, বলরাম, উপেন্দ্রনাথ, শশিভূষণ, ভূপতি, কাণী লাটু হরিনাথ শরচ্চন্দ্র নিরঞ্জন এই সকল ভক্তই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যমিত্ত মিত্ত ভক্ত। ৪৯।৫০।৫১।৫২

एतद्रूपाः सन्ति चान्ये तदा शतं सहस्रमपि ।

अथ रसातले मत्स्ये स्वर्गे च दृश्यते 'स्फुट' ॥ ५३

अनन्त भक्त प्रवरा विद्यन्ते च जले स्थले ।

एवन्तद् भक्तवर्गाणामन्येषां विदुषामपि ॥ ५४

मेलेन बहुधा ह्यासीत् श्रीरामकृष्ण योगिना ।

तन्नामान्यत्र संक्षेपात् कथ्यते कौतুকাत् किल ॥ ५५

श्रीतर्करश्च वेदान्तवागीश पद्मलोचन ।

महर्षि देवेन्द्रनाथ गौरी पण्डित संज्ञकाः ॥ ५६

ইয়ঃ অঃ

Such devotees are seen in the heaven, the earth and the lower regions even to-day. Beside these, there are also innumerable devotees in land and water. They meet Sri Ramakrishna in various ways. To cite a few examples, we may mention Sri Padma Lochan Tarkaratna Vedantabagish, Maharshi Devendra Nath Pandit Gouri. 53 to 56

বঙ্গানুবাদঃ—

আজ পর্যন্ত এইরূপ অসংখ্য ভক্ত বর্গে ও মঠে ও পাতালে প্রত্যক্ষরূপে দৃশ্য হইবে। ৫০

এবং হৈম ছাড়াও জলে স্থলে অনন্ত ভক্ত আছে। এইরূপভাবে ভগবানের অনন্ত ভক্তবর্গ এবং অস্ত্র পণ্ডিতবর্গেরও ভগবানের সহিত বহু প্রকারে মিলন হয় কোহলবশতঃ এইস্থলে তাঁহাদের নামও বলিতেছি। তর্করত্ন বেদান্তবাগীশ পদ্মলোচন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরী পণ্ডিত প্রভৃতি। ৫১।৫২।৫৩

বিদ্যাসাগর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামি পণ্ডিতৌ ।

কেশবচন্দ্র সেনচ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকঃ ॥ ৫৪

শ্রীরামকৃষ্ণদেবিন চৈয়ামাসৌত্ সমাগমঃ ।

যেন তে পণ্ডিতাঃ সর্ব্বৈঃ দর্শনমাস্রতঃ ॥ ৫৫

জীবন সফল জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যাঃ কিনাভবন ।

ততঃ শ্রীমাদাদেবী গঙ্গাস্নানায় তস্য চ ॥ ৫৬

দর্শনায় গতা মধ্যে পথি সঙ্গবির্জিতা ।

দস্যুদস্তাদিসুতা সা দক্ষিণেশ্বর সঙ্গতা ॥ ৫৭

Vidyasagar, Vijaykrishna Goswami, Keshab Chandra Sen, the preacher of Brahma religion. Such great scholars became blessed even at the very sight of

ইয়ঃ জঃ

Sri Ramakrishna. Then while proceeding on her journey with a view to taking a bath in the holy Ganga and also paying a visit to her husband, without any companion she fell into the hands of robbers but she reached Dakshineswar without any harm. 57 to 60

বঙ্গানুবাদ :—

পণ্ডিত বিভাগ্যগর বিজয়কৃষ্ণ গোখামী এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কেশব চন্দ্র সেন । ৫৭

এই সকল পণ্ডিতগণের সহিত যোগদান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মিলন হয় । এবং তাহার জন্ত সেইসকল পণ্ডিতগণ ঠাকুরের দর্শনমাত্রে নিজনিজ জীবনকে ধন্য মনে করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন । ৫৮

তৎপরে শ্রীমতী সারদাদেবী গঙ্গাধান উপলক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের দর্শন জন্য কামারপুকুর হইতে বাইতে বাইতে পবিত্র সঙ্গশূন্য হইয়া দ্রুত হস্তে পতিতা হন তৎপরে দক্ষিণে গিয়া ঠাকুরের সহিত মিলিত হন । ৫৯

মথুরায় ভগবত স্তীর্থযাত্রা সমাগমঃ ।

তীর্থ প্রত্যাগতস্যাসী স্বকান্তা সারদা তদা ॥ ৬১

স্বরূপ জ্ঞানদানিন কৃতার্যামকরীচ তাং ।

রামেশ্বরস্য নির্যাস তত্পুত্রঃ পূজকোঃমবত্ ॥ ৬২

কেশবচন্দ্র সেনস্য ঠাকুরেণ সমাগমঃ ।

বিজয়কৃষ্ণ গোখামো যদন্তুমুদিতঃ প্রভুঃ ॥ ৬৩

ব্রাহ্মধর্ম পরিভ্রাজ্য কৃষ্ণসিধা চকার হ ।

স্বমাতৃমরণ প্রেতজাত্য সর্বমকারয়ত্ ॥ ৬৪

Then Thakur's pilgrimage to various holy places with Mathur ; On his return, revelation of his real self

ইতঃ অঃ

to Sarada ; after the death of Rameswar appointment of son as the priest; Keshab Chandra Sen's visit to Thakur ; by grace of Thakur, conversion of Vijoy Krishna Goswami from Bramha religion and his initiation to the holy services of Lord Krishna ; after the death of Chandra Devi, performance of her last rites by Thakur's nephew.

61 to 64

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মথুরের সহিত ঠাকুর ভীর্থ যাত্রা করেন এবং ভীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পত্নী সারদাদেবীকে তাঁহার যথার্থ প্রকৃতি কি তাহা জানাইয়াছেন । স্বামেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাধলাল ভবতারিণীর পূজক হন । ৬১।৬২

কেশবচন্দ্র সেনের সহিত মিলিত হন । এবং প্রভু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের রূপায় ব্রাহ্মসমাজ পরিভ্রমণ করিয়া কুলদেবতা ভগবান কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন । তৎপরে ঠাকুরের মাতা চন্দ্রাদেবীর মৃত্যু হইলে লাভুপুত্রের দ্বারা তাঁহার ঐক্কেদৈহিক কার্য্য করাষ্টয়াছিলেন । ৬৩।৬৪

তত্র কীলাঙ্কলো নানা নানা জনসমাগমাৎ ।

শিষ্যাঙ্কান' নিব্বানম্ নরেন্দ্রস্য ক্তার্য্যতাং ॥ ৬৫

ঠাকুরস্যান্তলীলৈব' বর্ণিতাস্তজ্ঞনৈঃ পুরা ।

নিবেশিতা মহাভাগা স্তদু' ভক্তাঃ স্তন্তমর্জয় ॥ ৬৬

এবন্তদুগ্রন্থ সম্পূর্ণ' ক্ততবান্ গ্রন্থকৃত্ স্বয়' ।

যুগাবতার চরিত' যদুক্ত' পদ্যযোনিনা । ৬৭

তদেবোক্ত' ময়াপ্যত্রনৈমিষে সবিধে চ য় ।

তমেব পুরুষ' চ্যেয়' কলী নিত্য' সুসুচুভিঃ ॥ ৬৮

इयः चः

Then due to a very noisy and tumultuous atmosphere consequent on the gathering of people in large numbers Thakur's call to his followers, his blessing on Narendra Nath and lastly his intimate followers. I pray for their forgiveness if I have gone astray anywhere. Thus the book has been completed. I have said what had been told by Pdmayoni Bramha about the Avatar of Kali Yuga, who is to be worshipped by all who seek salvation. 65 to 68

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে বহু ব্যক্তির সমাগমবশতঃ নানাপ্রকার কোলাহল উপস্থিত হইলে ঠাকুর শিষ্যবর্গকে আহ্বান করেন। নরেন্দ্রকে স্বরূপ দেখাইয়া নিজধামে গমন করেন। ঠাকুরের ভক্তবর্গ প্রায় এইরূপভাবেই তাহার বর্ণন করিয়াছেন অতএব সেইসবল মহাভাগ্যবান মহাত্মাজন আমার কৃপা করিবেন। ৬৫/৬৬

এতকর্তা এইরূপ ভাবেই গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন। স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মবৃত্তে রাজর্ষি ভগীরথকে বৃণাবতার ভগবান শ্রীধীরামকৃষ্ণদেবের লীলা বাহ্য বলিয়াছেন আমি অর্থাৎ শৌনক ঋষি এই নৈমিষারণ্যে আপনাদেব নিকট তাহাই বলিলাম। অতএব মুক্তিকামী জনগণ কলিযুগে ভগবান শ্রীধীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যই ধ্যান করিবে।

‘श्रीरामकृष्णदेव’ हि भगवन्त’ जनार्दन’ ।

ऐख्यं माधुर्यं रसाधाररूपं सनतिनम् ॥ ६६

कामिनोकाञ्चनत्यागाहर्णीत्तम समुद्रवात् ।

घाङ्गुण्यं परिपूर्णञ्च भजितं मधुसूदनम् ॥ ७०

इति श्रीभक्तितीर्थ विरचिते श्रीधীরामकृष्णভাগবতে পারমহংস্যাং
সংহিতার্থা ভগবতঃ শ্রীধীরামকৃষ্ণদেবস্য মহাজনং বার্তারূপী লীলা-
বিলাসাখ্যঃ সত্যতীর্থোদ্ভবঃ । ৩

इयः अः २

We should worship Sri Ramkrishna in order to attain salvation in this Kali yuga.

Here ends the third chapter of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam, describing a brief sketch of his life.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব কামিনীকাকন ভাগ্যী ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ ও বাঙ্ক্ষণ্য পরিপূর্ণ
হেতু ঐশ্বর্য ও মাধুর্য রসের আধার সনাতন জনার্দ্রন মধুসূদন ভগবান শ্রীরাম-
কৃষ্ণদেবই কলিযুগে ভক্তনীয় । ৬২।৭০

ভক্তিতীর্থবিরচিত্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজনবাৰ্ত্তী
রূপ তৃতীয় অঙ্কে লীলাবিস্তার বর্ণিত হইল ।

चतुर्थोऽङ्कः

श्रीरामकृष्णस्य कथा प्रजल्पिनः

स्वामि प्रधाना जन दुःख मोचकाः ।

तदोय पादाम्बुज धूलिधूसर

कदाभवेदस्य शिरोऽधमस्य मे ॥ १

ध्योमग्रहाधिक द्विपटशत बद्धाब्द माधবে ।

पितृसहागम' स्तस्मिन्दक्षिणेश्वरधामनि ॥ २

तत्र दृष्ट्वा जगन्नाथ' रामकृष्ण' पिता मम ।

दण्डवत्तत् पादतले पतित्वा प्रणिपत्य त' ॥ ३

पुनः पुनः पादधूलि' पानिभ्या' प्रतिगृह्य सः ।

स्वमस्तকে सुविन्यस्य धन्योऽहमिति चीकृतवान् ॥ ४

I look forward to that day when I shall be blessed with the dust of the feet of those great men who treasure the uttering of Sri Ramkrishna in their heart Once early in the month of Vaisakh in the Bengali

ইয়ঃ অঃ

Then due to a very noisy and tumultuous atmosphere consequent on the gathering of people in large numbers Thakur's call to his followers, his blessing on Narendra Nath and lastly his intimate followers. I pray for their forgiveness if I have gone astray anywhere. Thus the book has been completed. I have said what had been told by Pdmayoni Bramha about the Avatar of Kali Yuga, who is to be worshipped by all who seek salvation. 65 to 68

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে বহু ব্যক্তির সমাগমবশতঃ নানাপ্রকার কোলাহল উপস্থিত হইলে ঠাকুর শিষ্যবর্গকে আহ্বান করেন । নরেন্দ্রকে অরূপ দেখাইয়া নিষধামে গমন করেন । ঠাকুরের ভক্তবর্গ প্রায় এইরূপভাবেই তাঁহার বর্ণন করিয়াছেন অতএব সেইসবন মহাভাগ্যবান মহাত্মাজন আমার কমা করিবেন । ৬৫/৬৬

এরূপতঃ এইরূপ ভাবেই এর সমাপ্তি করিয়াছেন । অথঃ পরোক্ষানি ব্রহ্মা ব্রহ্মরূপে রাজর্ষি ভগীরথকে বৃন্দাবন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নীলা যাহা বলিয়াছেন আদি অর্থাৎ শৌনক ঋষি এই নৈমিষারণ্যে আপনাদেহ নিকট তাহাই বলিলাম । অতএব মুক্তিকামী জনগণ বলিবুগ্গে ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের নিকটাই ধ্যান করিবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব' হি ভগবন্ত' জনার্দন' ।

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য' রসাদারূপ' সনতিনম্ ॥ ৬৫

কামিনীকাজনল্যাগাহর্ণীতম সমুদ্ভবাৎ ।

ঘাঙ'গুণ্য পরিপূর্ণীষ্ম ভজেত' মধুসূদনম্ ॥ ৬০

इति श्रीभक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमह'स्यां
संहितार्था भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य महाजन वार्त्तारूपो लीला-
विलासाख्यखतोद्योऽङ्कः । ३

इयः अः -

We should worship Sri Ramkrishna in order to attain salvation in this Kali yuga.

Here ends the third chapter of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam, describing a brief sketch of his life.

वदन्नुवाच :-

अतएव कामिनोकाकन दाम्नी आकणकण्य करतीर्ण उ वाङ्मन्य पत्रिपूर्ण
हेतु देवर्षा उ माधुर्य रमेद आशर दनाहन जनार्दन मधुदहन उगदान श्रीराम-
दकमेवहे कनिषुगे उन्नतौ । ७२१०

अकितीर्थविरचित श्रीश्रीरामकृष्णभागवते श्रीश्रीरामकृष्णदेवेन महान्नवाष्टी
रुप कृतीर अहे नोनादिनाम वरित हरेन ।

चतुर्थोऽङ्कः

श्रीरामकृष्णस्य कथा प्रजल्पितः

स्वामि प्रधाना जन दुःख मोचकाः ।

तदोय पादाम्बुज धूमिधूसर

कदाभवेदस्य शिरोऽधमस्य मे ॥ १

धूमिधूसराधिक द्विपटगत वदाम्बु माधये ।

पितामहागमं स्तुतिन्दक्षिणेश्वरधामनि ॥ २

तत्र दृष्ट्वा जगत्पायं रामकृष्णं पिता मम ।

दण्डवत्तत् पादयस्ते पतित्वा पतिपत्य तं ॥ ३

पुनः पुनः पादधूनिं पानिभ्यां पतिगृह्य मः ।

समस्तके सुविन्यस्य धन्योऽहमिति शीतशान् ॥ ४

৪র্থঃ অঃ

year 1290. I had been to Dakshineswar with my father. As soon as my father met Sri Ramakrishna. he fell at his feet, took the dust of his feet on his head and felt blessed. 1 to 4

দক্ষানুবাদ :-

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবর কথানুষ্ঠাই বাইদিশের কথা জনগণের হৃৎ খোচনকারী বেশকল মহারাজগণ আছেন। তাঁহাদের পদধূলি দ্বারা কতদিনে আমার মস্তক ধুসর বর্ণে রঞ্জিত হইবে। ১

বঙ্গীয় সন ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসের ঐশ্বমে আমি শিষ্টদেবের সহিত দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির মন্দিরে বাইদাছিলাম। ২

সেই স্থানে আমার শিষ্টদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবামাত্র মগ্ধমে তাঁহায় পদতলে নতবৎ পতিত হইয়া প্রণামপূর্বক হইট হস্তে তাঁকুদের পদধূলি পুনঃপুনর্বার নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া আমি যত্ন হইলাম এই কথা বলিয়াছিলেন। ৩।৪

ততস্তয়োঃ পূর্ব্বহুতং সংবাদানন্তরং পিতা ।

পুনর্ভগবতস্তস্য পাদধূলিং প্রগৃহ্য সঃ ॥ ৫

মম মূর্ছি, দদৌ ভক্তায় বসুধাং দয়ঃক্রমে ।

পানি ভ্যামপি তত্পাদৌ বিধৃত্য জগতী পতিঃ ॥ ৬

ততঃ স্বমস্তকং ন্যস্ত্য পুঙ্খপুঙ্খ বলীন হি ।

তদা ন চালনেশক্ত স্তাত্পাদপদ্মমশ্রুভিঃ ॥ ৭

ততঃ স্বহস্তং মম মূর্ছি, দত্ত্বা

প্রোবাচ যত্নেন ময়া বিবৌহুং ।

শক্যং মুহূর্ত্তং গতং চৈতনং হি

কৃপাক্রণা তেন বিমর্জিতা মে ॥ ৮

৪র্থঃ অঃ

After they had exchanged greetings and talked on matters relating to friends and relatives, my father bent my head down to his feet. By virtue of merits acquired in my previous births, I had been fortunate enough to have the feet of Sri Ramkrishna placed on my head. He blessed me with his hand on my head. I was then a boy of eight years and so I could not understand what he said, nor could wash his feet with my tears. I remember to have lost my sense for a while. 5 to 8

বঙ্গানুবাদ :

ঠাকুর এবং পিতা উভয়ের পূর্ব কথা অর্থাৎ কে কেমন আছে ইত্যাদি সাংসারিক বৃত্তান্ত আলাচনার পর আমার পিতা আমার মস্তকেও ঠাকুরের পদধূলি দিয়া ভগবানের পাদযুগলের মধ্যে আমার মস্তকও নত করাইয়াছিলেন। তখন আমার বয়স ৮ বৎসর আমিও পূর্ব-পূর্বজন্মের গুণ্যগুণবশতঃ উইটি হস্তে ঠাকুরের হুইটি পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়াছিলাম কিংবা তখন আমি বালক বশতঃ তাঁহার পাদপদ্ম অশ্রু বিধৌত করিতে পারি নাই। ৫।৬।৭

তৎপরে ঠাকুর আমার মস্তকে করণ দিয়া কি বলিলেন তাহা বুদ্ধিতে না পারিলেও তিনি যে আমাকে কৃপা করিলেন ইহা বুদ্ধিরাছিলাম। এবং অনেককণ সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম।

मया ज्ञातं मया किन्तु ह्यस्याशौर्वादे शक्तिः ।

पण्डितोऽहं भविष्यामि दीर्घायुय न संशयः ॥ ७

समाश्रীति वयोवर्ध गतः प्रायोऽधुना मम ।

पण्डितैरादृतत्वाच्च प्रत्यन्नामीः प्रदर्शिता ॥ १०

ततः प्रमादीय मुमिष्ट मिष्ट द्रव्याणि पित्रे मम देवदेवः ।

दत्त्वा महाहर्षं युतो महात्मा विभर्जयामास सुदुःखचित् ॥ ११

৪র্থঃ অঃ

ততঃ পিতা তব সরিহরায়া ঘটে সমানোয় হি তন্ প্রদত্ত' ।

ভৌজ্যং ময়াসোঁহে মছৌপবিত্র' সংমেজয়োঁমাশ জলচ্ছ গাঙ্গ' ॥ ১২

Afterwards I understood that he had blessed me to the effect that I should be a scholar and live a long life. Now at this age of eighty seven years, admired as I am by many a great scholar, I feel to day the infallible effect of his blessing. He gave us sweets and felt sorry that we could not stay longer that day. We then, went to the river and shared the sweets and quenched our thirst with the holy water of the Ganga. 9 to 12.

বিশ্রুতবাদ :-

তৎপরে বৃন্দিনার ঠাকুরের আশীর্বাদে আমি দীর্ঘায়ু ও পণ্ডিত হইব ।
অতএব উপস্থিত আমার বয়স প্রায় ৮৭ মণ্ডাশীতি ইহা দীর্ঘায়ুর পূর্ণ লক্ষণ এবং
পণ্ডিতবর্গ আমাকে ভ্রষ্টা করেন ইহাও পণ্ডিতের লক্ষণ অতএব ঠাকুরের
আশীর্বাদ অকরে অকরে প্রত্যাক হইতেছে । ১১০

তৎপরে ঠাকুর এসাদীর মিঠার আমার পিতাকে আনন্দের সহিত দিলেন
কিন্তু পিতা সেদিন সেখানে না থাকার হুঃখের সহিত আমাদিগকে বিদায়
দিলেন । ১১

তৎপরে পিতা গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আমার সহিত ঠাকুরের প্রদত্ত মিষ্টেদ্বা
ভোজন ও গঙ্গাঘল পান করিয়াছিলেন । ১২

কৃতমৃত্যুয়া রামমণে মন্দিরাহুহিরামতঃ ।

বাল্যচাপনতযাছ' পিতর' সৃষ্টবাঁমুটা ॥ ৭৬

ননামদয়ডয়দ্বতোশা মথানু য' মন্দিরামুদৈ ।

কৌণ্য' জনঃ পিতৃব্যঃ কি' ভবতঃ কণ্যতাঁ মম ॥ ৭৪

४थः अः

शुत्वेव मुक्तं भी पुत्र सर्वेषां नः पिताद्ययः ।
यथाकागम्यितयन्द्रः सर्वेषां मातुली भवेत् ॥ १५
तथा श्रीरामकृष्णोऽयं भगवान् जगतः पिता ।
वैकुण्ठादवतोर्गोऽत्र जनमद्वनं हृतये ॥ १६ ॥

On coming out of the temple premises. "Who is he whom you so honoured in the temple? Is he your father or so?" At this my father replied, "Dear son, he is father to all, just as the moon is everybody's uncle. He is God Himself descended from heaven to the earth for the good of humanity, and is known as Sri Ramakrishna." 13 to 16

৪র্থঃ অঃ

एव शेषवतस्तस्य भगवद्भाव चिन्तनात् ।
नान्य देवे दृढा भक्तिर्भवेन्मেষ्व कदाचन ॥ १८
सचन प्राण संयुक्त दिव्यमूर्त्तिः समीक्षणात् ।
परन्तु स्वापकाले मां प्रायशो निजमूर्त्ति धृक् ॥ १९
पुरुषः सुसमायातः सहास्यमवदध सः ।
कुशलं तव भी पुत्र गमिष्यामि यथागतम् ॥ २०

Those who do not see Sri Ramkrishna and who are not seen by him live a miserable life. From that time onwards to this ripe old age no other gods save Sri Ramkrishna can command my devotion so profoundly. From time to time in my sleep, I often would see him standing before me and saying, "Dear son, I think all is well with you. I now go off to the place from where I had come." Yet I thought that it was a dream and might be an effect of constant thinking. 16 to 20

বঙ্গানুবাদ :-

অতএব যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন না করেন এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁহাকে না দেখেন সেই সকল লোক ত্রিলোকে নিন্দিত অর্থাৎ তাহাদের দেহ হৃতদেহসদৃশ । ১৭

এইরূপভাবে বাল্যকাল হতে আজ পর্যন্ত সেই জীবন্ত ভগবদ্বিগ্রহ চিত্তা করিয়া অত কোন দেবতাত্তেই তাঁর ভক্তি কখনও হয় না এবং সেই বাল্যকাল হতে অভাববি আমার নিদ্রিতা অবস্থায় প্রায়ই ঠাকুর সেই মূর্তিতে আসিয়া সহস্র বদনে বলেন ওহে পুত্র তুমি ভাল আছত আমি চলিলাম যেখান হতে আসিয়াছি সেইখানে এইরূপভাবে মধ্যে মধ্যে ঠাকুর আমাকে দেখা দিলেও আমি ভাবিতাম ইহা আমার মনের বিকার । ১৯।২০

४थः अः

पूर्ववन्निद्रितावस्थां गतं प्रत्यक्षतां गतः ।
 एव' वष्टु त्रितये वर्षे' गते देवोऽवदच्च मां ॥ २१
 मल्लीलां विलिख त्व' भो देवभाषाद्युतां सुधीः ।
 त्वामहं संवदियामि माभैषीः पण्डितो भवान् ॥ २२
 तदादेशमिमं प्राप्य ममायं परमोद्यमः ।
 धन्योऽहमिति मत्वा तच्चरितं रचितं मया ॥ २३
 अतोऽत्र यः प्रमादी मे व्रुटि र्या या भविष्यति ।
 ते चन्त्ये महाभागैस्तद्वृत्तैः कथापरैः ॥ २४

When I was about fifty years old, one night he appeared before me and said, "Oh scholar, write a book on my life in Sanskrit. I shall guide you. Don't fear. You are a scholar." It is at his behest that I have lunched upon this venture. I consider myself to have been blessed by him and accordingly I have ventured to compose this book. Hence I hope to be excused for any omission or commission by his most kind-hearted and benevolent devotees.

21 to 24

वदन्निद्रितावस्थां गतः—

रदन आमार बहन पकान् २ वर्ष एवम एकदिन शेरवादे आमार चहृन्मात्रे एक निद्रित अवस्थां पूर्कोर मठ आगिया पुनः पुनः बलिलेन तूनि आमार लीला देव भाषा अर्थां सङ्गृह भाषा निष । तूनि पठित अट एव छ पाहेवार कादन किछुमात्र नाहे । यदि वल आमि आपनार लीला जानि नाहे तारा हरेण आनि टोमारके आमार लीला जानाहेरा दिव । २१।२२

ठाकुरर एहेरन आपन पाहेरा आमार उठन साधन हरेराछे बाहार फले आनि आमारक एउ मन कइरा । ठाकुर लीला बर्नने कइइ हरेरेहि । २३

৪র্থঃ অঃ

অতএব আমার এই লেখার মধ্যে বহুপ্রকার ভুলত্রুটিগুলি ঠাকুরের
দর্শনোল্লসিতবর্ণনাদ্বারা জগৎ কমা করিবেন হেঁসাই আমার একান্ত প্রার্থনা । ২৪

অধুনা অন্যরূপস্য রূপস্য পরমাत्मनঃ ।

তত্ পাदমন্ত্ৰমিঃ সিক্কা ধন্যোঽস্মি তত্ ক্রপাসিতঃ ॥ ২৫

প্রাক প্রত্যক্ষোক্তং যদি ভগবত্ পাদপঙ্কজং ।

তচ্ছিন্তয়া যাতি কালং বাসনেয়ং সদা মম ॥ ২৬

इति श्रीग्रन्थकर्तुर्भगवद्भक्त्यनपरिचय रूपा चतुर्थ बल्लौ ॥ ৪

I wash his feet with tears of gratitude as I have been blessed by his grace and see him enshrined in my book. I long for the day when I shall breathe my last meditating on those feet which I had seen in my childhood. 25 to 26

Here ends the Fourth chapter describing the writer's personal experience and meeting with Sri Ramakrishna.

বঙ্গানুবাদ :—

সম্প্রতি অধরূপে ভগবানকে পাইয়া তাঁহার পাদপদ্ম অশ্রুজলে অভিষিক্ত
করিয়া তাঁহার কৃপালাভ ধন্ত হইতেছি । ২৫

পূর্বে অর্থাৎ বালাবস্থায় যে পাদপদ্ম প্রত্যক্ষ করিঘাই সেই পাদপদ্ম
হুটি আমার জীবনান্ত কালের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ে চিন্তা করিতে সমর্থ
হই হেঁসাই আমার একান্ত প্রার্থনা । ২৬

এইট লেখকের ভগবানের স্মরণের পরিচয় । চতুর্থ বল্লী ।

अथ स्वर्गन निर्देशरूपा पञ्चमावल्लौ ॥ ৫

ব্রহ্মযুগে দামরথিঃ শ্রীরামোভগবান্ স্বয়ং ।

বৈকুণ্ঠে সম্পরিত্যজ্যায়ীধ্যায়ী মুক্তিধামনি ॥ ৭

৫ম: অ:

আবিরাসৌদধায়েব রাজসানাং দুরাক্ষনাং ।
 সহস্রসংরচণায় প্রজানাং রক্তনাথ চ ॥ ২
 আবিরাসোত্ কলৌ তদত্ কামারপুকুরে প্রমু: ।
 গদাধর ইতি স্খ্যাতৌ লোলার্থ্যং রঘুনন্দন: ॥ ৩
 অতোত দ্বাপরযুগে যথা শ্রীভগবান্ সখ্য' ।
 গোলোকাদাব্রজত্ কৃষ্ণ: স্বধাম ব্রজমণ্ডল' ॥ ৪

In the Treta Yuga God manifested Himself as Ramchandra, son of King Dasarath of Ayodhya to kill demons, uphold religion and make the people rich and prosperous. In the same way, God appeared as Gadadhar at Kamarpukur in this Kali Yuga to do His own will. In the Dwapar Yuga God appeared as Sri Krishna and did all he intended to do in Brajadhama and Dwaraka. 1 to 4

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং তাঁহার ব্রজনগরের পরিচয় বলা হইতেছে ।

সনাতন ধর্মসংরক্ষণ ভারতীয় প্রজাবর্গের আনন্দদান এবং দ্রষ্টা দাক্ষকুল, নির্মূল করিবার জন্য ত্রেতা যুগে এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার নিষধাম বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগপূর্বক মর্ত্যালোকে নৃত্তিকেন্দ্রে অবোধাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।

সেই রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রই কলিযুগে লীলার জন্য কামারপুকুরে গদাধর নামে আবির্ভূত হইয়াছেন । ১।২।৩

তৎপরে দ্বাপরযুগে সক্তিমানন্দ নৃত্তিতে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিষধাম গোলক হইতে ব্রজমণ্ডলে । ৪

५मः अः

पित्रादिस्वर्गयुक्ताः सच्चिदानन्द विग्रहाः ।

या या लीलायकारासौ ब्रजे मधुपुरे तथा ॥ ५

द्वोरकार्या विज्ञेयेण सहिषीहृन्द संवृतः ।

वङ्गदेशान्तरेचात्र कामारपुकुरे प्रभुः ॥ ६

कलिकाता नगर्याञ्च तथा श्री दक्षिण खरे ।

आदि मध्यान्तरे लीलायतद्रूपा. कृतवान् स्वयं ॥ ७

भगवान् रामकृष्णस्तु पृथ्वीः परिकरैः सह ।

शुदिरामः पिताचास्य वसुदेवोऽस्य देवकी ॥ ८

In the same way God appeared as Sri Ramkrishna at Kamarpukur in Bengal and performed his activities in three stages, early, middle and late, in the city of Calcutta and at Dakshineswar. Here again he was accompanied with his previous associates. Basudev who was father of Krishna in the Dwapar Yuga appeared as Khudiram, so also Devaki as Chandra Devi.

৫মঃ অঃ

চন্দ্রাভ্যুদয়স্য জননী জ্যেষ্ঠ স্নাতা মহাশলঃ ।

শ্রীরামকুমারচাত্ত বনভদ্রো ন সংযতঃ ॥ ৫

রামেশ্বরো মহাদেবঃ শ্রীগোপেশ্বর সঞ্জকঃ ।

ব্রজে নিত্যা স্থিতির্যস্য কৃষ্ণলীলেচণায় চ ॥ ১০

কাত্যায়নী মহামায়া শ্রীকৃষ্ণ ভগিনী চ য়া ।

শ্রীমতী জানকী দেবী শ্রীমতী য়া চ রাধিকা ॥ ১৭

ত এষ সারদাদেবো লীলাসম্পূতিকারিণী ।

য়গোদা ভৈরবীদেবো বাতুল্যাধাররূপিণী ॥ ১২

Balavadra as Ramkumar, Sri Gopeswara as Rameswara, Katyayani, sister of Sri Krishna, as Janaki Devi, Radhika as Sarada Devi, Jasoda as Bhairabi.

9 to 12

বঙ্গানুবাদ :-

শ্রীকৃষ্ণজন্মের পিতা বহুদেবই গদাধরের পিতা ক্ষুদিরাম । এবং মাতা চন্দ্রাভ্যুদয়ীই বহুদেব পত্নী দেবকী । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপরিত্ত শ্রীরামকুমার পতিতই মহাবল বনভদ্র বা বনরাম । ইহা নিঃসন্দেহ । ৮-১২

ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরই ভগবান গোপেশ্বর মহাদেব যিনি স্বকল্যাণ দর্শনার্থে নিত্য ত্রযধ্যমে বাস করেন ॥ ১০

শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী যোগমায়াই ঠাকুরের ভগিনী কাত্যায়নী । জনকনন্দিনী সীতা ও বৃষভাশ্বনন্দিনী রাধা এই দুইটি শক্তির একাধারে প্রকাশ লীলাসম্পূতিকারিণী সাক্ষী গদাধর কাটা মহাভাব স্বরূপিণী ভগবতী শ্রীমতী সারদাদেবী এবং বাতুল্যাভ্যুদয়ের আধার স্থানীয়া ভৈরবী দেবীই বনোদা । ১১-১২

ভগিনী রামকৃষ্ণস্য সাত্বাত্ শ্রীঃ সর্বমঙ্গলা ।

জটাধারো রামলানাবিগ্রহস্য সুসিদ্ধিঃ ॥ ১৩

ধ্রুমাঃ অঃ

শ্রীরামচন্দ্রমন্ডন্তুয়স্মাচ্ছগাছ মে প্রভুঃ ।

ব্রহ্মাণিঃ শ্রীবশিষ্ঠস্তু তোতাপুরীতি নামকঃ ॥ ১৪

শ্রীরামলক্ষ্মণদেবস্য গুরুর্য়াদেত সাধকঃ ।

হৃদয়ো হলধারী চ সুর্য্যভাবেন সঙ্কতী ॥ ১৫

শ্রীদামঃ শ্রীলক্ষণশ্চ মিলিতৌ তত্সঙ্কায়কৌ ।

যথা শ্রীরামলীলার্যো সাগর' শত যোজনম্ ॥ ১৬

Lakshmi as Sarbamangala, sister of Sri Ramkrishna
Sage Agasta as Jaladhari; Vashistha as Totapuri. Sri
Dama and Sri Lakshmana as Hridaya and Haladhari
respectively. 13 to 16

বঙ্গানুবাদ :

এবং শ্রীরামহৃদয়েবের কনিষ্ঠ ভগিনী সর্বমঙ্গলা দেবীই সর্বমঙ্গলদায়িনী
লক্ষ্মীবরুণা । দামলাগা দিগ্ধ সেবী জটাদারী সাধুই অগস্ত্য ব্রহ্মাণি । তিনি
ঠাকুরকে দামদ্বয়ে দীক্ষিত করিয়া নিষিদ্ধান করান । ১০

ভোতাগুরী সঙ্গ্যাদীই সাক্ষাৎ দক্ষর্ষি বনিষ্ট । তিনি ভগবান শ্রীরামহৃদয়েবের
অর্ধেক দক্ষ সাধনার শুক । ১৪

४र्थः अः

लङ्घयित्वा राम कार्यमकरोत् स महाकपिः ।

महाबोरो रामदासः श्रीरामादपि शक्तिधृक् ॥ १०

तथात्र श्रीनरेन्द्रस्तु श्रीरामकृष्णसेवकः ।

श्रीरामकृष्णदेवस्य कृपया करुणा निधिः ॥ १८

गत्वा सिन्धोः पारमपि रामकृष्णकथामृतम् ।

ददौ तज्जङ्गवादिभ्यो येन ते नरतां गताः ॥ १८

स्वयंरूपेनावतीर्य श्रीरामकृष्ण नामधृक् ।

अभवद्दर्शनार्थं जीवानां भुक्तिहेतवे ॥ २०

कलौ पीतावतारोऽयं ऋषिवाक्यानुसारतः ।

यन्नामतो ध्रुवामुक्तिर्भविष्यति न संशयः ॥ २१

इति श्रीभगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य स्वर्ण निर्दिग्गया पद्म-
वल्ली ॥ ५

Just as the mighty Hanuman served the will of Ramchandra by crossing over the sea, so also Sri Narendra crossed the seas to preach the message of Sri Ramkrishna among people who were spiritually blind. God Himself appeared as Sri Ramkrishna to the suffering humanity. According to the predication of the ancient sages, He is the Pita Avatara of Kali Yuga, by enchanting whose name man can undoubtedly attain salvation. 17 to 21

Here ends the Fifth Chapter enumerating the followers and associates of Sri Ramakrishna.

४र्थः अः

लङ्घयित्वा राम कार्यमकरोत् स महाकपिः ।

महाबोरो रामदासः श्रीरामादपि शक्तिधृक् ॥ ८०

तथात्र श्रीनरेन्द्रस्तु श्रीरामकृष्णसेवकः ।

श्रीरामकृष्णदेवस्य कृपया करुणा निधिः ॥ ९८

गत्वा सिन्धोः पारमपि रामकृष्णकयामृतं ।

ददौ तज्जङ्गवादिभ्यो येन ते नरतां गताः ॥ १८

स्वयंरूपेनावतीर्य श्रीरामकृष्ण नामधृक् ।

अभवद्भ्रमरचार्यं जीवानां भुक्ति हेतवे ॥ २०

कनौ पीतावतारोऽयं ऋषिवाक्यानुसारतः ।

यन्नामतो ध्रुवामुक्तिर्भविष्यति न संशयः ॥ २१

इति श्रीभगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य स्वगण निर्देशरूपा पञ्चमा-
वल्ली ॥ ५

Just as the mighty Hanuman served the will of Ramchandra by crossing over the sea, so also Sri Narendra crossed the seas to preach the message of Sri Ramkrishna among people who were spiritually blind. God Himself appeared as Sri Ramkrishna to the suffering humanity. According to the predication of the ancient sages, He is the Pita Avatara of Kali Yuga, by enchanting whose name man can undoubtedly attain salvation. 17 to 21

Here ends the Fifth Chapter enumerating the followers and associates of Sri Ramakrishna.

৪র্থঃ অঃ

বশান্তবাদঃ—

ভগবান শ্রীশ্রীমদ্রামকৃষ্ণদেবর্ষে স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া কনিষ্ঠ জীবনকালের
সনাতন ধর্মের রক্ষা ও মুক্তিদানের উপায় নির্ধারিত করিয়াছেন। ৩০

বোঁহার নাম লইবামাত্র মুক্তি হয় ইহা বেদ গুরাগাদি মূল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত
মত বা সর্বোত্তম সাধন বলিয়া মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন। ২১

ইহাই ভগবান শ্রীশ্রীমদ্রামকৃষ্ণদেবের স্বগণ নির্দেশরূপ নক্সমবস্ত্রী সমাপ্ত
হইল। ৩১

अन्यारम्भे श्रीरामकृष्ण देवस्य प्रणामादिना मङ्गलाचरणरूपा

पष्ठ वल्ली । ६

प्रणम्य श्रीरामकृष्णदेवं वाचामगोचरं ।

बुद्धेर्मान्द्राश्रया भक्त्या स च वाग्विपयी कृतः ॥ १

विगत बहुसमाग्रे वीरसिंहे यशस्वान्

अजनपुर निवासी वेश्ववीराजसिंहः ।

अकृत परम भक्त्या यस्य मूर्तेः प्रतिष्ठा

निखिल जनशरण्या रामकृष्णः स जीयात् । २

श्रीरामकृष्णदेवस्य माहात्म্যমণ্ডনাপি চ ।

दृश्यते मद्ददाश्चर्यं तत्तस्यैব্দ্ভুभिর্জনৈः ॥ ३

आकाशचार वेलायां श्रीमन्दिर विलङ्घने ।

प्राणाययः पताङ्गानां भवेदेव न संशयः ॥ ४

I bow down to Sri Ramakrishna. It is due to
my folly that I try to catch Him in the net of
letters even though no words can reach Him Some.

৬৪: অ:

eight hundred years ago. Birsinha, King of Bishnupur, founded the stony image of Sri Sri Ramakrishna. Occasionally the glory of His divine presence is felt even now by the people of the locality. Any bird that attempts to fly over the temple falls down and dies. 1 to 4

বঙ্গানুবাদ :-

অনন্তর ঐশ্বর্যের প্রদত্তে বংশমোতে গ্রামের প্রতিপাত্ত দেবতা ভগবান শ্রীরামহরকদেবের প্রণাম ও কিঞ্চিৎ মাহাশয় বর্ণিত হইতেছে। বাক্যাতীত ভগবান শ্রীরামহরকদেবকে প্রণাম পূর্বক আমার অনবুজ্জিতাবশতঃ আমি তাঁহাকে বাক্যের বিবরীকৃত করিতেছি। ১

এই আট শত বৎসর পূর্বে বাঁকুড়া প্রদেশের অন্তর্গত এসিদ্ধ বিষ্ণুপুর নামক রাজধানী নিবাসী বংশাবত পুরম বৈকবরামভুল্লহুয়ামণি বীরসিংহ নামক বিগ্রহ ভক্তিপূর্বক শ্রীশ্রীরামহরকদেবের একটি শিলাবদী জীবন্ত মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সময় জনগণের মহদহাতা শ্রীশ্রীরামহরকদেব অসুস্থ হইল। ৩

এই রামহরক বিগ্রহের মহিমা অতীব আশ্চর্য। অত্র পর্যন্ত সেই স্থানের বহুভক্তি প্রায় স্পর্শ করেন। শক্তিগণের আকাশ পথে গমন সময়ে মন্দিরের চূড়া বা চক্র সজ্জিত হইলে, তৎকালে মন্দিরের সন্মুখে পতিত হইয়া মুহূর্ত্ত বহু বরি সেই সময় পুকারী প্রাপ্ত যেখান পক্ষীর মুখে চরণানুত যেন তবে তৎকালে সেই পক্ষী জীবিত হইল উড়িয়া যায়। ৪।

স্বৰ্ণমাল্য মণ্ড্যমাস্ত্রীযন' প্রাপ্তবলি ন।

কবাক্ত নিম্নমণ্ড্যবিহ্বা' ভোগাশে দৃশ্যতে স্পষ্টং ॥ ৫

৬৪: অ:

অতস্বিকালসত্যত্বাতিসত্যমভিধীয়তে ।

রমন্তে যোগিনোযত্র নির্বিকল্প সমাধিনা ॥ ৬

সৌম্য' শ্রীরামকৃষ্ণস্য বিগ্রহান্তর ধারক: ।

নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপো নাত্র সংশয়: ॥ ৭

যা লীলাচরিতাস্তে নাপ্যচিন্ত্যানন্তশক্তিকা: ।

অত: শ্রীরামকৃষ্ণো'য়ং পূর্ণ' শ্রীভগবান্ স্বয়ং ॥ ৮

But if the holy water of Sri Ramakrishna is sprinkled on its body, it comes back to life. Again on the rice offered to the God, marks of fingers are distinctly seen. God Ramakrishna manifested Himself in human form at Kamarpukur. So our Sri Ramakrishna is undoubtedly God's own Self. 5 to 8

বঙ্গানুবাদ:—

এবং বিগ্রহের অঙ্গভোগদান সময়ে অঙ্গের উপবিভাগে পাঁচটি অঙ্গুলির চিহ্ন দেখা যায় । ৫

অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহের ত্রৈকালিক সত্তা বশতঃ ইহার নাম ত্রিসত্তা বলিয়া বেদে অভিহিত হইয়াছে । যে রামকৃষ্ণ যোগিগণ নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা জ্ঞানানন্দ প্রাপ্ত হন । ৬

এবং ঠাকুর যে সকল লীলা করিয়াছেন সেই সকল অচিন্ত্য ও অনন্তশক্তির প্রকাশক বশতঃ এই ঠাকুর রামকৃষ্ণসেবাই পূর্ণ স্বরূপ স্বয়ং ভগবান ॥ ৮

গিব্রল্লামাদয়ো যি চ মন্ত্র যৈদ প্রবর্তকা: ।

শ্রীরামকৃষ্ণা মাছাত্মা বর্ণনি তৈপি ন চমা: ॥ ৮

৬৪: অ:

তত্ কৃপালিশ প্রাপ্তার্থ' তদাদেশাঙ্কিলিখ্যতে ।

তদ্বক্তা: শ্রীমহাভাগৈ: চন্তব্য' স্থলন' মম ॥ ১০

নাহ' কবিরাজ: প্রার্থী ন মে চার্থাগমে সৃষ্টা ।

আত্ম সংশোধনার্থায় মমায়' পরমোদয়: ॥ ১১

ঘৃণাচরমিবে তেন যদি কস্মাপি বা ভবেত্ ।

খল্যানন্দো মমৈবাসৌ সৌভাগ্যোদয় উত্তম: ॥ ১২

Lord Shiva and Bramha who are the makers of Tantra and Vedas are not capable of describing the glory of Sri Ramakrishna, I endeavour to scribble a sketch of his life at his behest that I may be favoured with a bit of his grace. Hence I hope that his kind-hearted devotees will graciously forgive me for my faults. I have no ambition for fame or fortune, It is all for self-purification that I have laboured on this book. I shall deem it a great fortune of mine if any words of this book are found to be worth appreciation by anybody, just as one gets delighted to see the shape of a letter among the innumerable dots on a piece of wood caused by wood worm.

9 to 12

বদ্রানুবাদ :-

৬৪ এবং বেদান্তের প্রকাশক হোলকল নিব ব্রহ্মারি দেবতা আহ্ন
উপাস্তাও ত্রিবাসিক বহিরা বর্ণনে লক্ষ্য হন না । ৯

৬ষ্ঠ অঃ

ঠাকুরের কৃপাকণা পাইবার জন্য তাঁহারই আদেশে এই দ্বায়ক ভাগবত সংকৃত ভাবায় নিখিতছি। মহাভাগ্যবান ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ মহারাজগণ আমার ভয়প্রদর্শনে ক্ষমা করিবেন। ১০

আমি লেখকগণের মত সূচ্যাক্তি প্রার্থনা করি নাই। এবং এজন্য আমার অর্থগণ্যেও স্পৃহা নাই। আমি আমার অস্তঃকরণের বিত্তিকি কামনার এই গ্রন্থ নিখিতছি। গুণ নামক কৌটের কাঠ দংশন বিন্দুই মধ্যে ২১টি বর্ণবিজ্ঞানের মত আমারও নানাপ্রকার অসম্পূর্ণ কথার মধ্যে যদি একটিও ভুল কথা দেখিয়া ভগবদ্রক্ত আনন্দ লাভ করেন হেঁহাই আমার উত্তম সৌভাগ্য মনে করিব। ১১১২

वाक्येषु यदि मालिन्यं वाक्यज्ञैर्दृश्यते यदि ।

तन्मार्ज्জनेन मन्दोऽहमनुपाह्नोमहात्मभिः ॥ १७

जाह्नव्या विमलेतीरे ध्यानयोगाश्रिताय वै ।

विश्वपावनकर्त्रे श्रीरामकृष्णाय ते नमः ॥ १८

अचलां सचलां कर्तुं यय शक्तः सुसाधने ।

কৌড়াপুতলিকা কালী রামকৃষ্ণ নমামি ত' ॥ ১৭

दक्षिणा कालिकां देयी दक्षिणेश्वर पत्तने ।

चकार जाग्रतीं यो हि रामकृष्णं नमामि त' ॥ १६

I bow down to Sri Ramakrishna who seated himself on the bank of the holy Gange with his spiritual self poised on profound meditation and thought. I prostrate myself with great reverence to Sri Ramakrishna who made the stony image move with life and

৬৪: অঃ

played with the Goddess Kali like boy with a doll.
I bend my head down to the feet of Sri Ramakrishna
who could make the stony image of Dakshina Kali throb
with life and consciousness. 13 to 16.

বদ্যানুবাদ : —

বাক্যজ্ঞানী পণ্ডিতবর্গ আমার বাক্যের মধ্যে দোষদর্শন করিলে অতুঃপ্রহ
পূর্বক ক্ষমা করিবেন হেঁই আমার একান্ত প্রার্থনা। ১৩

ভাগীরথীর বিভূত তীরে ধ্যানযোগাবলম্বী অগতঃপবিত্রকাণ্ডী ভগবান
শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি,। যিনি অতুল্য সাধনবলে প্রকৃতময়ী অচলা
কালিকাদেবীকে গচলা ও জীড়াপুতলিকার মত করিয়াছিলেন আমি সেই
রামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি। এবং দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণাকালিকাকে জাগ্রতা
অর্থাৎ সাধাবণ নারীমূর্তির মত ভোজনাদি করাষ্টয়াছিলেন আমি সেই রামকৃষ্ণ
দেবকে নমস্কার করি। ১১।১৫।১৬

স্বভক্তগণ প্রত্যক্ষামপিচক্রে সলোময়া ।

চিহ্নময়ী মাতৃরূপেণ যৌ দেব স্তমহা' মজে ॥ ১৩

শ্রীরামকৃষ্ণরূপৌ যৌ সসিদানন্দ দ্বিপদৌ ।

তযৌরেষ্বমভূদয়ত্র রামকৃষ্ণা' নমামি ত' । ১৫

শ্রীরামেণ কৃত: সেতুর্দুস্তরে লবনানর্থে ।

রাবণস্য বধার্থায় গতযোজন বিরহ্যতে ॥ ১৬

মহার্ণবীত্ভারণায় যত্নকয়ামৃত সেতুনা ।

মহাম্যকূপ মগ্নানাং মদপার' প্রদর্শিত' ॥ ২০

৫৪. অ:

I worship Sri Ramakrishna who could bring down the Divine Mother to this world of physical reality and show Her to his devotees. I pay my homage to Shri Ramakrishna who is the unified self of Sri Ramachandra and Sri Krishna. Shri Ramachandra made a bridge to cross the sea to kill Ravana. Sri Ramakrishna showed us by his divine knowledge the way to bridge over the sea of suffering and to reach the land of eternal bliss.

17 to 20

বঙ্গানুবাদঃ—

যে রামকৃষ্ণ নিজ ভক্তদলকে ও যকীয়া গর্ভদারিণীর দ্বারা চিত্তায়ী জগদমাকে প্রত্যাক করাইয়াছেন আমি সেই রামকৃষ্ণকে ভজনা করি। ১৭

জ্ঞানানন্দরূপ রাম এবং কৃষ্ণ এই দুইটি বিশেষ যে গদাধরে একতাপ্রাপ্ত হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব রূপে সাধারণের প্রত্যাক হইয়াছেন আমি সেই রামকৃষ্ণকে নমস্কার করি। ১৮

শ্রীরামজ্ঞান রাবণ বধের জন্য শত বোজন বিহীন হস্তিজনমর্দীর লবন সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন। ১৯

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসাররূপ অন্ধরূপে নিমজ্জিত জনগণের ভবসংসার উত্তীর্ণ হইবার জন্য বাঁহার কথারূপ অমৃতের সেতুদ্বারা আনন্দময় ভগবৎ রাম প্রদর্শিত হইয়াছে। ২০

ভূমারহরণার্য্য চন্দ্রাননবিহারিণী।

স্বব'শস্যাপিবিধ্বংস: কৃতি ভগবতা স্বয়' ॥ ২১

৬ষ্ঠঃ অঃ

বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র ও মহাভারত প্রভৃতি বাবতীয় ধর্মগ্রন্থে রামকৃষ্ণ নামই
দ্রুত হইরাছে। ২৩

যে রামকৃষ্ণের কথামৃত হইতে বেদভূগ্য শিক্ষা হয় ইহা ঐব নিশ্চিত।
আমি সেই ভগবান শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কোটি কোটি নমস্কার করি। ২৪

• এইট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বন্দনাদি ঘটননী।



श्रीश्रीरामकृष्णभागवतम् ।

श्रीश्रीरामकृष्णभागवतम् ।

आजिनीना

प्रथमोऽध्यायः

सत्यनिष्ठः सदाचारः सत्यवादी सदाशुचिः ।

जितक्रोध स्तपस्वी च धार्मिकः प्रियदर्शनः ॥ १

भक्तो साक्षाद्रामदासः श्रीरामचन्द्रसेवकः ।

हरिचन्द्रसमस्त्यागे दाने दैत्यपतिर्यथा ॥ २

बुद्ध्या ब्रह्मस्पतेस्तुल्य आकाश ईव निर्मलः ।

स्वयम्भुसदृशः सृष्टौ ज्ञाने देवो महेश्वरः ॥ ३

श्रीबुदिरामनामैको ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणोत्तमः ।

स्वभावकुलीनश्चासीच्चट्टोपाध्यायवंशजः ॥ ४

PART—1

Chapter—I

There was a bramhin, named Khudiram, who came of chattopadhyaya family. He ranked high among the bramhins. He possessed divine wisdom. He was as great as Lord Shiva in knowledge, and the Eternal Being in his creative ability. He was as pure as the sky, and as learned as Vrihaspati, the Instructor of the gods. He equalled the Lord of Demons in charitableness, Harishchandra in renunciation, and Hanuman,

devotee of Shri Ramchandra in his devotion. He was good-looking, pious, given to penance, self-controlled, purged of all impurity, truthful and adhering to truth and goodness. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ। সত্যনিষ্ঠ সদাচারী সত্যবাদী সর্বদা পবিত্র মধুর দৃশ্য ত্যাগশীল ধার্মিক সর্বদা পবিত্র মহাবীর রামদাসসদৃশ ভক্ত শ্রীরামচন্দ্রের সেবক ত্যাগে রাজ্য হরিশ্চন্দ্র দানে দৈত্যপতি বলিরাজ বৃদ্ধিতে বৃহস্পতি সৃষ্টিবিষয়ে ব্রহ্মা জ্ঞানে সাক্ষাৎ শঙ্করের সদৃশ বর্ণোত্তম ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ চট্টোপাধ্যায় বংশসম্মত স্বভাবকুলীন ক্ষুদিরাম নামে জগৎ পবিত্রকারী একটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ॥ ১২।৩।৪ ॥

প্রথমোঃধ্যায়ঃ

চন্দ্রা দেবী তস্য পত্নী সারথ্যপ্রতিমূর্তিকা ।

সহাস্রবদনা দেবী পত্যুরিকান্তবল্লভা ॥ ১ ॥

গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে ভাগে হুগলীপ্রদেশসংক্রমে ।

তস্য প্রান্তে দেৱ্যামে পিতৃপৈতামহী মহান্ ॥২॥

বসতিঃক্ষুদিরামস্য সম্পত্তিষ্যপি বিস্তরা ।

আসীদ্বিদ্যালয়স্তত্র তথা দেবালয়ী মহান্ ॥৩॥

তত্রত্বমূপত্যিযৌঃসৌ পাপিষ্ঠৌ দস্যুহৃত্তিকঃ ।

রাজদ্বারা ভয়ুক্তঃ স ক্ষুদিরামং সমভ্রমম্ ॥ ৪ ॥

মিত্যাশাচর্যপ্রদানার্থং প্রার্থয়ামাস তং স্বয়ম্ ।

প্রত্যাখ্যাতস্তু বিপ্রেণ সত্যনিষ্ঠাচ্যুতির্মযাৎ ॥ ৫ ॥

Chandra Devi was his wife. She was the very embodiment of simplicity with her face always smiling. Her unflinching devotion to her husband

আদিলীলা ১ অঃ

was remarkable. In the district of Hooghly which is situated on the western side of the Ganga, there is a village named Derreh where lived the ancestors of Khudiram. They had there considerable property including a schcol and a temple. The Land-holder of the Place was notorious for his crimes and deeds of robbery. On being charged of misdeeds in the court of the king, he tried to persuade Khudiram to bear false witness in his favour. Khudiram, however, refused to do so lest he would lose his truthfulness.

॥ 5 to 9 ॥

বঙ্গানুবাদ। খুদিরামের সরলতার প্রতিমূর্তি হান্সমুখী দেব-পত্নীতুল্যা চন্দ্রাদেবী নামে একটি অতিপ্রিয়া পত্নী ছিলেন। ॥ ৫ ॥

গঙ্গার পশ্চিম দিকে হুগলী জেলার শেষভাগে দেরে গ্রামে পুরুষায়ুক্রমে বৃহৎ বসতবাটী সুবৃহৎ শিবালয় অত্যুচ্চ বিদ্যালয় ও বিস্তর ভূসম্পত্তি ছিল। ৬৭ সেই দেরে গ্রামের মহাপাপী দস্যুবৃষ্টি জমিদার খুদিরামকে বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য স্বয়ং অহুরোধ করিলে খুদিরাম সত্যজ্ঞেয় জমিদারকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না এই কথা বলিয়াছিলেন। ॥ ৬৭ ॥

সৰ্ব্বস্বান্তঃ কৃতস্তেন ক্রোধান্নিদীপিতেন সঃ ।

পন্নৌপুত্রযুতস্তস্মাদ্‌ গৃহাদপি বহিষ্কৃতঃ ॥ ১০

কেবলং সম্বলং তেপাং যস্মৈ পরিহিতম্‌ যত্ ।

দিগ্‌ভ্রান্তৌভগ্নদ্বয়ঃ সৰ্ব্বস্বান্তৌ দ্বিজীতমঃ ॥ ১১

কিস্বিহুর্ং গতযাসৌ মেনে শূন্যমিদং জগত্ ।

দুঃখাশুধারযাপ্যাদ্রীকৃতদ্বদ্বসনো দ্বিজঃ ॥ ১২

হা রাম কুত্র যাस्याমি স্যাস্যামি কুত্র বা বদ ।

কুত্র চাবৎ গৃহং কুত্র প্রাপ্স্যামি তদ বদ প্রভৌ ॥ ১৩

এবং সৌকন্দতস্তস্য দিয্যম্মানমভূতদা ।

উক্তত্বাৎ হি কস্যাপি দৌষৌ নাস্তি কথঞ্জন ॥ ১৪

At this, the land-lord flew into a rage and drove Khudiram with his son and wife out of their hearth and home after robbing them of their all. Deprived of all but the cloth in which they were clad, Khudiram went away from the village with a very sorrowful heart. The world appeared to him to be like an empty dream. His tears wetted the cloth which covered his breast. He cried, "Ha Rama ! where am I going ? Where shall I stay ? Oh tell me where I shall find a home and food." As he was crying so, divine wisdom dawned upon him ; and he said that none was to blame for this mishap. ॥ 10 to 14 ॥

বঙ্গানুবাদ । একজন জমিদার অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া পত্নী-পুত্রের সহিত খুদিরামকে সর্বস্বান্ত করতঃ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করাইয়াছিল । ॥ ১০ ॥

পরিধানে বস্ত্র মাত্র সম্বল ভগ্নহৃদয় দিগ্ভ্রাস্ত সর্বস্বান্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিছু দূরে যাইয়া পৃথিবীশূন্য মনে করিয়াছিলেন । এবং চক্ষুর জলে বক্ষঃ ও বস্ত্র প্রাণিত হইয়াছিল । ॥ ১১, ১২ ॥

আদিলীলা ১ অঃ ।

এবং বলিয়াছিলেন, “হে রাম, আমি এখন কোথায় যাইব কোথায় থাকিব, কোন স্থানে অন্ন পাইব গৃহই বা কোথায় মিলিবে । হে প্রভু, আপনি আমাকে তাহা বলিয়া দিন । ॥ ১৩ ॥

এইরূপ ভাবে ক্রন্দন করিয়া যাইতে যাইতে সেই সময় দ্বুদিরামের দিব্যজ্ঞান হইলে বলিয়াছিলেন এবিষয়ে কাহারও কিছু-মাত্র দোষ নাই । ॥ ১৪ ॥

ন কস্য দুঃখদঃ কৌঃপি সুখদৌ বা ন কখন ?
ন তত্র দৌপলেশৌঃস্তি স্ব-কৰ্ম্মফলভুকু পুমান্ ॥ ১৫
অহৌ ব্রহ্মলোকদেবস্য রামস্যানুগ্রহৌ মহান্ ।
সৰ্ব্বতো মাং পরীক্ষ্যৈব পাদপদ্মং স দাস্যতি ॥ ১৬

বিপয়াবিষ্টচিত্তানাং রামচিন্তা সুদুর্লভা ।
তস্মাৎমাং হৃতসৰ্ব্বস্বং কৃতবান্ ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ১৭
এবং চিন্তয়তস্তস্য ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ।
দ্বুদিরামস্য রক্ষার্থং বৈকুণ্ঠাদপি প্রস্থিতঃ ॥ ১৮
আবিৰ্ভূয়ান্তঃকরণে সংশয়মনসস্তদা ।
দুর্জাদলশ্যামরামৌ মা ভৈরিতি তসুজ্ঞবান্ ॥ ১৯

“None can be the cause of joy or sorrow of another. None is to praise or blame for that. Man reaps according as he sows. Oh, how blessed am I by the unbounding grace of Lord Ramchandra that I am destined to be led to His feet after I have passed through these ordeals. Lord Himself has relieved me from all earthly

আদিলীলা ১ অঃ ।

holdings, because one who has to think of wealth and earthly pleasure can hardly concentrate one's mind on God." When Khudiram was absorbed in such thoughts, Lord came down from His abode to save Khudiram, and appeared in his heart with the lustre of green grass, and said, "Don't be afraid." ॥ 15 to 19 ॥

বদ্বানুবাদ । কেহ কাহাকেও দুঃখ বা শুখ দিতে পারে না ।
কারণ প্রতি জীবই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করেন । ॥১৫॥

বিষয়ী ব্যক্তির ভগবানের চিন্তা ছলভ । এজন্যই ভগবান
আমাকে কৃপা করিয়া কপর্দকশূন্য করিয়াছেন । ॥১৬॥

ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আমার প্রতি অপার করুণা
যেহেতু তিনি আমাকে সর্বতোভাবে পরীক্ষা করিয়া পাদপদ্ম
দিলেন । ॥১৭॥

এইরূপ চিন্তায়ুক্ত ক্ষুদিরামের রক্ষার্থে ভগবান বৈকুণ্ঠ হইতে
আসিয়াছিলেন । ॥১৮॥

সেই সময়ে নবদুর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র বিগতমন ক্ষুদিরামের
হৃৎপদ্ম মধ্যে আবির্ভূত হইয়া ক্ষুদিরামকে ভয় নাই এই কথা
বলিয়াছিলেন । ॥১৯॥

आदि कां७९

१३ अः ।

परन्तु मत्स्वरूपं ते सत्त्वरं दर्शयाम्यहम् ।
एवं भगवतोवाक्यं श्रुत्वानन्दाश्रुसंभृतः ॥ २०
गच्छन् पथि तदापश्यत् पूर्व्वबन्धुं दयापरम् ।
कामारपुकुरावासं श्रीसुखलालसंज्ञकम् ॥ २१

गोस्वामिप्रवरं यद्वर्मानराजगुरुं द्विजे ।
किमिदमित्युक्तवति गोस्वामी विस्मितीभवत् ॥ २२
परम्परं समालिङ्ग्य कुशलं परिपृच्छ च ।
गतसर्व्वस्वबन्धश्च ज्ञात्वा गोस्वामी दुःखितः ॥ २३
बन्धुश्रुत्यापकागोऽयमिति सक्षिप्य धार्मिकः ।
स्त्रीकन्यापुत्रसंयुक्तं क्षुदिरामं ससम्पत्म् ॥ २४

ससम्पत्तानं गृहं नीत्वा गुरुवत्तमपूजयत् ।
वासगीर्वाद्युक्तश्च धान्यक्षेत्रं ददौ मुदा ॥ २५
कामारपुकुरे ग्रामे तच्च वासमकारयत् ।
तत्र क्षेत्रजगृह्येन श्रीरामानुजह्येन च ॥ २६

सुसम्पदा जीविका च विस्तागून्योऽभवत्तया ।
ततः कर्मानुरोधेन ग्रामान्तरगतो द्विजः ॥ २७

“Very soon I shall also show you my real self.” On hearing this divine message, he was all drenched with tears of joy. On his way he came across his old kind-hearted friend, named

୧୩: ୫: ।

Sri Sukhalal Goswami, who was an inhabitant of the village of Kamarpukur, and the religious preceptor of the King of Burdwan. When Goswami was addressed by Khudiram with the words "How is it", he became much surprised. They exchanged their greetings and embraced each other. When Goswami came to know of the most distressing condition of his friend, he became very sorry and made up his mind to take this opportunity for discharging his duties to a friend in distress. At once he took Khudiram with his wife and children to his home and treated him with great honour as his own respectable superior. ୧୨୦ to ୨୪୧

আদি কাণ্ডঃ ১মঃ অঃ ।

প্রত্যাগমনবেলায়াং হৃদমূলমুপাশ্রিতঃ ।

বিশ্রামসময়ে হৃদচ্ছায়ায়াঃ শৈত্যযোগতঃ ॥ ২৮

মলয়ানিলসম্পর্কাদিন্দ্রিয়োপরমাত্তয়া ।

তত্চণাশ্রিতো ভূত্বা দদর্শ স্বপ্রমুত্তমম্ ॥ ২৯

Goswami gave him very gladly a dwelling house and also some cultivated land, and thus established his friend in Kamarpukur. Khudiram maintained himself and his family quite well with the corn of the field and by the grace of Lord Ramchandra. Once on his way back from a distant village where he had been on business, he took rest in the shade of a tree and felt greatly relieved and refreshed by the touch of cool breeze. Gradually he fell asleep and had a very good dream. ॥ 25 to 29 ॥

বঙ্গানুবাদ । খুদিরামকে নিজগৃহে আনিয়া তাঁহার জী-পুত্র-কন্ডার সহিত সকলকে গুরুর মত পূজা করিয়াছিলেন এবং একটি বাসগৃহ ও কিছু ধানক্ষেত্র দিয়া কানারপুকুরে বসবাস করাইয়া-ছিলেন । ॥২৫॥

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের কৃপায় ক্ষেত্রস্থ ধান্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হইত । অতএব খুদিরাম একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া-ছিলেন । ॥২৬॥

পরে খুদিরাম কোন একটি ধর্মকর্মের যোগদানের জন্য ভিন্ন গ্রামে যাইয়াছিলেন । ॥২৭॥

আদিকাণ্ডঃ ১মঃ অঃ ।

সেই স্থান হইতে পুনরায় স্বগৃহে আগমনের সময় একটি বৃক্ষের মূলদেশে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন । বিশ্রাম সময়ে বৃক্ষচ্ছায়ার নীতগতায় এবং মলয়মারুত সম্পর্কে ইন্দ্রিয় সকলের বাহ্যক্রিয়া উপশমিত হইবামাত্র কুদ্রিরাম নিদ্রিতাবস্থায় একটি উত্তম স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন । ২৮।২৯।

নবদুর্বাদলশ্যামঃ শ্রীরামো ভগবান্ স্বয়ম্ ।

ধৃত্বা বালকবেষ্টিত, সম্মুখে সমুপস্থিতঃ ॥ ২০

উবাচাচ্চ বহুঃ কালাদনাহারপ্রযুক্তিতঃ ।

স্থানাদস্মাদ্ গৃহীত্বা মাং স্বগৃহং নয় ভক্তিতঃ ॥ ২১

ত্বত্বেবাঘহণার্থং মে ব্যগ্রাশা বর্ধতে সদা ।

অদভূতস্বপ্ন সংদৃষ্টে: পরং নিদ্রা গতা চ সা ॥ ২২

জাগরতিপি তদাদেগঃ কর্ণযোঃ প্রতিবাদিতঃ ।

চক্ষুযোর্মার্জনং কৃৎবা ধান্যক্ষেত্রং দদর্গ সঃ ॥

He dreamt that God Himself appeared before him in the guise of a boy and said, "I am continuing to be hungry for a very long time. Take me to your house with great care. My longing for your services is increasing more and more." After having dreamt this wonderful dream he woke up. Even though he was awake the divine words sounded in his ears. He rubbed his eyes and saw the paddy fields stretching before him. 30 to 33

বঙ্গাশুবাণ—

কেন নবদুর্বাদলশ্যাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র একটি বালকের

আদি কাণ্ডঃ ১মঃ অঃ

মূর্তি ধারণ পূর্বক ক্ষুদিরামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতিকষ্টে বলিয়াছিলেন, আমি বহুকাল হইতে এইস্থানে অনাহারে আছি। তুমি আমাকে এইস্থান হইতে ভক্তিপূর্বক গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া চল। তোনার পূজা পাইবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা। ৩০।৩১

এইরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেবিবার পরই ক্ষুদিরামের নিজাভঙ্গ হইলে জাগ্রত অবস্থায় ও ভগবানের আদেশ ক্ষুদিরামের কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তৎপরে চক্ষুঃপরিষ্কার পূর্বক সম্মুখে একটি ধান্য ক্ষেত্র দেখিয়াছিলেন। ৩২।৩৩

স্বপ্নে ধান্যক্ষেত্রমধ্যে ষালকং দৃষ্টবান্ দ্বিজঃ ।

স্বেষ্টদেবানুসন্ধিতৃসুঃ ক্ষেত্রমধ্যং গতস্তদা ॥ ৩৪

দদর্শ ভীষণং সৰ্পং ষালগ্রামশিলোপরি ।

স্বপ্ননং বিস্মৃতং কৃত্বা তাপহানিং কৰোতি হি ॥ ৩৫

শিলাদর্শনতঃ সাধুৰ্ভুজদ্বন্দ্বমভীতিহত্ ।

রামনাম সমুচ্চার্য্য দ্রুতং তত্র লগাম সঃ ॥ ৩৬

শ্রুত্বা সৰ্পো রামনাম বিবেগ গর্তমভ্যতঃ ।

বিকরপাক্তদেহস্য ষালগ্রামশিলানাং ততঃ ॥ ৩৭

He went into the paddy-field in search of the boy whom he had seen in his dream. He found there a deadly snake standing with its hood spread out to protect "Salagram Shila" a divine stone from the scorching rays of the sun. On seeing the stone he lost all fear of snake-bite and hurried forward to it uttering the names of Rama.

আদিকাণ্ডঃ ১মঃ অঃ

The snake entered into a hole' From the side of the hole he picked up the stone. ॥ 34-37 ॥

বঙ্গানুবাদ—

স্বপ্ন সময়ে কুদিরাম ধান্য ক্ষেত্র মধ্যেই বালক বেশধারী ভগবানকে দেখিয়াছিলেন তরুণ নিজ ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে তাঁহার অমু-
সং্ধানার্থে ধান্য ক্ষেত্রে যাইয়া দেখিলেন সেইস্থানে একটি ভয়ঙ্কর সর্প
কণা বিস্তার করিয়া বৃহদাকার শালগ্রাম শিলার রৌপ্যতাপ-দূরীভূত
করিতেছে। ৩৪।৩৫

কুদিরাম শিলা দেখিয়া সর্প দংশন ভয় নাশক রামনাম উচ্চারণ
করতঃ ক্রান্ত পদে সেইস্থানে যাইয়াছিলেন। ৩৬

সর্পরাজ রামনাম শুনিয়া গর্ভ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কুদিরাম
গর্ভের উপরিভাগে অবস্থিত শালগ্রাম শিলাটিকে লইলেন। ৩৭

আনীয় লক্ষণৈঃ জ্ঞাত্বা রঘুবীর-শিলেতি তাম্।

রঘুবীর জয়ন্ত্যুত্থা ব্রাহ্মানন্দপ্রস্তুতঃ ॥ ৩৮

যিলাং স্বগীহে সংস্রাম্যা-মিষেকং যত্নতোজ্জ্বলাৎ।

তদারম্ভ্য ব্রাহ্মণস্যাশ্রয়ঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ ॥ ৩৯

রঘুবীরস্য সান্নিধ্যাদ্রমাক্রীড়ো হৃদভূতদা।

দরিদ্রাণামতিথ্যো নামাত্ময়ঃ সুমহানভূত্ ॥ ৪০

মোক্ষমৌজ্যপ্রদানাচ্চ রঘুবীর-প্রসাদতঃ।

গোধূমচূর্ণপিষ্টাদি সূপাচ্চ পায়সান্তিকম্ ॥ ৪১

He noticed the signs of the stone carefully and recognised it to be a "Raghubir" stone. He was beside himself with joy as he uttered, "Glory to,

Raghubir." He placed the stone in his house after performing necessary rites. From that day onwards he began to prosper in every way and because of the presence of Ragubir, the Goddess of wealth and fortune also made his house her own abode. His house also became a great shelter for the poor and the weak, as they were well fed with the offering of Raghubir. ১ ৩৪ ৪১।

বদান্তবাদ—

এক জন শালগ্রাম শিলার চতুর্দশি চিহ্ন দ্বারা বহুবীর শিলা স্থির নিশ্চয় করিয়া নিম্নগৃহে সেই বহুবীর শিলারূপে স্থাপন পূর্বক বদান্ত অতিথে কামিকার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়াছিলেন, সেইদিন হঠাৎই কুদিকামের গৃহ সর্বদা নানা দ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৮৮৫২

বহুবীরের সান্নিধ্য বশতঃ যতঃ কনকার বাসস্থানি তুল্য হইয়াছিল বহুবীরের কৃপায় এবং ভব্যা ভোজ্য প্রদান বশতঃ কুদিকামের গৃহ পরিপূর্ণ এবং অতিথি গণের বিশেষ ভাবে একটি আশ্রয় স্থান হইয়া ছিল। ৮৮৫৩

মত্মপুত্র্যাদি কৃত্যব মৌল্যকৃত্য বিবীকৃত্য।

বহুবীর্য্য মিত্র্যাদি মিত্র্যাদি মিত্র্যাদি ৪২

লক্ষ্য মর্শ্বমিত্র্যাদি মিত্র্যাদি মিত্র্যাদি ৪৩

মদ্যে মিত্র্যাদি মিত্র্যাদি মিত্র্যাদি ৪৪

কর্ম্মাদি মিত্র্যাদি মিত্র্যাদি মিত্র্যাদি ৪৫

কাম্যাদি মিত্র্যাদি মিত্র্যাদি মিত্র্যাদি ৪৬

মদ্যে মিত্র্যাদি মিত্র্যাদি মিত্র্যাদি ৪৭

মদ্যে মিত্র্যাদি মিত্র্যাদি মিত্র্যাদি ৪৮

Chandra Devi presented with great care and devotion sandal paste, flowers, and varieties of delicious dishes before Raghubir by way of services to him. With undiverted mind she entirely dedicated herself to the service of Raghubir. Khudiram was adored like a saint by the people of Kamarpukur for his piety and spiritual power. His wife managed his household affairs. ॥ 42-45 ॥

বঙ্গানুবাদ—

কুদিরামের পত্নী চন্দ্রা দেবী বিশেষ ভাবে সংযত হইয়া রঘুবীরের সেবার উপযোগী গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ গোধূম চূর্ণ পিষ্টক সুপান্ন পায়সাদি ভোগদ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া নিঃখলাভঃকরণে রঘুবীরের কৃপালাভার্থে সর্ব কৰ্ম পরিত্যাগ পূর্বক যথা সময়ে রঘুবীরের সমীপে প্রদান করিতেন ॥ ৪২।৪৩

এবং কুদিরাম কামারপুকুর নিবাসী সকলেরই অতিশয় আদ্যার পাত্র ও তপোবল সম্পন্ন মহর্ষি তুল্য পূজিত হইতেন। এবং কুদিরামের ধর্মপত্নী চন্দ্রমুখী চন্দ্রা দেবী-ও সকলের গর্ভ-ধারিণী মাতার মত হইয়াছিলেন। ৪৪।৪৫

দেবী চন্দ্রমুখী চন্দ্রা সর্ব্বেষাং মাতৃরূপিণী ।

মমসাদীযং স্বকীয়ান্নং দত্ত্বা চাতিথয়ি মুদা ॥ ৪২

ভগবাসং স্বয়ং ক্রত্বা পরমানন্দমাপ সা ।

অন্যাগমনবেলায়াং জ্যৈষ্ঠো রামকুমারকঃ ॥ ৪৩

দগধর্ষযয়াঃ পুত্রঃ কন্যা কাत्याয়নী তথা ।

দ্বিবর্ষসন্মিতা সা তু কাत्याয়নৌব সুন্দরী ॥ ৪৫

आदिदातुम् १२ः अः .

एवं पुत्रपत्नीकन्यायुतमावायसदृदिजः ।

दिग्वर्यं तु गते तत्र पुनः पुत्रो व्यजायत ॥ ४८

Chandra Devi, whose face was like the full moon and was honoured by all as their mother, would have unbounded joy in distributing all the offered rice among the guests without leaving anything to eat for herself. When Khudiram came to Kamarpukur he had a ten-year old son named Ramkumar and a two-year old daughter, named Katyayani. After ten years another son was born to him. 46-49.

আদিলীলা ১মঃ অঃ

কন্যাদেহং পরিত্যজ্য রঘুবীরস্য শাসনাৎ ।
 কন্যামুখেণ প্রতাত্মা বাচ্য গদগদয়া গিরা ॥ ৫৪
 ভবাচ চুদিরামন্তু যাস্যাম্যেব ন সংশয়ঃ ।
 কিন্তু মত্প্রার্থনামেকা পূরয় ত্বং হিজীতম ॥ ৫৫
 নারকী মাং নরযেষ্ঠ নরকাদুহর প্রভো ।
 গয়াপিণ্ডপ্রদানেন প্রেতত্বং মম মোচয় ॥ ৫৬
 ভবতঃ পাদমূলে মে মিচ্চেয় ব্রাহ্মণীতম ।
 প্রেতস্য প্রার্থনা শ্রুত্বা চুদিরামন্তু সম্মতঃ ॥ ৫৭

“It is the command of Raghubir that you should discard this body of the girl” The ghost spoke through the mouth of the girl with choked voice, “I will surely go away from here. But I have one prayer for you to accede to. Be kind enough to redeem me from this life of ghost by offering “Pindas” in the holy Gaya. This is what I must humbly beg of you” Khudiam acceded to the request of the ghost 54-57

বঙ্গানুবাদ—

এইরূপই ভগবান্ রঘুবীরের আদেশ । এই কথা শুনিয়া প্রেতাদ্বা
 বাচ্য গদগদ স্বরে কন্যার মুখে চুদিরামকে বলিয়াছিল আমি
 নিশ্চয় যাইব এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই । কিন্তু হে ব্রাহ্মণ
 ব্রাহ্মণ, আমার একটি মাত্র প্রার্থনা পূরণ করুন । ৫৪।৫৫

হে মহামানব, নরকগ্রস্ত আমাকে নরক বাতনা হইতে নিকৃতি
 করুন । গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া আমাকে

আদিলীলা ১মঃ অঃ

প্রেতযোনি হইতে মুক্ত করণ। আপনার পাদপদ্মে আমার এই ভিক্ষা। ৫৬।৫৭

প্রেতমাহ সত্বরং তে गयापिण्डं ददाम्यहम्।
 क्षुदिरामस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा प्रेतोऽतिहृषितः ॥ ५८
 कन्याञ्च संपरित्यज्य स्वस्थानमगमत्तदा
 तदा तोर्यगतेः क्लेशसाध्यत्वेऽपि हि स हिजः ॥ ५९
 प्रेतप्रतिश्रुतिं स्मृत्वा गयायात्रां, चकार ह।
 यथाकालं गयाधाम्नि प्रेतमुद्दिश्य यत्नतः ॥ ६०
 पिण्डदानं कृतं तेन गदाधर-पदाम्बयोः।
 ततः स्नपित्कृत्यन्तु कृतवान् सुमहामतिः ॥ ६१

He also said, "I shall do so very soon." At this the ghost became very glad and left the body of the girl. To keep his promise to the ghost, Khudiram set out on the long and tiresome journey to Gaya. In due course he reached Gaya, offered Pindas to the ghost and also performed rites to appease the spirits of his forefathers. 58-61

বঙ্গানুবাদ—

প্রেতের প্রার্থনা শুনিয়া ক্ষুদিরাম সম্মতি প্রদর্শনপূর্বক বলিয়া-
 ছিলেন আমি শীঘ্রই তোমার উদ্দেশে गयाক্ষেত্রে গদাধরের পাদপদ্মে
 পিণ্ড দিব। ক্ষুদিরামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া প্রেতাত্মা অত্যন্ত
 আনন্দিত হইয়া কন্ডার দেহ পরিত্যাগপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান
 করিয়াছিলেন। ৫৮

ওদানীন্তন তীর্থ গমনের পথ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইলেও প্রেতের

আদিলীলাঃ অঃ ।

বঙ্গানুবাদ—

এবং যেদিন ক্ষুদিরামের গয়ার কার্যশেষ হইয়াছিল সেই রাতে গয়া ধামে একটি অপরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন । ৬২

যেন গদাধরের মন্দির প্রাঙ্গণে ক্ষুদিরামের পূর্ব পুরুষ সকল দিব্য জ্যোতি পরিব্যাপ্ত দেবতার মত মূর্তি ধারণ করিয়া অবস্থিত সেই সকল পূর্ব পুরুষ গণের মধ্যে সিংহাসনে সমাক্রান্ত নব দুর্বাদল শ্যাম-বর্ণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ক্ষুদিরামের প্রতি দৃষ্টি পূর্বক সুপ্রসন্ন হইয়া বলিতেছেন । আপনি নিজ গৃহে গমন পূর্বক আমার এই মূর্তিটির হৃদয়ে চিন্তা করুন ॥ ৬৩। ৬৪। ৬৫

তবৈবপুত্ররূপেণাবतरित्यामि सत्त्वरम् ।

গতেনিদ্রোঃপি স স্বপ্নো নৈবযোরঘতঃ স্মিতঃ ॥ ৬৬

তদাবহুচক্ষণে যাবন্নেত্রযোরথ্যু-বিন্দকঃ ।

পতিতাস্তস্য রৌমাশ্চ স্বেদাঘ্নৈঃ স পরিপ্লুতঃ ॥ ৬৭

আনন্দমগ্নবে সৌমী गयातो गृहसागतः ।

मुस्वप्नस्तत्र यो दृष्टो न कस्यापि प्रकाशितः ॥ ৬৮

चन्द्रादेव्यपि तत्काले दिव्यदर्शन-विस्मिता ।

पञ्चचत्वारिंशद्वर्षे पद्मरा गभोऽभवत् पुनः ॥ ৬৯

"I shall soon manifest myself as your son."

He woke up and yet he could clearly visualise the dream before his eyes. Tears of joy came out of his eyes and he became quite wet with sweat. He returned home with great joy but never disclosed his dream to any body. At that

আদিভীলা ১মঃ অঃ

time Chandra Devi also had a wonderful divine vision. In the forty-fifth year she become pregnant again.

বঙ্গাশ্বাদ :—

আমি আপনার পুত্র রূপে শীঘ্রই আবির্ভূত হইব। তৎক্ষণাৎ
কুদিরামের নিদ্রাভঙ্গ হইলেও, স্বপ্নটি যেন চকুর সম্মুখে প্রতিভাত
হইতেছিল। ৬৬

সেই সময় বহুক্ষণ যাবৎ নেত্র হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে
ছিল। এবং যেন রোমাঞ্চ ও পুলকাদি দ্বারা আনন্দ-স্রোতে
নিমগ্ন হইয়া গরাক্ষেত্র হইতে কানার পুত্রে পুনর্বার আসিয়াছিলেন
কুদিরাম গদা ধানে যে স্বপ্নটি দেখিয়াছিলেন তাহা কাহারও নিকটে
প্রকাশ করেন নাই। ৬৮

চন্দ্রাদেবীও সেই সময় বহু প্রকার দিব্য স্পর্শন করিয়াছিলেন। ৬৯

জ্ঞাতযান্ কুদিরামস্ত বাহুল্যলক্ষণতদ্বা।

স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ স্মৃত্বা পুরাণ পুরুষস্য চ ॥ ৩।

আবির্ভাব সুনিখিল্য পরমানন্দ ম'ল্লুতঃ।

জাহ্নবী মন্দমতিঃ স্তূত্র জ নবেয়' দয়া প্রমো ॥ ৩।

মামুহিগ্ধাঘবাবৌধ্য' ময়ীলবনপাদবা।

পবিত্রযতি মগযান্ সমাগ'বস্তুশ্যাম্ ॥ ৩।

নমস্তুভ্য' নমস্তুভ্য' পুনস্তুভ্য' নমো নমঃ।

নবেয়াপূর্ননীলৈয়' যুগ্মীর দয়ানিধি ॥ ৩।

Khudiram came to know of this from the out-
ward symptoms. He was much delighted at the
surer indications of the manifestation of the

আদিলীলা ১মঃ অঃ

Supreme Being. He mused in himself, "Oh Lord! I am so mean and insignificant, whereas your kindness is so vast and great. I wonder how could you make me instrumental to your appearance which will purify the earth with its hills, forest and seas. Oh the ocean of kindness! inscrutable are your ways. I bow down to you again and again.

বঙ্গানুবাদ :—

পঞ্চচারিঃ-২৭ বর্ষ বয়সে পত্নী চন্দ্রাদেবী পুনর্বার গর্ভধারণ করিয়াছেন তাহার বাহ্য লক্ষণের দ্বারা হুদিরাম বুঝিয়াছিলেন ৩০ গঙ্গা ধামের স্বপ্ন পুনঃ পুনঃ স্মরণ পূরণ পুরুষ ভগবানের আবির্ভাব নিশ্চয় করিয়া পরমানন্দে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন হে প্রভু দরিদ্র পাতকী আনিই বা কে এবং আপনার এইরূপ দয়াই বা কি? ১৭১

আমাকে উপলব্ধ করিয়া সাগর ভূধর বন ও উপবনাদি সহ সমগ্র পৃথিবী পবিত্র করিবেন ১৭২

আপনার এই লীলা অত্যাশ্চর্য্য অতএব হে দয়া নিখে স্বঘৃণিত তোমাকে অসংখ্য নমস্কার করি ১৭২

বমুখ্যাত্মদুভূতং দৃশ্যং চ্যোত্স্নাত্যুজ্জ্বল্যমা তদা ।

তত্র গম্ভীর্ণনাগাশ্চ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ॥ ৬৪

যাতায়াতং প্রকুর্বন্তি ব্রহ্মপঞ্চাননাদয়ঃ ।

নিয়াগমনত-স্তেযাং গাত্রকান্তায়া যুহুঃ সম ॥ ৩৫

ভবত্যানীকৃতং সর্ব্বং কাটিকন্দুকৈরিব ।

এবং সিন্ধুযতী পত্নী হুদিরামস্য ধীমতঃ ॥ ৩৬

আদিলীলা ১ম: অ:

অপূৰ্ণরূপলাবণ্যা চন্দ্রা চন্দ্র-সমামবত্ ।

সৰ্ব্বাস্তুনার্য: যাং দৃষ্ট্বা চমত্কার্যুতামবন্ ॥ ৩৩

The wife of Khudiram thought in herself, "How strange that the sky is seen to be illuminated in the moon-less night. Gods like Bramha, Shiva, angels and unearthly beings are visiting my room at the fall of night and making it bright as if with the light of innumerable moons," All the women of the locality wondered at the development of divine beauty and complexion of Chandra Devi who glowed like the full moon.

॥ 74th 77 ॥

বঙ্গাশুবাদ :—

সেই সময় অমাবশ্যার রাত্রিতে জ্যোৎস্না বশত: অতিশয় অদ্ভূত দৃশ্য হইয়াছিল। এবং সেই সময় ক্ষুদিরামের গৃহে হা হা হু হু প্রভৃতি গন্ধৰ্ব গণ বাসুকি আদি নাগ গণ ব্রহ্মারি চতুরানন পঞ্চানন যাতায়াত করিতেন। ৭৪

রাত্রিকালে আগমন বশত: সেই সকল দেবতার গাত্র কাস্তি দ্বারা আমার সমস্ত গৃহ কোটি চন্দ্ৰের কিরণের মত আলোকিত হয়। ৭৫

এই রূপে চিন্তিতা ক্ষুদিরামের পত্নী চন্দ্রাদেবী তৎকালে চন্দ্ৰের মত অপূৰ্ণ রূপবতী হইয়াছিলেন ॥ ৭৬ ॥

পরন্তু চন্দ্রাদেবীকে দেখিয়া অশ্রু নারী সকল অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মনে করিতেন ॥ ৭৭ ॥

আদিলীলা ১ অঃ ।

চন্দ্রাদেব্যপি তাঃ প্রাহ কথং মেঃপূৰ্ব্বমৌচরাঃ ।

নানামূর্ত্তিধরা দেবা গৃহমাযান্তি যান্তি চ ॥ ৩৮

ভূতিমতাং দেবতানাং স্বরূপং বা কদাচন ।

ন প্রত্যক্ষোক্ততথৈব বহুগর্ভাধৃতা ময়া ॥ ৩৯

দিবসেবা নিশায়াং বা সর্বদা ভয়শঙ্কিতা ।

ততঃ স্বামি সকাশে সা দেববার্ত্তাব্য-চীকশত্ ॥ ৪০

প্রোক্তং কিমিদং স্বামিন্ ভূতৈরৈব কৃতং মনঃ ।

ন কেবলং প্রপশ্যামি বার্ত্তামপি শৃণোম্যহং ॥ ৪১

Chandra Devi also said to them, "How is it that I am seeing wonderful visions. Gods of various appearances are visiting my chamber. During my previous conceptions I had never seen gods with such appearances. By day or by night I always feel very uneasy." She disclosed the facts of these unusual visitations of gods to her husband and said, "Oh Dear, am I possessed by spirits that I not only see these visions but also hear what they say. 78 to 81

বঙ্গাশ্রবাদ :—

চন্দ্রাদেবী তাঁহাদিগকে বলিতেন। সাধারণের অপ্রত্যক্ষ নানামূর্ত্তিধারী দেবতা সকল আমার ঘরে বাতায়াত করেন আমি বহু গর্ভ ধারণ করিয়াছি কিন্তু কখনও এরূপভাবে কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই ভয় শঙ্কিতা হইয়া দেবতাগণের প্রত্যক্ষ করি নাই।

৭৮।৭৯

উৎপাদে চন্দ্রাদেবী স্বামীর নিকটে দেবতাদিগের বিষয় প্রকাশ

আদিশীলা ১মঃ অঃ

প্রকাশ পূর্বক বলিয়া ছিলেন হে আমি! কোন একটি প্রেমমূর্তি
আমার মনকে এইরূপ করিয়াছে কেবল মাত্র যে দেবমুক্তি দর্শন
করি তাহা নয় পরন্তু সেই দেবতা সকলের কথাবার্তাও শুনিতে
পাই।

॥ ৮০।৮১ ॥

তৈষা' দিব্যসুগন্ধেন পূর্ণ'মুদ্রগৃহ' মম ।
কি' মমেদ'-রোগচিহ্ন-মথবা দ্রৈতদর্শনাৎ ॥ ৮২
বিকারো জায়তে নিত্য' বদ ত্ব' ভোতিনাশক' ।
যুত্বৈব' পত্নীবাফল্যন্তু মনসৈব' প্রজলিপত' ॥ ৮৩
স্বীয়া' বাচস্মতা' কঁচু'মবতীর্ণোঽসি মে গৃহে ।
জনাঈনঃ স্বয়ং'রূপঃ শৌচরিহিত্য' গদাধরঃ । ৮৪
যান্যৈব' স্বাভিরূপাণি রূপাণি ভগব'স্তব ।
তানি তানি দধাস্থে'ব স্বভক্তানাং'রূপিণঃ ॥ ৮৫

"This small chamber of mine is filled with
their divine fragrance. Do I see all these due
to some disease or due to some unusual changes
in me because of the adverse influence of ghosts?
Please tell me how it is and remove my fears."
On hearing all these from his wife, Khudiram
said to himself, God himself has appeared in
my house to keep, "His own words. 'Oh God!
Thou dost "assume various appearances for the
sake of Thy devotees, even though thou hast
no shape."- ॥ 82 to 85 ॥

বদান্তবাদঃ—

পরন্তু তৎকালে আমার এই ক্ষুদ্র গৃহ দিব্য সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়।

আদিলীলা ১ অঃ ।

ইহা কি আমার রোগচিহ্ন অথবা প্রেত দৃষ্টি বশতঃ এইরূপ বিকৃত অবস্থা হয়। হে ভয়নাশকারী স্বামিন আপনি তাহা বলুন। ইহা কি ?

এইরূপে চন্দ্রাদেবীর কথা শুনিয়া ক্ষুদ্ররাম এখন মনে চিন্তা করিয়াছিলেন । ৮৩

হে গদাধর আপনি স্বয়ং রূপ জনার্দন শ্রীহরি । আপনি নিজ বাক্য সত্য করিবার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে আবির্ভূত হইতেছেন । ৮৪
হে ভগবান আপনার অভিপ্রেত যে সকল রূপ আছে আপনি নিজে রূপ শূন্য হইলেও ভক্তের জন্য সেই সকল রূপ ধারণ করেন । ৮৫

ত্বাং জ্ঞানিমিত্তত্ব-বিশোধনায় সদামিবাদাহঁষণপাদপদ্ম ।
বৈষ্ণব্যং বৈরাগ্যং যশোবোধ বীৰ্য্যাদিभिঃ পূৰ্ণমহং প্রপদ্যে ॥ ৮৬
এবং গোপ্তুং ন যন্তোঃস্মদ্রঘুবীরস্মরন্ দ্বিজঃ ।
ভবাচ্চ স্বপ্রসূতান্ভগয়ায়া দৃষ্টবান্ যথা ॥ ৮৭
প্রাণিময়োপি প্রিয়তরং ভক্তি গদগদয়াগিরা ।
ত্বং দেবি পরমা ধন্যা সাচ্যৌ ত্বং পতিবল্লভা ॥ ৮৮

“Oh Lord ! I dedicate myself to your feet which are covetable by those who seek truth and knowledge and which are full of divine brilliance, aversion to transient things, all prevailing glory and wisdom, and unlimited strength.” He could not help narrating all about his dream in the holy Gaya, to his wife who was dearer than his life. He also said, “Oh Dear ! devoted as you are to your husband, you are blessed with divine grace.”

আদিলীলা ১ম: অ:

বঙ্গানুবাদ :-

জ্ঞানিগণ আপনার স্বরূপ জানিবার জন্য সর্বদা বন্দনীয় আপনার
পাদপদ্ম জ্ঞান বৈরাগ্য যশ ও শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ আপনার আমি
শরণ লইলাম। ৮৬

কুদিরাম তখন আর গোপন করিতে না পারিয়া রঘুবীরকে
স্মরণ করতঃ গয়া ক্ষেত্রে যে ভাবে স্বপ্নদর্শন করিয়াছিলেন সেই
স্বপ্ন বৃত্তান্ত চন্দ্রাদেবীকে সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছিলেন। ৮৭

প্রাণ হইতে প্রিয়তমা পত্নী চন্দ্রাদেবীকে অশ্রু সহকারে গদগদ
স্বরে কুদিরাম বলিলেন হে দেবি তুমি সাক্ষী পতিব্রতা অতীক
ধন্যা। ৮৮

কৃতানি যানি পুণ্যানি কোটি জন্মসু বৈ ত্বয়া ।
তত্ পুণ্যফল দানায়ৈ ত্বত্ কুচিমধ্যগোহরি: ॥ ৮৮

রঘুবীরো হি য: সাচ্চাত্ যথ সাচ্চাদ্ গদাধর: ।
কপয়া ত্বদ্ গর্মমধ্যে তাবুভা-বিকতাঙ্কতী ॥ ৮৯

অতী দেবা: সগন্ধর্বা ভক্তা রাজর্ষয় স্তথা ।
যাতাযাত্ প্রকুর্জন্তি বৈকুণ্ঠপতি-দৃষ্টয়ে ॥ ৯০

অতস্ত্বমবধানেন গর্ভরচাং কুরুধ্ব বৈ ।
নৌ চিন্তা না-পি শঙ্কা চ রঘুবীর প্রসাদত: ॥ ৯১

"The merits you have earned in your innumerable previous births have now been fruitful and caused the birth of God as your son. The child you have conceived is Raghubir and Gadadhar united together. So, the gods, Gandharvas,

আদিলীলা ১মঃ অঃ

devotees and the greatest of saints are visiting our house to have a look at the Lord of the universe. You, therefore, very carefully protect the growth of the child in you. By the grace of Raghubir you shall have no cause for fear or anxiety. ॥ 89 to 92 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

তুমি কোটি জন্মে যে সকল পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ তাহার ফল
মানের জন্য ভগবান তোমার গর্ভগত হইয়াছেন। ৮৯

অতএব আমার মনে হয় ভগবান রঘুবীর বা রামচন্দ্র এবং
যিনি সাক্ষাৎ গদাধর শ্রীকৃষ্ণ এই দুইটি তবই তোমার গর্ভ মধ্যে
একতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯০

এজ্জন্মই নৃত্য গীতাজ্ঞ গুরুর্বাগণের সহিত দেবর্ষি প্রভৃতি ভক্তগণ
শিবব্রহ্মাদির সহিত দেবভাগণ বৈকুণ্ঠ পতি ভগবান নারায়ণের
মর্শন জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটীরে বাতায়নাত করেন। ৯১

অতএব তুমি সাবধানে গর্ভ রক্ষা কর। রঘুবীরের অনুগ্রহে
কোনরূপ চিন্তা বা আশঙ্কার কারণ নাই। ৯২

চন্দ্রাদেবো পতিপ্রাণা পতিবাক্ষ্যেন যন্নিব্রতা ।

মাধবেশ বগাৎ যো স্বাৎমানং বিধ্মরত্যসৌ ॥ ৮৯

সর্বানন্দ প্রদং দেয়ং স্বামিনং কুলদেবতম্ ।

রঘুবীরং সমুদ্दिश्य পূর্তা যাণীমুবাচ হ ॥

কিমিৎ বদ মো স্বামিন্ জগন্মঙ্গলং হিতম্ ।

সুরাণ্য সুখ্যঃ সাধাৎ প্রাদুর্ভূয় সমোদরে ॥ ৯০

आदिश्रीला १२: यः

त्वाद्य माद्य जगत् सर्वं स्यात् सर्वं जगत् स्यात् ।

पवित्रयति देवेशो मगवान् पुरुषोत्तमः ॥ ॥

On hearing the words of her husband, Chandra Devi became beside herself with joy and said addressing Raghubir, the presiding deity of her family. "How is it that I have conceived the Lord of the universe for the welfare of the world and for the purification of the animate and inanimate objects of the world." ॥ 93 to 96 ॥

আদিলীলা ১মঃ অঃ

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিভীর্যবিরচিতৈ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতৈ
পারমহংসাং সंहিতায়াং ভগবতৌ গদাধরস্যা ।

বির্ভাবাভাসরূপঃ প্রথমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১

“All glory to Sri Raghubir by whose unbounded grace He will be pleased to make his appearance in this humble cottage of mine.” They who were like Kasyapa and Aditi, continued to await with great joy the birth of the Supreme Being.

॥ 47 to 98 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তিনি কৃপাপূর্বক আমার এই ক্ষুদ্র কুটির মধ্যে কি অবতীর্ণ হইবেন। হে রঘুবীর আপনি ধন্য আপনার অসীম দয়া। কষ্টপতুল্য ক্ষুদিরাম ও অদिति তুল্যা চন্দ্রাদেবী অতি বিগত ভক্ত এই দুই জনেই ভগবানের অবতরণ অপেক্ষা করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৯৭।৯৮

ভক্তিভীর্য বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভগবান গদাধরের আবির্ভাবের পূর্বভাস এই প্রথম অধ্যায়ে বলা হইল। ১

আদিলীলা দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥

ঋতৌঃসিমা-খ্যস্য যদাহি পূর্ণতা

মাধুৰ্য্যযুক্তা মধুনা সুমিত্তা ।

আম্বাদি চক্ষা মুকুলান্বিতাশ্চ

প্রদান মত্তা ইব মত্তমূদ্রাঃ ॥

আদিলীলা ২য়ঃ অঃ ।

সদা সদা-নন্দ-ময়া মহোৎসবা:

পতন্তি সঁঘা মধুরং কুম্ভঃ ।

যে কে-চন স্যাবরজঙ্গমায

প্রৌল্লাসিতাস্তে মধুভাব মায়া ॥২

মধুর মধুর মূর্ত্তি: সর্বদু:খা-পহারী

ভব-জলধিসুপৌতী ভানুকোটী-প্রকাশ: ।

জলধিশর সমুদ্রে চন্দ্র পূর্বে শকাব্দে

রসমিত বৃধবারে শুক্তপথে তপস্যে ॥৩

When the winter had run its course and the mango trees had become saturated with sweet liquor and; richly budded, the bees appeared to move like drunkards in the bar. The birds gave themselves up to revelry and continuous festivity and; resounded all directions with their sweet songs. All animate and inanimate objects were deeply seasoned with a delicate sweetness. On Wednesday, the 6th day of the month of Falguna in the Saka year, 1757, Almighty Himself was born in the house of Khudiram.

॥ 1 to 3 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

যে সময় শীত ঋতুর শেষ অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের আশ্বাদি বৃক্ষ-সকল মুকুলিত ও মধুসিক্ত হইয়া মাধুর্য্যবৃত্ত হইয়াছিল এবং প্রপাগ শালায় অর্থাৎ মদের দোকানে মত্ত ব্যক্তির মত ভ্রমরগণ সর্বদা মধুপানে মত্ত হইয়াছিল। সেই সময় পক্ষি-সকল সদানন্দময়

আদিলীলা ১মঃ অঃ

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিভীরুখরচিতৈ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে

পারমহংসাং সংহিতায়াং-ভগবতী গদাধরস্যা ।

বিভাষামাসরূপঃ প্রথমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১

“All glory to Sri Raghubir by whose unbounded grace He will be pleased to make his appearance in this humble cottage of mine.” They who were like Kasyapa and Aditi, continued to await with great joy the birth of the Supreme Being.

॥ 47 to 98 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তিনি কৃপাপূর্বক আমার এই ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে কি অবতীর্ণ হইবেন। হে রঘুবীর আপনি ধন্য আপনার অসীম দয়া। কশ্যপতুল্য ক্ষুদ্ররাম ও অদিতি তুল্য চন্দ্রাদেবী অতি বিশুদ্ধ ভক্ত এই দুই জনেই ভগবানের অবতরণ অপেক্ষা করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৯৭/৯৮

ভক্তিভীরু খরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভগবান গদাধরের আবির্ভাবের পূর্বাভাস এই প্রথম অধ্যায়ে বলা হইল। ১

আদিলীলা দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥

ঋতৌহিমা-খ্যং যদাহি পূর্ণতা

মাধুর্য্যযুক্তা মধুনা সুসিক্তা ।

আম্রাদি বৃক্ষা মুকুলান্বিতাশ্চ

প্রদান মত্তা ইব মত্তমৃদ্ধাঃ ॥১

আদিলীলা ২য় অঃ ।

মহোৎসবে নিমগ্ন হইয়া মধুরধ্বনি করতঃ স্বাবর জনম যে কেহ সকল
প্রাণীকেই অত্যধিক উল্লসিত করিয়া মধুভাবে লিপ্ত করিয়া ছিল ।

১৭৫৭ শকাব্দার ফাল্গুন মাসের ষষ্ঠ দিবসে বৃধবারে গুরুপক্ষে
মধুর হৃতে ও মধুর মূর্তি জগতের জীবের হৃৎ নাশক ভবসমুদ্রে
একমাত্র নোকা কোটি চন্দ্রতুণ্যকাস্তি । ৩

দ্বিতীয়ায়া সিদ্ধিযোগি চাবির্ভূত স্বয়ং হরি ।

সুদীরাম যচ্ছৈ সাচ্চাদ্ভগবান্ ধর্মগুব্ধবিম্ব ॥৪

চন্দ্রা দেবী নিশা জপে প্রসূয়াশ্চর্য্য বালক ।

পতিমাহুয় সা সাচ্চবী পুত্র ত সমদশয়ত্ ॥৫

পুঙ্কলেন্দুর্যথা ভাতি প্রাচ্যা রাক্ষাতিথৌ নিশি ।

জাবিরাসোক্তয়া দেবো ভগবান্ ভক্ত বত্সল ॥৬

তমদম্বুত পদ্মদলায়তে ঘণ

ছায়ায়াননং চারু বিশাল বদন ।

শ্রীবত্স চিহ্ন গল কৌস্তুভা ন্বিত

পীতাঙ্গবর সান্দ্র পয়োদ সৌভগম্ ॥

Chandra Devi gave birth to a wonderful child
at the close of the night and called for her
husband to show the child God manifested
Himself like the full moon on the eastern horizon
His eyes were as beautiful as lotuses His face
was bright with a smile His wide chest had
the mark of Sribatsa The Kaustava diamond
hung round his neck Clad in blue skirt, He
assumed—the hue of dense clouds ॥ 4 to 7 ॥

আদিলীলা ২য়: অ: ।

দ্বিতীয়া তিথিতে সিদ্ধযোগে ধর্মরক্ষক সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীহরি
কুদিরামের গৃহে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন । ৪

প্রভাত সময়ের কিছু পূর্বে চন্দ্রাদেবো একটি আশ্চর্য্য শিশু
প্রসব করিয়া স্বামী কুদিরামকে ডাকিয়া সেই পুত্রটিকে দেখাইয়া-
ছিলেন । ৫

পূর্বদিকে পূর্ণচন্দ্র পূর্ণিমা তিথিতে বেরূপ প্রকাশিত হন
ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেইরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন । ৬

সেই সর্বশাস্ত্রার্থময় পদ্মপলাশা নয়ন সহাস্ত মুখাবিন্দু শ্রীবৎস
চিহ্নিত স্তম্বর ও বিস্তৃত বক্ষস্থল গলদেশে কৌন্তভমনি বিরাজিত
পীতবস্ত্র পরিহিত নিবিড় মেঘতুলা 'সৌন্দর্য্যধূক' । ৭

মহামনি বৃহৎ কিরীট ক্রুযডল
ত্বিষা পরিব্রাজ্য সহস্র ক্রুযডলং ।
ভুজৈশ্চতুর্ভিঃ সুবিরাজিতং প্রভুং
ধৃতাঙ্গ শঙ্খাদি সসন্নি জায়ুধং ॥৮

ইদা তদা তং সহস্রা হরি' সুতং
ননাম বিপ্র: প্রযতঃ ক্রুতাস্ত্রলি: ।
তদ্রোচিপা তত্র নিশা-পতির্যযা
মহমকান্যেয বিরাজিত: স্বয়ং ॥৯
স যৈ হিজ স্তমরা হি রূপ ধর্মানাৎ
বিদ্বানজানন্দ মশাপ তত্শ্রুত্যাৎ ।
মায়াময়া-হৃদরবাди বস্মনাৎ
সদৌষিমুল্লী মগবত্ সমোৎপাৎ ॥১০

He had the crown and other ornaments
dubbed with great diamonds. He was also

আদিলীলা ২য় অ ।

holding conch wheel, club and lotus in his four hands On seeing this divine appearance of God Khudiram bowed down with great devotion and became beside himself with great joy He at once attained salvation and freedom from the bondages of this world because of his sight of God's self ॥ 8 to 10 ॥

বঙ্গানুবাদঃ—

অপ্রাকৃত বহুতর মনিমাণিক্য ঘারা রচিত কিরীটি কুণ্ডলাদি শোভিত কুণ্ডলসমূহ চারিটি হস্তে শঙ্খ চক্রাদি নিজ অস্ত্রাদি শোভিত হঠাৎ এবস্তুত পুত্ররূপী সাক্ষাৎ ভগবানকে দর্শন করিয়া কুদিরাম প্রণত পুরঃসর কৃতান্তলি হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং ভগবানের দেহজ্যোতিতে সেইস্থানে চন্দ্রদেব যেন সহস্র কাস্তিধারা স্বয়ং বিরাজিত হইয়াছিলেন। ৮৯

সেই কুদিরাম ভগবানের স্বরূপ দর্শন জ্ঞাত সেই সময়ে ভগবানের দর্শন জনিত পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এবং মাহাময় অহঙ্কারাদি বন্ধন মুক্ত হইয়াছিলেন। ৯০

সর্ব্বগ্রহা স্তত্র স্তুতচিণ্ডায

কালয লগ্নয স্তুতচিণ্ড স্তথা ।

নমস্তুবাবৌ তিথি যম্ম পক্ষৌ

তথ্যানুকূলৌ যম্ম যোগ যুক্তৌ ॥ ১১

দৃষ্টা শ্রীভগবানাত্ত বিম্বিত পিতর তথা ।

ভবন্তৌ পিতরাবাস্তাং দাপরী মম জন্মনি ॥ ১২

আদিলীলা ২য়: অঃ ।

নাম্নানক দুঃস্থিঃস্থং দেবকী গর্ভ ধারিণী ।

যুবা-ভ্যান্ত পুনর্জাতঃ প্রাগ্ লন্ম স্মরণাদহং ॥ ১৩

পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপেণ ভবক্সা ব্রহ্ম লন্মনা ।

কলি জীশন্ পরিব্রাতু ধর্মসংরক্ষণায় চ ॥ ১৪

The planets, the stars and the moon combined to make the moment most auspicious and benedictory. On seeing the father wonder-struck, God, said, "In the Dwapara yuga you were my parents who were called Basudev and Devaki. I am born again as your son to purge mankind of their sin and to restore faith in religion. ॥ 11 to 14 ॥

বঙ্গানুবাদ—

সেই সময়ে গ্রহসকল কাল লগ্ন বারতিথি যোগ ও নক্ষত্রাদি সকলই অনুকূল হইয়াছিল । ১১

তৎপরে পিতা কুশিরামকে সেইরূপভাবে বিন্মিত হইতে দেখিয়া ভগবান বলিয়াছিলেন । ছাপর যুগে আপনাবাই আনার জন্ম সময়ে পিতা বহুসেব ও মাতা সেবকী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন । আপনাদের স্মরণার্থে আমি পুনর্বার বলিযুগের জীব সমূহের উদ্ধারার্থে এবং 'সনাতন ভগবদ্ধর্ম রক্ষার্থে পূর্ণ অস্বরূপে প্রকাশিত হইলাম । ১২।১৩।১৪

হুত্ব মুবত্বা স ভগবাং হুত্বসীমাসীৎ স্বমায়য়া ।

যস্ম্যতো স্নাতৃষত্বাৎ যিষী বর্ম্মব্র মাভূতঃ শিষ্ণু ॥ ১৫

আদিলীলা ২য়: অ. ।

কিন্তু দৃগুচরত্বাগাচ্ছিশৌ স্তৌ পিতরৌ তদা ।
 হা হেতি সংবন্তৌ তৌ হতচিত্তৌ বভূবতু ॥ ১৬
 নিখিলজন শরণ্যো লোকদৃষ্টাপহারী
 ন ভবতি হৃদ্যে বাসো লোকবন্দ্যে সত্য' ।
 নিজমবন বিশূন্য' কারয়িত্বা বিরাস
 ইতি গিরিশ শরীর-লঙ্ঘতি স্বীচকার ॥ ১৭
 শুক্লিকাভ্যন্তরাহন্যা ধাত্রয়া স সুবহিষ্কৃতঃ ।
 বিমূঢ়া লিপ্সসর্বাঙ্গ' বালকং হৃদিসংস্থিতম্ ॥ ১৮

On saying this, God ceased to speak and turned into an ordinary human child before the eyes of his parents. Next moment even the child could not be seen and the parents burst into tears. At last the attending nurse brought the child out of an oven, with its body all covered with ashes. ॥ 15 to 18 ॥

বঙ্গানুবাদ—

এইরূপ বলিয়া সেই ভগবান তুষ্ণীভাব অবলম্বন পূর্বক পিতা মাতা উভয়ের সাক্ষাতে দেখিতে দেখিতে তৎকণাৎ বৈকরী শক্তি প্রভাবে সজোছাত শিশু নুর্জি হইয়াছিলেন। ১৫

কিন্তু হঠাৎ পুত্রটি অনূষ্ঠ হইলে পিতামাতা হাহাকার শব্দ করিয়া নুর্জিভের মত হইলে অনন্ত বক্ষাগণ্ডিত জনগণের একমাত্র স্মরণীয় শোক হুঃখ বিনাশকারী ভগবান সাধারণ ব্যক্তির মত আমার মর্ত্যধামে থাকি অসম্ভব এই অশ্রু তিনি চুল্লিকা মধ্যে অর্থাৎ রাধিবাস উননের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভস্মলিপ্ত বিগ্রহ ধারণ করিলেন। ১৭

আদিলীলা ২য়: অ: ।

মেই সময় খাজী মাতা ধনী উনোন হইতে ভগবানকে বহির্গত করিয়া ভস্মলিপ্ত সর্বাঙ্গ বালককে হৃদয়ে ধারণ পূর্বক । ১৮

কৃত্বা তৌ দর্শয়ামাস ধনৌ ধাত্রী মহাধনম্ ।

এবং স্বামির্ভাবকালে ন্যাসিনাং পরমাগতিঃ ॥ ১৫

লীলাতনু: স ভগবাং স্ত্রাগলনীলা মদর্শয়ত্ ।

তত: শিশৌর্জাতকর্ম চকার কর্ম বিতু পিতা ॥ ২০ .

গয়ায়া: স্বপ্রহতান্তং খুদিরামৌঃপি সংসরন্ ।

গদাধরেতি তন্মামকৃতবান বালকস্য হি ॥ ২১

যদা গদাধরৌ জাত স্তদ্বিনাষধি নৌ গৃহং ।

ধনধান্যেন সম্পূর্ণং ললিতং সুবিশিষত: ॥ ২২

Thus even at the time of His birth His appearance in a body smeared with ashes signified His renunciation and aloofness from all earthly things. Khudiram then performed the birth ceremony of the child and named it Gadadhar in recollection of the dream in Gaya. From the day Gadadhar was born, the family of Khudiram began to grow rich and prosperous. 19 to 22

বদান্তবাদ :—

মহাধন অর্থাৎ লক্ষী পতি ভগবানকে পিতা খুদিরাম ও মাতা চন্দ্রাদেবীকে দেখাইয়াছিলেন এইরূপভাবে সর্বস্বত্যাগী ভক্তগণের একমাত্র গতি ভগবান নিজেই আবির্ভাব সময়ে ভাগলীলা দেখাইয়া ছিলেন । ১৯

আদিলীলা ২য়: অ: ।

তৎপরে পিতা কুদিরাম পুত্রের বথানাথ জাতিকর্ম করিয়া ছিলেন এবং গয়া ক্ষেত্রের বনবৃন্দাঙ্ক স্বরণ করিয়া বালকের নাম গদাধর বলিয়া নাম করণ করিয়া ছিলেন । ২০।২১

আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যেদিন হইতে গদাধর জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেইদিন হইতে আমাদের গৃহ ধনদাত্তে পরিপূর্ণ হইয়াছে । ২২

মন্যে গদাধর: সাক্ষাত্ লুপয়াম্মদৃ গৃহাগত: ।

১. ইত্থং পিতু: সকাগ্রে সৌণ্ডদদ্রাম কুমারক: ॥ ২৩

শ্রুত্বৈধং কুদিরামস্তু পুত্রং প্রীত্যাচ তত্ক্ষণাত্ ।

নৈতত্ পরক্ষা আখ্যেয়ং তেনাভদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ২৪

বালম্য তদুপগমেকং সুদীর্ঘপুরুষং কচিৎ ।

দৃষ্টাতার স্বরৈর্যুতা চন্দ্রা ভীতি সমাকুলা ॥ ২৫

২. গৃহাদর্হির্বিবিনিক্ষান্তা স্বামিন মনদত্ সতী ।

৩. পত্ন্যাসহ গৃহং গত্বা গম্যার্থা কেবলং সুতম্ ॥ ২৬

Ramkumar also realised that Lord Gadadhar Himself had appeared in their house. Khudiram however, advised him not to reveal the matter to any body else, as some mischief might come out of it. Once Chandra Devi got frightened at the sight of a very tall person by the side of the bed of the child. She called in her husband who found none but the child. 23 to 26

আদিলীলা ২য়: অ: ।

আমাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন । এইরূপ ভাবে খুদিরামের ঘোষ্ঠ পুত্র রাম কুমার পিতার নিকটে বলিয়াছিলেন ॥ ২৩

খুদিরাম রাম কুমারের এইরূপ কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া-
ছিলেন এই সকল কথা অশ্রুর নিকটে প্রকাশ করিওনা ইহাতে
আমাদের ভাল হইবেনা ॥ ২৪

কোন সময়ে বালকের শয্যা মধ্যে একটি সুদীর্ঘ পুরুষ দেখিয়া
ভয় পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গৃহের বহির্ভাগে স্বামীকে বলিয়াছিলেন
খুদিরাম অরণ মাত্রে গৃহমধ্যে যাইয়া কেবল মাত্র পুত্রকে শয্যাতে
নিদ্রিত দেখিয়া পত্নীকে বলিয়াছিলেন কিছু মাত্র ভয় নাই । ২৫।২৬

নিদ্রিতং বীক্ষ্য তামাহ ময়ং কিञ্চিত্ত্বিৎ বিদ্যতে ।

এবমদম্ভুতং দৃশ্যং হি নিত্যং ভ্রাত ন নূতনম্ ॥ ২৩

অপ্রকাশ্যমিদং দেবি দেবগৃহং সুসংহতম্ ।

ময়ং মা কুরু দেবি ত্বং বহুং বৎ দৃশ্যতে ময়া ॥ ২৪

তথাপি মাতা পুত্রস্য প্রেতাগমনং শঙ্কয়া ।

শৌচং মানয় ভো স্বামিন্ গুণিন্ ভূত-ঘাতকং ॥ ২৫

ইতি গিরা মধুর্যো বাচ দেশীং হিজীতম: ।

ভক্ত্যত্মকং কথং দেবি স্মৃত-শঙ্কা প্রবর্ততে ॥ ২৬

Khudirm said to his wife, "Don't fear. I have been seeing such things often and on." But his wife feared that their house must have been hunted by ghosts At this Khudiram said, "How can you be afraid of ghosts ?" 27 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

হে দেবি একথা প্রকাশ করা উচিত নয় কারণ শান্ত্রে দেখা

আদিলীলা ২য় অঃ ।

যায় দেবতাদিগের বিষয় সর্ব্বতো ভাবে গোপনীয় । অতএব তুমি
ভয় করিও না এরূপ আশ্চর্য্য আমার গৃহে নিত্যই হয় । ইহা
নূতন নয় আমি প্রায়ই এরূপ দেখি ৷২৭৷২৮

সুদিরাম, এই রূপ বলিলেও চন্দ্রাদেবী পুত্রের প্রেতাবেশ
আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছিলেন হে স্বামিন শীঘ্রই আপনি ভূত ঘাওক-
শুনৌ বা রোজা আশুন ॥ ২৯

তখন সুদিরাম মধুর বাক্যে সাধনা করিয়া চন্দ্রাদেবীকে
বলিয়াছিলেন হে দেবি আমাদের গৃহে ভূতের আশঙ্কা কি কখনও
হইতে পারে ৷৩০

যন্মাম অরুণাত্ সর্ব্বং ভূত-প্রেত পিষাচকাঃ ।

বিদ্রবন্তি ময়াত্মবৈ বিষ্ণুপত্নৈ রিষাসুরাঃ ॥ ২১

মৃত্যোরপ্যন্তকীয়ত্ব সাধাঃ দ্রঘবরঃ প্রভুঃ ।

তদভিঘ্ন কমলং দেবি সর্ব্বাপদিনিবারকম্ ॥ ২২

রঘুবীরস্য সৈবৈ সর্ব্বগান্তি ফলপ্রসূঃ ।

অন্যস্মৈ ন সমাখ্যেয় ভ্রমাদাপি কথঞ্চন ॥ ২৩

হৃদ্যুশাচ পতিঃ পত্নী সান্ত্বয়িত্বা দ্বিজোত্তমঃ ।

ততঃ কালৌ গতস্তান্ন পঞ্চমাশাতকং শুভম্ ॥ ২৪

“So long Raghubir is in our house, no ghosts
or evil spirits can hunt our house, since the
name of Raghubir is sufficient to avert all evils.”
Thus he consoled his wife. Thereafter five
months passed peacefully. 31 to 34

জাদিলীলা ২য় অঃ ।

বন্দ্যবাস :-

বিষ্ণুপক্ষ দেবতাগণ দ্বারা অনুর পক্ষ যেমন নিত্য পরাজিত ওরূপ যে ভগবানের নাম শ্রবণ মাঝে ভূত প্রেত ও পিশাচাদি ভয়ে পীড়িত হইয়া ক্রত বেগে অন্যত্র পলায়ন করে । ৩১

যমেরও যম সাক্ষাৎ ব্রহ্মবীর যে স্থানে অবস্থান করেন সেই স্থানে ভয় ? হে' দেবি, ব্রহ্মবীরের পাদপদ্মই যাবদীয় বিপদ বিনাশক । ৩২

এবং ব্রহ্মবীরের সেবাই সর্ব প্রকার শান্তি দান করেন । এ সকল বিষয় অশ্রু কাহাকেও জানে ও বলিও না । ৩৩

কুদিরাম চন্দ্রাদেবীকে এই রূপ ভাবে সাহসনা দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়াছিলেন । তৎপরে পঞ্চন মাস পর্য্যন্ত এই ভাবে আনন্দের সহিত অতিবাহিত হইয়াছিল ॥ ৩৪

পান্মাসিকস্য বালস্য গিহ্নন মল্যলৌকিকম্ ।

অকস্মাদুদিতখাসীদ যস্য তস্য গৃহদ্বাঙ্গনে ॥ ৩৫

কলমাপণ পূর্ব্বন্তঃস্থমুত্তোল্য সংস্থিতঃ ।

অদৃভূতাগমন' তস্য দৃষ্টা নারী সুবিচ্ছিন্তা ॥ ৩৬

পাদমিত ক্রোশবাট' লঙ্ঘয়িত্বা গতঃ কথ' ।

বালক' ক্রোড় মারোপ্য বুন্বনাদি সুতোপিত' ॥ ৩৭

সুমিষ্ট লঙ্ডুক' দত্ত্বা চন্দ্রায়া গৃহমাগতা ।

কস্মীন্তরে নিযুক্তা সা বালস্যে দৃক্দিবাং গতি' ॥ ৩৮

When the child was only six month old, he crawled a distance of half a mile. A lady was surprised to see the child all alone. She

আদিলীলা ২য় অঃ ।

took the child to Chandra Devi who could not keep a watch on the child due to household work. 35 to 38

বঙ্গানুবাদ :—

ছয়মাসের বালক গদাধরের হামাগুড়ি দিয়া যেখানে সেখানে যাওয়া অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল । অর্থাৎ যার তার ঘরের উঠানে যাইয়া অক্ষুট মধুর ধ্বনি সহকারে একটি হস্ত ভূমিতে রাখিয়া অত্র হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক সেই বাড়ীর জ্রীলোকের মুখের দিকে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া থাকিত । সেই বালকের আশ্চর্য্য আগমন দেখিয়া অর্থাৎ প্রায় এক পোয়া পথ লঙ্ঘন করিয়া কি প্রকারে আমাদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল এই রূপে বিস্মিতা নারী বালকটিকে নিজ জোড়ে উত্তোলন পূর্ব্বক চুখানাদি দ্বারা, সন্তুষ্ট করতঃ সুমধুর লড্ডুকাদি খাওয়াইয়া চন্দ্রাদেবীর গৃহে যাইয়া ছিলেন । ৩৫।৩৬।৩৭।৩৮

স্নাতু' ন শক্তা শ্রুত্বৈবাস্বর্য্য যুক্তা তদামবল ।

তযৌক্ত' বন্দন' কৃৎবা স্তুত' রজ্জ গৃহী তব ॥ ৩৫

তদুমতির্নাযকৃৎস্বাচ বন্দনে'পি কৃতে শিশো ।

ন ঘান্তন' বহ্নির্যস্য তস্য কি' বন্দন' ভবেত্ ।

প্রাণাধির্ভাবিত স্তস্য মব্বালীকিত্ত ভাবতঃ ।

পুত্র' প্রতি মদা পিত্রোভগবদ্বাচ দর্শনাৎ ॥ ৪১

মদাঘর স্যাতিশিশোর্ঘনানন্দ স্বরূপতঃ ।

তদ্ গ্রামবাসি লোকানা মসৌ প্রিয়তরো'ভবত্ ॥ ৪২

Chandra Devi was very much astonished to know this from the lady who advised her

আদিলীলা ২য় অঃ ।

to keep the child tied in her house. Due to divine indications prior to the birth of the child and divine joyousness of the child, he became an object of great endearment of the people of the locality. 39 to 42

বঙ্গানুবাদ—

অতঃ গৃহ কর্ষে ব্যস্তা চন্দ্রাদেবী সেই শ্রীলোকটির মুখে পুত্রের কথা শুনিয়াই বালকের এই রূপ আশ্চর্য্য ভাবে অতঃ গমন কি রূপে সম্ভব হয় তাহা জানিতে না পারিয়া চন্দ্রাদেবী অতিশয় আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছিলেন ।

পরে সেই শ্রীলোকটি বলিয়াছিলেন তোমার ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে বন্ধন করিয়া রাখ । ২৯

যে ভগবানের বাহ্য বা অভ্যন্তর বলিয়া কিছু নাই বা সর্ব ব্যাপক বহু অপরিচ্ছিন্ন তাঁহার বন্ধন দ্বারা কি গতিরোধ করা যায় । ২০

গদাধরের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে অলৌকিক ভাবের প্রকাশ বশতঃ পিতামাতার সর্বদা ভগবদ্ভাব দর্শন জন্ম এবং শিশু গদাধরের আনন্দ ঘন বিগ্রহ বশতঃ বালক গদাধর কামার পুকুর নিবাসী জন গণের অত্যন্ত প্রিয়তম হইয়াছিলেন । ৪১।৪২

অপরাক্তে গ্রামবাসি নরনারী সমাগমাৎ ।

তীর্থতুল্য' গৃহস্থামুদ্রঘুর্বাৎ প্রসাদতঃ ॥ ৪৩

পুন্মস্মারপ্রায়নার্থ' ছুদিরামস্য ধীমতঃ ।

চিন্তা সমুদ্রতী জাতা গ্রামস্থামন্থণায় वै ॥ ৪৪

অদিলীলা রয়: অ: ।

গ্রাম্যান্না ভোজ্যদানার্থং তাহ্মগর্ভো ন বিদ্যতে ।

প্রার্থনা পুরণং তেঁপাং রঘুবীর কুরুষ্ব ভো: ॥ ৪৫

এবং চিন্তিত স্তস্য বস্তু প্রথর আগত: ।

প্রেমিতো রঘুবীরেণ ভক্তাভিষ্ট প্রপূরণাত্ ॥ ৪৬

Every evening the villagers used to crowd the premises of the house of Khudiram as pilgrims in a holy place. Khudiram was to perform the rice giving ceremony of the child, accompanied with a feast in which a very large number of people was to be invited. It would cost him a lot of money. He prayed to Raghubir for the fulfilment of his desire. To meet the requirement a friend of Khudiram's called at his house.

43 to 46

বক্তাব্দান :-

অতিদিন অপরাহ্নে আনবাসী নরনারী সকলের সমাগন হইয়া ভগবান রঘুবীরের অগ্রহাে কুদিরামের গৃহ একটি দৃষ্টি ক্ষেত্র তীর্থ তুল্য হইয়াছিল ।৪০

কুদিরাম গদাধরের ছয় মাসে অন্নপ্রাশন বিহার জন্য এবং তদুপলক্ষ্যে আনবাসি জনগণের নিমন্ত্রণ হইয়া বিশেষ ভাবে চিত্রাবিহিত হইয়াছিলেন ।৪৪

আদিলীলা ২য়: অ: ।

অসম্ভব অতএব হে ব্রহ্মবীর আপনিই তাঁহাদের প্রার্থনা-পূরণ
করুন । ৪৫

ভক্তবাঞ্ছা পূরণার্থে ভগবান ব্রহ্মবীরের দ্বারা প্রেরিত এইরূপ
ভাবে চিহ্নায়ুক্ত কুদিরামের নিকটে তাঁহার পরম বন্ধু আসিয়া
উপস্থিত হইয়াছিলেন । ৪৬

লাহাব'শাবত'স: স ধর্মদাসাভিধৌ মহান্ ।

সর্বত্র সদনুষ্ঠানে সহায় স্মৃতিধার্মিক: ॥ ৪৩

রাজতুল্য: সুবিখ্যাতো দেবদ্বাঞ্ছনসেবক: ।

গুণগ্রাহী গুণী মানী ধনী সর্বজনাহুত: ॥ ৪৮

শ্রুত্বা বন্ধু সুতস্বান্ন প্রাশন' সত্বর' ভবেত্ ।

ভোজ্যায়' গ্রাম বাস্তুব্য জনানা' প্রার্থনা মপি ॥ ৪৯

প্ৰাত্বা পুন গৃহ' গত্বা দ্রব্য সম্ভারক' বহু ।

গৃহীত্বৈব গৃহে বন্দ্যোদয়শ্চৈধু সমাৰ্ণয়ত্ ॥ ৫০

He was Dharmadas Laha. famous for his riches
as well as piety. On learning the ceremony
to be performed very soon, he returned home
and again went back to Khudiram's house with
large quantities of things required on the occasion.
He placed them at the feet of Khudiram. 47 to 50

কথান্ত্রবাদ :—

এই বহুটি লাহা বাণেশ্বর ব্রহ্ম বরূপ ইশ্বর নাম ধর্মদাস ইনি
সর্বত্র সনুষ্ঠানে সাহায্য করেন অতি ধার্মিক । ৪৭

আদিলীলা ২য় অঃ।

এবং ইনি রাজাদের মত প্রতাপশালী ও বিখ্যাত দেবতা এবং ব্রাহ্মণ গণের ভক্ত গুণ গ্রাহী গুণবান মানবান ধনবান ও সাধারণ জন গণের দ্বারা আদরনীয়। ৪৮

ধর্মদাসবাবু খুদিরামের পুত্রের ২১২ দিনের মধ্যেই অন্নপ্রাশন হইবে এবং তদুপলক্ষ্যে গ্রামবাসি জন সাধারণের ভোজনাদি ব্যাপার এই সকল বৃত্তান্তে খুদিরামের নিকটে অবগত হইয়া পুনর্ব্বার নিম্নগৃহে আগমন পূর্ব্বক নানাবিধ জব্য সম্ভার বন্ধু-ভাবে খুদিরামের গৃহে আনিয়া খুদিরামের নিকটে সনর্পন করিয়া-
ছিলেন। ৪৯।৫০।

অযাচিতা ক্ত্তং গ্রাহ্যং দ্রব্যং শাস্ত্রপ্রমাণতঃ ।

অতস্তদ্রব্য সম্ভারী গৃহীত স্তনে সাদরং ॥ ৫১

কুলাচারবৎসাৎ পিতৃা তহিণে বালকস্য চ ।

শ্রীমদগদাধর ইতি প্রদত্তং পূর্ব্বং নাম চ ॥ ৫২

অধিবাশাদিকং কৃৎবা পিতৃদেবাচ্চন্দাদিকং ।

সমাপ্য বিধিবদ্ বিপ্রী রঘুবীরং সমাচর্চয়ত ॥ ৫৩

তহিণে রঘুবীরস্য পূজাদ্রব্যং বিশেষতঃ ।

নানা ব্যঞ্জন সংযুক্তং সুপাক্তং পায়মান্তিকং ॥

As, such offerings were acceptable according to religious codes, Khudiram gladly accepted them. According to the prevailing usages all the rites were performed and Raghubir was also worshipped and offered well cooked rice with various dishes. 51 to 54

ব্রহ্মানুবাদ :-

যে কোনও জাতি যদি স্বেচ্ছায় উদয় বর্ণের গৃহে ভোজ্য

জাদিলীলা ২য়: অ: ।

ভোজ্য আনয়ন করে তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা কর্তব্য এইরূপ শাস্ত্রের প্রমাণ বশতঃ ক্ষুদ্রিরাম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ পরায়ুখ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইলেও সেই সকল অব্য সম্ভার বন্ধু ধর্ম্মদাসের নিকট হইতে সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ৫১

পুত্র গদাধরের অন্নপ্রাশনের দিনে ক্ষুদ্রিরাম কুলাচার বশতঃ অধিবাসাদিনান্দীমুখ কার্য্য সমাধা করিয়া নাম করণ অর্থাৎ পূর্ব্ব প্রদত্ত গদাধর এই নাম করণ করিয়া অন্নপ্রাশনের হোমাদি কার্য্যান্তে রঘুবীরের অর্চনা বিশেষ ভাবে সমাপন পূর্ব্বক ভোগপ্রব্য নানাবিধ ব্যঞ্জনাদিসংযুক্ত স্নান্ন পায়সাদি । ৫২।৫৩।৫৪

নিবেদ্য রঘুবীরায় তন্ প্রসাদেন স দ্বিজ: ।

পুত্রস্ত্যাম্রাগ্নন' দত্ত্বা মোদমান: স্ববন্ধু-মি: ॥ ৫৫

দত্ত্বা বন্ধোধ'ন্যবাদ' পুত্র-পত্নী যুতশ্চ ত' ।

প্রসাদ' প্রাপয়ামাস স্বকুটুম্ব' তথা দ্বিজ: ॥ ৫৬

অহ্ননিশং ভোজনশ্চ সবপরাগ্রামবাসিনাং ।

সমাপ্য কৃত কৃত্যোঃসু হুঃপ্লবঃ সহ ভার্য্যক: ॥ ৫৭

সরস্বতুগদিতা হ্রাসোদ্র প্রাগ্ননত: পরম্ ।

কৃত' বাণ্যোপ্চারণন্তু মাষ্ট্রকোড়স্থিতেন বৈ ॥ ৫৮

The child was fed with the offered rice of Raghubir. All the friends and relatives, the villagers and guests were well fed and entertained. Shortly after this ceremony the child, now named Gadadhar, started speaking. 55 to 58

বঙ্গানুবাদ :-

গোধূন চূর্ণ পিষ্টক ও মিষ্টান্নাদি রঘুবীরকে নিবেদন করিয়া

আদিলীলা ২য়: অ:

প্রসাদীয় অন্নদ্বারা বালক গদাধরের অন্নপ্রাশন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ক্ষুদিরাম আত্মীয় ও স্বজাতি ব্রাহ্মণ বর্ণের সহিত স্বয়ং ভোজন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ৫৫

তৎপরে ক্ষুদিরাম অভ্যুচ্চৈশ্বর্য পরম বহু ধর্ম্মদাস মহাত্মাকে সর্ব্বসমক্ষে বহুতর ধন্যবাদ প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিয়া ধর্ম্মদাস বাবুকে বুটুয় বর্গ ও তাঁহার পুত্রকন্যাতির সহিত পরিভৃশ্ত করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন । ৫৬

এইরূপ ভাবে স্বগ্রামবাসী ও ভিন্নগ্রাম বাসী জন সাধারণকে দিবারাত্র ভোজন করাইয়া পত্নী চন্দ্রাদেবীর সহিত ক্ষুদিরাম লোক সমাজে ধন্য হইয়াছিলেন । ৫৭

অন্নপ্রাশনের পরই গদাধরের বাক্যকৃষ্টি হইয়াছিল । মাতার কোলে অবস্থান করিয়া গদাধর নানাকথা বলিতেন । ৫৮

দেবদেবো স্তব্য চ্যান নমস্কারাদিক্ষত্ব যত্ ।

যত্চিত' মাছদেব্যা তত্ যত্চিত' যালকেন তু ॥ ৫৮

দ্বিত্ববর্ষাভ্রান্তরে তু পুরাণাধ্যান মুত্তম' ।

যুতিমাত্রণ চামরস্ত মাঘহাতি-গয়েন চ ॥ ৬০

অঙ্ক স'স্যাদি শাস্ত্রাদিরভ্যাস' বিপবজ্জহৌ ।

কদাপি ন শৃণোত্বেব গ্রাম্যভাষ্য' গদাধর ॥ ৬১

চতু:পঞ্চবর্ষ'মিত গদাধর মুজ্জাতদা ।

দেব ভাষায়ুত' স্তৌত্র' যুগ্মা সর্ব্বে সুবিচ্ছিতা: ॥ ৬২

Gadadhar could recite the hymns which his mother used to read out. At the age of two

আদিলীলা ২য় অঃ ।

to three yers he could commit to memory the stories of mythology at first hearing. He however, avoided arithmetic and local news. At the age of four to five years he could recite Sanskrit hymns and thereby commanded admiration of all. 59 to 62

বঙ্গানুবাদ :—

মাতা চন্দ্রাদেবী যে সকল দেব দেবীর ধ্যান স্তব এবং নমস্কারাদি পাঠ করিতেন বালক গদাধরও তৎক্ষণাৎ সেই সকল পাঠ করিতেন । ৫৯

গদাধর দুইতিন বৎসর বয়স্কমে উত্তম পৌরাণিক বার্তা শ্রবণ মাত্রে আশ্রয়হীন হয়ে স্বায়ত্ত করিয়া লইতেন । গদাধর কড়া গুণ প্রভৃতি অঙ্ক শাস্ত্রের অভ্যাস কে বিষবৎস্যাগ করিতেন । এবং গ্রাম্য বার্তা কখনও শুনিতেন না । ৬০।৬১

চার পাঁচ বৎসরের গদাধরের মুখ হইতে দেব ভাষায় দেব দেবীর স্তব ও স্তোত্রাদি শ্রবণ করিয়া কামার পুরুষ নিবাসী জনগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইতেন । ৬২

ততঃ পঞ্চম বর্ষে চ বালস্য বিধিবিহিঃ ।

বিদ্যারম্ভং কারয়িত্বা পাঠাগারি তমার্পয়ত ॥ ৬৩

তত্র তুল্যবয়সীপেতান্ বালকান্ প্রাপ্য বালকঃ ।

বিদ্যার্থিনঃ শিচ্চকাং য মাধুর্য্য গুণ তৌপিতঃ ॥ ৬৪

লীলা প্রেমা সত্যনিষ্ঠা দয়াতুর জনৈশ্চ চ ।

সমতা সর্বভূতেষু গুণাঃ পঞ্চ গদাধরে ॥ ৬৫

আদিলীলা ২য় অঃ ।

অস্তি ভাতি প্রিয়ানাথ স্বরূপং শ্রীগদাধরঃ ।

নির্ভীকঃ সাহসী সত্যবাদী ধর্ম্মরতঃ শচিঃ ॥ ৬৬

At the age of five he was initiated to study and sent to pathshala. By his sweet conduct he could please all the boys and teachers. The best of virtues began to find expression in him. He became uncommonly prominent for his piety, truthfulness and kindness. 63 to 66

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে কুদিরাম গদাধরের পঞ্চম বর্ষ বয়সে বিজ্ঞানাস্ত্র করাইয়া পাঠশালায় প্রবেশ করাইয়াছিলেন । ৬৩

পাঠশালায় সমবয়স্ক বালকগণকে পাইয়া এবং বয়োধিক শিক্ষক ও ছাত্র-বৃন্দকে গদাধর স্বকীয় মাধুর্য্য গুণে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন । ৬৪

অস্তি ভাতি প্রিয় স্বরূপ গদাধরের লীলা, প্রেম, সত্যনিষ্ঠা, আত্মরক্ষণে দয়া ও সর্ব্ব জীবের সমবুদ্ধি এই পাঁচটি গুণ সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত । ৬৫

এবং শ্রীকৃষ্ণগদাধর সাহসী নির্ভীক সত্যবাদী ধার্মিক ও পবিত্র ছিলেন । ৬৬

ন বিমাতৃ গুণা স্তস্য শক্তা ব্রহ্মশিবাদয়ঃ ।

পরিপা-ভূপকারার্থং স্বপ্রাণানপি যচ্ছতি । ৬৭

মাধাবিষ্টঃ সুকুমার এষ বদতি সন্ততম্ ॥

নাচং কুমারঃ পৌগণ্ডী ন কিমোরো যুবাপি বা । ৬৮

আদিলীলা ১২য় অঃ ।

সর্ব্বথা সুসমর্থোঽস্মি সর্ব্বং কৰ্ত্তুমসং শয়ম্ ।

দুঃখ হর্ষভয়ক্রোধ লোভ মোহমদাদয়ঃ ॥ ৬৫

অজ্ঞানলিঙ্গান্যে তানি কুতঃ সন্তি চিদাত্মনি ।

জ্ঞানানন্দস্বরূপোঽহং সর্ব্বং জানামি সন্ততম্ ॥ ৬৬

Even Bramha and Shiva cannot describe his virtues. He would offer his own life for the benefit of others. In his divine mood he would give out that he was neither a child nor a boy nor a man but an embodiment of joy and knowledge, and that he was capable of knowing and doing everything. 67 to 70

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের গুণ সকলের সংখ্যা করিতে শিব ব্রহ্মাদি ও সমর্থ হইতেন না । গদাধর পরোপকারার্থে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন । ৬৭

সেই পক্ষম বর্ষীয় গদাধর মধ্যে মধ্যে ভাবাবিকট হইয়া বলিতেন আমি কুমার পোগণ্ড কিশোর বা যুবা নয় আমি সর্ব্বদা সফলকার্য সম্পাদন করিতে সুসমর্থ । অতাবহনিত হ্রঃব বৈবয়িক আনন্দ ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, গর্ব্ব ও মাৎ সর্বাঙ্গি ভাব অজ্ঞানের চিহ্ন । এইসকল বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আমাতে থাকি কি সম্ভব হয় । আমি জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ইহা ক্রব নিশ্চিত । অতএব আমি সর্ব্বদা সন্তত বিষয় অবগত আছি । ৬৮ । ৬৯ । ৭০

আদিনীলা ২য় অঃ।

তদ্যাম সন্নিধা যস্মি কাচিদুদ্যান বাটিকা ।

তত্র প্রেতনিবাসাচ্চি নৈকলঃ কোঽপি গচ্ছতি ॥ ৩১

তত্র গদাধরঃ ক্রোড়াং কৰোতি বশুমিঃ সহ ।

রাত্রা বপ্যেকলৌ যাতি ভূতদর্শন হেতবে ॥ ৩২

পিষ্টস্বচ্ছরমাদেশ্যা শীতলাবেশত স্তদা ।

দৃষ্টা তদ্বিক্রতাবস্থা প্রার্থনা মকরোচ্চ সঃ ॥ ৩৩

মম মূর্ছি, হি সা মাতা শীতলা প্রবিশেদু যদি ।

তদা পূর্ণসুখী ভূত্বা নৃত্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৪

There was a garden near the village. It was a general belief in the locality that it was haunted by ghosts, and hence none would dare to go into it. Gadadhar with his friends used to go into it. Gadadhar with his friends used to play games in that garden and sometimes used to go there without any companion to see ghosts at night. On seeing the unbalanced condition of his aunt, Rama Devi, possessed by the Goddess, Sitala, he would say that he would dance in joy if the goddess entered his head. 71 to 74

বঙ্গানুবাদ—

সেই কামার পুরের প্রান্তভাগে একটি বাগানবাটি আছে সেখানে ভূতের বাসস্থান বলিয়া কেহ কখনও যায় নাই। সেই বাগানে বন্ধু গণের সহিত গদাধর খেলা খুলা করিতেন। এবং রাজি

আদিলীলা ২য়ঃ অঃ ।

কালে ভূত দেখিবার জ্ঞান গদাধর একাই সেই বাগানে যাইতেন ।

৭১।৭২

সেই সময়ে গদাধরের পিসিমাতা রমাদেবীর হৃদয়ে শীতলা দেবীর আবেশ বশতঃ তাঁহার বিকৃতাবস্থা দেখিয়া গদাধর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যদি মা শীতলা আমার মস্তকে প্রবিষ্টা হন তাহা হইলে আমি পূর্ণসুখী হইয়া পরমানন্দে মৃত্যু করিব । ৭৩।৭৪।

एवं बहुविधं तस्य साहसं परिलक्षितम् ।

ग्रामवासिभि रत्यन्त' तथा स्वজন बान्धवैः ॥ ৩৫

बृहद्विद्यालयस्तत्र भूस्वामिनो गृहान्तিকে ।

पाठार्थ मासोद्दालानां वृद्धासन विभूषितः ॥ ৩৬

एकदा पाठशालाया मागतो राजपुरुषः ।

छात्रানাं सुपरीक्षायां दातुञ्च पारितোषिकम् ॥ ৩৭

गुरुशिष्यादय स्तत्र लोकसंख्याः सहस्रशः ।

नानाग्रामागता शूद्राः परीक्षादानं हतवৈ ॥ ৩৮

Such were the instances of his courage witnessed by all his friends, relatives and others. There was a large school close to the house of the Zeminder. Once the Inspector of schools came there to examine the boys and also to award rewards. All the teachers, students and visitors gathered there. 75 to 78

বঙ্গানুবাদ :—

কামার পুত্র নিবাসী সাধারণ জনগণ এবং অন্ত্রীয় স্বজন

আদিলীলা ২য় অঃ ।

গদাধরের এই নানা প্রকার ভাবে অভ্যস্ত সাহসের বিষয় পরিদর্শন করিতেন । ৭৫

কামার গুরুদের বিশিষ্ট জমিদার বাবুদের প্রায় গৃহ সংলগ্ন স্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য বহুতর কাষ্ঠাসন অর্থাৎ চেয়ার বেঞ্চি যুক্ত একটি বৃহৎ বিদ্যালয় বা পাঠশালা ছিল । কোনও একদিন সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রবর্গের পরীক্ষাপূর্বক পারিতোষিক দিবসের জন্য রাজ পুরুষ বা স্কুল ইনিস্পেক্টর আসিয়াছিলেন । এবং সেই বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবসের জন্য বহুতর গ্রাম হইতে অসংখ্য ছাত্র তাহাদের শিক্ষক ও দর্শকাদি লোক সংখ্যা অসংখ্য হইয়াছিল । ৭৬।৭৭।৭৮

কাম পর্য্যায়ত স্তোঁধা পরীচা গ্রহণে কৃত্ব ।

পর্য্যয়িনাগতস্তত্র বালকঃ শ্রীগদাধরঃ ॥ ৩৫

সরাজপুরুষস্তনু হৃদ্বা স্নেহপরিপ্লুতঃ ।

সুস্নিগ্ধঃ বালকং রম্য মাকুল্যেণ বিনয়েন চ ॥ ৫০

পদচ্ছ কথ্যতাং তদ্বি যদধীতং গুরো স্ত্বয়া ।

বিদ্যাভ্যাস বিধৌ যত্নং কুরুষ্ব ভো গদাধর ॥ ৫১

ত্বয় পিতা পণ্ডিতো মানী সৌদর্য্যায়াপি পণ্ডিতাঃ ।

সুখং নাস্তি ধনং নাস্তি বিদ্যাছৌনজনস্য হি ॥ ৫২

The boys were being examined one after another. When Sri Gadadhar came up in his turn, the Inspector became very much charmed by his sweet appearance, and asked him to say something of what he had been taught. He also advised Gadadhar to get on with his

आदिलौला २५: अ: ।

studies well for his father and brothers were all great scholars, and none without knowledge and learning could be happy and rich. 79 to 82

बङ्गानुवाद :-

पर्याय क्रमे एक एकटि छात्रेर परीक्षा काले गदाधर पर्याय क्रमे उपस्थित हईले आकृति ओ बिनयेर द्वारा सुकोमल रमणीय गदाधरके देखिया अत्यस्त स्नेहाज्ज' छिते परीक्षक जिज्ञासा करिलेन । ओहे गदाधर गुकर निकटे याहा शिक्षा करियाह ताहा किछु बल ? एवं परम यत्नेर सहित विद्याअभ्यास कर देख तोमार पिता सर्वज्ञनादृत श्रेष्ठ पण्डित । सहोदरगण ओ सुपण्डित । विद्याहीन बाक्तिर सुख वा धन किछुई हय नाहे । १३।७०।८।९।१०

गदाधरेण सोऽपुङ्गवो निर्भयैरान्तरात्मना ।

तां शिष्यां साधु नो मन्ये भवद्भिः शिक्षिता च या ॥ ८३

विषय विपनिताभिर्विद्याभिः किं प्रयोजनम् ।

परवच्चन हेतुर्या विद्या सर्वत्र गर्हिता ॥ ८४

तां शिष्यां न करिष्यामि यत्फलं कदलीफलम् ।

इह चात्मीपतापाय प्रेत्य वै नरकाय च ॥ ८५

ययैव विद्याया जीवोऽमृत मश्नाति नित्यशः ।

सैव विद्या स धर्मश्च सा शान्तिः सा परा गतिः ८६

At this, Gadadhar fearlessly replied what he had been taught was not worth learning.

আদিলীনা ২য়: অঃ

What was the necessity of that learning which was based on worldly affairs. That learning which would lead to deceiving others was abominable, as it would result in suffering in this world and in the Hell after death. The learning that would lead to the eternal truth and peace should be covetable. 83 to 86

গদাধর রাজপুরুষের কথা শুনিয়া নির্ভয়ে বলিয়াছিলেন
আপনারা যে বিদ্যাশিক্ষা করেন আমি সে শিক্ষাকে উত্তম শিক্ষা
বলিয়া মনে করি নাই। ৮৩

বিষয় নিব লিপ্ত বিদ্যায় প্রয়োজন নাই। কারণ আমি কি
প্রকারে অন্তরে ঠকাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিব এই রূপ বিদ্যা
ইহলোকে ও পরলোকে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। ৮৪

সে রূপ বিদ্যা আমি শিক্ষা করিব না যে শিক্ষার ফল কচু আর
কলা কারণ ইহলোকে প্রাণপাত পরিশ্রম। আর পরলোকে
নরকে গমন। ৮৫

যে বিদ্যা দ্বারা জীবগণ নিত্য অমৃত আশ্বাদন করেন সেই বিজ্ঞাই-
বিজ্ঞা সেই ধর্মই ধর্ম তাহাই শান্তি এবং সেইটাই উত্তম গতি। ৮৬

वेदैरप्येव मुक्तन्तु त्यागिनामृतमश्नुते ।

धनेना धमतां याति स्नेहवान् दहयतेऽनिशं ॥ ८३

अतः स्नेहं परित्यज्य पुत्रद्वारगृहादिषु ।

तत्तयागि मतिमाधत्त यदि कल्याण मिच्छय ॥ ८८

भवद्भिलिख्यतां द्वारि जाम्बुनदरसेन वै ।

इयमष्टाक्षरी भाषा सा विद्या तन्मतियया ॥ ८९

আদিলীলা ২য় অঃ ।

কিমনিব বহুক্ৰমে সুখ জানীত পণ্ডিতাঃ ।

বিদ্যালভস্য মূলং হি ভগবচ্চরণার্চনম্ ॥ ৫০

"It is said in the Vedas that eternal bliss can be attained by renunciation, riches are the root of all evils and affection sets us on fire. We should, therefore, do away with our affection for family and bend our mind on renunciation, if we wish good to ourselves. Let these words be written in letters of gold, "That is real learning which turns our mind to God." Suffice it to say that learning is acquired through worship of God. ॥ 87 to 90 ॥

বঙ্গানুবাদ—

ধনের দ্বারাষ্ট মানুষের অধঃপতন হয় ত্যাগের দ্বারাষ্ট অমৃত উপভুক্ত হয় বা অমৃতত্ব লাভ হয় এই কথা বেদে বলে । আসক্তিই মানুষকে দিবারাত্র তাপভোগ করায় । ৮৭

অতএব পত্নী পুত্র স্তেহ গেহাদিতে ভালবাসা পরিত্যাগ পূর্বক সেই সকলের ত্যাগে মনোনিবেশ সকল যদি নিছকের মঙ্গল চাও । ৮৮

এবং আপনারা স্বর্ণাকরে নিছ নিছ গৃহের দ্বারদেশে এই আটটি অক্ষর লিখিয়া রাখুন "সাবিত্রী তত্ত্বতির্ঘিয়া" অর্থাৎ সেই বিদ্যাই বিদ্যা যে বিদ্যাদ্বারা ভগবানে নতি হয় । ৮৯

আমরা এরূপ বহু বিস্তর বলিবার আবশ্যক নাই । আপনারা ভালভাবে চেষ্টাই রাখুন বিদ্যালভ্যের মূল একমাত্র ভগবানের চরণ সেবাই । ৯০

আদিলীলা ২য়: অ: ।

শ্রুত্বা বৈদান্তবেদান্তদ্বয়ো বাচামগোচর' ।

বাল মুখাঙ্গিনিষ্কান্ত' কিমেতদ্রাঘ বুধ্যতে ॥ ৫১

কিমসৌ ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্রোবা জানিনা' বর: ।

কিম্বা চতুর্মুখ: সাচাঈদস্মর্তী পিতামহ: ॥ ৫২

এবং সংদতাং তেপাং মধ্যৈ সাচাদ্ গদাধর: ।

স্বরূপং দর্শয়ামাস নবদুর্বা'দল দুগতি ॥ ৫৩

শঙ্খচক্র গদাপদ্ম হেমাম্বর বিভূষিত: ।

পাদাঙ্গুল্লা দ্বিনিষ্কান্তা গঙ্গা হিমবত: সূতা ॥ ৫৪

All were astonished to hear these deeply significant utterings from a child. Was he Lord Vishnu Himself? Or Rudra, the wisest of all gods? Or, the four faced Bramha, the grandfather of all living beings, and the preacher of the Vedas? When all were musing thus, Gadadhar showed his divine self with four hands holding conch, wheel, club and lotus, with the lustre of new grass and with the Ganges, the daughter of the Himalayas, coming out of His toe.

॥ 91 to 94 ॥

বঙ্গানুবাদ—

বালক গদাধরের মুখনিঃসৃত সাধারণ বাক্যের অতীত বৈদান্ত-বেদা সেইরূপ কথা শুনিয়া ইহা কি? এইরূপ বলিয়া তাঁহারা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া, বলিয়াছিলেন ইনি কি স্বয়ং ভগবান

জাদিলীলা ২য় অঃ ।

নারায়ণ অথবা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শঙ্কর কিংবা সাক্ষাৎ বেদ স্মরণকারী
পিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মা । ৯১

এইরূপ বলিতেছেন সেই সকল জনসাধারণের মধ্যে নব দুর্বাদল
শ্রীমল সাক্ষাৎ গদাধর অর্থাৎ নারায়ণ তাঁহার স্বরূপ দেখেছিলেন-
ছিলেন । শঙ্ক চক্র গদা পর বিভূষিত চতুর্ভূজ এবং হিমালয়ের
কক্ষা গদা । ৯২

নূপুরৌ বিমলৌ ভান্তৌ সমুদৌ চরণাঙ্ঘরৌ ।

চন্দন তুলসীগন্ধ' কোটি চন্দ্র নখশ্রুতি' ॥ ৯৫

দৃষ্ট্বৈব ভগবদ্রূপং পরমানন্দ নির্ধূতাঃ ।

প্রণম্য ভক্তিভাবেন তুষ্টবুস্ত' জনা সুদা ॥ ৯৬

দেব দেব জগন্নাথ পুরাণ পুরুষোত্তম ।

ব্রাতৃ' ঘোরান্ কলিজীবানবতীর্ণো'সি মাযয়া ॥ ৯৭

মাহুগ্নৈর্জানভক্তিভ্যাং বিহিনৈঃ পুরুষাধমৈঃ ।

যত্ প্রত্যক্ষৌ ছত' রূপ' ত্বত্ ক্রপৈব হি কেবলম্ ॥ ৯৮

On seeing the appearance of the Divinity, all
prayed for His grace and felt glad to have been
blessed by Him. ॥ 95 to 98 ॥

ব্রাহ্মবাদ :—

পাদাদূর্ঘ্ণ হইতে নির্গতা চরণদ্বয়ে সশব্দে নূপুর শোভিত সচন্দন
তুলসীযুক্ত নখকাস্তি কোটিচন্দ্র কাস্তিসদৃশ এবমুতভগবৎস্বরূপ দর্শন
পূর্বক জনসমূহ পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া ভক্তিভাবে প্রণামকরতঃ
তাঁহারা আনন্দে গদাধরকে স্তুব করিয়াছিলেন । ৯৫।৯৬

আদিলীলা ২য় অঃ ।

হে পুরাণ পুরুষোত্তম দেবদেব জগদ্রাথ এই ভয়ঙ্কর কলিকালের
জীবসকলের পরিজ্ঞানের জন্য নাস্তাবল যনে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ৯৭

জ্ঞান ভক্তি শূণ্য পুরুষাধম আমরা আপনার যে অপূর্ব রূপ
প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা কেবলমাত্র আপনার রূপায় । ৯৮

एवं स्तुवद्भिस्तत्रस्थैः प्राग् दृष्टो यो गदाधरः ।

स एष पुरतो भाति परोचार्यो चখেन हि ॥ ৯৯

अपूर्व्वेयं हरिर्माया यां न जानन्ति योगिनः ।

एवमुक्त्वा ततः सर्व्वं स्व' स्व' धाम ययुर्मূদা ॥ ১০০

रोतिरासी तदानो' धে बालकानामियं ध्रूवा ।

लूण निर्मित पात्रेषु केचिदस्त्राञ्चलेषु च ॥ ১০১

नीत्वा भृष्ट तण्डलांश्च बालाद्यानन्द सं श्रुताः ।

ग्रामাद् ग्रामান্তर' যান্তি খাদন্তঃ পথিমধ্যতঃ ॥ ১০২

Soon Gadadhar withdrew his divine appearance and reverted back to his human form of the child. All were puzzled with these mysterious transformations of Gadadhar and dispersed. It was the habit in those days that the children while going from one village to another, used to eat fried rice which they used to carry in an earthen pot or the skrit of their cloth. ॥ 99 to 102 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে সেইস্থানে স্তবকারী জনগন পূর্ব্বে যে গদাধরকে

আদিলোলা ২য়: অ: ।

পরীক্ষার্থীরূপে দেখিয়াছিলেন ক্ষণমাত্রে সেই গদাধরই তাঁহাদের নিকটে পরীক্ষার্থীরূপে প্রকাশিত হইলেন । ৯৯

ভগবানের মায়া অত্যাশ্চর্য যোগিগণও যে মায়ায় স্বরূপ অবগত নহেন এইরূপ বলিতে বলিতে সেই সকল লোক প্রত্যেকে নিজেকে ধন্য মনে করিয়া নিজ নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন । ১০০

তদানীন্তন বালকগণের এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল কোন কোন বালক তৃণ নির্মিত পাত্রে কেহ কেহ বা বস্ত্রাঞ্চলে মুড়ি লইয়া অতিশয় আনন্দের সহিত খাইতে খাইতে নিজ গ্রাম হইতে ভিন্ন-গ্রামে যাইত । ১০১/১০২

एकदा बामहसो न धृत्वा टोकीं मुदा युतः ।

दक्षेण पाणिना खादन् समिष्ट भृष्ट तण्डुलान् ॥ १०३

ग्रामाद्वहिः क्षेत्रमध्ये याति तत्र गदाधरः ।

प्रतीच्यामुदितो मेघ शब्दस्तुरण शब्दवत् ॥ १०४

छादयित्वा महाकाशं मिथো यथा क्षমूपतिः ।

सौदामन्यम्बुद द্রोढে সৈন্যাস্ত্র জ্যোতিষা সমা ॥ ১০৫

दृष्ट्वासौ दूर्ध्वदृष्टिः स भावा वैशाद गतस्मृतिः ।

वाह्यसंघ্রा विहীনोऽयं न्यপতত্ ক্ষত্র মধ্য গ. ॥ ১০৬

When, one day, Gadadhar was going through paddy fields away from the village, he beheld a great thundering cloud coming towards him, and fell there senseless. ॥ 103 to 106 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

একদিন আনন্দচিহ্নে বালকগণ টোকা অর্থাৎ তৃণ নির্মিত পাত্রে

আদিলীলা ২য় অঃ ।

great appreciation from everybody. Once a class of beggars appeared in the locality. They had long matted hair and tall dark figures smeared with ashes. On seeing them, the women and children would run into houses with the thought that these must be demons who ate women and children. ॥ 111 to 114

বঙ্গানুবাদ :—

বা পৌরাণিক কথায় শ্রবণমাত্রে অভ্যাস হইত। কেবলমাত্র যে অভ্যাস হইত তাহা নয় স্বর তাল ও লয়াদিগুরু সেই সকল গান সুমধুরভাবে শ্রবণ করাইয়া জনগণকে মুগ্ধ করিতেন। এবং জনগণ ও বালকের অত্যাচ্ছ ভাব দেখিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেন। ১১২

সেই সময় নাগা নামক সন্ন্যাসীগণের কামারপুকুরে আবির্ভাব হইয়াছিল।

তাঁহাদের সুদীর্ঘ জটামণ্ডিত ভগ্নলিপ্তদীর্ঘাকার ও কৃষ্ণবর্ণ দেহ-সকল দেখিয়া স্ত্রী ও বালকগণ ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক বলিত ইহারা স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে দেখিবামাত্র থাইয়া ফেলে। অতএব এই সকল সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ এবিষয়ে অল্পমাত্র সন্দেহ নাই।

১১৩।১১৪

অজাতময় বালস্তু তন্মধেঃ শ্রীগদাধরঃ ।

মিলিত্বা স্তোত্রগীতাদি তান্ বিপ্রাব্য সুহৃদস্যযুক্ত ॥ ১১৫

সন্ন্যাসিমির্মো'গদ্ব্য' ভগবত্ব্যপিত্ত্ব যত্ ।

মুক্ত' তদ্ ভক্তিয়ুক্তেন গদাধরেণ তত্চরণম্ ॥ ১১৬

আদিলীলা ২য় অঃ।

একদা নববস্ত্রস্ত্র ক্রিয়া সন্ন্যাসিসমিধৌ।

কৌপীনবন্ধনং কটয়াং যদ্বির্বাশৌ ধৃতং সুদা ॥১১৩

ভস্মেনা স্তিম সর্বাঙ্গং সলাটে দীর্ঘপুষ্পকম্।

বচোঃস্বমানয়া যুক্তং ধৃতদণ্ডকমণ্ডলুং ॥১১৮

The boy Gadadhar would sing songs and hymns to them without any fear. He would also partake of the eatables offered to the gods by the Sannyasis. Once he dressed himself like a Sannyasi with body smeared with ashes, clad with strips of cloth and holy marks on the forehead. He had also a stick, a Kamandalu and a garland made of holy nuts.

115a to 118a

বদান্ত্রাবদঃ—

ভয়শূণ্য বালক গদাধর সেটে সকল সন্ন্যাসীগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের পূজা ও গানাদিশ্রবণ করাইয়া দাস্ত পরিহাস করিতেন। ১১৫

সন্ন্যাসীগণ ভগবতুদ্দেশে যে সকল ভোগ দ্রব্য সমর্পণ করিতেন গদাধর সেইসকল প্রসাদীয় দ্রব্য ভক্তিপূর্বক ভোজন করিতেন। ১১৬

একদিন গদাধর নিজ পরিশেষ নুতন বস্ত্রটি সন্ন্যাসী গণের নিকটে ছিন্ন করিয়া কটিলেবে কোলিন বন্ধন এবং আনন্দের সহিত বহির্বাশ ধারণ করিয়াছিলেন। ১১৭

সর্বাঙ্গে ভস্ম-লেপন সলাটে দীর্ঘপুষ্প বসঃবলে কটাক মালা ও দণ্ডে কণ্ডপু ধারণ পূর্বক। ১১৮

হৃদা মুখিষ্মিতাঃ সর্ঘ্যে মস্তকান্ স্বর্ণংগদগদং।

যদ্যপ্যাদিসমীদৈলং স্বয়ংহং তং গদাধরম্ ॥১১৮

জাদিলীলা ২য়: অ: ।

দৃষ্টা মাতার্তনাদেন বালক' সমপৃচ্ছত ।

কথমবম্বিধৌ বৈশ: কৈন বা বৈশিতীঃসুনা ॥১২০

তেন চৌক্ত'মুদা মাত: সাধুभि: সজ্জিতৌ চ্যহ' ।

বৈশীঃস' সাধুমক্তানাং সন্মার্গস্য প্রদর্শক: ॥১২১

তেন লীলাতনুর্বাচ্যে লীলার্থে প্রকটীকৃত্য ।

যমুতু বিবিধা লীলা যদুনাং দৃষ্টিগোচরা: ॥১২২

ইতি শ্রীশ্রীমদ্রামকৃষ্ণভক্তিভীর্য বিরচিত্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং গদাধরস্ত বাল্যলীলা বর্ণনরূপে
দ্বিতীয়াঃধ্যায়: ॥২॥

He came home in great joy. It, however, greatly
pained his mother to see him in that guise. On
being asked by his mother he said that he was so
dressed by the Sannyasis who were devotees to
God and could guide men to Truth and eternal
bliss. In this way he revealed his Divine Self in
various ways in his childhood.

Thus, in the Sri Sri Ramakrishna, Bhagabatam
depicting the life history of Sri Sri Ramakrishna,
ends the second chapter entitled, "The mysterious
revelations by Gadadhar in his childhood." 119।22
বঙ্গানুবাদ :-

বন্ধুবর্গবেষ্টিত হৃদয় গদগদ চিত্তে গৃহ গমন কারী গদাধরকে
দেখিয়া জনগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন । ১১৯

মাতা চন্দ্রাদেবীও তদবস্থ বালককে দেখিয়া কাদিতে কাদিতে
জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার একপ বেশ কেন । কে তোমাকে একপ
বেশ করাইয়াছেন । ১২০

আনন্দের সহিত গদাধর বলিয়াছিলেন সাধুগণ আমাকে এইরূপ

আদিলীলা ২য় অঃ ।

ভাবে সাক্ষ্যইয়াছেন। সাধুভক্তগণেরই এইরূপ বেশ। এবং সাধুগণের সংগথষ্ট আমি অবলম্বন করিয়াছি। এইরূপে বাল্যকালে লীলার জন্য লীলাময় গদাধর বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইভাবেই বহু প্রকার লীলা তদানীন্তন বহুলোকে বহুবার পরিদর্শন করিয়া দেখাইয়াছিলেন। ১২১।১২২

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের পদনহস সংহিতায় গদাধরের বাল্য লীলার দ্বিতীয় অধ্যায় বলা হইল । ২য়ঃ ।

আদিলীলা ২য় অঃ ।

অষ্টাশীতিলে বর্ষে শারদীয় মছীত্মসে ।

গতঃ শ্রোত্ব খুদিরামস্তু ভাগিনেয় গৃহে শমম্ ॥১

যৌজিতঃ খুদিরামস্তু তত্র যৌড়া ধ্যবর্ত্তন ।

মদৈদ্যৌযধিশ্রুত্বা যথ্যাভিনেদ্রুতিঃ ক্রতা ॥২

নাম্ননা শ্রীরামধর্মেদিন ভাগিনেয়েন কেনচিত্ ।

মাতুলপ্যন্তিমা যাচা মদগৌড়ে নাত্ত শংসয়ঃ ॥৩

ভবেদেবঃ বিনিযিত্য কামারপুকুরান্তরা ।

অর্নানীতো মাতুলসুতৌ জ্যৈষ্ঠৌ রামকুমারকঃ ॥৪

On the occasion of Saradiya Puja Festival in the year when Khudiram attained the age of eighty years, he went to the house of his nephew. He fell ill there and his condition began to grow more and more serious in spite of every effort, and arrangements for treatment by good physicians and careful nursing. Thinking that his uncle would

আদিলীলা ইয়: অ: ।

surely breathe his last, his nephew. Ramchand by name, sent for his eldest son, Ramakumar, from Kamarpukur. [1 to 4

বন্ধানুবাদ :—

শুভ শারদীয় মহোৎসব উপলক্ষে অষ্টাশীতিবর্ষ বয়সে ক্ষুদ্রিরাম তাঁহার রাম চাঁদ নামে ভাগিনার বাড়িতে গিয়া ছিলেন । ১

এবং সেই স্থানে ক্ষুদ্রিরাম বিশেষ ভাবে পীড়িত হইলে পীড়ার ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইয়াছিল । ভাগিনের রামচাঁদ মাতুল ক্ষুদ্রিরামের পীড়ার উপশমের জন্য উত্তম বৈদ্য ঔষধ সেবাভক্ষণ ও পথ্যাদির কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই । ২।৩

মাতুলের আশ্রয় গ্রহে এই শেষ আগমন ওইরূপ ভাবিয়া কামার পুকুর হইতে মাতুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারকে আনা হইয়াছিলেন । ৪

एवं कृच्छ्रगतोदेव्याः पूजनं विदिनं कृतम् ।

दशम्यान्तु प्रतिरिव कृतं देव्या विसर्जनम् ॥५॥

निमज्ज्याम्भसि मध्याह्ने देव्यास्तां प्रतिमां शुभा ।

आगतं रामचान्दन्तु दृष्ट्वा कम्पस्वरणे च ॥६॥

उक्तं श्रीशुदिरामेन प्रतिमा किं विसर्जिता ।

विसर्जनं ममाप्येव श्रेयकृत्यं कुरुस्व भो ॥७॥

आशीर्वाद् प्रयच्छामि श्रीरामे मतिरस्तु ते ।

पुत्रानां यः कनिष्ठो मे तदर्थं चिन्तितोऽपुना ॥८॥

Thus with a sorrowful heart, Ramchand performed three days' worship of the Goddess and in the noon of the fourth day immersed the image in

আদিলীলা ইয় অঃ ।

the water. After the immersion ceremony when he returned home, Khudiram said to him. "Now that the image has been immersed, you shall have to perform my last rites. I bless you that you may have unflinching devotion to Shri Rama. I am now worried about my youngest son." 518

বন্দানুবাদ :-

এইরূপ ভাবে রামচাঁদ তিন দিন দুঃখের সহিত দুর্গাপূজা করিয়া ৬বিজয়া দশমীর দিন প্রাতঃকালে দেবীর বিসর্জনের পর সেই সর্ব-মঙ্গলা যুগ্মযৌ দুর্গা প্রতিমা জলমগ্ন করিয়া মধ্যাহ্নে আগত রাম চাঁদকে দেখিয়া কুদিরাম কল্পিত স্বরে বলিয়া ছিলেন রামচাঁদ মা জগদম্বার প্রতিমা বিসর্জন করিলে ! এইবার আমার শেষকৃত্য বিসর্জন কর ৫১৩।৭

আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি তোমার পূর্ণত্রিফনারায়ণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে মতি হউক । উপস্থিত আমার কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মই বিশেষ চিন্তা । ৮

কুরু তস্য সুকল্যানং রঘুবীর দয়ানিধে ।

ভবতঃ পাদয়োর্নস্য তং যামি ভবদন্তিকে ১৫

জত্বা শ্যব্যোহিত্যং মাম্মু সমুত্তোলয়াতি যব্রতঃ ।

শুভ্রাশনে স্বেদয়িত্বা কুরু পদ্মাশনং সম ১১০

সতৃপ্পাত্ততৃহতং তেন ধোপবিগ্ধাতি কচ্ছতঃ ।

অচ্ছলিঁ মম্ব্রকেবদা শ্রীরামং ধ্যাংতবান্ দ্বিজঃ ১১১

ভবভয়হরমেকং ভাণুকোটি মকাশং

করধৃত শরধাপং কালমেঘাবভাসম্ ।

আদিনীলা ইয'জ ।

কণকরুচিরবস্ত্র' রত্নবৎ কু'জলাদ্য'

কমলবিশদনেত্র' জানকী' রামমৌড়ি ॥১২

"Oh Raghubir, be pleased to protect him from all evils. Placing him at your feet, I leave this world. Please raise me up and make me seated in Padmasana." When it was so done, Khudiram meditated upon Sri Ramāchandra with his folded hands placed on his forehead. "I pray to Sri Rama chandra, the consort of Janaki, having wide lotus like eyes, ear-ring studded with jewels, clothes emitting golden lustre, complexion of black clouds, hands holding bow and arrows and brilliance of million suns." ॥ 9 to 11 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

হে রঘুবীর তুমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র গদাধরের সর্বতোভাবে মঙ্গল বিধান কর । হে দয়ানিধি আপনার পাদপদ্মে আমার গদাধরকে সমর্পণ করিয়া আমি আপনার নিকটেই যাইতেছি ।

॥ ৯ ॥

রামচাঁদ ; আমাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া অতি সাবধানে ধারণ পূর্বক অস্ত্র একটি পবিত্র আসনে পদ্মাসন করিয়া বসাইয়া দাও । ১০

রামচাঁদ তৎক্ষণাৎ সেইরূপে মাতুলকে বসাইলে খুদিরাম বহু কষ্টে বসিয়া মন্ত্রকে অঙ্গলিবদ্ধ করিয়া ভগবান রামচন্দ্রকে এইকপ ভাবে ধ্যান করিয়াছিলেন । ১১

হে ভবভয় নাশক কোটি সূর্য্যতুলা জ্যোতিঃপুঞ্জ কর ধূজ ধর্ম্মরাজ নুতন মেঘের মত দেহ বর্ণ মনোহর স্বর্গবস্ত্র পরিধান কর্ত্তব্য বহু

আদিলীলা ইয়: অ:

ব্রহ্মবিমিষ্টে কুন্তলশোভিতায়া জানকীর সহিত একাসনে উপবিষ্টে
পদ্ম পলাশলোচনে শ্রীরামচন্দ্রের শেষ যাত্রাকালে শরণ লইলাম । ১২

রাম' রামানুজ' সীতা' ভারত' ভারতানুজ' ।

সুগ্রীব' বায়ুসুনুস্ব প্রণমামি পুন: পুন: ॥১২

এব' ধ্যাৎবা গদগদেন স্বরেণ নেত্রবারিণা ।

আর্দ্রীভূতো রাম নাম রঘুবীরস্য মঙ্গলম্ ॥১৪

বদনু প্রারব্ধজং দেহং তত্য়াজ পাশ্চাত্তমীতিক' ।

তত: শ্রুত্বাং ভাগবতীং সচ্চিদানন্দরূপিণীং ॥১৫

তনু' লম্বা গতো বিপ্র স্তদ্বিষ্ণো: পরম' পদ' ।

বৈকুণ্ঠাখ্য' পূর্ণ ব্রহ্মা শ্রীরাম: সোতয়া সহ ॥১৬

"I bow down to Rama. Lakshmana, Sita
Bharat, Satrughna, Sugriba, and Hanuman."
Thus meditating on Sri Rama and Raghubir, he,
left this mortal world. ॥ 13 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

রামকৃষ্ণ, সীতা, ভারত শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব ও বায়ুপুত্র হনুমানকে পুনঃ
পুনর্বার প্রণাম করি ॥ ১৩

এইরূপভাবে কুদিরাম শ্রীরাম চন্দ্রের ধ্যান ও প্রণামাদি করিয়া
চন্দ্রের জলে বক্ষ ভাসাইয়া গদগদ স্বরে ভগবান রামচন্দ্রের তারক
ত্রয়নাম রাম নাম বলিতে বলিতে প্রারব্ধ কৰ্ম্ম সম্বন্ধিত এই পার্শ্বিক
দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভগদেহ লাভ করিয়া সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়
দেহে কুদিরাম বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া ছিলেন ।

आदिलीला इयः अः

कानात्र पूज्य निवासी जनगण क्षुदिब्रानेन ब्रह्मा अवगत इहेरा
शोक निमग्न पूर्वक ज्ञान आशत्र परिताग करिशा केवल मात्र
हाशकात्र ब्रवे आन परिपूर्ण करिशाक्षितेन । २०

वानहृदयवानस्य भ्रानाहार विर्वोजिताः ।

पितुः प्रेतत्वमुब्रत्यर्थं स्वर्गोक्तगमनाय च ॥२१

हयोत्सर्गः कृतो रामचंद्रस्य सहयोगतः ।

येदं बहुविप्राणां दानमानादिभिस्तथा ॥२२

पूजनं भोजनं तत्र कारयामास सुव्रतः ।

पितृकृत्ये सुसम्पन्ने श्रीरामकुमारोपरि ॥२३

समारभारः पतितः कुलधर्मोनुनारतः ।

तदा तन्मध्यम भ्राता श्रीरामेश्वर नामकः ॥२४

With the help of Ramachand, the Sradh ceremony was performed under guidance and supervision of many bramhins well versed in the Vedas Thereafter Sri Ramkumar had to shoulder the burden of the family.

॥ 21 to 24 ॥

আদিলীনা ইয়ঃ অ ।

জাতি রামকুমারের উপরই স'সার রক্ষার ভার সম্যকরূপ পড়িয়া ছিল। সেই সময়ে অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক ক্ষতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শি পণ্ডিত রামেশ্বর নামে রামকুমারের মধ্যম জাতি এবং আট বৎসরের কনিষ্ঠ জাতি গদাধর নামে রামকুমারের ২টি জাতি ও মাতা শ্রী প্রভৃতি ছিলেন ॥ ২১২৭

অষ্টাদশবয়স্কপ্রাপ্ত স্মৃতিশ্রীতিথ্যপারগ ।

যিতুর্বিয়োগমুল্লমদ্যাপ্তবয়ঃ গদাধর ॥২৪

প্রাপ্ত সাধারণে কিন্তু বিগোক্রীড়্য গদাধরঃ ।

বিদ্যাময়সি তদারম্ভে মায়েন যত্নচীনতা ॥২৫

নির্জনপ্রিয়তা চিন্তাশীলতা পরিস্ফুটতা ।

বাক্যোদ্যান ভূমি স্থাসি মোহনম্য মৃত্যুশয্যে ॥২৬

অপবিগ্নোহৃদ্বিঃ স মদাচিন্তাপরীভবত ।

গীতবর্ষাদিবিধানো ন কিস্বিঃপি স্থানিত ॥২৭

আদিলীলা ইয়: অ: ।

বঙ্গানুবাদ :—

পিতার মৃত্যুর লক্ষ শোকাতুর গদাধরকে সাধারণ লোক সকল শোক মুক্ত বলিয়া মনে করিতেন । সেই সময় গদাধরের বিজ্ঞা শিক্ষায় যত্ব হীনতা নির্জন প্রিয়তা ও চিন্তা শীলতা পরিলক্ষিত হইয়া ছিল । ২৬

রাজার বাগানে ভূতির খালে মোড়লের মহা শ্রমশানে বসিয়া গদাধর উর্জ দৃষ্টি হইয়া সর্বদা চিন্তাযুক্ত থাকিতেন ।

শীত বর্ষা বা প্রথরতর রৌদ্র হইলেও গদাধর কিছু মাত্র বিচলিত হইতেন না । ২৭।২৮

দিবা কিম্বা নিশীথম্বা ন জানাতি গদাধর: ।
ধর্মদামস্তুতী বাল: শ্রীগয়াবিষ্ণু নামক: ॥২৮

বন্ধুত্ব সুময়োরাসীন্মাম সাহস্রতস্তয়ো: ।
প্রাপ্তমাত্রং ভোজ্যদ্রব্যং মিষ্টাশ্বং বা ফলাদিকং ॥২৯

অক্লত্বা বন্ধুসাত্বক্যপি ন তদাস্বাদনং কৃতম্ ।
পূর্ণং তু নবমে বর্ষে উপনীত্যর্যমুদ্যম: ॥৩০

কৃতৌ রামকুমারেণ ভ্রাতৃগদাধরস্য হি ।
প্রত্বৈবং স্বোপনয়নং প্রীত্বা মাতা প্রতিথুতি: ॥৩১

Gadadhar had no sense of day and night. Gayavishnu, son of Dharmadas was his fast friend. Neither of them would eat anything without sharing it with the other. When Gadadhar became nine years old, Ramkumar began to make preparation for the sacred thread ceremony.

আদিলীলা ইয়ঃ অঃ ।

When he came to know of this he reminded his mother of his promise. 29 to 32

বদ্রানুবাদ :—

পরন্তু এইটি দিন কি রাত্রি কিছুই জ্ঞান থাকিত না । পিতৃ বন্ধু ধর্মদাসের গয়া বিষ্ণু নামে একটি নাবালক পুত্র ছিল, গদাধর ও গয়া বিষ্ণুর নামের প্রায় সমতা বশতঃ পরস্পরের সহিত পরস্পরের বন্ধু হইয়াছিল । ২৯

খাওয়া জল মিষ্টান্ন বা ফলমূলাদি পাইলে কেহ কখনও বন্ধুকে না দিয়া থাইত না । গদাধরের নবম বর্ষ পূর্ণ হইলে রামকুমার গদাধরের পৈতা বা উপনয়ন দিবসে জন্ম প্রস্তুত হইয়াছিলেন ৩০/৩১

গদাধর উপনয়ন হইবে শুনিয়া ধাত্রীমাতা ধনীকে যাহা পূর্বে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা মাতা চন্দ্রাদেবীকে বলিয়াছিলেন । ৩২

या दत्ता म्युषमात्रे च बालगदाधरेण वै ।

। धनीनाम्युषमाता मे भिचामये प्रदास्यति ॥২২

नोचेदहं न गृह्णामि यत्तसूत्रं कदाचन ।

श्रुत्वारामकुमारस्त ह्युत्थितोऽभुद्दिগিপतः ॥ ২৪

वेदाम्भात् परं सूर्यं शुद्धं साधारणस्त्रियं ।

दिनत्रयं न द्रष्टव्यमिति शास्त्रस्य शासनम् ॥২৫

शास्त्राचार परित्यागे स्वजनैर्निन्दितो भवेत् ।

तत्কর্মদিन পূর্বাঙ্কে ধর্মদাসে গৃহাগতে ॥২৬

He said, "I will not take the sacred thread, if I am not allowed to take alms first from my midwife

আদিলীলা ইয়: অ:।

named Dhani. At this Ramakumar became very sorry because after initiation to the Vedas a bramhin should not see the non-bramhins for three days, and any disregard of this rule would be condemned by all friends and relatives. When Dharmadas came up on the day previous to the day of ceremony, Ramakumar represented the matter before him for his decision. 33 to 36

বদ্রানুবাদ :—

ধনী নামে ধাজীনাভা আমার উপনয়নের সময় সর্ব প্রথমে আমাকে ভিক্ষা দিবেন। ৩৩

তাহা না হইলে আমি কখনও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিব না।
রামকুমার গদাধরের এইরূপ কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। ৩৪

কারণ তন্ত্রচারী বেদান্তের পর সূর্য শূন্য এবং সাধারণ শ্রীলোক কে নানকরে তিন দিন দেখিবে না এইরূপই শাস্ত্রের আদেশ। ৩৫

শাস্ত্রোক্ত সন্যাস না মানিলে সকলের নিকট নিন্দিত হইতে হয়। পরন্তু গাপ হয়। ৩৬

রাক্তনুর্দ্যৈ পিতৃবন্দ্যী মীর্মানাভার আদিত:।

ভক্ত' রামকুমারিণ শূদ্রকন্যা ধনী কথ' ॥৩৩

মিত্রা দাপ্যতি সর্বাণ্যে ধুল' মাতৃসমীপত:।

অতীত্ব সুবিধেয' যত্ন তদুপাদিগ নী বুধ: ॥৩৫

মাখীস: কর্মকুগলো ভবানু হবোতি ধর্ম্মক:।

দুহ্যে' মকল' রামকুমারমবদন্তদা ॥৩৬

আদিলীলা ইয়: অ: ।

যদ্যপ্যস্মিন্‌কুলেনাস্তি শূদ্রমিচ্ছা কদাচন ।

কিন্তু ব্রাহ্মণপুত্রস্য বালকপ্রদ্বাচারিণ: ॥৪১

Ramakumar said, "It is learnt from my mother that Dhani, a nonbramhin woman, will be the first to give alms to Gadahar. I place the matter before you for decision. At this Dharmadas said, "Even though this goes against the custom of of your family, it obtains very often elsewhere."

37 to 40

বঙ্গানুবাদ :-

গদাধরের উপনয়নের পূর্বদিনে মহাধনী পিতৃবন্ধু ধর্মদাস রাম-
কুমারের গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহার উপর এই বিষয়টির মীমাংসার
ভার দিয়া রামকুমার বলিয়াছিলেন শূদ্রকণ্ঠা ধনী সর্বত্র প্রজ্ঞাচারীকে
ভিক্ষা দিবেন ইহা আমি মায়ের কাছে শুনিয়াছি অতএব এরূপ
অবস্থায় আমাদের বাহা কর্তব্য তাহা আপনি উপদেশ দিন ।

৩৭।৩৮

যেহেতু আপনি ধার্মিক বয়োবৃদ্ধ কৰ্মকুশল ও পিতৃবন্ধু । ধর্মদাস
রামকুমারের এই সকল কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যত্নপি
আপনাদের বংশে কখনও শূদ্রভিক্ষা হয় নাই । ৩৯

তথাপি ব্রাহ্মণ পুত্র বালক প্রজ্ঞাচারী বহুহলে শূদ্র ভিক্ষা গ্রহণ
করেন উহা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি । ৪০

বহুত্র শূদ্রমিচ্ছায়া দ্রহণ দৃশ্যতে ময়া ।

প্রতিশ্রুতি:পালনার্থ্য বালিচ্ছাপূরণায় চ ॥৪১

অন্যত্র শূদ্রমিচ্ছায়া ন তাৎস্ন দীপ উচ্যতে ।

তন্মতেনৈব সা সাধ্বী ধনো শ্রোত্রদ্বাচারিণি ॥৪২

আদিনীলা ইয়: অ: ।

মেখলাজিন স যুক্ত যজ্ঞসূত্র ধরায় চ ।

বিল্বদণ্ড বংশদণ্ড কাষ্ঠ পাটুকা ধারিণে ॥৪৩

মাতৃমিচ্চাং প্রযচ্ছতি মিচ্চার্যমুদ্যতায় চ ।

দত্ত্বা মিচ্চাং ধনো মাতা প্রণম্য শ্রীগদাধরম্ ॥৪৪

“In this act of taking alms from a non-bramhin the question of any grave concern cannot arise specially when it is so done to keep a promise and also to fulfil the desire of a young boy. Accordingly Dhani, the mid-wife was allowed to give alms to Gadadhar on the day of the ceremony. ॥ 41 to 64 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এখানে প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন ও বালকের ইচ্ছা পূরণ জন্য শূদ্র ভিক্ষায় সেরূপ দোষাবহ বলিয়া মনে হয় না । ৪১।৪২
সেই ধর্মদাস বাবুর মতামুসারে গদাধরের উপনয়নের সময় সাক্ষী ধনী নান্নী ধাত্রীমাতা মুণ্ডিত মস্তক মেখলাজিন যুক্ত কাষ্ঠ পাটুকা যুগল ও গৈরিক বসন পরিহিত ব্রহ্মচারী গদাধর মাতা আমাকে ভিক্ষাদান করুন এইরূপ ভাবে ভিক্ষার বুলি উন্মুক্ত করিলে ধনীমাতা সর্বপ্রায়ে গদাধরকে ভিক্ষা দান করিয়া এইরূপ ভাবে বলিয়াছিলেন।

৪৩।৪৪

আহ বেব' কৃতার্থাহ' জপয়া তব হে প্রভো ।

ত্বমেব জগতাং ত্রাতা ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়: ॥৪৫

অতো হে ত্বাং নমস্যামি ভূয়ীভূয়ো নমস্যহ' ।

সাবিলীষদ্বয়শ্চৈব' সুসম্পন্ন মনৌকিক' ॥৪৬

আদিলীলা ইয়ঃ অঃ ।

শ্রীরামকুমার এব বেদারম্ভ মকারয়ত্ ।

ততঃ শ্রীরঘুরস্য শ্রীতলায়া ঘটস্য চ । ৪৩

পূজনং সুদৃভাধেন কৃতং গদাধরেণ য়ে ।

পূজাকালে ভক্তিনিষ্ঠাভাবাদ্ভদ্রদয়েন তু ॥৪৮

After performance of the sacred thread ceremony, Ramkumar initiated Gadahar to the study of the Vedas, and made him worship Sri Raghubir and Goddess Sitala. 45 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

হে প্রভো আপনার কৃপায় আমি ধন্য হইলাম । তুমিই জগতের জীবের পরিজ্ঞাপক আরী সনাতন ভগবান নারায়ণ । ৪৫

অতএব তোমাকে নমস্কার করি পুনঃ পুনর্বার তোমার চরণে অনন্ত কোটী নমস্কার করি । এই প্রকারে অলৌকিক ভাবে গদাধরের সান্নিধ্য গ্রহণ বা উপনয়ন কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল ।

৪৬

গদাধরের ছোট ভাতা রামকুমারই বেনারস গায়ত্রী দানাদি যাবদীয় কার্য করিয়াছিলেন । উপনয়নের পর গদাধর কুলদেবতা রঘুর ও শীতলা ঘটের সুন্দর ভাবে পূজা করিতেন । ৪৭।৪৮

সাম্বাতকৃত. সমাধিনা সম্বিদানন্দ িগ্রহঃ ।

ভাবভাষিতবিত্তেন যদুচ্চং সত্যমেবতত্ ॥৪৮

তত্ক্ষণাত্তদ্ব্যবস্থায় হৃদা সম্যং সুবিস্মিতাঃ ।

একদা রাজতুল্যানাং বহুমানযতাং সতাং ॥৪৯

आदिलीला इयः अः ।

तेजो-बल-समृद्धानां विप्रदेवत-मानिनां ।

प्रायेण गृह-संलग्न सुदीर्घ मण्डपे शुभे ॥ ५१ ॥

दानसागर आह्वहे सभा-शोभा-समायुते ।

स्वर्णरीप्य मयेर्दान द्रव्यैस्तु बहु-विस्तरे ॥ ५२ ॥

Whatever he would say in his divine mood, came to be true. All were surprised to witness this. Once, on the occasion of Dan-sagar (i.e. the sea of gifts) Sradh ceremony to be performed by a very rich man, great scholars and respectable guests gathered together and huge quantities of costly gifts were kept ready for distribution.

॥ 49 to 52 ॥

वदन्नुवाच :-

पूजाकालीन भक्ति निर्ठा उ भाव विगलित रुदय वशतः—मक्तिदा-
नम् उगवधिग्रह साक्षात् करितेन । उच्छ्रय पूजाकालीन याहाके
याहा बलितेन सेहे सकल विषय उन्मगात् कार्यो परिगत हईत ।
ताहा देखिया सकले आश्चर्यापित हईत ॥ ५१ ॥

कोनउ समये दाज छुला हनी अद्भुत सम्मान समधित तेसो
बल समृद्धि सम्पन्न देव-दास्य-भक्त भक्तिदात्रगणेर प्राय गृह संलग्न
सुदीर्घ मण्डपे दानसागर नामक आछ दिदसे बहुविधर स्वर्णरूप्यादि
दानोय अथ विनिष्टे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

अत्युच्च कलगे रत्नपात्रैश्च परिपुरिते ।

बद्धः पण्डिताम्बुज घमासीना महागयाः ॥ ५३ ॥

আদিতীনা ইয়: অ:।

মৌমাংসান্যায় রম্যাদি ধর্মগাঙ্গ বিমারদা:।

নানা দেগাগতাসেতু সগিধ্য মৃত্য বাহনা: ॥ ৫৪ ॥

ততচ্ছাস্ত্র বিচারিণি নিবিষ্টা: যুধ-দুহয়:।

তত্র কচিদ্ ব্রাহ্মণস্তু কুলোমী যষ্টিধারক: ॥ ৫৫ ॥

বংহাস মাত্র সারস্তু কম্পাণ্বিত-কলেবর:।

যলত্যাধি-সমায়ুক্ত: সৌণক্যঠস্বরো যুদা ॥ ৫৬ ॥

In that meeting, a young bramhin, who had been very much emaciated due to some incurable chronic disease, stood up supporting on a stick with a trembling body, and addressed the great pandits and said, with folded hands placed on his head.

॥ 53 to 56 ॥

বক্তাব্যবস্থা :-

অতি উচ্চ কলস ও অন্নপাত্রাদি বহুতর ভব্য শোভিত সভা মধ্যে আয়ত্বাতি মীমাংসাদি ধর্মশাস্ত্রবিচারদ পণ্ডিতগণ নিয়ত কৃত্য যানবাৎসন্যাদিসহ এবং বহু দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত বহুতর সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলে নির্মলাস্ত্রকরণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিচারে নিমগ্ন থাকিলে ১৫৩।৫৪

সেই সভা মধ্যে কোন একটি ককাল মাত্র সার কম্পাণ্বিত কলেবর শূল ব্যাধিগ্রস্ত সৌণ কঠস্বর যষ্টিধারী যুবা কুলীন ব্রাহ্মণ মন্তকে অঞ্জলিবদ্ধপূর্বক সভাস্থ পণ্ডিতবর্গকে বলিয়াছিলেন ১৫৬।৫৭

মূর্ছন্যজ্জলি' সমারোপ্য পণ্ডিতানবদন্ত তান্।

মৌ মৌ ব্রহ্মবিদৌ বিদ্রা: শৃণুত্ব লপয়া বচ: ॥ ৫৭ ॥

আদিকাণ্ডে শ্য: অ: ।

বিশল্যধিক-বর্ষাণি শূলরোগ-প্রপীড়িত: ।

রোগমুক্তি ন মে জাতা সত্বৈ-শ্রীপতি সেবনাত্ ॥ ৫৮ ॥

পুত্র-পত্ন্যুপদেশেন সর্বরোগ-বিমুক্তিদম্ ।

দেব-দেবং সমাসাদ্য তারকেশ্বরমীশ্বরম্ ॥ ৫৯ ॥

স্নান-পূজাদিকাং কৃत्वा মন্দিরে পতিতোছ্যদম্ ।

মরণং রোগমুক্তি' বা দেহি মে তারকেশ্বর ॥ ৬০ ॥

“Oh bramhins, please listen to what I have to say. I have been suffering from some incurable disease for the last twenty years. No medicine could cure me. At last according to the advice of my son and wife I went to the temple of Tarakeswar and lay there praying to Him for his grace.

। 57 to 60 ।

বন্দনাবাদ :—

হে বৈষ্ণব ভ্রাতৃগণ কৃপাপূর্বক আমার বক্তব্য বিষয় শুমন ।৫৭
আমি প্রায় বিশ বৎসরের অধিক কাল শূল রোগে বিশেষভাবে
প্রপীড়িত হইতেছি । প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণের ঔষধ সেবনেও আমার
রোগ মুক্তি হয় নাই ।৫৭।৫৮

সম্প্রতি পত্নীপুত্রাদির উপদেশ মত সর্ব রোগ বিনাশক দেবাদি-
দেব ভগবান তারকেশ্বর মংগলোবের নিদটে যাইয়া স্নান ও পূজাদি
করিয়া তাঁহার মন্দিরে আমি ভক্তিপূর্বক পতিত হইয়া বলিয়াছিলাম
হে তারকেশ্বর আমার রোগ-মুক্তি অথবা মৃত্যু দেন ।৫৮।৬০

নিযিত্যৈধং তদা কিস্বিতু মুস্ত্যতামুপপন্ধ্যহান্ ।

নিদ্রাবেগ মনুপ্রাপ্তো দৃষ্টবান্ স্বপ্নমুত্তমম্ ॥ ৬১ ॥

আদিকায়ডে ইয়ঃ ধ্যঃ ।

যযা মত্সন্নিধৌ কথিদায়াতি পুরুষোত্তমঃ ।
তত্ পাদুকাণ্যনি শ্রুত্বা নেত্রসুগমীল্য দৃষ্টবান্ ॥ ৬২ ॥
সুবর্ণ পাদুকা যুক্তৈ তথৈব চরণে যমে ।
কথাম্ চর্ম্মাহত কটি স্তুন্দিলঃ শূলহস্তকঃ ॥ ৬৩ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রো ললাটে চ ত্রিনেত্রঃ সুবিরাজিতঃ ।
সুদীর্ঘ বিপ্রহ যুতো ভস্ম লিপ্তো জটান্বিতঃ ॥ ৬৪ ॥

As I lay there asleep. I had a wonderful dream. In my dream I saw a divine being with golden slippers, clad with tiger skin holding a javelin in his hand, half moon on his head, having three eyes on his forehead, body smeared with ashes and head covered with matted hair.

॥ 61 to 64 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপ স্থির করিয়া কিঞ্চিৎ সেই সময় সুস্থিতা অমুভব করিয়াছিলাম । এবং নিজিতাবস্থায় একটি উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম ।

৬১

আমার নিকটে যেন কোন একটি মহাপুরুষ আসিতেছেন তাঁহার পাদুকার শব্দ শুনিয়া দুইটি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম । ৬২

তাঁহার মঙ্গলময় অর্পূর্ব রক্তাভ দুইটি পাদপদ্মে দুইটি সুবর্ণ পাদুকা ছিল । ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত বিশালোদর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত অতি মনোহর ত্রিনেত্র সুদীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট ভস্মলিপ্ত জটাবারী । ৬৩ ৬৪

বিষয়-বস্তু দীর্ঘবস্তু মনঃ-দুঃখে দুর্য্যুক্তঃ ।

দৃষ্টা মাং সমুদা-বেদং গচ্ছ বিপ্র নিজং মহম্ ॥ ৬৫ ॥

আদিকাণ্ডে শ্লোকঃ ৫৮ ।

ভবদ্গ্রাম প্রান্ত-ভাগে কচ্ছিদ্ গোমাংস-ভক্ষকঃ ।
 যুবা নাম্না জটাধারী চর্ম্ম-পাদুকা-কারকঃ ॥ ৬৫ ॥
 স্নানাদ্যন্তে ভক্ত্যুতঃ সাদৃশ্যং প্রণিপত্য তম্ ।
 পীত্বা পাদোদকং তস্য ভক্ত্যা প্রব্রূহি কাতরম্ ॥ ৬৬ ॥
 মিচ্চাং মে দেহি তাত ত্বং মদ্বাঙ্ক্ষ্য পূরণং কুরু ।
 ভব দুচ্ছিষ্ট ভক্তং মে কৃপয়া দেহি জীবনম্ ॥ ৬৭ ॥

He said, "Oh bramhin, go back to your home. There is a cobbler named Jatadhari at the further end of your village. He takes beef. After taking your bath you approach him with great respect and pray for the remains of his meal. ॥ 65 to 68 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

বিশ্বচক্ৰ দীনবন্ধু সর্বদা ভক্ত হুঃখে হুঃখী ভগবান তারকেশ্বর
 আমাকে দেখিয়া বলিলেন হে ব্রাহ্মণ আপনি নিজ গৃহে যান । ৬৫
 আপনার গ্রামের শেষভাগে কোনও যুবক চর্ম্মপাদুকাকারী
 গোমাংসভোজী জাতিতে মুচি বা চামার জটাধারী নামে একটি লোক
 আছে । ৬৬

তুমি স্নান আহারিক ও পূজাদি সমাপন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই
 জটাধারী মুচিকে প্রণাম করিয়া ভক্তির সহিত তাহার পাদোদক
 পান করিয়া বিনীতভাবে বলিবে । ৬৭

আমার জীবন রক্ষাকারী আপনার উচ্ছিষ্ট ভাত আমাকে দিন ।
 হে ব্রাহ্মণ ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই ভাত খাইবে এইরূপ করিলে
 তুমি রোগ মুক্তি ও শতায়ুঃ হইবে ৬৮ । ৬৯

আদিলীলা ইয়ঃ অঃ

তদভক্ত ভোজনং বিপ্র নৈর্ধন্যেন কুরুষ্ব ভো ।
 एवं কৃতে রোগমুক্তিঃ শতায়ুষ্য ভবিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥
 এবমুক্তা স ভগবাং স্তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
 অতোঽত্র যদ্বিধেয়ং মে বেদজ্ঞা স্তদ্বদন্তু ভো ॥ ৬৬ ॥
 যেন মে রোগ মুক্তিষ্যাদ্র বা জাতি চ্যুতির্ভবেত্ ।
 শ্রুত্বৈবং পণ্ডিতা স্তত্র কেচিদাঙ্কু স্তথা কুরু ॥ ৬৭ ॥
 প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা ভক্ষ্যপাপং ব্যপীড়তু ।
 কেচিদাঙ্কু যদিপুনর্ব্যাধিঃ সমুত্থিতো ভবেত্ ॥ ৬৮ ॥

You eat it up without any scruple and you will be cured of your disease and live hundred years. "On saying this the divine presence disappeared. Oh learned pandits, please advise me as to how I may be cured without losing my status in society." Some one said, "Do so and then perform the rites for the atonement of the sin." Some other pandit argued, "Subsequent performance for the atonement has not been advised and may cause to revive the disease." ॥ 69 to 72 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ বলিয়া বাবা তারকেশ্বর মহাদেব সেইস্থানেই অদৃশ হইলেন । অতএব হে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আপনারা আমাকে কি করা উচিত তাহা বলুন । ৭০

যাহাতে আমার রোগ-মুক্তি হয় অথচ জাতি-চ্যুতি না হয় । পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণের ঘটনা শ্রবণ করিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন তাহাই হোক অর্থাৎ চর্ম্মকারের উচ্ছিষ্ট ভাত খাও । ৭১

আদিলীলা ২য় অঃ ।

পরে রোগমুক্ত হইলে অভক্ষ্য ভোজনজনিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া
পাপ নাশ করিবেন । ইহা শুনিয়া কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন
যদি পুনরায় ব্যাধি আক্রমণ করে । ৭২

কৌ জানাতি কিসুদ্বিষ্য ভগবদ্ বাক্য সুত্থিতম্ ।
এবং বহুবিশেষে স্বকৈ ন সিদ্ধান্তঃ সমুত্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥
তদা কৌশোরকবয়ঃ কুদিরামাত্মজৌ দ্বিজঃ ।
নান্মনা গদাধরঃ খ্যাতঃ সুবিশ্বঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩৪ ॥
বহুভিঃ পণ্ডিতৈর্যুক্তৌ সমামাচ্যে সমুত্থিতঃ ।
প্রশম্য পণ্ডিতান্ সর্বান্ কৃৎবাস্তলিপুটঃ সুধীঃ ॥ ৩৫ ॥
উবাচ তান্ মহাভাগান্ গিরী মধুরয়া নতঃ ।
ভৌ ভৌ পণ্ডিত পদ্মাস্থা বিজ্ঞাবন-বিচারিণঃ ॥ ৩৬ ॥

Such arguments continued and no decision
could be arrived at. At last Gadadhar, son of
Khudiram, who was then a very young boy, stood
up addressing the pandits with great respect.

! 73 to 76 !

বঙ্গানুবাদ :-

কারণ মহাদেব ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন নাই । অতএব
কে জানে কি উদ্দেশ্যে তারকেশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন । এইরূপ
নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক দ্বারা যখন স্থির সিদ্ধান্ত না হইল । ৭৩

তখন কিশোর বয়স্ক কুদিরামের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিয়দর্শন অসাধারণ
প্রতিভাশালী গদাধর বহুতর পণ্ডিতবর্গের ন্যূনতম পণ্ডিত সভামধ্যে উদিত
হইয়া সেই সকল পণ্ডিতবর্গকে প্রণাম পূর্বক কৃৎবাস্তলিপুটে বিনীত-

'आदिलोला श्यः' अः ।

ভাবে মধুর বাক্যে সেই সকল বিষয় বস্তুর পণ্ডিত বর্ণকে বলিয়া-
ছিলেন। ১৭৯৭:

অবিজ্ঞাহস্তি বিঘাতক বিজ্ঞাবন বিচরণকারী - সুবিচারক - হে
পণ্ডিত বাবু আপনারা এরূপ অবস্থায় আমার যাহা যাহা সিদ্ধান্ত
বাক্য তাহা অবধান পূর্বক শ্রবণ করুন। ৭৬৭৭

अविद्या-करिषर्गानां नाशकाः सुविचारताः ।

मीमांसा यात्र मे सैषा प्रयुतां सुसमाहितैः ॥ ७७ ॥

विप्रोऽयं चमकारेण सहितः क्षेत्रमुत्तमं ।

जगन्नाथस्य गत्वा हि प्रसादान्नं प्रपृच्छ च ॥ ७८ ॥

चर्मकारं भोजयित्वा तदुच्छिष्टं स्वयं यदि ।

भुङ्क्ते च भक्तिभावेन न तत्र दोष उच्यते ॥ ७८ ॥

जगन्नाथ प्रसादास सुच्छिष्ट कुवकुरै यदि ।

कृतं तदेव भक्ष्यं स्यादिति शास्त्रं विनिर्णयः ॥ ८० ॥

2- He said, "Here this is my humble suggestion. The cobbler may be taken to Puri, the holy place of Jagannath. There he may be well fed and the remains of his meal may be taken by the brahmin."

It is enjoined by the shastras that the offered rice of Lord Jagannath is eatable even "though touched with the mouth of dogs." ॥ 77 to 80 ॥

वैश्वानुवाद :-

এই আশ্রম চর্যাকারের সহিত পুণ্যোত্তম ক্ষেত্রে গমন পূর্বক ভগবান জগন্নাথ দেবের প্রসাদীয় অন্ন গ্রহণ পূর্বক ভোজন করাইয়া সেই উচ্ছিষ্টান্ন যদি আশ্রম অন্ন ভোজন করেন তাহা হইলে কোনরূপ দোষাবহ হইবে না। ১৭৮৭৯

আদিলীলা ইয়: অ: ।

কারণ জগন্নাথ দেবের প্রসাদীয় অন্ন যদি কুকুরাদি ঘাৱাও উচ্ছিষ্ট হয় তবে সেই অন্ন দেবতাদিগেরও সাদরে ভোজনীয় হইয়া থাকে এইরূপই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও সদাচার প্রতিপালিত বাক্য । ৮০

পব' ক্ততি রোগমুক্তি ন'বা জাতি চ্যুতি ভবেত্ ।

এতন্মম মতং পুণ্যা ভবদম্ব্যো যদি রোচতে ॥ ৮১ ॥

তচ্ছীঘ্র' তন্ন গত্বাযং ক'রোত্বেব' দ্বিজোত্তম: ।

শ্রুত্বৈব' বহুসাহস্রা: সমাস্থ্য ব্রাহ্মণাদয়: ॥ ৮২ ॥

প্রধান পণ্ডিতাद्यापि स्वामनेभ्य: समुत्थिता: ।

বহুযো ধন্যবাদস্ব দত্বা গদাধরায় वै ॥ ৮৩ ॥

আগৌর্বাদ: কৃতস্তেষ' বিহঙ্গির্ব্রাহ্মণোত্তমৈ: ।

অযং গদাধর: শ্রীমান্ গদাধর সমীপুণী: ॥ ৮৪ ॥

"If so done, there is hardly any fear of losing status in society". On hearing this, all the pandits showered all praises and blessings on Gadadhar who was possessed with the divine power of Lord Gadadhar Himself.

১৪১ to ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপ করিলে আশ্রণ রোগমুক্ত হইবেন জাতিচ্যুতও হইবেন না । পরন্তু শিববাক্যও লঙ্ঘিত হইবে না । হে পূজনীয় পণ্ডিতবর্গ হইহাই আমার সমীচিন মত বলিয়া মনে হয় । যদি আমার বাক্য আপনাদের রুচিকর বলিয়া বোধ হয় । তবে এই আশ্রণোত্তম শীঘ্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া এইরূপ অর্হুঠান করুন । ৮১।৮২

বালক গদাধরের এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিবৃত্ত অসিদ্ধান্ত শাস্ত্রীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সভার শত সহস্র ভ্রাতৃগণাদি ভক্ত মহোদয়-

লাদিলীলা ইয়: অ:।

গণ এবং সর্বপ্রধান পণ্ডিতগণ নিম্ন নিম্ন আসন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া
গদাধরকে বহুতর ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক বৃদ্ধ ভ্রাতৃগণ পণ্ডিতগণ
আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন। ৮৫৮৪

জগদ্বাসি জনানান্তু মুকতাঁ যাতি নিযিতম্।

পৃথিব্যাং ভগবত্তুল্য: পূজিতস্ত ভবিষ্যতি ॥ ৮৫ ॥

কথং শীঘ্রাদিভির্হানৈ র্যজমানেন পূজিতাঃ।

ভূদেবা: পণ্ডিতা: সর্বে স্ব স্ব ধাম যযুমুদা। ৮৬ ॥

ইতি শ্রী রামেন্দ্র সুন্দরভক্তিতোষে বিরচিতৈ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণভাগবতৈ
পারমহংস্যাং সঙ্ঘিতায়াং গদাধরস্থাদি লীলা সমাপ্তি রূপ তৃতীয়োধ্যায়:
২ অঃ

They also predicted that Gadadhar would be
adored as the wisest man of the world and also
an incarnation of God. Then the pandits went
to their respective places with the gifts of gold
and silver. ॥ 85 to 86 ॥

Here ends the Third Chapter concluding the
early life of Sri Ramakrishna in Sri Sri Rama-
krishna Bhagabatam written by Sri Ramendra
Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

এই ক্ষুদ্রানাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র গদাধর সাক্ষাৎ
নারায়ণ গদাধরের মত গুণবিশিষ্ট এই গদাধর ভবিষ্যতে সমগ্র
জগদ্বাসি জন সমূহের গুরু হইবেন ইহা এবং নিশ্চিত। ৮৫

তৎপরে রাজতুল্য ধনীগণ কর্তৃক স্বর্ণ রৌপ্য মুক্তা ও নানাবিধ

জব্বানি দ্বারা পূজিত হইয়া ধরামর আক্কেল পণ্ডিতগণ নিজ নিজ গৃহে
আনন্দের সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ৷৬

শ্রীরামেন্দ্রশুন্দর ভক্তিভীর্থ বিবচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের
আদি লীলার তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত আদিলীলা
সমাপ্ত হইল । আঃ ওয় অঃ ।

मध्यनीलायां प्रथमोऽध्यायः ।

पितृमृत्योः परं रामकुमारेण विपद्यिता ।

नगर्याः कलिकाताया मामापुक्कुरके पदे ॥ १ ॥

चतुष्पाठी कृता नानाधार्मिकानां समीक्षया ।

तत्र स्वनाम प्रख्यातो राजा मित्रो दिगम्बरः ॥ २ ॥

स प्रातः स्मरणीयात्मा ह्यद्वानां पीयणात्तथा ।

पण्डितानां पालनाच्च राजर्षिं मिव तं विदुः ॥ ३ ॥

अध्यापकस्याध्यापनां श्रीरामकुमारस्य हि ।

अध्ययनञ्च क्वात्रानां दृष्ट्वा राजाति हर्षितः ॥ ४ ॥

After the death of his father, Pandit Ramakumar founded a Sanskrit Institution at Jhamapukur in Calcutta. At that time there was Raja Digamber Mitra who was famous for his charities to students as well as Pandits. He was very glad to see the teaching of Ramakumar and also the studies of his pupils.

वदन्नुवाच :-

পণ্ডিত রামকুমার পিতার মৃত্যুর পর কলিকাতা নগরীর কামাপুকুর পরীতে কয়েকটি ধনী ও ধার্মিকগণের সাহায্যে একটি চতুষ্পাঠী বা ধর্মশাস্ত্র অধ্যাপনার বিদ্যালয় করিরাছিলেন। সেই

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ ।

ঝামাপুকুরে বনামধ্য প্রাতঃস্মরণীয় রাজা দিগম্বর মিত্র ছাত্রগণের পোষণ ও অধ্যাপকগণের পালন জন্য তাঁহাকে পশ্চিমগঙ্গা রাজ্যে বসিয়া অভিহিত করিতেন । ১১২।৩

অধ্যাপক রামকুমারের অধ্যাপনা এবং ছাত্র সকলের অধ্যয়ন জন্য রাজ্যে দিগম্বর মিত্র অতিশয় আনন্দিত হইতেন । ৪

পরীক্ষান্তে ছাত্রবর্গে স্ব স্বালায়গতে সতি ।

বিন্ধাতু গৃহযাত্রাং প্রমত্তিতোপি গৃহং গতঃ ॥ ৫ ॥

শিক্ষায়িতলতাং দৃষ্ট্বা সত্র গদাধরস্য সাত্ম ।

সুগ্ধো রামকুমারস্তু দুঃখাক্রান্তো হ্যমুত্তদা ॥ ৬ ॥

পরন্তু নিজর্জনাগার প্রান্তরীদান-খাটকে ।

বয়স্বৈ বঁহুभिः সार्ধে গীতাভিনয়কারিণা ॥ ৭ ॥

তং তং গৃহং সমাগম্য স্থিয় আত্ময় যত্নতঃ ।

পুরাণাদীনি শাস্ত্রাণি মদ্যপদাদিকানি চ ॥ ৮ ॥

When the pupils went home after their examinations Ramakumar also came home. He became very sorry to find Gadadhar neglecting his studies. He would indulge in dramatic performances with his companions in a solitary place, field or garden, and some times call out the women folk of the village and recite songs and poems from Indian mythologies to them.

6 to 8

বদন্তিবার :-

পরীক্ষার পর ছাত্র সকল নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে পণ্ডিত

মধ্যলীলায়াং ১ম: অ: ।

রামকুমারও শুভাশুভ জ্ঞানিবার জন্ত নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন ।৫

এবং সেইখানে যাইয়া গদাধরের শিক্ষা শ্রুততা দেখিয়া অত্যন্ত
দুঃখিত হইয়াছিলেন ।৬

পরন্তু নিজের গৃহে, খোলামাঠে, বাগান বাটীতে বহুসংখ্যক
সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত যাত্রাভিনয় করে । এবং বহু গৃহে
যাইয়া যত্নপূর্বক ত্রীলোকগণকে ডাকিয়া গল্প পড়া ও পুরাণাদিশাস্ত্র
এবং নানাবিধ কাব্য দিব্যরাত্র অবগন করাইয়া থাকে ।৭।৮।৯

নানা বিধানি বাধ্যাণি শ্রাবিতানি দিব্যানিগম্ ।

শিচা বিঘাতকান্যেব' কৰোতি স গদাধর: ॥ ৫ ॥

নিগম্য সকলং রামকুমারো মাষ্টসম্বিধৌ ।

সমালোচ্য সুসিদ্ধান্ত মিদং চক্রে মহামতি: ॥ ১০ ॥

মদীয় কলিকাতাশ্চ বিদ্যালয়ে গদাধরম্ ।

শিচয়িষ্যামি যত্নেন যেন মানুপতাং ব্রজেত্ ॥ ১১ ॥

তস্য পণ্ডিত ধর্যস্য চ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ: সুকল্পনম্ ।

এব' গদাধরেণাপি তন্মতসুররীকৃতম্ ॥ ১২ ॥

Ramkumar learnt all these disheartening
news about Gadadhar's delinquency from his
mother and at last made up his mind to take him
to his Institution in Calcutta and teach him there.
Gadadhar also agreed to this proposal ॥ 9 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এই সকল আচরণ বিজ্ঞান্যাসের বিষয় ঘটায় এইরূপ মনে করিয়া
মহামতি রামকুমার মাতার নিকটে এই সকল কথা শুনিয়া আলোচনা
পূর্বক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ।৯।১০

মধ্যলীলায়াং প্রথমোধ্যায়ঃ । ৩ অঃ

যে আমার কলিকাতার চতুষ্পাঠিতে লইয়া যাইয়া গদাধরকে শিক্ষাদান করিব । তাহা হইলে গদাধর মানুষ হইবে । ১১

পণ্ডিত প্রবর জ্যোতিষী ভাতা রামকুমারের তাদৃশ ব্যবস্থায় গদাধর স্বীকৃত হইয়াছিলেন অর্থাৎ আমি ও দাদার সঙ্গে কলিকাতায় যাইব বলিয়াছিলেন । ১২

ততঃ শুভে দিনে শুভলগ্নে সর্বগ্রহে শুভে ।
 সুমেচক্ষে তদা শূর বস্বীকৃত্যেয় সংযুতঃ ॥ ১৩ ॥
 সাষ্টাঙ্গং প্রণিপাত্য ভাবাবেশ পুরঃসরম্ ।
 বিধায় রঘুবীর্যে সৎপার্য্য ভক্তিযুগলম্ ॥ ১৪ ॥
 তত্পাদযুগলৈ সৰ্ব্বং সমর্প্য শ্রীগদাধরঃ ।
 ধন্যোহমিতিচাপ্যুক্তা নন্দযুক্তঃ সমুত্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
 ততঃ পাদযুগং মাতুর্জ্বল্য স্বমস্তকোপরি ।
 বিধৌতমম্ভুবিঃ কৃৎবা স ক্রন্দনস্বরেণ চ ॥ ১৬ ॥

Then on an auspicious day with purified body and mind after due obeisance to Raghubir, Gadadhar bowed his head down to the feet of his mother and said with tearful eyes. ॥ 13 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে শুভদিনে শুভলগ্নে অমুকুল গ্রহে শুভলগ্নে শুভ বস্ত্র ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান পূর্বক কুলদেবতা রঘুবীরকে ভাবাবেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে উত্তমা ভক্তি প্রার্থনাপূর্বক শ্রীমান্ গদাধর রঘুবীরের পাদপদ্মে দেহ গেহাদি সর্বস্ব সমর্পণ

মণ্ডলীলায়াং ১৪: অ: ।

করিয়া আমি যথ্য হইলাম এইরূপ বলিয়া মানন্দে উজ্জ্বিত হইয়া-
ছিলেন । ১৩।১৪।১৫

পরে গর্ভধারিণী মাতার ছুইটি পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ পূর্বক
অশ্রুজলে নিষ্ঠুর করতঃ ক্রন্দন স্বরে বীরাসনে উপবেশনপূর্বক কর-
যোড়ে বলিয়াছিলেন । ১৬

বীরাসনেচৌপবিষ্ট্য কৃৎবা চৈবাম্বলিং তত: ।

ভবাচ দেহি মে মাতস্ত্বত্পাদকমলে মতিম্ ॥ ১৩ ॥

যস্যাং সমাধিতায়াং হি সর্বং দেবার্চনাম্ভবেৎ ।

সর্বদেবস্বরূপায়ৈ তস্যৈ মাত্রে নমোনম: ॥ ১৮ ॥

যা মতৃ পীড়া প্রমান্যর্থং সিপেধে স্বয়মৌপধম্ ।

স্নানাসনে পরিত্যজ্য তস্যৈ মাত্রে নমোনম: ॥ ১৮ ॥

এবমগ্ৰজযো: পাদধূলিং ধৃৎবা স্বমস্তকে ।

সহরামকুমারেণ সুযাত্রাং কৃতবান্ সুধী: ॥ ২০ ॥

"Bless me with unflinching devotion to you, who are the very embodiment of all divine beings." Then he took the dust from the feet of Ramkumar and started on his journey. ১৭ to ২০

বঙ্গানুবাদ :-

হে মাতঃ আপনার পাদপদ্মে আমার মতি দাও । ১৭

যে মাতাকে পূজা করিলে সর্বদেবতার পূজা করা হয় সর্বদেব
অরূপিনী আমার সেই গর্ভধারিণী মাতাকে পুনঃ পুনর্বার নমস্কার
করি । ১৮

তৎপরে গদাধর রামকুমার ও ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণপূর্বক

মধ্যলীলায়াঃ ১মঃ অঃ ১-

জ্যেষ্ঠজাতা ব্রাহ্মকুমারের সহিত যাত্রা করিয়া তাঁহার পঞ্চাদশগমন করিয়াছিলেন ২০

দিক্‌পতিং হৃদি সঙ্কিন্ত্য মন্ত্রপাঠপুরঃসরম্ ।

রঘুবীরস্য নির্মাল্যং ধৃত্বা শিরসি যজ্ঞতঃ ॥ ২১ ॥

গৃহাদ্বির্গতযাসৌ গচ্ছন্ পথি গদাধরঃ ।

স্বপ্রাম্য দেবতাঃ সৰ্ব্বা নমস্কৃত্য যথাবিধি ॥ ২২ ॥

খিটবাটো পুর্যামান্ স্কৌতান্ জনপদান্ বহুন্ ।

অতীত্য বরদা গ্রামে সায়াহ্নে চণ্ডিকালয়ম্ ॥ ২৩ ॥

প্রাপ্য ব্যুথ্য তদা রাত্রি রাত্রিশেষে সমুত্থিতৌ ।

ঘাটালপ্য নগরীং প্রাপ্য তত্র পৌর্বাঙ্ঘ্রিকী ক্রিয়াম্ ॥ ২৪ ॥

He came out of the house with the offered flowers of Raghubir on his head. He offered obeisance to the gods of the village on his way. After passing many villages and towns he reached the village of Baroda in the evening. He left the village before daybreak and reached Ghatal where he performed his morning rites. ॥22 to 28॥

বঙ্গানুবাদ :-

যাত্রাকালীন দিক্‌পতি দিনকরকে হৃদয়ে চিন্তা ও মন্ত্রপাঠ পুরঃসর রঘুবীরের নির্মাল্য ভক্তিপূর্বক মস্তকে ধারণ করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে যাচঁতে নিজ গ্রাম্য দেবতাসকলকে যথাবিধি নমস্কারপূর্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ সমৃদ্ধশালী গ্রাম মন্দী ও চত্বর অতিক্রম করিয়া সায়াহ্নে বরদা গ্রামে স্থপ্রসিক্ত চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরে ব্রাজিকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রি শেষে ছই সংহাদরে উঠিয়া ঘাঁটাল বন্দরে যাইয়া শিলাবতী নদীতে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান আঙ্গিক পূর্বক ২১২২২৩২৪

মধ্যলীলায়া ১ম: অ: ।

কৃৎবা শিলাবতী-নদ্যাং বাসীয-জলযানত: ।
 সমারুহ্য প্রাতরেব গত্বা চাহর্নিশং তত: ॥ ২৫ ॥
 পরাহি কলিকাতাং গঙ্গাতীরেঽবতীর্থ্য চ ।
 প্রাত: কৃত্যস্নান-সংধ্যা জপপূজাদিকানি চ ॥ ২৬ ॥
 কৃতানি তেন সর্বাণি সাগ্ৰজেণ যথাবিধি ।
 ততো গঙ্গাং নমস্কৃত্য প্রার্থনাং কৃত্বাংচ স: ॥ ২৭ ॥
 হমস্ব লঙ্ঘনং গঙ্গায়াশ্চহং শান্তি হেতবে ।
 ততোই সততং বাসং দেহি মাতর্নমোস্তু তে ॥ ২৮ ॥

Then after a day's journey in a steamer he reached Calcutta next day and got down on the bank of the Ganges. Gadadhar with his elder brother bathed in the holy river and performed his morning rites. He worshipped the Ganges and prayed, "Oh Goddess, forgive me that I have dared to cross Thee. I have done so to attain bliss. Be pleased to grant me the boon of my ever dwelling on Thy bank." ২৫ to ২৮

বঙ্গানুবাদ :—

ভোরনিগার কোম্পানীর জলযানে যথাবিধি আরোহণ করিয়া নিবাস-
 ত্রাণি গমন পূর্বক পরদিনে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবতরণ করিয়া
 গঙ্গাস্নান পূজা ছপাদি কৃত্যসকল ঘোষ্ঠে জাতা ব্রাহ্মকুমারের সহিত
 যথাবিধি অসম্পন্ন করিয়া গঙ্গাধর গঙ্গাকে পুন: পুনর্বার নমস্কার
 পূর্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ২৫।২৬।২৭

হে মাতঃ গংগে তোমার লঙ্ঘন জন্ত আমাকে ক্ষমা করুন । আমি

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ ।

শাস্তি কামনা যাইতেছি আপনার তীরে আমার যেন সর্বদা থাকি
হয় এইরূপ আশীর্বাদ করুন আপনার চরণে কোটি কোটি
নমস্কার ১২৮

एवं पुनः पुनद्योक्ता प्रणम्य च पुनः पुनः ।
धन्योऽहमिति चाप्युक्ता यजमन्त्र-गमत्तदा ॥ २८ ॥
चतुष्पाठीं समागम्य छात्रानां सहयोगतः ।
गदाधरो मुदं लेभे शास्त्र-चर्चा प्रसङ्गतः ॥ ३० ॥
गर्गाचार्यो ज्योतिः शास्त्रे स्मृतौ साक्षान्मनुः स्वयम् ।
कालिदासः कवित्वे च वुञ्जी साक्षाद् बृहस्पतिः ॥ ३१ ॥
विस्मृत्य स विश्व-वार्तामध्यापनमहर्निशम् ।
कृतान्तेवासि षोडश व्ययभार प्रपीडितः ॥ ३२ ॥

He felt himself greatly blessed at the sight of the Ganges. Then he followed his elder brother and reached his Institution. He became very glad to join other students in their study. His elder brother, Ramkumar had versatile genius—as great as Gargacharyya in Astrology, Manu in Smṛiti Kalidas in poetry, Vrihaspati in intelligence. Disinterested as he was in the affairs of the world, he dedicated himself to the study and teaching of Śaśtras. To cope with the heavy burden of expenditure incurred for the maintenance of the inmates of the Institution he himself endeavoured to earn money by performing holy services.

॥ 29 to 32 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপভাবে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া এবং পুনঃপুনঃ

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ ।

নমস্কারপূর্বক আমি ধ্য হইলাম এই কথা বলিয়া জ্যোতিষ ভাতা
রামকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়াছিলেন ।২৯

পরে চতুষ্পাঠিতে যাইয়া তথায় ছাত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া
পরমানন্দিত হইয়াছিলেন ।৩০

পণ্ডিতাশ্রয় মহাত্মা রামকুমার জ্যোতিষশাস্ত্রে গর্গার্ণ্য শ্রুতি
শাস্ত্রে মনু কবিশ্বে কালিদাস বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ছিলেন ।৩১

জাগতিক ভাব ভুলিয়া দিবারাত্র অধ্যাপনা করিয়া ছাত্রবর্গের
আহারাদি ব্যয়ভার শ্রীড়িত হইয়া অর্থের জন্য স্বয়ং দেবতাদিগের
নিত্য সেবা কার্যে লব্ধী হইয়াছিলেন ।৩২।৩৩

দেবতানাং নিত্য সেবাং পণ্ডিতপ্রবরো মহান্ ।

শ্রীলরামকুমারস্তু বিত্তাথ্য ক্ষতবান্ স্বয়ং ॥ ৩৩ ॥

পত্নী রামকুমারস্য পুত্র-প্রসবতঃ পরম্ ।

স্বর্গতাং শোকযুক্তস্য কেবলং শোকসুতয়ে ॥ ৩৪ ॥

গদাধরঃ সছায়োঽমুদয়জস্য শিশোরপি ।

সেবাকার্য্যং দেবতানাং যজমান গৃহেষু চ ॥ ৩৫ ॥

গদাধরে সুবিন্যস্য ছাত্রাণাং পাঠনে রতঃ ।

যতশ্ছাত্রাধ্যাপনঞ্চ পণ্ডিতানাং তপঃস্মৃতম্ ॥ ৩৬ ॥

The wife of Ramkumar breathed her last after she had given birth to her son. There was none but Gadadhar to bring him comfort in his bereavement by performing holy services to various household gods and also by taking care of the child. Ramkumar devoted himself to advancement of knowledge and learning.

বস্তুবাদ :—

রামকুমারের পত্নী একটিনাত্র পুত্র প্রসব করিয়া বর্গারোহণ করেন । শোকাতুর রামকুমারের শোকমুক্তির জন্ত এবং শিশুপুত্রের পালনার্থে গদাধরই একমাত্র সহায় হইয়াছিলেন ।, বহুমান সকলের দেবতাদিগের নিত্যসেবার ভার গদাধরে দিয়া রামকুমার অধ্যাপনায় রত থাকিতেন যেহেতু অধ্যাপনাই পণ্ডিতবর্গের তপস্তা ।

৩৪।৩৫।৩৬

গদাধরৌ দেবমীমাংসামাধ্যায়ঃ সন্নিধৌ ।

পাঠাভ্যাস বিধৌ যত্র' কৃতবান্ স্তমছামসি ॥ ৩৩ ॥

কালীনাট্যদীপনানীপয়ঙ্গমাল প্রিয়োন্মবন্ ।

কামারপুকুরে পূর্বমাশালবনিতাদিক' ॥ ৩২ ॥

যযা যগয়া মৌক্তিক্যে সন্নিব্রূয়ামি সামবন্ ।

সুনির্গম্নে ঘরিত্যে আকাপত্ব মিষ্টভাবয়া ॥ ৩৫ ॥

মরন্ অম্বহাণ মাযুর্য মায নিষ্টয়া ।

আহতৌ যঙ্গমালায়ৈ গদা ১২-মমৌ নৃণৌ ॥ ৪০ ॥

After performing his daily rounds of holy services, Gadadhar would take great pains to get on with his studies. Within a very short time he became an object of endearment of the people of the locality by virtue of his stainless character, simplicity, sweet words and pleasing behaviour, in the same way as he was in Kamarpukur.

১ 37 to 40 ১

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গদাধর যজ্ঞমানগণের অতি প্রিয় হইয়াছিলেন । পূর্বে কামারগুরুরে বালবনিতাদি সকলকে যে শক্তিতে বশীভূত করিয়াছিলেন সেই শক্তি এখানেও প্রকাশিত হইয়াছিল অর্থাৎ কপটতা শূন্য নির্মল চরিত্র অত্যন্ত মধুরভাবী সারল্য ব্যবহার এবং মাধুর্য্যভাব নির্ঠায় ভগবৎসুখ্য গদাধর যজ্ঞমামাদি সকলের নিকটেই সমাদৃত হইয়াছিলেন । ১৮, ১৯, ২০ ।

সুসম্মা গিচ্ছিতা সাগ্ধী কুমারী তরুণী তথা ।

বৃদ্ধা প্রৌঢ়া ধনবতঃ পরনী রাজমহিব্যপি ॥ ৪১

ধনাঢ্যো মধ্যবিত্তস্য গৃহস্থস্যো বালকো যুবা ।

যধিরঃ স্তম্ভ-হৃদী চ যৈ চান্যৈ পশ্যপল্লিণঃ ॥ ৪২

নবাগতঃ সুকুমারঃ তরুণঃ প্রাচীনস্য চ ।

দগ্ধনার্য জনাঃ সর্বে হ্যামমুত্কণ্ঠিতাঃ স্মৃশুঃ ॥ ৪৩

সর্বেষাং স্নেহকমলং হৃৎসরোবরং সংস্থিতম্ ।

আনোদিতং যথা নদ্যাং বর্ষধারা প্রবাহতম্ ॥ ৪৪

Everybody irrespective of the rich or poor, the young or old, the deaf or dumb, would be glad to meet him at any time. Just as showers of rain swell the heart of the river, so also he caused to grow the lotus-like affection in the heart of all.

। 41 to 44 ।

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ ।

বালক, যুবা, বধির, খল্ল, বৃদ্ধ এমন কি পশুপক্ষি পর্য্যন্ত নবাগত
সুকুমার তরুণ উদার স্বভাব আকর্ষণের দর্শন জ্ঞাত সকলেই সর্বদা
অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেন । ৪১।৪২।৪৩

পূর্বোক্ত সকলের হৃদয় সরোবরে অবস্থিত স্নেহ কমল নদীতে
বর্ষার ধারা পতনের মত উদ্বেলিত হইত । ৪৪

ন বিশ্বাসো ন সন্দেহো ন সঙ্কোচো মনাগপি ।

যদগুহ্যং পরমং যস্য ততস্মৈ বিনিবেদিতম্ ॥ ৪৫

যুবকেন যুবত্যা বা বালিনাপক্ষ-বুদ্ধিনা ।

বৃদ্ধেন বৃদ্ধয়া বাপি যথা দৃষ্টাস্থা-করীত্ ॥ ৪৬

তথাকালোপ্যকালে বা যত্রতত্র যদা তদা ।

মাধুর্য্যামৃতকণ্ঠস্য কীর্ত্তনং শ্রুত্ব বৃদ্ধনাঃ ॥ ৪৭

মাতৃপিতৃপুত্রপত্নী দেহনেহাদিকৌ চ ।

ন তথা জায়তে প্রীতির্যথা প্রীতির্গদাধরে ॥ ৪৮

All would unhesitatingly confide their secrets
to Gadadhar, who was obedient to all, young or
old, men or women. Now and then, here and there
he would often sing holy songs. The people liked
Gadadhar more than their own kith and kin.

॥ 45 to 48 ॥

বক্তাব্যবহাঃ :-

গদাধরের প্রতি কোনও লোকের অবিশ্বাস, সন্দেহ বা সঙ্কোচ
বুদ্ধি কিছু মাত্র ছিল না । যে ব্যক্তির যাহা অত্যন্ত গোপনীয় তাহা
গদাধরকে জানাইয়া বৃত্তার্থ হইত । ৪৯

মণ্ডলোনায়া ১ম: অ: ।

যুবক, যুবতী, অজ্ঞ, বাগক, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যাহা বলিতেন গদাধর
তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতেন । ১৪৬

যখন তখন যেখানে সেখানে সময়ে অসময়ে অতি মধুর অন্তময়
কণ্ঠ গদাধরের কীর্তন জনগণ শুনিতেন । ১৪৭

সেইস্থানের সকলের মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র, দেহ গেহাদিতে
ভাদৃশ ভালবাসা ছিল না । গদাধরের প্রতি যেকোন ঐকান্তিক
ভালবাসা হইয়াছিল । ১৪৮

एवं दृष्ट्वा यजोशमकुमार. खिदमंयुत ।

हा कटमितिघोक्षा च किमिदं दैर्घ्यकारणं ॥ ४८

अथवा मे ऽनुजस्यास्य गृह्णानमंगिका मतिः ।

ययागेष' पुमान् स्त्री च यवमा वग्न्यताद्वতী ॥ ৫০

विमृशैष' सुविदुषारहभ्युक्तो गदाधरः ।

अध्ययन' छात्रमयो विज्ञे'रेष' विनियमितम् ॥ ৫১

अधीषामुपकारेण मनसो रञ्जनेन वा ।

एव स्वाध्याय' परित्यज्य हयाकालचयः कृतः ॥ ৫২

This popularity of Gadaghar did not bring any pleasure to his elder brother Ramkumar, who mused in himself, "Alas ! Is it due to chance or natural open-heartedness of my brother !" With this thought in his mind, he called Gadadhar aside and said, "It is wisely said that students should entirely devote themselves to studies. You are, however, wasting your time in serving the will of others"

মধ্যলীলায়াং ১ম: অ: ।

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপ দেখিয়া রামকুমার অত্যন্ত হুঃখিত হইয়া তা কষ্ট বলিয়া ইহা কি দৈবই কারণ অথবা আমার কনিষ্ঠ ভাতার ইহা বিস্তৃত স্বাভাবিক বুদ্ধি যে বুদ্ধি বলে বহুতর নরনারী কেবলমাত্র কথা শুনিয়াই বশীভূত হয় । ১৪৯।৫৩

এইরূপ চিন্তা করিয়া রামকুমার গদাধরকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন । দেখ ভাই পড়াশুনাই ছাত্রজীবনের তপস্যা । পণ্ডিতগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন । ১৫১

অতএব পড়াশুনায় . তাদৃশ মনোযোগ না দিয়া সাধারণের উপকার বা মনোরঞ্জে বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ কেন ? । ১৫২

सुखामोदं परित्यज्य स्वाध्यायि सुमतिं कुरु ।

তিনা শিষজনানাঞ্চ স্বস্থ্যপি মঙ্গলং ভবেৎ ॥ ৫২

श्रुत्वाद्यजस्य तदाकथमवधानं पुरःसरम् ।

তত্পাদকমলি নত্বা প্রত্যুবাচ গদাধরঃ ॥ ৫৪ .

कर्ममयीति या विद्या भवद्भिरनुशीलिता ।

সাংসারিকী ত্বিয়ং বিদ্যা ত্রিবর্গস্যোপপাদিকা ॥ ৫৫

सत्यं ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्मात्मैकत्वदर्शनं ।

এবং শুদ্ধাত্মবিজ্ঞানং স্বাধ্যায়ো বেদসম্মতঃ ॥ ৫৬

You should avoid such useless pleasures and amusements, and devote your mind to your studies, which will bring good to you as well as many others. At this Godadhar replied with due respect, "The knowledge and learning which you strive for, is conducive to benefits on this earth. It is by the study of the Vedas only that we realise oneness pervading this universe."

বদ্যন্তুবাৎ :-

নিরর্থক আমোদ পরিত্যাগ করিয়া পড়াশুনায় মন দাও ।
তাহাতে বহু লোকের ও তোমার কল্যাণ হইবে ইহাই কুব সত্য ।৫৩

নিবিষ্টচিত্তে অগ্রজের তানুশ কথা শুনিয়া তাঁহার পাদ যুগলে
প্রণাম পূর্বক বলিয়াছিলেন ।৫৪

আপনারা যে বিজ্ঞা অধ্যয়ন করেন তাহা কর্মময়ী বিজ্ঞা অর্থাৎ
সংসার ভার নাশক বিজ্ঞা ইহা ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গের সাধক ।৫৫

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মের আত্মিক দর্শন বা শুদ্ধাত্ম
বিজ্ঞানই বেদ সম্মত স্বাধ্যায় ।৫৬

ধূতিরপ্যাছ তদ্বস্তু সন্নিদানন্দমদ্বয়ং ।

ত্যাগেনৈব তদাপ্নোতি কর্ম্মণা ন কদাচন ॥ ৫৩

নাহং সৃষ্টামি পশ্যামি কামিনীকাস্তনাটিকং ।

ত্বজামি দুরতঃ সর্ব্বমেতন্মে ব্রতমাচ্ছিতম্ ॥ ৫৫

নমস্ব চাপরাধং মে যদুক্তং তব সন্নিধৌ ।

শাস্ত্রজ্ঞানী সদাচারঃ সম পিতাপ্রজী মম ॥ ৫৬

ধূত্বানুজপ্য তদ্বাক্যং সাধুभिः पर्युपासितं ।

गदाधरस्य गिर्यायां मच्छेष्टा श्रुत्यतां गता ॥ ৫৭

"It is said in the Vedas that truth is attained by renunciation and sacrifice and never by work. I always keep myself aloof from women and money and never allow myself to be tempted by them. Kindly excuse me for what I have said. You are well-versed in the Sastras and of good

মধ্যলীলায়াঃ ১ম অঃ ।

habits. You are also my elder brother and command my respect as my father." On hearing these wise sayings of Gadadhar. Ramkumar said to himself, "All my efforts to make Gadadhar well-educated have gone in vain." ॥ 57 to 60 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

বেদ বলিয়াছেন সেই সচ্চিদানন্দ অদ্বয় স্বরূপ বস্তু ত্যাগ দ্বারাই অশুভূত হয় । কর্মের দ্বারা কখনও জানা যায় না । ৫৭

আমি কামিনীকাকন স্পর্শ করি না দেখিও না দূর হইতে ঐ সকল ত্যাগ করি ইহাই আমার সঙ্কল্প ব্রত । ৫৮

আপনি শাস্ত্রজ্ঞানী সদাচারী আমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । আপনার নিকটে যাহা বলিলাম ক্রমা করুন । গদাধরের বেদান্ত-মোদিত বাক্য শুনিয়া পণ্ডিত রামকুমার বলিয়াছিলেন গদাধরের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার চেষ্টা বিফল হইল । ৫৯

কিঙ্করোমীতিসম্বিন্ধ্য রঘুবীরঃ স্মৃতস্তদা ।

ভক্তস্ত রঘুবীর ত্বং বিখ্যাং দেহি গদাধরি ॥ ৬১

ত্বত্ প্রসাদাদিদং সর্বং জগত্ স্যাবর জঙ্ঘমং ।

দৃগ্গৌচরং ভবত্যেব ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥ ৬২

সমর্পিতোহনুজঃ যৌমান ভবতঃ প্রাপদপন্নয়োঃ ।

বিন্ধ্যমন্ত্রং ন জানামি যথৈচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

দুরদৃষ্টবশাদস্য পণ্ডিতস্যার্থক্ৰচ্ছকৃতা ।

ন যাতাচ্ছাপনাকার্য্যমপি সন্তুষ্টচেতসা ॥ ৬৪

"What I can do." Ramkumar then prayed to Raghubir and said, "Oh Raghubir, be pleased to

मध्यलीलायां १मः अः ।

give knowledge and learning to Gadadhar. It is due to your kindness that all this physical world becomes visible to us. Our ultimate end rests in you. I do not know who is wise and who is unwise. I place my younger brother at your feet. Do as you please." Reputed as a scholar, Ramkumar could not tide over his financial stringency,
॥ 61 to 64 ॥

ब्रह्मानुवादः—

किं करि । এইরূপ চিন্তা করিয়া কুলদেবতা রঘুবীরকে ধ্যান করতঃ বলিয়াছিলেন হে রঘুবীর গদাধরের অস্তরে জ্ঞান দান করুন । ৬১

আপনারই একমাত্র অশুগ্রহে স্থাবর জগৎ সমস্ত বস্তুই প্রত্যক্ষ হইতেছে । আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয় স্থল । ৬২

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে আপনার পাদযুগলে সমর্পণ করিলান । পণ্ডিত কি অপণ্ডিত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন । ৬৩ .

এইরূপে শাস্ত্রচর্চা ও দেব-সেবা প্রসঙ্গ বশতঃ রামকুমার সাধারণের নিকট বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও দূরদৃষ্ট বশতঃ অর্থ কষ্ট নষ্ট হয় নাই । ৬৪

चकारमतिमान्निव्यमार्यभावपुरःसरं ।

एवं भ्रामापुष्करिण्या गतमन्दत्रयं यदा ॥ ६५

तदैव रघुवीरस्य दृष्टिर्दुःख विनाशिनी ।

पतिता कुल देवस्य श्रीरामकुमारो परि ॥ ५६

‘মধ্যলীলায়া’ ১মঃ অঃ ।

এতচ্চিন্বেব কালীতু বিধিপন্ন প্রসঙ্গতঃ ।

ম্ভাট্ঠয় কর্ম্মক্ষেত্রং রূপান্তরমশিথিয়ত্ ॥ ৬৩

কলিকাতা নগর্যাঁস্তু জানবাজার মধ্যতঃ ।

মৃদুদৃঢ়ালিকায়াঁ যা কৃতবাসা মনস্বিনী ॥ ৬৫

When three years had passed in this way, Raghur, the house-hold diety of Ramkumar, was pleased to relieve him of his distress. At this time, consequent upon a dispute over a religious matter, the two brothers turned to different ways. At Janbazar in Calcutta lived a great lady in a palatial building. ॥ 65 to 68 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে কামাপুকুরে যখন তিন বৎসর গত হইল । তখন কুলদেবতা রঘুবীরে দুঃখ বিমোচনকারী দৃষ্টি রামকুমার পণ্ডিতের উপর পতিত হইয়াছিল । ৬৫ । ৬৬

পরে ঘটনাক্রমে একটি শাস্ত্রীয় বিধিপত্রের প্রসঙ্গবশতঃ রামকুমার ও গঙ্গাধরের কর্ম্মস্থল অন্তরূপ হইয়াছিল । ৬৭

কলিকাতার জানবাজারস্থ রাজপ্রাসাদে অবস্থিতা কঙ্গদেবীর অলকার স্বরূপা সর্ব্বজন বিদিতা অতি ধার্ম্মিকা বুদ্ধিমতী রানী রামমণি নামে একটি রাজপত্নী ছিলেন । ৬৮

রানী রামমণিঃ সূচ্যাতা বহুদেশে বিভূষণা ।

নারী কুলোত্তমা রানী বিপুলৈশ্বৰ্য্যশালিনী ॥ ৬৯

কর্ণে ন সহস্রা দানে পাতিব্রাত্যেঽপ্যবশ্যতী ।

মাতৃহৃদয়া পূজনীয়া সর্ঘ্যতী মহিমাম্বিতা ॥ ৭০

মণ্ডলীনায়াং ১ম: অ: ।

প্রজাবৎসলতায়ান্তু শ্রীরামসদৃশীমতা ।

কালান্নিসদৃশী ক্রোধে চমার্যাং পৃথিবী সমা ॥ ৩১

সর্বভূতে তুল্য দৃষ্টি: সহাস্যা প্রিয়দর্শনা ।

ব্রাহ্মণধর্মরক্ষায় বহু বেদজ্ঞ পালিকা ॥ ৩২

She was known as Rani Rashmani. She was rich and famous. She was as charitable as Karna, and as devoted to her husband as Arundhati. She was respected by all as Mother. She looked after her subjects like Ramchandra. She was as cruel as death and as merciful as the Earth. She had a smiling face and pleasing appearance. She loved all equally, and maintained many bramhins well-versed in the Vedas to protect religion. ৥ 73 to 76 ৥

বসন্তবাদ :—

নারীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা বিপুল ঐশ্বর্যের আশ্রয়রূপা সেই রাণী দানে দাতাকর্ণের মত পবিত্রতায় অরুদ্ধতী তুল্যা মাতৃতুল্যা পূজনীয়া সর্বসদৃশ্য বিভূষিতা ৬৯৭০

প্রজাবৎসলতায় ভগবান রামচন্দ্রের তুল্যা ক্রোধে কালান্নি সদৃশী সহগুণে পৃথিবীসমা সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সহাস্রবদনা সুন্দরাকৃতি বিশিষ্টা ভাঙ্গণা ধর্ম রক্ষার জন্য বহুতর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পোষণ-কারিণী ১৭১৭২

দমিষ্টবিধবাটীনাং সাচ, সমায়া সমা চ সা ।

স্মরণীয়া-মিধাপ্রাতর্দেব-সেবাপরায়না ॥ ৩১

জনানাং হিতকার্য্যার্থং সুকৃৎস্না সদা মবত্ ।

সন্তান প্রতিমাস্তাস্যা একদা ধীবর-মজা: ॥ ৩৪

মধ্যলীলায়াঃ ১মঃ অঃ।

ক্রন্দনেন সমায়ুক্তা উবুস্তে দুঃখকারণম্।

মাতস্তুম্য নমোঽস্মাকং রচাং কুরু সত্যাস্তব ॥ ৩৫

ইংরাজ রাজানুচরে বৈষ্য সর্বৈ প্রবীড়িতাঃ।

তৈরুক্তা রাজনুদ্যান্ত্ গঙ্গার্যা মতৃস্বমারণ ॥ ৩৬

She looked after the poor and the widows as thier own mother. She was famous for liberal contributions for the welfare of the people. Once her fishermen whom she looked upon as her own children approached her for redress of their grievance. They said, "Oh Mother! Save your children from the oppression of the Government officers." They have announced that anyone who will catch fish in the Ganges without paying taxes will be liable to severe punishment. ॥73 to 76 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

দরিদ্র ও অসহায় বিধবা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যে গর্ভধারিণী মাতার মত দেব সেবাপরায়ণা প্রান্তঃস্মরণীয়া । ৭৩

এবং জনগণের কল্যাণকর কার্যে সর্বদা মূলতঃস্থ ছিলেন। কোনও এক সময়ে সেই রাণী রাসমণির পুত্র তুলা ধীবর প্রজা সকল কঁাদিতে কঁাদিতে দুঃখ কারণ নিবেদন পূর্বক বলিয়াছিল মা আপনাকে আমরা নমস্কার করি। আমরা আপনার পুত্র আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন । ৭৪/৭৫

আমরা ইংরাজ রাজের কর্মচারি দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি। তাঁহারা বলেন রাজ নদী গঙ্গায় মৎস্যজীবীগণের নিত্য মৎস্য ধরা বেআইনি বা অতিশয় অশ্রায় কার্য্য । ৭৬

মধ্যলীলার্য্য ১মঃ অঃ।

মতস্যজীবিগণৈনিত্যমবিধেয়ং সুনিশ্চিতম্ ।
 রাজ্ঞে করমদত্বাচ্চৈমতস্যানুধর্তুমিহেচ্ছত ॥ ৩৩
 মবিধেয়ম্ বিশেষণ দণ্ডনৌয়া ন সংশয়ঃ ।
 শ্রুত্বৈব ধীবরাণ্য তাং বাণী'রাজ্ঞী সুদুঃখিতা ॥ ৩৮
 অপূর্ব কৌশলং কিঞ্চিচ্ছকার প্রতিभावলাত্ ।
 কলিকাতাস্য গঙ্গায়া জলাধিকারযোগ্যতা ॥ ৩৮
 রাজ্ঞে বহুতরাসুদ্রা দত্বা রাজ্ঞা ক্রীতা তদা ।
 গঙ্গাগর্ভে লৌহযন্ত্রে বদ্ধাচায়সমৃদ্ধলান্ ॥ ৮০

On hearing this, Rani felt greatly troubled. However, she took recourse to a clever plan. She acquired the right of ownership of the water of the river extending the western side of Calcutta, by payment of a huge sum of money to the Government, and obstructed all movements of boats and steamers etc. in the area with the help of iron chains. ॥ 77 to 80 ॥

বদানুদঃ—

অতএব ওহে অজ্ঞ ধীবরগণ রাজাকে বধাযোগ্য কর না দিয়া যদি মাছ ধর তবে তোমরা বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবে অর্থাৎ তোমাদের জেল খাটিতে হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ৷ ৭৭

ধীবরগণের তাদৃশ কথা শুনিয়া মহারাজী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিম্ন বুদ্ধিসত্তা বলে একটি অপূর্ব আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন ৷ ৭৮

অর্থাৎ দ্বিতীয় সরকার বাহাদুরকে বহুতর মুদ্রা দিয়া গঙ্গার জলাধিকার যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছিলেন ৷ ৭৯

সম্মতীনায়া ১ম: অ: ।

তৎপরে দীৱরগণ গঙ্গাগর্ভস্থ লৌহশস্ত্রে অর্থাৎ বয়া নায়ক লৌহ
পিণ্ডে দৃঢ়তরভাবে লৌহ শৃঙ্খল আবদ্ধ করিয়াছিল । ৮০

জলযান গতি রোধে চক্রুস্তা ধোৱ-প্রজা: ।

বিদেশীয়া বণিক্‌বর্গা: ক্রোধান্নি দোষিতাস্তত: ॥ ৮১

রাজদ্বারং গতা: সর্ব রাজ্যাং দণ্ডার্থমুদ্যতা: ।

তক্তাশ্চ কথমস্মামি: ক্তা রাজ্যাং বিরোধিতা ॥ ৮২

এবন্তৈরভিযুক্তা সা রাজ্ঞী রাসমণিস্তদা ।

তত: সা বিদুষো রাজ্ঞো রাজনীত্যনুসারত: ॥ ৮৩

বিচারকান্ সমাহুয় স্বগেহে বিনয়ান্বিতা ।

উবাচ তান্ কথন্ত্বৈ বণিক্‌বর্গ: সুকোপিত: ॥ ৮৪

At this the foreign merchants flew into a rage and lodged a complaint in the court against her. She invited the Judge to her house and said, "I wonder why these merchants have ventured to accuse me in the court. ॥ 81 to 83 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে দীৱার জল যানাদির গতি অবরোধ হইলে বিদেশীয়
খেতান্ন বণিক্‌বর্গ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ্যের দণ্ডের জন্ত বিচারালয়ে
সকলে মিলিত হইয়া বিচারক বর্গকে বলিয়াছিলেন ।-রাজ্ঞী আমাদের
সহিত কেন এরূপ অত্যাচার আচরণ করেন । ৮১।৮২

এইভাবে রাজ্ঞী রাসমণি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে বুদ্ধিমতী
রাজ্ঞী রাজ্যের আইন অনুসারে নিজ গৃহে বিচারকবর্গকে আহ্বান-
পূর্বক বিনোদভাবে বলিয়াছিলেন । বিদেশীয় বণিক্‌বর্গ কি জন্য
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া । ৮৩।৮৪

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ ।

করিয়া দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার জল বহু অর্থ ব্যয় করিয়া
সরকার বাহাদুর বা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্ষয় করিয়াছি । ১৮৭১০৮

সম্বাদিকারঃ সম্পূর্ণ স্তজললী নাভ সংশয়ঃ ।

অত্র যজললয়ানাডি বর্ততে বনিকী প্রিয়ং ॥ ৮৮

চূর্ণযাম্যধুনৈবাহ' মজললসাবরোধতঃ ।

সত্যং সত্যং মযোক্তং যত্নত্বকরিষ্যামি সত্বরম্ ॥ ৮৯

মতস্যগ্রহে ধীবরাণাং যতী বিধঃ প্রজায়তে ।

এষ' রাজ্যয়াঃ সদর্পোক্তি' শ্রুত্বা তত্র বিচারকাঃ ॥ ৯০

স্তব্বাদি মিষ্টবাক্যেন রাজ্ঞী সন্তোষ্য যত্নতঃ ।

রাজ্যয়াঃ প্রদত্ত বিত্তানি প্রত্যর্পিতানি তানি তৈঃ ॥ ৯১

'Accordingly my sole right over the water cannot be questioned by anybody. I now intend to break down without delay all the boats and ships not yet removed by their owners from my area, as they are causing great hindrance to the fishing work.' The Judges took great pains to pacify the wrath of Rani. All the money was paid back to her. ॥ 89 to 92 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

অতএব এই গঙ্গাজলে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার ইহা নিঃসন্দেহ ।
অতএব গঙ্গাগর্ভে বনিকবর্গের প্রিয় যে সকল জলযান আছে আমি
সেই সকল জলযান এখনই চূর্ণ করিয়া দিব কেন তাঁহারা আমার
জল অধিকার করেন । আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি তাহা

মধ্যলীলার্য্য ১ম; অঃ ।

শীঘ্রই করিব । যেহেতু খোবরগণের মৎস্য গ্রহণে সেই সকল জল-
যানই বাধা দিতেছে ৷৯৯৯০

এখন বিচারকগণ মহারাণীর আইন সম্রত রাজনীতি অনুসারে
নিষ্ঠাক বাক্য শুনিয়া রাণীকে ধন্যবাদ দিয়া শুভবৃত্তি পূর্বক কোমল
বাক্যে সমুদ্রে করিয়া রাণীর অনুগ্রহপ্রার্থী বিচারকগণ রাণীর প্রদত্ত
অর্থ সকল মায় সুদে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন ৷১১২২

যিনা করৈ ধীবরাণাং গঙ্গায়া মতস্য সংগ্রহঃ ।
এব' মোমা সয়া রাশৌ ত্বদীয়ে ধীবরৈস্তদা ॥ ৮৩
বচসো ভাগীরথ্যাস্তু কৃতং বন্দ্য বিমোচনম্ ।
ধন্যা রাশৌ রাসমণি ধন্যা তদুদ্ভিচাতুরী ॥ ৮৪
ধন্যা প্রজাবত্সলতা ধন্যা দারিদ্র্য সাধ্যতা ।
এব' রাশ্যায়তুর্দ্ভিচু' বিখ্যাতা স্যাতি বিস্তৃতি ॥ ৮৫
যযা-গেয নরা নার্যৌ বিক্ষয়ান্মৌ নিমজ্জিতাঃ ।
হৃদে গোষ্ঠে সমায়াশ্চ রাজদ্বারে বিশিষতঃ ॥ ৮৬

It was also decided that the fishermen would
be allowed to fish in the river without payment of
any taxes. She ordered her men to take away
the chains and allow navigation as before. Thus
the fame and glory of Rani spread far and wide.

৷ 93 to 96 ৷

বন্দানুবাদ :-

এবং খোবরগণ গঙ্গার্নমেটে বাহাদুরকে কিছুমাত্র কর না দিয়া
গঙ্গায় ইচ্ছামত অবাধে নংস্যা ধরিতে পারিবে এই প্রতিশ্রুতি ও

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ ।

আইনসম্রত ব্যবস্থা করিয়া মীমাংসা হইলে তখনই রাণীর আদিষ্ট ভৃত্যবর্গ লৌহশৃঙ্খলে ভাগীরথীর বক্ষের বন্ধন বিমুক্ত করিয়াছিল । ১৩

যজ্ঞা রাণী রাসমণি যজ্ঞ তাঁহার বুদ্ধি কৌশল যজ্ঞ তাঁহার প্রজা-বৎসলতা এবং অতি ধন্য দরিদ্রগণের সাহায্য । এইরূপভাবে রাণীর অপূর্ব বুদ্ধি প্রতিভা চতুর্দিকে প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৪, ১৫

এমন কি নরনারী সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হষ্টেগোষ্ঠে সভায় বিশেষ ভাবে বিচারালয়ে রাণীর প্রশংসা সকলেই করিয়াছিলেন । ১৬

সর্বত্র বহুদেশে চ ধ্বনির্ধন্যৈ ত্যভূতদা ।

প্রজা সম্বট শঙ্কা চ সম্পূর্ণা' বিনিবর্তিতা ॥ ১৩

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते रामकृष्णभागवते पारमहंस्या' संहिताया' मध्यलीलाया' गदाधरस्य कलिकातायामागमः, रासमणौषपरिचयरूपः प्रथमोऽध्यायः ॥ १

The grievance of her subjects was redressed.

॥ 97 ॥

Here depicting Gadadhar's arrival in Calcutta and Rani Rasmoni's character and fame ends first chapter of Madhyalila in Sri Sri Ramakrishna-bhagabatam, written by Sri Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :-

প্রজাবর্গের বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়াছিলেন এইরূপে বঙ্গদেশের সর্বত্র রাণীকে যজ্ঞ যজ্ঞ শব্দে অলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন । ১৭

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিतीर्थ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের গদাধরের মধ্য লীলায় কলিকাতায় আগমন এবং রাণী রাসমণির পরিচয়াদি প্রথমোধ্যায়ে বলা হইল । ১ মঃ অঃ সমাপ্ত ॥

मध्यलोलायां २यः अः ।

अपुत्रवत्यास्तद्राज्ञा आसीत् कन्या-चतुष्टयं ।
 सत्पात्रेभ्योऽर्पिता तिस्रः कनिष्ठा तु कुमारिका १
 जगदम्बेति नाम्ना सा जगदम्बा समाभवत् ।
 चतुर्थत्वरिंशद्वर्षे राज्ञीयं विधवा भवत् ॥ २
 बुद्धिमत्तावलेनैव वर्दिता राजसम्पदः ।
 जामात्य ज्येष्ठ मथुरानाथ विष्णुससन्नकः ॥ ३
 गुणवान् रूपवान् धीमान् सर्वकार्यं पटुर्महान् ।
 तस्य प्रसूयैव सुतं स्वर्गता सहस्रिणिनी ॥ ४

Rani had four daughters and no s.n. Three of daughters were married and the youngest was yet to be married. Her name was Jagadamba. Rani became a widow at the age of forty-four. By virtue of her uncommon intelligence she made a great fortune. Her oldest son-in-law, was Mathuranath Biswas who was a man of parts. His wife expired after giving birth to a son.

॥ १ to ४ ॥

‘মহ্যলীলায়াং’ ইত্যং অঃ ।

সহস্রমুখী অর্থাৎ রাসমণির স্নেহী কন্যা দেবলমাত্র একটি পুত্র
অশ্ব করিয়াই দেশলোক পরিত্যাগ করেন । ১১৩৪

দত্ত্বা রাজ্যো পুনঃ কন্যাং জগদম্বেতি নামিকাং ।

রাজ্যরক্ষা ভারমপি দদৌ তস্মৈ প্রযত্নতঃ ॥ ৫

পরন্তু নিজ সম্যক্তর্ভারং ন্যস্য সুধার্মিকা ।

ধর্মার্থ মকরোদ্রাশ্রী তীর্থপর্যটনে মতিং ॥ ৬

গদাধরাগমাৎপূর্বং যাবদ্বর্গচতুষ্টয়ং ।

দ্বিপটশত বঙ্কীয়াশ্চৈ পঞ্চপঞ্চাশদুত্তরং ॥ ৭

অদভ্রদ্রব্যসম্ভার সশস্ত্র সৈনিকান্ বহুন্ ।

প্রাজ্য প্রজাপরিজন ধনরত্নাদিকাং স্তথা ॥ ৮

Rani married him with her youngest daughter. Jagadamba, and also gave him the charge of the management of her estate. There after she resolved to go on pilgrimage. In the Bengali year, 1255, i.e. four years before Gadadhar came to Calcutta. ॥ 5 to 7 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রানী পুনরায় জগদম্বা নামে কনিষ্ঠা কন্যাকে মধুরানাতের সহিত
বিবাহ দেন এবং রাজ্য রক্ষার ভারও মধুরানাতের উপরেই অর্পণ
করেন । ৫

পরন্তু অত্যন্ত ধর্ম স্বভাবা মহারানী রাসমণি নিজের যাবতীয় ধন
সম্পত্তির রক্ষার ভারও মধুরানাতের উপরেই ন্যস্ত করিয়া তীর্থ
গমনে আসন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৬

মধ্যলীলায়াং ২য় অঃ ।

গদাধরের কলিকাতায় আসিবার ৪ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ বাংলা
১২৫৫ মালে বহুতর অব্যম্ভার শশঙ্ক মৈনিকগণ বহুতর পরিজন
প্রজাবর্গ বহুমুখ্য ধন ব্রতাদি অব্যমকল । ৭।৮

নানা দেশাগতান্ পোতৈয়াতুর্ষ্মহ্মান্ বহনু জনান্ ।
স্মারানস্যামন্নপূর্ণা-শ্রোবিশ্বনাথ-দর্শনে ॥ ৮
নরনারী জনাঃ সর্ব্বৈ শুভেঃস্থি সময়ে শুভে ।
বৈশাখিঃস্বয়ং সন্ত্রায়াং তিথৌ ভাগীরথ্যে জলে ॥ ১০
আরুদ্বাসংখ্য-নৌকা-সু পুণ্যভাষণপরিপ্লুতাঃ ।
সহস্রাশ্রয়া শ্রুভাং যাত্রা কৃৎবা সর্ব্বৈ যথাবিধি ॥ ১১
বিশ্বনাথান্নপূর্ণ্যোঃ কৃৎবা নাম্না জয়ধ্বনি' ।
গচ্ছন্ত্যো নরনার্য্যে কলিকাতাখ্যপত্ননাৎ ॥ ১২

In the month of Vaisakh on a very auspicious day Rani set out on her journey to Varanasi to offer holy services to Goddess Annapurna and Sri Viswanath. She was accompanied with a large number of men, women and armed guards, in innumerable boats. She also took with her large quantities of requisite things. The pilgrims shouted the names of Viswanath and Annapurna as they started along the river from Calcutta,
॥ 8 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং বহু দেশ হইতে জলধানে আগত ব্রাহ্মণাদি চারিবেগের বহু
শ্রী পুণ্ড্র বাদাণসী দ্বৈত্রে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শনে সত্যযুগাজ্ঞা

মণ্ডলীলায়াং ২য় অঃ ।

অকস্মাত্তীয়া মহাপুণ্য দিনে বৈশাখ মাসে শুভ সময়ে পুণ্যভাবে
পরিপ্লুত হইয়া সকলে অসংখ্য নৌকায় আরোহণ পূর্বক মহারাণীর
সহিত যথা বিধি শুভ যাত্রা করিয়া জয় বাবা বিশ্বনাথ মা অন্নপূর্ণার
জয় এইরূপভাবে জয়ধ্বনি করিয়া নরনারীগণ কলিকাতা নগরী
হইতে ১২/১ ১১/১২

কলিকাতাং পরিত্যজ্য নৌকাশ্রেণী যদাগতা ।
দক্ষিণেশ্বর গঙ্গায়াং তদা সন্ধ্যা সমাগতা ॥ ১২
দক্ষিণেশ্বর ইত্যখ্যা গ্রামস্য স্বর্ণদীপতটে ।
নিত্য সন্নিহিতা যত্র দেবী দক্ষিণ কালিকা ॥ ১৪
সেবজান সমাচ্ছন্ন তদৈবাকার্যমণ্ডলং ।
ভক্তভাবাত পরিখ্যাত চঞ্চলতরিমন্ডলম্ ॥ ১৫
তরণী-যাত্রিণাং তস্মাদন্তরে ভয়মুত্থিতম্ ।
দুর্যোগং ভীষণং দৃষ্টা রান্নী চিন্তান্বিতাববীত ॥ ১৬

Evening came down when the fleet reached
Dakshineswer, which is the abode of Goddess
Dakshina [Kali]. The sky became cloudy and a
furious storm caused a great panic among the
passengers of the boats. Seeing that inclement
weather Rani became much perturbed and said.

॥ 13 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

গঙ্গাগর্ভে গমন করিতে করিতে নৌকা সকল যে সময় কলিকাতা
মহানগরী পরিত্যাগ পূর্বক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিল তখন

মধ্যলীনায়া ২য় অঃ ।

সকাল হইয়াছিল । দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাটীরে মাতা দক্ষিণা কালিকা সর্বদায়ে অবস্থান করেন । ১৩১১

সেই সময় আকাশনগল মেঘসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া বড়বৃষ্টিতে নৌকাসকল ঢকল হইয়াছিল । ১৫

তীর্থযাত্রী সকলের মনে ভয় হইয়াছিল । সেইরূপ ভীষণ দুর্গোগ দেখিয়া মহারানী চিন্তাবিতা হইয়া বলিয়াছিলেন । ১৬

নৌচালকান্ সমাহুয় চিপতায়া-মকণ্ডকম্ ।
 গর্ভরীং তপয়িত্যামী যযমযেব নিযিতম্ ॥ ১৩
 পশ্যন্তে নাবিকাঃ সর্ষে অতিমাত্রেণ তনুতপাৎ ।
 বিম্বনায়াযপূর্ণযৌনম্ভিনা লুত্বা জয়ত্মনিং ॥ ১৮
 কণ্ডকান্ পৌষিতান্ লুত্বা ভোজনাদৌন্ সমাপ্য চ ।
 শয়ন স্ব স্ব শয্যায়া লুত্বা নিদ্রাসুপাগমন্ ॥ ১৫
 মহানিশা সুতিমগ্না নিদ্রায়া দিগবেতনা ।
 কেবলং ভাগীরথ্যাস্তু তরঙ্গভঙ্গিমা বহুঃ ॥ ২০

"Let the boatmen anchor their boats here and halt for the night." It was done and all lay down to sleep after they had taken their supper. It was the dead of the night. All were fast asleep. Profound calmness reigned everywhere. Only the water of the river were flowing in a turbulent and boisterous way. 17 to 20

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ ।

"Dear Rasmoni ! you need not go to Varanasi. You build a temple here on the bank of the Ganges and place in it the image of your own deity, You try to propitiate the goddess by offering cooked rice. By doing so all of your desires will be fulfilled and you will have my blessings."
 । 25 to 28 ।

বক্তাবাদ :—

মা রাসমনি তোমার কাশীক্ষেত্রে শ্রীবিষ্ণুনাথ ও অন্নপূর্ণার দর্শনে যাইবার প্রয়োজন নাই । ২৫

তুমি এই দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরে আমার একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া সেই মন্দিরে তোমার ইচ্ছদেবতা অর্থাৎ ভবতারণী কালী মন্দির স্থাপন কর । ২৬

তুমি সেই দেবীর নিত্য অন্ন ভোগ দিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর । আমি প্রতিদিন পূরমানন্দে সেই অন্নভোগ স্বরূপ ভোজন করিয়া হে মৃত্যুতে তোমার মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিব । হে মাতঃ রাসমনি তুমি আমার প্রসাদে নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে । ২৭-২৮

उक्तं वं मन्त्रं हि हस्तं दत्वागीर्त्वाद तत्परा ।

यद्वच्छया गता देवी तत्रैवात्तरधीयत ॥ ২৫

आदेशमिव तं देव्यादाया दिव्यप्रदर्शनं ।

मध्येव তত্বচখাদ্যাদয়া নিদ্রামহী চমুসিগি ॥ ২৬

भस्मनिद्रा च सा राक्षी मय्याया ममुपाविशत् ।

तदापि सा दिव्यशर्णी कर्णयोः प्रतिमादिता ॥ ২৭

रीमाश्च हृदिर्ममुक्ता मातुনেत्रা सुकम्पिता ।

भक्तया प्रगाढ़या देशी मपम्य जगदम्बिका ॥ ২৮

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ ।

On saying this the Goddess placed her hand on the head of Rani and disappeared. Rani woke up. The divine words were still ringing in her ears. She sweated and her eyes became wet with tears. With great devotion she bowed down to the mother of the universe. § 29 to 32 §

বন্দনাদঃ—

এই কথা বলিয়া রাণীর মস্তকে করপদ্ম প্রদানপূর্বক আশীর্বাদ উৎপরা হইয়া রাণীর ভাগ্য বশতঃ আগমন করিয়া সেই স্থানেই অদৃশ্য হইলেন । ১২

এইরূপে নিজিতাবস্থায় সাক্ষাৎ ভগবতীর প্রত্যাদেশ এবং তৎক্ষণে দেবীর দর্শন লাভ করিয়া রাত্রিকালে রাণীর তৎক্ষণাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল । ১৩

এবং জাগ্রতাবস্থায় রাণী শয্যাতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন । কিন্তু তখনও রাণীর কর্ণে সেই অলৌকিক স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল । ১৪

এখন স্বপ্ন পুলকাদি বিশিষ্টা কল্পাঙ্কিত কলেবরা আনন্দাশ্রু-বিগলিতা রাণী প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে স্বগদগদা দেবী কালিকাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন । ১৫

ভবান্তে স্বপ্নোন্মেষায় সাচারদৃষ্টমিহানুতম্ ।

স্বপ্নে যদনুভূতন্তং সৌরভং পারিজাতজং ॥ ২২

বদানীমপি শয্যায়াং সুগম্যঃ সুসমুদ্রিয়কঃ ।

চন্দনেন সমায়ুক্তং ফুটুর্মেঘেন বিলিপিতম্ ॥ ২৪

ক্রিমিদ' লৌহিত' দৃষ্ট' মম বস্ত্রাশ্চলিপু ষ ।

নয়া মে শুম্র শয্যায়াং পাদাঙ্কুরাঙ্কণ মমঃ ॥

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ।

एतेहि लघुपैर्माता रुद्राणी ब्रह्मरूपिनी ।

अत्रागता न सन्देहो नान्या कापि मतिर्मम ॥ ৩৬

She said, "It is a true fact and not a dream that the Goddess herself appeared here. I even now smell the divine fragrance of heavenly flowers. How is it that the skirts of my cloth are bearing red spot of sandal and kumkum paste? Whose may be these red foot-prints on my bed? It is evident from all these that Goddess Rudrani was here. It was none but she. There is no doubt about it." ॥ 33 to 36 ॥

বন্দানুবাদ :—

ইহা স্বপ্ন নয়। এই আশ্চর্য্য বিষয়টি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বপ্ন সময়ে যে পারিজাত প্রসূনের সৌগন্ধ অনুভব করিয়াছি। এখনও সেই সঙ্গন্ধ আমার এই শয্যায় সমাদ্রুপে অনুভব করিতেছি। ৩৩

কুমুম বিলেপিত হরিচন্দন যুক্ত রক্তবর্ণ আমার পরিবেশ বস্ত্রে ইহা কি দেখিতেছি। এবং ইহা কাহারই বা রক্তবর্ণ পদচিহ্ন আমার শুভ্র শয্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা মাতা রুদ্রাণী ব্রহ্মময়ী যে এখানে আসিয়াছিলেন ইহা প্রব সত্য। তাহাড়া অণু কিছুই নয়। ইহাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত।

৩৪।৫৫।৫৬

নমস্তস্মৈ মহাদেব্যৈ তদীয় প্রীতি হিতবে ।

যতিশ্চৈব জগন্মাতঃ ক্রপৈব তব মে গতিঃ ॥ ৩৭

एवं सद्भावभाविन्याः गर्वरीजिपिता भवत् ।

कूजनैः कोकिलादीनां प्रभातं सूचितं तदा ॥ ৩৮

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ ।

পদ্মিনীপালকঃ প্রাচ্যামুদিতৌষ্ণবর্ণযুক্ত্ ।

শয্যোত্থিতা তদা রান্নী সমাহ্বয়াহতান্ জনান্ ॥ ৩৮

নাধুনা মে তীর্থগতৈঃ শক্তিঃ কা চ ন বিদ্যতে ।

ভবন্তস্তত্র গচ্ছন্তু চমাং কুর্বন্তু ধার্মিকাঃ ॥ ৪০

“Oh Goddess ! I bow down to you. I shall spare no pains to carry out thy command and to please you. I depend entirely on your kindness.” At day-break Rani got up from her bed and said to her companions, “I have become too weak to endure the hardship of the journey. You may proceed Be kind enough to excuse me.”

॥ 37 to 40 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

হে মহাদেবি আপনাকে নমস্কার করি। আপনার আদেশানুসারে ও আপনার আনন্দবর্ধনের জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিব। আপনার কৃপাই আমার একমাত্র ভরসা। ৩৭

এইরূপে দেবীভাবে বিভাবিতা রান্নীর ব্রাত্রি শেষ হইলে অর্থাৎ কোকিলাদির কুঁজনে প্রভাতের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। ৩৮

পূর্ববিদিকে পদ্মিনী নায়ক উদ্ভিত হইলে রান্নী শয্যা হইতে উঠিয়া সেই সকল তীর্থযাত্রিকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। ৩৯

হে পবিত্র নরনারীগণ উপস্থিত আমার তীর্থগমনের শক্তি কিছু মাত্র নাই। আমাকে ক্ষমা করিয়া আপনারা সকলে তীর্থে গমন করুন। ৪০

পুরোছিতামাত্য ভৃত্য কুটুম্ব পাচকাদয়ঃ ।

মদৌষ দ্রব্যসম্ভারান্ ধনরত্নাদিকাংস্তথা ॥ ৪১

মধ্যলীলায়াং ২য় অঃ ।

সৈনিকান্ স্ত্রযস্ত্রাদীন্ নীত্বা সর্বৈ ব্রজন্তু তে ।

বিল্ববদন্তে বিষ্ণুতায় সহস্রৈস্তু দ্বিরন্ময়ে ॥ ৪২

যথাবিধি স্তম্ভলপ্য পুরোধাঃ পূজয়িষ্যতি ।

অন্নপূর্ণা তথা দেবী সমভ্যর্চ্য প্রযত্নতঃ ॥ ৪৩

ভোগদ্রব্যং বহুবিধং সুপান্যং পায়সান্নিকং ।

নিবেদ্য বহুমুদেষান্ দণ্ডিসন্ন্যাসি বেষণ্যান্ ॥

"Priest, minister, friends and relatives,—all of you along with servants, cooks and soldiers may proceed with all these goods and money. These thousand gold Bilwa leaves may be offered to Lord Viswanath. Goddess Annapurna may also be worshipped with great devotion and offered various dishes of rice and palatable things. Thereafter bramins, Sannyasis, Vaisnabs, the poor and even the untouchables should be well fed and given cloth and utensils." ॥ 41 to 44 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

আমার পুরোহিত মন্ত্রী ভৃত্য বৃত্তি পাচকাদি এবং যাবদীয় ধন-
রত্নাদি দ্রব্য সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া আপনারা সকলে কাশী
ক্ষেত্রে গমন করুন । সেই স্থানে আমার পুরোহিত স্বর্ণনির্মিত সহস্র
বিধ পত্র ছায়া যথা বিধি সঙ্কল্প পূর্বক বাবা বিশ্বনাথের পূজা
করিবেন । তক্রপ মা অন্নপূর্ণা দেবীকেও আমার প্রদত্ত স্বর্ণ
অলঙ্কারাদি দ্বারা বিশেষভাবে অর্চনা করতঃ সুপান্ন পায়স পর্য্যন্ত
বহুবিধ ভোগদ্রব্য নিবেদন পূর্বক অষ্টোত্তর শত ব্রাহ্মণ বৈকব
দণ্ডি ৩ সন্ন্যাসি ১৪১৪২৪ ১৪৪

मध्यलोलायां श्यः अः ।

दरिद्रानाञ्जपाकादीन् भोजयित्वा यथाविधि ।
 यस्मान्नजनपात्रादीन् दत्त्वा तेभ्यः समादरात् ॥ ४५
 कायास्य देवताः सर्वे विविधैः रूपचारकैः ।
 सम्पूज्य विधिवद्भक्त्या पुनः शोधं समेप्य ॥ ४६
 विधायैव तया राज्ञो मन्त्रान् समेप्य यत्नतः ।
 दक्षिणेश्वर गङ्गायां कृतवामा मनस्विनो ॥ ४७
 कसेयं वा तौरमूमिः कथं क्रीता भविष्यति ।
 एवं दिवानिशंरात्रौ चिन्ताक्रान्ताभवत्तदा ॥ ४८

“All other gods and goddesses of Varanasi should be also worshipped with great devotion and with requisite things. Then you should lose no time to come back and meet me.” After settling them on their journey to Varanasi, Rani continued to stay on the bank of the Ganges at Dakshineswar. She began to enquire as to who was the owner of the bank at Dakshineswar, and how and at what cost this land could be purchased. She thought and thought and had no rest in the day or in the night.

145 to 481

मध्यलीलायां श्यः अः ।

শীঘ্রই এই দক্ষিণেধরে পুনর্ব্বার আপনারা আমার সহিত সম্মিলিত
হইবেন ১৪৭১৬৬

এইরূপভাবে অতি উদারচেতা রাণী রাসমণি তীর্থযাত্রি সকলকে যত্নপূর্বক কানীধামে পাঠাইয়া দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরেই বাস করিয়া এই তীর্থভূমি কিভাবেই বা ক্রয় করা হইবে এইরূপভাবে দিবারাত্রি চিন্তাভিত্ত হইয়া মা ভগবতী দক্ষিণা কালিকার শরণ লইয়াছিলেন।

87184

ततो मधुरानायेन प्रयासैर्विपुलैः स्तथा ।

तत्र भागीरथी तीरे भूभागो बहु विस्तृतः । ४८

क्रीतो देवान्यस्यैव निर्माणोदयोग पर्वणः ।

समारम्भः कृतो राज्ञा बहुदित्तव्ययेन हि ॥ ५७

महाश्मशानभूः सैव शक्तिसाधनरूपिनो ।

शक्ति मन्दिर निर्माणे सुनिर्दिष्टा सुसाधकैः ॥ ५१

सोपानश्रेणियुक्ताच्च निर्मितं स्नानघट्टकं ।

शिवनिद्रा समायुक्ता सूर्यसंख्य शिवान्वय ॥ ५२

At last she purchased the desired land with great efforts. She spent a very huge sum of money to build the temples. It was a burial place and she was advised to build a temple of Goddess Kali. She built a bathing ghat and twelve temples of Siva with Trisuls at the tops. ¶ 49 to 52 ¶

वस्तुनूतानि :-

তৎপরে মধুৰ্ণ নাপ বহু পৰিশ্ৰম কৰিয়া দক্ষিণেশ্বৰ গঙ্গাতীৰে
বহু বিস্তৃত ভূভাগ সংগ্ৰহ কৰিয়াছিল। ১৪৯

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ ।

রাণীর বহুতর অর্থ ব্যয়ে দেবালয়ের নির্মাণ কার্য আরম্ভ
করাইয়াছিলেন ।৫০

সেই মহাশয়ানতুনি শক্তিসাধনার সর্বোত্তম স্থান । তচ্ছ্রুত
শক্তি সাধকগণ শক্তি মন্দির নির্মাণে নির্দেশ দিয়াছিলেন ।৫১

সোপান শ্রেণীবদ্ধ দ্বানের ঘাট নির্মিত হইয়াছিল । সেই ঘাটের
উত্তর দক্ষিণে শিবলিঙ্গযুক্ত ষোল্ল সংখ্যক শিবালয় নির্মিত হইয়াছিল ।

৫২

জ্ঞান্না দ্বিশূন শীর্ণৈশ্চ ঘট্ম্যোত্তর দক্ষিণে ।

যত্র চিত্তিত-চুড়-শ্রীবিষ্ণুমন্দিরমুত্তমং ॥ ৫২

জ্ঞানং যত্র জ্ঞান্যবন্দ্রী মোদতে বাধয়া সহ ।

তদেবম্মতদিবমাগে সৌরমণ্ডলবুদ্ধ্যিতং ॥ ৫৪

জগদম্মামহাদেব্যা নবচুড়বিভূষিতম্ ।

যুগলং ভবতারিণীয়া মন্দিরস্থানিশোভনং ॥ ৫৫

তন্মধ্যঃখিষ্টিতা মায়া কালী নৈবল্যদায়িনী ।

মহাকাল সমাধুদা ত্রিনেত্রা পরদা যুগা ॥ ৫৬

She built the temple of Radhakrishna with the
wheel at the top, and the temple of Goddess Kali
with nine towers.

। 53 to 56 ।

মধ্যমীশ্রীয়াং ২য়ঃ অঃ।

চুড়া শোভিতঃ জগন্নাথঃ মহাপেদী ভবভারিণীঃ ৩২ঃ অঃ ৩৩ঃ অঃ
 ত্রীমুখিঃ নির্মিতঃ ইত্যাং অষ্টাঙ্গিঃ বিহ্বলঃ আচে ১২ঃ ১৩ঃ ১৪ঃ

এই মন্দিরের অষ্টাঙ্গের মহাশাল সমারূপা ত্রিনয়না খড়্গদ্বয়
 বহাতির করা বরণা নিবাসী ১৫ঃ

স্বয়ংসুগুণা দেবী বরাভয়ধরাক্ষরা ।
 সখিদানন্দরূপা মা পরমাত্ম স্বরূপিণী ॥ ৫০
 যস্য দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মানন্দং গতা জনাঃ ।
 যত্র শ্রীমহাত্মারিষ্যা মন্দিরং নির্মিতং তথা ॥ ৫১
 অর্থ্য মামর্থ্য প্রাপ্তুর্যামির্নির্মিত্যপি সুমন্দিরে ।
 ভোগার্থং ভবতারিষ্যাঃ ধীরাধাব্রজমস্য চ ॥ ৫২
 মহত্যাশীতদাচিন্তা রাজানন্তরং সুদাযণা ।
 বিঘ্নহার্জুন ঘনয়ামবভোগ প্রযত্ননি ॥ ৫৩

Goddess Kali having three eyes and four hands stands on the body of Lord Siva lying on his back. She is the embodiment of the powers of the supreme Being. To see Her image is a divine joy. Even though Rani could build beautiful temples because of her ability to spend as much as she liked, she became worried as to how to offer cooked rice to the gods and goddesses of the temples. ॥ 57 to 60 ॥

বরাভূবাদ :-

সখিদানন্দরূপা পরব্রহ্ম স্বরূপিণী কালী মূর্তি অবিচ্ছিন্না আছেন ।

মম্বলোভায়া ২য়: অ: ।

দাঁধার দর্শন লাভে ছোট সড়ঙ্গ উজ্জ্বলম্বে নিমগ্ন হন । এইরূপ
মহারাগী নাভা উদভারিণী কানী মূর্তির মন্দির নির্মাণ করেন ।৫৮

রাণী রাসমণির অর্ধশক্তিই আদিত্য বশতঃ সূক্ষ্মর ভাবে মন্দির
নির্মাণ হইলোও কাঁকড়া দেহের এবং রাধাবসন্ত বিগ্রহের অঙ্গভাগের
কয় রাণী বিশেষভাৱে চিত্রাঙ্কিত। ২২৫০

যিনাম্বসা ব্রাহ্মণানাং ভোজনং সম্ভবিষ্যতি ।

প্ৰযমান্সিকীর্ণায়াং প্রত্যুচ্চঃ সমজায়ত ॥ ৬১

জাতোনাং বেদ মাধ্যানাং দেবদেবো সমম্ব নে ।

অম্ব ভোগী ন দাতব্য ইতি শাস্ত্রানুগামনং ॥ ৬২

কিন্তু মাচ্চাদম্পূর্ণাং সমুপযচ্চনাদিभिঃ ।

অম্বভোগ প্রদানার্থং স্বপ্নে মাং সমুপাदिगम् ॥ ৬৩

অতোহ্য কিং বিধেয়ং মে যিনাআমুপমীदতি ।

এবং শাস্ত্রা মহাচিন্তা ভোগার্থং চেতমি যমৌ ॥ ৬৪

Rani earnestly desired that bramhins would be fed with that offered rice. But an obstacle stood on the way. According to the religious code she was debarred from offering cooked rice to the gods. She mused in herself, "I have been asked by Goddess Annapurna Herself to offer cooked rice with curries. So, what should be done to achieve my end". Thus, the thought made Rani restless.

॥ 61 to 64 ॥

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

রাণীর ঐকান্তিক দোষা হইলেও তাহাতে বিদ্র উদ্বিগ্ন হইয়াছিল । কারণ জ্ঞান জড়িয় ও বৈশ্রাম্যতি ভিন্ন অজ্ঞতাতির দেবদেবীর পূজাতে অন্নভোগ দেওয়া নিষিদ্ধ এইরূপ শাস্ত্রের আদেশ । ৬১ ৬২

কিন্তু স্বপ্ন সময়ে মাফাৎ অন্নপূর্ণা সূপবাল্লভাদির সহিত অন্নভোগ দিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন । ৬৩

অতএব এ বিষয়ে আমার কর্তব্য কি ? তাহাতে আমার মনের শাস্তি হয় । রাণীর মনোমধ্যে ভোগ দিবার জন্য এইরূপ ভাবে মহাচিন্তা হইয়াছিল । ৬৪

কার্য্য কাঙ্ক্ষী নবদ্বীপ মিয়িনা দেগত স্তাত: ।

ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকানাং পণ্ডিতানাং সমীপত: ॥ ৬৫

আনীতা বহু যত্নেন রান্নয়া যা বিধিপত্রিকা ।

অন্নভোগন্তু কুত্রাপি শূদ্রস্থাপিত বিঘহি ॥ ৬৬

ऐकमत्येन लिखितं विद्वद्भिर्न भवेदिति ।

शुत्वा राज्ञী वैधपत्र-भाषणं मूर्च्छिता भवत् ॥ ৬৭

शास्त्रवाक्यं समुल्लङ्घ्य भोगदाने न मे स्पृহা ।

स्वेच्छया यदि दास्यामि तदसं गंहितं भवेत् ॥ ৬৮

She called for a ruling from great pandits of Kasi, Kanchi, Nabadwip, Mithila and other places. But all of them unanimously declared that cooked rice could not be offered to gods placed in temples built by sudras. At this Rani became sorely aggrieved. She thought, "If I offer cooked rice to my gods, none will honour it".

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ ।

বদান্তবাদঃ—

এইরূপ অবস্থায় রাণী কান্ধী, কাকী, জাবিড, নিথিলা ও নবদ্বীপ হইতে ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক জ্ঞানপন্থিতগণের নিকট হইতে বহু চেষ্টায় বহুতর ভাষণত্র অর্থাৎ পণ্ডিতগণের শাস্ত্রসম্মত বিধিপত্র সংগৃহীত হইলে সেই সকল পত্র পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, যে শূত্রস্থাপিত বিগ্রহের অন্নভোগ হইতে পারেনা । ৬৫।৬৬

রাণী রাসমণি ভাষণত্রের ভাষা শুনিয়া মুচ্ছিতা হইয়াছিলেন । ৬৭

এবং বলিয়াছিলেন যদি শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘনপূর্বক আমি ইচ্ছামত অন্নভোগ দান করি তবে সেই অন্নভোগ নিন্দিত হইবে । ইহা ঈশ নিশ্চিত । ৬৮

যথ' মচ্ছিন্য মা রান্নো মিহি দাতারী ভয়াপহাং ।

অম্বজনাভিপিক্তা মা সর্ব্বদা শরণং গতা ॥ ৬৫

ভবাচৈব জগন্মাত স্তবা দেগান্ময়াহৃতং ।

দেবমন্দির নির্মাণং তত্র স্মৃতিং রখিত্তা ॥ ৬৬

অন্নভোগ ব্যবস্থা চ সুনির্দিষ্টা ত্বয়েব হি ।

ত্বদিচ্ছা পূরণং মাত স্তবমেব কুরু কালিকি ॥ ৬৭

অন্ন বহু দানিদেভ্যো বিধানিদ্যপি সমাহৃতং ।

অন্নভোগো ন দাতব্য ইতি পণ্ডিতভাষণং ॥ ৬৮

Rani prayed to the Goddess for redress and said, "Oh Mother! it is at your behest that I have built the temples and placed your image, It is also thy desire that I should offer cooked rice. But the pandits do not approve it. So Thou shouldst find a way out to fulfil thy own will".

মধ্যলীলায়াঃ ২য় ভঃ ।

বঙ্গানুবাদ :—

সেই রাণী রাসমণি এইরূপভাবে দুশ্চিন্তায় কঁাদিতে কঁাদিতে ভয়হারিণী সিদ্ধিদাত্রী মা অন্নপূর্ণার সর্বতোভাবে শরণাপন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন । ৬৯

এবং বলিয়াছিলেন হে জগন্নাথঃ আপনার আদেশেই মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে আপনার মূর্তি অধিষ্ঠিত করিয়াছি । ৭০

আপনিই আমাকে অন্নভোগ দিবার অনুমতি দিয়াছেন । অতএব আপনার ইচ্ছা আপনিই পূরণ করুন । ৭১

অন্নবদ্ধ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে শাস্ত্রবিধি সংগৃহীত হইলে ও আমাদের অন্নভোগ দেওয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ । এইরূপই পণ্ডিত বর্গের শাস্ত্রানুমোদিত মত । ৭২

কিঙ্করোমি ক্ত গচ্ছামি কীনাশা পূরিতা মবেত্ ।

মৃশমিব' মহারাজ্ঞী সন্তপ্তা সা তদা ভবত্ ॥ ৩৩

কলিকাতা নগর্যাঁস্তু সৰ্ব্বৈ' ব্রাহ্মণ পণ্ডিতৈঃ ।

বিবিপত্ন' মহারাজ্ঞা দৃষ্টসালোচিত' শ্রুতম্ ॥ ৩৪

এব' রামকুমারৌ'পি প্রবরঃ স্মার্ত্তপণ্ডিতঃ ।

রাজ্ঞা ব'ন্ধু' সমাহৃত্য কল্লিদেক' তদা সুধীঃ । ৩৫

প্রোবাচৈয' ভোগচিন্তা রাজ্ঞা কার্য্যা কদাপি ন ।

দদাম্যহ' দৈধপত্ন' নোত্বা রাজ্ঞী' প্রদর্শয় ॥ ৩৬

“What to do,” “Where should I go,” How can I achieve my object,” all these thoughts troubled her day and night. The decision of the learned pandits in the matter was widely circulated and discussed among the pandits of Calcutta. At

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

last Ramkumar contacted a friend of Rani and gave him a letter conveying his instructions and said, "Rani need not worry in the matter of offering cooked rice to her gods. Take this letter to her and she will know what to do". ॥ 73 to 76 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এখন আমি কি করি কোথায় যাউ কোন মহাপুরুষই বা আমার এই বাসনা পূরণ করিবেন। এইরূপভাবে মহারানী সেই সময় অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছিলেন। ৭৩

কলিকাতা মহানগরীর পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারাও মহারানী রাসমণির বিধিপত্র দৃষ্ট আলোচিত ও শ্রুত হইয়াছিল। ৭৪

কলিকাতার সর্বোচ্চ স্মার্ত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রামকুমারও রানীর বিধিপত্রের বিষয় জানিয়া রানীর কোন একটি বন্ধুকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন বানী রাসমণি যেন অন্নভোগ দিবার জন্য চিন্তা না করেন। আমি একটি বিধিপত্র দিতেছি এইটি লইয়া রানীকে দেখাও। ৭৫। ৭৬

শ্রুত্বাচৈব তদা রানী সত্যস্বত্বাগতা স্বয়ং ।

গললগ্নীকৃতবাসাঃ প্রাজ্জলির্বাৰ্ণমব্রবীত ॥ ৩৩

ব্রহ্মানু কেন বিধানেন বাচ্ছাসিহির্মবেন্মম ।

তত্ কুরুষ মহাভাগ ত্বমেদৈকাগতির্ঘৃণা ॥ ৩৮

ততো রামকুমারিণ পূর্বং বিলিখিতশ্চ যত্ ।

তদ্বৈধপত্রং স রানী প্রাপ্যামাস যতনতঃ ॥ ৩৯

সমন্দিরং বিপ্রহৃদ্য দেবদিত্তাদিকশ্চ যত্ ।

প্রাগ্ বিপ্রহ প্রতিষ্ঠায়া সর্ব্বশ্চৈদ বিপ্রমাহবেত্ ॥ ৪০

মধ্যলোলায়াঃ ১মঃ অঃ ।

On hearing this, Rani herself appeared before Ramkumar and said with great humility and reverence, "Please tell me how my desire can be fulfilled. You alone can remove my difficulties" Ramkumar explained to her the meaning of his instructions. In brief, Rani should have to forego her right of ownership of the gods, the temples and the estate attached to them and make a deed of gift to a bramhin, before the foundation of the temples and the images. ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অনন্তর মহারানী বন্ধুর নিকটে বিধিপত্র শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রাম-
কুমার পণ্ডিতের টোলে আসিয়া গলবস্ত্র কৃতাজলি হইয়া বলিয়াছিলেন
হে পণ্ডিত কুলতিলক ব্রাহ্মণ বেকপ বিধানে আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ
হয় তাহা করুন । হে মহাভাগ আপনিই আমার একমাত্র সখ্য ।

৭৭।৭৮

তখন রামকুমার পণ্ডিত পূর্বে যাহা বিধি লিখিয়াছিলেন তাহা
রানীকে ষড়্পূর্বক শ্রবণ করাইলেন । ৭৯

বিধি পত্রের মর্ম্ম এই যে যদি মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্বে
মন্দিরের সহিত বিগ্রহ এবং দেবতার ধন সম্পত্তি যাহা কিছু আছে
সেই সকল ব্রাহ্মণকে দান করা হয় । ৮০

তদ্বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাৰ্হে দ্বাঃসমঃ সবিদ্যাস্যতি ।

নৈবমন্নদানী তু শাস্ত্রবাধা ভবিষ্যতি ॥ ৮১

তদবমোজন' বিদ্যা: কবিত্বল্যকৃতোময়া ।

সুদৃষ্টং যং ব্যবস্থা মে শাস্ত্রবাধ্যানুসারিণী ॥ ৮২

মধ্যলীলার্য্যং যঃ অঃ।

শ্রুত্বা গম্ভী পণ্ডিতস্য ভাষ্যপত্রমবিন্তযত্।

ব্যবস্যে যমিষ্টসিদ্ধে রনুকূলা মতা মম ॥ ৮৩

মদ্বাঙ্খা পূর্ণাং মাতুরন্নদায়াঃ প্রসাদতঃ।

ভবিষ্যতি ন সন্দেহী হৈতুখ্যায় সুপণ্ডিতঃ ॥ ৮৪

The foundation ceremony should be performed by that bramhin. In this way the prohibitory rules could be avoided, and no bramhin would hesitate to accept the cooked rice. These instructions were strictly based on the codal rules of religion. At this, Rani thought that the instructions of Ramkumar were quite favourable to the fulfilment of her desire which would surely come about by the grace of Annapurna, and this learned Ramkumar was instrumental to it.

॥ 81 to 84 ॥

বদান্তবাদ :—

এবং সেই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা দি কার্য্য ভাঙ্গনটে স্বয়ং সম্পাদন করেন তবে বিগ্রহের অন্নভোগ প্রদানে শাস্ত্র বাধা কিছুমাত্র হইবে না ৮১

পরন্তু সেই অন্নভোগ কুশীল ভাষণগণ ও নির্ভয়ে ভোজন করিবেন। ইহাই আমার শাস্ত্রানুমোদিত ব্রহ্ম ব্যবস্থা ৮২

রাশি রামকুমার পণ্ডিতের ভাষ্যপত্র শুনিয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন এইরূপ ব্যবস্থাই আমার ইষ্ট সিদ্ধির অনুকূল হইতেছে ৮৩

মাতা অন্নপূর্ণার কৃপায় আমার ইষ্ট সিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ। ইহাও হেতু একমাত্র সুপণ্ডিত রামকুমার ৮৪

মধ্যলীলায়াং ২য় অঃ ।

পবমুত্ফুল্ল হৃদয়াস্বানুকূলে শুভে দিনে ।

বিলচ মুদ্রা ক্রীতেন স্যানেন সঙ্গ মন্দিরং ॥ ৮৫

যথা শাস্ত্রং তদা রাজ্ঞী গুরবে সম্প্রদায় চ ।

সেবাতত্तावधानस्य भारः स्वस्मै समर्पितः ॥ ৮৬

তথাপি তদনুষ্ঠানে নানা বিঘ্নঃ সমুत्थিতঃ ।

বিদ্বাংস কৰ্ম্মকুশলং প্রাপ্ণস্বামি ভুক্ত বা কথং ॥ ৮৭

বিদ্যাভীনো গুরোর্বঁ শৌ ঘৈ চাস্মাকং পুরোহিতাঃ ।

নিত্যপূজাং ন জানন্তি প্রতিষ্ঠা তৈঃ কথং भवेत् ॥ ৮৮

On an auspicious day she gave away the entire estate along with temples to her preceptor according to religious rules. The charge of supervision and management was retained by herself. Then cropped up other difficulties. How and where would learned and efficient bramhins to perform the foundation ceremonies be available. None in the families of the preceptor and the priest had any knowledge or learning. ॥ 85 to 88

বঙ্গানুবাদঃ—

মহারাজী এইরূপ ভাবে আনন্দ মনে নিজের অমুকুল শুভদিনে তিন লক্ষ টাকায় ত্রীত দেবোত্তর সম্পত্তি দক্ষিণেশ্বরের ভূভাগ মন্দিরও অলঙ্কারাদির সহিত দেবতা সকল গুরুকে দান করিয়া কেবল মাত্র বিগ্রহাদির পরিচর্যাাদির ভার স্বয়ং রাখিয়াছিলেন। ৮৫।৮৬

এইরূপভাবে দানকার্য্য সমাধা হইলেও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নানাভাবে বিঘ্ন হইয়াছিল অর্থাৎ রাজী ভাবিয়াছিলেন কোথায় কি প্রকারে কৰ্ম্ম-কুশল সুপণ্ডিত জ্ঞানী পাইব কারণ আমার গুরুবংশ তাদৃশ নয়

মধ্যলীলায়াঃ ১মঃ অঃ ।

পুত্রোহিতগণ নিত্য পূজাতে অভিল্ল নয় তাহাদের দ্বারা কি দেবতা
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় ৷ ৭৮৮

তীর্থা' প্রাপ্যানি দাস্যামি করিষ্যামি সুপণ্ডিতৈঃ ।

প্রতিষ্ঠা' ভবতারিণ্যাঃ শ্রীরাধাবল্লভস্য চ ॥ ৮৮

সহস্রা তন্মনোমধ্যে ভাগ্যযোগাত্তদৌচিতা ।

বিধানদাতুঃ শ্রীরামকুমারস্য সুযোগ্যতা ॥ ৮৯

কালক্ৰেপমকৃত্যেভ্য ভ্রামাপুস্করিণী' গতা ।

বিদ্বান্ রামকুমারৌষ্মী যত্রাধ্বয়নযুক্ত সদা ॥ ৯০

কৃত্বাভিবন্দন' রাজৌ তত্পাদলুণ্ঠিতা সত্যৌ ।

তথাচ কুরু মে ব্রহ্মানু বাচ্য্য পূরণমাশু ভৌ ॥ ৯১

Learned bramhins would be appointed on payment of proper remunerations. It struck her mind that Pandit Ramkumar would be the right person to perform the ceremony. At once she went to the place of Ramkumar and appealed to him to have the ceremony performed under his able guidance and leadership. ॥ 89 to 92 ।

ব্রহ্মানুবাদ :-

গুরু পুত্রোহিতের প্রাপ্য আমি দিব । কিন্তু ভবতারিণী এবং
রাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা পণ্ডিত ভ্রামাণ দিয়া করাইব ৮৯

সেই সময় রাজার সৌভাগ্যবশতঃ বিধান দাতা রামকুমার
পণ্ডিতেরই প্রতিষ্ঠা কার্যে বিশেষভাবে পুত্রে আছে এইরূপ হঠাৎ
মনোমধ্যে উদ্ভিত হইয়া মাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া পণ্ডিত রামকুমার
যেখানে অধ্যাপনা করেন সেই ভ্রামাপুস্কর পল্লীতে গমন করিয়া

মধ্যলোনায়া' ২য়: অঃ।

এবমুত্পুল্ল হৃদয়াস্বানুকূলে শুভে দিনে ।
 ত্রিলোচ মুদ্রা দ্বীতিন স্যানেন সত্ৰ মন্দিরং ॥ ৮৫
 যথা শাস্ত্রং তদা রাজ্ঞী গুরবে সন্মুদায় চ ।
 সেবাতত্তাবধানস্য ভারঃ স্বস্মৈ সমর্পিতঃ ॥ ৮৬
 তথাপি তদনুষ্ঠানে নানা বিঘ্নঃ সমুত্থিতঃ ।
 বিদ্বাসং কর্মাকুশলং প্রাপ্স্যামি কুত্র বা কথং ॥ ৮৭
 বিদ্যাহীনো গুরোর্বশো য়ে চাস্মাকং পুরোহিতাঃ ।
 নিত্যপূজাং ন জানন্তি প্রতিষ্ঠা তৈঃ কথং ভবেত্ ॥ ৮৮

On an auspicious day she gave away the entire estate along with temples to her preceptor according to religious rules. The charge of supervision and management was retained by herself, Then cropped up other difficulties. How and where would learned and efficient bramhins to perform the foundation ceremonies be available None in the families of the preceptor and the priest had any knowledge or learning. ॥ 85 to 88

বঙ্গানুবাদ:—

মহারাজী এইরূপ ভাবে আনন্দ মনে নিজের অমুকুল শুভদিনে তিন লক্ষ টাকায় ত্রীত দেবোত্তর সম্পত্তি দক্ষিণেশ্বরের ভূতান্গ মন্দিরও অলঙ্কারাদির সহিত দেবতা সকল গুরুকে দান করিয়া কেবল মাত্র বিগ্রহাদির পবিত্র্যাদির ভার স্বয়ং রাখিয়াছিলেন। ৮৫।৮৬

এইরূপভাবে দানকার্য্য সমাধা হইলেও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নানাভাবে বিঘ্ন হইয়াছিল অর্থাৎ রাজী ভাবিয়াছিলেন কোথায় কি প্রকারে কর্ম্ম-বুশল সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ পাইব কারণ আমার গুরুবংশ তাদৃশ নহ

মধ্যনীলায়া ১ম: অ: ।

পুরোহিতগণ নিত্য পূজাতে অভিল্ল নয় তাহাদের দ্বারা কি দেবতা
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় ।৮৭।৮৮

তৈষাং প্রাপ্যানি দাস্যামি করিষ্যামি সুপণ্ডিতৈ: ।

প্রতিষ্ঠাং ভবতারিণ্যা: য়োরাধাবল্লভস্য চ ॥ ৮৮

সহসা তন্মনোমধ্যে ভাগ্যযোগাত্তদোদিতা ।

বিধানদাতু: শ্রীরামকুমারস্য সুযোগ্যতা ॥ ৮৯

কালক্ষেপমহত্বৈব ভ্রামাপুষ্করিণীং গতা ।

বিদ্বান্ রামকুমারোসৌ যত্রাধ্যয়নযুক্ত: সদা ॥ ৯০

কৃত্বামিভবন্দনং রাজৌ তত্পাদলুপ্তিতা সত্যো ।

উবাচ কুরু মে ব্রহ্মণ্যং বাঙ্ক্ষ্য পূরণমাশু ভো ॥ ৯১

Learned bramhins would be appointed on payment of proper remunerations. It struck her mind that Pandit Ramkumar would be the right person to perform the ceremony. At once she went to the place of Ramkumar and appealed to him to have the ceremony performed under his able guidance and leadership. ॥ 89 to 92 ।

২৮ অনুবাদ :-

গুরু পুরোহিতের প্রাপ্য আমি দিব । কিন্তু ভবতারিণী এবং
রাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা পণ্ডিত দ্বারা দিয়া করাইব ৮৯

সেই সময় রাণীর সৌভাগ্যবশতঃ বিধান দাতা রামকুমার
পণ্ডিতেরই প্রতিষ্ঠা কার্যে বিশেষভাবে পটুতা আছে এইরূপ হঠাৎ
মনোমধ্যে উদ্ভূত হইয়া নাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া পণ্ডিত রামকুমার
যেখানে অধ্যাপনা করেন সেই স্বামাপুষ্কর পল্লিতে গমন করিয়া

মধ্যমীলায়া' ২য়: অ:।

রামকুমার পণ্ডিতের পাদমধীপে মাঠোদ্রে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন
হে ভ্রাতৃগণ আপনি অমুগ্রহ পূর্বক শীঘ্র আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ
করুন। ১০০।১০১।১০২

সবিগ্রহ দেবগৃহ প্রতিমায়া গনির্মহান্ ।
भवतः पण्डितः कोऽपि नासमोर्द्धो हि लक्ष्यते ॥ ८३
देव देवी देवभूमि वित्त मन्दिर भूषण' ।
भवद् भाषानुसारेण ब्राह्मणाय समर्पितम् ॥ ८४
अतःपरं प्रतिष्ठादिकृत्य' यदवर्जित' ।
भवनाध्यक्षरूपेण सम्पाद्य' शास्त्रचक्षুषा ॥ ८५
दृष्ट्वावदत् पण्डितोऽपि राज्ञा आयदसुत्तम' ।
मा मेयो रत्न' मादृतुल्ये' रूयिष्यामि तद्भूतम् ॥ ८६

Rani said, "According to your instructions I have made over my right of ownership of the temples and the estate to a bramhin. Now the foundation ceremonies may kindly be performed by you as the chief priest." Ramkumar was much pleased, by the eagerness of Rani and acceded to her request. ॥ 93 to 96 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

আপনিই আমার দেবগৃহের সহিত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার একমাত্র
আশ্রয়স্থল।

আপনার মত বা আপনার ইচ্ছাতে বড় পণ্ডিত কেহ আছেন,
বলিয়া আমার মনে হয় না। ৯৩

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

আপনার বিধান মত দেব দেবী দেবোত্তর ভূসম্পত্তি দেবতার
অর্ধ মন্দির ও অনঙ্গাদি সমস্ত ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিয়াছি।
অতঃপর প্রতিষ্ঠাদি কার্য যাশ্য অবশিষ্ট আছে সেইসকল কার্য
আপনি শাস্ত্রানুসারে অধ্যক্ষ রূপে সুসম্পন্ন করুন। ৯৪ ৯৫

রাণীর এইরূপ অভ্যস্ত আগ্রহ দেখিয়া রামকুমার পণ্ডিত
বলিয়াছিলেন যে মাতঃ মহারাণী ভয় নাই আপনার সকল আনি যথ্য
শাস্ত্র পূর্ব করিব। ৯৬

দ্বত্থং সা ভয়বাণীশ্চ লব্ধা পণ্ডিত বর্য্যত: ।

প্রতিষ্ঠোদযোগপূর্বাণ সমারম্ভে যথাবিধি ॥ ৯৩

দ্বিপট্ শত দ্বিপট্ঠিমে সালে জ্যৈষ্ঠে রাকাত্যৌ ।

শ্রীল রামকুমার: স স্মার্ত্তাচার্য্য শ্রীরোমণি: ॥ ৯৩

শ্রীমূর্ত্তে ভবতারিণ্য: শ্রীরাধাবল্লভস্য চ ।

প্রতিষ্ঠাং ক্রাংয়ামাস বিদ্বদিম ব্রাহ্মণৈ: সহ ॥ ৯৪

তস্মিন্ পুণ্য দিনে রাজ্যে কলপপাদপবত্ সদা ।

প্রার্থিণাং প্রার্থনা পূর্ত্তায়াসীদাতাবলির্য্যচা ॥ ১০০

Every thing was arranged according to rules and the foundation ceremonies of the images of Goddess Bhabatarini and Radha Vallava were performed by Ramkumar with the assistance of many able and learned pandits. Rani gave away freely on that day whatever was asked of her.

॥ 97 to 100 ॥

বন্দ্যবাদ :—

রামকুমারের এইরূপ অভয়বাণী লাভ করিয়া যথ্যশাস্ত্র অব্যাদির
আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৯৭

মধ্যলীলায়া' ১ম: অ: ।

শ্রীচাঁচাঁদা শিরোননি রামকুমার পণ্ডিত রাণীর গুরু ও অগ্র
প্রাণ পণ্ডিত গণের সহিত ভবতাড়িণী কানী ও রাধাবল্লভ বিগ্রহের
প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন । ৯৮৯৯

সেই অতিপবিত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে রাণীরামনি দানবীর দৈত্যপতি
বলিরাজের মত প্রার্থীগণের প্রার্থনাপূরণ করতরুর মত অকাতরে
আনন্দের সহিত দানযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন । । ১০০

কাশী কাশী নবদ্বীপ শ্রীহট্ট চট্টলাদিত: ।

কলিঙ্গ কান্যকুব্জাদি বিক্রমপুরত স্মৃতা ॥ ১০১

পদ্মগতাধিকা স্তত্র পণ্ডিতা: সুসমাগতা: ।

পটবস্ত্র স্বর্ণমুদ্রা বৌদ্যস্য কলসানি চ ॥ ১০২

পণ্ডিতৈশ্চৈব দদৌ রাণী ছাত্রৈশ্চৈব যথাবিধি ।

তথাহুতাননাহুতান্ জনান্ বহুমহসুয: ॥ ১০৩

ব্যবহার্য্য বহু দ্রব্যদানেন পর্য্যতৌপযত্ ।

এবমলৌকিকী রাজয়া দানযজ্ঞ: স্বনুষ্ঠিত: ॥ ১০৪

Rani gave away costly clothes, gold coins and silver pots to five hundred pandits who hailed from Kasi, Kanchi and other places. Students were also given things adequately. Useful things were also distributed among thousands of invited and uninvited persons. ॥ 101 to 104 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এবং যথা বিধি নিমন্ত্রিত হইয়া নবদ্বীপ বিক্রমপুর শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম
কাশী কাশী বর্গাট ও কান্যকুব্জাদি দেশ হইতে প্রায় পঞ্চ শতাব্দিক

মণ্ডলীনায়াং ২য়ঃ অঃ ।

পণ্ডিত রানী রাসমণির দেবতা প্রতিষ্ঠা দিবসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রানীর প্রদত্ত রৌপ্য কনক স্বর্ণ মুদ্রা ও পট্ট বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১০১।১০২

পণ্ডিত বর্গের ছাত্র ভৃত্য এবং আহুত অনাহুত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে রৌপ্য মুদ্রা ও ব্যবহার্য বস্ত্রদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এই রূপভাবে রানীর আলৌকিক দান যজ্ঞ হৃদয়ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল । ১০৩।১০৪

তথা ভোজন যজ্ঞস্তু পূর্ব্বং যঃ সৃষ্টুঃ কাল্কিতঃ ।

তত্ পুৰ্ণং তথা ভূতং রাস্ত্রানন্দ বিবৰ্দ্ধকং ॥ ১০৫

দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দৈরসংখ্যৈঃ পরিচারকৈঃ ।

সুখরোক্তমত্যন্তং বিশালং মন্দিরাঙ্গনম্ ॥ ১০৬

অহোরাত্রং ন জানন্তি ভোজনার্থং সমুৎসুকাঃ ।

স্বপাক্রাণ্ড দরিদ্রাণ্য গ্রাম্যাণ্য বিবিধা জনাঃ ॥ ১০৭

দেবালয় বিনির্মাণে তত্পতিষ্ঠাটিকর্ম্মণি ।

মানন্দং ব্যযিতা রাজ্ঞো মুদ্রা হি নবলচক্যাঃ ॥ ১০৮

That long expected ceremony of feeding bramhins with cooked rice also took place on that day to the great joy of Rani. The feast with all its din and bustle continued day and night. Rani spent nine lakhs of money for the building and foundation of the temples. ॥ 105 to 108 ॥

বদান্তবাদঃ—

এবং পূর্বের রানী যে ভোজন যজ্ঞকাননা করিয়াছিলেন মন্দির

मध्यर्त्तान्नायां १मः अः ।

দ্বার্তাচার্য্য শিরোনামি রামকুমার পণ্ডিত রাষ্ট্রীয় গুরু ও অত্যন্ত জ্ঞানগণ পণ্ডিত গণের সহিত ভবভারিষ্ট কালী ও রামাবনত বিদ্রোহের প্রতিষ্ঠা করাইচ্ছিলেন। ১৮৮২

সেই অতিপবিত্র ঐতিহ্য দিবসে রাষ্ট্রাঙ্গননি পানবীর শৈল্যপতি
বলিহাজের মত আর্থিগণের প্রাধনাগরণ কহতকর মত অকাহরে
আনন্দের সহিত পানবজ্ঞ মনপান করিয়াছিলেন। ১ ১০০

कायो काश्चो नवदीप श्रीदृष्ट चहनादितः ।

कलिङ्ग कान्यकुब्जादि विक्रमपुरतः श्लाघा ॥ १०१

पञ्चगताधिका स्नातृ पंडिताः सुनमागताः ।

पट्टवशा स्पर्धेमडा रौप्यस्य कम्भानि च ॥ १०२

पङ्क्तिभ्यो ददौ राज्ञी द्वायेभ्योऽपि यथाविधि ।

तथाहतामगाहतान् जनान् यदुमहम्याः ॥ १२३

पुनश्चैव विदुः सत्यं तद्वदन्ति ।

एवमभ्योक्तिकी राज्ञः दानवतः रश्मिस्तः ॥ १०४

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

পণ্ডিত রাণী রাসমণির দেবতা প্রতিষ্ঠা দিবসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাণীর প্রদত্ত রৌপ্য কনক সুবর্ণ মুদ্রাও পট্ট বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১০১।১০২

পণ্ডিত বর্গের ছাত্র ভৃত্য এবং আহুত অনাহুত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বৌপা মুদ্রা ও ব্যবহার্য বস্ত্রদানে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন এই কপভাবে রাণীর আলৌকিক দান যজ্ঞ সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল । ১০৩।১০৪

তথা ভোজন যজ্ঞস্তু পূর্বং য: সৃষ্টু দাব্ধিত: ।
 তত্ পরণং তথা ভূতং রাজ্ঞানন্দ বিবর্দ্ধকং ॥ ১০৫
 দীযতাং ভুজ্যতাং শব্দৈরসংখ্যৈ: পরিচারকৈ: ।
 সুখরাজতমল্যন্তং বিশালং মন্দিরাঙ্কনম্ ॥ ১০৬
 অহোরাত্রং ন জানন্তি ভোজনার্থং সমুত্সুকা: ।
 স্বপাকাংश्च दरिद्रांश्च ग्राम्याश्च विविधा जना: ॥ ১০৭
 দেবালয় বিনির্ম্মাণে তত্ প্রতিষ্ঠাট্ কৰ্ম্মণি ।
 সানন্দং ব্যয়িতা রাজ্ঞো মুদ্রা হি নবলচ্চকা: ॥ ১০৮

That long expected ceremony of feeding bramhins with cooked rice also took place on that day to the great joy of Rani. The feast with all its din and bustle continued day and night. Rani spent nine lakhs of money for the building and fundation of the temples. ॥ 105 to 108 ॥

বদ্রানুবাদ :-

এবং পূর্বের রাণী যে ভোজন যজ্ঞকামনা করিয়াছিলেন মন্দির

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ ।

আর্জীচাৰ্য্য শিরোমনি রামকৃষ্ণ পণ্ডিত রাণীর গুরু ও অগ্র
জ্ঞান পণ্ডিত গণের সহিত ভবতান্ধিনী কানী ও ব্রাহ্মবল্লভ বিগ্রহের
প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন । ৯৮৯৯

সেই অতিপবিত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে রাণীরামনি দানবীর দৈত্যপতি
বলিরাষের মত আৰ্হিগণের প্রাৰ্থনাপূরণ কল্পতরুর মত অকাতরে
আনন্দের সহিত দানযজ্ঞ সমপান করিয়াছিলেন । ১ ১০০

কামী কাঞ্চী নবদ্বীপ গৌড় চত্বলাদিতঃ ।

কলিঙ্গ কান্যকুব্জাদি বিক্রমপুরে স্থত্যা ॥ ১০১

যজ্ঞশতাধিকা স্তোত্র পণ্ডিতাঃ সুমমাগতাঃ ।

যদ্বক্স স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যস্ব কলসানি চ ॥ ১০২

পণ্ডিতৈৰ্যো দদৌ রাণী স্ত্রীভ্যোঽপি যথাবিধি ।

তদাঙ্কতাননাঙ্কতান্ জনান্ বহুমহসুযাঃ ॥ ১০৩

অযচ্ছার্য্য বহু দ্রব্যদানৈন পর্য্যতৌপযত্ ।

এবমলৌকিকী রাজ্যা দানযজ্ঞঃ স্বনুষ্ঠিতঃ ॥ ১০৪

Rani gave away costly clothes, gold coins and silver pots to five hundred pandits who hailed from Kasi, Kanchi and other places. Students were also given things adequately. Useful things were also distributed among thousands of invited and uninvited persons. ॥ 101 to 104 ॥

বদ্রানুবাদ :—

এবং যথা বিধি নিমন্ত্রিত হইয়া নবদ্বীপ বিক্রমপুর ত্রিহট্ট চত্বদান
কাঞ্চী কাঞ্চী কর্ণাট ও কাঞ্চীকুজাদি দেশ হইতে আশ্রয় লব্ধ শতাবধি

মণ্ডলীলায়াং ২য় অঃ ।

পণ্ডিত রাণী রাসমণির দেবতা প্রতিষ্ঠা দিবসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাণীর প্রদত্ত রৌপ্য কলস স্বর্ণ নুত্রে ও পট বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১০১।১০২

পণ্ডিত বর্গের ছাত্র ভৃত্য এবং আহূত অনাহূত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে রৌপ্য নুত্রে ও ব্যবহার্য্য বস্ত্রদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এই রূপভাবে রাণীর আলৌকিক দান যজ্ঞ স্থলরূপে স্থম্পন্ন হইয়াছিল । ১০৩।১০৪

তথা ভোজন যজ্ঞস্তু পূৰ্ব্বং যঃ সুপ্ৰ, দাঙ্কিতঃ ।

তত্ পরং তথা ভূত' রাজ্ঞানন্দ বিবৰ্দ্ধক' ॥ ১০৫

দীযতাং ভুজ্যতাং শৃঙ্গৈরসংখ্যৈঃ পরিচারকৈঃ ।

সুখরোক্ততমত্বন্ত' বিশাল' মন্দিরাঙ্গনম্ ॥ ১০৬

অহোরাত্র' ন জানন্তি ভোজনার্থ' সমুত্সুকাঃ ।

স্বপাকাং দরিদ্রাং গ্রাম্যাং বিবিধা জনাঃ ॥ ১০৭

দেবালয়' বিনিৰ্ম্মাণে তত্প্রতিষ্ঠাতি কৰ্ম্মণি ।

সানন্দ' ব্যযিতা রাজ্ঞো মুদ্রা' হি নবলচকাঃ ॥ ১০৮

That long expected ceremony of feeding bramhins with cooked rice also took place on that day to the great joy of Rani. The feast with all its din and bustle continued day and night. Rani spent nine lakhs of money for the building and fundation of the temples. ॥ 105 to 108 ॥

বদ্যানুবাদ :-

এবং পূর্বের রাণী যে ভোজন যজ্ঞকামনা করিয়াছিলেন মন্দির

মধ্যলীলায়াঃ ২য় অঃ ।

অতিষ্ঠা দিবসে রাণীর আনন্দ বর্ধক সেই ভোজন যজ্ঞে সম্পূর্ণরূপে সমাধা হইয়াছিল । ১০৫

প্রায় সহস্র পরিচারকবর্গ আন দাও নাও খাও ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বিরাট মন্দির প্রাঙ্গন তুলনামূলক যুক্ত করিয়াছিল গ্রামবাসী নরনারী দরিদ্র ও চণ্ডালাদি বিবিধ । ১০৬

ব্যক্তির ভোজনে ব্যাপৃত থাকায় কর্মচারীগণের পরিচারক বর্গের দিবাভাগে কিছুই জ্ঞান ছিল না । ১০৭

দেবালয় নির্মাণে এবং দেবতা সকলের অতিষ্ঠাদি কার্যে রাণী অকাতরে নব লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন । ১০৮

তথা ত্রিলক্ষ মুদ্রাभिः क्रीता या भूमिरुत्तमा॥

देवसेवासुरचार्यं देवताभ्यः समर्पयत् ॥ १०८

एवं श्रीभक्तारिण्याः स्वेष्टदेव्या यथाविधि ।

प्रतिष्ठा सुकृता राज्ञ्याः स्वप्नः सत्योद्भूतदा ॥ ११०

इति श्रीभक्तितोयं विरचितं श्रीশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং রাজ্ঞ্যা রাসমথোঃ সাচাৎদ্রপূর্ণায়া আদেশতঃ শ্রীমন্দির
প্রতিষ্ঠাদি রূপে মধ্য লীলায়া দ্বিতীযোচ্চাধ্যঃ সমাপ্তঃ ॥ অঃ ২

She purchased also landed property worth three lakhs and dedicated it to the service of the gods. Thus the dream of Rani was translated into reality when the foundation ceremony of Goddess Bhabatarini was completed.

Here ends the second chapter of Madhyahila in the Sri Ramakrishna Bhagabatam narrating the incidents leading to the foundation of temples at Dakshineswar.

মধ্যলীলায়াং ইয়ঃ অঃ ।

বঙ্গানুবাদঃ—

পরন্তু আরও তিনজনক মুজা ক্রীত ভূসম্পত্তি দেবতাগণের সেবার জন্য দেবোত্তর করিয়াছিলেন । ১০৯

এই রূপে নিজ ইষ্টদেবী ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠাদিকার্য্য যথাশাস্ত্র সম্পাদন হইলে সেইদিন রাণীর স্বপ্নাদেশ সত্যে পরিণত হইয়াছিল । ১১০

রাণী রামগণির কান্ধী ক্ষেত্রে গমন সময়ে দক্ষিনেশ্বরে স্বপ্নাদেশ বশতঃ কান্ধী না যাইয়া দক্ষিনেশ্বরে মন্দির নির্মাণ ভবতারিণী প্রভৃতি দেবতাগণের প্রতিষ্ঠাদি রামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্য লীলার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলাইল । মধ্য ২য় সমাপ্ত ।

মধ্যলীলায়াং ইয়ঃ অঃ ।

অপূৰ্ণং দেবালয় মন্দিরান্তরে শ্রীবিষ্ণু, কালীশিবসন্নিধানাৎ ।
 শাক্তাস্তথাবৈষ্ণবরুদ্রভক্তাঃ সৰ্ব্বং কৃতার্থাঃ সমুপাগতা য়ে ॥ ১
 বারাণসী চৈত্র গতির্যদা স্যাৎ স্বপ্নোন্মপূর্ণা নিজসেবনর্থং ।
 তথাপিদেশৈব সুশান্তিদাতা গান্ধী কৃপাবিন্দু বিসর্জনায ॥ ২
 স্বপ্নোদ্য সত্যঃ স চ দিব্যদর্শনং সত্যঞ্চ রাজ্যং বহুপুণ্যসম্বয়াৎ ।
 তপঃ সুসিদ্ধং বিমনং সুকীর্ত্তিজং বমুখ বঙ্গীয় জনস্য গৌরবং ॥ ৩
 রুদ্রাঙ্গস্তত্র গদাধরো মহানত্যন্ত লিতোঽপি মহামহোৎসবে ।
 স্বাঙ্গার নিষ্ঠা পরিরক্ষণার্থমুপীয্য সায পথি ভৃষ্টতপ্তুলান্ ॥ ৪

Due to the presence of the images of Vishnu Kali, Shiva in the temples close to one another, the Vaishnavas the Shaktas and the Shaivas would come to meet together. What Goddess Annapurna had expressed to Rani in her dream on her way to Varanasi, had now been fulfilled and the achi-

মধ্যলীলায়াং ইয়: অ: ।

eventment of Rani brought glory to her country and country men. Even though Godadhar had been working hard all day long with his elder brother in that great festival, he observed fasting till evening. ॥ 1 to 4 ॥

বদানুবাদ :-

মহারানী রাসমণির অভূতপূর্ব দেবতা সকলের মন্দির মধ্যে কালী মূর্তি, রাধাকৃষ্ণ মূর্তি ও শিব মূর্তির অধিষ্ঠান বশতঃ শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণবাদি ভক্তবৃন্দের মধ্যে যে কোনও ভক্ত মন্দির মধ্যে আসিবেন তিনিই কৃতার্থ হইবেন ।১

ঐহিক পারত্রিক শান্তিদাত্রী মা অমপূর্ণা রাণীর বারাণসী ক্ষেত্র গমন সময়ে স্বপ্ন সময়ে নিজ সেবার জন্য রাণীর প্রতি কৃপা বিতরণার্থে বাহা আদেশ করিয়াছিলেন ।২

আজ রাণীর বহু পুণ্য সঞ্চয়ের ফলে পূর্বোক্ত স্বপ্ন ও দিব্য দর্শন সত্যে পরিণত হইল । অগ্নি রাণীর সাধনার ফল সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং রাণীর অত্যাচ্ছ হৃকীর্তি বঙ্গীয় জনগণের খাবচ্ছদ্রদিব্যকর চিরকালের জন্য অত্যাচ্ছ পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া রহিল ।৩

সেইদিন গদাধর জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত রাণীর মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে অত্যন্ত লিপ্ত হইলেও নিজ ভোজন বিষয়ে নিষ্ঠা রক্ষার জন্য সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সন্ধ্যার সময়ে ।৪

স্বাদন্ স লভ্যান্ কলিভির্বরারটকৈ: সানন্দচিত্তেন পদব্রজেন ।

ভূয়ো'পি তং পাঠম্ভহং সমেত্য সুত্বেন নিদ্রাং গনবান্ মহাত্মা ॥ ৫

প্ৰাত: পরৈদ্যু:স্বপ্নে চ গতি শ্রীমান্ গদাধর: ।

গচ্ছনু পথি: পুন: পরাং সন্দেয়ায়াগ্নজস্য চ ॥ ৬

মধ্যলোলায়াঃ শ্যঃ অঃ ।

দক্ষিণেশ্বরমাগত্য জ্ঞাতবানিতি নিশ্চিতম্ ॥ ।

পুনর্ভামাপুংকরিণ্যা যতুচ্যাত্তাং সমাশ্রজঃ ॥ ৩

অধ্যাপনার্থং ছাত্রাণাং দেবসেবার্থমেব যা ।

ন কস্মিন্দ্রপি কালে তু প্রতিয়াস্যতি পণ্ডিতঃ ॥ ৮

He purchased some fried rice and began to eat it as he proceeded on foot to his residence in Jhamapukur. After he had slept there in the night, he again walked down to Dakshineswar next morning. Soon he realised that his elder brother would not come back to Jhamapukur to teach his pupils and to resume his holy services.

॥ 5 to 8 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

কয়েকটি কড়ি দিয়া মুড়ি লইয়া খাইতে খাইতে সানন্দ চিত্তে পদব্রজে গমন করিতে করিতে পুনর্ব্বার ঝামাপুকুরে রামকুমারের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া মহাপুরুষ গদাধর আনন্দ মনে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন ।৫

রাত্রি শেষে নিজা ভগ্ন হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের মনোভাব জানিবার জন্ত পুনর্ব্বার পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া নিশ্চিত ভাবে ইহাই জানিয়াছিলেন যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণের পড়াইবার জন্ত এবং দেব সেবা স্বার্থে পুনরায় কলিকাতায় কখনও যাইবেন না ।৬৭৮

রামায়হ্যহাতিশয়্যেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ।

আম্বতাবিণীদিব্য্যা পুঙ্কস্য যদে ব্রতী ॥ ৫

मध्यलीलायां इयं अः ।

भूत्वावैवाध्यापनञ्च करिष्यामौति तन्मतिः ।

ज्ञात्वेव मतिं विदुषो जातस्तत्र गदाधरः ॥ १०

एकान्तोऽग्रजमाह्वयं प्रीवाच ते मतिश्चमः ।

सञ्जातः स्वकुलाचारं स्वेच्छया नाशयिष्यति ॥ ११

ययं कौलीन्यं धर्मोपः प्रतिग्रहपराङ्मुखाः ।

इदृशाः ब्राह्मणाः सन्तोऽधमं शूद्रस्य पूजकाः ॥ १२

Ramkumar made up his mind to work as the priest of Goddess Bhavatarini in the temple of Dakshineswar and also carry on with his practice as teacher there. When Godadhar came to know of it, he became very sorry. He took his elder brother to a lonely place and said, "It is a matter of great regret that you now deliberately strike at the root of your family dignity and pedigree. We are the highest of bramhins in rank and cannot become so low as to serve the gods of the sudras.

॥ 9 to 12 ॥

मध्यलीलायां श्यः अः।

आमरा खडाव कुलीन यतएव आनादेर कोलीछ धर्म रक्षा
कराई वंशाशुभात्रे धर्म बनिया कथित श्य। आपनार पूर्वपूखगण
एवः आमरा अछावधि कथनओ काहारओ दान ग्रहण करि नाई।
एहेकप निर्ठावान जाकाव हठका अधम शुःअर देवतार सेवा करिव ?
१२

भविष्यामोधिगत्ताक' कुलं विद्यां बहुश्रुतं ।
सदाचार' क्रियादाद्य' वित्तलीभ विमुग्धना' ॥ १३
तदत्तं त्वज्यतामिप निघयः पाप निघयः ।
त्वाद्वधैः पण्डितैः क्वापि नैव विधमनुष्ठितम् ॥ १४
एवमुक्तीऽप्यतो धीमाद्वानाशास्त्रविशारदः ।
प्रोवाच पाप नो किञ्चिदत्र प्रपूजने सति ॥ १५
शूद्रान्नं शूद्रसम्पर्कं त्यजन्ति हि सुपण्डिताः ।
वदन्त्येव ब्राह्मणानां ऽर्म्मा यर्माप्रयोजकाः १६

Die on your family prestige, your scholarship
and fame and your religious habits and efficiency
Such greed for gold is surely a sin. No pandit
like you has ever done so" At this Ramkumar
replied, "In my doing services here. I have com-
mitted no sin. Learned pandits always avoid
rice offered by sudras. Such are the instructions
of the religious authorities. ॥ 13 to 16 ॥

মধ্যলীলায়াং ইয়ঃ অঃ ।

কর্মে প্রবৃত্তি অতএব আমাদের বংশ বিছা সদাচার শিক্ষা ও ক্রিয়া পটুতা প্রভৃতিকে দিক । এইরূপ পাপাধারিত পাপ বিষয় শীঘ্র পরিত্যাগ করুন । আপনার মত পণ্ডিত কেহ কখনও এরূপ দেব সেবা করেন নাই । ১৩।১৪

এইরূপ ভাবে গদাধর বলিলে বহুতর শাস্ত্র বিশারদ স্বামকুমার বলিয়াছিলেন পাপাশঙ্কা কিছুমাত্র নাই । এইস্থানে দেবদেবীর পূজা করিলে কিছুমাত্র দোষ নাই কারণ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন শূদ্রান বা শূদ্র সম্পর্ক বর্জনীয় । মন্দির বা দেবতা প্রতিষ্ঠা সময়ে রাণীর নাম গন্ধও ছিল না । ১৬।১৬

দেবদেবী মন্দিরাণা' প্রতিষ্ঠাটিককর্মসু ।

ন রান্নী নামগন্ধো'পি সঙ্কল্যসময়ে শ্রুতঃ ॥ ১৩

প্রতিষ্ঠায়াঃ পূর্বমেব দেবদেবী সুমন্দির' ।

দেবত্বমুবিমাগাঢ়ি গুণে তত্ সমর্পিতম্ ॥ ১৫

অতো দেবালয়ে রান্নয়া স্বত্ব' কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ।

অগ্ন্যজেনৈব মুক্কো'পি নানুজৈ নানুমোদিত' ॥ ১৬

এব' বিরুদ্ধমুভয়োর্ম্মত' জ্ঞাত্বা সুপণ্ডিতঃ ।

কনিষ্ঠ' প্রত্যুবাচাস্য সুমীমাংসা তদা ভবেত্ । ২০

Here, the name of the Rani was never uttered in the foundation ceremonies of the temples, because the right of ownership of the entire property attached with these temples, had already been duly passed on to the preceptor of the Rani. Hence the Rani has now no concern with any thing of these temples. But Gadadhar

মহ্যলীলায়া' ইয়: জ: ।

could not endorse the views of his elder brother. At last Ramkumar proposed the test of God's will according to the practice in vogue. । 17 to 20

বদান্তবাদ :-

মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই দেবদেবী মন্দির দেবোত্তর ভূম্পতি প্রভৃতি সমস্তই গুরুকে দান করিয়া দিয়াছেন। অতএব এই দেবালয়ে রাণীর কিছুমাত্র অধিকার নাই।

এইরূপভাবে রামকুমার গদাধরকে বলিলেও গদাধর সে কথায় সন্তুষ্ট হন নাই । ১৭।১৮।১৯

এইরূপ উভয়ের একমত না হইলে পণ্ডিত রামকুমার গদাধরকে বলিয়াছিলেন। আমাদের এ বিষয়ের সুসীমাংসা তখন হইবে । ২০

রঘুবীর' সমুদ্রিয় চক্ষ্মাক' কুলদৈবতম্ ।

ধর্মপত্র' করিষ্যামি পূর্বোচ্যায়ানুসারি চ ॥ ২১

জ্ঞাত্বা জনা: সমুত্তীর্ণা বমূবুর্গামসদৃশা ।

প্রাপ্স্যাম্যত্রয়দাদেগ' ধর্মপত্র পরোক্ষয়া ॥ ২২

তদহ' দৈবমাশ্রিত্য করিষ্যে পূজন' ধর্ম' ।

দৈবাগ্নে চ ন করিষ্যামি পূজনম্ ॥ ২৩

এষ' যথমাযমর্তী মানসেন মহদরো ।

লিখিত্বা ধর্ম' পত্রন্তী প্রচিপ্যকলমাস্তরে ॥ ২৪

Ramkumar said, 'This is the way by which people find the right thing in a doubtful issue. If I am favoured with divine orders I shall continue my services here either wise I shall leave this

মধ্যলোলায়া' ইয়: অ: ।

place." Thus the two brothers wrote the Dharma patras (holy writings) and placed them in a jar.

॥ 21 to 24 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

যখন আমরা পূর্ব পূর্ব পণ্ডিতগণের মত অর্থাৎ এইরূপ ভাবে
বহু বিষয়ে বহুতর পণ্ডিতগণ বর্জ্য স্থিতি করিতে না পারিয়া ধর্মশাস্ত্র
পরীক্ষা দ্বারা বিপদ মুক্ত হইয়াছেন। অতএব আমরাও পূর্বাচার্য-
গণের মতানুসারে কুলদেবতা রঘুবীরের উদ্দেশ্যে ধর্ম পত্র করিব
যদি সেই ধর্ম পত্রে নিষেধ বাক্য উঠে তবে পূজা করিব না আর যদি
আদেশ বাক্য উথিত হয় তবে পূজা করিব এইরূপ স্থির নিশ্চয়
করিয়া একটি কলসের মধ্যে পারিবে পারিবে না এইরূপ প্রায়
অসংখ্য পত্র লিখিয়া ১টি পঞ্চম বর্ষীয় বালককে সমাদর পূর্বক
ডাকিয়া ১২১. ২১২৩১২৪

যজ্ঞবর্ত্তমিত' বাল' সমাঙ্গ্যাদরৈণ বৈ ।

তিনৈবীত্যাপিত' ধর্ম'পত্র' কলস মধ্যত: ॥২৫

তত্র চৈবম্বিধ' বাস্তুস্থিত' রোমহর্ষণম্ ।

অত্র রামকুমারৈণ স্বাক্তি বিগ্রহাচ্চর্চনে ॥ ২৬

জগদ্ধাসি জনানাং বৈ মবিষ্যতি সুমঙ্গলম্ ।

তত্ পূর্বপুরুষা: সর্ব্ব স্বর্গে নৃত্যন্তি নিশ্চিত' ॥২৭

দৃষ্টা গদাধর: সুখী ধর্মপত্রস্য ভাষণম্ ॥

দ্বৈধমাবো গতস্তস্য পরমানন্দমাপ স: ॥ ২৮

Then a boy of five years was invited to take out a letter from inside the jar. When it was so done, it was found to read to the effect that if

মধ্যলীলায়াং ইয়ঃ অঃ ।

Ramkumar continued his services here, the people of the world would be benefitted by it, and their forefathers would dance in joy in Heaven. With this Gadadhar became free from all doubts and also very glad. ॥ 25 to 28 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

সেই স্থানে আসিয়া সেই বালকের দ্বারা কলসের মধ্য হইতে ধর্মপত্র উত্থাপিত করাইলে সেই ধর্ম পত্রে এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য বাক্য উক্তি হইয়াছিল যে এই দশিণেশ্বরে পণ্ডিত রামকুমার বিগ্রহ পূজা স্বীকার করিলে জগদ্বাসি জনসাধারণের অতীব মঙ্গল হইবে । ২৫।২৬

পরন্তু রামকুমারের পূর্বপুরুষগণ স্বর্গে আনন্দে নৃত্য করিবেন । ২৭
ধর্মপত্রের তাদৃশ উক্তি পাঠ করিয়া গদাধর স্তম্ভ হইয়াছিলেন ।
দ্বিধাভাব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন । ২৮

তतोऽयजः ग्राह गदाधरं मुदा शिवानयि पक्कमिदं शिवामृतैः ।

निवेदितं भागवतीयमोदनं सुखेन तत्तस्य कुरुव भोजनं ॥ २८

गदाधरस्तस्य सुयुक्तिपूर्णं वाक्यं निश्चयापि न साधु मेने ।

शूद्रापदत्तं भगवत् प्रसादं विशदमन्नं न भवेत् कदापि ॥ ३०

एवं स्वानुज सिद्धान्तं श्रुत्वा रामकुमारकः ।

उवाच शास्त्रीय वचः स्वसिद्धान्त पुरःसरम् ॥ ३१

गृह्यत्वा तर्हि महत्तं भोज्यं पद्मवटी गृहे ।

गङ्गातीरे रुद्धस्तेन पाकं सम्पाद्य यत्नतः ॥ ३२

Then Ramkumar asked Gadadhar to take cooked rice duly offered to the Goddess. But Gadadhar still held that rice offered by Sudras

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

could not be taken by Bramhins. So Ramkumar proposed to give Gadadhar rice with vegetables spices etc. for cooking them with his own hand in his cottage at panchabati. ॥ 29 to 31 ॥

বঙ্গানুবাদ:—

তৎপরে রামকুমার আনন্দের সহিত গদাধরকে বলিয়াছিলেন এই দেবালায়ে গদ্বাজলে পাক করা ভগবৎ প্রসাদীয় অন্ন তুমি স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতে পার ।২৯

গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সুযুক্তি পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহা উত্তম বাক্য বলিয়া গনে করিয়াছিলেন না । কারণ শূদ্র প্রসাদ ভগবৎ প্রসাদ কখনও বিস্তৃত হইতে পারে না ।৩০

এইরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের সিদ্ধান্ত শুনিয়া অবসিকান্ত শাস্ত্রীয় বাক্য বলিয়াছিলেন ।৩১

তাহা হইলে আমি তোমাকে যাহা তুৎলাদি ভোজনীয় জব্য দিব তাহা লইয়া গদ্বাজীয়ে পকণ্ঠী গৃহে যত্নপূর্বক নিজ হস্তে পাক করিয়া ।৩২

ভোজনং কুরু নিঃশঙ্কং পবিত্রান্নমসংযমম্ ।

গদ্বাজলৈঃ সুপক্কান্নং দেবতানাং সুদুর্লভম্ ॥ ২৯

এবং গদাধরোপি স্বীকৃতং শাস্ত্রম্ভাষিতম্ ।

ভক্তি বিশ্বামयो: চেত্ৰং সর্বথা সাধু সম্মতম্ ॥ ৩০

সমাশ্রিত: পঞ্চবটীং তত্র পঞ্চবটী তলে ।

তদ্দিনাবধি তত্রস্থোদ্যানি ভাগীরথী তটে ॥ ৩১

সর্বসন্তাপহারিণ্য গদ্বায়া রূপ মাধুরী ।

যোন্ত্য তস্যা: স্বরূপঞ্চ বিন্ধ্যামাস চিদৃঘন: ॥ ৩২

মধ্যলীলায়াং ২য় অঃ ।

All these combined together to make Dakshineswar as holy to Gadadhar as his own native place. In a very short time Gadadhar won over the hearts of the residents of the temples. Not to speak of others, even Rani and Mathuranath had great affection for him. He used to move in a thoughtful mood in the garden, the temples, Panchabati or on the bank of the Ganges.

॥ 41 to 44 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গদাধর দেবালয়ের জন সমূহের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন । ৪২

অন্য সাধারণ জন যে অভ্যস্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল এ বিষয়ে আর কি বলিব । মথুরানাথ ও রানী রাসমণির মন ও প্রায় গদাধরেই থাকিত । ৪৩

দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গঙ্গাतीরে ও পঞ্চবটীতে বিচরণ সময়ে চিন্তাযুক্ত ভাব গদগদ চিত্ত আকাশের প্রান্তভাগে চালিত দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত স্বার্থশূন্য নিব্বান বিষয়ক নির্জন প্রিয় নির্লিপ্ত সঙ্গরহিত শান্ত দান্ত দৃঢ় ভ্রত দিবান্তেও দীপহস্তে প্রচলিত । ৪৪।৪৫।৪৬

দিগন্তত্রোড় বিচিন্নদৃষ্টিমগ্নীয়ুতস্ত ত' ।

স্বার্থশূন্য' সৃষ্টদ্বাদ্বীন' বিশুদ্ধ' নির্জন প্রিয়' ॥ ৪৫

নির্লিপ্ত' সঙ্গরহিত' শান্ত' দান্ত' দৃঢ় ভ্রতম্ ।

দিবাপি দীপহস্তে প্রচলন্ত গদাধর' ॥ ৪৬

মধ্যলোলায়াং যঃ জঃ ।

দৃষ্ট্বৈব মথুরানাথো ভাবুকঃ তমলৌকিকঃ ।

প্রাহ শ্রীরামকুমারঃ ভ্রাতা যোগীশ্বরস্তথ ॥ ৪৩

কিন্ত্বস্মিন্ বয়সিস্বল্পে যোগিभावोऽशुभप्रदः ।

असौ कर्मणि लिप्तश्चेत्तदा श्रेयो भविष्यति ॥ ৪৫

On seeing Gadadhar keeping himself aloof from every thing Mathuranath advised Ramkumar to give Gadadhar some duties to be performed so that he would not go astray at this tender age.

॥ 45 to 48 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সকল অলৌকিক ভাবনা বিশেষ ভাবুক গদাধরকে দেখিয়া মথুরানাথ রামকুমার পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন আপনার জাতা যোগীশ্বর । ৪৩

কিন্তু এইরূপ অল্প বয়সে সন্ন্যাস ভাব ভাল নয় । অতএব ইনি যদি কর্মে লিপ্ত হন তবে আপনাদের তাহাতে মঙ্গলই হইবে । ৪৫

ममेच्छा भवतारिण्या वैश कार्यं हृते मति ।

ओदामोन्यमपास्तान्तुमवेदेव सुनिश्चितम् ॥ ৪৫

शुल्वं पण्डितस्तान्तु चिरकाङ्क्षित भाषणम् ।

गदाधरं समाह्वय देवागरेऽति निजने ॥ ৫০

उवाच परया प्रीत्या सुभद्रः भ्रातरं दचः ।

भ्रातृत्वयोजिते वित्ते सर्वपांसुखं भवेत् ॥ ৫১

कर्मैव हि दरिद्रानामभाय मोचने गति ।

अत एव कर्मकुशलो भवेति मम वासना । ৫২

মধ্যলোলায়া' হয: অ: ।

এবমুক্তাশ্রজ' নত্বা নীত্বা চরণজ' রজ: ।

পঞ্চবত্যা গৃহ' গত্বা তাত' স্মৃত্বা পুন:পুন: ॥ ৫৫

স্বাসত্যাগেন সুখ্যোঃহ' কিমথ সমুপস্থিত' ।

এবমুক্তা ততস্তত্র নি:শঙ্কমুপবিষ্টবান্ ॥ ৫৬

Gadadhar at once replied, "I am not capable of bringing such relief to you or any other. I shall not serve anybody but God." Saying this he took the dust from the feet of his elder brother and went to his cottage at the Panchabati. There he rested and felt relieved. ॥ 53 to 56 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমারের নিকটে এইরূপ কথা শুনিয়া অতুলনীয় স্বাধীন চেতা গদাধর তৎক্ষণাৎ অতি নম্রভাবে অগ্রজকে বলিয়াছিলেন । ৫৩

আপনাদের অথবা আমার যে কোন আত্মীয় স্বজনদের আমার নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্তিজনিত আনন্দ শান্তি অথবা বৈষয়িক সুখ শান্তির কোনরূপ আশা কিছুমাত্র নাই । আমি ভগবান ভিন্ন অস্ত্র কাহারও দাস হই করিব না । ৫৪

এই কথা বলিয়া অগ্রজকে নমস্কার পূর্বক তাঁহার পদধূলি লইয়া পঞ্চবটি গৃহে গমনপূর্বক পুন: পুনর্বার বাপের বাপ এইরূপ বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুস্থ হইয়াছিলেন । এবং বলিয়াছিলেন আমি আমার একি অবস্থা হইয়াছিল । এই বলিয়া সেই পঞ্চবটি গৃহে নির্ভয়ে নিদ্রিত হইয়াছিলেন । ৫৫/৫৬

মধ্যলীলায়াং শ্যঃ অঃ ।

গত্বা রামকুমারস্তু মথুরানাথসুপ্তবান্ ।
 ঈশ্বরস্যৈব দাসত্বং করিষ্যতি মমানুজঃ ॥ ৫৩
 তচ্চক্ৰ্ব্বা মথুরানাথঃ পরং বিস্ময়মাপ্তবান্ ।
 নিঃস্বেন নিরুপায়েন তরুণেন বিশেষতঃ ॥ ৫৮
 কিমেতদ্বাঙ্খিত পদং সন্ত্যক্তামবলীলয়া ।
 পরন্তু বিত্তনির্লোভ যুবক ব্রাহ্মণোপরি ॥ ৫৫
 শ্রদ্ধাধিক্যং মহজ্ঞাতং কর্ম্মণস্থ্যাগকাৰ্ণাত্ ।
 ক্রিন্ত্বেনাং কর্ম্মসংযুক্তং করিষ্যামীতি তন্মতিঃ ॥ ৬০
 কালানুকূলতামিব তস্যৌ তৎ কার্য্য সাধনে ।
 প্রতীচ্ছমানৌ মথুরানাথ স্তেপাং মহাসুহৃৎ ॥ ৬১

Ramkumar came back to Mathuranath and told him that Gadadhar was unwilling to serve anybody but God. Mathuranath became surprised to learn this. But he began to respect Gadadhar all the more for his ungreediness, and awaited an opportunity to engage him in some work.

॥ 57 to 61 ॥

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে রামকুমার মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন আমার জাত ভগবানেরই দাসত্ব করিবেন । ৫৭

মথুরানাথ রামকুমার পশুতের নিকটে এইরূপ কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন নিঃস্ব নিরুপায় তরুণ বালক ব্রাহ্মণ দ্বারা এইরূপ অভিলষিত পদ অবলীলাক্রমে পরিত্যক্ত হইল । ইহাতে মথুরানাথের নির্লোভ যুবক ব্রাহ্মণ গদাধরের প্রতি অগাঢ়

মণ্ডলীলায়া' ইয়: ম: ।

অঁকা সন্নিয়াছিল। এদং গদাধরকে আমি কৰ্ম্মলিপ্ত করিব এইরূপ ইচ্ছাও হইয়াছিল। ৫৮,৫৯।৬০

গদাধরাতির পরমবন্ধু মথুরানাথ উক্ত কার্যের সাধন সম্বন্ধে সময়ের অসুকূলতা অপেক্ষা করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। ৬১

তত: কতিপয়াহ:সু গতেষু ফাল আগত: ।

পিতুৰ্ভগিনী কন্যায়া হৈমাক্লিন্যা: স্তত স্তদা ॥ ৬২

যদা শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় সঙ্কট: ।

গদাধর ভাগিনেয় আগতী দক্ষিণেশ্বরে ॥ ৬৩

যস্যাসীত্ শেগবে পূৰ্ণ কামারপুকুরে মজান্ ।

অভিস্রুদয়ৌবন্ধুর্হৃদয়ৌ হৃদয়' যথা ॥ ৬৪

প্রায়োগ্যূনৈকবর্গন্তু হৃদয়: শ্রোগদাধরাৎ ।

তদা গদাধর বয় একবিংশতি বৎসরম্ ॥ ৬৫

গদাধর শ্রীহৃদয়' বিষ্টব্য হৃদয়ে সদা ।

অনন্দান্বুধিমগ্নৌভূতদিনাধি তস্য চ ॥ ৬৬

At last the much expected opportunity came when Sri Hridayram Mukhopadhyaya, the son of Gadadhar's aunt came to Dakshineswar. Gadadhar and Hridayram were very fast friends in their childhood at Kamarpukur. Hridayram was younger than Gadadhar by one year, the latter was then twenty one years of age. Their joy knew no bounds when they met together again at Dakshineswar.

॥ 62 to 66 ॥

মধ্যলীলায়াং ইয়ং অঃ ।

বঙ্গানুবাদ :-

অনন্তর কয়েকদিন মাত্র গত হইলেই শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছিল যে সময়ে গদাধরের নিম্নত ভগিনী হেমাদ্রিনীর পুত্র গদাধরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় কৰ্ম প্রাপ্তির আশায় আসিয়াছিলেন । ৬২৭৩

পূর্বে বাল্যকালে কানারপুকুরে ঠাকুরের প্রাণের তুল্য অভিন্ন হৃদয় হৃদয়রাম সর্বোত্তম বন্ধু ছিলেন । ৬৪

এই হৃদয়রাম গদাধরের অপেক্ষা একবৎসরের ছোট ছিলেন । সেই সময় গদাধরের বয়স ২১ বৎসর হইয়াছিল । ৬৫

ঠাকুর হৃদয়রামকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই দিন হতে আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন । ৬৬

দক্ষিণেশ্বরসংঘাসঃ সর্বদা দক্ষিণীঃমবত্ ।
 স্বসহায়ং মন্যমানো হৃদয়ং প্রাপ্য মাতুলঃ ॥ ৬৩
 যাত্রাতিঃ স্বস্য যচ্ছিন্নমন্তরাযাদিকঞ্চ যত্ ।
 তত্ সর্বং বিলয়ং প্রাপ্তং হৃদয়াগমমাশ্রিতঃ ॥ ৬৮
 হৃদয়োঽপি মহাত্মানং মাতুলং প্রাপ্য সর্বদা ।
 অমৃতপূর্বমানন্দং লেভে তত্ সঙ্গতঃ সুধোঃ ॥ ৬৯
 মহতঃ শ্রীমাতুলস্য জীবিতানুগত স্তদা ।
 অমণি ভোজনে স্নানে শয়নে খোপবেশনে ॥ ৭০
 সাসিধ্যসুখোঁজিত্যং বিচ্ছদৌ ন কথংন ।
 সঙ্গহীনো মুহূর্ত্তন্তু ন কৌপিস্যাতুমিচ্ছতি ॥ ৭১

From that day onwards they began to live very happily at Dakshineswar. All sense of dis-

মণ্ড্যনীলায়া' ইয়: অ:।

contentedness and uneasiness of Gadadhar vanished. Hridaya also became very glad and kept constant company with Gadadhar in walking, dining, bathing, sleeping and sitting. ॥ 67 to 71 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এবং সেই দিন হইতে গদাধরের মণ্ডিনেশ্বরের বাস বিশেষভাবে অশুকুল হইয়াছিল। এবং নিজের সংশয় ভেদবুদ্ধি ও বিদ্വാদি যাহা কিছু ছিল সেই সকল হৃদয়ের মণ্ডিনেশ্বর আগমন মাতেই দূরীভূত হইয়াছিল। ৬৭।৬৮

এবং মাতুল ভাগিনেরকে নিজের সহায়ক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পণ্ডিত হৃদয়রামও মহাত্মা মাতুলকে পাইয়া তাঁহার সঙ্গবশতঃ সর্বদা ভাবে অপূৰ্ব আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ৬৯

ভ্রমণে ভোজনে শয়নে বা উপবেশনে সর্বদা দুই জনের একত্র অবস্থান হইত। কখনও বিচ্ছেদ হইত না। এবং সঙ্গরহিত অবস্থায় মূৰ্ছকালও কেহ কোথায় থাকিতে পারিতেন না। ৭০।৭১

पाकद्वयं स्थाली पुष्पी फाष्ठादि तण्डुलानि च ।

मातुलस्य स्वपाकार्यं हृदयेन व्यवस्थितम् ॥ ७२ ॥

एवं स्वहस्त पाकाभोजनेऽपि कृते तदा ।

निष्ठा प्रावृत्यतः शान्तिं नाप नैष्ठিক ठाकुरः ॥ ७३ ॥

रात्रौ श्रीमवतारिण्याः प्रसादीयं प्रगृह्य सः ।

अश्रुभिः प्लावितो भूत्वा स्मृत्या तां जगदम्बिकां ॥ ७४ ॥

उवाच मां जगन्मातः कैवर्त्तान्नं प्रयच्छसि ।

एवमाहारनिष्ठायाः प्रावृत्यमभवत्तदा ॥ ७५ ॥

तद्দিনাবधि सुপ্রীতো যদল্লিহৃদয়াগমঃ ।

বমূব সৰ্ব্বকাৰ্য্যেণু সযত্নঃ স গদাধরঃ ॥ ৭৬

मध्यलीलायां इयः अः ।

Hriday used to make all arrangements for cooking meals of Gadadhar, even then Gadadhar felt very uneasy due to his strong sense of austerity. When in the night he would be given the offered food of Bhabatarini he would take it with tearful eyes and say, "Oh Mother of the universe why dost thou give the food of Kaivartas"? From the day Hridayram came to Dakshineswar, Gadadhar felt much pleased and found interest in all his activities.

॥ 72 to 76 ॥

बङ्गानुवादः—

मातुलैर रक्षन् अग्रे हाँड़ि डेनोन कार्ठ अग्नि चाउन उरकारि
प्रभृति समस्त अग्रेई हृदयराम व्यवस्था करितेन । ७२

ऐकरूप भावे ठाकुर निम्न हस्ते पाक करिया भोजन करिलेओ
निर्ठाधिक्य वशतः निर्ठावान पुक्य शान्ति पाईतेन ना । ७३

रात्रिकाले भवतारिनी कालीर प्रसाद लूचि उरकारिओ मिठाभादि
बहुते एवंग पूर्वक दुःखात्र प्रभावित हईया जगज्जननी कालिकाके
स्मरण करिया बलितेन हे जगन्मातः तूनि आनाके कैवर्तेर अन्न
खाओयाईतेछ । সেই সময় গদাধরের আহার নির্ঠার প্রাবল্য
এইরূপ হইয়াছিল । ৭৪।৭৫

যে দিন হৃদয় পকিগেথরে আসিয়াছিল সেই দিন হইতেই গদাধর
পন্ন শ্রীত হইয়া সর্বকার্যে সচেষ্ট হইয়াছিলেন । ৭৬

यन्नीयसी मातुलस्य हृदयोपरि सर्वतः ।

स्निग्धाधिक्यं मद्यज्जातं ज्ञातं तद्दृश्येन हि ॥ ७३

মধ্যলীলায়াং ইয়ঃ শ্রমঃ ।

এবং কমপি নোক্তা চ সহসৈবান্তরান্তরা ।
 গুণোঃসুখি ত্রিযামার্জ' কুত্র গাদাধরো স্থিতিঃ ॥ ৩৮
 ক্তেঃস্বৈবণে তত্র বুধৈরপি ন বুধ্যতে ।
 এবমঙ্গুরূপেণ দ্বাত্মগুণেষ কারণ' ॥ ৩৯
 ন চ বোদ্ধু' সমর্থঃ স হৃদয়ো বা পরোঃপি বা ।
 প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন সময়ে দেবমন্দির ॥ ৪০
 সেবাসাধ্যায় হৃদয়ে চ্যেষ্ঠস্য মাতুলস্য চ ।
 যতে ততত্চণে' যাতয়ান্তর্দান' গদাধরঃ ॥ ৪১

Gadadhar became very fond of Hridayram. It was also known to Hriday. For some two or three hours Gadadhar would disappear, and none could find him out. Even Hriday also could not know the reasons for such disappearance. When Hriday was gone to the temples in the morning, noon and evening to render some services, Gadadhar used to disappear. ॥ 77 to 81 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

কনিষ্ঠ মাতুল গদাধরের হৃদয়রামের উপর বিশেষ ভাবে স্নেহ হইয়াছিল। তাহা হৃদয়রামও জানিতে পারিয়াছিলেন। ৭৭

গদাধর মধ্যে মধ্যে কাহাকেও কিছু না বলিয়া ইচ্ছা প্রায় তিন চার ঘণ্টা অদৃশ্য হইতেন। এবিষয়ে অমুসন্ধান করিলে কোথায় গদাধর থাকিতেন তাহা বুঝিমানেরও বোধগম্য হইত না। এইরূপ গোপন ভাবে থাকিবার কারণ হৃদয়রামবা অশু কেহই জানিতে পারিতেন না। জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারের দেব সেবার সাহায্যার্থে

মধ্যলীলায়াং ইয়ঃ অঃ ।

প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নকালে জাগ্রাহু জময়ে দেব মন্দিরে হৃদয়গ্রাম
যাইলে গদাধর সেই জময়ে অলুধান হইতেন । ৭৮।৭৯।৮০।৮১

পুনঃ প্রত্যাগতে তত্র গতিং জিজ্ঞাসিতে সতি ।
দদৌ প্রত্যুত্তরং তেভ্যঃ স্থিতিরত্রৈবমামকৌ ॥ ৮২
ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ কৃষ্ণো ভাতি বৃন্দাবনান্তরে ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি ॥ ৮৩
তথা মে সর্বদা জ্ঞেয়া সস্থিতি দক্ষিণেশ্বরে ।
যত্র তত্র ন যাस्याমি সন্তজ্য দক্ষিণেশ্বরম্ ॥ ৮৪

इति भक्तितीर्थं विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां
संहितायां श्रीरामकुमार पण्डितस्य पूजकपदग्रहणान्तरं भागिनैयस्य
हृदयरामस्य दक्षिणेश्वरागमनात् भगवतो गदाधरस्योत्ल्लासरूप मध्य
लीलायास्त्वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

When Gadadhar was asked of his disappearance he would say that he had not been elsewhere, nor did he intend to go away from Dakshineswar just as Krishna would never go a step beyond Brindavana. ॥ 82 to 84 ॥

Here ends the third chapter of Madhya'ilā in Sri Ramkrishna Bhagabatam narrating the appointment of Ramkumar as the priest and Gadadhar's joy due to arrival of Hriday at Dakshineswar. ॥ 3 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পুনর্ব্বার সেইস্থানে গদাধর ফিরিয়া আসিলে আপনি কোথায়
যাইয়াছিলেন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগকে বলিতেন আমি
কোথাও যাই নাই এই বানেই ছিলাম । ৮২

মধ্যলীলায়াং ৪র্থঃ অঃ ।

নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনেই অবস্থান করেন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথাও কখনও এক পাও যান না । ৮৩

সেইরূপ এই দক্ষিণেশ্বরেই সর্বদাই আমার অবস্থিতি জানিবে দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনও কোথাও যাই না । ৮৪

এই মধ্য লীলার তৃতীয় অধ্যায়ে পণ্ডিত প্রবর রামকুমারের ভবতারিণী কালীর পূজক পদ গ্রহণ । তজ্জন্ত ঠাকুরের ক্ষোভ হইলে দৈবাদেশে শাস্তি । এবং হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের জন্ত ঠাকুরের উল্লাসাদি বলা হইল । মঃ ৩য়

মধ্যলীলায়াং ৪র্থঃ অঃ ।

কামারপুকুরে বাল্যে মূর্তি নির্মাণ যত্নতঃ ।

দেবতানাং বাক্ষ্য পূজাং বয়স্যৈবৈবমুদিতাঃ ॥ ১

হস্তবান্ বহুশস্ত্র হৃদয়েন গদাধরঃ ।

অত্রাপি হৃদয়ং প্রাপ্য বাল্যলীলোদিতা স্মৃতৌ ॥ ২

হৃদয়ং প্রাপ্যুবাচিদং মৃন্ময়ং শিববিগ্রহং ।

নির্মাণ্য পূজয়িত্বামি মম বাচ্ছাধুনোদিতা ॥ ৩

কামনান্তরং কার্যমুদিতং সাঙ্ঘচর্য্যতঃ ।

হৃদয়স্য স্যুতনেন গদ্বাগর্ভান্মৃদাচুতিঃ ॥ ৪

ততো গদাধরেণাশু শিবমূর্তিঃ বিনির্মিতা ।

দ্বিষ্য হৃদম দৃষ্টে শ্রীশঙ্করঃ সুহৃৎ শোভিতঃ ॥ ৫

Gadadhar had made images many times and worshipped them with the assistance of Hriday and others in Kamarpukur. Remembering those activities of his early boyhood, Gadadhar expressed his desire to make an image of Shiva for worship,

मध्यनीलायां ४र्थ अः ।

Hriday gathered the required earth from the bed of the Ganges. Gadadhar made a beautiful image of Shiva mounted on an ox. ॥ १ to ५ ।

ब्रह्मानुवाद :-

गदाधर बाल्याकाले कामादपुत्रुरे बह बाल्यबहु परिवेष्टित हईया बह देवतार मूर्ति गडिया बह्मवद् हृदयैर सहित पूजा करिया छिलेन । एही दक्षिणेश्वरे हृदयके पाईया सेही सकल बाल्य बीना मन मध्ये उदित हईले हृदयके बलियाछिलेन, मूर्तिका द्वारा शिव विग्रह गडिया पूजा करिव एहीरूप ईच्छा हईयाछे । १।२।३

सहायता वशतः ईच्छामात्रे कार्येण प्रकाश हृदयैर चेत्यग गद्गा गर्भ हईते मूर्तिका आनिने गदाधर तत्काले शिवमूर्ति निर्माण करियाछिलेन । अलौकिक बुद्धि पृष्ठे सुन्दर शिवमूर्ति शोभित ।

४।६

कोटिचन्द्र प्रतोकाशो देहो रजतसन्निभः ।
अपूर्वार्णकान्तिश्च विग्रहस्यपदा व्रज्योः ॥ ६
व्याघ्रचर्मोद्भूत कटिस्तुन्दिलःकणिसंयुतः ।
त्रिशूल उमरुध्याञ्च मण्डितोदत्तसव्ययोः ॥ ७
भालं चन्द्रार्दयुक्तञ्च वज्रोच्चमालयायुतं ।
जटाकुटसमायुक्तं नयनवितयान्वितं ॥ ८
भस्मलितं कालसर्पवेष्टितं सुभयङ्करैः ।
एवन्देवादिदेवैर्निर्माय स गदाधरः ॥ ९
पूजोपचारं संगृह्य भक्तिभावेन शङ्करं ।
स्वयं सम्पूजयामास रम्ये पञ्चवटीतले ॥ १०

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ ।

This image of Shiva had the lustre of innumerable moons and the feet had the hue of the rising sun. Shiva was clad with tiger's skin. His huge belly was girdled by a snake, He was holding Trisul in his right hand and Damaru (bugle) in his left. He was adorned with the half moon on his forehead, garland of akshas round his neck, matted hair on his head, three eyes, body besmeared with ashes and girdled with terrible poisonous snakes. Thus making the image Gadadhar worshipped it with great devotion at Panchabati.

॥ 6 to 10 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

সুবিমার্জিত রজত তুল্য দেহ কোটি চন্দ্র সদৃশ দেহকাস্তি—
বিগ্রহের দুইটি পাদপাশের অপূর্ব অকণ বর্ণ রঞ্জিত সুবিশাল উদর
সর্পবেষ্টিত বামহস্তে ত্রিশূল ও দক্ষিণ হস্তে ডমরু বিহ্বলিত ললাটে
অর্ধচন্দ্র বক্ষঃস্থলে রুদ্রাক্ষ মালা মস্তকে ছটাছুটা ত্রিনয়ন যুক্ত ভঙ্গ-
লিপ্ত অতি ভয়ঙ্কর কালসর্প বেষ্টিত এইরূপ ভাবে বৃষোপরি বিরাজিত
গদাধর শিবমূর্তি গঠন পূর্বক পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রমণীয়
পঞ্চবটী তলে স্বয়ং ভক্তিভাবে পূজার্থ্য আরম্ভ করিলেন ।

৬/৭/৮/৯/১০

यदृच्छया नतस्तत्र सेवकी मथुरो महान् ।

অপূর্ব শিবমূর্তি তাং তস্য পূজামনৌজিকী ॥ ১১

अर्चकस्य तन्मयतां दृष्ट्वा विस्मयमागतः ।

তদ্রাধিনৈব তদস্য হৃদয়ং স্পৃষ্টবান্ সুদা ॥ ১২

মধ্যলীনায়াং ধর্ম্যঃ অঃ ।

কুবৈষা প্রতিমা প্রাপ্তা কেন বা ঘটিতা বদ ।
 হৃদয়োঃ হুত্বলিমুত্তোল্য তন্তু তন্ময়তাং গতং ॥ ১৩
 দর্শয়িত্বোক্তম্বেন ঘটিতা শিব মূর্তিকা ।
 শ্রুত্বাতিবিস্ময়াবিষ্টো মথুরানাথ উক্তবান্ ॥ ১৪
 মহাচার্যস্যাবরজ এতাং ঘটয়িতুং চমঃ ।
 শ্রুত্বা সমম্ভ্রমম্বোক্তং হৃদয়েন তদৈব হি ॥ ১৫

Mathurnath happened to come to the spot and was astonished to see Gadadhar lost in divine mood. Mathuranath asked Hriday, "Where did you get this image from? who has made it?" Hriday pointed Gadadhar with his finger and said, "He has made it". Mathuranath was astonished to learn that the younger brother of the priest Ramkumar could make such an wonderful image. Hriday also said to him, ॥ 11 to 15 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এমন সময়ে হঠাৎ সেই পূজাশ্রমে ভক্ত মথুরানার্থ স্বয়ং আসিয়া ছিলেন। সেই অপূর্ব শিবমূর্তি পূজকের অসাধারণ পূজা ও ভক্ত্যভ্যাস দেখিয়া অতি বিস্মিত সহকারে সেইখানে অবস্থিত হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১১।১১

এই শিব বিগ্রহ কোথায় পাইলে। কেবা এই শিব মূর্তি গঠন করিয়াছেন। মথুর বাবু এইরূপ বলিলে হৃদয় অঙ্গুলি উত্তোলন পূর্বক পূজাকালে ভক্ত্যভ্যাস বিশিষ্ট গদাধরকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন ইনিই এই শিবমূর্তি গঠন করিয়াছেন। মথুরানাথ এই কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যবিত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন। ১৩।১৪

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ জাতা এইরূপ ভাবে দেবতা সকলের
মূর্তি গঠনে সমর্থ । এই কথা শুনিয়া হ্রদয় সমব্যক্তে তৎক্ষণাৎ
বলিয়াছিলেন । ১৫

অয়ন্তু সৰ্ব্বং দেবতা প্রতিমা ঘটনৈপটুঃ ।

পরন্তু ভগ্ন প্রতিমাং সন্ধ্যাতু সৰ্ব্বথা চমঃ ॥ ১৬

যবং যস্য গুণগ্রাম উভাভ্যাং পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

তস্য সমাধ্যবস্থা সা মথুরেণ সুললিতঃ ॥ ১৭

একদৃষ্টাতিমুগ্ধঃ স তদাত্মানং নিয়ম্য চ ।

প্রোবাচ হৃদয়ং শুভভাবেন বিনয়ান্বিতা ॥ ১৮

দাস্যসীমা পূজান্তে মে প্রতিমাং শুভলক্ষণাং ।

শ্রুত্বা তাং প্রার্থনাং সাধবী হৃদয়েনীররোক্ততম্ ॥ ১৯

পূজ্যাস্যাঃ পূজাবিরমে ততঃ সংলুপ্ত বিপদম্ ।

দদৌ মথুরানাথায় গত্বা তদ্বনং সুধীঃ ॥ ২০

He can not only prepare images of all gods and goddesses but also restore broken images to their original form of shape." While talking with Hriday, Mathuranath carefully watched the divine mood of Gadadhar who had lost all sense of physical reality. Mathuranath requested Hriday to let him have this image after the worship had been done. Hriday agreed and when the worship was done took it to the house of Mathuranath and duly handed it over to him. 16 to 20 ॥

বন্দানুবার :—

ইনি সর্বদেবতার মূর্তি ভাল রূপে গড়ে পাদেন পরন্তু ভগ্ন
বিশদেও পূর্ববৎ কঠিতে পাদেন । ১৬

মধ্যলীলার্য্য ষষ্ঠ অঃ ।

এইরূপ ভাবে ঠানুরের গুণগ্রাম হৃদয়ও মধুরানাথের আলোচিত হইতেছিল । সেই সময় গদাধরের নির্বিকল সনাধির অবস্থা মধুরানাথ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন । ১৭

তখন অত্যন্ত মুগ্ধ মধুরানাথ নিজেই সংযত করিয়া বিনীত ও শুদ্ধভাবে হৃদয়কে বলিয়াছিলেন । ১৮

আপনাদের পূজা শেষ হইলে এই শুভ লক্ষণ শিব বিগ্রহটি আমাকে দিবেন । হৃদয় মধুরানাথের এইরূপ উত্তম প্রার্থনা শুনিয়া প্রতিমাটি শিব বলিয়া স্বাকার করিয়াছিলেন । ১৯

তৎপরে বিগ্রহের পূজা শেষ হইলে হৃদয়রাম সেই শিব বিগ্রহটি লইয়া মধুরানাথের গৃহে গমন পূর্বক সমাপন পূর্ব মধুরানাথকে দিয়াছিলেন । ২০

মুগ্ধঃ শ্রীমদ্যুরানাথস্তান্মুক্তিঁ প্রাপ্য তত্চক্ষ্যাত্ ।
 যত্নদেব্যা স্টহং গত্বা তস্যে তাঁ সমদর্শয়ত্ ॥ ২১
 ভক্তিমতী তদা রান্নো বিশ্বামিহুপ্য দর্শনাত্ ।
 চমত্কৃতা মুক্তকণ্ঠ'চকার সুপ্রশংসন' ॥ ২২
 নির্মাতৃভগবদ্বাব' বিশিষ্ট সমবর্ণয়ত্ ।
 ওষাচ মদ্যুরানাথ এয' রাজ্ঞীঁ সসন্মতম' ॥ ২৩
 মহাচার্য্য' কনিষ্ঠেন সন্তপঃ শিববিগ্রহঃ ।
 ঘটতো'য' মহামায়াত্ সপ্রাণ ইব লক্ষ্যতে ॥ ২৪
 রাজ্ঞা গুণানুরাগিন্যাঃ শ্রীলগদাধরোপরি ।
 যজ্ঞপূর্ণ' মনস্তাস্থাঃ সজ্জাত' প্রথম' তদা ॥ ২৫

Mathuranath in great joy took it to his mother in-law. That pious lady highly praised the godly

মধ্যলীলায়া' ৪র্থ অঃ ।

virtues of its maker, and remarked that the image appeared to be infused with life. When she was told that the younger brother of Ramkumar had made it, she became full of regard for Gadadhar, for the first time. ॥ 21 to 25 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মুগ্ধ মথুরানাথ সেই শিবমূর্তিটি প্রাপ্তি মাত্রে শ্রদ্ধামাতা রাসমণির গৃহে যাইয়া তাঁহাকে সেই শিবমূর্তিটি দেখাইয়াছিলেন । ২১

ভক্তিমতী মহারাণী প্রতিমার সেই সর্বদা সুন্দর মূর্তি দর্শনে চমৎকৃত হইয়া মুগ্ধ কণ্ঠে গঠনকারীর প্রশংসা করিয়াছিলেন । ২২

পরন্তু নির্মাণকারীর ভগবদ্ভাব বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং মথুরানাথ সেই সময়ে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিয়াছিলেন ।

২৩

কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য এই সর্ব্ব শিব বিগ্রহ গঠন করিয়াছেন । এই বিগ্রহের মহাভাব বশতঃ জীবন্তের মত । ২৪

গুণাগুণাগিণী মহারাণী রাসমণির সেই দিন হইতে পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য গদাধরের উপর সর্ব্ব প্রথম শ্রদ্ধাপূর্ণ মন বিশেষ ভাবে উদিত হইয়াছিল । ২৫

ইতঃ প্রাঙ মথুরানাথো দেবালয় গদাধর' ।

কম্পেযুক্তাং কাংখিতুমামহাতিশয়ান্বিতঃ ॥ ২৬

তদুভায়মধুনা স্নাত্বা রাগো সানন্দমববোত ।

যদন্তনির্মিতা মূর্তি ভগবদ্ভাবমাবিকা ॥ ২৭

তদন্তাদন্তমূঢ়াঢ়ি গৃহীত্বা ভবতারিণী ।

সর্ব্বথা পৌতিমাগন্তা নিযিত্তি মতির্মম ॥ ২৮

মধ্যলীলায়াঃ ৪র্থ অঃ ।

অতঃ সন্তোষ কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য' নিযোজয় ।

বেশকার্য্যে জগন্নাথস্তুনে মে মঙ্গলং ভবেৎ ॥ ২৫

তত্পরেহি পরাক্তে তু হৃদয়েন গদাধরঃ ।

পঞ্চবত্যা ক্রীড়ে তিষ্ঠন্নাকুলো মথুরেণ হি ॥ ২৬

When Rani came to know that Mathuranath was eager to engage Gadadhar in the holy services, she gladly approved the appointment of Gadadhar as the dress maker of Bhabatarini, for she believed that by this appointment the Goddess would be pleased to bless her. Next day in the afternoon when Hriday and Gadadhar were at Panchavati, Mathuranath called for Gadadhar.

॥ 26 to 30 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ইহার পূর্বে গদাধরকে দেবালয়ে কর্ম্মনিপুণ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রাণী মথুরানাথের তরুণ ইচ্ছা জানিয়া আনন্দেব সহিত বলিয়াছিলেন। যাঁহার হস্ত নির্মিত বিগ্রহ ভগবানের স্বরূপের প্রকাশক তাঁহার হস্ত হইতে মা ভবতারিণী বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিয়া নিশ্চয় বিশেষ ভাবে প্রীতিলভ করিবেন। ইহাই আমার স্নগদ ধারণা। ২৬২৭।২৮

অতএব কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে সম্বলিত করিয়া তাঁহাকে জগদম্বার বেশ কার্য্যে নিযুক্ত কর। তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলই হইবে।

২৯

তৎপর দিবসে গদাধর অপরাহ্নে রূপের সহিত পঞ্চবটির উতানে

मध्यलीलायां ४४ अः ।

ये समये हिलेन । एतत् समये मधुरानाथ गदाधरके देखा करिवात्र
अथ अश्वरोध खानिहाराहिलेन । ८०

भृत्यं दृष्ट्वा सचकितं सगङ्गां प्राह ठाकुरः ।
यत् पूर्वं चिन्तितं मीढ्य तत् साक्षात् समुपस्थितं ॥ ३१
गच्छ भी हृदय त्वं हि यत्र नो परमप्यथा ।
तत्र नाहं गमिष्यामि मधुरानाथ सद्यनि ॥ ३२
मधुरानाथ सविधे गन्तुं धीमातुलस्य तां ।
कुण्ठां दृष्ट्वा हृदयेन जिघ्रासितो गदाधरः ॥ ३३
वशाचाप्यतिरुद्धेन फलं तत्र गतस्य मे ।
दासत्वं गदितं लोके तत्र मां योजयिष्यति ॥ ३४
शुत्वेव हृदयः प्राह को दोषस्तत्र मातुलः ।
ययन्तु ब्राह्मण्यस्मात् देव मेवैव नो गतिः ॥ ३५

Seeing the messenger before him Gadadhar felt very uneasy and said, "This is what I was expecting. Hriday you may go to serve the will of others. I am not going to the place of Mathuranath." When Hriday wanted to know the reasons for it, Gadadhar said, "If I go there, I shall be yoked with a service which is an abominable thing. At this Hriday said, "There is no harm in it. We are brahmins and holy services should be our occupation." ॥ 31 to 35 ॥

दशरुदावः—

कृताके लेखिता गदाधर अत्र, अत्र तीर हरेण रजिता हिलेन
पूर्व आदि दारा आदिहिलेन अत्र दारा बालार डेलद्विह हरेण ।

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ ।

ওরে হুহু তুই আজ সেখানে বা যেখানে আমাদের পরাধীন বৃত্তি
চাকুরি আছে । আমি সেই মথুরানাতথের গৃহে যাইব না । ৩২

পূজনীয় মাতুল মহাশয়ের মথুরানাতথের নিকটে গমন জ্ঞাত সেইরূপ
জ্যোতি দেবীরা হৃদয় মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলে গদাধর অতিকষ্টের
সহিত বলিয়াছিলেন । মথুরানাতথের নিকটে যাইবার ফল দাসত্ব
লাভ যাহা জগতে সর্বত্র নিন্দিত বলিয়া কথিত হয় । সেই দাসত্ব
কর্ম্ম আমাকে নিযুক্ত করিবে । ৩৩৩৪

মাতুলের কথা শুনিয়া হৃদয়রাম বলিয়াছিলেন হে মাতুল তাহাতে
দোষ কি ? আমরা জ্ঞানগণ আমাদের দেব সেবাষ্টে অবলম্বনীয় ।

৩৫

অত্র भागीरथी तीरे मङ्गती देवमन्दिरे ।
देवता परिचर्यायां सर्वथा मङ्गलं भवेत् ॥ ৩৫
ततो गदाधरेणীक मनिच्छा दास कर्माणि ।
परन्तु जगदम्बाया मणिमुक्तादि भूषणं ॥ ৩৬
मन्यस्व बहुशस्तेषां रक्षणमति दारुणम् ।
मादृशीन रत्नरत्ना न सम्भाव्या कदाचन ॥ ৩৭
मातुलेनैव सुक्तोऽपि हृदयः पुनरवधीत् ।
न कापि भयतां चिन्ता चिन्मय्या रत्नरक्षणे ॥ ৩৮
सदा पटुतराशक्तिरस्ति ते कृपया मम ।
भयत्सु कर्मन्तिषु सर्वदा नः सुखं भवेत् ॥ ৪০

"It will surely bring us great merit to render
holy services to the gods in these great temples
on the bank of the Ganges. Gadadhar replied,
"I do not like to be a servant. Moreover there

মণ্ডলীলায়া' ৪র্থ অঃ।

are valuable ornaments of the Goddess. It is not possible for me to keep them under proper care." Hriday promptly said, "you should not bother about the ornaments. I am competent enough to take proper care of them. We shall be glad if you enter into a service." ॥ 36 to 40 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এই ভাগীরথীতীরে মহৎ ব্যক্তির দেবালয়ে দেবসেবা করিলে ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল হইবে ইহা জ্ঞব সত্য। ৩৬

গদাধর বলিয়াছিলেন দাসত্ব কর্ষে আমার ইচ্ছা নাই। পরম দেবীর মনিসুতার অলঙ্কার বহুতর আছে। সেই সকল রত্ন রক্ষা অতি কষ্টম। বিশেষতঃ আমার মত লোকের রত্নরক্ষা কখনও সম্ভব হয় না। ৩৭।৫৮

গদাধর এইরূপ বলিলে স্বদয় পুনর্বার বলিয়াছিলেন। চিত্রগীর অলঙ্কারাদি দ্রব্য রক্ষণার্থে আপনাদের কোনরূপ চিন্তার কারণ নাই। আপনাদের কৃপায় আমার রত্নরক্ষা বিষয়ে দৃঢ়শক্তি অবশ্য বিদ্যমান আছে। আপনি কর্ষে লিপ্ত হইলে আমাদের অতিশয় আনন্দ হইবে। ৩৯।৪০

হৃদয়াগং হৃদয়াগং ত্বচ্ছ্রুত্বা বাঞ্চ্যমিষ্যারদঃ ।

প্রোবাচ হৃদয়ং প্রেক্ষ্য চৈদেবং সম্মতির্মম ॥ ৪১

সর্ব্বদাত্র যদি স্থিত্বা জগদম্বাবনং মহত্ ।

রচ্চিসি তদা বাধা নাস্তি মে কার্য্যসাধনে ॥ ৪২

হৃদয়াগমনচ্ছাত্র কৰ্ম্মণঃ প্রাপ্তি কাম্যয়া ।

অতঃ স্তন্মাতুলবচঃ শ্রুত্বা স নন্দিতোঃমবত্ ॥ ৪৩

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ ।

ততো মথুরানাথস্তু সঞ্চ' সমুপস্থিত' ।
গদাধর' দেবদেবী বেষকার্য্যে ন্যযোজয়ন্ ॥ ৪৪
তদ্দিনাবধি তত্রায়' বাচ্ছাকলপতরুঃ স্বয়' ।
ভক্তাভ্যোঃ পূরণার্থ' ভবতারিণী মন্দিরে ॥ ৪৫

On seeing the eagerness of Hriday to take up a job, Gadadhar said, "If you take the charge of the safe keeping of the ornaments I have no objection to do the job." Hriday came to Dakshineswar on the look-out for a job. So he was glad that Gadadhar agreed. Soon Mathuranath appointed Gadadhar to do the dress work of the gods. ॥ 41 to 45 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

বাক্য কুশল ঠাকুর হৃদয়ের এইকপ আগ্রহযুক্ত বাক্য শুনিয়া
গদাধর সহিত হৃদয়কে বলিয়াছিলেন। যদি এরূপ ভাবে কর্ম
করিতে হয় তাহাতে আমার সম্মতি আছে। ৪১

যদি তুমি দক্ষিণেশ্বরে সর্ব্বদা থাকিয়া দেবতার বহু মূলা রত্ন
লঙ্কারাদি রক্ষা কর তবে কর্ম করিতে কোন বাধা নাই। ৪২

হৃদয়ের কর্ম লাভের জন্যই দক্ষিণেশ্বরে আগমন। অতএব
মাতুলের সেইরূপ কথা শুনিয়া হৃদয়রাম আনন্দিত হইয়াছিলেন।

৪৩

অতঃপর গদাধর মথুরানাথের নিকটে উপস্থিত হইলে মথুরানাথ
গদাধরকে দেবদেবীর বেশকারীর কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৪৪

সেইদিন হইতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ভক্তগণের বাহা পূরণার্থে
ভবতারিণী মন্দিরে। ৪৫

मध्यलीलायां ४र्थ अः ।

साक्षाद् गदाधर इव वेशकार्येऽभवद्भूती ।
 हृदय स्तम्भातुल्योः साहाय्यार्थं नियोजितः ॥ ४६
 स्वेच्छा रामकुमारस्य तदेव पूर्णतां गता ।
 कनिष्ठस्य कर्मयोगात् किञ्चिद्विज्ञातमात्मया ॥ ४७
 निष्ठावत्या रासमणेर्नास्ति सेवाविरुद्धता ।
 श्रीभयतारिणी देव्या या सेवा तन्महोत्सवे ॥ ४८
 श्रीगोविन्दस्य तद्रूपं सेवाधिर्यं तदुत्सवे ।
 द्विपष्ठिदादगमते वर्षे जन्माष्टमो तिथौ ॥ ४९
 श्रीगोविन्दस्य तत् कृत्यं बाहुलेन समापितम् ।
 नन्दोत्सवे तत् परंऽह्नि सुहृद्देवमन्दिरे ॥ ५०

Hriday was also appointed to assist his two uncles in performing their services. By this appointment of his younger brother and the consequent income Ramkumar's desire was fulfilled. Rani had no differential attitude in rendering services to the gods of the temples. The services in the festival of Sri Govinda were rendered in the same scale as in the festival of Bhabatarini. In the Bengali year 1262, the grand Janmastami festival of Sri Govinda was duly performed. Next day in the Nandotsava festival when the spacious compound of the temples

॥ 46 to 50 ॥

वङ्गानुवादः—

अथ गदाधर तुल्य गदाधर वेशकारी गदे अतिष्ठित इहेयाहिलेन

মণ্ডলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

এরং হনুয়রাম ও ঘোষ্ঠ কনিষ্ঠ মাতৃগর্ভের সাহায্যার্থে দেব সেবা করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৪৬

কনিষ্ঠের কর্মলিপ্ত ও তজ্জন্ম কিছু অর্থাগন জনিত রামকুমারের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছিল। ৪৭

নিষ্ঠাবতী মহারাণীর দেব সেবা সম্বন্ধে কোনরূপ বৈষম্য ছিলনা ভবতারিণী কালিকার মহোৎসব সময়ে যেরূপ বিশেষ পূজা হইত সেইরূপ রাধাগোবিন্দের মহোৎসব বিশেষ ভাবে হইত। বাংলা সন ১২৬২ সালে অশ্বাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বিশেষ ভাবে সমাপ্ত হইলে তৎ পর দিবসে হুবৃহৎ দেবালয়ের প্রাঙ্গনে।

৪৮।৪৯।৫০

গীত নৃত্যাদিবাদিত্তে হৃদি সঙ্কীর্ণনাদিনা।

দক্ষিণেশ্বর পদ্মী মা গোকুলেন সমাভবত্ ॥ ৫১

হরিদ্রা দধি তৈলাদেঃ সৈপন্য পরস্পর'।

দেবোদ্যান' প্রাঙ্গনস্ত তথা মাগীরথী তট' ॥ ৫২

অমুহরিদ্রাতৈলাদি স্নাত্ত মাগীরথী জনম্।

সর্বত্র পীত বর্ণাভ' বিচ্ছিন্ন' দেবতাঙ্কন' ॥ ৫৩

মম্ব্যস্ত গোবিন্দ পূজা মম্ব্যস্ত ভোগমুত্তমম্।

দত্বা নাম্না সৈবমায়: পূজকী প্রাঙ্গণীতম: ॥ ৫৪

শ্রীরামা গয়নে ন্যম্য ততী গোবিন্দ বিপ্রহ'।

নীত্বা গম্বদনু সতৈবত্বাত্ গম্বলনাত্ পয়ি পাদযৌ: ॥ ৫৫

was resounded with dance, song and music the village of Dakshineswar appeared to have been transformed into Gokul at the appearance

মধ্যলীলায়াঃ ২য় অঃ ।

of Sri Krishna in the palace of Nanda. Due to throwing of yellow paste, oil and curd at one another the temple compound and the garden were all yellow and slippery. The bank as well as the water of the Ganges turned yellow. After performing mid-day worship, Kshetranath, the priest of Sri Govinda, took Sri Radha to her bed. Then as he was carrying Sri Govinda, he slipped on the oily floor. ॥ 51 to 55 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

নৃত্য গীত বাদ্য হরিসকীর্তনাদিতে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গী গোবুলে
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সদৃশ নন্দগোপের গৃহের মত হইয়াছিল । ৫১

হরিদ্রা দধি ও তৈলাদির পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্ষেপন বশতঃ
দক্ষিণেশ্বরের বাগান মন্দির প্রাঙ্গন গঙ্গার জল ও গঙ্গার তীর ভূমি
প্রভৃতি সর্বত্র স্নীতবর্ণ ও দেবালয় বিশেষ ভাবে পিচ্ছিল হইয়াছিল ।

৫২।৫৩

ক্ষেত্রনাথ নামক অত্যন্তম পূজক ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের
পূজা শেষ করিয়া মধ্যাহ্নে ভোগ দিয়া শ্রীমতী রাধাকে শয়ন দিয়া
তৎপরে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহকে দুইটি হস্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ পূর্বক যথা
স্রীতি বক্ষে লইয়া পূজাস্থান হইতে বহির্গত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গন
পূর্বরূপে পিচ্ছিল বশতঃ পদাশ্লন হইয়া । ৫৪।৫৫

শ্রীগোবিন্দী হস্তাভ্যুতঃ পতিনী ধরণীতলে ।

দ্রামাঘাতো বিগীর্ণো পতিনঃ পূজকোপি চ । ৫৬

মধ্যলীলায়াং ধ্যেয়ং অঃ ।

তদা সঙ্কীৰ্ত্তনরবঃ সহসা ক্লান্তাং গতাঃ ।
 দ্রুতং তত্রাগতৈঃ সৰ্ব্বৈর্জনৈঃ সুপরিপ্লবিতং ॥ ৫৩
 শ্রীগোবিন্দস্য চরণং দক্ষিণং ভগ্নতাং গতং ।
 মহান্ কীলাহ্ননো জাতো গোবিন্দ পাদভঙ্গতঃ ॥ ৫৪
 মথুরস্ব্যাক্তনাদাশ্চ রাজয়াঃ ক্রন্দন শব্দতঃ ।
 হাহারবো মহানাসী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ॥ ৫৫
 অর্থপ্রাপ্ত্যর্থতয়া ত্ব বিধেয়স্য বিনিয়মে ।
 শীঘ্রং মহানগর্যাশ্চৈবৈধপতং সৃষ্টদ্বীতম্ ॥ ৫৬

Sri Govinda fell from his hands. The priest also was wounded. Instantly the song and the dance stopped; and the people rushed to the spot and found that the right leg of Sri Govinda was broken. Shouts of lamentation spread all around. Mathuranath and Rani had no end of their tears. At once religious instructions as to what should be done were obtained from the pandits of the city. ॥ 56 to 60 ॥

বদান্তিবাৎ —:

বিগ্রহের সহিত ক্ষেত্রনাথ পতিত হইলে হস্তচূড় হইয়া
 ত্রীগোবিন্দ বিগ্রহও পতিত হইলেন পূজক আশ্রয় অত্যন্ত আশাত
 আশ হইয়া মুগ্ধিত হইয়াছিলেন । ৫৩

ভক্তগণ ঘটনা হইয়া নান্য হইল সঙ্কীৰ্ত্তনাদি সন্যস্ত বন্ধ হইয়াছিল ।
 মন্দিরস্থ জন সমূহ ঘটনাবলে ক্ষতভর বেগে আগমন করিয়া
 ত্রীগোবিন্দের ভান পাতি হইতেও বিচলিত হইয়াছে দেখিয়াছিল

મધ્યસીતાયાં ધર્મ અઃ ।

મથુરાનાથેર આર્થનાદે રાગેર રામમનિર જન્મન ક્ષનિતે—
મક્રિગેશ્વરેર મગિરે અતિશય શાશંકાર ક્ષનિ ઉચિત હશેચાહિન । ૬૦

એમત અવશ્યાય કિ કરા કર્તવા રેશર નિષ્કસેર જના રાગેર અર્થ
પ્રાપ્ત્યા વશતઃ ઉત્કળાં કલિકાતા મશનગરો હશેત વિધિગત
આનીત હશેચાહિન । ૬૦

સર્વઃ પણ્ડિત ધર્મ સ્તદેક મત્યેન ભાપિતં ।
ગદ્ગામધ્યે વિનિઃસિપ્ય ભગ્ન ગોવિન્દ વિપ્રહઃ ॥ ૬૧
અત્રાન્ય વિપ્રહઃ કથિત્ પ્રતિષ્ઠાપ્યો યથાવિધિ ।
દૃષ્ટૈષં પણ્ડિત મતં મથુરાનાથ સેવકઃ ॥ ૬૨
ક્ષયાર્યં નવ ગોવિન્દ મૂર્ત્યેષ્વિન્તાં દુરત્યયાં ।
પ્રાપ્ય તત્ત્વણ એવૈકં મૃત્યં પ્રેરિતવાન્ સ્વયં ॥ ૬૩
કાલેઽશ્વિન્ મથુરાનાથ મનમૌદં સમુત્થિતં ।
અત્રાસ્તિ ભગવત્તુલ્યો દિવ્યભાવો ગદાધરઃ ॥ ૬૪
ન સ પૃષ્ઠો મયા કિંચિદસ્તાં ગુરુ પરિસ્થિતૌ ।
વિપ્રહઃપરણે ભગ્ને મન્દિરે વહુ દૂરતઃ ॥ ૬૫

All the great pandits unanimously advised replacement of the broken image by another and throwing it into the water of the Ganges. Mathuranath sent one of his servants on the look-out for another image. Then it struck him that he had not asked any advice of Gadadhar in this grave situation. People had come from very far off places to discuss about this sad accident. But Gadadhar was not seen by him. ॥ 61 to 65 ॥

মধ্যলীলার্য ইয়: অঃ।

বদান্তবাদ :-

বিধি পত্রে সকল পণ্ডিতই একবাক্যে বলিয়াছেন যে ভগ্ন গোবিন্দ গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া অন্য একটি নূতন গোবিন্দ বিগ্রহ আনিয়া যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা কর্তব্য। মথুরা নাথ পণ্ডিত গণের এইরূপ মত শুনিয়া পুনর্ববার অন্য একটি গোবিন্দ মূর্তি সংগ্রহের জন্য অভ্যস্ত চিন্তিত হইয়া তৎক্ষণাৎ একটি ভূতাকৈ গোবিন্দ বিগ্রহের অঙ্গসন্ধানের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ৬১৬২১৬৩

এমত সময়ে মথুরা নাথের মনে হইল এখানে দিব্যভাব সম্পন্ন ভগবন্তুল্য কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য বিদ্যমান আছেন এইরূপ একটি গুরুতর ঘটনা ঘটিলেও তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। মন্দিরে বিগ্রহের চরণ ভগ্ন হইলে ধর্মপ্রাণ জনগণ বহুদূর হইতে। ৬৪১৬৫

ধর্মী প্রাণা জনা: সর্ব্বৈঃ প্যত্নাগত্যাতি দু:খিতা: ।
 যুক্তিতর্ক: সমাকীর্ণ: দ্বিগুণেশ্বর পত্ৰণ: ॥ ৬৬
 কিস্ত্বত্র ন সমায়াতো মহাপ্রানী গদাধর: ।
 एवं মথুরানাথস্য চিত্তমান্দোন্মিত: তদা ॥ ৬৭
 তথা পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন গোবিন্দ বিগ্রহ: ।
 গঙ্গা গর্ভে বিনি:শেষে মিচ্ছা তস্য ন জায়তে ॥ ৬৮
 দুঃখিন্তয়া শঙ্কয়া চ ব্যথয়া পীড়িতান্তর: ।
 বিচ্যুতৌ মথুরানাথৌ রাজরা: সাক্ষিণ্যমাগত: ॥ ৬৯
 সাতস্তুভ্য: নমস্কামি শৃণু মে পরম: বচ: ।
 সঙ্কটেঃস্মিন্ মহাঘোরি বৈগকারি মহাত্মন: ॥ ৭০

Mathuranath had not the heart to throw the broken image of Sri Govinda into the water of

the Ganges. With a mind agitated by anxiety fear and sorrow he came to Rani and said, "In this grave situation I have not yet asked for the opinion of the bramhin who is in charge of the dress work of the images of the temples. I don't find any harm in consulting him." || 66 to 70 ||

বঙ্গানুবাদ :—

এইস্থানে আসিয়া দুঃখিত হইয়া নানা প্রকার যুক্তি ওর্কদ্বারা দক্ষিণেশ্বর পমীর চতুর্দিকে চিন্তাঘটিত হইয়াছেন। ৬৬

কিন্তু ঘটনাতলে কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য আসেন নাই। এইরূপ ভাবে সেই সময় মথুরা নাথের মন চঞ্চল হইয়াছিল। ৬৭

এক পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন গোবিন্দ বিগ্রহ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। ৬৮

এইরূপ ভয়ে দুঃখে দুশ্চিন্তায় গীড়িতান্তকঃরণ বিক্লক মথুরা-নাথ মহারানীর নিকটে যাইয়াছিলেন। ৬৯

বলিলেন, হে মাতঃ আপনাকে নমস্কার করি। আমার একটি কথা শুনুন। এই ভয়ঙ্কর সঙ্কট সময়ে বেশকারী মহাত্মা কনিষ্ঠ ভট্টাচার্যের। ৭০

মতৌ জিহ্বাসিতায়াং নঃ কা হানি স্তান্ন জায়তী।

রাগ্নয়াপ্যুক্তমধুনৈব গত্বা তং পুচ্ছ যজ্ঞতঃ ॥ ৩১

প্রাপ্যাজ্ঞাং মথুরানাথঃ শ্রীগদাধরং দৃষ্টয়ি।

গত্বা পঞ্চবটী মধ্যৈ স্বরূপাভ্যন্তরে স্থিতং ॥ ৩২

भावभावित भाविश भावनासुविभावितं।

भावविष्टं तथास्तौ तदैव श्रीगदाधरं ॥ ৩৩

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ ।

শ্রাব্যামাস তদ্বার্তা গোবিন্দ পাদ ভক্তজা ।
পণ্ডিত প্রবরাণাম্ বিধান শাস্ত্র সম্মতম্ ॥ ৫৪
ভবতঃ কিং মতস্তত্র প্রকটী কুরু পাবন ।
শ্রুত্বৈব তত্চক্ষণাদতং ভাষুকেন সদুত্তরং ॥ ৫৫

Rani agreed with him. Mathuranath went to Panchavati to meet Gadadhar. There he found Gadadhar absorbed in deep thought. He duly informed Gadadhar of the incident and also the instructions of the pandits, and solicited the favour of his opinion. At once Gadadhar replied.

॥ 71 to 75 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মত জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতে আমাদের কতি কি ? রাণী বলিয়াছিলেন এখনই তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর । ৭১

মথুরানাথ রাণীর অমুমতি পাইয়া কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য গদাধরের দর্শনার্থে ঠাকুরের পঞ্চাশটি মধ্যে নিছ গৃহে ভক্তিলভ্য ভগবানের ভাবনা ছায়া বিভাবিত ভাবাবিষ্ট গদাধরকে দর্শন করিয়া এখনই গোবিন্দের পদ ভগ্নের বার্তা এবং এজন্য শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সমূহের শাস্ত্র সম্মত তাহাদের বিধান বলিয়াছিলেন । ৭২।৭৩।৭৪

এবং বলিলেন হে জগৎ পবিত্রকারী ভগবান আপনার এবিষয়ে মত কি তাহা প্রকাশ করিয়া আনাদিগকে কৃতার্থ ককন । ভাবুক গদাধর এইরূপ শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন । ৭৫

রাজ্ঞা জামাতৃষু গাঢ়ে কস্যচিৎ পাদে ভগ্ননি ।
 কিং তদীয়স্য পাদস্য চিকিৎসাং ন বিধায়তি ॥ ৩৬
 অথবা তং পরিত্যজ্য নূতনং ধরয়িষ্যতি ।
 তদ্রূপাংসাপি সা যাক্তা সুহৃদা শাস্ত্রসম্মতা ॥ ৩৭
 ভগ্নপাদং সুসন্ধ্যাতুং ব্যবস্থাং কুরু যত্নতঃ ।
 পূর্ব্বতুল্যো ভবেদেবঃ সুসংহিত যদে সতি ॥ ৩৮
 যত্নং তে যাটুগী পূজা বিগ্রহস্য তদাत्मিকা ।
 পূজাং নিত্যং প্রচলতু ন ত্যাগী বিদুষাম্মতঃ ॥ ৩৯
 एषः तेजो ह्यस्य वचः सष्टमध्यान्तमुत्तरः ।
 श्रुत्वा श्रीमथुरानाथः परं विस्मयमाप्तवान् ॥ ৪০

"If one of the sons-in-law of Rani happens to break his leg, will not Rani arrange for his medical treatment or will she bring in a new son-in-law to replace the broken one? This is a similar case. You arrange for repairs to the broken image. It will be as good as the original, and its worship will continue as usual. It should not be discarded." Mathuranath was greatly astonished to hear this reply which was so forceful, straight, clear and infallible. ॥ 76 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

দেখ রাণীর জামাতাগণের মধ্যে যদি কাহারও পা ভাঙিয়া যায় ।
 তবে কি সেই পায়ের চিকিৎসা করাইবে না অথবা সেই জামাতাকে
 পরিত্যাগপূর্ব্বক একটি নূতন জামাতাকে বরণ করিবেন । সেইরূপ
 এম্বলেও শাস্ত্র সম্মত মূর্ত্ত সিজাহু । ৭৬।৭৭

মধ্যলীলায়া' ৪র্থ অঃ ।

বিগ্রহের ভগ্ন চরণটি যাঁহাতে পূর্বের মত হয় সেইরূপ ভাবে সজ্জিত হইলে বা জোড়া লাগিলে দেবতা পূর্বের মতই হইবেন । ৭৮
উপস্থিত দেবতার উদ্দেশে যে ভাবে পূজা চলিতেছে সেই ভাবেই হউক । বিগ্রহ পরিত্যাগ করা উচিত নয় । ৭৯

এইরূপ স্মৃষ্টি তেজোদৃষ্ট অজ্ঞাত প্রভাতের বাক্য শ্রবণ করিয়া মথুরানাথ আশ্চর্য্যবিত হইয়াছিলেন । ৮০

অলৌকিক জনস্বাস্থ্যাদৃ গোবিন্দ বিম্বহঃ স্বয়ং ।

অস্বৈবোত্তরধা গো যাপ্যনেন প্রকটী ক্রতা ॥ ৮১

এব' মৌমা সাবাক্যেন রাজ্ঞী মথুর্যোস্তুদা ।

হৃদয়াভ্যন্তরে'পূর্ব্বে আনন্দঃ সুপ্রবাহিতঃ ।

এক বা'য়েন তবস্থা জনাঃ সর্ব্বে' গদাধর' ।

অমর্ত্ত' দেবতা' মত্বা ধন্যবাদ' দদুস্তদা ॥ ৮২

ভগ্নপাদ স'স্কারার্থ' রাজ্ঞী চিন্তান্বিতা যদা ।

তদা মথুরানাথেন রাজ্ঞ্যুক্তা মা ভয়' কুরু ॥ ৮৩

যৌগৌ বিধানদাতা তু স এব' স'স্করিষ্যতি ।

তদা গদাধরেনৈব গোবিন্দ বিম্বহস্য তু ।

Mathuranath felt that Sri Govinda himself had given out his own message through the mouth of Gadadhar. This decision of Gadadhar brought great satisfaction and joy to Rani and Mathuranath, and all those who heard it regarded Gadadhar as a God and highly thanked him. When Rani became worried with the thought of repair work, Mathuranath assured her that the adviser himself would carry out the work.

বদান্তুবান :-

এবং বলিয়াছিলেন স্বয়ং গোবিন্দ বিগ্রহই এই ভগবানের সদৃশ ব্যক্তির মুখারবিন্দ হইতে এই প্রেমের উত্তর ইহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করিলেন । ৮১

এই প্রকার মীমাংসা বাণ্য দ্বারা রানী 'এবং' মধুরানাতের হৃদয় মধ্যে অপূর্ব আনন্দ প্রবাহিত হইয়াছিল । ৮২

এবং দক্ষিণেশ্বর নিবাসী জনগণ ঠাকুরকে বৈবুষ্ঠের ভগবান বলে জ্ঞান করিয়া সকলে একবাক্যে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন । ৮৩

রানী গোবিন্দের ভগ্নাপদের সংস্কারের জন্য চিন্তাধিতা হইলে মধুরানাত রানীকে বলিয়াছিলেন ভয়ের কারণ নাই । ৮৩

যে মহাপুরুষ বিধান দিয়াছেন তিনি সংস্কার করিবেন । পরে ঠাকুর গোবিন্দের ভগ্ন চরণটি এইরূপভাবে জোড়া লাগাইয়া দিলেন যেন অভগ্ন সদৃশ হইয়াছিল । ৮৪ । ৮৬

ভগ্নং পাদস্য সন্ধানমভগ্নসাদৃশং কৃতং ।

তদ্বিনাশধি শ্রীরাধাগৌরিম্ পূজকৌভবত ॥ ৮৫

গদাধরঃ শ্রীমুদয়ৌ বেগকারি পদে ব্রতী ।

এবং কৰ্ম্মণি লিপ্তৌ তৌ পরমাং সুদমাপতু ॥ ৮৬

তত একস্মিন্দিবসে শ্রীগদাধর সাধকঃ ।

দংগমছাষিত্যা মূর্ত্তিঃ দর্শনস্য কুতুহলাত্ ॥ ৮৭

যরাহু নগরং গত্বা ততঃ প্রত্যাগতৌ যদা ।

পথি কথিতু সুসম্ভ্রান্তৌ রাজতুল্যৌ মহাধনৌ ॥ ৮৮

সাধক পূজকং দৃষ্ট্বা কৌতুহল সমুत्থিতঃ ।

পৃষ্টবান্ কিং রামনগৌরিম্ভৌ ভগ্নবিদগ্ধঃ । ৮৯

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ ।

Then Gadadhar carried out the repairs and restored the original condition of the image. From that day onwards Gadadhar was appointed as the worshipper of Sri Radha Govinda, and Hriday as the dresser. At this both of them were very glad to be so engaged in the holy services, Once Gadadhar had been to Baranagar to see the images of ten Mahavidya, i.e., ten different manifestations of the Mother of the universe. On his way back a certain rich man asked him, "Is Rasmoni's Govinda a broken image?" ॥ 86 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

সেইদিন হইতেই ঠাকুর রাধা গোবিন্দের পূজক হইয়াছিলেন এবং হৃদয়রাম বিগ্রহ সকলের বেশকারীর পদে অতী হইয়াছিলেন । এইরূপ ভাবে গদাধর ও হৃদয় ইহঁরা দুইজনে কৰ্ম্মলিপ্ত হইয়া উভয়ে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন । ৮৭

তৎপরে একদিন সাধক গদাধর কৌতুহল বশতঃ দশমহাবিচার স্তুতি দেখিবার জন্ত বরাহনগরে গিয়াছিলেন । এবং বরাহনগর হইতে প্রত্যাগমন সময়ে পথি মধ্যে কোন একটি রাজতুল্য সম্মানিত ব্যক্তি রাণী রাসমনির গোবিন্দের পূজক গদাধরকে দেখিয়া কৌতুহল পূর্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাণী রাসমনির গোবিন্দ বিগ্রহ কি ভগ্ন বিগ্রহ ? ৮৮ ৮৯ ৯০

সদাঃ প্রত্যুত্তরং দত্তং সাধকৈন সযুক্তিকং ।

মহতা মন্দবুদ্ধিত্বাদিধমত্র মজ্জলিপতং ॥ ৮৯

মধ্যলীলায়া' ৪র্থ অঃ।

অখণ্ড মণ্ডলাকারো বিগ্রহো ভগ্নবিগ্রহঃ।

এঃমন্ত্র প্রলাপোঃ্যং ন পণ্ডিত বচস্त्विति ॥ ৫২

শ্রুত্বৈষং স মহামানো চমৎকার প্রদোত্তর'।

তত্ পাঠৌ গিরসা চৃত্বা কৃপামিচ্ছা চকার হ ॥ ৫৩

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्ति तीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते
पारमहंस्यां संहितायां गदाधरस्य शिव पूजनं वैशकर्म्यं ग्रहणं
गोविन्द सेवादि रूपो मध्यलीलाया चतुर्थोऽध्यायः ॥

At once Gadadhar replied, "It is certainly due to your ignorance that you think so. Govinda is an undivided whole. How can his image be broken. The wise can never think so." On hearing this wonderful reply that rich man fell at his feet and begged his forgiveness.

Here ends the fourth chapter of Madhyalila in Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Bhaktitirtha narrating Gadadhar's worship of Siva acceptance of the job of a dresser, and services to Govinda.

বঙ্গানুবাদ:—

এইকথা শুনিয়া সাধক গদাধর তৎক্ষণাৎ যুক্তির সহিত প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন যে আপনি বুদ্ধিহীন বশতঃ এইরূপ বলিতেছেন অখণ্ড মণ্ডলাকার গোবিন্দ বিগ্রহের কি ভগ্ন বিগ্রহ হয়? এইরূপ ভাষা অজ্ঞদিগেরই হয় পণ্ডিতগণ অর্থাৎ, জ্ঞানীগণ এই ব্রকম বলেন নাই।

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ ।

সেই সন্তান জমিদার এইরূপ চমৎকারপ্রদ উত্তর শুনিয়া ঠাবুরের দুইটি পাদ পদ্ম মন্তকে ধারণ পূর্বক তাঁহার নিকটে কৃপাভিক্ষা করিয়াছিলেন । ৯৩

এই মঃ ৮র্থ অধ্যায়ে গদাধরের শিবপূজা বেশকারি পদে ভ্রতী হওয়া এবং রাধাগোবিন্দের পূজক পদ গ্রহণাদি বলা হইল । মঃ ৪

মধ্যলীলায়াঃ পঞ্চমোऽধ্যায়ঃ ।

যদা গদাধরঃ সাক্ষাদ্গদাধরসমী মহান্ ।
 শ্রীরাধাগোবিন্দ সেবামকরোদ্ধক্তিभावतः ॥ ১
 রান্নয়া গতা তস্য পূজাং স'দ্রষ্টুং দেবমন্দিরে ।
 অসমীর্ষসাধকানাং বহুনাং দেবতার্চনম্ ॥ ২
 দৃষ্ট্বা সুশিখিতা রান্নী দেবতানাং সমর্চনে ।
 ক্রিন্ত্বত্র সাধক পূজাং দৃষ্ট্বা বাকশূন্যতাং গতা ॥ ৩
 পূজাকালে পূজকস্য তীজোদোম কলিযরাৎ ।
 উদগম্য সুমহত্তেজো গোবিন্দে সমলীয়ত ॥ ৪
 দৃষ্ট্বৈবন্তং তদা রান্নো মনস্যেতদচিন্তয়ত্ ।
 সাক্ষাদ্ধৃগ্গণ্যদেবোঃ পৃথ্বা মানুপবিগ্রহ' ॥ ৫

When Gadadhar was performing his worship of Sri Radha Govinda, Rani came into the temple to see his performance. Rani had seen the worship by many able and learned worshippers and thus acquired much knowledge in the manner and method of worship. But she became spell bound to see the worship performed by Gadadhar. She saw Gadadhar emitting a fiery bri-

মধ্যলীলার্য ৫ম অঃ।

lliance from his body into the image of Govinda
On seeing this Rani felt that Gadadhar was God
Himself in the shape of a man. ॥ 1 to 5 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর মধ্যলীলার পঞ্চম অধ্যায় বলা হইতেছে।

যে সময় সাক্ষাৎ গদাধরের মত মহাত্মা গদাধর ভক্তি ভাবে
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতে ছিলেন সে সময়ে রাণী রাসমণি
গোবিন্দ মন্দিরে গদাধরের পূজা দেখিতে আসিয়াছিলেন। রাণী
রাসমণির বড় বড় বহু সাধক সমূহের পূজা দেখিয়া দেবতাগণের
পূজায় বিশেষ ভাবে শিক্ষিতা হইয়া ছিলেন কিন্তু এই গোবিন্দ—
মন্দিরে সাধক গদাধরের পূজা দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন। ১।২।৩

পূজার সময় পূজক গদাধরের তেজ পুঞ্জ কলেবর হইতে একটি
মহান জ্যোতি উদগত হইয়া গোবিন্দ বিগ্রহে পতিত হইতেছে। ৪

এইরূপ দেখিয়া সেই মহারাণী মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন।
এই পূজক কি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব মহুশ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক। ৫

মর্ত্ত্যলোকমুপাশ্রিত্য পূজাকার্য্য' কৰোতি হি।

জগদ্ধাসি পূজকেণু কদাপি হক্ ন সম্ভবেৎ ॥ ৬

যদ্যস্মৈ সবিধে কঙ্কিত স্থিত্বা বাচ্য সুদীরঘেৎ।

তন্ময়ত্বান্নজানাসি গমনা-গমনেঃপি বা ॥ ৩

আরাধ্য দেবতায়াচারাধনা কার্য্য' কারকাৎ।

হতোযঃ কৌঃপি নাস্ত্যন্যৌমন্দিরাভ্যন্তরে তদা ॥ ৮

অস্যাভূত পূজকস্য পূজার্থ'স্বীকৃতমোত্তম।

প্রাণারাম সুকণ্ঠেন মধুর' গানমুত্তম' ॥ ৮

সুকণ্ঠ নিমৃত' গান' বারমেক' শ্রুত' যদি।

পুণ্ড্রবতা জননৈব জীবিতো নাস্তি বিস্মৃতিঃ ॥ ১০

মধ্যলোচায়া ধ্রু অঃ ।

He had descended to the Earth and was performing the worship which was not possible for any human being. As he was lost in his divine mood, he could not hear any body speaking to him nor could know who came in and who went out. At that time the presence of any body other than the worshipper and the worshipped was not felt. He who had heard his sweet song would never forget it in his life. After hearing his sweet song and seeing his wonderful worship Rani returned home with great satisfaction.

বঙ্গানুবাদ :-

এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পূজা কার্য্য করিতেছেন। কারণ এরূপ পূজা জগদ্বাসী পূজকগণের মধ্যে কোন পূজকের এরূপ করা সম্ভব হয়না। ৬

যদি পূজকের নিকটে কোন লোক আসিয়া কথা বলে—পূজক তদ্ব্যবহা বশতঃ সেই সকল কথা বা সেখানে কে আসিল কে যাইল কিছুই জানিতে পারিতেন না। ৭

সেই সময় মন্দির মধ্যে আরাধ্য দেবতা এবং আরাধনাকারী পূজক ভিন্ন তৃতীয় কেহ ছিল না। ৮

এইরূপ আশ্চর্য্য পূজকের অত্যাশ্চর্য্য পূজা এবং তৎসহ মধুর কণ্ঠে প্রাণারাম গান যদি কোন পুণ্যবান ব্যক্তি জীবনে একবার শ্রবণ করেন তবে তিনি কখনও ভুলিতে পারিবেন না। ১০

मध्यलोलायां धूम अः ।

अभूत पूर्वाच्च क देवपूजां दृष्टातिरम्या मधुरा सुगीतिः ।

श्रुत्वैव राज्ञो स चमत्कृता मतो ह्यानन्दमग्ना स्वगृह प्रधाता ॥ ११
परन्तु मा जानं विपश्यगृहतः प्रायेन तन्नूतन पूजकस्य ।

द्रष्टुं सुपूजां मधुकण्ठगीतिं श्रोतुञ्च प्राप्ता निज देवमन्दिरं ॥ १२
धन्याद्य मे मन्दिर सुपतिष्ठा धन्याहमद्याच्च क सन्नियोगात् ।

धन्याद्य पृथ्वी भगवत् प्रसादात् धन्यातिधन्या महतोऽस्य पूजा ॥ १३
उवाचैव श्रीहृदयस्तदा तस्माव भावितः ।

ठाकुरस्य हि पूज्यं सर्वेषां प्रीतिदायिका ॥ १४

दृष्टिमात्रेण सुग्धा वे नरनारीजना स्तदा ।

तथा पुजावकाशे च मधुरस्वर गीतितः ॥ १५

आत्मविस्मृत भायोऽयं न शुद्धाम्यक्षि गोचरः ।

नेयं पूजा पूजकस्य स्वरूपेन व्यवस्थितिः ॥ १६

Now Rani would often come to her temples in Dakshineswar from her palace in Janbazar to see the worship and hear the song of the new priest, Gadadhar. "Foundation of my temples has been well done. I also feel my self blessed due to my being so near to this uncommon worshipper. Earth has also become blessed by the grace of God. Above all the holy services of this great worshipper deserve all merits and praise." It was also said by Hridayram that it was the loss of all sense of duality between the worshipper and the worshipped that made his worship so very charming. ॥ 12 to 16 ॥

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ ।

বদান্তবাদ :—

কখনও যাহা হয় নাই বা হইবে না এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য দেবপূজা দেখিয়া এবং গান শুনিয়া রানী আনন্দ ও আশ্চর্য্যায়িতা হইয়া নিম্ন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । ১১

পরন্তু রানী ব্রাহ্মগৃহ হইতে প্রায়ই নূতন পুষ্পের পূজা ও সুমধুর কণ্ঠের গান শুনিবার জন্য নিম্নে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া এইরূপ ভাবিতেন । ১২

আজ আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা সার্থক । এতাদৃশ সাধকের সাধিধা বশতঃ আমি ধন্ত । অস্ত ভগবানের প্রকাশ বশতঃ পৃথিবী ধন্যা । এবং এই মহতের পূজা ভগবত্বাবে ভাবিত । হৃদয়রান ও বলিতেন ঠাকুরের পূজা সাধারণের প্রীতি সম্পাদন করেন । ১৩-১৪

পুষ্পক গদাধরের পূজাদর্শন ও মধুর কণ্ঠের গান শ্রবণ মাত্রে নরনারী সকল মুগ্ধ হইয়া পড়েন । ১৫

এবং পূজার পর মধুর স্বরে গানের সহিত এরূপ আত্ম বিস্মৃতি ভাব অস্ত কোন পূজকে দেখা যায় না । পূজকের এই পূজা পূজা নয় ইহা য স্বরূপে অবস্থান মাত্র । ১৬

যদা গতো রামকৃষ্ণমাৎ পণ্ডিতী দেবান্যে মজ্জন সমিধৌ সুধীঃ ।
তদাস্য সাংসারিক বিত্তহীনতা মাগীরঘ্যোতীর সমাপ্রয়াদগতা ॥ ১০
ক্লিস্তব্ধস্য মাধীয নিজানুজ্ঞাতো কল্লব্য চিন্তা মনসি প্রজ্ঞাতা ।
হৃদ্যানু-স্থ্যস্য বিরাগ ভাষাত্ স'মার মৌল্যে য ন সারহৃষ্টি ॥ ১৮
এব' মদৌদাস্যজ্ঞমভ্যশুভ্র বিত্তম্য চাদ্ভ্যম্য মতৌব জ্ঞান' ।
সুদৌম্য বৈদ্যাস্যদ ঋত্বভাবঃ সুললিতম্ভো মদাস্যমৌল্যঃ ॥ ১৫
মদ্যপি মগ্নিক্রিয়স্য শাস্ত্রাঃ ৫৫১ মমৌদাস্যমৌল্যঃ বিদ্যানু ।
যব' তদামা পরিবর্হিতাভুদ্যমাদন'দ্যাম্যগি মৌদৌল্য' ॥ ২০

মধ্যলীলায়াং ধুম জঃ ।

वयसः परिणामेन चेन्नस्य शक्तिहासतः ।

देव सेवाविधौ रामकुमारोऽपदुतां गतः ॥ ২১

From that day when Ramkumar entered the temples on the bank of the Ganga at Dakshineswar and came into contact with such respectable personalities as Mathuranath and others, he got relief from financial stringency. But the indifference of his younger brother to worldly affairs caused great anxiety for him. On seeing however the profound regard of the Rani and Mathuranath towards Gadadhar he was much comforted with the thought that Gadadhar would step into his position after his death. ॥ 17 to 21 ॥

বঙ্গানুবাদ —ঃ

সে সময় হইতে রামকুমার পণ্ডিত মক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে মধুরা নাথ প্রভৃতি সজ্জনগণের নিকট আসিয়া ছিলেন সেই সময় হইতেই গঙ্গাতীরে আশ্রয় বশতঃ আর্থিক কষ্ট নষ্ট হইয়াছিল । ১৭

কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের সহক্ষে কর্তব্য চিন্তা মনো মধ্যে এইরূপ ভাবে উদ্ভিত হইয়াছিল যে, সর্বদা নিজের বাস সংসার অসার বুদ্ধি এবং সর্বদা উদাসীনতা দেখিয়া রামকুমার অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইয়াছিলেন । ১৮

এবং অত্যন্ত স্নেহ বশতঃ সর্বদা গদাধরের দেব সেবা লক্ষ্য করিতেন এইরূপ ভাবে গদাধরের বৈরাগ্য ভাব দেখিয়াও— ১৯

মধুরানথি এবং ব্রাহ্মীর গদাধরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়া আশা পরিবৰ্দ্ধিত হইয়াছিল । অর্থাৎ আমার অবর্তমানে গদাধরই আমার আসন অলঙ্কৃত করিবে । ২০

मध्यनोन्नायं ५म अः ।

ततः स श्रीघ्नन्वनुजं गदाधरं पुराणशास्त्र स्मृति संहितादिकं ।

अध्यापयामास सुधीः यत्नतः श्रीब्रह्मसूत्रस्य च भाष्यसङ्घातं ॥ २२

अत्यल्पकालेन तु मर्त्यशास्त्राधीतात्परं तस्य गुरोर्व्यवस्था ।

मता यतोऽदीक्षित विप्रजातेः शक्तार्चनायामधिकारहानिः । २३

अतोऽत्र देवालय सन्निधौ स्थितात्पूर्णाभिषिक्तान्महतः सुपण्डितात् ।

सुद्वत्तमाद्रामकुमार सम्मते गंदाधरस्यापि तयानुमोदनात् ॥ २४

केनाराम भट्टाचार्यं शक्तिमाधकं वर्यतः ।

गृहीत दोषो भगवानामोददाधरः स्वयं ॥ २५

दीक्षा काले तस्य गुरोः सकागे गिर्यस्य कर्णे जगदम्बिकायाः ।

मन्त्रे प्रविष्टे सहसा सगिर्यः समाधिना शोभित विप्रहोऽभूत् ॥ २६

Due to old age when Ramkumar began to grow more and more weak to discharge his duties, he taught Gadadhar Purans, Smriti, Kavya and theology. After completing his studies, Gadadhar had to be initiated to Saktimantra to make himself fit for the worship of Sakti. So Gadadhar was initiated by Kenaram Bhattacharjya, a friend of Ramkumar. At the time of initiation as soon as the mantra was uttered into the ear of Gadadhar, he lost all sense of physical reality.

॥ 22 to 26 ॥

মণ্ডলোলায়া' ৫ম অঃ ।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহুতর শাস্ত্র অধ্যয়নের পর গদাধরের শক্তি পূজায় অধিকার হয় । ২৩

অতএব পূর্ণাভিষিক্ত সুগণ্ডিত রামকুমারের পরম বন্ধু গদাধরের ও অনুমোদন বশতঃ সর্বোচ্চ শক্তি সাধক কেনারাম ভট্টাচার্যের নিকট এই দক্ষিণেশ্বরে দেবোত্তানে স্বয়ং গদাধরভূজ্য গদাধর দীক্ষিত হইয়াছিলেন । ২৪।২৫

দীক্ষাকালে শিষ্যের কর্ণে শক্তি মন্ত্র প্রদীষ্ট হইলে হঠাৎ সেই শিষ্য নির্বিকল্প সমাধি শোভিত দেখ হইয়াছিলেন । ২৬

প্রাণস্য বায়ৌচালনং নিবৃত্তং মন্ত্রেণ সার্বং মিলিতং স্বচিত্তং ।
 এবং মহাভাবযুতন্তুগিথ্যং দৃষ্ট্বা চমৎকারযুতো গুরুর্ময়ং ॥ ২৩
 তন্মস্তাকৈ ন্যস্তহস্তৌ জগাদ লভস্ব বত্সাচিরমিটসিদ্ধি' ।
 সমাধ্যবস্য' সুখবোধরূপমাশৌৰ্ভচৌমির্বহুমিঃ স্বগিথ্যং ॥ ২৫
 সম্বোধ্য গিথ্যে'ন প্রদত্ত দ্রশ্য' তয়া তদৌয়া' মহতৌশ্চ পূজা' ।
 সংগৃহ্যমার্গানুগতৌ মহাত্মা মন্ত্রপ্রদাতা গতবান্ স্বগীহ' ॥ ২৬
 জতঃপর' নূতন দীবিতস্য দিব্যে'ন ভাবে'ন যুতস্য তস্য ।
 পূজা' ব্রহ্মীতু' ভবতারিণীচ্ছা জাতা তদা চিন্ময় বিগ্রহস্য ॥ ২৭
 তদেব মথুরানাথ স্তব্রাগল্যোক্তবান্ স্বয়ং ।
 'শৃণু ভবীষ্ট মহাচার্য' মদৌয়' পরম' বচঃ ॥ ২৮

The preceptor was very much astonished to see this dormant condition of his disciple. He blessed Gadadhar and brought him back to life and consciousness. Thereafter Goddess Bhavatarini desired to be worshipped by Gadadhar who has attained divine power by his initiation to the cult of Sakti. Mathuranath came to Ramkumar and said. ॥ 27 to 31 ॥

মধ্যলীলায়া ৫ম অঃ ।

বদান্তবাদ :-

সেই সমাধির অবস্থায় প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া ছিল না। মন্ত্র ময় দেবতার সহিত চিত্ত মিলিত হইয়াছিল। এইরূপ মহাভাব যুক্ত শিষ্যকে দেখিয়া গুরু অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন তখন গুরু মুক্ত চিত্তে শিষ্যের মন্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন । ২৭

হে বৎস তুমি অচিরে ইচ্ছ সিদ্ধিলাভ কর এইরূপ বক্তব্য আশীর্ব্বাদ বাক্যের দ্বারা জ্ঞানানন্দ স্বরূপ সমাধি যুক্ত গদাধরকে সংজ্ঞায়ুক্ত করিয়া শিষ্য প্রদত্ত অব্যক্ত মহতী পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্র প্রদাতা মহাত্মা কেনারাম ভট্টাচার্য্য নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন । ২৮২৯

অনন্তর নিবাতাব বিশিষ্ট চিত্তায় বিগ্রহ নুতন দীক্ষিত সেই গদাধরের পূজা গ্রহণার্থ ভবতারিণী কালিকার ইচ্ছা হইয়াছিল । ৩০

সেই সময় মধুরানাথ সেই মন্দিরে আসিয়া রামকুমারকে বলিয়াছিলেন আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন । ৩১

ভবতঃ স্যবিরোধস্থা প্রাচীন সমুপাগতা ।

সম্মতং সমতৃষ্ণত্বং দৃষ্ট শ্রীকানিকার্য্যমি ॥ ৩২

অন্তোজ্ঞানকামিৎস্বাচ্ছা নীতিবিন্দ্যম্যর্থনং হুব ।

মস্তিযুক্তেন পদুনা কানিষ্ঠেনানুজেন চ । ৩৩

জ্ঞাতীশ্রীমহতারিণীয়াঃ পূজনে নঃ সুখং ভদেৎ ।

ভবতীঃপি লক্ষ্মণীঃ মদ্বিত্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪

নিগম্য মাধুর্য্যচৌ মধুরং চিরকালং চিত্তং ।

আনন্দ সঞ্জনয়িত্বাঃ শ্রীশ্রীমদ্রামকৃষ্ণঃ মুখীঃ ॥ ৩৫

গদাধরাদিনামানি সম্মোহিতাঃ সৎপরিভ্রাজন্ ।

অদ্বারম্য শ্রীমদ্রামকৃষ্ণাৎ নাম প্রদত্তবান্ ॥ ৩৬

যদাঘনি জগন্মাতুঃ পূজকৌঃস্মূল্লগদগুরুঃ ।

তদ্দিনে মথুরাশ্রম্যুরতৌধানন্দিতা ভবেত ॥ ৩৩ ॥

“It seems that due to your old age the strain caused by the worship of Goddess Kali tells heavily upon you. So we propose that you may perform services to Sri Radha Govinda and Gadadhar worship the Goddess Bhavatarini. By this arrangement you will surely find some relief, and we also will feel very happy”, Ramkumar became very glad to see his long expected desire fulfilled. From that day Mathuranath called Gadadhar “Baba”. ॥ 32 to 37 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

আগনার বৃদ্ধাবস্থায় কালী পূজা করা কষ্টকর বলিয়া মনে করিতেছি। ৩২

তজ্জন্য আমাদের ইচ্ছা আপনি নিজের রাধাগোবিন্দের সেবা করুন। শক্তিশূন্য আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ভদতারিণীর পূজা করিলে আমাদের আনন্দ হইবে। এবং আপনার কার্যভার ও লঘু হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। ৩৩, ৩৪

সুপণ্ডিত রামকুমার চিত্রাভিলষিত মথুরানাথের মধুর কথা শুনিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৩৫

অতঃ হইতে মথুরানাথ গদাধরের কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য, ভাবুক, যোগীশ্বর ইত্যাদি নাম সকল পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরের বাবা নাম দিয়াছিলেন। ৩৬

এবং যেদিন জগদগুরু গদাধর জগদম্বার পূজক হইয়াছিলেন সে দিন রাণী রাসমণি ও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ৩৭

মণ্ডলীলায়া' ৫ম অ: ।

পূজায় নিযুক্ত করিয়া যথঃ নির্দিষ্ট হইয়া কামার পুকুরে যাইবার
কথা অত্যন্ত আশ্রয়িত হইলেও ক্রমা ভূমির পুনর্বার পরিদর্শন
যোগ্যতা অনৃষ্টে না থাকায় তাঁহার ইচ্ছা পূরণ হয় নাই । ৩৫৪০১১

অতঃপর পণ্ডিত রামকুমার কোনও একটি কার্যোপলক্ষ্যে নিকট
বর্তী মূলাজোড় নামক গ্রামে গমন করিলে ক্রমাস্থরের কৰ্ম
যোগবশতঃ সেই স্থানেই ভাগীরথী তীরে সমাশ্রিত হইয়া মৃত্যু মুখে
পতিত হইয়াছিলেন । ৪২

অথাত্ বর্ষাবধি দক্ষিণেশ্বরে সমর্চন শ্রীজগদম্বিকায়া: ।

কৃতং দ্বিপদ্যুত্তর সূর্য্য সংখ্যকৈ শ্রুতী সালৈ স্বপ্রগতো মহাত্মা ॥ ৪২

ততোঃ প্রজস্বাতি বিয়োগযোগাদত্যন্ত শোকান্বিত মানসস্য ।

হৃদস্য পারং বিগতস্য তস্য স্বদৃশ্য যুক্তস্য গদাধরস্য ॥ ৪৪

তথা চ রাজ্যমহিমাম্বিতায়া আকস্মিকাত্তদপি সপ্রযানাৎ ।

পরন্তু রাজ্যমহিমাম্বিতায়া জামাতুরিকস্য মহাশয়স্য ॥ ৪৫

ব্রাহ্মণ্য ধর্মো প্রতিপালকস্য প্রযানতঃ শোকযুক্তো মহাত্মা ।

হৃদয়নির্ভেদাত্ সকলং বিশূন্যং মল্যামবত্ প্রাণ বিহীন তুল্য: ॥ ৪৬

এবং রামকুমারস্য সদাচার যুতস্য চ ।

পণ্ডিতস্য প্রয়ানেন দক্ষিণেশ্বরে পতনে ॥ ৪৭

Ramkumar died in the Bengali year 1263
after he had done services to the Goddess Bhava-
tarini for about a year. Gadadhar was not
moved by joy or sorrow. The great pious lady
Rasmoni, Mathuranath and all the people at
Dakshineswar were all beside themselves with
grief at the death of Ramkumar. ॥ 43 to 47 ॥

মধ্যলীলায়া' ৫ম অঃ ।

বদ্যানুবাদ :-

রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে ভরতারিণীর পূজা প্রায় এক বৎসক করিয়া সন ১৩৬২ সালের শেষভাগে স্বর্গত হইয়াছিলেন । ৪৩

সুখ দুঃখ অতীত হইলেও অগ্রজ রামকুমারের বিয়োগ বশতঃ শোক মগ্ন গদাধরের এবং মহিমাধিতা ধার্মিক মহারাণীর পরম মদ্রল দাতা রামকুমারের আকস্মিক মৃত্যু বশতঃ বিয়োগ সন্তপ্তারাণীর এবং নিজ পুত্রতুল্য জ্যেষ্ঠ জামাতা জ্ঞান্য ধর্মরক্ষক রামকুমারের মহা প্রয়াণ বশতঃ শোকগ্রস্ত মথুরানাথের এবং দক্ষিণেশ্বর ধামে সদাচারী রামকুমারের মহা প্রয়াণে জন সমূহের চিত্ত শোক সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল । ৪৪/৪৫/৪৬/৪৭

স্থিতানাং সানসং তৈষাং দুঃখসিন্ধৌ নিমজ্জিতম্ ।

এবমুক্তং মহাপ্রান্তং গন্তং পণ্ডিতভূষণম্ ॥ ৪৮

একত্রিংশদর্শাদিকব্যোজ্যেষ্ঠসঙ্কটদরঃ ।

গদাধরাত্তত স্তাস্মিন্ পিষ্টভক্তিঃ সুসংস্থিতা ॥ ৪৯

গদাধরো ভ্রাতৃত্বেনৈব বহুকাল মবাসত্বান ।

পিতৃমরণতঃ পশ্চাত্ পিষ্টতুল্যাশ্রয়স্য চ ॥ ৫০

পরিবার পোষণার্থং সংসারামাব মোচনে ।

স্নেহধন্যানুজয়াস্য শিচার্থং চিন্তিতস্য চ ॥ ৫১

আদর্শং পুরুষস্যাস্য স্বসুখত্যাগ পূর্বিকা ।

সংসার সাধনা সা তু সর্ব্বায়া লৌকিকা মতা ॥ ৫২

ইতি শ্রীভক্তিতোর্থ বিরচিতৈ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং গদাধরস্য দোচ্চান্তরং শ্রীমদ্বতারিণী দেব্যাঃ পূজকপদ
অঙ্কণং রামকুমারাদি মঙ্গলাপ্রাণরূপ মধ্যলীলায়াং পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ । ৫৫ ॥

The great scholars of those days lamented the loss of the greatest of them all. Gadadhar had the fortune of enjoying the brotherly affection of Ramkumar who was older by thirty one years. Ramkumar's struggle to discharge his duties and responsibilities after the death of his father, his anxieties for the education of his youngest brother his unselfishness were exemplary. Here ends the fifth chapter of Madhyalila narrating the initiation of Gadadhar, his appointment as the priest of Goddess Bhavatarini and the death of Ramkumar.

বঙ্গানুবাদ :—

তত্ক্ষণ্য শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গ সেই সময় বলিয়াছিলেন একটি পণ্ডিত চুড়ামণি গত হইলেন। রামকুমার গদাধর হতে একত্রিশ বৎসর বয়সে বড় অতএব পিতৃতুল্য ভক্তিয়ুক্ত গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বহুকাল ভ্রাতৃ স্নেহ পাইয়া ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃতুল্য অগ্রজের পরিবার বর্গের পোষণ জন্য সংসারের অভাব মোচনে স্নেহমন্ত গদাধরের শিক্ষার্থে উদগ্রীব আদর্শ পুরুষ এই রাম কুমারের নিজ স্ব স্ব পরিত্যাগ পূর্বক সংসার পরিচালনা অত্যন্ত অলৌকিক ইহা ত্রুব নিশ্চিত। ৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২

এই মধ্য লীলার পঞ্চম অধ্যায়ে গদাধরের ভবতারিণীর পূজক গদ গ্রহণ হৃদয় রামের রাধাগোবিন্দ সেবায় যোগদান রামকুমার পণ্ডিতের মহাপ্রয়াণ বলা হইল। মঃ ৫ শেষ

মণ্ডলীলায়াং ৬৪ অঃ ।

মৃত্যোঃ পরমগজস্য শ্রীমদৃগদাধরস্য হি ।

মনসোঃ পূৰ্ব্বং রূপঞ্চ ভাবান্তরমুপস্থিতম্ ॥ ১

তল্লভিতং হৃদয়েন সিদ্ধস্য মাতুলস্য চ ।

দৈনন্দিনন্তন্মনসো বহুশঃ পরিবর্তনং ১, ২

আহারে সা রুচির্নাस्ति মুখে মধুর হাস্যতা ।

মিষ্টালাপে মনির্নাस्ति কেবল পূজনে রতিঃ ॥ ৩

পূজাপি নো পূৰ্ব্ববিধাৎস্বনুষ্ঠিতা দেবার্চনা কাল বিবেক লোপতঃ ।

পূৰ্ব্বং যথাশাস্ত্রং বিনিষিতে দ্বাণে কতুর্নির্দেশাত্ স্ততমর্চনং শুভং ॥ ৪

Since the death of Ramkumar, Gadadhar had a change of mind. Hridayram only perceived this change. He lost all relish in his food. He ceased to smile, and would not talk. He devoted himself entirely to worship. He failed to observe appointed time of worship, due to loss of his sense of physical reality. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রামকুমারের মৃত্যুর পর গদাধরের মনের অবস্থা আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল । ১

এবং সিদ্ধ মাতুলের সেই ভাবান্তর হৃদয় রামই লক্ষ্য করিয়া ছিলেন । প্রায় দিন দিন মাতুলের মনের পরিবর্তন হইতেছিল । ২

আহারে তাম্শ রুচি নাই মুখে হাসি নাই মিষ্টালাপে মতি নাই । কেবল দেবতার সেবার রতি । ৩

পূর্বের যে রূপ কর্তাদের আদেশ অনুসারে শাস্ত্র নির্দিষ্ট সময়ে পূজা কার্য্য সুসম্পন্ন হইত তাহা হয় নাই । দেবতার পূজার সময়ে পূজকের চৈতন্য শূন্য হইলে পূর্বের মত পূজা কার্য্য হইত না । ৪

মণ্ড্যসীলায়া ৬৪ অঃ।

পূজারম্বে শোণকে স্তস্য পুষ্পং
 দত্ত্বা দেবো মানসে দ্রব্যজাতৈঃ।
 পূজাং কৃत्वा ন্যস্ত হস্তৌ হৃদি স্তে
 যোগী মগ্নৌ লোচনে মুদ্রয়িত্বা ॥ ৫
 সমাধি যোগিন ততঃ সুযোগিনো
 বাহ্যার্চনা তত্র তিলীনতা গতা
 পূজ্যস্য পূজা বিরমাত্তদৈব
 কালস্য চিন্তাকথমস্ম জ্ঞাতা ॥ ৬
 মধ্যাহ্ন ভোগানয়নাবকাশে
 সমাধিভঙ্গে বিনিবেদিতাত্রে।
 সুভোজনং ত্বং কুরু দেবৌ মাং
 ময়াতিহীনেন পদত্মমন্ত্রং ॥ ৭

Gadadhar started worship with a flower placed on his head, hands on his breast, eyes closed in profound meditation. At that stage he lost all sense of time and place, and the distinction between the worshipper and the worshipped. When cooked rice with dishes was brought at mid-day, he came to his senses, and said to the Goddess, "Oh Mother, be pleased to take this rice now being offered to you by my humble self."

॥ 5 to 7 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পূজার প্রারম্ভে পূজক নিজ মস্তকে পুষ্পদ্বারা মানসোপচারে দেবীর পূজা করিয়া উভয় করতল জনয়ে সংলগ্ন করতঃ এবং নেত্র

মম্বলীলায়া' ইষ্ট জঃ :

মুদ্রিত করিয়া পরম যোগযুক্ত সমাধি দ্বারা বাহ্য পূজা বিলুপ্ত হইত ।
পূজনীয় দেবতারই যদি পূজা নিবৃত্তি হইল তখন আর সময়ের চিন্তা
পূজকের চিন্তে কিরূপে উদ্ভিত হইবে । ৫৬

দেবীর মধ্যস্থ ভোগ আনয়নের সময়ে পূজকের সমাধি ভঙ্গ
হইলে দেবীকে যথাবিধি অন্ন নিবেদন পূর্বক হে দেবী হে মাতঃ
আমি আত্ম নোচ আপনাকে এই অন্ন দিতেছি আপনি আনন্দ চিন্তে
আমার প্রদত্ত এই অন্ন ভোজন করুন । ৭

एव' गदित्वा पुनराप तृप्ती
न्याव' महात्मा सुषट्पुत्र' तथा ।
तथा पराङ्गे मधुरा स्तगीति
गीता द्वि तेन श्रवणाय देव्याः ॥ ८
तद्रूप माधुर्यं विलीनं चित्त
स्ताद गाणत स्तम्भयतां गतः सः ।
प्रेमाश्रुणाप्लावितहृन्मुखोदध
स्ताद भावमग्नौ विललाप विस्तृतम् ॥ ९
दिवसे समतोति च योगौ तत्र गदाधरः ।
गतेऽप्यारत्रिके काले निर्विकारः सुपूजकः ॥ १०
भक्त रामप्रसादस्य सर्वं माधकं वर्यतः
गायन् गीति' सुमधुरा व्याकुलोऽभूद् गदाधरः । ११

On saying this he remained speechless for a long time. Then in the evening he sang sweet songs to the Goddess. Tears trickled down his cheeks as he sorely wailed for the grace of the Goddess. The day passed and the night came. He forgot all about evening services, and conti.

মণ্ডলীলায়াং ৬৪ অঃ ।

nued to sing a song of Ramprasad in a sorrowful mood. ॥ 8 to 11 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ বলিয়া মহাত্মা বহুক্ষণ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিয়া ছিলেন । এইরূপভাবে দেবীকে শোনাইবার জন্য অপরাহ্নে মধুর অত্যুত্তম গান করিয়াছিলেন ।

সেই গানের দ্বারা দেবীর রূপমাদুর্য্যে গায়কের চিত্ত বিলীন হইলে তন্ময়তা প্রাপ্ত গদাধর প্রেমাশ্রু প্রাবিত ও দেবী ভাবে বিভাবিত হইয়া বিস্তর বিলাপ করিয়াছিলেন । ৯

এই অপরূপভাবে সমস্তদিন এবং সন্ধ্যায় আরত্রিকের সময় ও গত হইলে সর্ব শ্রেষ্ঠ সাধক নির্বিদকার স্পৃহক গদাধর ভক্ত রাম প্রসাদের একটি সুমধুর গান গাহিয়া ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন ।

১০। ১

সহসা দর্শনাকাংক্ষী জগন্মাতুরুবাচ তাং ।

রামপ্রসাদস্য মাতঃ স্বরূপঃ প্রকটো কৃতঃ ॥ ১২

কথং তঁহি ত্বয়া দেবী ন মে রূপং প্রদর্শিতম্ ।

নৈব ধনং জনো ভোগঃ সুখং বান্ধবসৃচ্ছা তথা ॥ ১২

সম্প্রার্থ্যতে ময়া মাতঃ প্রার্থ্যতে তব দর্শনং ।

ব্রুবত স্তাত্ সমুৎকণ্ঠা দর্শনং বিধিতা ॥ ১৪

অশ্রুণাং ধারয়া বহুঃ প্রাবিতং তস্য রোদনাৎ ।

অত্যুচ্চ স্বরযুক্তেনাপ্যুক্তং ত্বং শুনোষি কিং ॥ ১৫

ন দাস্যসি দর্শনং কিং চিন্ময়ি ভবসুন্দরি ।

এবং শ্রীভবতারিণীয়াঃ প্রত্যহং দর্শনেচ্ছতা ॥ ১৬

যুক্তোঽপি সাত্ত্বিকোভাবৈ ন লেভে দর্শনং তদা ।

ভক্ত্যহং জোষিতং ত্যাক্যং জীবিতৈঃ কিং প্রযোজনং ॥ ১৭

মণ্ডলীলায়াঃ ৬৪ অঃ ।

He lamented, "Oh Mother, you had revealed yourself to Ramprasad. Why do you not show yourself to me who am averse to all earthly pleasure. I desire only to see you." As he said this his eagerness grew more and more, and he began to cry bitterly, saying, "Oh Mother! do you hear? Will you not be pleased to appear before me?" In spite of his yearning and lamentations he received no response. At last he said, "My life is not worth living. I should cease to live." ॥ 12 to 17 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সহসা দেবীর প্রত্যক্ষ স্বরূপের দর্শন জ্ঞাত দেবীকে বলিয়াছিলেন হে মাতঃ তুমি ভক্ত রামপ্রসাদকে তোমার স্বরূপ দেখাইয়াছিলে তবে কিছনা আমাকে তোমার স্বরূপ দেখাইতেছ না। আমার ধন জন বা বিষয় ভোগে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। ১২।১৩

আমি অন্য কিছুই চাই না কেবল মাত্র তোমার দর্শন প্রার্থনা করি। এইরূপ বলিতে বলিতে দেবীর দর্শন জন্য গদাধরের উৎকর্ষা অত্যন্ত বদ্ধিত হইয়াছিল। ১৪

এবং অতিশয় ক্রন্দন জন্য অশ্রু ধারার বন্যায় প্লাবিত হইয়া অতি উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন তুমি শুনিতে পাইতেছ না। ১৫

হে সচ্চিদ্রূপী ভবহৃৎসরী দেখা কি দিবে না? এইরূপে ভব-তারিণীর প্রত্যক্ষ দর্শন কামনায় সাধিক বিকার প্রাপ্ত হইলে ও প্রত্যক্ষ দর্শন হয় নাই এবং বলিয়াছিলেন এ জীবন ত্যাগ করিব বাচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? ১৬।১৭

মধ্যলোভায়া ৬৪ অঃ ।

এবমুন্মত্ততাং প্রাপ্য মহসৈব গদাধরঃ ।

দৃষ্ট্বা মাতৃ স্তীর্ণধারং খড়্গং মানন্দসম্প্রসূতঃ ॥ ১৮

অনুগ্রহং মন্যমানী মহাদেব্যা স্তদৈব হি ।

খড়্গেন জোবিতস্তান্ধং করিষ্যাম্যদ্য নিশ্চিতং ॥ ১৯

এবমুন্মত্তভাবেন যদা খড়্গং সমস্পৃশত্ ।

তদা গদাধরো মাতৃস্বরূপং সন্দর্শয়ত ॥ ২০

এবং মহৎ মহদ্বারং মন্দিরং দেবতাদিকং ॥

সর্ব্বেন্তদ্ বিনয়ং জাতং ন কিঞ্চিদবশাস্তে ॥ ২১

নাস্তি কুবাপি কিঞ্চিৎ সর্ব্বং শূন্যমিদং জগত্ ।

ঘটাকাশমঠাকাশৌ মহাকাশেন সংযুতৌ ॥ ২২

আনন্দঘন সামুদ্রতরঙ্গে নাভিঘাতিতঃ ।

তদ্ গাঢ় পরমানন্দ জ্যোতিঃ সিস্থৌ নিমজ্জিতঃ । ২৩

He caught sight of the sharp sword of the Goddess. In his eagerness to make an end to his life, as he touched the holy sword Goddess revealed Herself to him. The physical world melted into nothingness. The world appeared to be a vast vacuum. He felt himself lost in the ocean of divine light and joy. ॥ 18 to 23 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে গদাধর হঠাৎ উন্মাদ ভাব প্রাপ্ত হইয়া কালিকা দেবীর তীক্ষ্ণ ধার খড়্গ দর্শন করিয়া মহাদেবীর অমুগ্রহ মনে করিয়া পরমানন্দে বলিয়াছিলেন আজ এই খড়্গ দ্বারা প্রাণ বিসর্জন করিব ।

মধ্যলোভায়া ৬৪ অঃ।

এইরূপে উদ্ভাসের অবস্থায় সে সময়ে দেবীর খড়্গ স্পর্শ করিয়া ছিলেন সেই সময় গদাধর মাতার স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। ২০

সেই সময় গদাধরের গৃহ দেবতা মন্দির প্রভৃতি কিছুই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল না। অর্থাৎ সমস্ত বিলীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২১

এমন কি ঘটাকাশ মঠাকাশ প্রভৃতি মহাকাশে মিলিত হইলে জগৎ শূণ্যময় দেখিয়াছিল। ২২

কেবল মাত্র আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া তাহার মধ্যে আনন্দ-ময়ী কানিকার কৃপাকণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ২৩

তন্মধ্যে জগদম্বায়াঃ ক্রপামম্বায়াঃ ক্রপাকৃণা' ।

লব্ধমাত্রস্তু ঘন্যঃ স পরমানন্দ নির্মিতঃ ॥ ২৪

এব' মাতুঃ সস্বিদানন্দমম্বায়া নিত্য' শুদ্ধ' বুদ্ধমুক্তস্বরূপ' ।

দৃষ্টা কিস্বিজ্ঞাপিতু' নো সমর্থী' মামিত্যুক্তা জ্ঞানশূন্যো বভূব ॥ ২৫

রূপং দেব্যা দয় নৈনাপিতস্য নাশ্রাপূর্ণা' চেতসী ব্যাকুলস্য ।

নৈরন্তর্যং চন স্যৈবহঁতোযিস্ত' যস্তু নৈষচার্য্যে'ষু কিম্বিতু ॥ ২৬

ভাবেন ভগ্না য্যবহারতো'স্ম্য পূজাদিকা প্রাক্তন শাস্ত্ররীত্যা ।

সম্পূর্ণ' ভিন্দ্ৰা গিরিজা প্রসাদাত্ গদাধরো'য়' ন স পূর্বমানুপঃ ॥ ২৭

মাতুলস্বাদভূতা' চেষ্টা' কালো'স্মিন্রবলৌষ্য চ ।

অতাত্ চিন্তয়া যুক্তো হৃদয়ো'ধীরতা' গতঃ ॥ ২৮

When Gadadhar attained the plane of spiritual reality he only uttered the words, "Mother," "Mother" and lost his sense. When he regained his sense, he lost all his relish for earthly things and longed for continuous sense of divine bliss. From that time onwards his habits changed and

মধ্যলীলায়াঃ ৬৪ অঃ ।

he could not perform his duties properly according to rules. He completely turned over a new leaf. Hriday also became very much perturbed and impatient at such unusual changes in the habits and conduct of his youngest uncle, Gadadhar. ॥ 24 to 28 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই জ্যোতি মध्ये কৃপাময়ী জগদম্বার কৃপাবলী পাইবা মাত্র
গদাধর ধন্য ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ২৪

এইরূপভাবে সচ্চিদানন্দময়ী মাতার নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত
স্বরূপটি দর্শন করিয়া কিছুই বলিতে না পারিয়া কেবলমাত্র উচ্চৈঃ
স্বরে কেবল মাত্র মা মা বলিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন । ২৫

সেইরূপভাবে দেবীর স্বরূপের দর্শন করিলে ও তাঁহার ব্যাকুল
মনের আশা পূর্ণ হয় নাট । কারণ কেবল মাত্র সর্বদা দর্শন করিব
এইরূপ মনের অবস্থা হইলে তাঁহার আর কি বিষয়ে মন ধাবিত
হয় । ২৬

এখন গদাধরের ভাব ভঙ্গী ও ব্যবহারাদি পূর্বের মত যথাশাস্ত্র
পূজাদির নিয়ম সম্পূর্ণরূপে অন্য প্রকার হইয়াছিল । দেবীর
কৃপায় গদাধর তখন একটি নূতন মানুষ হইয়াছিলেন । ২৭

এই সময়ে হৃদয় কনিষ্ঠ মাতুল গদাধরের অত্যশ্চর্য কারিক
ব্যাপার দর্শন করিয়া অতিশয় চিন্তাশ্রিত ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়া
ছিলেন । ২৮

স্বর্গতো মাতুলো জ্যৈষ্ঠো তাহয়ান্য জনোঽপি বা ।

নাস্ত্যত্র স্বজনঃ কৌঽপি য' গৃহ্য' বিনিবেদয়ি ॥ ২৮

मध्यलोलायां ईष्ट अः ।

मन्दिर प्राङ्गने गङ्गा-गर्भे कालोत्थान्तरे ।
 यत्र कुत्रोस्थितो वापि मिच्छविक्रम ठाकुरः ॥ ३० ॥
 अनिर्वाच्य दिव्यभावावेशं दृष्ट्वा भयिन वै ।
 पुनर्द्रष्टुं न शक्नोमि तेजःपुञ्ज कलेवरं ॥ ३१ ॥
 पूजाकाले ठाकुरस्य पूजादर्शनजस्पृहा ।
 प्रलोभयति मां नित्यं त्यक्तुं न पारयामि तां ॥ ३२ ॥
 मयि प्रविष्टे सहसा मन्दिराभ्यन्तरे क्वचित् ।
 तत्र दृग्गोचरं मे स्यात्तेनाप्तो बहुविस्मयः ॥ ३३ ॥

Hridaya thought and thought, but could not find anyone like his oldest uncle who was dead, whom he could confide in this matter. In the premises of the temple, in the water of the Ganges or inside the temple of the Goddess, everywhere Thakur (Gadadhar) moved like a lion in an inexpressible divine mood and with a body emitting divine lustre. Hridaya was so charmed with the worship of Thakur that he would not fail to see Thakur performing the worship. If he entered the temple on a sudden he would be wonder-struck with what he saw. ॥ 29 to 33 ॥

ब्रह्मानुवाद :—

এং ভাবিয়া ছিলেন স্যোষ্ঠ নাতুল প'ণ্ডিত রামকুমার স্বর্গারোহণ
 করিয়াছেন তাদৃশ অন্য কেহ নাই, কাহাকেই বা এই মঙ্গল গোপনীয়
 বিষয় জানাইবে । ২৯

মধ্যলীলায়াং ৬৪ অঃ।

মন্দির প্রাঙ্গনে গঙ্গা গর্ভে কালী গৃহে পঞ্চবটীতে অথবা যে কোন স্থানেই হউক ঠাকুর অবস্থান করুন না কেন সিংহবিক্রম বিশিষ্ট ঠাকুরের অনির্বচনীয় দিব্য ভাবাবেশ দর্শন করিচা ভয় বশতঃ পুনর্বার সেই তেজঃপূর্ণ দিব্য কলেবর দর্শন করিতে সমর্থ হইতে ছ না। ৩০।৩১

ঠাকুরের পূজার সময়ে পূজাদর্শন আশায় 'আমাকে' নিতাই প্রলোভিত করে অর্থাৎ ঠাকুরের পূজার আকর্ষণে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়ি। বা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। ৩২

কোন সময়ে মন্দির মধ্যে হঠাৎ যদি আমি প্রবেশ করি এবং সেই মন্দির মধ্যে যাহা দেখি তাহাতে বহুভরভাবে বিস্মিত হই। ৩৩

বহিরাগত্য তত্ সৰ্ব্বং বিচর্য্য চ পুনঃ পুনঃ ।

হৃদমেষ স্তুনিষ্পন্নং পাগলী মাतুলী মম ॥ ৩৪

অন্যথা চরণে দৃষ্ণু পূজাকালী কথঙ্কতং ।

সরস্বতচন্দন জবা বিল্বপত্রাচ্চতাড়িকং ॥ ৩৫

করে বিধৃত্য তমর্ঘ্যং দত্ত্বা স্বমুর্ছিত্ব বচসি ।

তথা স্বপাদয়োর্নাস্য ভাদ্রাবিষ্টঃ সুপূজকঃ ॥ ৩৬

ততো দেহ্যাঃ শ্রীচরণে তদর্ঘ্যং ব্যতরচ্চদা ।

এবমলৌকিকী পূজাং দৃষ্ট্বা সোঃমুচ্ছমতৃকতঃ ॥ ৩৭

কদাপি মদ্যপস্যেব নেত্রে হেরক্সতাং গতে ।

বেপমানঃ সুসম্বাদঃ প্রায়েন পতিতঃ সঃ ॥ ৩৮

টলন পূজাসনং ত্যক্ত্বা দেহ্যাঃ সিংহাসনোপরি ।

ভুত্বিতঃ স্নেহতী মাতু বিধৃত্য চিবুকং তদা ॥ ৩৯

মধ্যলীলায়া ৬৪ অঃ ১

On coming out of temple Hridaya thought over the matter and came to the conclusion that his uncle had become mad. Otherwise he would not have worshipped himself in stead of the Goddess, nor he would have stood upon the throne of the Goddess, leaving his own seat like a reeling drunkard with blood-shot eyes, and would chatter affectionately holding the chin of the Goddess. ॥ 34 to 39 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপর মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া সেই সকল অবস্থার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া শেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আমার কনিষ্ঠ মাতুল গদাধর বিকৃত মস্তিষ্ক বা পাগল । ৩৪

যদি মাতুল পাগল না হয় তবে পূজার সময় এইরূপ আচরণ কি করিতে পারেন । অর্থাৎ রক্ত চন্দন মিশ্রিত জবা পুষ্প বিষপত্র আতপ চাউল ও ছর্ব্বাদি হস্তে ধারণ পূর্ব্বক নিজ মস্তকেও বক্ষে ধারণ করিয়া সেই অর্ঘ্য নিজ পাদদ্বয়ে কেনন পূর্ব্বক ভাবাবিশিষ্ট সুপূজক মাতুল সেই অর্ঘ্য দেবীর পাদপদ্মে সমর্পণ করেন । এইরূপ অলৌকিক পূজা দেখিয়া হৃদয়রাম আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছিলেন ।

৩৫।৩৬।৩৭

কখনও বা মন্যপায়ী মত্তব্যক্তির মত চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ সর্ব্বদা কম্পন অবস্থায় টলিতে টলিতে প্রায় পতনোন্মুখ অবস্থায় পূজার আসন ত্যাগ করিয়া দেবীর সিংহাসনে উঠিয়া দেবীর চিবুক ধরিয়া মা মা এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়া অর্থাৎ যেমন বিদেশাগত গৃহী

মধ্যলীলায়াং ৬৪ অঃ ।

কুমারী কন্যাকে দেখিয়া স্নেহ সূচকাদি বাক্য বলিয়া চুশনাদি করেন
ওজ্ঞপ ঠাকুর ও কালী মাতাকে বহুতর বিস্তর ভাবে মধুরতর বাক্য
বলিতেন । ৩৮।২৯।৪০

মামেতি মধুরং বাগ্ব্য মুক্তবাণ্ডাকুরী বহু ।

প্রাপ্য কুমারিকাং কন্যাং প্রীত্যাগত পিতা যথা ॥ ৪০

অন্যেদুর্ভোগ বেলায়াং দেব্যা ভোগং দদন্ সুদা ।

পাতাছাশ্রয় মদ্রজ গৃহীত্বৈবোতিষ্ঠিতঃ সুখং ॥ ৪১

মাতুরাশ্রয়ং বিদায়ীত্ব তদনন্তরং তত্র দত্তবান্ ।

প্রীত্বাচ মুক্তবান্ মাতৃস্বং সুখং মুক্তবান্ মদীয়কং ॥ ৪২

অনন্তরং গদগদয়াবাত্ত্বা তাং পরিতীত্ব চ ।

পুনরুক্তং বদসি মাং ভোজনার্থং জগন্ময়ি ॥ ৪৩

এবং ভবতু মৌ মাতঃ স্বাদামি পশ্য মে সুখং ।

বদন্তেবং প্রসাদীয় কিঞ্চিদ্ মুক্তা স্বয়ং তদা ॥ ৪৪

মুক্তশেষং তদনন্তরং পুনর্মাতৃমুখে দদৌ ।

মুক্তমবশং ময়া দেবি মুক্তবান্ সর্বং মতঃপরং ॥ ৪৫

On some other day, he would try to put rice and curry into the mouth of the Goddess saying, "Oh Mother, be pleased to take rice offered by me." After that he would say, "Oh Mother, do you ask me to take the rice ? Please look at my face." With this, he would take portion of the offered rice and put the remains into the mouth of the Goddess, saying, "Oh Mother I have taken and you may now take the rest." ॥ 40 to 45 ॥

মণ্ড্যলীলায়াং ৬৪ অঃ ।

বঙ্গানুবাদ :—

এং অন্য একদিন দেবীর ভোগদানের সময়ে পরমানন্দে ভোগ দান করিতে করিতে অন্ন পাত্র হইতে কিছু অমব্যঞ্জন লইয়া উঠে পাড়াইয়া দেবীর মুখ দিবর বিদারিতের মত করিয়া সেই তরকারির সহিত ভাত দেবীর মুখের মধ্যে দিয়া বলিলেন হে মাতঃ তুমি প্রদত্ত অন্ন আনন্দের সহিত ভোজন কর । এইরূপ গদগদ বাক্যে দেবীকে পরিতুষ্ট করিয়া পুনর্বার বলিয়াছিলেন হে জগন্মাতা হে দেবী তুমি আমাকে ভোজন করিতে বলিতেছ । ৪১।৪২।৪৩

হে দেবী তুমি আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ । এইরূপ বলিয়া তখন কিছু প্রসাদীয় অন্ন নিজে খাইয়া সেই উচ্ছিষ্ট শেষ অন্ন দেবীর মুখে দিয়া বলিয়াছিলেন মা । আমি অন্ন খাইয়াছি অতঃপর যে সকল অন্ন আছে তাহা তুমি খাও । ৪৪।৪৫

এইরূপভাবে সাধারণ বালকের মত বলিতেন । হৃদয় রাম মাতুলের এই প্রকার দেব সেবা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিতেন । ৪৬

एव' माकृतवद्देवौ मुवाच जगदम्बिका' ।

मातुलस्य देवसेवा' दृष्ट्वा वाचाति विस्मितः ॥ ४६

अर्चनयं कथम्भुता ग्नातुं निशे कथञ्चन ।

पुनरन्य दिनेऽपश्यद् भोगदानार्थमासने ॥ ४७

उपविश्य मातुलीय' मार्जार' कृतं स्रव' ।

आह्वय भगवत्पुत्र भुङ्क्ष भुङ्क्षान्नवीह्वः ॥ ४८

भोग द्रव्य' स्वहस्तेन मार्जार' तमभोजयत् ।

एव' रात्राविकदाहमपश्य मदभूत' महत् ॥ ४९

মণ্ডলোলায়া' ৬৪ অঃ ।

দেখ্যা: শয়ন কালিতু ন দত্ত্বা শয়ন' তদা ।

রৌপ্য নির্ম্মিত খড়্গায়া' মাতুল: স্বয়মেব হি ॥ ৫০

শীতৈ তত্র সুখেনৈব গাঢ় নিদ্রা পুরঃসর' ।

গত নিদ্রৌষেদমুচ্চৈর্দেবৌমুহিশ্চ মাতুল: ৫১

Such a manner of worship caused a great surprise to Hridaya, who failed to understand how his uncle could behave in such a way. Another day when Thakur was seated to offer rice to the Goddess, a cat entered the temple and Thakur at once fed the cat with the rice intended for the Goddess, and said to it, "Oh Mother, please take as much as you like." Again in night he himself lay down on the bed of the Goddess and slept there soundly. When he woke up, he said loudly to the Goddess. ॥ 46 to 51 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মাতুলের এই দেব পূজা কিরূপ ইহা আমি কিছু মাত্র বুঝিতে পারিতেছি না । অন্য আর একদিন মাতুল দেবীর ভোগদানের জন্য আসনে বসিয়া মেও মেও শব্দ করিতেছে একটি বিড়ালকে ডাকিয়া হে মাত ভগবতী খাও খাও বলিয়া ছিলেন । ৪৭।৪৮

পায়সাদি ভোগগ্রহণ সেই বিড়ালটিকে নিজ হস্তে খাওয়াইয়া ছিলেন । এবং এক দিন রাত্রি কালে অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া ছিলাম । শয়ন সময়ে দেবীকে শয়ন না দিয়া রূপার খাটে মাতুল নিজে

मध्यलीलायां ६४ अः ।

गाढं निद्राय अतिवृत्तं दृष्ट्वा श्वेते निद्रां यादौतेहेन । उत्पन्नं निद्रां
सद्यश्च नरं डैलैः यत्र मेयोः उद्देश्यं बलिदां द्विजेन । ४२।५०।६१

शयनार्थं सक्ताग्ने ते मां प्रवीषि जगन्मयि ।
आदेगस्तव भो मातः सर्वतः परिपालितः ॥ ५२
मातुलस्य दग्धां दृष्ट्वा हृदयचिन्तितो भृशं ।
विषयस्यास्य जिज्ञासा रुययास्य प्रतिक्रिया ॥ ५३
असमर्थं संविधातुं यतो गुह्यतमसत्त्वयं ।
मत्तो वा मातुलादन्यो यदि जानाति कथन ॥ ५४
तर्ह्यस्माकं मङ्गलैः सुमयवा प्राणसंगयं ।
भविष्यति न सन्देहः किं करिष्यामि साम्प्रतम् ॥ ५५
विज्ञाते मन्दिराध्यक्षे शृङ्खुनो भविताधुवः ।
एव हृदयरामेन हते संगोपनेऽपि च ॥
अग्राप्तोयार्चना देव्यास्त्रस्य परिचारकैः ॥ ५६
अविर्त्तये विज्ञाता दक्षिणेश्वरं वासिभिः ॥ ५७

"Oh Mother, you asked me to lie down near you. I have obeyed you." Such a behaviour of his uncle caused great anxiety to Hridaya. He was at a loss to find the remedy. He was sure to be put into great troubles and even to run the risk of life, if such things were known to anyone else. However, in spite of every effort on the part of Hridaya, these acts of so called misconduct of Thakur became exposed to the inmates of the temples, as well as to the people of Dakshineswar.

মধ্যলীলায়াং ৬৪ অঃ ।

বক্তাব্যুবাদঃ—

—হে জগন্নাথঃ আমাকে আপনার নিকটে শয়ন করিয়ার জন্য বলিতেছ। মা আপনার আদেশ আমি সর্বতোভাবে পালন করিয়াছি। ৫২

হৃদয় রাম মাতুলের অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা বা প্রতিকার করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ এইরূপ ব্যাপার অতি গোপনীয় বিষয়; যদি আমি বা আমার মাতুল ভিন্ন অন্য তৃতীয় ব্যক্তি কেহ জানিতে পারে আমাদের ভয়ঙ্কর দুঃখ অথবা প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হইতে পারে ইহা নিঃসন্দেহে। অতঃপর এইরূপ অবস্থায় আমাদের কি করা কর্তব্য। ৫৩/৫৪/৫৫

মন্দিরাধ্যক্ষ এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিলে মাতুলের ও আমার মৃত্যু ইহা ঐক্য নিশ্চিত। এইরূপ ভাবে মাতুলের অনাচার হৃদয় রাম গোপন করিলেও মন্দিরের পরিচারক বর্গ ও দক্ষিণেশ্বরের লোক সকল গদাধরের এইরূপ আশাত্মীয় পূজা ও অনাচারের বিষয় শীঘ্রই জানিতে পারিয়াছিলেন। ৫৬/৫৭

ভবুস্তিএপি পূজকীয়্য চিন্তাং প্রাপ্তবান্ ধ্রুৱং ।
 অথবীপদেবতাস্য স্কন্ধাচ্ছৃতি নিযিতা ॥ ৫৮
 অন্যথা ব্রাহ্মণ যুগাপ্যায়্যচারং বিলঙ্ঘ্য চ ।
 চিদানন্দময়ী কালী সৃষ্টিস্থিত্যন্তকাণ্ডী ৫৯
 শিববচঃসমারুঢ়া মাতঃ মংঘতারণী ।
 ক্রৌড়াপুস্তলিকা কৃত্বা যথৈচ্ছাচারমাশ্রিতঃ ॥ ৬০
 एषं षड् विजल्पेन तत्रस्याः कर्मचारिणः ।
 স্বৈচ্ছাচারমিমং রাক্ষসে বিজ্ঞাপাধিতুমুখ্যতাঃ ॥ ৬১

मध्यलोनाया' ६४ अः ।

मेई समये खानवाधारद्ध द्वाविप्रसादे मधूदनाथ प्रभु माता
प्राणीय सहित कोन एकटि तैयधिक बापादे द्वावि घादे विहादेरर बना
उडग्रेहे चिह्नित छिलेन । ७२।७७

तस्माद्राक्षी आमाता च दक्षिणेश्वर मन्दिर ।

आगन्तुं न समर्थौ तौ वृद्धः सुगतेषु च ॥ ६४

अनाचारः पृथक्स्य द्वाध्यक्षस्यानुपस्थितेः ।

सर्वेऽप्येव सुनिश्चित्य तत्तस्याः कर्मचारिणः ॥ ६५

जानवाजारमागत्य मधुराय न्यवेदयन् ।

इमं हि पूजकं ग्रीष्ममनाचाररतं ध्रुवं ॥ ६६

दूरमुत्सृज्य यातुनं सदाचाररतं दिजं ।

नूतनं पूजकं तत्र नियोजयतु भी भवान् ॥ ६७

श्रुत्वा श्रीमधुरानाथ स्तेपां वाचः सयुक्तिकाः ।

उवाचाहं तत्र गत्वा पूजां दृष्ट्वा विशेषतः ॥ ६८

करिष्यामि सुव्यवस्थामधुना यात तत्र हि ।

परन्तु तत्र यावन्मे न गतिः सम्प्रविष्यति ॥ ६९

So, Rani and Mathuranath could not come to the temples at Dakshineswar for quite a long time. It was admitted on all hands that such misconduct on the part of Thakur was due to the absence of Rani and Mathuranath, the managing Director of the temples. The employees of the temples, therefore, approached Mathuranath and prayed that this mad and misbehaving pujari (worshipper) should be dismissed from service and another new pujari appointed in his place.

मध्यलालाया' ईष्ट अः ।

At this Mathuranath said "I myself will go there and personally enquire into the matter. You may go back to attend to your duties. But so long I do not go there, the youngest Bhattacharya may continue to do the services as he likes. None of you should interfere in the matter".

॥ 68 to 69 ॥

वस्तुतः—

এই জন্য বহুদিন গত হইলেও রাণী রাসমণিও জামাতা মধুরানাথ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিতে পারেন নাই । ৬৪

মন্দিরের অধ্যক্ষের অগুপস্থিতি বশতঃই পূজারীর এইরূপ অনাচার। মন্দিরস্থ কর্মচারী সকল এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জ্ঞান বাছারে রাণীর ভবনে উপস্থিত হইয়া সর্বদয় কঠা মধুরানাথকে এইরূপভাবে নিবেদন করিয়া ছিল যে এই অনাচাররত পাগল পূজারীকে দূরীভূত করিয়া অগ্রহ পূর্বক শীঘ্র একটি সদাচারী শ্রুতন পুত্রক ভবতারিণীর মন্দিরে নিযুক্ত করুন ইহাই আবাদিগের ঐকান্তিক ভাবে বিনীত প্রার্থনা । ৬৫, ৬৬, ৬৭

মধুরানাথ সেই সকল কর্মচারি গণের যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন । আমি যখন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পূজারীর পূজা বিশেষভাবে দেখিয়া হৃদয়বস্থা করিব । উপস্থিত আপনারা সেই স্থানে যান । কিন্তু আমার যতদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সম্ভাবনা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য মহাশয় যে ভাবে পূজা করিতেছেন সেই ভাবেই করুন তাহাতে কোনরূপ কেহ বাগা দিবেন না । ৬৮, ৬৯, ৭০

মধ্যলোনায়া' ৬৪ অঃ ।

করোতি দাটুর্গী পূজা' মহাচার্য মনোদয়ঃ ।
 পূজা' করোতু তদ্রূপা' বাধা' তত্র ন দাণ্য ॥ ৩০
 মহাচার্য্য' মতে নৈব পূজাকার্য্য' ধ্রুব' ভবেত্ ।
 एवं শ্রীমদ্যুরানাতো নোক্তাস্তে কর্মচারিণঃ ॥ ৩১
 পুনঃ প্রত্যাগতাঃ সর্ব্বৈ' তস্যাগমনকাঁক্ষয়া
 কালক্ষেপে' প্রকুব্ব্যন্তো দিনানি গণয়ন্তি তে ॥ ৩২
 পরস্পর' প্রজলপন্তি পূজক' প্রতি তে তদা ।
 পাগল' পূজক' ত্যক্তা নূতনে পূজকে স্তুতি । ৩৩
 দেবমন্দিরমর্ঘ্যাদারচা তেন ভবিষ্যতি ।
 সহস্রাঙ্গনি কস্মিন্'চিচ্চোক্তা কমপি কিঞ্চন ॥ ৩৪
 ভাগতো মদ্যুরানাতো দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ।
 তদাশেষপ্রদাপাত্ত তাতো গদাধরঃ স্বয়ং ॥ ৩৫

The employees of the temples came back and counted their days awaiting the visit of Mathuranath to the temples, and indulging in talks about the appointment of a new pujari in place of the present one who was a confirmed lunatic. All on a sudden without any prior notice Mathuranath came to the temple. ॥ 70 to 75 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতেই পূজা কার্য্য হইবে এইরূপভাবে মথুরা নাথ বঙ্গিলে সেহে সকল কর্মচারীগণ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহার। মথুরানাতের আগমন প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করতঃ দিন গণনা করিয়াছিলেন । ৭১/৭২

মধ্যলীলার্য্য ৬ষ্ঠ অঃ।

সেই সময় কর্ণচারী সকল এইরূপ জঘনা কলনা করিত যে
নাগল পূজকে পরিত্যাগ পূর্বক মূতন পূজক আনিলে তাঁহা দ্বারাই
দেব মন্দিরের মধ্যমা রক্ষা হইবে।

ইহাং কোনও একদিন কাশ্যকেও কিছু না বলিয়া মথুরানাথ
দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৭৩

মন্দিরাভ্যন্তরে পূজাসনে পদ্মাসনে স্যিতঃ ।
নৈব নিমীলয় পদ্মানি বিধৃত্য করপদ্ময়োঃ ॥ ৬৬
অশ্রুভির্বহুভিস্তস্য সিত্তং হৃদুদরং তথা
দৃষ্ট্বৈব মথুরানাথঃ সন্ময়ো দেবমন্দিরে ॥ ৬৭
প্রবেগমাব্রতস্তস্য হৃৎকম্প সমুপস্থিতঃ ।
ভবাচ বিস্ময়াবিষ্টো মথুরঃ সুলভে দীপ্যতে ॥ ৬৮
কৌণ্ডিন্তু বিম্বব্রহ্মাণ্ডস্তম্ভকারী স্থিরস্থিতিঃ ।
মহাভাবেন সম্পূর্ণ উজ্জ্বলোজ্জ্বল মন্দিরঃ ॥ ৬৯
পাশাণ প্রতিমেয়ং কিং সত্যং সচেতনা সনৌ ।
পূজকস্থাশ্রিতঃ সাদ্য স্বরূপেনাবভাপতৌ ॥ ৭০
অহৌ বদনমণ্ডলস্যাদ্যকামধুর প্রভা ।
ত্বিনয়ন প্রভা দেহ্যাঃ কৌটিল্যস্য সমপ্রভা ॥ ৭১

At that time Gadadhar was sitting inside the temple with his eyes closed and hands on his breast. Tears were streaming down his cheeks. On seeing the worship Mathuranath was struck with awe and his heart began to palpitate very fast. He mused within himself, "Who may be this pujari who illuminates the temple with his

মধ্যলীলায়াং ৬৪ অঃ ।

own brilliance, who appears to be so profound and solemn and capable of arresting the speed and progress of the universe. This stony image appears to be infused with life. Its face is unusually bright. ॥ 76 to 81 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময়ে অসীম শ্রদ্ধা পাত্র পরম পূজনীয় গদাধর মন্দির মধ্যে পূজার আসনে উপবেশন পূর্বক নেত্রদ্বয় মুদ্রিত ও ছইটি করপদে পদ্ম ধারণ করিয়া বহুতর নেত্রজলে হৃদয় ও উদর প্রাণিত করিতেছেন । ৭৫।৭৬

পূজকের এইরূপ পূজা দর্শন করিয়া ভয়ে ভয়ে মথুরানামের মন্দির মধ্যে প্রবেশ যাত্রে হুংকম্প উপস্থিত হইয়াছিল । পূর্ব জন্মের পুণ্য বশে মথুরানাম বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন । বিশ্ব ত্রাণাণ্ডে শুভকারী সুগম্ভীর বিরাটভাবে পরিপূর্ণ উজ্জলীকৃত মন্দির ইনি কে ? ৭৭।৭৮।৭৯

এবং এই প্রস্তর প্রতিমা কি যথার্থভাবে জীবিতা হইয়া চিহ্নগ্নী রূপে প্রত্যক্ষ হইতেছেন । ৮০

অহো অজ্ঞ মাতা ভবতারিণী কালিকার মুখমণ্ডলের কি অপরূপ মাধুরী । এবং তিনটি নয়নের কান্তি কোটি সূর্য্যের কিরণের মত দেখা যাইতেছে । ৮১

যদুবার' বহুদিন' মন্দিরাভ্যন্তরে' ।

অপম্মমম্বিকা মূর্তি' সাধারণতয়া পুরা ॥ ৮২

কিন্তু নামে' পশ্যামি জীবিতামধুনাস্কৃত' ।

জ্ঞানসমগ্রাসমযুক্তা' কাম্যমান' স্বর্গ-গমুচ্ছয়ীঃ ॥ ৮৩

মণ্ডলীলায়াং ৬৪ অঃ ।

মন্দিরাভ্যন্তরে কোঃপি কো বাত্ৰায়াতি যাতি বা ।

তত্রম্ভুচ্চৈ পনশ্বাস্য নাস্ত্যন্তর্দৃষ্টি যোগতঃ ॥ ৮৪

এবন্তত্ শুব্ধচৈতন্য মাষ্টসায়ুজ্যতাঙ্কত' ।

ইদৃক্ সাধক বর্যস্য সম্ভবত্যেব লক্ষণ' । ৮৫

এবমারাধনাধারা প্রেমভক্তি প্রদায়িকা ।

যযাগ্রীষ সাধকানাং সুলভ সাধ্যবস্তু চ ॥ ৮৬

এব' শ্রীজগদম্বায়াঃ সকাগ্রী বালকো যথা ।

পরন্তু বিগলিতাশ্রুধারয়াকুলিতো ভূয়' ॥ ৮৭

'I have seen this image many times. But never before, I have seen it so alive. It appears to be breathing with life. I also can see the quivering head and the sword in her hand. The pujari is so absorbed in his meditation that he does not feel the presence of anybody here. He appears to have lost his own existence in the Goddess. Such is the way of profound devotion which leads to the attainment of divine grace." Like a simple child Gadadhar offered handfuls of flowers to the Goddess with great eagerness and and tearful eyes and said, ॥ 82 to 88 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

আমি মন্দির মধ্যে এই দেবী মূর্তি বহুদিন বহুবার দেখিরাছি
তখন সাধারণ শিলাময়ী মূর্তিই দেখিরাছি । ৮২

কিন্তু অন্য সেই মূর্তিই জীবন্তের মত প্রতীতমান হইতেছে ।
শ্বাস প্রশ্বাসের ও রক্তগ মূণ্ডের কম্পন প্রত্যক্ষ হইতেছে । ৮৩

মহ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

এই পূজকের অন্তর্নিহিত বশতঃ মন্দির মধ্যে কে আসিতেছে
যাইতেছে অথবা কে এখানে আছে পূজকের এই সকল জ্ঞান কিছু
মাত্র নাই। ৮৪

এবং পূজকের শুদ্ধ চৈতন্য দেবীর সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছে
এতদ্বারা সাধকেরই এইরূপ লক্ষণ সম্ভব হয়। ৮৫

এইরূপ সাধন প্রাণালীষ্ট প্রেম ভক্তি প্রদান করেন। যে প্রেম
ভক্তি দ্বারা সাধক সকলের সাধ্য বস্তুর সুখলভ্য হয়। ৮৬

এইরূপভাবে জগন্মাতার সমীপে বালকের মত বিগলিত অশ্রু
ধারায় অত্যন্ত আকুলিত কখন ও বা অত্যন্ত উল্লাসিত হইয়া দেবীর
চরণ কমলে বহুতর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রেমার্জ হইয়া বলিতেছেন।

৮৭/৮৮

ওহামৌল্যামযুক্তোঽসৌ দেব্যঙ্কি কমনী বহু।

পুষ্পাঞ্জলি' প্রদায়ৈব' ব্রবীতি প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৮৮

গৃহাণেদং শূন্যং মাতস্তথা মেঽপ্যশূন্যং নয়।

জ্ঞানাজ্ঞান ধর্মাদধর্ম পুণ্যপাপাদিকাংস্তথা ॥ ৮৯

সর্বং গৃহাণ মে দেবি ত্বয়ি ভক্তি' প্রযচ্ছ মে।

ব্রুবস্বৈব' মহাযোগী সমাধিমগমতদা ॥ ৯০

পূজকস্য তন্ময়তা' ভাবভঙ্গ্যাদিকঞ্চ ত'।

স্বাভ্যর্থন' ব্যাকুলতামালোক্য মথুরো মহান্ ॥ ৯১

কষ্টকীকৃত সর্বান্ধঃ সাধুচর্য্য বিচর্য্যণঃ।

মন্যতে স্ম তদৈব' হি শ্রীজগজ্জননী' মতি ॥ ৯২

সুবিগৃহ্য মাতৃভক্তে: প্রবল প্রেমা' বিনা।

বৈধিভক্তিমতিক্রম্য প্রেমভক্তি: কথং ভবেৎ ॥ ৯৩

"Oh Mother, loss or gain, ignorance or know-
ledge, virtue or vice, merit or demerit, every

মধ্যসৌন্দর্য্য ৬৪ জঃ।

thing you take away from me. Give me only devotion to you." So saying he lost all sense of his physical existence. On seeing this divine mood of Gadadhar, Mathuranath thought, "Without such strong motherly devotion to the Goddess, how devotion which surpasses codal procedure can be possible." ॥ 88 to 93 ॥

বদ্রানুবাদ

হে মাতঃ তুমি আমার শুভ অশুভ জ্ঞান অজ্ঞান ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও পুণ্য পাপাদি সকল গ্রহণ কর কেবল মাত্র তোমার চরণে ভক্তি দাও এইরূপ বলিতে মহাযোগী গদাধর নির্বিকল্প সমাধি মগ্ন হইয়া ছিলেন । ৮৯৯০

পূজকের আত্মনিবেন ব্যাকুলতা এবং ভাব ভঙ্গী দেখিয়া রোমাঞ্চ অশ্রুচক্ষুঃ বিচলন মধুরানাদ সেই সময়ে এইরূপ মনে করিয়াছিলেন যে জগদম্বার প্রতি বিলুপ্ত মাতৃভক্তির প্রেরণা ভিন্ন বৈধী ভক্তি অতিক্রম করিয়া প্রেমভক্তি কি হইতে পারে। ৯১৯২৯৩

নেহগবিধে ভক্তিমেঘে সূক্ষ্মমার্গে সুদুর্লভে ।

সময়ঃ সাধকঃ কৌশল্যঃ প্রযেদুৎপূজকৌশল্যে বা ॥ ৮৪

অপূর্ব্ব পূজকম্বাখ্যাকাপদ্য প্রেমমার্গতঃ ।

স্বরূপং কিং বিজানন্তি মূঢ়াঃ সদ্ধোঃচৈতন্যঃ ॥ ৮৫

নাম্মৌদক্ সাধকঃ কৌশল্যে তাতৌ মে পূর্ব্বসাধকঃ ।

সিদ্ধেঃ পথি সাধনয়ং ধাবিতা দ্রুতবেগতঃ ॥ ৮৬

জগন্মাতুঃ কৃপাপ্রাপ্তা ধন্যোঃস্মৃৎ সাধকৌতমঃ ।

এবং ধীমতঃসৌন্দর্য্যো ভাবভাবিত মানসঃ ॥ ৮৭

মধ্যলীলায়াং ৬৪ অঃ ।

সাধকস্য সাধনায়াং সন্তুষ্টোঃস্মুৎ সুসজ্জনঃ ।

পরন্তু কপয়া তস্য মাধবভক্তির্দৃঢ়াभवत् ॥ ৫৮

তদা সাধক বর্যোঃপি মাতরং সর্ষ্বসিদ্ধিদাং ।

অদূরাত্তাং নমস্কৃত্য তদ্রাধিনৈব ভাবিতঃ ॥ ৫৯

Such rare devotion is not attainable by ordinary pujaris. The sincerity and devotion of this pujari can hardly be appreciated by these narrow minded servants. He is moving fast towards attainment of success. This pujari has been blessed by the grace of the Goddess." Mathura-nath was greatly pleased and his devotion to the Goddess grew stronger. At that time Gadadhar prostrated himself before the Goddess and said. ॥ 94 to 99 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ অত্যাচ্ছ সুহৃৎ ভক্তিগণে এতাদৃশ সাধক ভিন্ন অন্য সাধক বা পূজক কে সমর্থ হয় ৯৪ ।

এই অপূর্ব পূজকের অকৈতব প্রেমের স্বরূপ কি ক্ষুদ্রচিত্ত ভূতা বর্গ জানিতে সমর্থ হয় ৯৫

এমন সাধক আর দ্বিতীয় কেহ নাই বাবা আমার অপূর্ব সাধক ইহার এই সাধনা সিক্কিলাভের পথে অত্যন্ত বেগে ধাবিত হইতেছে ।

৯৬

এই সাধকোত্তম অগম্যাতার দয়ায় ধন্য হইয়াছেন । এইরূপে মহাশক্তি যথুরানাথ পূজারী সাধক গদাধরের ভাবে বিভাবিত হইয়া সাধকের সাধনায় পরমানন্দিত হইয়াছিলেন । পরন্তু পূজকের কৃপায় যথুরানাথের ও দেবী ভক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল । ৯৭ ৯৮

মধ্যলীলায়াং ষষ্ঠ অঃ ।

তখন সাধক শ্রেষ্ঠ গদাধর ও সম্পূর্ণরূপে সেই সর্বসিদ্ধিদায়ী
ভগবৎপাদে সাঠোড়ে ননকান্দ করিয়া দেবী ভাবে বিভাবিত চিত্তে
বলিদ্রাছিলেন । ২৯

মৌবান্ধু ভী জগন্নাথ স্বত্বং প্রতিষ্ঠাত্য সায়িকা ।
প্রতিষ্ঠাতুরথশস্য সাধনা গচ্ছিতী মম ॥ ১০০
ভবতু জগদ্ভবইবি ভূতয় ভবগেহিনী ।
পূর্জ্ঞানী প্রভাষাতি পরজাঃ প্রভবন্তি তি ॥ ১০১
পাশন্য পূজকণ্য নিগদং দ্রষ্টুমোক্ষমবঃ ।
সর্বভূত্যাঃ প্রতীচন্তে মন্দির প্রাঙ্গণে স্থিতাঃ ॥ ১০২
নিগদং ময়ুং কিন্তু মন্দিরাদ্ভিরাগতং ।
হৃদা ভবতু বিমলযামাঃ প্রভোরাভেগ কাঁচি ৷ ১০৩
কর্তাণ্য এমপি কিস্বিনীলা রাজগৃহং গতাঃ ।
তদীয় যানমাচ্ছা প্যপমায় পুরঃসরম্ ॥ ১০৪

হুতি ধীমহিতোয়ং বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং
সংজ্ঞিতায়া গদাধরণ্য দেবীপূজাকালি মদুরাশায়ণ্য দেবী। প্রত্যক্ষদর্শন
৮মো মধ্যলীলায়াং ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

মধ্যলীলায়াঃ ৬ষ্ঠ অঃ ।

Here ends the sixth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ

হে জগন্নাথ: আজ তোমার প্রতিষ্ঠা সার্থক হইল। হে ভবসুন্দরী প্রতিষ্ঠাকারী আমার অগ্রজের সাধনা শক্তি বশত: আমার মঙ্গলের জন্যই আপনার কৃপা হইয়াছে। যেহেতু পূর্বপূর্বজাত মহাজনের প্রভাবেই পরাজিত জনগণ প্রভাব বিশিষ্ট হল। ১০০।১০১

এদিকে মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত ভূতাবর্গ পাগল পূজকের নিগ্রহ দেবীবার জন্য প্রতিশ্রুতি করিতেছিল। ১০২

কিন্তু নিঃশব্দে মধুরানাথ মন্দির বাহিরে আক্ষেপন দেবীরা প্রভুর অনুমতি প্রার্থী ভূত সকল বিন্মিত হইয়াছিলেন। ১০৩

কিন্তু মধুরানাথ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া যানে আরোহন করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাজ গৃহাভিমুখে গমন করিয়ালেন। ১০৪

পশ্চিম শ্রীরায়েল্ল সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে মধ্য লীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে গদাধরের দেবী পূজার সময়ে হঠাৎ মধুরাবাবু মন্দিরে আসিয়া ভবতারিণী কালিকাকে জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

মধ্যলীলায়াঃ সমসোচ্যায়:

दृष्ट्वैव' राजमृत्यास्तु परस्पर मद्यामृतम्
सुखादेशो राजमृदादागमिष्यति निधितम् । १
परैऽङ्गि मयुरानाथस्यादेशो ह्यन्यरूपकः ।
समायातः सुप्रधान कर्मचारिजन' प्रति ॥ २

मध्यमौनार्या ८म अः ।

स्नेच्छाचारं समाश्रित्य भट्टाचार्यं महोदयः ।
 मातुः प्रीभयतारिण्याः पूजाकार्यं करोत्विति ॥ ३
 तत्रस्थाः केचन जना मा विघ्नं जनयन्तु हि ।
 एवं दिव्यमादेशं प्राप्य ते कर्मचारिणः ॥ ४
 विस्मितास्ते गर्हयन्तः प्रतिवक्तुं न सिद्धिरे ।
 राक्षो राममणियापि वार्त्ता तां पूजकस्य च ॥ ५
 श्रुत्वा त्र्योमयुरानायं प्रपश्य कौतुकान्विता ।
 किं तात पूजकत्रेष्ठभट्टाचार्यं कनिष्ठकः ॥ ६

On seeing this, the servants of the temples held that the orders would come from the palace. In fact the orders came next day. But it was not what they expected. The orders came to the managing staff to the effect that the youngest Bhattacharyya would carry on his duties as he would like ; none should interfere. All were much astonished at these adverse orders. They all blamed Mathuranath but could not disobey the orders, Rani Rasmoni also had heard the reports against Gadadhar. She, therefore, asked Mathuranath, "Is the youngest Bhattacharyya losing his sanity due to some disease ?" । 1 to 6 ॥

মধ্যলোলায়াং ওম অঃ ।

বসন্তঃ তৎপর দিবস প্রধান প্রধান কর্মচারীগণের প্রতি মথুরাবাবুর অন্তরূপ আদেশ আসিয়া উপস্থিত হইল । ২

মথুরাবাবুর অনুমতি এই যে কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজের ইচ্ছামিত পূজাকার্য্য করিবেন । ৩

মা ভবভারিণীর মন্দিরস্থ কোন ব্যক্তি যেন কোন প্রকার বাধা বা কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করেন ।

এইরূপ প্রতিকূল আদেশ পাইয়া কর্মচারিসকল আশ্চর্য্যায়িত হইয়া মথুরাবাবুর নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন । কিন্তু কাহারও কিছু বলিবার ক্ষমতা ছিল না । ৪

রাণী রাসমণিও পূজকের সেইসকল পূজার বিষয় শুনিয়া কৌতূহল বশতঃ মথুরানাতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে পূজক কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য কি বায়ু রোগাক্রান্ত হইয়া বাতুলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৫৬

। বায়ু বৈপ্লব্য দীর্ঘৈশ্বর্য্যাক্রান্তো বাতুলতাং গতঃ ।

শ্রুত্বা বাধ্য তদা রাজ্ঞা মথুরো মহিমান্বিতঃ ॥ ৩

তত্রাচ পর্যা প্রীত্যা দিব্যমাব পরিপ্লুতঃ ।

প্রতিষ্ঠা ভবভারিণ্যাঃ শিলাময়্যা স্তব্যা ক্রতা । ৮

সাম্প্রতং বাতুলস্যৈব পূজায়াঃ সুখ্যবস্বয়া ।

চৈতন্যোপাদিতা সা তু সম্পূর্ণা জাগ্রতো দমো ॥ ৫

এতদ্রূপং ময়া মোহঃ কৃতঃ সাচ্চাত্ সুপ্লুতঃ ।

এতাৎশব্দভূতা পূজা ন কস্যাপ্যচ্চিগোচরা । ১০

ধন্যোঃ পূজকস্যায় ধন্যা ত্বং পৃথিবীতলি ।

কেনাস গিঘ্রাষাদপি বিন্দ্যাধ্রে হিমপর্ব্বতাৎ ॥ ১২

আগত্যাধিরমুত্ সাধ্য দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ।

অর্দ্ধকস্য তপো যোগাৎ ভবত্যাঃ সুকৃতেন চ ॥ ১২

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ ।

At this Mathuranath replied, "You have found-
ed the stony image of Bhavatarini. Now it is this
madpujari that has made it alive. I have seen it
throbbing with life. The way of worship is also
wonderful. None has seen the like of it any-
where. Both you and the pujari are blessed.
Goddess herself has come down from the Kailas
mountain, or the Vindhya, or the Himalayas,
and appeared in your temple at Dakshineswar."

॥ 7 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতি সদাশয় মথুরানাথ মহারাণীর কথা শুনিয়া দিব্যভাবে
বিভাবিত হইয়া অতি আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন । ৭

মা আপনি ভবতারিণী কালিকার শিলাময়ী মূর্তিই প্রতিষ্ঠা
করিয়াছেন । কিন্তু আজ বাতুলেরই পূজার শক্তিতে সেই শিলা-
ময়ী ভবতারিণী মূর্তিই প্রাণবন্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হইয়-
ছেন । ৮৯

হে মাঃ আমার বহুতর পুণ্যবশতঃ আমি চিন্ময়ী মূর্তি সাক্ষাৎ
করিয়াছি । এরূপ অত্যাশ্চর্য পূজা কখনও কাহারও নয়নগোচর হয়
নাই । ১০

আজ পৃথিবীমধ্যে এই পূজক ও আপনি বহু হইলেন । পূজকের
সাধনশক্তিতে এবং আপনার পুণ্যপ্রভাবে বিষ্ণাচল, হিমাচল অথবা
কৈলাস পর্বত হইতে সেই ভ্রমরময়ী ভবগেহিনী ভবতারিণীরূপে
আজ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আগমনপূর্বক সাক্ষাৎ আধিকৃত হইয়া-
ছেন । ১১।১২

अत्वा राज्ञी मायुरी ता' मनोज्ञा' वाच' चिन्ताशून्यता' प्राप सद्यः ।
द्रष्टुं पूजान्तम्य सत्पूजकस्य जातोत्कण्ठा मन्दिर' सा जगाम । १३

स्नात्वा राज्ञी जाह्नवी पुण्यतोये
देव्यास्तस्या मन्दिर' सम्प्रविष्टा ।
तस्मिन्नेव व्याकुलोके सुदुर्त्त'
देवीमूर्ति' भूयसा कम्पमाना' ॥ १४

अल' चमत्कारयुता ननाम
साष्टाङ्गरूपेण पुनः पुनः सा ।
यद्दर्शनार्थ' सुसमागतात्र
स पूजकस्तत् परिपूरकीभूत् ॥ १५
समाप्य मातुः सुश्रवोदरूपिका'
पूजा' सुवेद्यादिक मध्यलौकिक' ।
तद्भक्तिभावेन विभावितात्मना
गानेन देव्याः प्रचकार तोषण' ॥ १६

On hearing this from Mathuranath, Rani got herself relieved from her worries, and went to Dakshineswar to see that wonderful worship. After taking her bath in the Ganges she entered the temple and found the image of the Goddess quaking. She felt blessed and bent down before the Goddess with great devotion. In the meantime Gadadhar had finished his worship and began to appease the Goddess with sweet songs.

মধ্যলীলার্য্য ৩ম অঃ ।

বদ্বানুবাদ :—

রাগী মথুরানাত্ধের মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ চিস্তা-
শূন্য হইয়াছিলেন । এবং ভবতারিণীর উত্তম পূজা দেবিতার জন্ত
উৎকৃষ্ট হইয়া রাগী দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন । ১৩

তৎপরে রাগী পাপনাশিনী পবিত্র জাহ্নবী জলে স্নান করিয়া
ভবতারিণীর মন্দির মধ্যে প্রবেশমাত্রে দেবীকে দোহৃত্যমানরূপে
দর্শন করিয়াছিলেন । ১৪

তখন রাগী আশ্চর্য্যায়িতা হইয়া দেবীকে পুনঃ পুনর্বার সাষ্টাঙ্গে
প্রণাম করিয়াছিলেন ।

এবং যাহা দেবিতার জন্ত মন্দির মধ্যে আসিয়াছিলেন সেই
পূজক তাহা তাহাকে দেখাইয়াছিল । তখন পূজাকার্য্য শেষ করিয়া
এবং ভবতারিণীর বেশাদি কার্য্যও সমাধা পূর্ব্বক ভক্তিভাবে
বিভাবিত অস্থঃকরণ জ্ঞানানন্দ বিগ্রহ গদাধর গানের দ্বারা দেবীর
তুষ্টিগাথন করিতেছিলেন । ১৫।১৬

শ্রুত্বৈ রাগী তদপূর্ব্বগীতং
পূজাবিধাতুঃ স্ববিধৈক শূন্য ।
দৃষ্ট্য চ ভাব' তমপূর্ব্বরূপ'
তদা কিলভূত সুখ সিদ্ধিমগ্না ॥ ১৩
পূর্ব্ব' রাগয়া গায়বৈঃ সুপ্রযোমৈঃ
গীত' রম্য' রাজগেহে বিশালি ।
গান' প্রীত্বাক্ষণিত' মূরিরূপ'
মানা বায়ধ্বনিতানুগত' ॥ ১৫
এবম্বিধ' কিস্তু কদাপি ন শ্রুত'
সাত্ত্বাহবান্যা ষপনম্বিরূপ' ।

মধ্যলীলায়া' ওম জ: ।

গায়ন্তমুচ্চেষ্টাদপূর্বগান'

বিধৃত্য রাণী সুবিমোহিতাভূত ॥ ১৮

On seeing¹ the divine mood of Gadadhar and hearing such sweet songs Rani became beside herself with great joy. Rani had occasions to hear songs and music of veteran artists in her own palace. But such songs of Gadadhar as could open the gateway to Heaven, surpassed them all. ॥ 17 to 19 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রাণী পূজকের আশ্রয়ান শ্রুতকারী সেই অপূর্ব গান শুনিয়া এবং পূজকের তাদৃশভাব দর্শন করিয়া অত্যন্ত রূপে মোহিতা রাণীর মন আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল । ১৭

পূর্বের রাণী নিজ রাজ্য প্রাসাদে অত্যাচ্ছ শ্রোণীর গায়কগণ কর্তৃক নানাবিধ যন্ত্র বিশিষ্ট তাললয়াদি যুক্ত বহুবিধ গান শুনিয়াছেন কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবতীর উপলক্ষ স্বরূপ এইরূপ গান কখনও শোনে নাই । গান যেন ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে । এইরূপ অপূর্ব গান শুনিয়া রাণী অত্যন্ত মোহিতা হইয়াছিলেন ।

১৮১৯

গায়কারেণ গানস্য সমাপ্তে: পরমেব সা ।

পুনর্যাপরগানস্য শ্রবণার্থ' সমুত্সুকা: ॥ ২০

পূজক' গায়ক' রাণী তমুপচ্ছন্দ্য যত্নত: ।

গানস্য সুপ্রস'য়া সা প্রসুরামকরোত্তদা ॥ ২১

তত:পর' বাহ্যদৃষ্টি: সজ্জাতা গায়কস্য তু ।

পূজাধিনী জগন্মাতু রাণী মন্দির জাগতা ॥ ২২

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ ।

তদ্বতোষিত্তচাঞ্চল্যং ন জাতং পূজকস্য হি ।
 কেবলং বারমেকান্তু দৃষ্টা রাণী সুপূজকঃ ॥ ২৩
 তত্চণাৎ প্রতিমায়াং স দৃষ্টিন্যস্য সুগায়কঃ ।
 হৃদয়গ্রাহি মাধুর্যস্বরং গীতমবর্তয়ত ॥ ২৪
 মত্পিতৃর্ধ্বচসি ত্ব হি দত্তা পাদং জগন্ময়ি ।
 দণ্ডায়মানা ধৈ দেবি নান্ন লজ্জা কথঞ্চন ॥ ২৫

When the song ended, Rani greatly admired the song and requested Gadadhar to sing another. The presence of Rani in the temple did not cause any change in Gadadhar. He turned his eyes to the Goddess and started to sing another song which meant to say, "Oh Goddess, standing as you are with your feet on the breast of Lord Siva, do you feel ashamed at all ?" ॥ 20 to 25 ॥

বঙ্গানুবাদ

গায়কের গান শেষ হইয়া মাত্র রাণী পুনর্বার অল্প আর একটি গান শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া গায়ক পূজক কে বিশেষ ভাবে অনুরোধ পূর্বক গানের ভ্রুভূরি প্রশংসা করিয়াছিলেন । ২০।২১

তখন গায়কের বাহ্যদৃষ্টি হইলে রাণী জগদম্বার মন্দিরে পূজা দিবার জন্য আসিয়াছেন ইহা জানিয়াও পূজকের কিছু মাত্র চিন্তা চাঞ্চল্য হয় নাই । ২২

পূজক কেবল মাত্র একবার রাণীর দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিমার দৃষ্টি নিঃক্ষেপপূর্বক সুগায়ক মধুর কণ্ঠে মনোগ্রাহি গান করিয়াছিলেন । ২০।২৪

મધ્યલોભાયાં ઓમ જાઃ ।

ગાનેર મર્મ્યાર્થ એહે ચે હે દેવિ જગન્નિ દુમિ મર્વનાહે નિવેર ચદે
પદ દિગા દાઢાઈગા આહ એ જન્ય ટોનાર કિ કિહુ ગાત મજ્જા રર
ના ? ૨૯

જિહ્વા વ્યાદનરૂપેણ સજ્જિતેવ પ્રદૃશ્યતે ।
જ્ઞાતમેવ' મયા દેવિ સમ્પૂર્ણા' જ્ઞાત મેવ હિ ॥ ૨૬
ત્વત્ પિતૃર્વચસિ તવ માતા પદ્માં કૃતાક્રમા ।
ગલદશ્યુ લોચનાભ્યાં ગાયં સ્તુન્મયતાં ગતઃ ॥ ૨૭
શોભયુગ્મં મહાદેવ્યા ગાનેષુ સન્નિવેશિતં ।
ચિત્તન્તુ કલિકાતાસ્ય વિષયસ્યાન્તરે સ્થિત' ॥ ૨૮
ધર્મ્યાધિકરણેઽષ્ટાક' ફલ' કિમિતિ ચિન્તિત' ।
તેનૈવ તદ્ ગાયકસ્ય કણ્ઠરોધો વભૂવ હ ॥ ૨૯
પરન્તુ તેન તદ્રાગ્ન્યાઃ કોમલાક્ષ્ણે સુયોગિના ।
ભીષણાદ્ ભીષણતર' કરાઘાતઃ કૃત સ્તદા ॥ ૩૦
વક્તૃચાત્યન્ત દુઃખિનાત્રાપિ ચિન્તા મહીયસી ।
રાજહાર ફલસ્યૈવ ક્રિયતે માહ્યમન્દિરે ॥ ૩૧

"You have thrown out your tongue to show that you feel ashamed. I have also come to know with all certainty that your mother is also standing with her feet on the breast of your father." Even though Rani was hearing the song with her ears her mind became diverted with the thought of a court case. Instantly, Gadadhar got his voice choked and had to stop his song. Gadadhar became furious and giving a violent slap on the body of

মধ্যলীলায়াঃ ৩ম অঃ ।

Rani said, "How do you indulge in the thought of court case in the temple of the Goddess?"

॥ 26 to 31 ॥

বন্ধানুবাদ :-

জিহ্বাব্যাদন করিয়া তুমি যেন অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছ । অতএব হে দেবি আমি জানিয়াছি বা বিশেষ ভাবে জানিয়াছি তোমার মাতা কি তোমার পিতার বন্ধে এইরূপ পা দিয়া ঝাড়াইয়া আছেন । ২৬

এইরূপ ভাবে বিগলিত অশ্রু লোচনে গান করিতে করিতে পূজক সমাধিস্ত হইয়াছিলেন । ২৭

রাণীর কর্ণ যুগল গানে নিবিষ্ট ছিল কিন্তু মনটি কলিকাতার বিষয় কর্মে আবিষ্ট হইয়া বিচারালয়ে আমার মোকদ্দমার ফল কি হইল এইরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন । রাণীর সেইরূপ চিন্তার জন্য গায়ক পূজকের তৎক্ষণাৎ কণ্ঠবোধ হইলে গায়ক আর গান গাহিতে পারিয়াছিলেন না । ২৮২৯

পরন্তু পূজারী এ জন্য জ্ঞান শূন্য হইয়া মহারাণীর পৃষ্ঠ দেশে ভয়ঙ্কর ভাবে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন । ৩০

এবং অত্যন্ত দুঃখেব সহিত বলিয়াছিলেন এই মায়ের মন্দিরেও বিচারালয়ের ফলের জন্য গুরুতর ভাবে ভাবিতেছে । ৩১

মন্দির দ্বার দেহস্থা রাময়া যা পরিচারিকা ।

না দৃষ্টাসীমম' কর্ম্ম পূজকস্য তু নহিধ' ॥ ৩২

মর্জ্যান্তা সখ্যনা ভূত্বা বসিভ্যয ন্যবেদয়ন্ ।

সদ্বাদাধারিনী রাময়া বসিনী যি মহাবলাঃ । ৩৩

মণ্ডলীলায়া' ওম জঃ ।

পূজক' যৌচতে সৰ্ব্ব' ক্রোধ সংরক্ত লোচনাঃ ।

দুঃতবেগাগতাস্তত্র বন্ধু' ত' লৌহশৃঙ্খলেঃ ॥ ২৪

অদ্বীতমুদ্যতাস্তাস্তে তাড়য়মপরাধিন' ।

সৰ্ব্ব' সংবিগ্ন মনসস্তত্র যে কর্মচারিণঃ ॥ ২৫

কর্মণা বিপরীতেন চক্ৰু'হিচ্চুম'হারব' ।

হন্তুকামাঃ পূজক' ত' নানা বাদা'কৃতাস্তদা ॥ ২৬

মারয়ৈন' বধানৈন' কুব্ধৈন' মন্দিরাহুহিঃ ।

এব' নানা জনানান্তু নানা সিद्धान্ত কারিণাম্ ॥ ২৭

On seeing this act of violence on the person of Rani, the attending maid servants raised an alarm and called for the body-guards of Rani. They came to the spot in great fury to get Gadadhar chained. The managing staff of the temples also were greatly perturbed. Hot-headed discussions over the matter caused a great tumult and such shouts as "shame", "shame". 'Fie on him', "Give him a good thrashing", "kill him", and "Turn him out of the temple". Everybody put forth his own decision over the matter.

॥ 32 to 37 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মন্দিরের ছাত্র দেশে দণ্ডাধম্মান রাণীর পরিচারিকা সকল পূজকের তাদৃশ অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই চকল হইয়া রাণীর পৃষ্ঠ দক্ষক সকলকে জানাইয়াছিল । ৩২

মণ্ডলীলায়া ওম অঃ।

অক্লান্তধারী মহাবল রক্ষী সকল শ্রুত মাত্রে দ্রুত বেগে ঘটনা
স্থলে আসিয়া পূজককে লৌহ শৃংখলে আবদ্ধ করিবার জন্য ক্রোধ
সংরক্ত চক্ষুতে সেইরূপ অপরাধীকে দেখিয়া ধরিবার জন্য উচ্চত
হইয়াছিল। ৩৩।৩৩

এবং সেইস্থানে যে সকল কর্মচারী ছিলেন তাঁহারা সকলেই
অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হইয়াছিলেন এবং সাধারণ জনগণ ও তাদৃশ নিন্দিত
ব্যাপারে চতুর্দিকে মহা কোলাহল করিয়াছিল। ৩৫ -

এবং তাদৃশ পূজককে বিশেষভাবে প্রহারের জন্য চেষ্টা হইতেছিল
পূজককে বন্ধন করিয়া কারা গৃহে লইয়া যাও অথবা মেরে ফেল।

কিংবা মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দূর কর এই রূপভায়ে
বহু প্রকার সিদ্ধান্তকারী বহুতর ব্যক্তির তর্ক বিতর্ক দ্বারা মন্দিরের
চতুর্দিকে অত্যন্ত কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এবং বহুলোক
পূজককে ধিকার দিয়াছিল। ৬।৩৭।৩৮

নানা তর্কবিতর্কেন ধ্বনিত মন্দির মৃগ।

পূজকস্যপি ধিকার মদদুর্বহুলা জনাঃ ॥ ৩৮

তয়ৌবিষয়মালম্ব্য নানা জল্পন কল্পনে।

তৌ তু মন্দির মণ্ডি দ্বি ধৈর্য গাম্ভীর্য সংযুতৌ ॥ ৩৯

পূজকস্য ন ভীতিষ ন বা চিন্তা কথঞ্চন।

তদৃচ্ছতি চ চাচ্ছক্য নগস্য বাযুনা যয়া ॥ ৪০

অনাচার রত গিহ্য গুবর্হণ্ডয়তি ধ্রুব।

অধর্গীভূত পুত্রস্য পিতা দ্বি করতাড়নম্ ॥ ৪১

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ ।

করোতি তন্মঙ্গলার্থ নিঃশঙ্কেন যথা তথা ।

রাজ্যহনে করাঘাতঃ ক্রতোঃসেনে মদ্বাত্মনা ॥ ৪২

চপেটাংঘাততদ্যপি পূজকস্য মুখোদিত ।

বাক্যং রাজ্য্য মর্গ্যভেদ মত্যন্ত মকরোত্তরা ॥ ৪৩

But both of them about whom all these tumultuous discussions were being made were sitting in the temple with profound gravity. Gadadhar was not moved by any sense of fear or anxiety and remained firm. Just as a teacher punishes his pupil for misconduct or a father punishes his son for an act of disobedience, so also Gadadhar gave her the slap to prevent her mind going astray. The heart-rending words of Gadadhar caused more pains to her than his slap. [38 to 43]

বঙ্গানুবাদ :—

যেহুইজনের। ব্যাপার লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। সেই হুইজন অর্থাৎ পূজক ও মহারাণী ধীর ও গভীর ভাবে মন্দির মধ্যে বসিয়া ছিলেন। ৩৯

যেদ্রুপ বায়ুর প্রবল বেগ হইলেও তজ্জন্ত পর্বত বিচলিত হয় না তদ্রূপ অভ্যস্ত নিন্দনীয় ঘটনা ঘটিলেও পূজকের ভয় চিন্তা বা কিছু মাত্র চাকলা ঘটে নাই। ৪০

সদাচার বিহীন শিশুকে গুরু যে ভাবে শাসন করেন বা অবাধ্য পুত্রকে পিতা তাহার মঙ্গলার্থে যেদ্রুপ করাঘাত করেন সেইদ্রুপ এই মহারাণীর মনঃ শুদ্ধির জন্য পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়াছিলেন। ৪১।৪২

मध्यलीलायां ७म अः ।

किञ्च उपेक्षायां अपेक्षां पूजकैश्च मूढ निःशुद्धं वागी वागीर
अत्यन्तं मर्माघातं करिष्यन्ति । ४३

विचारानय चिन्तां मे कथं जानाति पूजकः ।
दिव्यदृष्टिं प्रभावेन ज्ञातमेतन्न संगमः ॥ ४४
अतो मे मूढाणां दण्डो दूषणं न कदाचन ।
निर्दोषोऽयं सदोपाह्वं ततो दण्डः शुभावहः ॥ ४५
अनुत्तमा महाराज्ञी कठोर वचसा भृशं ।
दूरीकृत भृत्यवर्गा पूजकं समपूजयत् ॥ ४६
एवं श्रीमद्युरानाथः श्रुत्वा तद्विषयं सुधैः ।
द्रुतं मन्दिरमागत्य शत्रून् संस्पृष्टवान् स्वयं । ४७
प्रत्युत्तरं तदा राज्ञ्या पदतः मन्दिरे च या ।
घटना पूजक कृता सर्वोक्ता वर्णिता स्फुटं ॥ ४८
ततोऽब्रवीत्तदा राज्ञी मयुरं गदगदैः स्वरैः ।
मातुः श्रीभवतारिण्या गानप्रवणमावृतः ॥ ४९

She was convinced that due to some divine power Gadadhar could know of her thought about the Court case. She was guilty and was therefore, rightly punished. Rani who sorely repented for her fault, scared away the servants by her stern order. When the matter was reported to Mathuranath, he rushed into the temple and asked his mother-in-law to tell him how it happened. Rani narrated all about it and concluded saying, "As I was listening to the holy song, I was thinking of the Court case. ॥ 44 to 49 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

রাণী মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে আমার বিচারালয়ের চিন্তা পূঙ্ক কি প্রকারে জানিতে পারিলেন বোধ হয় শিবা দৃষ্টি প্রভাবেই ইহা অবগত হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহের কারণ কিছু মাত্র নাই। ৪৪

অতএব আমার এই দণ্ড অলঙ্কার স্বরূপ ইহা কখনই দূষিত হইতে পারে না পূঙ্ক নির্দোষ আমিই অত্যন্ত দূষিতা অতএব এই দণ্ড আমার শুভদায়ক ইহাতে সন্দেহ নাই। ৪৫

এইরূপ ভাবে সেই সময়ে অমৃতপ্তা রাণী অত্যন্ত কঠোর বাক্যে ভৃত্যবর্গকে দুরীভূত করিয়া পূঙ্কের বিশেষ ভাবে পূজা করিয়াছিলেন। ৪৬

তৎপরে মথুরানাথ পূঙ্কের রাণীর প্রতি এতাদৃশ অজ্ঞায় আচরণ শুনিয়া ক্রতবেগে সেই স্থানে আগমন করিয়া শ্রদ্ধামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে তখন মহারাণীও মন্দির মধ্যে যে ব্যাপার ঘটয়াছিল তাহা আছোপাস্ত মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন। ৪৭৪৮

অতঃপর মহারাণী কঁদিতে কঁদিতে মথুরানাথকে বলিলেন মাতা ভবতারিণীর গান শুনিবা মাত্র। ৪৯

কথং বৈষয়িকী চিন্তা ক্রতা তত্র তদা ময়া ।

অতোঽত্র মে মহান্ দোষঃ সম্ভ্রাতঃ সত্যমেব হি ॥ ৫০

মী তাত মথুর ত্বন্তু পূজকং রক্ত সর্ব্বতঃ ।

ন পীড়িতো যেন কৈন কদাপি স্যাৎ সুপূজকঃ ॥ ৫১

শ্রুত্বৈব মথুরানাথঃ সিদ্ধান্তঃ ক্রতবাস্তদা ।

দিব্যোন্মাদদশ্যৈব হি তাতস্য মম সঙ্কতা ॥ ৫২

भावराज्ये हि कस्यापि त्रुटिः स्वल्पापि चेद्भवत् ।

दृष्ट्वा तामग्नि-कल्पः स ज्वलितो भवति भुवं ॥ ५३

মধ্যলীলায়া' ওম অঃ ।

বরাহনগরে পূৰ্ব্বগঙ্গাঘটেঽপ্যনেন হি ।

জাপক ব্রাহ্মণস্যান্যমনস্কস্য চ কীপিনা ॥ ৫৪

কৃতদ্বপেটাঘাতোঽপি গণ্ডদেশে মহাত্মনা ।

তাতস্য সূতরা মেতদ্বিহ্বাচরণং বহু ॥ ৫৫

“So I have committed a very sinful act, Dear son, take every step to protect Gadadhar from any pains from any source. On hearing this Mathura-nath came to the conclusion that it was a stage of divine madness which would cause great fury even for a very negligible offence. Some time back, on the bank of the Ganges at Baranagar, Gadadhar slapped on the cheek of a bramhin who became absent-minded in his act of counting holy names. Such feats of anger on the part of Gadadhar were seen on many other occasions.

॥ 50 to 55 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময়ে কেন আমি বৈষয়িক চিন্তা করিয়াছিলাম। অতএব এখানে আমার ভয়ঙ্কর দোষ হইয়াছে। ৫০

হে পুত্র মথুরা! তুমি স্বয়ং পূজক কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে সর্বতো-
ভাবে রক্ষা কর। যেন তাঁহাকে কেহ কখনও কোনরূপ নিপীড়িত
না করেন। ৫১

ওখন মথুরানাম রাণীর কথা শুনিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির
করিয়াছিলেন যে ইহা দিব্যোন্মাদের লক্ষণ আমার বাবাতে আছে
এই লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ৫২

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ।

যদি কাশরও ভাবাবস্থায় স্বল্পমাত্রও ক্রটি হয় বাবা তাহা দেখিয়া অগ্নিতুল্য জ্বলিয়া উঠেন। ৫৩

ইতিপূর্বে বরাহনগরে গঙ্গার ঘাটে কোনও একটি জাপক জ্বালানের অন্তমনস্ক দেখিয়া তাঁহার গণ্ডস্থলে করাঘাত করিয়াছিলেন। সুতরাং বাবার এমনত অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ বহুস্থলে দেখিয়াছিলেন।

৫৪।৫৫

বায়ুরোগ পূর্ব্বচিহ্নং মত্বা শ্রীমথুরো মহান্।

কলিকাতাস্য বিখ্যাত বৈদ্যরাজ মহর্ষিণম্ ॥ ৫৬

কুমারটুলি বাস্তু্য বৈদ্যশাস্ত্র বিশারদং।

গঙ্গাপ্রসাদমাঙ্ঘ্য চিকিত্সাং সমকারয়ত্ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিীর্থ্য বিরচিতৈ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতৈ
পারমহংস্যা সংহিতায়াং গদাধরস্য পূজানন্তরং গানং তচ্ছ্রবণেন রাজ্যম-
মনস্বাস্তব্যাং দৃষ্ট্বা রাজ্যপুং চপেটাঘাতরূপী মধ্যলীলায়াং সমসৌ-
চর্য্যায়ঃ ॥ ৩

Mathuranath thought that this might be due to some disease. So he got Gadadhar treated by Ganga Prasad, the best physician of the times.

॥ 56 to 57 ॥

Here ends the seventh Chapter of Madhyalila in the "Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam" written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব হৈশ বায়ুরোগের পূর্ব্বলক্ষণ। মথুরানাথ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কলিকাতা মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যরাজমহর্ষি গঙ্গাপ্রসাদ সেন নামক কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। ৫৬।৫৭

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ ।

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিভীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের
মধ্যলীলার সপ্তম অধ্যায়ে রাণী অশ্রমনকা হইলে গদাধর রাণীর
গাত্রে ভয়ঙ্করভাবে করাঘাত করেন ইহাই বর্ণিত হইল । (মঃ ৭ম
অঃ সমাপ্ত)

মধ্যলীলায়াং ষষ্ঠমোঃধ্যায়ঃ ।

ততো জগন্মলমঙ্গলাত্মনা বিধায় দেব্যাস্তদ পূর্ব্বসাধনং ।

দৈনন্দিনাধ্যাত্মিকভাবাভিহিতঃকর্তুং ন শক্তঃ কৃতকৃত্যশ্বেপতঃ ॥ ১

ভাবাবেশাত্ সর্ব্বদা তন্ময়ত্বাত্

বাহ্যা পূজা বর্জিতা বৈধরূপা ।

পূর্ব্বং ভোগং যত্নতঃ সন্মুদায়

তত্ পশ্যাত্তত্ পাদ্যদানং চকার ॥ ২

কদাপি বা ধ্যাননিমগ্ন চিত্তো

বিস্মৃত্য পূজাং জগদম্বিকায়াঃ ।

দেব্যাপ্রসূনৈঃ শিব বিলুপত্বৈ

গম্মাদিभिঃ প্রাচর্য্য নিজাং হি মূর্ত্তি ॥ ৩

Goddess revealed her own divine self to
Gadadhar. From now onwards Gadadhar failed
to perform services in regular order due to his
divine preoccupation. ॥ 1 to 3 ॥

বঙ্গানুবাদ

অতঃপর জগতের মঙ্গলস্বরূপ মঙ্গলময় গদাধর দেবীর অলৌকিক
সাধনা করিয়া যে দেবীকে যোগিগণ সর্বদা ব্রহ্মদেয়ী বলেন । সেই
দেবীর অলৌকিক স্বরূপ গদাধর প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন্ত
হইয়াছিলেন । ১

মধ্যলীলায়াং অঃ।

সর্বদা ভগবদ্ভাবে বিভাবিত অশুঃকরণ গদাধরের প্রতিদিন আধ্যাত্মিকভাবে বৃদ্ধিবশতঃ এবং কর্মকাণ্ডের পরপারে অবস্থিত বশতঃ ভবতারিণীর পূজা করিতে সমর্থ হন নাই। সর্বদা ভাবাবেশে তন্ময় হেতু নিয়মিতভাবে সাধারণ পূজা হয় নাই অথো ভোগদান করিয়া তৎ পরে পাণ্ড অর্ঘ্য দিতেন। ২

কোন সময়ে বা ধ্যান নিমগ্নচিত্তে ভগবতীর পূজা ভুলিয়া গিয়া দেবীর বিধপত্র পুষ্প ও চন্দনাদি দিয়া নিজের পূজা করিতেন। ৩

ভোগ্যদ্রব্যে ভীজনং স্ববিধায়

স্বৌচ্ছিষ্টাশ্রমীগদানং সমর্প্য।

বিস্মৃত্যাসা বর্ষকাচারাদি ভাবঃ

তস্যৌ স্তম্বৌ বুদ্ধমুক্তস্বभावঃ ॥ ৪

দশায়ামস্যা' তাতস্য মহাদেব্যাঃ পূজনং।

অসম্ভাব্যমহং মন্যে সেবায়া বাহ্যরূপতঃ ॥ ৫

তাতান্তঃকরণং বাহ্য বিপয়া দ্বিনির্বর্তিতং।

অতোঃস্য পূজনং বাহ্যং বিপতুল্যং হি নিশ্চিতং ॥ ৬

বিমৃশ্যৈব শ্রীমদ্যুরঃ পূজকার্থং প্রযত্নবান্।

কপয়া ভবতারিণ্যাঃ পূজকং প্রাপত্যুচ্চণাৎ ॥ ৭

গদাধরস্য কালৌষ্মিন্ পিষ্টব্য তনয়ঃ সুধোঃ।

সুপণ্ডিতঃ সদাচারঃ কর্মঠো রামতারকঃ ॥ ৮

Gadahar himself would eat a portion of the cooked rice and dishes intended for the Goddess and offer the remaining portion to the Goddess. He lost all sense of the difference between the worshipper and the worshipped, and remained unconcerned with a vacant mind. Mathuranath mused in himself, "In this state of mind, I think, it

মধ্যলীলায়াং দম অঃ ।

is not possible for Gadadhar to perform the services to the Goddess which are, with him, as avoidable as poison.” So Mathuranath made up his mind to appoint another priest in the place of Gadadhar. Just at that time pandit Ramtarek, the son of Gadadhar's uncle, was available for the job. He was a good scholar and came to Dakshineswar on the look-out for a job. ॥ 4 to 8 ॥

বদান্তবাদ :—

এবং দেবীর ভোগ্যজব্য স্বয়ং ভোজন করিয়া সেই উচ্ছিষ্ট অমাদি দ্বারা দেবীর ভোগ দিয়া পূজ্য পূজকভাবে ভুলিয়া গিয়া বুদ্ধমুক্ত স্বভাব গদাধর শুদ্ধভাবে অবস্থান করিতেন । ৪

সেবার স্বরূপ সাধারণভাবে নিয়মিত থাকায় এমনত অবস্থায় বাবা গদাধরের মহাদেবীর পূজা আমি অসম্ভব বলিয়া মনে করি বাবার অন্তকরণ সম্প্রতি বাহ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ভাবে অবস্থিত । অতএব বাবার বাহ্য পূজা দিবতুল্য ইহা প্রব নিশ্চিত । ৫৬

এইপ্রকার আলোচনা করিয়া মথুরবাবু অত্ৰ একটি পূজকের জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন । এমনত অবস্থায় গদাধরের গুল্লতাতে রামকানাইয়ের পুত্র জ্ঞানী সদাচারী কর্মকুশল সুপণ্ডিত রামতারক কর্মপ্রাপ্তির জন্ত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন । ৭৮

আগতঃ কর্মলাভায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ।

গদাধরস্য রোগীণ্য যাবন্ন য়াতি নিখিতম্ ॥ ৮

তাবদৈ পূজনং মাतুঃ কৰীতু রামতারকঃ ।

হলধারীতিনামাস্য মদন্ত ঠাকুরেণ যৈ ॥ ১০

তেনাত্ত্ব হলাধারীতি নাম্নৈব বিদিতো জনৈঃ ।

হলাধারী ব্রতী ভূত্বা পূজকস্য পদেপি তং ॥ ১১

স্বাহারার্থং শ্রীমদ্ব্যুর' শিলাপিত মথাকরীত্ ।

স্বপাক' মদ্যযিষ্যামি নান্যপাক' কদাচন ॥ ১২

শ্রুত্বাত্মমথুরানাথোঃপুত্রবাচ হলাধারিণ' ।

কথমেব' তব স্নাতা ভাগিন্যেযোঃপি পণ্ডিতঃ ॥ ১৩

At once Ramtarak was appointed to do the services to the Goddess till Gadadhar was cured of his disease. Previously Ramtarak was named as Haladhari by Gadadhar. Accordingly here also he was known as Haladhari. On his appointment he gave out to Mathuranath that he would prepare his own meal as he never took rice cooked by others. Mathuranath argued, "Why, then, do your brother and the learned nephew take the cooked rice offered to the Goddess".

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের এষ্ট বায়ুরোগ বতদিন পর্যন্ত আরোগ্য না হয় ততদিন রামতারকই ভবতারিণীর পূজাকার্য্য করুন। এইরূপ নির্দ্ধারিত বা ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৯

এই রামতারকের নাম পূর্বে কামারপুকুরেঠাকুর হলাধারী রাখিয়া ছিলেন। এই দক্ষিণেশ্বরেও রামতারকে হলাধারী নামেই পরিচিত হইতে হইয়াছিল। ১০

মধ্যলীলায়াং দম জঃ ।

হলধারী পূজকের পক্ষে তৃতী ইহঁয়া নিজেই আশীরের জন্য মথুরা নাথকে জানাইয়াছিলেন যে আমি অল্পের পাককরা জ্বা খাই নাই । অতএব আমি নিজে পাক করিয়া খাইব । ১১১২

মথুরাবাবু হলধারীর কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন একপ কেন ? তোর ভাতা এবং পণ্ডিত ভাগিনেয় ইঁহারা দেবীর প্রসাদীয় অন্ন ভক্তিপূর্বক ভোজন করেন । ১৩

প্রসাদীয়াস্বং দেব্যাস্তৌ ভক্তয়া ভক্ষয়তো ধ্রুবং ।
মথুরেনৈষ মুক্তোঽপি শ্রীরামতারকোঽন্নমোত্ ॥ ১৪
ভ্রাতুর্মোহমেদ বুদ্বিত্বাদুচ্চমার্গাবলম্বনাৎ ।
ন দোষস্তস্য তদ্রূপে প্রসাদীয়াস্ব ভোজনে ॥ ১৫
ভাগিন্যেযোঽপি তস্যৈব বশ্যতাপ্রাপ্তি হিতুতঃ ।
গদাধরস্য মদু ভ্রাতুর্মতং তন্মতমেব হি ॥ ১৬
কণ্ঠং গতিষু প্রাণেষু তথা ন কারয়াম ধৈ ।
ব্রহ্মাণ্যধর্মনিষ্ঠায়াস্তোন মে স্তব্ধজনং ভবেত্ ॥ ১৭
হলধারি মতেনৈষা ভবদেহ্যাঃ প্রপূজনম্ ।
কিন্ত্বলৌকিক ভাবস্য ভ্রাতুর্গদাধরস্য চ ॥ ১৮

Ramtarak replied, "As my brother has raised himself far above all such limitations he can do as he likes with impunity. My nephew is subservient to him and has no separate entity. As to myself I shall never do it to the last day of my life, as I believe that my religious austerity will be impaired if I do so." In absence of any other alternative, Haladhari was allowed to have his own way. He however, could not be free from all doubts as to the uncommon spiritual achievement of his brother, Gadadhar. ॥ 14 to 18 ॥

মধ্যলীলায়াং স্তম জঃ ।

বদ্যানুবাদ

মধুরবাবু এই রূপ বলিলেও রামভারত বলিয়াছিলেন আমার জাতা গদাধরের অভেদ বুদ্ধি বশতঃ এবং উচ্চ মার্গ অবলম্বন বশতঃ তাঁহার পক্ষে এইরূপ প্রাসাদীয় অন্ন ভোজন ক্ষুদ্র দোষ হয় না ।

১৪১৫

ভাগিনেয় হৃদয়ও আমার জাতার বশুতা প্রাপ্তি হেতু তাঁহার যেরূপ মত হৃদয়রামেরও সেইরূপ মত । ১৬

কিন্তু আমাদের কঠাগত প্রাণ হইলেও আনন্ধ্যা একপ আচরণ করিব না তাহাতে আমার আক্ষয়্য ধর্ম নিষ্ঠার স্থানি হইবে । ১৭

এই রূপ ভাবে ভোজন নিষ্ঠারক্ষা পূর্বক হলধারী দেবীর পূজায় ততী হইয়াছিলেন । কিন্তু হলধারী আলৌকিক ভাবে ভাবে অবস্থিত গদাধরের সাধনায় বিশেষ ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন না । ১৮

সাধনায়া সুবিম্বাসঃ কৰ্ত্তুং ন সৰ্ব্বথা স্তমঃ ।

কদাপি বা তদাচারে সংগঃ প্রকটীকৃতঃ ॥ ১৮

একদা বা সুপ্রশংসা ভূরিরূপামঘাকরোত্ ।

এবমহনি কপি স্বিহ্মবিন তন্ময়াত্মনা ॥ ২০

দেব্যা সহ মাষ্ট্রভাব' কুর্জ্বতা ঠাকুরিণি হি ।

স্তান্যপান' কৃত' দেব্যা: পুত্র'ণ গিগনা যযা ॥ ২১

কদাপি বা পাদমূলে পতিতঃ ক্রন্দনধরৈঃ ।

কীড়ি কুব মজ্জাদেবি পুত্র' মা পুত্রবত্মনে ॥ ২২

এবমুক্তা মজ্জাদেব্যা: পদৌরুদ্বা মগজনা ।

অশ্রুভিঃসিক্ত পাদৌ নী হৃদয়মধারয়ত্ ॥ ২৩

মধ্যলীলায়াং দশ জঃ ।

Some times the conduct of Gadadhar seemed to be quite unbecoming. At other times it appeared to be *déserving* unreserved praise. Some times again he was seen to behave like a son to his mother. He would suck the breast of the Goddess like an infant. Some times again he would fall at the feet of the Goddess and cry aloud saying, "Oh Mother, be kind to take me on your lap." He would wet the feet of the Goddess with his tears and hold them firmly. ॥ 19 to 23 ॥

বদান্তবাদ :—

কখনওবা গদাধরের সদাচারে সন্দেহ করিতেন কখনওবা ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেন এবং কোনসময়ে দেখিতেন ঠাকুর তন্ময় ভাবে দেবীর সহিত গর্ভ ধারিণী মাতার মত ব্যবহার করিতে-
ছেন কখন ও বা শিশু পুত্রবৎ দেবীর স্তনপান করিতেছেন ।

১৯।২০।২১

অন্য কোন সময়ে দেবীর পাদতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন স্বরে বলিতেছেন হে পুত্র বৎ সলে মহাদেবি আমি তোনার পুত্র । আমাকে কোলে করুন । ২২

এই বলিয়া নিজ বক্ষস্থল দেবীর চরণে স্পর্শ করাইয়া অশ্রু সিক্ত পাদযুগল দৃঢ়তর রূপে ধারণ করিতেন । ২৩

भावोच्छ्राममिमं दृष्ट्वा हनधारी सुविन्मিতः ।

अवदद्बुधकण्ठेन ठाकुरं भावविग्रहम् ॥ १४

अरे त्वामद्य ज्ञानामि ब्रह्मरूपिणमीश्वरं ।

स्तुत্বैव प्रत्युवाचेदं ठाकुरो हनधारिणम् ॥ २५

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ ।

সাবধানো ভয় ত্ব' ভী ন পুন'বিষ্কৃতী ভব ।
 শ্রুত্বা গাদাধরী বাচ' হৃদধার্য্যব্রবীদ্বচঃ ॥ ২৬
 ত্বত্স্বরূপ' পুনস্ব' মে গৌসু' নালমসি ধ্রুব' ।
 ऐश्वरिकी महाशक्ति स्त्वयि नून' समागता ॥ ২৭
 কপয়া করুণাময়্যা জ্ঞাতমদ্য ময়া দৃঢ়ম্ ।
 ততো গদাধরীণীকৃত' বসাত্ৰ দক্ষিণে শ্বরে ॥ ২৮
 কচ্ছিত্কাল' ময়া সার্ব' ততো জ্ঞাস্যামি তি মত' ।
 एवमुक्त्वा महातेजास्तुণীম্ভাব' গতঃ স' হি ॥ ২৯

On seeing such outburst of spiritual exuberance Haladhari spoke out to Gadadhar, "I have realised to-day that you are none but God's own self." At this Gadadhar replied, "Be careful not to forget again." Haladhari said, "you shall not be able to conceal your true self from me. It is now beyond all doubt that you are now bestowed with the divine power. I have learnt this to-day by the grace of the Goddess." Then Gadadhar said, "Oh Haladhari, if you so please you may stay here for some time so that I may know of your views." On saying this Gadadhar kept silent. 28 to 29

বঙ্গানুবাদ :—

হলধারী গদাধর এই রূপ মহাভাব দেখিয়া ভাব বিগ্রহ ঠাকুরকে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন ওরে আজ আমি তোমাকে ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান বলিয়া জানিলাম । ২৮

মধ্যনীলার্যা ৮ম অঃ ।

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর হৃদধারীকে বলিয়াছিলেন ওহে তুমি সাবধান হও পুনর্ব্বার ভুলিয়া যাইও না। হৃদধারী গদাধরের ঐরূপ কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন তুমি তোমার স্বরূপ আমার নিকটে পুনরায় গোপন করিতে পারিবে না। ইহা শ্রবণে সত্য যে ঐশ্বরিকী মহাশক্তি তোমার অন্তরে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

করুণাময়ীর কৃপায় আমি আজ বিশেষ ভাবে জানিয়াছি। ২৬।২৭

তৎ পরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন ওহে হৃদধারী কিছু কাল আমার সহিত দক্ষিণেখরে অবস্থান কর তাহা হইলে তোমার বশ্যার্থ মত কি জানিতে পারিব। এই কথা বলিয়া ঠাকুর মৌনভাবে অবগম্বন করিয়াছিলেন। ২৮।২৯

ততঃ কতিপয়াহঃসু গতিষু হৃদধারিণ ।

ঠাকুরাচরণে দৃষ্টা ভাবান্তরমুপস্থিতং ॥ ২০

যৌঃসৌ গদাধরঃ পূৰ্ব্ব প্রসাদীযান্ন ভোজনে ।

কৃতবান্ বহুযস্কর্কং পণ্ডিতেনাশ্রয়িতং ॥ ২১

দৌনত্বস্যৈব সংশিষ্টে বধুনা দেব এব সঃ ।

সাধনার্য সাধারণ স্যাস্পৃশ্যমশুভম্ভ যত্ ॥ ২২

স্থানং তদ্বীতকরণং স্বহস্তেন ন কুণ্ঠিতঃ ।

বিধৃত্যোচ্ছিষ্টপত্রাণি মস্কর্কং যং গদাধরঃ ॥ ২৩

স্বচ্ছমিত্রি দরিদ্রাণাং গদ্যগর্ভে ন্যপাতয়ত্ ।

সম্মার্জনীং স্বয়ং নীত্বোচ্ছিষ্ট স্থানমমার্জয়ত্ ॥ ২৪

After some days, on seeing the peculiar conduct of Gadadhar, Ha'adhari revised his opinion about Gadadhar. He observed that

Gadadhar, who entered into unending arguments with his learned elder brother against accepting offered rice, could now wash with his own hand the place covered with the untouchable remains of meals, and carry them on his head to the Ganges. 30 to 34

বঙ্গানুবাদ :—

তৎ পরে কিছু দিন গত হইলে ঠাকুরের কার্য্য কলাপ দেখিয়া হলধারীর মনের অবস্থা অশুভরূপ হইয়াছিল । ৩০

অর্থাৎ হলধারী ভাবিয়াছিল যে গদাধর ভবতারিণীর প্রসাদের গ্রহণ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সহিত নানা ভাবে তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন আজ সেই গদাধর দীনতা সিদ্ধি লাভের জন্য সাধারণের । ৩১

অস্পৃশ্য অনিষ্ট কারক উচ্ছিষ্ট স্থান মার্জিত এবং উচ্ছিষ্ট পত্র মস্তকে লইয়া গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিতেছেন । ৩২ । ৩৩ । ৩৪

পুনরনুদিনে সাধুঃ সমবুধিমদর্শয়ত্ ।

সর্ব্বজীবে গিবজ্ঞান সাধনসিদ্ধয়ে সুধঃ ॥ ১৫

দরিদ্রোচ্ছিষ্ট ভক্তানাংকরোত্তীজন' স্বয়' ।

৩ মদ্যাপমাদ বোধন মম্বকীপরিচারয়ন্ ॥ ১৬

জ্যৈষ্ঠমানন্দযুগো নৃত্যতিগম গদাধর ।

যযা ধনো লব্ধধনঃ পরমানন্দ নির্ভূতঃ ॥ ১৭

হৃদা ধৈর্য্যশূন্যিঃ প্রাপ্তো জনধারী গদাধরম্ ।

মক্খো মৃগগাম্তনু কি' জন' ভীঃ কুবুদ্দিনা ॥ ১৮

মধ্যলীলায়াং স্ম অঃ ।

জ্ঞানতঃ পতিতোচ্ছিষ্ট গলাধঃকরণকৃতম্ ।
 তেন ত্ব' পতিতো ভূত্বা চণ্ডালত্ব' গত্যধুনা ॥ ২৫
 পরন্তু তে পুত্রকন্যা বিবাহো ন ভবিষ্যতি ।
 সামাজিকজনৈ স্ত্বন্তু বর্জিতো নাত্ৰ সংযতঃ ॥ ৪০

On some other day Gadadhar showed his sense of equality in all beings disregarding all difference between himself and the poor lepers. He also ate the remains of meals left by the lowest classes of people, with great devotion as if these were the gifts of God. He also danced in joy like a poor man suddenly growing rich. At this Haladhart lost his patience and said, "Oh Gadadhar what a fool you are? Don't you see that you have lost your rank and status by deliberately taking the remains of meals of the untouchable classes of people. You and your posterity will surely be condemned by society.

35 to 40

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাবুর অষ্ট একদিন দরিদ্র ও কুষ্ঠাদি যোগ গ্রস্ত ব্যক্তির সহিত নিজকে কিছু মাত্র ভেদ বুদ্ধি না করিয়া সর্ব জীবের সমবুদ্ধি দেখাই তেছেন। এবং সর্ব জীবে শিবজ্ঞানে ঐরূপ অত্যন্ত অপবিত্র মহাপাতকী গণের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজনেরও কিছুমাত্র কুষ্ঠাবোধ করিতেছেন না।

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ ।

এবং মহাপ্রনাদ বোধে মন্তকে ধারণ করতঃ দরিদ্রের ধনস্বাদের মত পরমানন্দ বোধে নৃত্য করিতেছেন । ৩৫ । ৩৬

ঠাকুরের এইরূপ বিকটাকরণ দেখিয়া হলধারী অর্ধৈর্ঘ্য হইয়া ক্রুদ্ধ ভাবে বলিয়াছিলেন তুমি কুবুদ্ধি বশতঃ এসকল কি করিতেছ ।

৩৭ । ৩৮

দেখ জ্ঞানপূর্বক চণ্ডালাদির অন্ন খাইলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় এইরূপ শাস্ত্র বাক্য অতএব তুমি চণ্ডাল হইয়াছ । ৩৯

সামাজিক ব্যক্তিগণ কর্তৃক তুমি পরিত্যক্ত হইতেছ । তোমার পুত্রকণ্ঠাদির বিবাহ হওয়া কঠিন । বা তুমি অল্প হইতে জাতি চ্যুত হইলে । ৪০

সংসারক্লেশমগ্নস্য বাগ্ধেন হনুধারিণঃ ।

অপারধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ধাররূপস্য যোগিনঃ ॥ ৪১

নিঃশ্রেণ্য' ভগ্নতামাপ ধৈর্য্য সেতুর্মহাত্মনঃ ।

সুতীন্দনস্বরসযুক্ত ক্রোধপ্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ৪২

প্রোবাচ ঠাকুরস্তনু পণ্ডিত' হলধারিণম্ ।

ত্বয়া শ্রীভগবদ্গীতা ধীতাচাখ্যাপিতা ধ্রুৱ' ॥ ৪৩

বেদান্তবাক্য স্তৌমস্য বিচারীঃপি কৃত স্ত্বয়া ।

শাস্ত্রব্যাখ্যানকালে তু জগন্মিত্য'তি ভন্যতে ॥ ৪৪

সর্ব্ব' ব্রহ্মময়' জগদিতি কি' নাভিমাখ্যতি ।

সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কৰ্ত্তব্যেতি সদৌচ্যতে ॥ ৪৫

নারায়ণ স্বরূপস্য দরিদ্রস্যান্নভোজনাৎ ।

জাতায মে চিত্তশুদ্ধিঃ সাধুনামুপদেশতঃ ॥ ৪৬

These words made Gadadhar furious. He at once replied, "You have not only read but

মধ্যস্তোত্রায়াং দম অঃ ।

taught others that God is the only reality and every thing else that you see and feel is false. Today all impurities of my mind have been removed by taking the remains of meals left over by the poor untouchables who are but manifestations of the one and undivided " 41 to 46

বঙ্গানুবাদ :—

সংসার কূপে নিমগ্ন হনুধারীর কথা শুনিয়া অসীম গাভীর
ও ধৈর্যের আধার হইলেও মহাযোগী গদাধর অধৈর্য্য হইয়া অভ্যস্ত
ক্রুদ্ধ স্বরে মুখ বিকৃত করিয়া হনুধারীকে বলিয়াছিলেন । ৪১ ৪২

তুমি নয় গীতা পাঠ কর ছাত্রগণকেও গীতা পড়াও বেদান্ত
দর্শনের অমূল্যলবণ কর শাস্ত্র বাখ্যার সময়ে অতি দৃঢ়ভাবে বল
এই পরিনৃশ্চয়ান জগৎ মিথ্যা ত্রকই সত্যবস্ত সমস্ত জগৎ ত্রকময়
সর্ব্ব ছীবে ত্রক দৃষ্টি করাই কর্তব্য । এই সকল কথা পুনঃপুনর্বার
বলিয়া থাক না ? ৪৩ ৪৪ ৪৫

দ্বিভ্র নারায়ণস্বরূপ এইরূপই সাধুগণের উপদেশ । অতএব
দরিদ্রগণের প্রসাদীয় অন্নভোজন করিয়া আগ্র আহার চিত্ত শুদ্ধি
হইয়াছে । ৪৬

অত্রৈতং ভগবদ্বাক্যং স্মার্ত্ত্যং পণ্ডিতেঃ মদা ।

শুনিত্বৈব স্বপাক্তে চ পণ্ডিতাঃ সমদগ্নিনঃ ॥ ৪৩

কিংস্বযা চিন্তিতম্বেতৎ তাহমোচ্চমগঠমুখী ।

ব্রহ্ম মতং বদিত্বামি করিত্বামি প্রিয়ামি ॥ ৪৪

শাস্ত্রানুগোনিং ত্বাং ধিঃস্পৃহং পণ্ডিতমানিনং ।

শাস্ত্রাধ্যায়ন মাফস্যং বিফলং প্রতিভাতি তে ॥ ৪৫

মধ্যলীলায়াং দ্বম অঃ ।

শ্রুত্বৈব হৃদধারী তু শাস্ত্রসিद्দান্ত মুত্তমঃ ।

স্বপাণ্ডিত্যস্বাভিমানঃ সৰ্ব্বঃ সমজহাতদা ॥ ৫০

স্থ্যনাৎনেনাবস্থিতস্য বিদুষৌ হৃদধারিণঃ ।

জাতযৈব সসিদ্দান্তৌ জীবন্মুক্তৌ গদাধরঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতির্য বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে
মধ্যলীলায়াং প্রারম্ভে সাং সংহিতায়াং গদাধরস্য সৰ্ব্বজীবে শিবজ্ঞান
সাধনরূপোষ্টমীধ্যায়ঃ ॥ ৫

“Those who have realised the truth never find any difference between a dog and a man. All your studies have been in vain. There is a wide gulf between what you say and what you do.” On hearing this wise saying of Gadadhar, Haladhari ceased to boast of his erudition, and came to conclusion that Gadadhar had attained salvation even though he was alive. 47 to 51

Here ends the eighth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam composed by Pandit Ramendra Sunder Bhaktitirtha 8

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এইরূপ অবস্থায় ভগবানের বাক্যই শ্রমাগ বা পণ্ডিত-
গণের সৰ্ব্বদা মনে রাখা উচিত অর্থাৎ ভগবদ্বাক্য এই যে বিদ্যা
বিনয় সম্পন্ন জ্ঞানগেগবিশিষ্টিনি ।

মধ্যলীলায়াং অম অঃ ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ গীতা ৫অঃ ১৮ শ্লোক
অর্থাৎ যদার্থ পণ্ডিত যিনি হবেন তিনি বেদজ্ঞ ভ্রাক্ষণকে ও বৈরূপ
দেখিবেন গরু, হাতী, কুকুর ও চণ্ডালকেও সেইরূপ দেখিবেন। তুমি
আমাকে তোমাদের মতই ভাবিয়াছ। তোমরা যেমন মুখে তোতা
পাখীর মত অসুই সত্যবস্ত্র মুখে সর্বদা বল। আর কেবল মাত্র
পত্নীর প্রিয়কার্য্য সম্পাদনেই সর্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাক। ৪৭/৪৮

তোমাদের মত শঠতা বুদ্ধি আমার নয়? শাস্ত্রানুশীলনকারী
পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্থ তোমাকে ধিক তোমার শাস্ত্র পড়া নিমূল ইহা
আমি দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি। ৪৯

হলধারী ঠাকুরের এইরূপ সর্বোত্তম শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও যুক্তি পূর্ণ
কথা শুনিয়া নিম্নের পাণ্ডিত্যাভিমান দূরীভূত হইয়াছিল। ৫০

এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্যাবিত পণ্ডিত হলধারীর ইহাই সুসিদ্ধান্ত
হইয়াছিল যে গদাধর জীবমুক্ত পুরুষ। ৫১/৫২

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিভীষণ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের
মধ্যলীলার অষ্টম অধ্যায়ে গদাধরের খুঁড়তত ভাই রামদারক বা
হলধারীর ভবতারিণী কালিকার পূজায় অতি হওয়া এবং গদাধরের
সর্বভাবে শিবজ্ঞান সাধনা বলা হইল। নঃ ৮মঃ সমাপ্ত

মধ্যলীলায়াং নবমোছায়াঃ

মন্দিরস্য প্রতিষ্ঠাতো গতাং বর্ষচতুদয়ং ।

কিন্তু গদাধরম্ভায়াং দ্বিযোন্মাদৌ গতো ন হি ॥ ১

স্বাম্যাবিহি বিমোক্ষো বিমুক্তং বিচক্ষণৈঃ ।

ন যাদ্ভ্রম্যায়স্য গতস্তনং ভবতি ধ্রুবং ॥ ২

নাস্তুদুন্মাদভাবস্য ন কিঞ্চিৎ পরিবর্তনং ।

মথিত্যনোতি নঃ শাস্ত্রমম্মতাচারস্য মতা ॥ ৩

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ।

উন্মাদরোগমুক্তার্থং মথুরো বিন্মিতো মৃগ'।

দ্বদ্বয়েন সমালোচ্যাবৈধোপায়ঃ সমাখ্যতঃ ॥ ৪

আরোগ্য প্যানুরোধেন রূপেণা প্রতিমা ভুবিঃ।

আনীয় তরুণী কাস্মি নস্য গম্যা সমীপতঃ ॥ ৫

অরব্দুপমোগাৎ' গৌঘনস্ত্রোগমুক্তার্থং।

তদা গদাধরোন্মিতা বসিতো প্যানমাখ্যতঃ ॥ ৬

It was four years since the temples had been founded, but Gadadhar could not be cured of his divine madness. At last the physicians declared that he could be cured of his madness by sexual intercourse. Accordingly, in consultation with Hriday, Mathuranath managed one night to keep a beautiful women by the side of the bed of Gadadhar who happened to be away from his room. 1 to 6

বদান্ত্রাবাদঃ—

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ৪ বৎসর গত হইলেও গদাধরের দিব্যোন্মাদ বা সাধারণ লোকের নিকটে পাগল ভাব নষ্ট হইয়াছিল না। ১

বহুতর চিকিৎসকগণ গদাধরকে দেখিয়া এইরূপ বলিয়া ছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত গদাধরের ত্রী সংসর্গ না হইবে ততদিন পর্যন্ত উন্মাদরোগ আরোগ্য হইবে না ইহাই আমাদের শাস্ত্রাচার মত।

মধ্যলোলায়াং ৫ম অঃ ।

মধুরবাবু চিকিৎসকগণের অভিপ্রায় জানিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া হৃদয়রোগের সহিত যুক্তি করিয়া ঠাকুরের রোগ আবোগের জন্য একটি অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । ৪

অর্থাৎ কোনও একটি পরমা সুন্দরী যুবতী প্রীলোককে ঠাকুরের উদ্ভোগের জন্য সন্ধ্যার পর তাঁহার শয্যার পার্শ্বে রাখিয়াছিলেন ।

৬

পবিষ্য তরুণীং দৃষ্ট্বা সায়াঙ্হে তাং গৃহান্তরে ।
 অপূর্ব্বলীলাসতঃ সূচকপুটং হৃদয়মাঘ্রয়ত্ ॥ ৩
 অরীং হৃদং হৃদং ইতি বারং বারং বদন্ত্যসঃ ।
 যচ্ছ্যইহি পশ্য শীঘ্রং নো মেহি কেয়ং সমাগতা ॥ ৫
 হৃদয়োঽসি তরাং ধাবন্তব্রাগত্য সবিষ্ময়ঃ ।
 স্তম্ভীভূতস্তাং তরুণীং দদর্শাচ্চর্য্যবত্তদা ॥ ৬
 মলদশুলোচনৈর্যুগ্মমতীং মাতুলীং মহান্
 প্রণম্য তরুণীং তান্তুগদগদেন স্বরেণ বৈ ॥ ১০
 মা মা মেতি বদনমুরি বদাঞ্জলি পুরঃসরং ।
 বীরাসনে নোপবিষ্য প্রার্থনা মকরোত্তদা ॥ ১১
 কপয়াস্মদং গৃহে যস্মাদাগতা ভবসুন্দরি ।
 অতস্তব দৌনহীন পুত্রায় দেহি চাশিপম্ ॥ ১২

At night on entering his room Gadadhar found the woman standing. He at once shouted in great joy and called in Hriday who feigned to be greatly surprised. Gadadhar knelt down with folded hands and prayed to her with tearful

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ ।

eyes, "Oh Mother, if thou hast been pleased to come to my cottage, be pleased to give your blessing to my humble and wretched self."

7 to 12

বঙ্গানুবাদ :-

তৎপরে বাজিতে ঠাকুর পঞ্চবটীর কুটীরে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়াই আনন্দের সহিত অতি উচ্চ কণ্ঠে অর্থাৎ চিৎকার করিয়া ভাগিনেয় শ্রীমান্ হৃদয়রামকে ডাকিয়াছিলেন ।

৭

অর্থাৎ বলিয়াছিলেন ওরে হুহু হুহু হুহু শীঘ্র এখানে আয়রে শীঘ্র আয় । আসিয়া দেখ, আমাদের কুণ্ডে ঘরে কে একটি অপূর্ব রূপ লাভগাবতী পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক রাখিয়া গিয়াছে ।

এইরূপ ভাবে বারবার হৃদয়কে ডাকিবা মাত্র হৃদয়রাম তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আসিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া যেন কিছুই জ্ঞানেন না অত্যন্ত আশ্চর্যের মত হইয়াছিলেন । ৮।১০

তৎপরে দেখিলেন সেই পাগল মাতুল চক্কর জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া মা, মা, মা এইরূপ পুনঃ পুনর্বার গদ গদ স্বরে বলিয়া বীরাসনে উপবেশন পূর্বক করযোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।

১০।১১

হে ভবসুন্দরি যদি কৃপাপূর্বক এই ক্ষুদ্র কুটীরে পদার্পণ করিয়াছ তবে তোমার এই দীন হীন পুত্রকে আশীর্বাদ কর । ১২

যিন মি মনসী যাক্ষা' পুরয়িজগদম্বিকা ।

নারীমাত্রে মাছবুহিহঁষ্টা সা সুব্রতা গতা ॥ ১৩

মধ্যলীলায়া ৩ম অঃ।

ঠাকুরস্য পরীচাযং বৈদ্যোপদেশতোঽথবা ।
 রীণশূন্য কারয়িত্বা বিঘয়াস্বাদসংযুত ॥ ১৪
 কৰ্ত্তুং তং মম্বুরিণেহুগুপায়ত্বাবলম্বিতঃ ।
 কিন্ত্বচ্ছাঙ্কুতচর্য্যাং স দৃষ্টে মাং জ্ঞাতবাংস্বদা ॥ ১৫
 স্পর্শমনেঃ স্পর্শহেতোরাযসংযাতি হেমতাং ।
 আয়সস্য তু সংস্পর্শাশ্রমবে দায়সং মণিঃ ॥ ১৬
 তথৈয়ং সুস্থসংস্পর্শা তরুণী কৌমলাক্ষিকা ।
 অতোষ সৌন্দর্য্যযুতা কামুক প্রীতিদায়িকা ॥ ১৭
 অসৌম সংযমপাশ সাধনাসিদ্ধ যোগিনঃ ।
 দগ্ধেনৈব নিধূত পাপারূপান্তরং গতা ॥ ১৮

“Bless me that the Mother of the universe fulfils my desire.” The woman became surprised to hear all this. Mathuranath took recourse to this plan to cure Gadadhar of his madness and to tempt him to family life, or it might be that he did so to test his holy innocence. When iron comes into contact with the magic stone it turns into gold but the magic stone dose not change into iron. The words of Gadadhar roused the holiness in the woman and she fell at the feet of Gadadhar. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ :—

যেন জগদম্বা আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। তখন সেই যুবতী ঠাকুরের নারী মাতে মাড়ভাব দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যাবিতা হইয়াছিলেন। ১৩

ঠাকুরের রোগ মুক্তির জন্য বৈদ্যবর্গের উপদেশ অনুসারে অথবা ঠাকুরের পরীক্ষার জন্যই বা হউক যে কোন ও প্রকারে ঠাকুরকে বিষয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য মথুরাবাবু এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৪

কিন্তু এইরূপ অবস্থায় ঠাকুরের অলৌকিক আচরণ দেখিয়া মথুরাবাবুর এইরূপ মনে হইয়াছিল যে স্পর্শমণির স্পর্শ বশতঃ লৌহ স্বর্ণ হয়। কিন্তু লৌহের স্পর্শে স্পর্শমণি লৌহ হয় নাই। ১৫।১৬

সেইরূপ এই কোমলাগ্নিনী স্পর্শ মাঝে সুধদায়িনী কামুক ব্যক্তিগণেব অত্যন্ত প্রীতিদায়িকা সৰ্ব্ব সৌন্দর্য্য যুক্ত ওরুণী হইলে ও অসীম সংযমী সাধনা সিদ্ধ যোগীর দর্শন মাঝে সৰ্ব্বপাপ বিনির্মূল্য হইয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে বিলুপ্তি হইয়া জন্মনশ্বর বলিয়াছিলেন। ১৭।১৮

সা পদৌল্লুপিতা সখ্য ভবাচ করুণম্বরৈঃ।

পিত স্তে বহুবী বিদ্যাঃ স্বরূপং ন বিদন্তি বৈ ॥ ১৮

কথং জানামি তে রূপং সর্ব্বৈ র্যা নিন্দিতাহ্বহ'।

ক্ষমস্ব ক্ষপয়া দেব মামুজর দয়ানিধি ॥ ২০

এবমুক্তা তদা নারী সর্ব্বস্বং পরিহায় সা।

গললম্নীকৃতাযা সা তৎ পাদলুপিতা সতী ॥ ২১

প্রণম্য দেব দেবেগ' জ্ঞাত্বা নারায়ণ' হরি'।

তদ্দিনাবধি তত্তৈব সাধনায়াং রতা ভবত্ ॥ ২২

তদা মথুরানাথেন মনস্যেতদ্ বিচিন্তিত'।

ঠাকুরেণ সুবিজ্ঞাত' মমেদ' দুষ্টচেষ্টিত' ॥ ২৩

চেতী বিকার ধার্চ্চ'য়' দেবস্য বহুভিজ্ঞনৈঃ।

কৃতা পল্লবিতা তব যত্র জাতী গদাধরঃ ॥ ২৪

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ ।

চন্দ্রাদেব্যপি পুত্রস্য চিন্তয়াকুলিতা ভৃশ' ।
 সবিধে সঁরক্ষণায় শূশ্রূষা যত্র হেতবে ॥ ১৫
 মাত্ৰা সংপ্ৰে রিতঃ কথিত্ কামারপুকুরাজনঃ ।
 গৌত্র' তত্র সমাগত্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ॥ ২৬
 গদাধর' তত্র নেতু' মথুরায় ন্যবেদয়ত্ ।
 আকর্ণ্য মথুরানাথঃ শুমং মত্বা ব্যচিন্তয়ত্ ॥ ২৩
 সম্ভাবনা রোগমুক্তেঃ স্থানস্য পরিবর্তনাৎ ।
 স্নেহময়্যা জনন্যাस्तু সৰ্ব্বদা পরিধৰ্ষ্যা ॥ ২৮
 এব' তুষ্টেন মনসা দাতু' মাত্রে ধন' বহু ।
 বহুর্ঘ্য সদৃশত্বযুত' গৌয়ানিন সমন্বিত' ॥ ২৮
 অস্ত্রশস্ত্রদণ্ডধারি সঁরক্ষক জনৈর্ঘৃত' ।
 বাপ্য সঁরুড়কণ্ডস্থ মথুরঃ সাত্ত্বলীচনঃ ॥ ৩০

On hearing the news, Chandra Devi became much perturbed and sent a man to Dakshineswar to bring Gadadhar to Kamarpukur. The man delivered the message to Mathuranath who was glad to receive it ; for he thought that the change of place and climate might be beneficial to Gadadhar. So he gave a very large sum of money and sent Gadadhar in a cart escorted by a large number of armed guards. He also said with tearful eyes. 25 to 30

বদান্ত্রবাদ :-

এবং সেই লোকটিকে বনিয়াছিলেন যে আমি আমার গদাধরকে কাছে রাখিরা চিকিৎসা করাষ্টব। মাতা চন্দ্রা দেবীর এইরূপ

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ ।

আদেশ লইয়া সেই লোকটি দক্ষিণেদ্বারে যাওয়া মধুরবাবুকে জানাইয়াছিলেন । মধুরবাবু ও ভাল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ।

২৫।২৬।২৭

স্থান পরিবর্তনে এবং বাড়িয়েছে রোগমুক্তির বিশেষ সম্ভাবনা অতএব জন্মভূমিতে যাইলে বাবার ভালই হইবে । ২৮

মধুরানাথ এইরূপ ভাবিয়া মাতা চন্দ্রাদেবীর উদ্দেশে বহুতর অর্থ ও নানা প্রকার বস্ত্র তৈজসাদি দিয়া বহু গোশকটে বহুতর প্রহরীর সহিত বাবা গদাধরকে পাঠাইবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে করঘোড়ে বলিয়াছিলেন । ২৯।৩০

ভ্রূষাচিদ' সবিনয়' গচ্ছন্ত' ত' গদাধর' ।

শৌণ' মত্যাগম' যাচ্চৈ তবাহ' স্তুত্ব কিঙ্করঃ ॥ ২১

তদঙ্কি' ঘূলি মাগচ্ছ প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ।

সাধু' স' প্রেপয়ামাস জন্মভূদয়' নায় সঃ ॥ ২২

এব' পশ্চপষ্টাধিক দ্বাদশ শতসংখ্যকে ।

ব্রহ্মাঙ্গস্য মধ্যভাগে ত্রয়োবিংশ বয়ঃক্রমে ॥ ২৩

পৈতৃকভবনে জন্মস্থানে দৌর্ঘদিনাত্ পর' ।

পুনশ্চ হ' সমাগত্য সুখচিত্তো গদাধরঃ ॥ ২৪

গ্রামবাসিজনে. সাহ' সুবাসানন্দযুক্ত সদা ।

দক্ষিণেশ্বর যাত্রাশ্রী বাচ সর্বান সুহৃজ্ঞানান্ ॥ ২৫

এব ক্রিয়দ্ভির্নৈ যাতৈ যৌ ভাবৌ দক্ষিণেশ্বরে ।

তদ্রাধঃ পুনরত্র বাগতম্ভাতৃ পিতৃসম্মতি ॥ ২৬

"I, your humble servant, pray for your early return." With these words Mathuranath took

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ ।

the dust from the feet of Gadadhar and sent him to his native place. In the Bengali year, 1265, at the age of twenty three, Gadadhar returned to his home in his native village and felt very happy. He enjoyed the company of the villagers very much and told his friends all about Dakshineswar. After some days he however, relapsed to the state of mind which he had at Dakshineswar.

31 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

বাবা আপনার অতি অধম এই দাসানুদাস দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন প্রার্থনা করে । ৩১

এই বলিয়া তাঁহার পদধূলি মন্তকে পুনঃ পুনর্ব্যায় ধারণ পূর্বক জন্মভূমি পরিদর্শন জন্য বাংলা সন ১২৬৫ সালের আশ্বিন মাসে গদাধরের তেইশ বৎসর বয়সে পাঠাইয়াছিলেন । ৩২।৩৩

নিজের জন্মভূমিতে পিতার গৃহে—বহু দিনের পর আসিয়া গদাধর বেশ সাধারণ লোকের মত স্নান অবস্থায় গ্রামবাসি লোক সকলের সহিত দক্ষিণেশ্বরের বৃন্দাবন আলাপ আলোচনার সর্বদাই আনন্দে থাকিতেন । ৪।৫৫

এইরূপ ভাবে কিছুদিন গত হইলে দক্ষিণেশ্বরে যেরূপ দিব্যানন্দ অবস্থা হইত সেইরূপ এই পিত্রালয়ে হইল । ৩৬

মামেতি সূচ্যধ্বনিবা ব্যাকুলতা ক্রন্দনেন চ ।

ভাবাবিয্যাক্তত্বা দ্যামৌ বাহ্যদ্ব্যন বিলুপতাং ॥ ৩৩

আতঙ্কিতাঃ পরিজনা যান্যোঃপি ভয়বিঘ্নতাঃ ।

তবু পক্ষাবাসিনযাপি সমুত্তঃ শক্তিতা মৃত্যু ॥ ৩৮

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ ।

যদা ব্যাকুলিতো ভাবো নায়াত ঠাকুরস্য হি ।
তদা ভূতির্খাল ইতি বুধুঃ মৌড়ল ইত্যপি ॥ ৩৫
নাম্না মহা স্ময়ানি হি পল্লীপ্রান্তদয়ে স্থিতে ।
অত্যুচ্চয়ক্তিমন্তোঃপি পুরুষা দিবসেঃপি চ ॥ ৪০
যাতু' পিষ্টবনে তেঃপি মৃগ' ভোতা ভবন্তি ধৈ ।
অমানিশাম্বকারে স একলঃ শ্রীগদাধরঃ ॥ ৪১
প্রোথ্য রাত্রি' প্রাতঃস্নাত্বা পুষ্প হস্তৌ গৃহেঃবিষত্ ।
কস্যাঙ্গিদিপি বা রাত্র্যাং তদৌযৌমধ্যমাগজঃ ॥ ৪২

Gadadhar would very often cry out, "Mother" and fall into a swoon. All his friends, relatives and also the villagers got frightened. When Gadadhar was not agitated by the stroke of divine madness he would go in the moonless night to the burning grounds of Budhui Mandal and Bhuti's canal and after passing the night there all alone he would return home in the morning with flowers in his hand. 37 to 42

বঙ্গানুবাদ

মা মা বলিয়া উঠে: শব্দে ব্যাবুলিত হইয়া ক্রন্দন । এবং ভাবাবেশে উন্ময়তা বশতঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্যতা এইরূপ দেখিয়া পল্লীবাসী ও আশ্রীয় স্বজন সকলেই নানা প্রকার ভাবে ভীত হইয়াছিলেন । ৩৭।৪৮

যে সময় গদাধরের ব্যাবুলিত ভাব না হইত তখন কানারপুকুরে দুই দিকের দুই শূন্যানে অর্থাৎ একটি বৃষ্টি বোড়লের শূন্যান ।

মধ্যলীলায়াঃ ৫ম অঃ ।

অন্যদিকে ভূতির খাল বলিয়া শ্রশান এই দুইটি শ্রশানে অযাবসার অককার ব্রাজিতে একা গদাধর সমস্ত ব্রাজি থাকিয়া প্রাতঃকালে স্নান করিয়া পুষ্প হস্তে ঘরে আসিতেন । যে দুইটি শ্রশানে অতি বলিষ্ঠ ব্যক্তি ও দিবাভাগেও একা যাইতে পারিতেন না ।

৩৯।৪০।৪১

রামেশ্বর স্তদন্বৈপী জপদীপযুতঃ সুধীঃ ।
 গদাধরেতিনাম্না চ শ্রশানস্থা বিদূরতঃ ॥ ৪২
 আহুতবান্ সাম্বহ' ত' ভ্রাতর' শ্রোগদাধর' ।
 শুল্বেণ তত্ক্ষণাদূচে মচ্ছামি শৌভ্রমেব হি ॥ ৪৪
 ত্বমস্যা' দিশিমাগচ্ছ তবানিষ্ট' ভবিষ্যতি ।
 এব' তত্ক্ষণাচরণ' দৃষ্টা তত্স্থানবাসিনঃ ॥ ৪৫
 সৰ্ব্ব'ঽপি মেনিরে তত্র সাধনার্থ' গদাধরঃ ।
 রাত্নী শ্রশানমভ্যেতি সাধনাসিদ্ধয়ে সুধীঃ ॥ ৪৬
 প্রায়েন প্রকৃতিস্থ' ত' গদাধর মতঃপর' ।
 পশ্যন্তি স্নেহসযুক্ত চক্ষুপা গ্রামবাসিনঃ ॥ ৪৭
 অপূৰ্ণ্য মানবস্বাস্য যস্যার্ঘ্যে ব্যাকুল' মনঃ ।
 মৰ্ম্মস্বর্গী সদোচ্ছ্বাসী রোদনশ্চ নিরন্তর' ॥ ৪৮

In some nights Rameswar, the elder brother of Gadadhar would go towards the burning grounds in search of Gadadhar and call him from a distance. At once Gadadhar would reply, "I am coming presently. Please do not come nearer, for mischief may come to you." Every body was convinced that Gadadhar went to the

মধ্যলীলার্য্য ৫ম অঃ।

burning place to attain the finale of his penance. Gadadhar became the object of affection of all. It was a general belief that Gadadhar must have already seen the Goddess for whom he cried with so much agony and ardour. 43 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

কোনও একটি রাত্রে গদাধরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর অনুসন্ধানে জানিলেন যে গদাধর শ্মশানে গিয়াছে। তখন ২১টি লোক এবং হ্যারিকেন আলোক সঙ্গে লইয়া শ্মশানের কিছু দূর হইতে গদাধর গদাধর বলিয়া ডাকিলে সসব্যস্তে অতি উচ্চস্বরে গদাধর বলিলেন ওগো দাদা তুমি এদিকে এসো না ভোমার অনিষ্ট হবে। আমি এখুনি যাচ্ছি। ৪২।৪৩।৪৪

গদাধরের এইরূপ কার্য্যকলাপ দেখিয়া কামারগুকুর নিবাসী লোক সকল মনে করিয়াছিলেন যে গদাধর সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্তই শ্মশানে যায়। ৪৫।৪৬

এবং যখন সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হন তখন গ্রামবাসী সকলেই গদাধরকে স্নেহ করেন। ৪৭

এই অলৌকিক মানবের বাঁহাৰ জন্ত সৰ্ব্বদাই মন ব্যাকুলিত উচ্ছসিত ও মৰ্ম্মস্পর্শকারী ক্রন্দন ইত্যাদি ভাব প্রবণতার লক্ষণ দেখিয়া লোক সকল মনে করিতেন বোধ হয় গদাধর সাধনমুত পানে সুতৃপ্ত হইয়াছেন। ৪৮।৪৯

दृष्ट्वा विलीनं तत् सर्वं विदुः सर्वं सुनिश्चितं ।

साधनामृतपानिनं सुदृष्टोऽयं गदाधरः ॥ ४८

मध्यलीलायां ६म अः ।

साधकानुग्रहार्याय भक्ताभिष्ट प्रदायिनी ।
 चिदानन्दमयी काली स्वमूर्तिं तमदर्शयत् ॥ ५०
 यन्महासाधकानां हि काम्यमेकान्तं दुर्लभं ।
 तदायत्तमभूत्तस्य दुष्प्रापमपि दैवतैः ॥ ५१
 साधकस्यैकनिष्ठस्य साधनाशक्तिशास्त्रिनः ।
 सुधाफलं समुद्भूतं भविष्यति न संशयः ॥ ५२
 पूर्वं साधनकाले तु दक्षिणेश्वर मन्दिरे ।
 जगन्मातुः स्वरूपस्य सकृद्दर्शनतः परं ॥ ५३
 याकाङ्क्षा साधकमनः करोत्युद्देजितं सदा ।
 अत्र महाश्मशाने तां साधना समपूरयत् ॥ ५४

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर ईशभक्तितीर्थ विरचिते श्रीरामकृष्णभागवते
 पारमहंसा संहितायां गदाधरस्य दक्षिणेश्वरात् जन्मस्थान प्राप्तानन्तरं
 श्मशाने देव्याः साक्षाद्दर्शनरूपं मध्यलीलाया नवमोऽध्यायः । ६ सः ।

It was very probable that Goddess Kali had been pleased to show her real self to Gadadhar and to fulfil his desire. Having seen the Goddess once at Dakshineswar, Gadadhar went frequently to the burning place to pacify his mental agitation, 49 to 53

Here ends the ninth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Pandit Ramendra Sundar Bhaktitirtha.

वदन्नुवादः—

साधक गदाधरके छत्रवाहाथपात्री ज्ञानानन्द यकनिनी कालिका
 देवी निखनूति अग्र्यह करिषा देवादेष्टाहैन । ६०

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ।

যে দর্শন মহা মহা সাধকগণও নিত্য কামনা করেন। এবং অত্যন্ত দুর্লভ দেবতাদিগেরও হুঃসাধ্য সেই ভগবতীর দর্শন তিনি করিয়াছিলেন। ৫১

একনিষ্ঠ গদাধরের সাধনা কপশক্তি বৃদ্ধের যে সুফল সমুদভূত হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। ৫২

ইহার পূর্বে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সাধনাকালে জগদম্বার একবার প্রত্যক্ষের পর যে আশা সাধকের মনকে উত্তেজিত করিয়াছিল এই কামারপুকুরের মহাশ্মশানে সাধনা দ্বারাই সেই আশা সম্যক রূপে পূরণ হইয়াছিল। অর্থাৎ সর্বদাই জগদম্বা কে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ৫৩৫৪

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রী৮রামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্যলীলার নবম অধ্যায় গদাধরের দক্ষিণেশ্বর হইতে জন্মস্থান কামারপুকুরে আগমন এবং ঐ স্থানের শ্মশানে সিদ্ধিলাভ বলা হইল। মঃ ৯ অঃ সমাপ্ত।

মধ্যলীলায়াং দশমোঃধ্যায়ঃ

শান্তান্তঃকরণং পুত্রং দৃষ্ট্বা মাতা ব্যচিন্তয়ত্ ।
 নৌশ্মতেনাধুনা তুল্যঃ সুতো মামেতি রোদিতি ॥ ১
 নাতঃপরং শ্মশানং স যাতি রাত্রৌ যদা তদা ।
 উত্তমঃ সহজোभावঃ সারল্য প্রতিমূর্ত্তিকঃ ॥ ২
 মাত্ৰা জ্ঞাতং হি মত্ পুত্রৌ রোগমুক্তৌ ন মংগয়ঃ ।
 পুত্রৌ মে যদি ভূয়োঽপি পোড়াতে পরতৌজা ॥ ৩
 ইত্যাশঙ্কয়া লোচনार्थং স্ত্রিয়ঃ স্মিগ্ধা নিমন্তিতাঃ ।
 গদাধর বিদ্বাদ্ভ্যর্থং মূচিরে তা বরাঙ্কনাঃ ॥ ৪

মধ্যলীলায়া' ১০ম অঃ ।

সদারমতিশীঘ্রং ত্বং কুরু দেবি গদাধর' ।

বিবাহযোগ্য বয়সঃ পুতস্য দারকর্মণি ॥ ৫

নানিষ্যন্তে সাংসারিকী মতিঃ শুদ্ধা ভবিষ্যতি ।

বায়ুরোগেনাপি পুনরাক্রান্তো ন ভবেদिति ॥ ৬

After some days it was observed by Gadadhar's mother that he did not lose his balance of mind any more, nor frequent the burning place as before. He was now quite easy-going and plain-living. So she was convinced that he was cured of his disease. But with the fear that Gadadhar might be attacked again with the disease, she held a meeting with the wise ladies of the village for a discussion in the matter. All of them opined that Gadadhar had attained marriageable age and it was high time that he should be married which would settle his mind and permanently cure him of the disease. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

দিন কয়েক পরে মাতা চন্দ্রাদেবী পুত্র গদাধরকে শাস্তভাব স্বরূপ দেখিয়া ভাবিয়া ছিলেন সম্প্রতি গদাধর পাগলের মত আর মা মা বলে কাঁদে না। এবং যখন তখন রাত্রি কালে শয়ানে যায় না অতি উদ্ভম স্বাভাবিক ভাব। সর্বদা সারল্য পূর্ণ দেহ। ১।২

অতএব গদাধর রোগমুক্ত ইহা নিঃসন্দেহ মাতা এইরূপ জানিয়া ও যদি পুনর্ব্বার পীড়িত হয় এই রূপ ভাবিয়া কর্তব্য পটু স্ত্রীলোক সকলকে আলোচনার জন্ত ডাকিয়া ছিলেন। সেই বরাহ্মনাগণও গদাধরের বিবাহের জন্ত বিশেষ ভাবে বলিয়াছিলেন। ৩।৪

मध्यनीलायां १०म अः ।

गदाधरके शीघ्र शीघ्र पत्नी युक्तुं कर । विवाहबोधांशु अतएव
विवाह न मिले सन्नातिक बुद्धि जालभावे ह्य न । विवाह मिले
वायुद्रागैः जाल इहेवे । ईशदे आमादिनेत्र वधार्थं उल्लासक
मठ । ६।७

एवमम्भस्तं देवि सुहृदं शुभदायकं ।
तामामेघं मनःपुता वाचयन्द्रा मनस्विनी ॥ ७
श्रुत्वा मध्यम पुत्रेण सङ्गीहाहे समुत्सुका ।
गदाधरो यदि ज्ञात्वा न विषाद विनिधय ॥ ८
कृत्वा मतान्तरं बाधो प्रदाम्यतीति शङ्कया ।
स्थिरोक्तं तु सम्यग्ये न किञ्चिद्वक्तुमर्हति ॥ ९
यस्मात् संगोपनं माता कृतं पुत्र विमर्शनं ।
एकेन दिवसेनैव तदभूत् सुविनिधित ॥ १०
तदा श्रीहृदयरामो दक्षिणेश्वर मन्दिरात् ।
प्रत्यागतो मातुनरय यार्त्ता विज्ञातुमात्मना ॥ ११
सर्वत्रापि मातुस्त्रीदृष्ट्वा हृदयं प्राह मग्मितं ।
परं हृदु किं शृणोपि यार्त्तामतितरां गुभां ॥ १२

According to the advice of the wise ladies, Chandra Devi discussed the matter with her second son, and made up her mind to get Gadadhar married. She however, thought it wise not to disclose the matter to Gadadhar before the negotiation was finally settled. On that very day Hridayram came to Kamarpukur from Dakshineswar to see his uncle. He was first seen by Gadadhar who at once said to him with a

মণ্ডলীলায়াং ১০ম অঃ ।

laugh, "Oh Hridu have you heard the good news ? Every effort is being made to get me married." 7 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সকল স্ত্রীলোকের মন্তব্য শুনিয়া চন্দ্রাদেবী মধাম পুত্র রামেশ্বরের সহিত আলোচনা করিয়া গদাধরের বিবাহ দেওয়া কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন । ৭

কিন্তু গদাধর যদি নিজের বিবাহ জানিতে পারিয়া অসম্মতি প্রকাশ করে অথবা বাধা দেয় তজ্জন্ত আমরা এক প্রকার স্থির করিলে আর কিছু বলিতে পারিবে না । ৮৯

এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিয়া চন্দ্রাদেবী যে সকল পরামর্শ অত্যন্ত গোপন করিয়াছিলেন । গদাধরই সেই সকল যুক্তির স্তম্ভীমাংসা করিয়াছিলেন । ১০

অর্থাৎ এই সময়ে হৃদয়রাম মাতুলের শুভাশুভ সংবাদ লইবার জন্য কামারপুকুরে মাতুলের গৃহে আসিলে সর্ব্বাশ্রেয় গদাধর হৃদয়রাম ভাগনেয়কে দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

ওরে হৃদ তুই কি শুনিয়াছিস একটি অতিশয় শুভাবহ কথা ।

১১১৩

সর্ব্বমম বিবাহার্য মহীরাত্র' বিচেটিত' ।

একামপি মুকন্যান্তু প্রাপ্তবন্তি ন তে ক্কাচিত্ ॥ ১১

প্রাপ্ত্যা বা কথমেতৈ হি' সা কন্যা যত্র বিদ্যতে ।

জয়রামবাটো গ্রাম বাস্তব্যাতি সহায় ॥ ১৪

রামচন্দ্র দেবগর্ভ মুখ্যোপাধ্যায় পুত্রিকা ।

যদ্বর্ষমিহা সারদায়া সা মে মাত্য্য মবিদ্যতি ॥ ১৫

মধ্যলীলায়া ১০ম অঃ ।

মনোবচনযৌ যাঁহ্যন্তদ্বাশ্চ মাতুলাম্যতঃ ।

শ্রুত্বা শ্রীহৃদয়রামঃ চণ' বাব্শূন্যতাং গতঃ ॥ ১৩

যৌগিত্ সঙ্কী মাতুলস্য যাটুযৌ দক্ষিণেশ্বরৈ ।

দটৌ হৃদয়রামেন তস্যৈ বেটুক্ সুভাষণম্ ॥ ১৩

অদ্যপি ব্যবহারঃ স নৈত্বযৌঃ প্রতিভাতি মে ।

অস্যাদম্বুত মাতুলস্য ক্লেদমদম্বুত ভাষণম্ ॥ ১৮

কৈমন' স্ত বিবাহেষ্টস্য নানিচ্ছা বিদ্যতে ধ্রুব' ।

ভাবিন্যা সহধর্মিণ্য গদিত' প্রাসিকারণম্ ॥ ১৮

"But no girl has been found to be suitable. How can they find the bride if they do not go to the place where she lives? The six-year old girl, named Saroda, who is the daughter of Ramchandra Mukhopadhyaya of the village of Jayrambati, will be my wife." Hriday, who could distinctly remember the attitude of his uncle to women folk at Dakshineswar, could not imagine such words from him. 13 to 18

বঙ্গানুবাদঃ—

অর্থাৎ এখানে সকলেই আমার বিবাহের জন্য দিবারাত্রি বহুতর চেটে' করিয়াও কোথাও একটি ভাল মেয়ে পাটেওছে না । ১৩

কি করেই বা পাবে সেই কষ্টা যেখানে আছে বলছি শোন জরাম বাটা গ্রামে খুব ভাল লোক রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে ছ বৎসর বয়সের একটি কষ্টা সারদা নামে আছে । সেটিই আমার ত্রী হইবে । আমার ভহুটে সেই মেয়েটিকে দূটো বেঁধে রেখেছে ।

মধ্যলীলায়া ১০ম, অঃ।

মাতুলের মুখে বাক্য মনের অতীত সেইরূপ কথা শুনিয়া
 হৃদয়রাম মুখে কথা বলিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন
 যে এই মাতুলের দক্ষিণেশ্বরে জীলোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার
 আজ পর্য্যন্ত ঠাকুরের সেই সকল ব্যবহার আমার চক্ষের সামনে
 ভাসচে। সেই মাতুলের মুখে এইরূপ কথা ইহা বড় আশ্চর্যের
 বিষয়। ১৬।১৭।১৮

ততঃ সাধারণজনে বাণিয়' সুপ্রচারিতা ।

চতুর্হিঁস্তু স্নাতস্তত্যাঃ কন্যায়া মার্গনি ক্রতে ॥ ২০

গবুরতি মাত্রে জয়রামবাটৌ

অমি হি কামারপুরাত্ স্ববাসাত্ ।

শ্রীরাচন্দ্রস্য সূতাশ্চি কাচি

দিত্য' অজানীত গদাধরাম্বা ॥ ২১

বয়সা পড়ষর্পমিতা সুরূপা মত্কুলীদম্বা ।

মম্বাদমিমমশ্রীপীজজননী পুত্রবৎসলা ॥ ২২

সংসারবেরাগ্যযুতস্য সাধোঃ পুত্রস্য যৈবাহ্বিক বন্দনর্থ' ।

মাতা তথা তৎ স্বজনাদিভিষ কন্যা যুবতীত্ব মুকুট'চনোয়া ॥ ২৩

Hriday understood that Gadadhar was not only willing to marry but also speaking of the way to get the bride. However Chandra Devi got the news of the bride, the daughter of Ramchandra at Joyrambati. Even though a grown-up girl was desired by all to attract Gadadhar to family life, all agreed to marry Gadadhar to this six-year old girl in view of Gadadhar's forecast and Chandra Devi's willingness. 19 to 28

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ ।

বদান্তবাদঃ—

কৈবল্যমাত্র নিম্নের বিবাহের সম্পূর্ণ মত আছে তাহা নয় ভাবী পত্নী কোথায় আছে তাহাকে কিসে পাওয়া যাইবে তাহাও বলিতেছেন । :৯

ইহাও অত্যাশ্চর্য্য পরে সকলে এই কথা জানিয়াছিল যে গদাধরের বিবাহ বিষয়ে নানা প্রকার চেষ্টা হইতেছে । গদাধরের মাতা এবং আত্মীয় সকল বহুস্থানে অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে অবগত হইল যে কামারপুত্রের দুই ক্রোশ দূরে ছয়রান বাটী নামক গ্রামে সপাচারী সৎগুণাবিত্ত সুপণ্ডিত মুখ্য কুলীন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি যড়বর্ষ বয়স্ক সুকুলা সপুণ্ডরীতী সুকুমারী কন্যা আছে । এই সংবাদটি মাতা চন্দ্রাদেবী শুনিয়া ছিলেন । ২০।২১।২২

সংসার বিরাগী সাধু পুত্রের বিবাহ বন্ধনার্থে যুবতী কন্যাই আত্মীয়গণের প্রার্থণীয় দিষ্ট এককল অদ্বৈত সাধু পুত্রের দাত্য ও মাতা চন্দ্রাদেবীর ইচ্ছা বশঃ ২৩ বয়স্ক এই কন্যাটিকেই সকলেই মনস্থ করিয়াছিলেন ২৩২৪

কিঞ্চিদপ্যদিত্যম্ সুতর্য্য বাপয়ন স্তথা প্রকীয়ানুভবাহি মায়া ।

যকান্ধমত্বাহুপদয়ায় কন্যা নির্হারিতা তথ মদৈব সূর্য্যঃ ॥ ২৪

যত্, যত্, অধিক দিষ্ট যত মানে মিত্ গতে যথো ।

মুণী মারদয়া দেব্যা গরবান্ন মিহর্য্য চ ॥ ২৫

গদাধরস্য সম্যগী দারকর্ম্মমচৌত্মবঃ ।

মাধারণের মাধ্যম্য হুমা বেবাচির্বা ক্রিয়া ॥ ২৬

দায়বা মুন্দবা গর্দে স্তদেগ পরিপূর্তিতা ।

কামারকুরম্বাণা মহামৌদীচমুদা ॥ ২৭

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

ভূতঃ পাণিগ্রহস্থায় চতুর্বিংশ বয়ঃক্রমে ।
 বিবাহাত্ পরতস্তদ্বৈকোনবিংশতি সংখ্যকান্ ॥ ২৮
 মাसान্ সমবসদযোগী কামারপুকুরে মহান্ ।
 সুসম্যদ্রাভগবতঃ শ্রুমা বৈবাহিকৌ ক্রিয়া ॥ ২৯

The marriage ceremony was held in the month of Vaisakh of the Bengali year 1266. The extravagance on this occasion was enormous. The din and noise of the festivity on this occasion filled the entire village of Kamarpukur. Gadadhar was married at the age of twenty-four, and stayed at Kamarpukur for one year seven months after his marriage.

24 to 29

বঙ্গানুবাদ :—

সন ১২ শত ৬৬ সালে বৈশাখ মাসে বৃহস্পতিবারে শারদীয় চন্দ্র সদৃশ গদাধরের সারদা দেবীর সহিত বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

যে ভাবে বিবাহ কার্য্য হইয়াছিল তাহা সাধারণের সাধারণ অতীত। ২৬

অর্থাৎ দাও, বাও, নাও, ইত্যাদি শব্দ—কামার পুকুর ও জয়রাম বাটীস্থ লোক সকলের ঐরূপ শব্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

বিশেষতঃ কামার পুকুর নিবাসী জনগণের অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। ২৭

২৪ চন্দ্রিশ বৎসর বয়সে গদাধরের বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মহাবোগী গদাধর বিবাহের পর ১ বৎসর ৭ মাস পর্য্যন্ত কামার পুকুরে ছিলেন। ২৮২৯

मध्यलीलायां १०म अः ।

श्रीमती शारदादेवी सप्तवर्षवयःक्रमे ।
 कुलप्रथानुसारेण खशुरस्य च सद्यनि ॥ ३०
 द्विरागमनरूपेणागता पिष्टगृह्णाद् यदा ।
 तदा स पुनरागत्य दक्षिणेश्वर मन्दिरे ॥ ३१
 ठाकुरो भवतारिण्याः पूजाकार्येऽभवद्भती ।
 ततः कतिपयाहःसु गतेषु साधको महान् ॥ ३२
 पुनस्तन्मयतामाप वाङ्मनान विनाशिनौ ।
 न माता नाधजः पत्नी न देशो ग्राम एव वा ॥ ३३
 तत्सर्वं तन्मनोमध्ये न किञ्चिदवभाषते ।
 सच्चिन्मय्याः साधनेयमैहिकस्मृत गोपिका ॥ ३४
 ब्रह्मादिस्तम्ब पर्यन्त सर्वसुजीवजातिषु ।
 ब्रह्ममय्याः स्वरूपं मे कथमिन्द्रिय गोचरं ॥ ३५

When Sarada Devi came to her father-in-law's house at the the age of seven years Gadadhar went to Dakshineswer and resumed his holy services to the goddess Bhavatarini. After some days he again lost all sense of reality of this physical world including his own mother, wife, village and animate or inanimate objects. He now breathed only to see the Goddess with his own eyes. 30 to 35

ब्रह्मानुवाद

ब्रह्मानुवादः—

बिवाहेर एक बत्सर परे शारदा देवी सात बत्सर वयसे कुल
 प्रथानुसारे द्विरागमन समये श्री गृहे यवन आसिग्रा छिनेन

মণ্ডলীলায়া ১০ম অঃ ।

ঠিক সেই সময়ে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন পূর্বক পুনরায় ভবতারিণী কালিকার পূজা কার্যে যোগদান করিয়াছিলেন । ৩০।৩১

তাহার পর কিছু দিন গত হইলে মহা সাধক গদাধর পুনর্বার পূর্বের মত বাহ্য জ্ঞান বিলোপিকা উন্নয়ন বা নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

বাহ্যতে সেই মহাযোগীর ননো মধো মাতা ভ্রাতা, পত্নী, গ্রাম ইত্যাদি কোনটিই স্থান পাইয়া ছিল না । ৩২

সচ্চিদানন্দময়ী কালীর সাধনাই ইহ জগতের সমস্ত ভুলাইয়া দেয় । ৩৩

এমন কি ব্রহ্মাদি তৃণ গুল্ল পর্য্যন্ত বাবদীয় জীব সকলের বিজ্ঞানতা বিলীন হয় । ব্রহ্মময়ীর স্বরূপটি আমার সর্বদা কিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে এই সম্বন্ধে ঠাকুরের সর্বদাই মহা চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল । ৩৪।৩৫

মবেত্তত্র মহাচিন্তা ঠাকুরসৈব সর্বদা ।

তদা পুণ্যবতী রাজ্ঞী গঙ্গায়া দক্ষিণেশ্বরে ॥ ৩৬

ধ্যায়ন্তী ভবতারিন্যাঃ পাদপদ্মযুগ্মমুদা ।

স্বপ্নমন্ত্র জপন্তী সা চরমমুখসিতাবধি ॥ ৩৭

পশ্যন্তী পরমানন্দস্বরূপ রূপমব্যয়ং ।

মৌস্মান্তকালবদ্রাজ্ঞী তদ্রূপ ঠাকুরস্য চ ॥ ৩৮

সাম্প্রদেবী রামমণির্নখর ত কলিবার ।

ত্বজ্জামা ভগবন্তোক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ॥ ৩৯

পরলোক গতাযান্তু রামমণ্যাং তদামবৎ ।

মধুরঃ সর্বতোঽধীশস্তস্য দেবালয়স্য হি ॥ ৪০

মধ্যলোলায়ী ১০ম অঃ ।

ততস্তৈনাদিত্যবর্ণান্ তাতাঙ্ঘ্রি পরিচর্যয়া ।

একান্তিক্যা শৃঙ্গভক্ত্যানন্তপুণ্ড্রমুপার্জিতং ॥ ৪১

At this time Rani Rasmani left this mortal world. Mathurnath now became the all in all in the mangement of the temples, and rendered his services for twelve years. 36 to 41

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় পুণ্যবতী রাণী রাসমনি ভবতারিণীর চরণ যুগল চিন্তা পূর্বক নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ভীষ্মের দেহত্যাগের মত ঠাবুরের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে নখর পাকভৌতিক দেহের শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরাবৃতি বর্জিত বিমুক্ত ভগবন্তুল্য সচ্চিদানন্দময় দেহ লাভ করিয়া ভগবানের ধামে গমন করিয়া ছিলেন । ৩৭।৩৮।৩৯

রাণী রাসমনির পরলোকে গমনের পর মথুরানাথই দেবালয়ের সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন । ৪০

তৎপরে মথুরানাথ একান্ত ভক্তি সহকারে বাবার পাদ সেবা প্রায় ১২ বৎসর কাল করিয়া অনন্ত পুণ্য উপার্জন করেন । ৪১

তত্রৈকাধর্য্য ঘটনা রাগ্নাঃ স্বর্গগমাৎ পর' ।

ঘটিতা ভৈরবো দৈত্যা আবির্ভাবোত্সবাত্মিকা ॥ ৪২

যন্ত্যাঃ সাধ্যৈ ন পূর্ণাশীত্ সাধনা সিদ্বযোগিনঃ ।

আবির্ভূতা মহাদেবী ভৈরবো ভূতিদায়িকা ॥ ৪৩

একদা হুমুখৌ পুণ্ড্রোদ্যানি যোগী গদাধরঃ ।

পুণ্যানাং চয়নং ক্রুর্ভ্রমপশ্যত্বরণী' শৃঙ্গা ॥ ৪৪

মধ্যলোলায়া ১০ম অঃ ।

যকুলতল ঘটে সাবরুহা নাবিকেন হি ।
 তত্রৈকা সুন্দরী দ্ব্যেকা নারী ভেরববেগিনী ॥ ৪৫
 তম্ভকান্বন বর্ণাভা জটামণ্ডলমণ্ডিতা ।
 ললাটে দীর্ঘ সিদ্ধূর তিলকেন চ দীপিতা ॥ ৪৬
 শূলে ন ভূষিতা সখ্যে করে দত্তেচ্চমালয়া ।
 নোকায়া অবতীর্যৈব দক্ষিণেশ্বর মন্দির ॥ ৪৭

During this time, the appearance of Bhairavi Devi at Dakshineswer was a remarkable event. She helped Gadadhar to attain the ultimate end of his spiritual striving. One morning, as Gadadhar was plucking flowers in the garden on the bank of the Ganges, he found a very beautiful woman with very fair complexion, having matted hair on her head, broad marks of vermilion on her forehead, a three-pronged spear in her left hand, and a thread of holly beads in her right, alight from a boat and proceed to the temple with slow and heavy steps. . 42 to 47.

বদান্তিবাণ :—

এবং সেই সময়ে ভৈরবী ভ্রামরীর আবির্ভাব রূপ একটি অত্যন্তরূপ মহোৎসব ঘটনা ঘটিত হইয়াছিল । ৪২

যে ভৈরবীর সাহায্যে দিব্য যোগী ঠাকুরের সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল । সেই সর্ব শক্তিদাতিনী মহাদেবী ভৈরবী মন্দিরেবরে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন । ৪৩

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ ।

ঘটনার বিবরণ এইরূপ একদিন খুব সকালে গয়াতীরে ফুলের বাগানে ঠাকুর ফুল তুলিতে তুলিতে দেখিলেন একটি নৌকা ক্রমশঃ বকুল ওনার ঘাটে মাজি অর্থাৎ নৌকা চালক নৌকাটি বাঁধিয়া রাখিল । ৪৪।৪৫

সেই নৌকার মধ্যে তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ জটাভূট ধারিণী ললাটে সুদীর্ঘ সিন্ধুরের তিলক বাম হস্তে ত্রিশূল দক্ষিণ হস্তে ঋজাকমালা ভৈরবো বেশ ধারিণী একটি রমণী বসিয়া আছেন । ৪৬

তিনি নৌকা হতে নামিয়া দক্ষিণেব্বরের মন্দিরের দিকে চাহিয়া সেই গজ গামিনী দেবী মন্দিরের দিকে যায়েতে আরম্ভ করিলেন ।

৪৭

অযলোক্য তদা দেবী চলিতা গজগামিনী ।
 চত্বারিংশদ্বর্ষমিতা যদ্যপি বয়সাদিকা ॥ ৪৮
 তথাপি ব্রহ্মচর্যস্য প্রভাববগতঃ সदा ।
 যুবত্যাঃ পূর্ণসৌন্দর্য্যং শরীরে প্রতিভাতি হি ॥ ৪৯
 তামিবমবলৌক্যৈব মহাযোগী গদাধরঃ ।
 এষা কাপি মমাত্মীয়া মিনিতা দক্ষিণেশ্বরে ॥ ৫০
 ত্যক্তোদ্যানং বিচিন্তেব' পবিত্র্য স্থানয়'মুদা ।
 প্রৌঢ়াচাঞ্চয় হৃদয়ং গচ্ছ দেবানয়ং দ্রুত' ॥ ৫১
 তত্রৈকা ভৈরবো দেবী দর্শনাযং সমাগতা ।
 তামানয় সমগ্মান' মদীয়ে শুভ্র বৈশমনি ॥ ৫২
 মাতুনাশ্বাদিমাং বাচী' শ্রুত্বা শ্রীহৃদয়মুদা ।
 পরিপ্লুতো বিপ্রযাত্ম্যো মনস্বিতদচিন্তায়ত্ ॥ ৫৩

Even though she was forty to forty-two year old, she looked youthful by virtue of her holy practices and austerities. Gadadhar took her to

মণ্ডলীলায়া ১০ম অঃ।

be one of his relatives. He came back to his cottage and asked Hriday to hasten to the temple and bring the Bhairavi to his cottage. At this Hriday became greatly surprised and mused in himself. 48 to 53

বঙ্গানুবাদ :—

. যদিও ভৈরবীর বয়স ৪০/৪২ বৎসর তথাপি তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য বশতঃ তাঁহার দেহে যুবতীর পূর্ণ সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইতেছিল।

৪৮/৪৯

। এইরূপ দেখিয়া মহাযোগী গদাধর ভাবিলেন ইনি বোধ হয় আমার কোন আত্মীয় হইবেন। ইনি দক্ষিণেশ্বরে আমার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আসিয়াছেন। ৫০

তৎপরে মহাযোগী পুষ্পোদ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ ভ্রমর কুটীরে আসিয়া হৃদয়রামকে বলিয়াছিলেন ওরে দহ তুই শীঘ্র মন্দিরে যা। ৫১

মন্দিরে একটি ভৈরবী আমার দর্শন জন্য আসিয়াছেন। সেই ভৈরবী দেবীকে সম্মানে আমার এই ক্ষুদ্র। ৫২

কুটীরে লইয়া এস। মাতুলের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া হৃদয়রাম বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া মনেমনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন ৫৩

জহ্যতি মাতুলো যো মে নারোমহ' ভুজঙ্গবৎ ।

স যৎ ভৈরবী নারী স্যগৃহ' নেতুমিচ্ছতি ॥ ৫৪

एवम' मাতुलं देवमुवाच संशयान्वितः ।

आहता भैरवी देवी कथमया गमिष्यति ॥ ৫৫

মণ্ডলোলায়াং ১০ম অঃ ।

গদাধরোঽপি হৃদয় মুক্তবাং স্তত্চণাদিতি ।
 মন্মাম শ্রবণাদেব ত্বরয়াত্রাগমিষ্যতি ॥ ৫৬
 এব' সা ভৈরবী রবনৈ পৃষ্ঠতৌ হৃদয়স্য চ ।
 গদাধরালয়' প্রাপ্য দৃষ্ট্বা ত' বিস্মিতা সতী ॥ ৫৭
 স্নিহপ্লুতস্বরেনৈব প্রোবাচ সহসা সুখ' ।
 ত্বমত্র বর্তসে তাত ন জানামি কথঞ্চন ॥ ৫৮
 ক্তে তবানুসন্ধানৈ ন প্রাপ্তমপি দর্শন' ।
 য'ত্বা গদাধরোঽপ্যাহু মদ্বার্তা' ভবসুন্দরি ॥ ৫৯

“How is it that my uncle who avoids all women like snakes desires to have the Bhairavi in his cottage”. He hesitated and said, “Why should she come here at my request?” Gadadhar replied, “She will hasten to this place on hearing my name.” Bhairavi followed Hriday and came into the cottage. She became surprised to see Gadadhar and said, “you are here and I did not know it. I travelled far and wide to meet you but could not trace your whereabouts. 54 to 59

বঙ্গানুবাদ :—

যে মাতুল নারী সঙ্গকে কাল সপ্নের মত ত্যাগ করেন তিনি
 এই ভৈরবীকে নিজ কুটীরে আসিবার জন্য বলিতেছেন । ৫৪

এইরূপ সন্দেহ যুক্ত হৃদয়রাম মাতুলকে বলিয়াছিলেন ভৈরবী
 দেবীকে ডাকিলেই বা তিনি কেন এখানে আসিবেন । ৫৫

এই কথা শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ঠাকুর হৃদয়কে বলিয়াছিলেন ।

মণ্ডলীনায়া ১০ম অঃ ।

ভৈরবী দেবী আমার নাম শুনিবা মাত্র শীঘ্রই এই স্থানে আসিবেন ।

৫৬

এইরূপ ভাবে 'মেই ভৈরবী' দেবী দ্রুতগতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ঠাকুরকে কুটীর মধ্যে দর্শন পূর্বক আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া মহা স্নেহ সম্বলিত স্বরে বলিয়াছিলেন বাবা ? তুমি এখানে আছ আমি তাহা জানিতে পারি নাই । ৫৭ ৫৮

তোমার অঙ্গসংক্ৰান্ত করিয়া ও কোথাও পাই নাই । ৫৯

জ্ঞাত্বা ত্বয়া কথং মাতঃ কথ্যতাং ভক্তবৎসলৈ ।

ভৈরবুবাচ ভীঃ পুত্র মঘদ্বিঃ সাধকৈ স্তিমিঃ ॥ ৬০

সম্মেলনার্থমাदिष्टा प्रागैव जगदम्बया ।

পূর্ববঙ্গেষু দ্বাভ্যাং হি পূর্বং সম্মিলিতং ময়া ॥ ৬১

अद्याह त्वां प्रपश्यामि दक्षिणेश्वर मन्दिरे ।

जगदम्बेच्छया मेऽद्य फलितं चिरकांचितं ॥ ৬২

ततो गदाधरो भक्त्या भैरव्याः सविधेवसन् ।

जनन्याः स्नेहमय्यास्तु सविधे वालकी यथा ॥ ৬৩

सानन्दं मनसो वार्त्तामवददद्गुरुपतः ।

यद्रूपां स्वस्यमनसो ये भावाः साधनीत्यताः ॥ ৬৪

ऐश्वरीय प्रसङ्गेन बाह्यज्ञानविलुप्तता ।

मातृদাহো विनिद्रा च दर्शनाच्चाप्यलৌকিক' ॥ ৬৫

Bhairabi said, "I had to visit three holy men at the behest of Goddess Jagadamba. I have already met two of them, in East Bengal. To-day I see you here at Dakshineswar and complete my mission. Gadadhar frankly talked with her like a child with his mother. He told her all about

মধ্যলীলার্য্য ১০ম অঃ ।

his moods and feelings, loss of sense of physical reality while meditating, burning sensation on skin, sleeplessness, and unearthly visions.

60 to 65

বঙ্গানুবাদ :-

ভৈরবী বলিয়াছিলেন বাবা তোমার মত তিনটি সাধকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মা জগদম্বা অর্থাৎ আমার ইষ্ট দেবী বহু পূর্বের আদেশ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুইটি সাধকের সহিত পূর্ববঙ্গে পূর্বেই সাক্ষাৎ করিয়াছি। ৬০।৬১

আজ আমি এই দক্ষিণেশ্বরে তোমাকে সাক্ষাৎ করিতেছি। জগদম্বার ইচ্ছায় আজ আমার বহু দিনের আশা পরিপূর্ণ হইল।

৬২

তৎপরে বালক পুত্র যেমন স্নেহময়ী মাতার নিকটে বসিয়া থাকে গদাধর সেই মত ভক্তি পূর্বক ভৈরবীর নিকটে বসিয়া আনন্দের সহিত মানসিক ব্যাপার বহুরূপে বলিয়াছিলেন। ৬৩

যে সকল সাধন সমুদ্রুত ভাব মনো মধ্যে উন্মিত হয় অর্থাৎ ভগবৎ প্রসঙ্গে বাহ্য জ্ঞান শূন্যতা গাত্র দাহ নিদ্রা ত্যাগ অলৌকিক দর্শন শারীরিক বিকার ইত্যাদি যে সকল ভাব সমুদ্রুত হয় সেই সকল অবস্থা বলিয়াছিলেন। ৬৪।৬৫।৬৬

বিক্রিয়ায় গরীরস্থানুভূতাঃ প্রত্যহস্ব যাঃ ।

সর্বমেতত্তত্সমীপে প্রকটীকৃতবাঁয় সঃ ॥ ৬৬

পরন্তু সাম্রহঁ সাধুঃ পৃথ্ব্যা স্তা' পুনঃ পুনঃ ।

মৌ মাতঃ কিময়' ভাব উন্মাদস্যৈবলক্ষণ' ॥ ৬৩

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ ।

কালিকারাধনাৎ কি' মে মহাব্যাধিরূপস্থিতঃ ।

স্বরূপমস্য দেবি ত্বং প্রকটী কুরু পাবনে ॥ ৬৮

গদাধরস্য কুর্ব্বন্ত্যাস্তত্শ্রদ্ধাৎ শ্রব' যদা ।

নানাভাবস্যাবির্ভাবৌ ভৈরব্যা সম্বভূবহ ॥ ৬৯

'Gadadhar anxiously asked her, "Mother, do you think that these' are all due to my insanity? Will my worship of Goddess Kalika make me mad? Please tell me what it is." Bhairabi was thrilled to hear all this. 66 to 69

বঙ্গানুবাদঃ—

পরন্তু ঠাকুর অভিষয় আগ্রহের সহিত বলিয়াছিলেন হে মাতঃ আমার এই সকল ভাব কি পাগলের লক্ষণ । ৬৭

কালিকার আরাধনা বশতঃই কি আমার এই মহারোগ উপস্থিত হইয়াছে । হে মাতঃ ইহার প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিয়া আমাকে ধন্য করুন । ৬৮

গদাধরের এই সকল অবস্থার বিষয় যে সময়ে ভৈরবী শুনিতে ছিলেন । সেই সময় ভৈরবী দেবীর নানা ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল । ৬৯

কদা বীজনাভাবঃ কদা বীজাশ্রয়ঃ ।

হ্নিহমথ্যা জনন্যা বা কদাপি চেহিত মিত্র ॥ ৭০

গদাধর' সমাশ্রাস্য প্রোবাচ ভৈরবী ততঃ ।

ত্বা' তে বদন্তি প্রোন্মত্ত' তাত ত্বা' ন বিদন্তি য়ে ॥ ৭১

ভ্রমন্তস্য দৃশ্য নেয়' মহাভাবস্য লক্ষণ' ।

সৌম্য' শৃণু মহাভাবস্তথৈব বর্ত্ত' তেঽধুনা ॥ ৭২

মধ্যলীলায়াঃ ১০ম অঃ ।

গাম্ভ্যাঃ সাধনহীনা য় দারোদারপরাযণাঃ ।

কথং জানন্তি তে মূঢ়াঃ সংসার বশবর্ত্তিনঃ ॥ ৩২

বৃন্দাবনে রাধিকায়াস্তবতুল্যামবদৃশা ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভৌর্দ্রশ্যে ঘটিতা তথা ॥ ৩৪

ভক্তিগাম্ভ্যে বিলিখিতা তচ্ছাস্ত্রং বিদ্যতে মম ।

ত্বামহং দর্শয়িষ্যামি দৃষ্ট্বা ত্বং শান্তি মেযসি ॥ ৩৫

She felt excited, cheerful, affectionate and sympathetic. At last she consoled him saying, "Those who do not know you, call you mad; These indicate that Divinity has dawned upon you. Those who are uneducated, devoid of all penance and self centred, are quite incapable of realising your greatness. Only Shri Radhika in Brindavana, and Shri Krishna Chaitanya attained that stage where you are. It is all laid down in the holy books of Devotion which will give you great satisfaction and peace of mind when I shall show them to you. 70 to 75

বঙ্গানুবাদঃ—

কোন সময় জেগে উঠে ভাব কোন সময় উল্লাস ভাব বা কখনও স্নেহময়ী জননীর মত বাৎসল্য ভাব হইয়াছিল । ৭০

তৎপরে ভৈরবী দেবী গদাধরকে আখ্যাস বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে পুত্র তোমাকে যাঁহার জ্ঞানেন নাই তাঁহারাই পাগল বলেন ।

এই সকল ভাব পাগলের লক্ষণ নয় ইহা মহা ভাবের লক্ষণ

কেবল যাত্র তোমাতেই এই সকল বিতৃষ্ণ ভাবের লক্ষণ উদ্ভূত হইয়াছে। ৭১।৭২

সাধন ভজন হীন দারোদর পরায়ণ মূঢ় জনগণ কিরূপে এই সাধন লভ্য ভাব সকল বুঝিবার জন্য সমর্থ হইবে। ৭৩

হুন্দাবনে কৃষ্ণকান্তা শ্রীমতী রাধিকার তোমার মত ভাব হইয়াছিল। এবং শ্রীকৃষ্ণদেবদাস মহাপ্রভু ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ দেবেরও তোমার মত অবস্থা হইয়াছিল। ৭৪

এই সকল মহাভাবের লক্ষণ ভক্তি শাস্ত্রে বিশেষভাবে বিবৃত আছে। সেইসকল শাস্ত্র আমার নিকটেই আছে। তোমাকে দেখাইব দেখিয়া তুমি শান্তিলাভ করিবে। ৭৫

যি চৌতসা ভক্তিমন্তো নারদ প্রসুখাঃ শ্রুতাঃ ।

সর্ব্বাণি মেব তেপাং বৈ দশেয়ং সুবিনিখিতাঃ ॥ ৩৬

তয়োঃ সংদত্তৌ রৈব প্রায়েনান্ন দিনং গতম্ ।

সমাপে ভৈরবী দেব্যাঃ স্তুত্র পটিকা সন্নিভাঃ ॥ ৩৭

বস্ত্রবন্ধন মধ্যতু ধর্ম্মগ্রন্থ সমুচ্চয়ঃ ।

বিদ্যতে সাধকবরৈ রৌপ্যিতৌ বহু যত্নতঃ ॥ ৩৮

কণ্ঠে শ্যালগ্রামশিলা বস্ত্রবদ্ধান্তি শোভনা ।

ততঃ সা ভৈরবী দেবী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ॥ ৩৯

অবস্থিতা যোগযুতা পূজায়ান্তু মনোদধে ।

তদা হৃদয় মাহুয় প্রোষাচ্চ শ্রোগদাধরঃ ॥ ৪০

ভোজ্যং ভৈরবী দেব্যা সপ্ততং তণ্ডুলাদিকং ।

মাণ্ডাগারাৎ সমানীয় তত্র প্রেথ্য সত্বরং ॥ ৪১

"Great devotees like Gopikas, Narada and Uddhava etc. had all these feelings." As they

মধ্যলীলায়া' ১০ম অঃ ।

ভোগদ্রব্য' সব্যঞ্জন' রঘুবীরায ভক্তিতঃ ।
 সানন্দ' সন্নিবেদ্যায় নিমীল্য নয়নদ্বয়' ॥ ৮৩
 সহসা হৃৎপদ্ম মধ্যি স্ফুরিত' ভাষ গোচরম্ ।
 গদাধর' সমালীক্ষ্য তদ্ব্য'ন মছোৎসবে ॥ ৮৪
 নির্বিকল্প সমাধি' সা প্রাপ যোগেশ্বরো তদা ।
 প্রেমাপ্রুধারয়া পূর্ণা' তস্যৈ স্যাণ্মুরিবাচলা ॥ ৮৫
 এতস্মিন্ন্তরে তত্র মহাযোগী গদাধরঃ ।
 দ্রুত' মত্ত ইবাগত্য ভোগদ্রব্যস্য সন্মুখে ॥ ৮৬
 উপবিষ্ট্য সুখ' ভুক্তে তদদ্রব্য' নির্বিকারতঃ ।
 ভগ্নে সমাধৌ দৃষ্ট্যে চক্ষুঃসীল্য ভৈরবী ॥ ৮৭

Hriday did so. Bhairabi cooked the rice and curry. Then she sat with her eyes shut to offer them to God Raghubir. In her meditation she saw Gadadhar shining with divine glory. Tears of joy glided down her cheeks and she remained unconscious for some time. In the meantime Gadadhar appeared on the spot and set himself to eat the rice and curry with great pleasure.

82 to 87

বঙ্গানুবাদ :—

মাতুলের আদেশ মত হৃদয়রাম তৎক্ষণাৎ সেই সকল দ্রব্য
 ভৈরবীর নিকটে অঙ্কা পূর্বক দিয়াছিলেন ভৈরবী .দেবী ও সেই
 সকল দ্রব্য লইয়া পাক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করতঃ সাবধানে আনন্দের
 সহিত ভক্তি পূর্বক সব্যঞ্জন ভোগ দ্রব্য রঘুবীর শিলার উদ্দেশে
 ভগবানকে নিবেদন করিয়া চক্ষুঃ স্মৃতিত করতঃ সহসা হৃৎপদ্ম

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ ।

মধ্যে প্রকাশিত ভাব বিগ্রহ গদাধরকে দর্শন করিয়া সেষ্ট দর্শনোৎসবে মত্ত হইয়া ভৈরবী দেবী নির্বিবকল্প সমাধি লাভ করিয়াছিলেন । এবং সেই যোগেশ্বরী সেই সময় প্রেমাশ্রু ধারায় প্লাবিত হইয়া অচল কাষ্ঠ খণ্ডের মত স্পন্দন শূন্য অবস্থায় ছিলেন । ৮২।৮৩।৮৪।৮৫

ইত্যবসরে মদ মত্ত ব্যক্তির মত মহাযোগী গদাধর সেই স্থানে আসিয়া ভোগজব্যের সম্মুখে বসিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে আনন্দের সহিত সেই সকল ভোগজব্য ভোজন করিতে ছিলেন । ৮৬

সমাধি ভঙ্গ হইলে ভৈরবী দেবী চক্ষুদ্বয় উন্মোচন পূর্বক দেখিলেন স্বকীয় ইষ্ট দেবের উদ্দেশে প্রদত্ত ভোগজব্য ভাবাবিষ্ট বাহুজ্ঞান শূন্য গদাধর ভক্তি পূর্বক ভোজন করিতেছেন । ৮৭।৮৮

স্বৈষ্ঠদেবপ্রদত্তান্নমস্তু দেবী গদাধরঃ ।

ভাবাবিষ্টী বাহ্য জ্ঞানরহিতী বহুমল্লিতঃ ॥ ৮৮

ভবাচ্চ প্রকৃত্যস্বঃ স স্বৈরাচারবিনজিতঃ ।

ন জানামি দ্ব্যুতোঃস্য' মে ভাবঃ স্বজ্ঞান বাধকঃ ॥ ৮৯

সমায়াতঃ কৃতন্তেন বিপরীত' ময়াখিল' ।

এব' বিদ্বদ্ভবভাবেন সন্তপ' ত' গদাধর' ॥ ৯০

মৈরবী সা সমাশ্রাস্থ সানন্দ' পত্যুবাচ ত' ।

ইদ' সাধুকৃত'বত্স নানুষ্ঠিত মিদ' ত্বয়া ॥ ৯১

তদন্তরে বর্ত্ত'তে য় স্তেনৈবেদ' হৃত' ধ্রু'ব' ।

ধ্যানদৃষ্ট' ময়া যন্তু তেন জ্ঞাত' বিশেষতঃ ॥ ৯২

বাহ্য পূজা সমাপ্য ন পুনস্তত্প্রয়োজন' ।

কালেনৈতাবতায়ুশ্চন্ যা পূজা চরিতা ময়া ॥ ৯৩

When Bhairabi regained her sense and opened her eyes, she found Gadadhar taking

‘মহ্যলীলায়া’ ১০ম অঃ।

the rice and curry. Gadadhar at once felt ashamed for his apparent misconduct and said, “I do not know why I do such things which are condemned by all.” On seeing Gadadhar afflicted with repentance, Bhairabi consoled him saying, “It is all well done. It is not you but the one in you who has done it. I have realised this in my meditation. Such performance of outer worship is not necessary for me any more. What I had been doing so long is now accomplished and completed by your grace. 88 to 93

বঙ্গানুবাদ : —

তখন গদাধর নিজ কৃত অশায় আচরণে লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলেন আমি জানি না আমার কি জন্ত এইরূপ জ্ঞান বিহীন অবস্থা কোথা হতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যেভাবে ভাবিত হইয়া এইরূপ বিরুদ্ধ আচরণ করি। ৮৯

এইরূপ ভাবে অমৃতপ্ত ও হৃঃষিত গদাধরকে ভৈরবী দেবী সন্তুষ্ট করিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। বাবা এই কার্যটি তোমার অতি উত্তম হইয়াছে।

হে বৎস তুমি এরূপ কার্যের অমুষ্ঠান কর নাই। ৯০।৯১

তোমার অন্তরে যিনি বিরাজিত আছেন তিনিই এই কার্যটি করিয়াছেন। আমি ধ্যানস্থ হইয়া সমাধির অবস্থায় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতেই বিশেষ ভাবে জানিয়াছি। ৯২

আজ আমার বাহ্য পূজার অবসান হইল আর আমার এমত পূজার আবশ্যক নাই। হে আয়তন এযাবৎকাল আমি যে পূজার অমুষ্ঠান করিয়াছি। ৯৩

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ ।

পরিপূর্ণ ফলং তস্যাঃ প্রাপ্তং ভবদনুগ্রহাৎ ।
 এবমুক্তা তদা দেবী মৈরবী হৃষ্টমানসা ॥ ৮৪
 গদাধর ভুক্তশেষমন্নং স'ভুজ্য যত্নতঃ ।
 আচমনাদিকং কৃत्वा শুদ্ধ ভাবেন ভামিনী ॥ ৮৫
 সাধনাধাররূপা শ্রীরঘুবীর শিলাং তদা ।
 পূজাস্থানাৎ সমুচ্চল্য ধৃৎবা তাং করপদয়োঃ ॥ ৮৬
 আকণ্ঠ জলমগ্না সা গঙ্গাগর্ভে ন্যপাতয়ত্ ।
 তদ্দিনাবধি সা দেবী বাহ্য পূজাং সমত্যজত্ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীরামেन्द्रসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে
 পারমহংসা' সংহিতায়া' দক্ষিণশ্বরে মৈরবী দেব্যাঃ সমাগমানন্তর'
 শ্রীরামকৃষ্ণ মৈরবী সংবাদরূপী মধ্যলীলায়া দগমোচ্চয়ায়ঃ । সঃ ১০ অঃ ।

On saying this Bhairabi took gladly the remains of the meal left by Gadadhar. Then she entered into the water of the Ganges and immersed the holy stone. From that day onwards she gave up outer worship. 94 to 97

Here ends the tenth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :-

আজ আমি তোমার অনুগ্রহে সেই সকল পূজার ফল সম্পূর্ণ
 রূপে পাইলাম । এই কথা বলিয়া সেই সময়ে সেই ভৈরবী
 দেবী আনন্দ মনে গদাধরের ভুক্ত অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি অন্ন পূর্বক
 ভোজন করিয়া আচমনাদি কার্য্যান্তে শুদ্ধভাবে ভক্তি পূর্বক ভৈরবীর

মধ্যলীলায়া' ১০ম অঃ ।

সাধনার আধার স্থানীয়া সেই রঘুবীর শিলাটিকে পূজাঙ্গান হইতে উঠাইয়া লইয়া দুই হস্তে ধারণ পূর্বক আকর্ষণ করিয়া গঙ্গা গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ।

এবং সেই দিন হইতেই সেট ভৈরবী দেবী বাহু পূজা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । ৯৪।৯৫।৯৬।৯৭

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত রামকৃষ্ণ ভাগবতে ভৈরবী দেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত সাধন বিষয়ে কথোপকথনাদি মধ্যলীলার দশম অধ্যায়ে বলা হইল ।
মঃ ১০ অঃ শেষ

মধ্যলীলায়া' ৭৭শ অঃ ।

দিনানি কতিचित্তত্র ভৈরবী দেবতালয়ে ।
স্থিত্বা দেবীমণ্ডলস্য ঘটে যোগাসনস্য সা ॥ ১
প্রতিষ্ঠামকরোতস্য মন্দিরস্য চ সন্নিধৌ ।
অস্মা এষোপদেশেন মহাযোগী গদাধরঃ ॥ ২
তন্নোক্ত সাধনযুক্তৌ বभূবু ভূরিয়ত্ততঃ ।
ততঃ স পরমানন্দ' লেমেচৈব' ঘটে ত্রতীঃ ॥ ৩
সাপ্যস্য পুত্রতুল্যস্য যোগিনৌ যোগসিদ্ধয়ে ।
সাহায্য' সুবিশেষেণ কৃতবত্যতি যত্নতঃ ॥ ৪
মন্ত্রসিদ্ধা শিষ্যয়িত্রী ভৈরবী স্তব্ধতা' গতা ।
দৃষ্টা সাধকঃ স্বর্গ্যস্য তদলৌকিক সাধনম্ ॥ ৫
যে চান্যে সাধকাঃ দুঃখৈঃ সাধনা ক্রমভূমিকা' ।
ন সমর্য্য বিজিতু' যা' প্রাণপতি পরিধর্মৈঃ ॥ ৬

For some days Bhairabi stayed in the temple and thereafter set up an altar on the bank of the Ganges to perform tantric rites. Gadadhar

মধ্যলীলায়াং ১১ম অঃ ।

performed the rites and felt greatly blessed. Bhairabi helped him in performing these rites like his own mother. On seeing the uncommon performance of the rites by Sri Gadadhar, Bhairabi was greatly astonished. He was passing at ease through the stages which were rarely attained with utmost endeavour by others. 1 to 6

বদান্ত্যবাদ : —

ভৈরবী দেবী মন্দিরের মধ্যে কিছুদিন থাকিয়া নিকটবর্তী দেবী মণ্ডলের গঙ্গার ঘাটে একটি যোগাসন স্থাপন করিয়াছিলেন । গদাধর ভৈরবীর আদেশ মত দৃঢ় ভাবে তত্ত্বোক্ত সাধনে রত হইয়া ছিলেন । এবং সেই সাধনে পরমানন্দ পাইয়াছিলেন । ১।২।৩

ভৈরবীও পুত্রতুল্য গদাধরের যোগ সিদ্ধির জন্ত যত্নের সহিত বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন । ৪

মন্ত্র সিদ্ধা শিক্ষয়িত্রী মাতৃতুল্যা ব্রাহ্মণী ভৈরবী সাধক গদাধরের অলৌকিক সাধন দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন । ৫

অন্ত যে সকল সাধক প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও অতিকষ্টে সাধনার ক্রম সোপান লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন নাই । ৬

স্বা ভূমিকা প্রতিদিন ময়ত্নেনৈব দুঃখদা ।

জিতানেন মহাবিঘ্নকারিণী সুময়াবহা ॥ ৩

এব' চতুঃপাতিমিতা স্তন্বীক্কাঃ সাধনক্রমাঃ ।

সুক্রা দুঃক্রা যাপি বিবিধা বিহিতায য়ে ॥ ৮

যর্ষ'ত্ৰয়ান্তরে তাসু সিদ্ধি' লেভে সুখেণ সঃ ।

নতন্তু ভৈরবী দেব্যাঃ পূর্ণ'প্রযত্নত স্তথা ॥ ৫

মধ্যলৌলাযাং ৭৭শ অঃ ।

পূর্ণাভিধিকঃ পূর্ণস্য প্রাপ্তঃ সম্পূর্ণ পূর্ণতা ।

যা দুর্লভা যা দুঃপ্রাপ্যা মনসো বা হ্রগোচরা ॥ ১০

তা অষ্টসিদ্ধীঃ সম্প্রাপ্ত আনন্দময়মূর্ত্তি ধৃক্ ।

দৃষ্টা সিদ্ধিঃ স্ব শিষ্যস্য মৈরবো বিস্মিতাভবত্ ॥ ১১

অনিমাদ্যষ্টসিদ্ধীস্তা লব্ধাপি সুমহামতিঃ ।

তদলৌকিক শক্তিনা কদাপি পরিচালনম্ ॥ ১২

Gadadhar passed quite easily through the stages of the process which were extremely difficult, dreadful and fraught with grave risks. There were sixty-four stages which he went through in three years. By this process he acquired the divine power called Asta-Siddhi, which, however, he did not exercise at any time.

9 to 12

বজ্রানুবাদঃ—

দুঃখদায়িনী অত্যন্ত ভয়াবহ । মহা বিঘ্নকারিণী সেই সকল ভূমিকা গদাধর অনায়াসে প্রতি দিন জয় করিতেছেন । ৭

তত্ত্বোক্ত স্থগ সাধ্য মুগ্ধ সাধ্য চতুঃষষ্ঠি পরিমিত বিবিধ সাধন বাহ্য ওহ্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । ৮

সাধনার স্তর বিশেষ সকল তিন বংশরের মধ্যে গদাধর সেই সকল সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । ৯

তৎপরে ভৈরবী দেবীর পূর্ণ প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ সর্ব্ব শক্তি বিশিষ্ট গদাধরের পূর্ণাভিধিক সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছিল । ১০

মধ্যলীলায়াং ১১শঃ অঃ ।

যে সকল সিদ্ধি ছলভ দুষ্প্রাপ্য মনের অগোচর আনন্দ ঘন বিগ্রহ
গদাধর সেই সকল অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন পরন্তু প্রিয় শিষ্য
গদাধরের সেই সকল সিদ্ধি দেখিয়া ভৈরবী দেবী অত্যন্ত
আশ্চর্য্যাস্থিতা হইয়াছিলেন । ১১

গদাধর সেই সকল অনিমাди অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া ও
ভাীদের পরিচালনা বা ব্যবহার করেন নাই । ১২

ন কৃতং তেন তু বরং সিদ্ধিবিঘ্ন বিধায়িনী' ।
সদৌ বিমূঢ়ি' মত্বা তা' তত্বাজ স যোগীশ্বরঃ । ১৩
বর্ণাশ্রমাচারাদিকান্ তন্ম সাধন কালতঃ ।
সর্ব্বা' স্তা' স্ত্যক্তবান্ সাধুঃ কৈবল্যাশ্রম যোগতঃ ॥ ১৪
প্রাণান্দেহ' মনসাপি সর্ব্বস্ব' মাছ পাদয়োঃ ।
সমর্প্যস্বোয়মাত্মান' বাহ্যভ্যন্তরয়ো স্তদা ॥ ১৫
জ্ঞানাগ্নিনা পরিধ্যাতং দদর্শ' সাধকোত্তমঃ ।
তদা তদ্বিগ্রহমপি তেজঃপুঞ্জপরিপ্লুতং ॥ ১৬
যিস্মিতামনুজাঃ সর্ব্ব' দৃষ্টাতীবমনোহর' ।
পবন্তদ্রুপমাধুর্য্য' কামনাশূন্য যোগিনঃ । ১৭
বিরক্তৈঃ কারণ' তস্য চিত্তস্য সমভূতদা ।
যোগিমির্দেহ সৌন্দর্য্য' যত্রতঃ পরিচ্ছিত্যে ॥ ১৮

As Gadadhar dedicated himself to the will
of the Supreme Being, he had no use of the
religious codes or his divine power. At that
time he looked extra-ordinarily beautiful. But he
carefully avoided to expose his physical beauty.

বঙ্গানুবাদ :—

বরং ইষ্ট সিদ্ধির বিঘ্ন মনে করিয়া সেই সকল বিভূতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন । ১৩

তদ্র সাধনার সময় হইতেই কৈবল্যাশ্রমে অবস্থান বশতঃ বর্ণা শ্রমোক্ত আচার ত্যাগ করিয়াছিলেন । ১৪

সেই সময় সাধক গদাধর দেহ মন প্রাণ মাতৃপদে সমর্পণ পূর্বক বাহ্যভ্যন্তরে নিজকে জ্ঞানাগ্নি পরিব্যাপ্ত দেখিয়া ছিলেন । ১৫

এবং গদাধরের তেজঃপুঞ্জ বিশিষ্ট অতীব মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাধারণ লোক সকল অতিশয় আশ্চর্য্যাবিত হইয়া ছিলেন । এই প্রকার রূপ মাধুর্য্য কামনা শূন্য যোগীর পক্ষে চিত্ত চাক্ষ্যাকর হইয়াছিল । ১৬১৭

অতএব গদাধর দেহ মৌন্দর্য্য যত্নপূর্বক ত্যাগ করিয়াছিলেন । ১৮

अस्याद्यर्थं स्वरूपस्य व्याख्यानावसरे क्वचित् ।

गोष्ठीमध्ये स्वशिष्यानामुवाच सुवेशिपतः ॥ १८

तदा मे रूपमाधुर्यं दृष्ट्वा साधारणा ज्ञानाः ।

अक्षरा वर्तयितुं शक्या यत्नेनापि न तु क्वचित् ॥ २०

जवा कुसुम सङ्काशं रक्ताभं मन्मुखं वभौ ।

अभवद्गात्रकान्तरा च रवि कान्तिनिराकृता ॥ २१

एवं ह्यन्मुखवाद्गङ्গা, मध्यतो देहमण्डलात् ।

ज्योतिरुद्गम्य विमलं गुणमे देव देहवत् ॥ २२

तेन सर्वघणः स्थूल सूक्ष्मे नाच्छाद्य मामकं ।

देहं मातुः समीपेऽहमवदन्नतमस्ताक ॥ २३

मातस्ताया दत्तमिदं याद्वारूपं महे श्वरि ।

गृहीत्वान्तर मौन्दर्यं देहि मे जगदम्बिके ॥ २४

মধ্যলোলায়া ১১ম: অঃ।

Once during the course of conversation Gadadhar himself told his disciples that he looked so very beautiful that people could not turn their eyes away from him even if they tried their best to do so. He said, "My face was as reddish as Jaba flower; my body emitted a wonderful lustre, and as such I looked like a god. So I used to keep myself covered with thick cloth and to pray to the Goddess, "Oh Mother, be pleased to take away my physical beauty and to give me the inner beauty of mind and soul instead." 19 to 24

বঙ্গানুবাদঃ—

কোন ও এক সময়ে এষ্ট আশ্চর্য্যরূপের কথোপকথন প্রসঙ্গে শিষ্য বর্গের সভায় বিশেষ ভাবে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। ১৯

সেই সময় সাধারণ লোক সকল আমার রূপ মাধুর্য্য দর্শন করিয়া চেষ্টা করিয়াও অশ্রুত চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিত না। ২০

ওখন আমার মুখখানা জবা ফুলের মত রক্ত বর্ণ হইয়াছিল। এবং গাত্র কাস্তি দ্বারা সূর্য্যের কাস্তিও নিরন্ত হইত। ২১

আমার হৃদয় মুখ বাহ ও পাদ দেশ প্রভৃতি দেহ মণ্ডল হইতে বিগলিত জ্যোতিঃ বহিঃগত হইয়া দেব দেহের মত অপূর্ব্ব শোভা পাইত। ২২

তৎকাল আনার দেহটিকে সকল সময় মোটা কাপড়ে ঢাকিয়া অবনত মস্তকে মা জগদম্বার নিকটে বলিতাম। ২৩

মধ্যলীলায়া'৭৭শ: অ: ।

হে মাত: তোমার প্রদত্ত আশার এই বাহু সৌন্দর্য্য নষ্টের

আমার ভিতরের সৌন্দর্য্য দাও । ২৪

স্বগাত্ব চৰ্পটঘাত' কৃত্বীকৃত্ব পুনঃপুন: ।

বাহু সৌন্দর্য্যরূপ ত্ব' গচ্ছ শীঘ্র' মমান্তরে ॥ ২৫

এব' কৃতে কিয়দ্দিনাৎ উপরত: স্রয়মেব হি ।

মালিন্য' মে দেহকান্তেরমবন্মাতুরিচ্ছয়া ॥ ২৬

পরন্ত্ব'স্মিন্নবসরে ভাবি হতপরম্পরা ।

প্রত্যচতাঙ্গতাস্তস্য যোগিনী যোগশক্তি: ॥ ২৭

যত্ কথ্য'সাধনার্য্যৈ দিব্য দেহস্য ধারণম্ ।

তথা দিব্যসাধনা চ যদর্থ' বিহিতা শুভা ॥ ২৮

তদ্বিভাবধি তত্ সৰ্ব্ব' বিদ্রাভ' সুমহাভ্যাসা ।

জ্ঞাতসৌত্তরকালে তু দেবোদ্যানে'ত্র সাধকা: ॥ ২৯

সমেত্বন্তি ধর্ম্মলাভ কৃতে নানাবিধা জনা: ।

তেন ত্রাণ' সজ্জনানান্ দুর্জ্জনানান্ বিশোধন' ॥ ৩০

"I used to strike my own body with my palm and say, "Oh my physical beauty, sink into my body. In a few days my physical lustre faded by the grace of the Goddess." At this stage, Gadadhar could see future events by dint of his great spiritual power. The very purpose for which he was born and he was passing through all these austerities and penance became known to him. He also knew that people of various type would soon come to this temple for religious instructions and thereby good people would be saved and the bad would be reformed. 25 to 30

মধ্যলীলায়া' ১১শঃ অঃ ।

বদানুবাদ :-

এবং নিজ গাত্রে চাপড় মারিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতাম ওহে আমার বাহু সৌন্দর্য্য তুমি শীঘ্র আমার ভিতরে প্রবেশ কর । ২৫

এইরূপে দিন কয়েকের পরই কৃষ্ণদ্বার কৃপায় আমার দেহ কাশ্মির মালিন্য হইয়াছিল । ২৬

পরন্তু এই সময়ে সেই মহাযোগী গদাধরের যোগ শক্তির প্রভাবে ভবিষ্যতের বাহুতর ঘটনার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল । ২৭

যে কার্য্যের সাধনের জন্য ভগবানের দেহ ধারণ এবং যে জন্য অপ্রাকৃত মঙ্গলময়ী সাধনার অমুষ্ঠান সেই দিন হইতে সেই ঠাকুর বিশেষ ভাবে অবগত হইয়াছিলেন । ২৮

এবং শীঘ্রই এই দেবোত্তানে বহুতর সাধক নানা ভাবের লোক সকল ধর্ম্ম প্রাপ্তির জন্য আসিলে তাহাতে সজ্জনগণের পরিজ্ঞান ও চূর্জন জনগণের সংশোধন হইবে । ২৯৩০

ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ সদ্ধর্ম্মঃ প্রচরিষ্যতি ।

স্বকৌযৌপলব্ধি বাক্ষ্য' মধুরানাথ সন্নিধৌ ॥ ৩৭

কৃতং ব্যক্তং ঠাকুরেণ একদা তৎ কথ্যান্তরে ।

শ্রুত্বা শ্রীমধুরানাথঃ সানন্দ' প্রত্যুবাচ তং ॥ ৩২

এবম্যে ত্তচ্চি ভো তাত শৌভন' ভবতি ধ্রুব' ।

ভগবন্ত' গৃহীত্বা ত্বাং সর্ব্ব'বয়মতঃ পর' ॥ ৩৩

আনন্দসিন্ধুমগ্নাঃ স্মী জগতীমঙ্গল' ভবেত্ ।

একদা নন্দরূপা সা যোগারূঢ়া মহয়সী ॥ ৩৪

যোগাসনে যোগযুক্তা দিব্যভাষ সমন্বিতা ।

অচিন্ত্যাস্থাপনৈয়স্ব গদাধর মহাপ্রভোঃ ॥ ৩৫

আলৌক্যালৌকিকী' শক্তি' মেত্বে তদচিন্ত্যত্ ।

কিথ' ভাগবতো শক্তির্য্যযায়' সর্ব্বৈগক্তিমান্ ॥ ৩৬

মধ্যলীলায়া ৭৭শঃ অঃ ।

There was no doubt that true religion would prevail. Once, in course of conversation Thakur gave out his own feelings to Mathuranath. At this Mathuranath said, "If it so happens it will be all for the best. We shall find ourselves along with you plunged into the sea of joy. The world will also be benefitted. "Once Bhairavi thought, "What is that divine power which has made Gadadhar all-powerful." 31 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

এবং মঙ্গল্যের প্রচার হইবে ইহা নিঃসন্দেহ । এই সকল নিজের অনুভবের বিষয় এক সময় কথা বার্তার মধ্যে ঠাকুর মথুরা নাথের নিকটে প্রকাশ করিলে মথুরানাথ ঠাকুরের কথা শুনিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন বাবা যদি এমতই হয় তবে খুব ভালই হইবে । অতঃপর আমরা আপনাকে লইয়া আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইব । এবং জগতের পরম মঙ্গল হইবে । ৩৩

কোন ও এক সময়ে মহামহিমাযুক্তা যোগাক্ষতা আনন্দ বিগ্রহ বিশিষ্টা যোগাসনে যোগযুক্তা ভগবদ্ভাবে বিভাবিতা হইয়া ভৈরবী দেবী অচিন্ত্য অপ্রমেয় মহাপ্রভু গদাধরের অলৌকিক শক্তি অবলোকন করিয়া এইরূপ ভাবিয়া ছিলেন । ৩৭।৩৫

গদাধরের এই ভাগবতী শক্তি কিরূপ । যে শক্তি দ্বারা গদাধর সর্বশক্তিমান হইয়াছেন । ৩৬

নীচিন্ময়ী পদিতা যাঃ সাধন ক্রমভুমিকাঃ ।

স্বতমাত্রেন তত্‌সিদ্ধির্নিবিকল্পসমাধিনা ॥ ২৩

কথমস্য স্বরূপং বা কথং বা যোগযুক্ততা ।

স্বয়ং সিদ্ধ স্বরূপস্য কথং বা গুরুকারিতা ॥ ২৮

মণ্ডলীলায়াং ১১শঃ অঃ ।

ভৈরবী সা বিমৃশ্যৈব ধ্যানস্থিমিত লোচনা ।
 চিন্তয়তী স্বরূপং কিং যোগদাধর যোগিনঃ ॥ ৩৫
 তত্ কণ্ঠগ্রাশুকলাচ্চী সা হৃদজ্জিঃপশ্যদদভূতম্ ।
 নবদূৰ্ব্বাদলশ্যামং রামং রাজীবলোচনং ॥ ৪০
 সীতয়া রময়া সাধ্বং সচ্চিদানন্দরূপিণাম্ ।
 এবং রাধিকয়া যুক্তা মহাভাব স্বরূপয়া ॥ ৪১
 কন্দর্প কৌটীলাবল্লভং কৃষ্ণং পৌতাম্বরং হরিম্ ।
 ক্রমাচ্চৌ শ্রীরাভকৃষ্ণৌ বিলীনৌ যোগদাধরে ॥ ৪২

“If he is not so, he could not achieve success immediately on hearing the instructions. If the divine power is inherent in him, how is it that he practises yoga, performs rites and plays the role of a disciple to a preceptor?” When Bhairabi was deeply absorbed in such thoughts, she beheld a wonderful sight in her mind’s eye. She saw that Lord Ramachandra with Sita and Lord Krishna with Radhika mingled together and took the shape of Gadadhara. 37 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

তাহা না হইলে আমি যে সকল তত্ত্ব সাধনার বিষয় উপদেশ করিয়াছি। সেই সকল শুনিবা মাত্র নির্লিপক সমাধি দ্বারা ভৎসনাং সিদ্ধি লাভ করিতেছেন। ৩৭

এই গদাধরের স্বরূপটি কিরূপ কেনই বা ইহঁদের যোগে যোগদান স্বয়ং সিদ্ধ পুরুষের কি চহই বা গুরু করেন। ৩৮

মধ্যলীলায়াং ৭৭শঃ অঃ ।

ভৈরবী এইরূপ বিচার পূর্বক ধ্যান নিম্নলিখিত লোচনে গদাধরের
স্বরূপটির চিত্রা করিতে করিতে উৎকর্ষা বশতঃ প্রেমাশ্রু পুলকিত
চিত্তে হৃৎপদ্ম মধ্যে একটি আশ্চর্যরূপ দর্শন করিলেন । ৩৯

ভগবতী জ্ঞানকীর সহিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পদ্ম পলাশ লোচন
নব দূর্বাদল শ্রাম ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র এবং মহাভাব স্বরূপিনী
শ্রীমতী রাধিকার সহিত অবস্থিত স্বয়ং ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ
এই দুইটি স্বরূপকে ক্রমশঃ গদাধরে পরিণত হইতে দেখিয়াছিলেন ।

৪০।৪১।৪২

অতো গদাধরো যৌ সৌ শ্রীরামকৃষ্ণ এব সঃ ।

যুগাবতারঃ পূর্ণীঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সঞ্জকঃ ॥ ৪৩

অতঃ কলিযুগেঘোরৈ শ্রীরামকৃষ্ণ নামতঃ ।

প্রাপ্তুবন্তি নরাসুক্তি' নান্যনাম সহস্রকাৎ ॥ ৪৪

এব' সমাধিযুক্তায়া গত' নক্তন্দিব' যদা ।

প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরব্যা হৃদয়াব্যতঃ ॥ ৪৫

সহস্রান্তর্হিতৈ সা চ সন্মুখৈ সন্দর্শ' ত' ।

তদ্দিনাবধি ভৈরব্যা দৃষ্টে'ন মনসা তয়া ॥ ৪৬

স্বরূপং তস্য তজ্ জ্ঞাত্বা সাধনালব্ধ চক্ষুযা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবৌ হি তন্মামকরণং তত্ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিগীর্থ বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণভাগবত
পারমহংস্যাং সঙ্ঘিতায়াং শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য ভৈরবীকৃত নামকরণ রূপৌ
মধ্যলীলায়াং একাদশোঃধ্যায়ঃ । মঃ ১১ ।

"Hence Gadadhar is Sri Ramakrishna who is
the incarnation of God in this Kali yuga. So, in
this yuga people attains salvation by chanting
the name of Sri Ramakrishna." For full one day

মধ্যলীলায়াঃ ১১মঃ অঃ।

and night, Bhairabi remained absorbed in meditating the glory of Shri Ramkrishna. Next morning the image of Shri Ramakrishna disappeared from her mind's eye, but when she opened her eyes she found him standing before him. From that day onward Gadadhar was named as Shri Ramakrishna. 43 to 47

Here ends the eleventh chapter of Madhyalila in Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব যিনি গদাধর তিনিই রামকৃষ্ণ। তজ্জগুই রামকৃষ্ণ নামধারী পূর্ণ যুগাবতার এক মাত্র এই ভয়ঙ্কর কলিযুগে এই রামকৃষ্ণ নাম জপাদি করিয়া কলি হত জীব সকল মুক্তি লাভ করিবে অথবা নাম জপাদি করিয়া কলিহত জীব সকল মুক্তি লাভ করিবে অথবা নাম শত সহস্র হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। এইরূপে একদিন একরাত্রি নিবিবকল্প সমাধিধারা অবস্থিত হইয়া প্রভাতে ভৈরবী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীর স্তম্ভপন্ন হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলে নিম্ন সম্মুখে গদাধর রূপধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৪৬৪৭

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভৈরবী দেবী ভগবান গদাধরের শ্রীরামকৃষ্ণ। এই নামকরণ-রূপ মধ্যলীলার একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। মঃ ১১ অঃ।

‘मध्यलोलायां हृदयोऽध्यायः

श्रीरामकृष्णदेवस्य योगारूढस्य तत्त्वज्ञात् ।

साधना सिद्धिं संप्राप्तिरपूर्वस्यास्य योगिनः ॥ १

अभूदलोकसामान्या भैरव्या आनुकूल्यतः ।

असाध्य साधनामिहेः प्राप्तिं रिव न पूर्णता ॥ २

देव दानवा गन्धर्वा राक्षसा मुनि मानवाः ।

सिद्धिं प्राप्ता भूता ते ये यं यं भावं समाप्तिताः ॥ ३

वैष्णवा विष्णुमाप्ता वै सौराः सूर्यं मित्रं तथा ।

शैवाः शालास्तया शक्तिं शङ्खपत्या गजाननं ॥ ४

सर्वोऽप्येष साधकारते स्व स्व साधनशक्तिनः ।

स्वा रवां सिद्धिं समुत्पाद्य कृतार्थाद्यभवः भूदा ॥ ५

क्षित्वस्य साधनदया ठाकुरस्य पृथग्विधा ।

आर्घ्यानाय साधनानां भेदीनामिदं पदञ्चन ॥ ६

মধ্যলীলায়া ১২মঃ অঃ ।

অপূৰ্ণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সন্তস্রষ্টে সাধনায় সিকি লাভ হইয়াছিল । ১

অসাধা সাধনায় সিকিলাভ করাই পূর্ণতার কারণ নয় । দেবতা মানব রাক্ষস ও মুনিমানবাদি ইহঁরা প্রত্যেকে যিনি যে ভাবে যে দেবতার উপাসনা করেন । তাঁহার সেইরূপই সিকিলাভ হয় । ২।৩

বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে সৌরগণ সূর্য্যকে শৈবোপাসকগণ শিবকে শাক্ত সকল শক্তিকে গাণপত্য গণেশকে এই সকল সাধক নিজ নিজ শক্তিদ্বারা নিজ নিজ ইচ্চে দেবতার অমুগ্রহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়েন অর্থাৎ সিকিলাভ করেন । ৪।৫

কিন্তু এই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধনারূপ সম্পূর্ণরূপে রূপান্তর । অর্থাৎ আৰ্য্য সাধকই হউন বা অনার্য্য সাধকই হউন । ইহঁার নিকটে ইহঁাদের মধ্যে ভাল মন্দ বিবেচনা কিছু মাত্র ছিল না । ৬

নানা সাধনমাগঃ স দেবতানামুপাসনম্ ।
 অবলম্ব্য তত্র তত্র সিদ্ধিলাভং চকারহ ॥ ৩
 এবং সাধন বেগিষ্ঠাং প্রাক্ষুণ্টেরধুনা বধি ।
 নচ্চিত ন চ কুলাপি কীবলন্তদ্ গদাধরে ॥ ৫
 অসাধ্য সাধিকা মাতা চিদ্রূপা পরমেশ্বরী ।
 অদভূত প্রকৃতিরস্য সন্তানস্য সুসাধনে ॥ ৬
 চিত্তস্থাকুলতাং জ্ঞাত্বা নানা সাধন সিদ্ধয়ে ।
 তত্তুদুপাসনা সিদ্ধ পরিব্রাজক সত্তমান্ । ৭০
 কৃপয়ৈ বাচকপাণ্ডব সাধনাসিদ্ধ মন্দিরে ।
 অষ্টপঞ্চাধিক দ্বিপট্ শতকাঙ্ক্ষাত্ প্রমুখ্যসৌ । ৭৭
 একোনাশৌত্যাধি দ্বিপট্ শতকাঙ্ক্ষাবধি দ্বিজঃ ।
 কালন্তু সাধনায়ুক্তো গঙ্গাগর্ভে সমাধিমান্ ॥ ৭২

মধ্যলীলায়া ১২য়: অ: ।

Thakur followed different paths and achieved success in all his pursuits. Such peculiarity of worship has never been found in anyone but Gadadhar since the times immemorial to this day. To fulfil the earnest longing of Gadadhar, Goddess Kali attracted great sages and ascetics to the temples at Dakshineswar. From the Bengali year 1264 to 1276, i.e. for twelve years from the age of twenty six to thirty eight, Thakur performed his holy penance and had his achievements in the spiritual field. 7 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর বহু দেবতার উপাসনা করিয়া সেই সেই দেবতাকে সাফল্য প্রত্যক্ষ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । ৭

ঠাকুরের স্বতন্ত্র সাধনার মত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কোন ও একটি সাধকের উপাসনা কোথাও দেখা যায় না কেবল মাত্র ইহা গদাধরেই দেখা যায় । ৮

অসাধ্য সাধিকা চিত্রগ্রী পরমেশ্বরী কালী অত্যাশ্চর্য্য সন্তান গদাধরের সাধন বিষয়ে চিত্ত চাঞ্চল্য জানিয়া নানা প্রকার সাধনায় সিদ্ধির জন্য ভদ্রোপাসনাসিদ্ধ সর্বোত্তম ।

পরিব্রাজক বা সাধু সম্মুখাসি সকলকে কৃপাপূর্বক এই সাধনা সিদ্ধ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আকর্ষণ করিয়াছিলেন । ৯।১০

এবং সন ১২৬৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা সন ১২৭৬ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ঠাকুরের ২৬ বৎসর বয়স হইতে ৩৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ১২ বৎসরকাল সাধনায় রত হইয়াছিলেন । ১১।১২

मध्यलीलायां १२थः अः ।

साधना रम्भकालितु रौप्यमुद्राय मृत्तिका ।
 गृहीत्वा मृत्तिका यातु सैवमुद्रा न चापरा ॥ १३
 स्वर्णं रौप्यादिका मुद्रा मृत्तिका न तथा परा ।
 पुनः पुनर्वेदमेव गङ्गागर्भेभ्यःसर्जयत् ॥ १४
 इयं प्राथमिकी तस्य साधना सिद्ध योगिनः ।
 धनरत्न परित्यागरूपा चित्तस्य शुद्धये ॥ १५
 यस्तुपन्नब्धये किन्तु गङ्गागर्भेऽतिनिर्मले ।
 प्रायोपवेगनं कृत्वा नित्यानित्यविचारणम् ॥ १६
 क तस्तेन श्रीभैरव्या तथान्यन्यासिभिः सह ।
 तथा साधन सम्पत्त्या नारोमात्रे स्वमाहवत् ॥ १७
 धारणा सुदृढा जाता योगिनो योगसिद्धये ।
 सिद्धिलाभात् परं साधुः कदापि कामपि ध्रुवः ॥ १८

At the beginning of his spiritual pursuits he would take a coin in one hand and some earth in the other, and say that both were one and the same, and lastly throw them into the water of the river. Thus for purification of his mind he had to free himself from temptation of money and riches in the preliminary stage of his spiritual pursuit. He would be deeply absorbed in discussions about the eternal and the transitory with Bhairabi and others. He realised that every woman was his mother. He never looked at any woman or gold as things for enjoyment.

বঙ্গানুবাদ :—

সাধনার প্রারম্ভে এক হস্তে রূপার টাকা অথ হস্তে কিঞ্চিৎ মাটি লইয়া রূপার বা সোনার টাকা ইহার মাটিরই অথ মূর্তি অর্থাৎ টাকা মাটি মাটি টাকা এইরূপ বলিতে বলিতে সেই সকল টাকা ও মাটি গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিতেন । ১৩/১৪

এই সাধনা সিদ্ধযোগী ঠাকুরের চিহ্ন শুক্লি জন্ম ধনরত্ন পরিত্যাগরূপ প্রথম সাধনা । ১৫

কিন্তু সচ্চিদানন্দ অথও ত্র্যম্বর অমৃতবের নিমিত্ত পরম পবিত্র জিণথগ্যাতীরে প্রায়োপবেশন পূর্বক ভৈরবী এবং অন্যান্য সিদ্ধ সম্মানিবর্গের সহিত নিত্যানিত্য বস্তুর বিচারে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেন । ১৬

যোগী গদাধরের যোগসিদ্ধির জন্ম সাধন সম্পত্তি দ্বারা নারী মাত্রে নিজ গর্ভধারিণী মাতার মত ধারণা সুদৃঢ় হইয়াছিল । ১৭

ঠাকুর সিদ্ধিলাভের পর কখনও কোনও একটি কামিনী বা কাকনাদিকে ভোগ বুদ্ধিতে দেখেন নাই । ১৮

কামিনী কামিনী বাপি ভোগবুদ্ধা ন দৃষ্টবান্ ।

কামিনী কামিনী ত্যাগরূপা সাধনতঃ পর ॥ ১৯

দীনতা নিরুদ্ধদ্বার সাধনা পূর্ণতা গতা ।

যত্রাপাবিত্র্যবাহুল্য স্থানি সাধারণী জনঃ ॥ ২০

পদার্পণে সঙ্কুচিতো ন যাতি তত্র কাঁচিচ্চিৎ ।

ঠাকুরস্তু তদস্পৃশ্য স্যান্ মাচ্ছিতবান্ স্বয়ং ॥ ২১

আচণ্ডালোচ্ছিষ্ট পত্রং বিধৃত্য মস্তকে তথা ।

গঙ্গাগর্ভে বিনিঃশিষ্য জাত্যভিমান চূর্ণতা ॥ ২২

কৃৎবা সধমস্পৃশ্য জাত্যভিমান মন্যতে সুধীঃ ।

অতঃপর সর্বজোবে শিবজ্ঞানস্য সাধনা ॥ ২৩

মধ্যনৌলার্য ১২শ অঃ ।

যৌগ্যস্য সাধকস্য সর্বথাভিনবামতা ।

মিশ্রকৌচ্ছটকাচারং কৃচ্ছাদরপুরঃসরং ॥ ২৪

After he had overcome the temptation of woman and money, he attained humility and selflessness, Thakur himself would cleanse those filthy places where people were averse to step into. He shook off his pride of caste as he carried the leaves containing the remains of meals left by the untouchable classes of people, and threw them into the river. He never felt that he was superior to one belonging to the lowest classes of humanity. Next, he realised that every living creature was a manifestation of God. He would take the remains of meals left by beggars as a holy gift. 19 to 28

বঙ্গানুবাদ :—

কামিনী কামন ভোগরূপ সাধনের পর দীনতা ও নিরহকারিতা সাধনা পূর্ণ হইয়াছিল। যে সকল অপবিত্র বহল স্থানে পদার্পনে সন্মুচিত হইয়া কেহ কখনও যাইত না। সেট সকল অপবিত্র স্থান ঠাকুর স্বয়ং পরিষ্কার করিতেন। ১৯-২০-২১

আচণ্ডালের উচ্ছিষ্ট পত্র স্বয়ং মন্তকে ধারণ পূর্বক গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া জাত্যাভিমান দূর করিয়াছিলেন। তদবধি নিজে কে অশ্লীল জাতির অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করিতেন না। ২২

তৎপরে এই বীর সাধকের সর্প জীবে শিব জ্ঞানের সাধনা ইহা একটি নূতন সাধনা। অত্যাশ্রয়ত্ব সহকারে চিনুকগণের উচ্ছিষ্টাশ্র

मध्यलीलायां द्वादशोऽध्यायः

छात्रेण एव ए मकन डेछिर्छोमक मश एनाम मम करिषा मलक
धारणपूर्वक नृत्य करिण्टन । २३।२४

मत्वा महाप्रसादां स्नान् मूर्ध्नि धृत्याननर्त्तह ।
आदौ साधनाकाले च चतुर्वर्षान्तरं सुधीः ॥ २५
वैष्णवं मतमाश्रित्य दास्य सख्यादि भावतः ।
तत्तत् साधन योगेन सिद्धिं लाभं चकार सः । २६
श्रीकृष्णस्य सम प्राणा ये स्युः श्रीप्रज्वालकाः ।
चिन्ता तत्तुल्य सख्यस्य ठाकुरस्य तदा भवत् ॥ २७
तथा श्रीरामचन्द्रस्य दास्य भक्ति प्रवर्त्तकः ।
महावीर रामदासतुल्योऽभूद्वक्त ठाकुरः ॥ २८
तन्वीक्ष्य साधनायां हि सिद्धिलाभात् परं तथा ।
सख्यरूपा ठाकुरस्य प्रकृतेः सोधना च सा ॥ २९
सर्वथा पूर्वरूपा सा लोकीत्तर चमत्कृतिः ।
तदासी स्वं जगन्मातुः सखीरूपां विभाव्य च ॥ ३०

At first for four years Thakur adopted the religion of the Vaisnavas and felt like those youngsters of Broja who were at one with Sri Krishna in their heart and soul. Next he became a devotee of Shri Ramachandra and developed a devotion quite akin to Mahabir Hanuman. Thereafter, when he achieved success in his pursuit in the tantric method his services as an attending maid to the Goddess, received great appreciation from the best of devotees. At this stage he would often serve the Goddess with a chamar. 25 to 30

মধ্যলীলায়াং ১২য় অঃ ।

বশ্যানুবাদঃ—

প্রথম সাধনার সময় ৪ বৎসর বৈষ্ণব মত অবলম্বন পূর্বক দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্যাदिভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য যে সকল ব্রজবালক ছিল তাহাদের মত ঠাকুরের সখ্যভাবে সিদ্ধ হইয়াছিল । ২৫।২৬।২৭

তৎকাল শ্রীরামচন্দ্রের দাস্য ভক্তির প্রবর্তক মহাবীর রামদাসের মত ঠাকুরের দাস্য ভক্তিতে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল । ২৮

এবং তদ্ব্যোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর ঠাকুরের সখ্যভাবে যে সাধনা । ২৯

তাহা অপূর্ব ও মহা ভক্তগণেরও আনন্দদায়ক । সেই সময় ঠাকুর নিজেকে জগদম্বার সখীরূপে ভাবনা করিয়া প্রায়ই চানর হস্তে কালিকাকে বাজন করিতেন । ৩০

প্রায়দ্ব্যামরহস্তেন কালিকাং সমবীজয়ত্ ।

কদাপি বা ভূষণাদের্বস্ত্রাদিরপি বা তথা ॥ ৩৭

‘পরিধেয়’ কৃতং তেন রমণ্যা ইব সর্ব্বদা ।

দেবী মেবাচিন্তয়ত্ স্বং স্ত্রীমূর্ত্তর্মা বান্ধ্যয়া সম’ ॥ ৩২

তদ্ ভক্তৌ মধুরানায় ঠাকুরস্থাংমিলাপতঃ ।

প্রকৃতেঃ মাধনে যদ্ যদ্ব্যমাগচ্ছকং ভবেত্ ॥ ৩৩

তত্ তদ্ব্যগচ্ছ বৈশাং দত্ত্বা ধন্যোঃভবত্ তদা ।

এবং প্রকৃতিभावस्य पावल्याङ्घ्रि तदन्तरे ॥ ৩৪

स्वस्यपुम्भावरूपस्य सर्व्वথা विस्मृति र्ভমৌ ।

তদা শ্রীরামকৃষ্ণস্য সাধিধ্যাত্ সর্ব্বতো দিশি ॥ ৩৫

সুতীর্থ ইব সুখ্যাতির্জাতিস্য দেবসম্মনঃ ।

তীর্থপথ্য টমে ভগ্নেঃ পরিব্রাজক সন্তপৈঃ ॥ ৩৬

মধ্যলীলায়া' ১২শঃ অঃ ।

Again he would wear ornaments like a woman and serve the Goddess as such. He lost sense of his own sex. Mathuranath also gladly supplied all the requisites to get Thakur dressed like a woman. The fame of the temples at Dakshineswar as a holy place extended far and wide, due to the presence of Sri Ramakrishna. 31 to 36

বদ্যানুবাদ :—

কখনও বা স্ত্রীলোকের মত বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান করিতেন এবং নিজকে অণু একটি স্ত্রীলোক মনে করিয়া কালিকার সেবা করিতেন । ৩১।২২

সেই সময় ঠাকুর নিজের অন্তরে স্ত্রী ভাবের প্রবণতা বশতঃ নিজের যে পুরুষ মূর্ত্তি অর্থাৎ আমি যে পুরুষ ইহা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন । ৩৩

শ্রেষ্ঠ ভক্ত যথুরানাথ ঠাকুরের ইচ্ছামত শক্তি সাধনায় যে সকল দ্রব্য আবশ্যক হইত সেই সকল দ্রব্য ঠাকুরের বেশভূষার জন্য দিয়া দত্ত হইতেন । ৩৪

এবং সেই সময়ে রাণী রাসমণির ঠাকুর বাড়ীর পরমহংস ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যবশতঃ চতুর্দিকে পুণ্যভীরের মত সূখ্যাতি হইয়াছিল । ৩৫।৩৬

যাত্রাধ্বনি তদানীন্তৈর্যদা দৃষ্টো হৃদম্মমতঃ ।

প্রদিশ্য তে পান্যগেহে সাধু নামতিযোমমাম্ ॥ ৩৭

সুখ্যবস্থা সমালোচ্য সানন্দাম্মত্ৰ ত্যেষসন্ ।

দিনানি কতিचित্তত্রস্তাতুমাশ্রয়ালিনঃ ॥ ৩৮

মধ্যলীলায়া' ১২শঃ অঃ ।

আতিথ্য কৃত্য প্রাচুর্য্যাত্ সাধবঃ সুখং সংস্থিতাঃ ।

মধুরঃ সাধুসেবায়াং সৰ্ব্বদা মুক্তহস্তকঃ ॥ ৫

নিত্যস্বাস্থ্যতিথি সেবার্থং দ্রব্যজাতানরচ্চয়ত্ ।

এব' শ্রীমধুরানাথস্নাতস্য তুষ্টিসাধনে ॥ ৪০

ঘূর্ণতায়া' তদ্বিচ্ছায়াঃ সৰ্ব্বদাযং সুচেতনঃ ।

তদাদেশং প্রতীক্ষ্যৈব তন্মুখং বীক্ষ্য ভক্তিতঃ ॥ ৪১

চিন্তায়ুতঃ শ্রী মধুরঃ কিমাদিষ্টো ভবাম্যহ' ।

যদ্যসৌ গৃহীয়াস্মাসৌ ধনরত্নাদি ধেভবান্ ॥ ৪২

Due to very fine arrangements of hospitality pilgrims would be glad to stay at the guest-house of Dakshineswar for some days on their way to distant holy places. Mathuranath also spent generously to bring every comfort to pilgrims and guests. He was also very eager to bring every satisfaction to Thakur, and waited for orders. He thought, "If Thakur accepts any riches from me, I shall be blessed and free from all bondages of this world." 37 to 42

বঙ্গানুবাদ : —

ভীৰ্শনগাটনকারি সর্বোত্তম সম্মানিগণ যাউবার পথে রাণী
রাসমণির বৃহৎ দেবালয় দেখিয়া তাঁহারা রাণীর পান্থশালায় প্রবেশ
পূর্বক সাধুগণের অতি হৃদয় সুব্যবস্থা আছে দেখিয়া আমরা এই
স্থানেই কিছু দিন থাকিব এইরূপ ভাবিয়া আনন্দের সহিত সেই
কালো বাড়ীতে থাকিতেন । ৩৭৫৮

মধ্যলীলায়াঃ ১২য়ঃ অঃ ।

অতিথিগণ উক্তম ভাবে আতিথ্য সংকার লাভে সুখী হইতেন ।
মথুরাবাবু সর্বদা সাধু সেবার মুক্ত হস্ত ছিলেন । ৩৯

এবং সর্বদা অতিথি সংকার জ্ঞাত বহু দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া
রাখিতেন । এইরূপভাবে মথুরানাথ বাবার সম্বোধন জ্ঞাত এবং
বাবার ইচ্ছা পূরণে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতেন । ৪০

এবং বাবার আদেশের অপেক্ষা করিয়া বাবার মুখের দিকে
চাহিয়া ভাবিতেন কখন কি আদেশ করিবেন । ৪১

বাবা যদি আমার নিকটে ধন সম্পত্তি গ্রহণ করেন তবে আমার
জন্ম সার্থক মনে করিব । বা আমার আর জন্ম হইবে না । ৪২

তদাহ্ জন্ম সাফল্যং প্রাপ্স্যামি জন্মমুত্তমম্ ।

নেদৃক্ চিন্তা ময়া কার্যয়া ভ্রমাদ্বাপি কথঞ্চন ॥ ৪৩

স্বর্ণং রৌপ্যাদি সুদ্রাং যৌ মৃদুপাং গণয়েত সুধীঃ ।

তস্য প্রার্থনীযং দ্রব্যং ন কিञ্চিদপি সম্ভবেত ॥ ৪৪

তথাপি মথুরানাথে দানার্থমাগ্রহান্বিত ।

উক্ত শ্রীরামকৃষ্ণেন ন মে কিञ্চিত্ প্রযোজনং ॥ ৪৫

কমণ্ডলুন্ কম্বলান্ বা পটবস্ত্রাদিকান্ স্তথা ।

দেয়াং যেন্মন্যতে তচ্চ সাধুভ্যঃ সর্বমপ্যুতাম্ ॥ ৪৬

শ্রুত্বৈব মথুরস্তত্র বহুলং কম্বলাদিকং ।

তচ্চদ্রব্যং সমানীয মাণ্ডাগারায় পুরয়ত ॥ ৪৭

এবমাদিষ্টবাস্যৈব ততস্থান্ কর্মচারিণঃ ।

মবন্তৌ বিতরিষ্যন্তি তাতাদেশানুসারতঃ ॥ ৪৮

"I should not indulge in such thoughts for he has no sense of difference between gold and earth, and so nothing to ask for." Yet Mathura-nath made an offer but Thakur refused to accept

মধ্যলীলায়া ১২শঃ অঃ।

anything for his own self. However he said, "If You are really eager to make gifts, give kamandalu, rug and cloth to the holy men." At once Mathuranath made a huge stock of all these things and ordered the managing staff of the temples to distribute them according as Thakur liked. 43 to 48

বদ্বানুবাদ :—

এইরূপ চিন্তা আমার কোন প্রকারে ভ্রম বশতঃ ও মনে করা উচিত নহে। কারণ যে মহাপুরুষ স্বর্ণ রৌপ্যাদি যুজ্যকে মাটি বলিয়া মনে করেন তাঁহার প্রার্থনা ভ্রম কিছুই নাই। ৪৩.৪৪

তথাপি মথুরানাথ মহামূল্য ভূসম্পত্তি ঠাকুরকে দিবার জন্ত আশ্রয়িত হইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন আমার কিছুই আবশ্যক নাই।

যদি কিছু দানীয় ভব্য দিতে ইচ্ছা কর তবে কমণ্ডলু বা পট্টবস্ত্রাদি সাধুদিগকে দাও। ৪৫।৪৬

বাবার এইরূপ আদেশ শুনিয়া মথুরানাথ বহুতর কথলাদি ভব্য সকল আনিয়া তাঁড়ারে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৪৭

এবং মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কর্ণাচারি সকলকে বলিয়া ছিলেন। আপনাদি বাবার আদেশ মত এই সকল ভব্য বিতরণ করিবেন। ৪৮

यङ्गुन्म वधिरान् वापि साधून् वा मज्जनां मया ।

यान्कामपि यदेहो दीयं तेष्वोत्तियन्नतः ॥ ४८

यदेहम् भजने निमी रामकृष्णः स्वयं हृदि ।

तदेव मन्दिरे तत्र निरु साधक सत्तमः ॥ ४९

মণ্ড্যলোনায়াং ১২শঃ অঃ ।

আবির্ভূতো জটাধারী রামলালা সুসেবকঃ ।

বাৎসল্য ভাবপূর্ণো'য়' সুন্দরী রামবিগ্রহঃ ॥ ৫১

যত্ প্রসাদাঠঠাকুরস্য বাৎসল্যভাব সাধনা ।

অত্যাশ্চর্য সাধনৈয' জীবতা বিগ্রহে ন বৈ ॥ ৫২

শ্রীরামস্য ধাতুময়ঃ শোভনো বালবিগ্রহঃ ।

সিদ্ধ সাধীঃ সমীপে'সৌ বিদ্যতে'হ'নিশ' মুদা ॥ ৫৩

সাধীঃ শ্রীবিগ্রহে সেবা বিগ্রহাচরণ' তথা ।

সর্ব্বায়া পূর্ব্বরু'য' পর' বিস্ময়হেতুকা ॥ ৫৪

"Every care should be taken to give these things to the lame, the blind, the deaf, the sadhu, or to anyone according as Thakur likes." At that time, a holy man named Jatadhari who was a devotee of a living image called Ramalala, came to the temples at Dakshineswar. It was an image of Ramachandra as a boy. It was made of metals. The mode of services rendered to the image was wonderful. During the day or the night Jatadhari always kept it with him. 49 to 54

বঙ্গানুবাদঃ—

পশু অন্ধ বধির সাধু সজ্জন অথবা যে কোনও ব্যক্তিকে দিতে বলিবেন বাবার আদেশ মত তাঁহাদিগকেই যত্ন পূর্ব্বক দিবে । ৪৯

ঠাকুর এইরূপ ভাবে প্রকৃতি সাধনে যখন দ্রবী হইয়াছিলেন ঠিক সেই সময়ে এই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে শ্রীরামলালা নামক জীবন্ত বিগ্রহ সেবক সিদ্ধ সাধক জটাধারী নামে একটা সন্ন্যাসী আনিয়াছিলেন । ৫০।৫১

মধ্যলীলায়াং ১২য় অঃ ।

রামলালা অর্থাৎ বাৎসল্য ভাবপূর্ণ একটি বাঙ্গ গোপালের মত
সুন্দর মূর্তি ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের জীবন্ত বিগ্রহ । ৫২

যে বাল বিগ্রহের কৃপায় ঠাকুরের বাৎসল্যভাব সাধনা পূর্ণ
হইতাহিল । জীবন্ত বিগ্রহের সহিত এই সাধনা অত্যাম্ব্যরূপ ।
শ্রীরামচন্দ্রের ধাকুময় সুন্দর একটি বাল বিগ্রহ সিক সাধু স্টাধারীর
নিকটে দিবা রাত্রি আনন্দের সহিত থাকিতেন । সাধুর বিগ্রহ
সেবা এবং বিগ্রহের সহিত ব্যবহার অভূত পূর্ব বিস্ময় কর । ৫৩৫৪

সপুত্রং বিদহং মত্বা স্বহস্তেন ত্ব ভোজয়ত্ ।
স্নেহাধীনং স্বসন্তানং মত্বা বা ভূষণয়ত্ ॥ ৫৫
কদাপি তচ্ছবলতাং দৃষ্টাতমত্ব ভর্তৃসয়ত্ ।
সাধোরেব সাধনন্তদৃষ্টা যৌদ্ধদয়ঃ সুধীঃ ॥ ৫৬
বাণ্যহীন মুস্বয়ৈব সাতঙ্ক সমাচিন্তয়ত্ ।
একতো মাতুলস্বাস্থ্য নানাভাবেন সর্ব্বদা ॥ ৫৭
ম্বাফুলীকতবন্ত মামধীর কুরুতে তথা ।
কৌণ্ডন্যঃ পুনঃ সমুন্নমসৌ মন্দিরেঃসাবুপস্থিতঃ ॥ ৫৮
এবমদভূত ভাবস্য তরঙ্গো নাভিঘাতিতঃ ।
হৃদয়ঃ সাধুকৃত্যন্তদবলৌফঘাতি বিক্ষিতিঃ ॥ ৫৯
নাম্ভি সাধৌ বিদহস্য স্থান পূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
তপো নাম্ভি জপো নাম্ভি সাধনং ভজনং তথা ॥ ৬০

Sadhu Jatadhari used to feed the image as if
it was his son, and sometimes have it dressed.
Again, at other times on seeing its fickleness or
irregular movement, he would abuse it. Hridayram
was taken aback at this uncommon mode and
method of worship of Ramlala by Jatadhari and

মধ্যসৌনায়া ১২য় অঃ ।

thought with great fear, "I am always troubled with worries caused by the changes of mood and temper of my uncle. Here comes another mad man with new problems." Hriday was, however, greatly astonished to see the peculiar habits of Jatadhari, who did not follow the usual method of worship. 55 to 60 . . .

বঙ্গানুবাদঃ—

সাধু বিগ্রহটিকে নিজের পুত্র মনে করিয়া 'তঁাহাকে' স্বহস্তে খাওয়াইতেন। স্নেহাশীন পুত্র মনে করিয়া তঁাহাকে স্বহস্তে সাজাইতেন। কোন সময়ে বা বিগ্রহের চাকল্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত নিম্নিত্ত বাক্য প্রয়োগ করিতেন। এইরূপ ভাবে সেই জটধারী সাধুর অলৌকিক সাধনা দেখিয়া হৃদয়রাম নির্বাক হইয়া সভয়ে এইরূপ চিন্তা করিতেন। ৫৫।৫৬

একদিকে কনিষ্ঠ মাতুলের নানা প্রকার ভাবে সর্বদা ব্যাকুলিত হইয়া অত্যন্ত চঞ্চল বা সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছি। তার উপর এ আবার আর একটি মহাপাগল কোথা হতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপ আশ্চর্য্যভাবে বিভাবিত হইয়া হৃদয়রাম অতিশয় বিস্মিত হইয়া ছিলেন। ৫৬।৫৮।৫৯

পরন্তু সাধুর সেই সকল ব্যাপার দেখিয়া অর্থাৎ সাধুর বিগ্রহটির স্থান পূজা এবং নিজের জপ তপ সাধন তজ্ঞন কিছুই ছিল নাই। ৬০

তদ্বিঘ্নমহীরাত্র' বিঘ্নিত্য হৃদি ভক্তিতঃ ।

সাধুস্তান্ময়তা' মায্য সমাহ্রয় সুরিঘট' ॥ ৬৭

আগচ্ছ ২ রামলালা ক্ গত্যন্তননঃ সূতঃ ।

এবদাদ্ভ্যাজন' শ্রুত্বা রামলালালিখিতঃ ॥ ৬২

मध्यलोनायां शरयः अः ।

तत्त्वज्ञानसमीपे स पुत्रवत् समुपस्थितः ।
 साधुदत्तं भोज्यं द्रव्यं भुक्तवान् विग्रहः स्वयं ॥ ६३
 कदा वा विग्रहः स्वाद्यद्रव्यं दृष्ट्वा जगाद तं ।
 नाहं भोक्ष्ये द्रव्यं मिदममिष्टं चौरिकाफलं ॥ ६४
 श्रुत्वा तद्विग्रहवचो नानारूपेण तं तदा ।
 मिष्टवाक्येन सन्तोष्य भुङ्क्षु भुङ्क्षु नात्विदं ॥ ६५
 मा क्रोधं कुरु पुत्र त्वं श्रद्धेयं भुङ्क्षु मादरः ।
 आगामि दिवसे वत्स दास्यामि चौरं लड्डुकम् ॥ ६६

The Sadhu used to hold the image on his breast with great devotion day and night. Sometimes he would call out, "Oh my disobedient son, where are you ? come back." On hearing his call, the image would come back to him at once like a son to his father. The image itself used to eat the food offered to him by the Sadhu. Sometimes the image would say, "I will not take this sour cu-cumber." At this sadhu made very humble entreaties and persuaded it to take the cu-cumber with promise to give it sweets next day. 61 to 66

মধ্যলীলায়াং ৭২য়ঃ অঃ ।

সাঁধুর প্রদত্ত খাচ্ছ জব্য খাইতেন । কখনও বা খাচ্ছ জব্য দেখিয়া
বিএহ সাধুকে বলিতেন । এই তেতো শশা আমি খাইব না ।

৬১৬২/৬৩০৪

সাঁধু রামলালার এইরূপ কথা শুনিয়া নানা প্রকার মিষ্ট বাক্যে
সন্তুষ্ট করতঃ বলিতেন । খাও বাবা এখন এইটিই খাও ? ০৫

দেখ বাবা তুমি রাগ করিও না আমি এখন যাহা দিচ্ছি আজ
তুমি তাহাই খাও ? কল্য তোমাকে ক্ষীরের নাড়ু আনিয়া
দিব । ৬৬

কদাপ্যুক্তো রামলালা বিষহঃ প্রাণসম্মিতঃ ।

মা গচ্ছ গচ্ছ পুত্র ত্বং কণ্টকারণ্য মধ্যতঃ ॥ ৬৩

দ্রুতং কুত্র গচ্ছসি ত্বং যিহাঙ্কং কণ্টকৈর্মবিঃ ।

প্রত্যাগচ্ছাত্বা ভো শীঘ্রমসন্ন্যাস্তে ত্বসন্নিধিঃ ॥ ৬৮

কদা বাতিবিরক্তোহন সাধুনা যান্নবিষহঃ ।

ভুক্তং স্তবার্থমতুগ্ধং বহ্নিদ্গন্ধো ভবাম্যহং ॥ ৬৮

তথৈব ধারণা চ্যান্ন তপঃ পূজা জপাদিকং ।

হৃত্যং সন্ন্যাসিনাং যদ যচ্চ সর্বং নাশিতং মম ॥ ৭০

সর্বস্বং সংপরিত্যজ্যত্বা নীত্বাহং বহ্নির্গতঃ ।

ধনং ধান্যং গৃহং দ্রব্যং যত্কিঞ্চিৎ পৈত্র্যপৈমবং ॥ ৭১

মিচ্ছা লভ্যান্মম ত্বাং যৈ নিত্যং পুণ্যামি যত্নতঃ ।

তথাপি ত্বগ্ননঃ প্রাপ্তুং নার্ষামি যৈ কদাচন ॥ ৭২

Sometimes again, the Sadhu would say, "Oh my son, don't run into thorny bushes. You will get your body pricked with thorns. Make haste to come back. It pains me much if I don't have you close to me." At other times, he would say

মধ্যলীলায়াং ১২মঃ অঃ ।

with great annoyance, "I suffer so much only for you. It is for your sake that I cannot do my holy duties. I have left my home with all my paternal properties, and have come out with you only. I feed you with whatever I get by begging. Yet I have not been able to win your favour. 67 to 73

বঙ্গানুবাদ :—

কখন ও বা প্রাণের তুল্য রামলালাকে সাধু বলিতেন হে পুত্র তুমি কাঁটা বনে বাইও না কাঁটার বনে কি এমন করে ছুট যেতে আছে পায়ে কাঁটা ফুটেবে যে। হে পুত্র তুমি শীঘ্র আমার কাছে এস। দেখ তুমি আমার নিকট হইতে অশ্রুত ঘাইলে বড়ই কষ্ট হয়।

৬৭, ৬৮

কখনও বা সাধু অত্যন্ত বিরক্তির সহিত রামলালাকে বলিতেন তোমার জন্ত আমি ভীষণ ভাবে জলে পুড়ে মরিশাম।

সম্মাসীগণের ধ্যান ধারণা ছপ তপ ও পূজাদি যে সকল কর্তব্য কার্য তোমার জন্ত আমার সেই সকল গেল। ৭০

ধন দাখ গৃহ দ্রব্য বা কিছু আমার পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। সর্বদ্য পরিভ্যাগ করিয়া কেবল মাত্র তোমাকে লইয়া বহির্গত হইয়াছি। ৭১

এখন ভিক্ষা করিয়া তুলাদি যাগ পাই সেই সকল দ্রব্য দ্বারা তোমার মন পাইলান না। অর্থাৎ তুমি সন্তুষ্ট হইতেছ না। ৭২

এমন সময়ে ঠাকুরও ত্রীলোকের মূর্তি ধারণ করিয়া শক্তি সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। ৭৩

যঃ শ্রীঠাকুরোয়ামি রমণীরুদধক্, নদা ।

মহন্তে সাধনায়া য নিমোঃমুদু ভগবান্ স্যৎ । ৩২

মধ্যনৌলায়াং ১২য়ঃ অঃ ।

শ্রীজটাধারিণঃ সাধোরপূর্ব্ব ভাব সাধনা ।

সব্ব^১ ভাবময়স্যাস্য শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনঃ ॥ ৩৪

• হৃদয়^২ বাত্‌সল্যরসৈঃ পরিপূর্ণ^৩ চকার সা ।

এব^৪ শ্রীরামকৃষ্ণস্তু শ্রীরামলালা বিগ্রহ ॥ ৩৫

প্রাণবন্ত^৫ দিব্যমূর্ত্তি^৬ দিব্যভাব সমন্বিত ।

দৃষ্টা চাচরণ তস্যালৌকিক^৭ সর্ব্বমেব তত্ ॥ ৩৬

• কদা বা পুষ্পমানেতু^৮ কণ্টকারণ্য^৯ ধাবন^{১০} ।

বহুশিষ্টমাচরতি ভোজনাবসরে^{১১}পি চ ॥ ৩৭

নানাভাবেন ত্ব^{১২} সাধু^{১৩}মুহে জয়তি বিগ্রহঃ ।

বমূব^{১৪} বিক্ষিতো দেবো দৃষ্টাস্য প্রেমকর্ণণম্ ॥ ৩৮

At that time Thakur dressed like a woman was engaged in doing services to the Goddess Kalika. On seeing the peculiar devotion of Jatadhar, Thakur was also greatly astonished and his heart was filled with fatherly affection. The living divine image, and its wonderful behavior, playful pranks, acts of misconduct causing great annoyance to the Sadhu, and devotional love of the Sadhu, were deeply appreciated by Thakur.

73 to 78

বিশ্লিষ্টবাদ :—

• শ্রীজটাধারী সাধুর অত্যন্তময় বাৎসল্য ভাবের সাধনা দেখিয়া সর্বভাব সমন্বিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ও রূপের বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । ৭৪

মধ্যলীলায়াং ১২য়ঃ অঃ ।

পবন ঠাকুর দিব্য ভাব বিশিষ্ট জীবন্ত শ্রীশ্যামলালা বিগ্রহকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং বিগ্রহের অলৌকিক আচরণ অর্থাৎ কখন ও পুষ্প লইবার জন্য কণ্টকারণো ছুটোছুটি কখনও খাবার সময়ে বিপরীত আচরণ কবিতোহে অর্থাৎ নানা প্রকারে সাধুকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করিতেছেন এইরূপ ভাবে বিগ্রহের প্রেমের আকর্ষণ দেখিয়া ঠাকুর আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়াছিলেন । ৭৫।৭৬।৭৭।৭৮

শিশুপুত্রস্যাচরণং দৃষ্ট্বা মাতুর্য়য়া ভবেত্ ।

অপূর্ব্বং প্রীত্যনুভবৌ রামকৃষ্ণস্য চামবত্ ॥ ৩৫

ব্যাপারোক্ষিঁ ঠাকুরস্য শ্রীজটাধারিণা সহ ।

প্রীত্যাধিক্যং মহজ্জাতং যেন তত্ সন্নিধৌ সদা ॥ ৫০

উপবিষ্ট্য বিষহস্য তা' তা' লীলা' দদর্শ সঃ ।

তথা তন্ময়তা' যাগাবতিমাত্র মুখৌ সদা ॥ ৫১

নানুভূতৌ তদা তৌ তু ব্রহ্মভাষ পরিপ্লুতৌ ।

গতো'য়' দিবসঃ কিম্বা গতা বা যামিনৌ কদা ॥ ৫২

চিদানন্দঃ শিশুরয়' বাতৃসল্য ভাববিপ্রহঃ ।

সর্ব্বদা রামকৃষ্ণস্য সন্নিধি' সমপেচতে ॥ ৫৩

ঠাকুরোক্ষিসবসরে শ্রীজটাধারিণৌ গুরৌঃ ।

দৌচা' গৃহ্যত্বা বাতৃসল্যভাব সাধনসংরতঃ ॥ ৫৪

Just as the mother gets delighted at the playful activities of her child, so also Ramakrishna got delighted by the activities of Ramalala. There grew up a very close intimacy between Thakur and Jatadhari, as a result of which Thakur spent most of his time enjoying the activities of living

মণ্ডলোলায়া' ১২শ: অ: ।

Ramalala. Both of them would be so engrossed that they would lose all sense of day and night. On the other hand Ramalala liked to be constantly near to Ramakrishna. In the mean time Thakur became initiated in filial devotion by Jatadhari. 79 to 84

বঙ্গানুবাদঃ—

শিশু পুত্রের আচরণ দেখিয়া মাতার যেরূপ আনন্দ অনুভব হয়। ঠাকুরেরও সেইরূপ হইয়াছিল। ৭৯

বহু প্রকার ঘটনায় ঠাকুরের জটাধারীর সহিত অত্যন্ত প্রণয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। যাহার ফলে ঠাকুর জটাধারীর নিকটে সর্বদা থাকিয়া রামলালার জীবন্ত লীলা দর্শন করিয়াছিলেন। যে লীলা দেখিয়া ঠাকুর এবং জটাধারী উভয়েই উভয়েই সন্মোহিত হইতেন। ৮০। ৮১

অতঃপর ঠাকুরেণানুভূতমিদমিহ তত্ ।

স্বর্ণার্থে রামকৃষ্ণস্তু ত্যক্তং নেচ্ছতি বিগ্রহঃ ॥ ৮৫

সর্বদা রামকৃষ্ণস্য কণ্ঠলগ্নো ভবাম্যহং ।

শ্রীজটাধারিণঃ পার্শ্বে যাবতিষ্ঠতি ঠাকুরঃ ॥ ৮৬

তামত্ ফালঃ শান্তমূর্ত্তিঃ বিগ্রহঃ কিল খিলতি :

যদা শ্রীরামকৃষ্ণস্তু গমনাযোপচরমে ॥ ৮৭

তদেব রামলালাতু ক্রীড়া সন্ত্যজ্য ঠাকুরং ।

সেবং স্তম্ভস্ত প্রান্তং সঃ সমাকৃষ্য স্বেহস্বতঃ । ৮৮

নিধারয়ানাস তস্য গমনমন্যতৌ দিশি ।

এবং শ্রীরামলালায়া ধরতা ঠাকুরস্য তা' । ৮৯

দৃষ্টান্তপূর্ণং চক্ষুর্ভ্যাং সাধঃ স্মৃতি দারুণং ।

এবং শ্রীরামকৃষ্ণস্তু মদ্য স্বেহ মধ্যগঃ ॥ ৯০

মধ্যলীলায়া'১২য়: অ:।

Then Thakur felt that Ramalala did not like to be separated from him even for a moment. So long Thakur remained seated by Jatadhari, Ramalala used to play happily. But as soon as Thakur was about to leave the place, Ramalala would cease to play and catch hold of his cloth to prevent him to go elsewhere. At this Jatadhari heaved a heavy sigh and his eyes became full of tears. Thakur found himself between horns of a dilemma. 85 to 90

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপভাবে উভয়ে তখনতো লাভ করিতেন যাহাতে তাঁহাদের দিবা রাত্রির অনুভব হইত না। তাহার কারণ সৰ্বদা ত্রুণভাবে বিভাবিত হইয়া থাকিতেন। তজ্জন্তই দিবারাত্র জ্ঞান ছিলনা। ৮২

বাংসল্যভাবের মূর্তি এই চিদানন্দ বালবিগ্রহ সৰ্বদাই ঠাকুরের নিকটে থাকিতে চাহিতেন। ৮৩

এইসময় সদৃশক জটাধারীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঠাকুর বাংসল্য ভাবসাধনায় রত হইয়াছিলেন। ৮৪

তৎপরে ঠাকুর ইহা বেশ ভালভাবে বুঝিয়াছিলেন যে রামলালা বিগ্রহ কণকালের তন্ত্ৰও আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। ৮৫

মধ্যলীলায়াং ১২য়ঃ অঃ ।

যখন ঠাকুর সম্রাসীর নিকট হইতে যাইবার জন্ত ইচ্ছা করিয়া
দুই চারিটি পাদ অগ্রসর হইতেন সেই সময় রামলালা নিজের খেলা-
ধুলা ফেলিয়া দিয়া নিজহস্তে ঠাকুরের কাপড়ের খুঁট টানিয়া অশ্রু
যাইতে নিবেদন করিতেন । ৮৭ । ৮৮

এইরূপে ঠাকুরের প্রতি রামলালার বশ্যতা দেখিয়া সাধু অশ্রু-
পূর্ণলোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন । এইরূপভাবে ঠাকুর
উভয় সঙ্কেতে পতিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন । ৮৯।৯০

চিন্তয়ন্ যেন স তস্য সর্ব্ববস্তু বিরাগিনঃ ।
সর্ব্বস্বং সাধনঘনমেকমেবাকলম্বনম্ ॥ ৮১
বলাৎ প্রসন্ন তং দেবং নেতুমিচ্ছতি ঠাকুরঃ ।
অপূর্ব্ব সিদ্ধপীঠেষ্মিন্ প্রাচীন নবীনহয়ং ॥ ৮২
ভক্তং গৃহীত্বা ধাতৃসত্যভাবস্বাধার রূপকঃ ।
রামলালা অধাতু ক্রীড়াং তত্র প্রায়েন বত্‌সরং ॥ ৮৩
দৃষ্ট্বা লীলাং জটধারী কিং কৰোমীতি চিন্তিতঃ ।
রামলালাং রামকৃষ্ণসকাশাব কদাচন ॥ ৮৪
নেতুং শক্তো ভবিষ্যামি তত্ প্রেমাধিক্য হেতুতঃ ।
ইত্যেবং মহতী চিন্তা সদা মে হৃদি ঘত্‌তৈ ॥ ৮৫
রামলালাং বিনান্যত্র গমনং মরণং মম ।
বিচিন্ত্যেব জটধারী কদাচিত্তং সুবিষহং ॥ ৮৬

Thakur felt as if he was forcibly robbing
Jatadhari of his all, i.e. Ramalala which was the
only supporting prop of his life. For one year
Ramalala played with these two devotees of

মধ্যলীলায়াং ১২য়ঃ অঃ ।

which one was young and the other was old. Jatadhari became much dejected with the thought that he would not be able to take away Ramlala from Ramakrishna. As it now liked Ramakrishna more than him ; and on the other hand if he would go away without Ramlala it would be as good as death to him. So, one day, Jatadhari with Ramlala in his arms approached Ramakrishna and handing over Ramlala to him said. 91 to 96

বদ্রানুবাদ :—

সর্বস্বত্যাগী সাধু জটাধারীর একমাত্র সর্বস্ব সাধনের ধন বা অবলম্বনের বস্তু হঠাৎ বলপূর্বক আমি লইতেছি । বাৎসল্য ভাবের আশ্রয় শ্রীরামলালা বিগ্রহ প্রবীন ও নবীন দুইটি ভক্তকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরের অপূর্ব সিদ্ধপীঠে প্রায় একবৎসর জীড়া করিয়া ছিলেন । ৯১ ৯২ ৯৩

সাধু জটাধারী রামলালার সেইরূপ জীড়াদেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে আমি এখন কি করি ?

উপস্থিত রামলালার শ্রীশ্রীরামদ্বন্দ্বদেবে প্রেমের আধিক্য বশতঃ শ্রীরামদ্বন্দ্বের নিকট চাইতে রামলালাকে লইয়া যাইতে পারিব না । এই মহাচিন্তা আনার দ্বন্দ্বেরে সর্বনাশ হইতেছে । ৯৪।৯৫

রাম লালাকে পরিত্যাগ করিয়া আনার অহতঃসমন মূঢ়াত্বাৎ । এইরূপ ভাবিয়া একদিন সেই রামলালা বিগ্রহটিকে । ৯৬

হসন্তী জ্ঞাত্বা রামজন্ম মন্মুখি মমুখ্যমিতঃ ।

শ্রীরামজন্মজন্মী ম সমর্থ্য বালবিদ্যচ্ ॥ ৯৩

মধ্যলোভায়া ১২শঃ অঃ ।

গদগদেন স্বরৈশ্চ যোগী যোগীগমমধ্যধাত্ ।

তব সঙ্গং পরিত্যক্তুং রামলালা হি নিচ্ছতি ॥ ৮৮

অত্রৈবাস্য স্যাতুমিচ্ছা নান্যত্র গমনে সৃষ্টা ।

চিরারাধ্য নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং ॥ ৮৯

প্রদর্শ্য কৃপয়া মদ্য স্বরূপং সাধুবৎসনঃ ।

উবাচাহ সুখাস্যাং বৈ স্যাস্যামি চেতদন্তিকে ॥ ৯০

কৃতকৃত্যো ভবাম্যদ্য তেনাহ ত্বত্ সমৌপগঃ ।

অস্মানন্দো মমানন্দঃ প্রাগহং নাব বুধবান্ ॥ ৯১

জানিধুনা ত্বত্ কৃপয়া প্রমাধারস্য বস্তুনঃ ।

আরাধ্য বিগ্রহস্যাস্য সুহৃদেষু সুখং মম ॥ ৯২ঃ

“Ramalala does not like to leave your company, and also to go else where. It has showed its real self to me and expressed its desire to remain with you. I have now realised that his pleasure is my pleasure and what makes my diety happy cannot but make me also happy.”

97 to 102

বঙ্গানুবাদঃ —

ছুইহস্তে বক্ষে ধারণ পূর্বক রামকৃষ্ণেব সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে বালবিশ্রহ রামলালাকে সমর্পন পূর্বক গদগদ স্বরে যোগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে যোগী ছটাবারী বলিয়াছিলেন । আনার রামলালা তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না । ০৭ ২৮

এই খানেই ইহার থাকিবার ইচ্ছা অশ্রদ্ধাগমনে ইচ্ছা নাই

মণ্ডলীলার্য ১২য় অঃ।

আমার বহুকালের আরাধ্য নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ সাধুবৎসল
হুদিগ্রহ কৃপাপূর্বক আমাকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইয়া
বলিয়াছেন আমি যদি রামকৃষ্ণের নিকটে থাকি তবে বড়ই সুখী
হইব। ৯৯। ১০০

অন্ত আমার সাধনা সফল হইল। উজ্জ্বলই তোমার নিকটে
আসিয়াছি বিগ্রহের আনন্দই আমার আনন্দ ইহা আমি পূর্বে
বুঝিতে পারি নাটে। ১০১

আজ আমি তোমার কৃপায় বিশেষ ভাবে বুঝিলাম। অর্থাৎ
প্রেমের আধার স্বরূপ আমার এই বিগ্রহের আনন্দই আমার
আনন্দ। ১০২

অতীঃ্হ' মম সর্ব্বং' সমর্প্য' ভবতঃ কৰে ।
অত্যান্যত্র গমিষ্যামি তদৃ' ভবাননুমোদিতাম্ ॥ ৭০৩
নৃহাণেম মমারাদ্য' বাতৃসল্যাধাররূপক' ।
জাযন্ত' বিগ্রহ' তাত যক্লু' দ্রষ্টু' ন শক্ষ্যতে ॥ ৭০৪
যাপ্যৈঃ কণ্ডোঃ্হিতিক্হী মে চচুরনুভিরাপ্নুত' ।
মাণারাম রামরাম রামলালা গতির্মম ॥ ৭০৫
গতীঃ্হন্যত্র জটাধারী মুক্তকণ্ঠ' বদন্ মুহুঃ ।
ভগদান্ রামকৃষ্ণামু ততস্ত' বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ৭০৬

So I now hand over my all to you and beg to
leave this place. Ramalala is be all and end all
of my life" Jatadhari's voice became choked
and he could not speak any more. He cried
out bitterly and left the place with tearful eyes.

মহ্যলীলায়াং ১২য়ঃ অঃ ।

Then Ramakrishna kept the image in the temple of Lord Vishnu, with great joy and devotion.

103 to 106

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব সর্বদা স্বরূপ একমাত্র আবাহ্য দেবতা এই বিগ্রহটিকে আপনার হস্তে সমর্পণ পূর্বক অল্পই আমি অল্পত গমন করিব আপনি এ বিষয়ে অনুমতি দিন । ১০৩

বাৎসল্য ভাবের আধার আমার এই জীবন্ত বিগ্রহটিকে অতি মহৎ আপনি গ্রহণ করুন । আমি আর কিছু বলিতেও পাবিতেছি না এবং আমার চক্ষুর্দ্বয়ও দেখিতে পাঠিতেছে না । ১০৪

বাস্পদ্বারা আমার কর্ণরোধ হইতেছে । চক্ষুর্দ্বয় অন্ধ প্রাবৃত হইল । হে প্রাণারাম রাম রাম রামলালা তুমিই আমার একমাত্র গতি । এই কথা পুনঃ পুনঃ মুক্তকণ্ঠে কাদিতে কাদিতে সিদ্ধ সাধু জটাধারী দক্ষিণেশ্বরের মন্দির হইতে অল্পত গমন করিয়াছিলেন । ১০৫

তৎপরে ভগবান 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও' বাসমনিব গোবিন্দমন্দিরে সেই রামলালা বিগ্রহটিকে স্থাপন করিয়া ত্রাঙ্কানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন । ১০৬।১০৭

বিগ্রহটিও কলিযুগ পাবনাবতার নিজেরই অল্পতম মূর্তি শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবকে পাইয়া পরমানন্দিত হইয়া ছিলেন । ১০৮

বিদহ' যৈ সুখ' স্যাদ্য ব্রহ্মানন্দমবাসমান্ ।

বিদহ্যোপি সুখ' দ্যাদ্য স্নেহোবাপরূপক' ॥ ১০৩ ১

দ্বাদশ' কলিযুগস্য ভুক্তিমুক্তি দদায়ক' ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবন্ত' পরমানন্দম্য সঃ ॥ ১০৮

মধ্যলীলায়াং ১২মঃ অঃ ।

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর মধ্যলীলার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তোতাপুরী সন্ন্যাসীর সঙ্গবশতঃ অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় ।

১

এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসাদে গুরুরূপী বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর ও সর্ববাস্তব দিব্যদর্শন বা ভগবতীর্ষাসাক্ষাৎকার লাভ হয় । ২

ঠাকুর বাৎসল্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াও সাধনার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন নাই । ৩

সেই সময় তাঁহার মনের বাসনা ভক্ত-বর্গের নিকট এইরূপভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সাধকগণ প্রত্যেকে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার সিদ্ধির জন্তই সাধন করেন । কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একটি সাধকও বহু দেবতার সাধনার জন্ত চেষ্টা করেন নাই । ৪

দেখ রত্নাকর সমুদ্রের গর্ভে বহুপ্রকার রত্ন সর্বদাই বিद्यমান আছে । এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ । কারণ ইহা বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষিত বিষয় । সমুদ্রতীর বাসী জনগণ যত্নের দ্বারা উদ্ধৃত সেই সকল রত্ন দেখিলেও তৃপ্তিলাভ করেন নাট । ৫ । ৬

ব্রহ্মদ্যন্তি ন বদ্যানি পশ্যন্তীঃপি সুহৃৎসনাঃ ।

অযা ভবন্তি সততং নবদর্শনং হিতৈষি ॥ ৩

তথাহমপি বৈ তত্তত্ সাধনৈশ্চ বহুভ্যপি ।

সর্বদা সিদ্ধিলাভায় যত্নার্থে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮

অত্যান্তই জগন্মাতৃমূর্খ্য এবাতুকম্যয়া ।

নির্বিণীয় পরব্রহ্মাহৈত সাধন সিদ্ধিমান্ ॥ ৮

মধ্যসীতায়াং ৭১শঃ অঃ

শ্রীপরিব্রাজকাচার্য্যে স্তোতাপুরীতি নামতঃ ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য ব্রহ্মজ্ঞানার্থং মেঘ মঃ ॥ ১০

পাবিমূর্তী মহাযোগী সত্যাশী শাঙ্করমুদা ।

বহুকালং পুণ্যতীর্থ শ্রীনন্দাদা নদোত্তরে ॥ ১১

জনশূন্যোঃপ্রাথম উপিত্বাঃগতং সমাঃ ।

লিঙ্গমাধনসম্পত্তৌ নির্বিকল্য সমাধিনা ॥ ৭২

“Similarly I also make repeated endeavours to attain success through different ways prevalent among cultured as well as uncultured communities.” Thereafter, another ascetic, named Totapuri, came to Dokshineswar to impart knowledge of Bramha (Supreme being) to Sri Ramakrishna. For more than fifty years he lived all alone and dedicated himself to holy pursuit in a forest on the bank of the Narmada. 7 to 12

বঙ্গানুবাদঃ—

পরন্তু নূতন নূতন রত্ন দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকেন । ৭

সেইরূপ আমিও আধ্যাত্মার্থ্য ভেদে বহু দেবতার বহুপ্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সর্বদাই চেষ্টা করি । এইরূপভাবে শিষ্ট-বর্গকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন । ৮

অতঃপর জগদম্বার কৃপায় পুনর্ববার একটি অদ্বৈত ব্রহ্মসাধনে সিদ্ধ সম্যাসীচুড়ামণি শঙ্কর সম্প্রদায়ভূক্ত মহাযোগী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনের জন্তই দক্ষিণেশ্বরে আবিস্কৃত হইয়া-ছিলেন । ৯, ১০

মধ্যলোলায়াং ৭৩য়ঃ শ্লঃ ।

এই সাধুতোতাপুরী বহুকাল নর্গদা নদীর তীরে নির্জন কুটীরে
প্রায় পঞ্চাশবর্ষ বাস করিয়া সাধনসম্পাদিতে লিপ্ত হইয়া সমাধি
সিদ্ধ হইলেন । বা নিখিলকল্প সমাধি দর্শন করেন ১১।১২

কৃতোঽনেন ব্রহ্মসাত্বাকারো যোগী সুদুল্ভমঃ ।
ততস্তোতানন্দমনা বম্ভুব যোগসিদ্ধিতঃ ॥ ৭৩
এব' তোতাপুরীসাধো ব্রহ্মমন্ত্রম্য মনস্বভূত্ ।
নানাদেশ পর্য্যটনে সঙ্কল্পঃ সুমহত্তরঃ । ৭৪
ততঃ স্নাত্বমতঃ সাধুর্বহির্য়াতো যথাবিধি ।
উত্তরাযণ সংক্রান্তরা' গঙ্গাসাগর সঙ্কমে ॥ ৭৫
তোর্যে স্নাত্বা তথা দৃষ্ট্বা তত্র ত' কপিল' সুনি' ।
দৃষ্ট্বা প্রভু' জগদ্বায়মুত্কলিসু বিরাজিত' ॥ ৭৬
মধ্যভারত পর্য্যন্ত' কৃৎবা পর্য্যটন' সুধোঃ ।
বহুদেশ' সমাসাদ্য যত্র গঙ্গা সরিহরা ॥ ৭৭
তত্য়াঃ পূর্ব্বতটে রম্যা কলিকাতা মহাপুরী ।
তত্র শ্রীকালিকা দৃষ্ট্বা দক্ষিণেশ্বর মাগতঃ ॥ ৭৮

He attained success in his pursuit and realised
Brahma, the supreme Being. Then he left his
lonely cottage and set out to travel far and wide.
He went to Ganga-sagar where he took his bath
and saw the temple of the Kapila. He went to
the temple of Jagannath at Puri. Thereafter he
came to Bengal and after paying a visit to the
temple at Kalighat in Calcutta he came to
temples at Dakshineswar. 13 to 18

মচ্ছন্দীলায়াং ৭২য়ঃ শ্লঃ ।

বঙ্গানুবাদঃ—

এই জন্তু তোতা যোগিগণেরও দুর্গভ ভ্রম্মসাক্ষ্য করিয়া
নিজেকে ধৃত মনে করিয়াছিলেন । ১৩

এই নর্মদা নদী পশ্চিমে বিজ্ঞাতন হইতে বিনির্গতা হইয়া
তমসা নদীতে মিশ্রিত হইয়াছেন । এই নর্মদা নদীর জল গঙ্গাভ্রম্মের
মত পবিত্র । এইরূপ শাস্ত্রবাক্য যথা—

নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্র দেহাধিনিঃসৃত্য ।

তারয়েৎ সর্বভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ ॥

সর্ব পাপহরা নিতাং সর্বদেব নমস্কৃতা ॥

এই নর্মদার জল দশমাস পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান করে ।

ত্রিভিঃ সারস্বতং ত্রায়ঃ সপ্তভিঃ পানুং ।

নর্মদং দশাভির্মাসৈর্গাঙ্গং বর্ষণে জীর্ঘ্যতে ॥

অর্থাৎ সরস্বতীর জল তিন মাস, যমুনার জল দশমাস, নর্মদার
জল দশ মাস । এবং গঙ্গার জল ১ বৎসর পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান
করেন । তৎপরে জীর্ণ হয়েন । সেই নর্মদা নদীর তীরে নির্জন
কুটীরে সাধন দ্বারা তোতাপুরী নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ভ্রম্মসাক্ষ্য
করিয়া সর্বদা আনন্দ মনে অবস্থিত ছিলেন । ১৩এ

তৎপরে কোন সময়ে তোতাপুরীর দেশ পর্য্যটন জন্ত সঙ্কল্প হইলে
আশ্রম হইতে শুভদিনে বহির্গত হইয়া উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে
গঙ্গাসাগর তীর্থে স্নান করিয়া কপিল মুনি দর্শনের পর উৎকলে
শ্রদ্ধা জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মধ্যভরাত পর্য্যন্ত পর্য্যটন পূর্বক
বঙ্গদেশে আসিয়া ভাগীরথী গঙ্গার তীরে : কলিকাতা মহানগরী ও
কালিঘাটে কালিকাদেবীকে দর্শন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত
হইয়াছিলেন । ১৪:১৫:১৬:১৭:১৮

मध्यलौलायां १३गः अः ।

अस्यैवातिथिगालायां प्रविश्यातिथ्यमाश्रितः ।
 अत्र तीता रामकृष्णं दृष्ट्वैव भाव विग्रहः ॥ १८
 तेनाकृतो भृशं योगा मनस्ये तदचिन्तयत् ।
 अयमेव निर्विकार पुरुषो भावयुग्धुवः ॥ २०
 मन्येऽद्वैत ब्रह्म सिद्धि साधन स्याधिकारवान् ।
 भवेदेव न सन्देहः स्तुतमं ब्रह्मसाधनं ॥ २१
 सामान्यान्नाप भावेणालौकिकं शक्तिसाधकं ।
 बुधो धृतिः तपोदोतभावोज्ज्वलः सुखं द्विजः ॥ २२
 दृष्टान्तर्वेधकारिण्या वीक्ष्य तीता ब्रवौदधः ।
 वेदान्त साधनाकांक्षा विद्यते किं भवद्भृदि ॥ २३
 दीर्घाकृते जटाजूटभरिणी दीप्तः चक्षुषः ।
 सान्ध्याग्निः स्तेजोमयः नम्रदेहस्य योगिनः ॥ २४

There he put up in the guest-house. He was greatly attracted by the divine appearance of Sri Ramakrishna. By exchange of a few words with Sri Ramakrishna, Totapuri became convinced that he was capable of uncommon achievements in the spiritual field. So he asked Sri Ramakrishna, "Do you like to realise Brahma as propounded in the Vedanta philosophy?" Sri Ramakrishna looked at the stalwart figure of Totapuri with matted hair and bright eyes and replied. 19 to 24

মণ্ডলীলায়াং ৭২য়ঃ স্রঃ ।

বঙ্গানুবাদঃ—

এই জন্তু তোতা বোগিগণেরও দুর্গত ব্রহ্মসাক্ষ্য করিয়া
নিজেকে ধন্ত মনে করিয়াছিলেন । ১০

এই নর্মদা নদী পশ্চিমে বিজ্ঞাত হইতে বিনির্গত। হইয়া
তমসা নদীতে মিশ্রিত হইয়াছেন । এই নর্মদা নদীর জল গঙ্গাজলের
মত পবিত্র । এইরূপ শাস্ত্রবাক্য যথা—

নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রত্ন দেহাবিনিঃস্রতা ।

তারয়েৎ সর্বভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ ॥

সর্ব পাপহরা নিতাং সর্বদেব নমস্কৃতা ॥

এই নর্মদার জল দশমাস পর্য্যন্ত উপরে অবস্থান করে ।

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তভিষ্বখদামুনং ।

নার্মদং দশাভির্মাসৈর্গাঙ্গং বর্ষেণ জীর্ঘ্যতে ॥

অর্থাৎ সরস্বতীর জল তিন মাস, যমুনার জল দশমাস, নর্মদার
জল দশ মাস । এবং গঙ্গার জল ১ বৎসর পর্য্যন্ত উপরে অবস্থান
করেন । তৎপরে জীর্ণ হইয়েন । সেই নর্মদা নদীর তীরে নির্জন
কুটীরে সাধন দ্বারা ভোতাপুরী নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষ্য
করিয়া সর্বদা আনন্দ মনে অবহিত ছিলেন । ১০এ

তৎপরে কোন সময়ে ভোতাপুরীর দেশ পর্য্যটন জন্ত সঙ্কল্প হইলে
আশ্রম হইতে শুভদিনে বহির্গত হইয়া উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে
গঙ্গাসাগর তীরে স্থান করিয়া কপিল মুনি দর্শনের পর উৎকল
প্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মধ্যভরাত পর্য্যন্ত পর্য্যটন পূর্বক
বঙ্গদেশে আসিয়া ভাগীরথী গঙ্গার তীরে কলিকাতা মহানগরী ও
কালিঘাটে কালিকাদেবীকে দর্শন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত
হইয়াছিলেন । ১১/১২/১৩/১৪/১৫

মধ্যলীলায়াং ৭২য়ঃ অঃ ।

অস্বিবাতিথিগালায়াং প্রবিষ্টাতিথ্যমাশ্রিতঃ ।

অত্র তীতা রামকৃষ্ণ্য' দৃষ্টে'ব ভাব বিগ্ৰহ' ॥ ৭৫

তেনাক্রটো ভূম্য' যোগা মনস্যে তদচিন্তয়ত্ ।

অয়মেব নির্বিকার পুরুষো ভাবযুগ্ম্ভূব' ॥ ২০

মন্যে'হেত ব্রহ্ম সিদ্ধি সাধন স্যাধিকারকান্ ।

মবেদে' ন মন্দে'হ স্মৃত্তম' ব্রহ্মসাধন' ॥ ২৭

সামান্যাকাপ মাত্রে'ণালৌকিক' শক্তিসাধক' ।

বুদ্বি' ত' তপোদীপ'ভাষোজ্জ্বল সুখ' দ্বিজ' ॥ ২২

দৃষ্টান্তবর্ধক'রিষা বীক্ষ্য তীতা ব্রবৌ'হচঃ ।

বেদান্ত সাধনাকাংক্ষা বিদ্যতে কি' ভবদৃ'দি ॥ ২৩

দীর্ঘাক্রান্তে জটাজূট'গরিষী দীপ' চক্ষুপ' ।

সম্ভ্রাসিত' স্তেজীময় নম্নদে'হস্য যোগিনঃ ॥ ২৪

There he put up in the guest-house. He was greatly attracted by the divine appearance of Sri Ramakrishna. By exchange of a few words with Sri Ramakrishna, Totapuri became convinced that he was capable of uncommon achievements in the spiritual field. So he asked Sri Ramakrishna, "Do you like to realise Bramha as propounded in the Vedanta philosophy?" Sri Ramakrishna looked at the stalwart figure of Totapuri with matted hair and bright eyes and replied. 19 to 24

বদান্তবানঃ—

এই দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির মন্দিরের অভিধিশালায় আতিথ্য গ্রহণ পূর্বক অবস্থান করিয়াছিলেন । এবং মন্দিরস্থ পবিত্র দেহ-

মহ্যলীলায়াং ৭৫শঃ শ্লঃ ।

ধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দেখিয়া এবং ঠাকুর কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া যোগী তোতাপুরীর মনে মনে এইরূপ চিন্তা হইয়াছিল যে আমার মনে হয় এই আশ্রাম নিবিচার পুরুষই অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনের একমাত্র অধিকারী। ইহা নিঃসন্দেহ যেহেতু অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনই সর্বোত্তম সাধন। ১৯১০১১

তোতাপুরী ঠাকুরের সহিত সামান্য আলাপমাত্রে বুদ্ধিগাছিলেন যে ইনি একটি শক্তি সাধক। ঠাকুরের তপোদীপ্ত ভাবোজ্বল মুখ দেখিয়া এবং অন্তরে আঘাত করে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ঠাকুরকে দেখিয়া তোতা বলিয়াছিলেন তোমার কি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম সাধনার ইচ্ছা আছে? ২২১২৩

দীর্ঘাকার জটাजूটধারী প্রজ্বলিত চক্ষুদ্বয় তেঃপুঞ্জ নগ্ন দেহ মহা-যোগী তোতাপুরী সন্ধ্যাসীর। ২৪

শ্রুত্বা বাচ' তদা রামকৃষ্ণ নীলমিদং বচঃ ।

কি' কৰ্ত্তব্যমকৰ্ত্তব্য' নাহ' বৈশি কথঞ্চন ॥ ২৫

বিস্তি সৰ্ব্ব' জগন্মাতা বদেচ্চৈ' সত্‌করোম্যহ' ।

শ্রুত্বা বদ সতস্তীতা গচ্ছ পৃচ্ছ স্বমাতর' ॥ ২৬

শ্রুত্বৈব' শ্রীরামকৃষ্ণা ভাষগদগদ চেতসা ।

জগদম্বা মন্দিরে সঙ্গবিশ্ব সুমহামতিঃ ॥ ২৭

ভাষাবিশ্রী মাষ্ট্রবাঞ্চ' সুপ্রাণ তত্‌চণাদহী ।

স্বদর্শনৈব সন্ধ্যাসী দক্ষিণেশ্বরমাগতঃ ॥ ২৮

কুরু শিচ্চামসহীচ' সমৌপে তস্য যোগিনঃ ।

ব্রহ্মরূপা' মত্তুমা' তুম্ব' দাষ্যতি নিখিত' ॥ ২৯

ইত্যৈব' মাতুরাশ্রা' ন প্রাপ্য তত্‌চণনঃ সুধীঃ ।

প্রায়েন কৃতসংগঃ স কাম্যাবিত কলেবর' ॥ ৩০

মহ্যলোভায়া ৭২গঃ শ্ৰঃ ।

"I do not know at all what to do or not to do. That is known to the Mother of the universe. I will do if She asks me to do" At this Totapuri said, "Go and ask your mother." As Sri Ramakrishna entered the temple of the Goddess Jagadamba, he heard the divine words of the Goddess, "The great ascetic has come over here only for you. Don't hesitate to receive instructions from him." On being so ordered by the Goddess, Sri Ramakrishna almost lost his consciousness and returned to Totapuri in a very agitated mood, 25 to 30

বদ্বানুবাদ :—

কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, আমি কি করিব কি না করিব কিছুই জানি না । ২৫

জগদম্বা জানেন । তিনি যদি বলেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয় করিব । এই কথা শুনিয়া তোতা বলিয়াছিলেন তোমার মাকে তুমি জিজ্ঞাসা কর । ২৬

তখন ঠাকুর ভাবপ্রবণ চিত্তে মাতৃমন্দিরে প্রবেশপূর্বক তন্ময় হইয়া তৎক্ষণাৎ ঠাকুর অত্যশ্চর্যা মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন । এই সম্যাসী তোমার জন্তই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়াছেন । ২৭।২৮

তুমি এই সম্যাসীর নিকটে অসম্বৃতিত চিত্তে স্বচ্ছন্দে শিক্ষা কর । আমারই দেহ জ্যোতি স্বরূপা ব্রহ্মরূপা শক্তিকে তোমাকে জানাইয়া দিবেন । ২৯

এইরূপে জগদম্বার আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রায় চৈতন্য শূন্য হলেবরে । ৩০

মধ্যলোলায়াং ১২য়: অ: ।

তত:স্রোতাপুরী সাধো: সমীপ' পুনরাস্রবান্ ।

ভাবাবিষ্ট: প্রত্যুবাচ দেবস্ত' গুরুরূপিন' ॥ ২৭

भवतः कृपया द्याङ्ग' मावादिष्टोऽभव' प्रभो: ।

शिशु' भावातिशय्यन्तद्दृष्ट्वा तोता चमत्कृत: ॥ ২২

অধুনাদম্বুত' শিষ্টযোঃ' দেবী মূর্তি' মঠস্থিতা ।

माद्य सम्बोधन' कृत्वा करोत्वभिनयन्त्वम' ॥ ২৩

एव' तोतापुरी ज्ञात्वा रामकृष्ण' पुन:पुन: ।

सदयमवलोक्य' वावचायुक्त' सुखस्तदा ॥ ২৪

हास्येन स्फुरितयाभूदह'ত জ্ঞান হৈতুত: ।

অজ্ঞানবন্দনা' মুক্তি লাভার্থ' সাধকস্য চ ॥ ২৫

नास्त्यन्य: पुरुषाकारा दुपाय: शास्त्र सम्मत: ।

ईश्वरस्याथवा शक्तिसेयुक्त' ब्रह्मणोऽपि वा ॥ ২৬

Shi Ramakrishna said, "Oh Lord, by your grace, I have got the orders from my mother." Totapuri became much surprised at the uncommon devotion of his disciple. Even then, he suspected some theatrical gesture in his disciple who called the image of the temple, his Mother. So he said in a very disparaging manner. "It is enjoined in the holy scriptures that nothing but intelligent efforts can make one free the bondage which is due to ignorance of Truth. Here, divine grace or assistance is of no avail. 31 to 36.

বঙ্গানুবাদ :—

তোতাপুরী গাধুর নিদটে আসিয়া জাবাবিষ্ট ঠাহুর পুনর্বার

মণ্ড্যনীনাদ্যাং ১২য়: অ: ।

শুরুমূর্তিধারী তোতাপুরীকে বলিয়াছিলেন । হে প্রভো আপনার কৃপায় আজ আমি সগনস্বার আদেশ পাইয়াছি । তোতাপুরী শিশুর ভক্তির আতিশয্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন । ৩১।৩২

এক ভাবিয়াছিলেন সম্প্রতি এই আশ্চর্য্য শিষ্টিটি মঠস্থিতা নৈবী মূর্তিকে মাতৃসম্বোধন পূর্ব্বক একপ্রকার ভাবাবিষ্ট হইয়া অভিনয়ের মত করিতেছেন । ৩৩

তোতাপুরী এইরূপ ভাবিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পুনঃ পুনর্বার অবলোকন পূর্ব্বক অধৈর্য ভাবাপন্ন বশতঃ অত্যন্ত অবজ্ঞামূক্ত মুখে পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন । ৩৪

সাধকের অজ্ঞানজনিত বচনের মোচনের ছত্র পুরুষাকার ভিন্ন অণু উপায় কিছুনাত্র নাই । এইরূপই শাস্ত্রবাক্য । ঐহিকের অথবা শক্তিসংযুক্ত প্রস্তের দ্বারা বা সাধায়া দ্বারা কেহ কোনরূপ ফলভাগী হয় না । ৩৫।৩৬

জপয়া বানুকুল্যেন ন কৌঃপি ফলমাগ্ভবেৎ ।
 পরন্তু ধ্যান্ত সংস্কারাদৃ যি চেব' ভাবমাযিতা: ৩৩
 জপা কুর্ভু ভী ভগবন্ বদন্ত: কেবল' মদা ।
 তেত্যন্ত দুর্ব্বলা শ্রেয়া: শাস্ত্রার্থ' ন বিদন্তি হি ॥ ৩৮
 যতোঃস্ম্য রামজ্ঞানস্য দেবা নিষ্ঠা বৃদ্ধস্য চ ।
 অবজ্ঞা সখ্য সাধী হি' প্রাভাবিকৌ মুনিয়িতা ॥ ৩৯
 তদাপ্যমী বদা তীতা মনস্বী নদবিস্তায়ত্ ।
 নিষ্ঠাধিকারিণীঃস্ম্য যদা দাশ্য ভবিষ্যতি ॥ ৪০
 মত দাদা দেবোভাষ: সমূন' হি বিনশ্যতি ।
 জ্ঞানমজ্ঞি প্রমায়েন নাম শাস্ত্রে বিনোদিতা ॥ ৪১
 যাপ্যত্যন্ত ন মন্দেহী দ্বন্দ্ব মাগা বনস্বিন: ।
 তত: পশুশব্দে মণ্ড্যে প্রহস্ম্যাপন পূর্ব্বজ' ॥ ৪২

“Those who solicit the favour of gods or goddesses, are very weak and ignorant of the correct meaning of the holy scriptures”. Hence, it was natural that this ascetic should hold Sri Ramakrishna’s devotion to the Goddess in contempt. So Tatapuri thought that even though his disciple was of a very low order, yet when he would be initiated into the divine knowledge of Bramha he would certainly lose his propensity for names by virtue of all pervading knowledge.

37 to 42.

বঙ্গানুবাদ:—

পরন্তু ভ্রান্ত সংস্কার বশতঃ যে সকল ব্যক্তি এইরূপ ভাব অবলম্বন পূর্বক হে ভগবান আমায় কৃপা করুন সর্বদা এইরূপ বলেন তাঁহারা অত্যন্ত দুর্বল এবং শাস্ত্র বিষয়ে তাঁদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই । ৩৭।৩৮

অতএব কাদীর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ঠাকুরের প্রতি তোতাপুরীর তুচ্ছতা ভাব কর্ত্তোর সন্ন্যাসীর স্বাভাবিক ভাব । ৩৯

তথাপি তোতাপুরী সেই সময় এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে নিম্নাধিকারী এই সাধক যখন আমার নিকটে দীক্ষা লাভ করিবে তখন আর এরূপ দেবীভাব থাকিবে না । ৪০

এবং জ্ঞানশক্তির প্রভাবে নামাদি শক্তি নিশ্চয় নষ্ট হইবে । ৪১

বিশেষতঃ ব্রহ্মোপাসনাকারী সাধকের কোনরূপ ভাব ভক্তি নামরূপ কিছুমাত্র থাকে না । ইহা আমার যথেষ্ট অনুভূতি হইয়াছে ।

মণ্ডলীলায়া ৭৩শঃ অঃ ।

কৃৎবা যোগাসনং তীত্বা ততস্থানং মকল্যয়ত্ ।
 ততঃ প্রাচীনং ব্রহ্মল্ল গুরোরাদেশতঃ সূতদা ॥ ৪৩
 রামকৃষ্ণঃ স্বপিতৃণাং কৃৎবা ধৈর্যমলিনক্রিয়াং ।
 পিতৃভ্যাং নিৰ্ব্বাপয়ামাস স্বপিতৃভ্যমপি দত্তবান্ ॥ ৪৪
 মন্যাসদৌল্যমময় স্বলোকগতিকামনাং ।
 বর্ণাশ্রমাদিকারং নিঃশেষং পরিত্যজেত্ ॥ ৪৫
 তথা শাস্ত্রবিধানাদি মন্যং ব্রহ্মণ্যপূৰ্ব্বতঃ ।
 সাধকঃ স্বপ্রেতপিতৃভ্যং স্বহস্তেন প্রয়চ্ছতি ॥ ৪৬
 এবং স্বপূৰ্ব্বকৃত্যে চ সুসমাশ্রিতঃ পরিত্যজত্ ।
 শুশ্রূষ ব্রাহ্মমুহুৰ্ত্তং শ্রীরামকৃষ্ণস্য ধীমতঃ ॥ ৪৭
 সাধনায়নেন পঞ্চবট্যা হোমোদিতঃ ।

এবং স্বপূৰ্ব্বকৃত্যে চ সুসমাশ্রিতঃ পরিত্যজত্ ॥ ৪৮

At Panchabati a seat for the yoga was prepared. At the outset, Sri Ramakrishna performed water giving and rice-giving ceremonies relating to his dead father and forefathers and also his own sradh ceremonies for his own well being after death. He also gave up all his religious rights in this mortal world. Next day at dawn he kindled the holy fire at Panchabati. 43 to 48

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে তীত্বা ঠাকুরের পঞ্চবটীর নিকটেই ব্রহ্মস্থাপনপূর্বক যোগাসন করিয়া সেই স্থানেই সাধনার অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ৪৩

এবং সেই সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মল্ল প্রাচীন গুরুর

মধ্যলোলায়াং ১২য়: অ: ।

আদেশমত নিজের পিতা পিতামহাদি পূর্বপুরুষগণের পিতৃকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়া নিজেরও পিণ্ডদান করিয়াছিলেন । ৪৪

কারণ সম্যাস দীক্ষায় স্বর্গ গমনাদি কামনা এবং বর্ণাশ্রমাচারাদি সর্বতোভাবে বর্জনীয় । ৪৫

এইরূপ শাস্ত্রের বিধানবশতঃ ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণের পূর্বে নিজের প্রেত পিণ্ড নিজহাতে গ্রহণ ও আত্মদান করিতে হয় । ৪৬

এইরূপে মন্ত্র গ্রহণের পূর্বদিনে পূর্বকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়া পরদিনে ঠাকুরের পঞ্চবটীর সাধনাগৃহে হোমায়ি উপিত হইলে সর্ব বিষয়ে কামনাশূন্য ব্যক্তির ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ সময়ে প্রণবাদির সহিত স্বাশা স্বধা বষট্কারাদি পবিত্র সর্বোচ্চ স্নগছ্যের ব্রহ্মমন্ত্রের দ্বারা সেই পঞ্চবটীর সাধন গৃহ ব্রহ্মমন্ত্রের প্রভাবে বিশেষভাবে পবিত্র হইয়াছিল ।

৪৭।৫৮।৫৯

স্বাছা স্বধা বষট্কার প্রণবীছার্যাংদিনা ।

পুতৌদাত্ত সুগম্ভীর ব্রহ্মমন্ত্রেণ তদৃ গৃহ ॥ ৪৮

পুত্ৰাভূদ্বিগ্নেণ ব্রহ্মমন্ত্র প্রভাবত: ।

হোমধুম পরিব্রাট স্বর্গোৎথিত নমো ঘনে: ॥ ৫০

বিদ্বদ্ভ্যুত্তেব সংভাতি তদা পঞ্চবটী তথা ।

অপূর্বীঃ ব্রহ্মমন্ত্র: গিণ্ড্যাং পূর্বরূপধ, ক, ॥ ৫১

দীক্ষা পূর্বাপূর্বরূপ তয়ো: সম্মেলনং তথা ।

স্বয়ং শিষ্য গিণ্ড্য দ্বত্বদ্ব দ্বার মদিধী ॥ ৫২

দণ্ডায়মানা তা বীক্ষ্য চিন্ময়ী মনসুন্দরী ।

অপমার্য ব্রহ্মময়ো মহৈত ব্রহ্ম চিন্মনে ॥ ৫৩

গিণ্ড্য সমাহিতং জত্ব ময়াম প্রাসবান্ গুরু: ।

কিন্ত্বস্ব মাটমর্ষস্ব গিণ্ড্য দ্বৈতভাবত: ॥ ৫৪

মধ্যলীলায়াং ১২য়ঃ অঃ ।

He chanted mantras as he threw his offerings into the fire. Smoke covered the sky and the flames shot up like lightning. Both the preceptor and the disciple were wonderful. Observing that the Goddess was standing in the mind's eye of his disciple, the preceptor made efforts to remove the Goddess that hampered the meditation on Bramha. But due to strong devotion to the Goddess, his disciple was not being able to do away with his sense of duality. 49 to 54

বস্তুবাদ :—

হোমাগ্নি ও হোমীয় শূমাদি দ্বারা পরিপূর্ণ সেই গৃহ বর্ষাকালীন বিন্দ্যযুক্ত মেঘের মত প্রকাশিত হইয়াছিল । ৫০

আশ্চর্য্য ব্রহ্মজ্ঞ গুরু এবং সাধনাসিদ্ধ অত্যশ্চর্য্য শিষ্য অতএব একরূপ দীক্ষা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না । একরূপ দীক্ষাও আশ্চর্য্য এবং এইরূপ গুরুশিষ্যের সম্মেলনও আশ্চর্য্য তৎপরে তোতা ব্রহ্ম মন্ত্রদানের পর স্বয়ংসিদ্ধ শিষ্যের হৃৎকমলের দ্বার দেশে দণ্ডায়মানা ব্রহ্মরূপিনী চিন্ময়ী ভবসুন্দরীকে দেখিয়া সেই ব্রহ্মময়ীকে অপসারিত করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মভাবনায় গিষ্যকে সমাধিস্থ করিবার জন্ত তোতা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন । ৫১।৫২।৫৩

কিন্তু মাতৃসর্ব্বশ্ব শিষ্যের দ্বৈত ভাব অর্থাৎ সাধ্যসাধক ভাবের প্রাবল্যবশতঃ সেই সময়ে ঠাকুরের মনোমধ্যে বিশেষভাবে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল । ৫৪

সংশয়স্য মনো মঘী মুহুর্দযামবতদা ।

দৌন্দাদানাত্‌পর শিষ্য নিত্য ব্রহ্মৈক্য भावनां ॥ ৫৫

मध्यलोनायां १६शः अः

नाना वेदान्त वाक्यानां सुपदेशं प्रदत्तवान् ।

एकमेवाद्वितीयं वै नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ५६

सर्वं खलु ब्रह्मवस्तु जगदेतच्चराचरम् ।

बहुना वा किमुक्तेन शृणु सत्यमिदं वचः ॥ ५७

ब्रह्म सत्यं जगन्निष्ठा जीवो ब्रह्मैव नापरः ।

सर्वतो मन आक्षय्य निर्बिक्कल्प स्वरूपक ॥ ५८

कृत्वात्मध्यान जलधौ निमग्नो भव सर्वदा ।

एवं दिगम्बर गुरु मीमुवाच पुनःपुनः ॥ ५९

किन्तु मे मनसोऽवस्था सञ्जाते दृक् तदा ध्रुवः ।

ध्यानार्थमुपविश्याहं बहु यत्ने कृतेऽपि च ॥ ६०

The preceptor recited the sayings from the Vedanta philosophy to get his disciple initiated into the meditation on Bramha. "There exists only one without any second." "Diversity does not exist" "This universe with all its diversities is a part and parcel of Bramha." "Bramha is the only reality; the world with all its diversities is unreal, the living creatures are nothing but Bramha." "Restraining your mind from everything and get into the sea of profound meditation on Bramha." In spite of all these instructions and all my efforts I could not settle my mind on the meditation of Bramha. 55 to 60

दशःपूर्वतः—

अर्थात् जगद्व्यापक परिभागा कटिघातानि किं साधनं कर्तव्यम् ।

মহ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ ।

এইরূপ মনোমধ্যে হইয়াছিল । কিন্তু তোতা দীক্ষাদানের পর শিষ্যকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন । ৫৫

এই ব্রহ্মে একমাত্র অদ্বয় তবুই আছে অশ্রু কিছুই নাই । ৫৬

এই চরাচর বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্ম বস্তু এ বিষয়ে অধিক বলার প্রয়োজন নাই ইহাই প্রব সত্য । ৫৭

ব্রহ্মই সত্য পদার্থ জীবই ব্রহ্ম জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই । অতএব মনকে সর্ববিষয় হইতে আকর্ষণপূর্বক নির্বিকল্প স্বরূপ করিয়া সর্বদা ব্রহ্ম চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হও । ৫৮

এইরূপভাবে সেই দিগদ্বর শুরু আমাকে পুনঃপুনঃকারি সেইসকল বেদান্ত বাক্য বলিয়াছিলেন কিন্তু তখন আমার মনের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে আমি ব্রহ্ম চিন্তায় বসিয়া বহুতর চেষ্টা করিলেও মনকে নির্বিকার করিতে সমর্থ হই নাই । ৫৯।৬০

কর্তুং মনো নির্বিকারমথবা নামরূপयोः ।

ध्यामद्वा' सम्पत्तिवत्तु' न गतो'মि कथञ्चन ॥ ৬১

अद्यानां विषयेभ्योऽहं कृत्वाप्युपरति' तदा ।

नो समर्थः समानितुं मनसो निर्बिकल्पता' ॥ ৬২

धिराराध्या मातুম্'ক্তি' जीवन्तो मा प्रभास्वरा ।

समुद्भूता मनीम'ध्य सर्व'या नामरूपयोः ॥ ৬৩

त्यागवार्त्ता स्मৃति' মাতা বিমোহয় মম চণ্ডিকা ।

दृष्टायमाना मा देवी ध्याम'रूपा सनातनी ॥ ৬৪

एवं ध्याननिमग्नस्य मम प्रत्यक्षता' गता ।

गुरोः सिद्धान्त वाक्यानि श्रुत्वा ध্য'ব' পুনঃপুনঃ ॥ ৬৫

गतो'प्यहं 'ध्याननिष्ठा' समाधि' निर्बिकल्पस्य ।

পুনঃপুনঃ কতি যতনে ধ্যানবাচ্য কথঞ্চন ॥ ৬৬

মধ্যলীলায়াং ৭৩শঃ অঃ ।

"Nor I was able to raise myself above the plane of names and forms. Even though I restrained my senses I was not able to attain the desired end. In my meditation I found my Mother standing before my mind's eye. The instructions of my preceptor and my efforts were all in vain. 61 to 66

বঙ্গানুবাদ :—

অর্থাৎ নামরূপের আসক্তিকে কিছুতেই ছাড়িতে পারি নাই। এখন আমার ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে নিবৃত্তি করিয়া ও মনোগোষ্ঠে নির্বিকল্পভাব আনিতে পারি নাই। ৬১

এখন জীবন্ত প্রজ্বলিত চিরারাত্র্য মাতৃমূর্ত্তি আমার মনোগোষ্ঠে আবির্ভূতা হইয়া ত্যাগবার্তা স্মৃতি দেখিয়া ত্রস্করূপা সনাতনী মাতা মহেশ্বরী হৃদয়ে দাঁড়াইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে ধ্যান নিমগ্নচিত্তে দেবী প্রত্যক্ষা হইয়াছিলেন। ৬২ ৬৩ ৬৪

এইরূপ ভাবে গুরুর সিদ্ধান্ত বাক্য সকল শুনিয়াও ধ্যানের দ্বারা নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইলেও পুনঃ পুনর্বার বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেও নির্বিকল্প সমাধি লাভে আশা শূন্য হইয়াছিল। ৬৫ ৬৬

নির্বিকল্প সমাধৌ হি নৈরাশ্রমগমং যদা ।

তদা হ' চতুর্দশোক্ত্য গুরু' সম্ভ্রাসিন' ততঃ ॥ ৬৩

অথদ' ন সমর্থো'স্মি কদাপি তথ বাধ্যতঃ ।

নির্বিকল্প' মনঃ কৃৎবা ব্রহ্মম ধ্যানানুগোচরং ॥ ৬৫

চেষ্টা মে ত্রিকলা জাতা মদ্যন্যাচ্ছ্রমযো যযা ।

এব' দ্বিগম্য' গুরুঃ স্থলৈব মম মাযত' ॥ ৬৬

। মধ্যলোলায়া'১৩শ: অ: ।

প্রাপ' চঞ্চলতাং সাধুর্ভাযী র্যগিন হৃদ্ববত্ ।

কি' করোমি কথ' বাস্য ব্রহ্মেব' সম্ভবেদিতি ॥ ৩০

অত্যন্তমুত্তেজিতभावयुक्तो तोत्र' तिरस्कारवच: समुच्चरन् ।

কথ' ভবেত্তেতিবদন্ মুহুর্মু' হুর্মধ্যে কুটীরস্য চলদ্রিতস্ততঃ ॥ ৩১

भग्ने कखण्ड' मुविसोक्षकाच'

स्वयं समुत्तोल्य तदा करेण ।

सूच्या यथा तोदन् तदग्रभागतः

कृत्यातिविड' मम भालमघ्ये ॥ ৩২

When I lost all hope, I opened my eyes and regretted my inability. At this my preceptor became greatly agitated and pierced my forehead with a piece of broken glass. 67 to 72

বদ্যানুবাদ : —

যখন আমার এইরূপ অবস্থা হইল তখন আমি চক্ষু: চাহিয়া গুরুকে বলিয়াছিলাম । ৬৭

আপনার কথামত ভ্রম চিন্তন বিষয়ে মনকে নির্বিকল্প করিতে পারিতেছি না । ৬৮

অতএব ভাষ্যে আভূতির দ্বায় আমার সমস্ত চেষ্টা নিশ্ফল হইতেছে । এখন সেট দিগদ্বর গুরু আমার কথা শুনিয়া বায়ুর বেগে বৃক্ষের মত চঞ্চল হইয়া বলিয়াছিলেন, কি করি কিরূপে ইহার ভ্রমের সহিত একতা প্রাপ্ত হয় । ৬৯।৭০

এং অত্যন্ত উষ্ম সহকারে তীব্রভাবে তিরস্কার বাক্য বলিতে বলিতে কেন হটেবে না এই কথা পুনঃ পুনর্বার বলিয়া কুটিরের মধ্যে এতিকে ওত্থিক বাইতে দাটতে ভগ্ন একখণ্ড কাঁচ দেখিয়া তাহা

মধ্যলোভায়া ১২শ: অ:।

বহুতে তুলিয়া লইয়া ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ কাঁচের অগ্রভাগ দিয়া আমার
কলাটেঁর মধ্যভাগে সজোরে বিদ্ধ করিলেন। ৭১।৭২

তত: স মা ক্রোধযুতো মহাত্মা
প্রোবাচ চান্দ্রপ্রতি বিদ্ধ বিন্দৌ ।
সংযম্য সম্যগ্ বিপয়ান্তরান্মন:
স্থিরীকৃত ত্ব' নিজবোধে সিস্যে ॥ ৩৩
এব' তদা তস্য গুরো: প্রসাদা
দ্বিদ্ধে কলাটে'পি চ মে মহাসুখ' ।
বমুখ ধৈর্যেন যুত: পুনস্তদা
ছাচ্ছ' হৃদ' স্বাসনমাস্থিতৌ মূঢ়া ॥ ৩৪
তদ্বিন্দু মধ্যে দ্বিদ্ধলে মন: স্থির'
কৃত্বা নিমগ্নৌ গুরু মন্ত্র চিন্তনে ।
পুন: স্বমূর্ত্তি' জগদম্বিকায়া:
স্বশুদ্ধ চিত্তোপরি পূর্ব্বরূপাং ॥ ৩৫

"He said in great fury, "Concentrate your mind at the point where you have been pierced." By the grace of my preceptor, the wound did not pain me. According to the instructions of my preceptor I again tried to concentrate my mind at the point between my brows. But, as before, I again saw the figure of the Goddess in my mind.

73 to 75

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে সেই মহাত্মা আমাকে ঐচ্ছিকভাবে বলিয়াছিলেন। তুমি

মণ্ডলীলায়াং ১২য়: অ: ।

তোমার জ্ঞান সিদ্ধির জন্য এই প্রতিবন্ধ বিন্দুতে মনকে অস্ত্র বিষয়
হইতে সম্যকরূপে সংযত করতঃ স্থির কর । ৭৩

এইরূপ ভাবে সেই সময় গুরুর চেষ্টা বশতঃ ললাট দেশে অত্যন্ত
বিন্দু হইলেও আমার অপার আনন্দ হইয়াছিল । এখন পুনরায়
বৈধ্যা ধারণ পূর্বক আমি দৃঢ়ভাবে আনন্দের সহিত নিজ আপনে
উপবেশন করতঃ বিন্দু বিন্দুমধ্যে ছিদলে মনঃস্থির করিয়া গুরুমন্ত্রের
ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলাম । পূর্বকার আমার বিশৃঙ্খলঃকরণে
পূর্বের মত জগজ্জননীর আনন্দময়ী মূর্তি দেখিয়াই । ৭৪।৭৫

দৃষ্ট্বৈ তান্ জ্ঞান মহাসিনা তদা
কৃতং দ্বিছল্লং মম মাতুরঙ্গ* ।
নির্ঝাত নিষ্কম্প প্রদোপবগ্ননৌ
বভূব চাত্যন্ত সুনির্ঘোল প্রম* ॥ ৭৬
বিকল্প সঙ্কল্প মনঃ স্বধর্মী
দূরে গতন্তত্ সফলং নামরূপ* ।
ব্রহ্মমাণ্ড সম্বন্ধি কটাহ ভেদং
কৃত্বা পরব্রহ্মণি তত্ পরস্তাত্ । ৭৭
শান্তে শিবেঽদ্বৈত মহাসমুদ্রে
নিমজ্জনাচ্ছুচ চিদাক্ষরূপে ।
চিত্তস্য হৃত্তো: সুবিলীন ভাবা
দধাপ নির্লেপ সমাধিभाव* ॥ ৭৮

*This time I instantly cut the image of the
Goddess into two with the great sword of divine
knowledge; and my mind became calm and
serene like a flame untroubled by any wind. I

মধ্যলীলায়া ৭৩য়ঃ অঃ ।

I felt myself merged in the ocean of eternal peace and joy, and lost all sense of my moral, physical and spiritual existence. 76 to 78

বঙ্গানুবাদঃ—

অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ তরবারি দ্বারা মাতার অঙ্গটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বায়ুশূন্য প্রদেশে নিশ্চল দীপ নিখার মত আমার মন স্থানির্শূন্য হইয়াছিল । ৭৬

এখন সমাধি যোগ বশতঃ সঙ্কল্প বিকল্পাদি মনের ধর্ম এবং নান রূপাদি দেহের ধর্ম সমস্ত বিলীন হইলে অত্যাচ্ছন্ন ভ্রমোন্মত্ত কটাহ ভেদ পূর্বক সর্বোর্ধ্বে পরম ভ্রম স্বরূপ শাস্ত্র শিব অর্ঘ্যে মহা সমুদ্রে নিমগ্ন জন্য শুদ্ধ চিদাস্বরূপে চিত্ত বৃত্তির জয় পূর্বক বিশুদ্ধ সমাধি স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন তোতাপুরী শুদ্ধ নিমীলিত নেত্রে অচল অটল ভাবে স্তম্ভমাধিযুক্ত যোগাসনে যোগযুক্ত তরঙ্গহীন সমুদ্রের মত প্রশান্ত আমাকে দেখিয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চ যুক্ত হইয়া আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছিলেন । ৭৭/৭৮/৭৯

তোতাপুরী তং স্তম্ভমাধ্যবস্থং

নিমীলিতাচ্ছন্দ্বল প্রতিষ্ঠং ।

যোগাসনে যোগযুক্তং প্রশান্তং

তরঙ্গহীনাম্ভুধি তুল্যরূপং ॥ ৩৫

দৃষ্টা চ কৃৎবা মুদরীচণং সুদা

রোমাঞ্চযুক্তঃ খলু বিস্মিতোভবত্ ।

এবং পুরো তত্র বহুচণং বসন্ত

তস্যান্তিকে তস্য স্তম্ভমাধিভাবং ॥ ৫০

মধ্যলীলার্য্য ১৩শঃ অঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণং সুসমাধ্যবস্ব ।

দদর্শ চৈকাগ্রমনাঃ স সাধুঃ ।

ততঃ পুরী শিষ্য সমাধি চিন্তয়া

গতঃ স্বয়ম্বাপি সমাধিমগ্নতাং ॥ ৮১

Totapuri was extremely delighted to find his disciple lost in profound meditation of the Absolute. Seeing the attainment of his disciple, Totapuri himself lost all consciousness of his own existence

79 to 81

বঙ্গানুবাদঃ—

এইরূপ ভাবে সেই কুটীরে শিষ্যের নিকটে বহুক্ষণ অবস্থান পূর্ব্বক সমাধি স্বরূপ একাগ্রভাব বা তন্ময়তা অনিমিশ লোচনে দেখিয়াছিলেন। ৮০

এইরূপ ভাবে পুরী শিষ্যের সমাধি চিত্তা দ্বারা নিজেও সমাধি মগ্ন হইয়াছিলেন। ৮১

ভগ্নে সমাধৌ ঘটিকা চতুষ্টয়াত্

পরং স্বশিষ্যন্ত্বলোক্য পূর্ব্ববত্ ।

ন চালিতা তস্য শরীর দম্বিকা

তত্ প্রাণনাভ্যাং সকলং বিলীনং ॥ ৮২

ততঃ স্বদণ্ডোপরি দেহভারং

সন্ম্যস্ব সাধুঃ সুস্থমুত্থিতঃ সন্ ।

নিঃশব্দभायेन कुटीर मध्यतो

वह्निर्गतः शिष्य समाधियोगतः ॥ ৮৩

মধ্যলীলায়াং ১৩শঃ অঃ ।

পরন্তু চেৎ কৌঃপি কুটীর মধ্য

প্রবিশ্য শিষ্যস্য সমাধিমঙ্গলং ।

করোতি শঙ্খায়ুত সাধুরিতি

যুত্বাবরুদ' সৃষ্ট' তদালয়' ॥ ৮৪

Totapuri regained his consciousness after a lapse of four hours. He found his disciple still sitting serene without any sign of life. He got up leaning on his stick and came out of the cottage. He closed the door very tightly lest somebody should enter and disturb his disciple.

82 to 84

বঙ্গানুবাদ :—

প্রায় ৪ ঘণ্টা পরে পুরীর সমাধি ভঙ্গ হইলে ও নিজ শিষ্যকে পূর্বের মত নিশ্চল অবস্থা দেখিয়া শিষ্যের দেহ-বস্ত্রের স্পন্দন শূন্যতা এবং শ্রাণ নাড়ীর সর্ব্বভোভাবে বিলীনতা অবলোকন পূর্ব্বক নিজ বষ্ঠির উপর ভর দিয়া আনন্দের সহিত দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কুটীর মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন । ৮২ ৮৩

পরন্তু যদি কেহ কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শিষ্যের সমাধি ভঙ্গ কবেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সেই গৃহটি সূক্ষ্মভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন । ৮৪

স্থানি কুটীরস্য সমৌপধির্নি

স্বস্ত্যাসনে পঞ্চঘটী সুসংলগ্নে ।

তন্মূলদেশে সুশস্যসিস্তুমগ্ন

আসতি কুটীর' সুবিলীঘ্য যোগী ॥ ৮৫

মধ্যলীলায়াং ৭৩শঃ অঃ ।

হাস্য মুক্ধৈ সদনস্য তস্য
 গিত্যস্য চাশ্রয়মপেक्षমানঃ ।
 মধ্যন্दिनाद्रात्रि समागमेऽपि
 न स्पन्दनं नापि समाधिभङ्गः ॥ ৮৫
 কিত্ত্বত সৰ্ব্বজ্ঞ মুসুখঃ স
 যোগী চমত্কারযুতস্তদানীং ।
 দৌল্য দ্বিতীয়ে’হ্নি গতি’পি তস্যৌ
 ন চঞ্চলো ধৈর্য্য বিশেষ যুক্তঃ ॥ ৮৬

Just in front of the cottage Tatapuri seated himself under the trees at Panchabati with his eyes watching the cottage carefully. He waited and waited but his disciple did not move. Two days had passed and there was no stir or movement.

85 to 87

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবার কুটীরের সামনে পঞ্চবটীর মূলদেশে নিচ আসনে উপবেশন পূর্বক কুটীরের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া যোগী তাতাপুরী আনন্দ সমুজ্জৈ নিমগ্ন হইয়াছিলেন । ৮৫

সেই কুটীরের দ্বার মুক্তির জন্ত শিষ্যের চঞ্চলতা অপেক্ষা করিয়া প্রায় রাত্রি আগত হইলেও শিষ্যের চাক্ষু্য বা সমাধিত হয় নাই ।

৮৬

কিন্তু যোগী তাতাপুরী ঐ স্থানে সর্বদা উন্মুখ হইয়া অত্যশ্চর্য্য ভাবে দীকার দ্বিতীয় দিন গত হইলেও শিষ্যের সমাধির কোনরূপ চাক্ষু্য না দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন । ৮৭

মধ্যলীলায়াং ৭২শঃ অঃ

অলৌকিকন্ত' সুবিলোক্য যোগো
সমাধিযুক্ত' পুরুষ' মহান্ত' ।
গবাচ্চরন্তু' কৃতটিপাতঃ
সুবিষ্কৃত স্তম্ভ তৃতীয় ঘসু ॥ ৫৮
গতেঽপি নো তস্য গরোর বিক্রিয়া
নামুত্তদা তস্য সমাধিভঙ্গঃ ।
অগাধগম্বীর সমুদ্রবতদা
দদর্শ' দেবন্ত্বচল স্বরূপ' ॥ ৫৯
তদা গুরো স্তস্য সুদীর্ঘ' ঘৈর্য'
সাধোঃ সুমগ্ন' বহু বিস্ময়িন ।
ততঃ পরিত্যজ্য' নিজ' হি পীঠ'
তদ্বারমুদঘাট্য কুটীর মধ্যৈ ॥ ৬০

Totapuri did not find any change in his
disciple even though three days had passed. He
lost his patience and went inside the cottage

88 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

যোগী তোতাপুরি মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক সমাধি
দেখিয়া দীকার তৃতীয় দিবসে জানালার ছিঁড় দিয়া দৃষ্টিপাত পূর্বক
অত্যন্ত বিস্মিত হইলে পর আর তৃতীয় দিবসের শেষেও শিষ্যের
সমাধি ভগ্ন হইল না দেখিয়া সেই সময় অচক্ষু অগাধ গম্বীর
শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়া গুরুর সুদূর বৈরা বিস্ময়ের সহিত ভগ্ন
হইয়াছিল । ৮৮৮২।২০

মধ্যলীলায়াং ১৩য়ঃ অঃ ।

তৎপরে তোতাপুরী নিজামন পরিভ্যাগ পূর্বক কুটীরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া তদ্ব্যপ্যে প্রবেশপূর্বক পূর্বের মত শিষ্যের সুস্থির ভাব দর্শন করিয়া শিষ্যের আশ্চর্য্য সমাধিভাব এবং দেহে প্রাণের প্রকাশশূন্য দেখিলেও প্রশান্ত গম্ভীর শিষ্যের মুখমণ্ডলের পূর্ণতা দেখিয়া তোতাপুরী বিচারপূর্বক শিব শাস্ত্র মূর্ত্তি সেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্পর্শ করিয়াছিলেন । ৯০।৯১।৯২

প্রবিষ্ট্য শিষ্যস্য দদর্শ' ভাব'

স্বীয়'ন্তথাপূর্ব'মিধাবভাস' ।

আশ্চর্য্য শিষ্যস্য মমাধিযোগ'

দেহে তথা প্রাণবিকাশ হানি' ॥ ৯১

তথাপি তস্যাননমণ্ডলস্য

প্রশান্ত গম্ভীর যুতস্য ভাব' ।

বিলোক্য যোগী স্ববিচার যোগাত্

পস্পর্শ' দেব' শিবশাস্ত্রমূর্ত্তি' ॥ ৯২

एवञ्चानुमितस्तेन ब्रह्मज्ञ पुरुषेण हि ।

मदीयोऽयं महाशित्योऽधुना बाह्यजगत्सु च ॥ ९३

सम्पूर्णं मृतकल्पोऽस्ति निर्विकल्प समाधिना ।

चित्तं ब्रह्मणि लীনन्तु निष्कम्पेव प्रदোषिका ।' ৯৪

Totapuri touched the body of his disciple and found him still lost in profound meditation. 91 to 94

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই ভক্তজপকৃষ্ণ অনুমান করিয়াছিলেন যে আনার এই মহাশিত্য নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা বাহ্য জগতে সম্পূর্ণ মৃত কল্পরূপে

মধ্যলীলায়া' ১২য়: অ: ।

অবস্থান করিতেছেন । এবং নিরুপ্প অশৌণ্ডিন্য শিষ্যের চিত্ত বাক্য
বিলীন হইয়াছে । ৯৩৯৪

তোতাপুরী সমাধিভ্যঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনঃ ।

দৃষ্টাদ্ভূত' নির্বিকল্প সমাধি' সমচিন্তয়ত্ ॥ ৮৫

চত্বারি'শদ্বর্ষমিত কঠোর সাধনাফল' ।

উপলব্ধ' ময়া যত্নত্ কিমনেনৈক বাসরে ॥ ৮৬

বহুদেশ ভ্রমায়ুনা স্বায়ত্তীকৃত মেব হি ।

ততো যৌগিক শক্ত্যা স ধ্যানমগ্নস্য যোগিনঃ ॥ ৮৭

সমাধি' দবশিত্বাতিবিস্ময়ানন্দসংপ্লুত: ।

তত: সুস্থস্বরেণাথ শিষ্য' প্রোবাচ ব্রহ্মবিত্ ॥ ৮৮

সত্য' সত্য' পুন: সত্য' সমাধৌ ব্রহ্মদর্শন' ।

ব্রহ্ম বিচারাত্ম্য শাস্ত্রবেদান্তে যো নিরুপিত: ॥ ৮৯

একেনাহ্বা স সমাধি স্তাব সম্পূর্ণ'তাং গত: ।

কথমেব' ন জানামি ভো শিষ্য ব্ৰহ্মি তদ্বি'মাং ॥ ৯০

On seeing this wonderful achievement of Sri Ramakrishna, Totapuri mused in himself. "How is it that he has achieved in a day what cost me forty years' hard and austere penance!" He then brought his disciple to consciousness and said to him, "Oh my disciple, tell me how you have been able to realise Brahma in a day." 95 to 100

বদন্তিবাদ: —

সমাধির ওর বিশেষভাবে অবগত তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণ বোগীর
অপূর্ব নির্বিকল্প সমাধি মর্শন করিয়া এইরূপ জাবিয়াছিলেন । ৯১

মধ্যলীনার্যা ১২য়ঃ অঃ।

যে আমি উপহিত বাহা দেখিতেছি ইহা কি সত্য ? আমি ৪০ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাহা অত্যন্ত কষ্টকর সাধনার ফল সম্যকরূপে অনুভব করিয়াছি তাহা বঙ্গদেশীয় একটি ছুবক এক দিনেই আয়ত্ত করিয়াছে। ৯৫।৯৬

তৎপরে তোতাপুরী বোগী ধ্যাননিমগ্ন শিষ্যের নির্বিকল্প সমাধিটি যৌগিক শক্তিবলে অপসারিত কবিতা বিস্ময়ানন্দে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ তোতা অতি উচ্চৈশ্বরে শিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিয়াছিলেন।

৯৭।৯৮

সমাধি দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন সত্য সত্য ধ্রুব সত্য ব্রহ্মবিচারার্থে ব্রহ্ম-সূত্রে বাহা নিরূপিত হইয়াছে। একদিনেই তোমার সেই সমাধি পূর্ণপ্রাপ্ত হইল। এইরূপ কিরূপে সম্ভব হয় তাহা আমি জানিনা। হে শিষ্য তুমি আমাকে তাহা বল। ৯৯।১০০

শ্রুত্বৈব শ্রীগুরোর্বাক্যং প্রত্যাচ তমোহরঃ ।

অস্মি পৌরাণিকী বার্তা স্বদ্বাদ্বীনৃপতির্বরঃ ॥ ৭০৭

চপদেশ্যেবগুরো'মু'হুর্ন সময়িন চি ।

মমত্ব' সম্মরিত্যজ্য দেহাদৌ বিপয়ৈশ্চ চ ॥ ৭০২

স্বম্যায়ুপঃ স্তণ জ্ঞাত্বা গতবানময়ং হরি' ।

ভরতস্বাম্বরীপস্য গয়ম্য নহুপম্য চ ॥ ৭০৩

দেশব্রতস্য রাজর্ষে'বিশ্বুরাভাদিকস্য চ ।

ভক্ত রামপ্রসাদস্য কৃষ্ণরাম নৃপস্য চ ॥ ৭০৪

ক্লেশত্ব তুলমীদাস স্বামিনোরপি বা তথা ।

মর্ষ'ণা' মিহিনাভো'ভূ'ম্বিকল্য সমাধিনা ॥ ৭০৫

তথেষ্ব মামক' বিহি নির্বিকল্য সমাধিজ' ।

ভটিলৈবগতানিহি সৎগদম্বা প্রসাদতঃ ॥ ৭০৬

মধ্যলীলায়াং ৭২য়ঃ শ্লোকঃ ।

ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাदीনামারাঘ্যা শক্তির্ইব সা ।

নৈবান্ন বিদ্বয়ঃ কার্য্যী যতঃ সৈব গুরোৰ্যুগঃ ॥ ৭০৩

At this, Sri Ramakrishna replied, "There are many instances of realisation of Brahma in a very short time. King Khattanga realised in less than two hours. Bharat, Ambarisa, Gaya, Debabrata, Parikshit, Ramprosad, Krishnaram, Trailanga, Tulsidas etc.—all of them realised Brahma.

101 to 105

I have also achieved success in a very short time by the grace of the Goddess, who is worshipped even by Brahma, Vishnu and Shiva.

10 to 107

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইরূপ গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। হে গুরু এ বিষয়ে পৌরাণিক বার্তা অনেক আছে। তন্মধ্যে খট্টাঙ্গ নামে একটি রাজর্ষি দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশমত দুইদণ্ড সময়ের মধ্যে দেহাদিতে মম্ব ও দেহাদিতে আসক্তিশূণ্ণ হইয়া এবং নিজের আত্ম মাত্র এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দুই দণ্ড জানিয়া নিर्वিকল্প সমাধি দ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন। ১০১।১০২

এইরূপ ভরত রাজা অম্বরীষ, গয়াসুন্দর, নহষ, ভীষ্মদেব এবং রাজর্ষি পরীক্ষিত প্রভৃতিরও অত্যল্প সময়ের মধ্যে সমাধিদ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন। ১০৩

এবং অল্পদিনের কথা ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ,

মধ্যলোভায়াং ৭৩য়ঃ অঃ ।

জৈলদ্রবামী, ভূনমৌদাস প্রভৃতি হৈহার্য সকলেই নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । ১০৪।১০৫

তরুণ জগদম্বার কৃপায় আমার শীঘ্রই নির্বিকল্প সমাধি আবির্ভূত হইয়াছে । এইরূপভাবেই আপনি অবগত হউন । অতএব এ স্থলে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই যেহেতু সেই জগদম্বাই গুরুর গুরু ।

১০৬।১০৭

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां श्रीरामकृष्णदेवस्य तोतापुरो नामक दिगम्बर सन्न्यासि सकाशाद् १ममन्त्र यद्यथात्परमेव त्रिदिनं यावत् निर्विकल्प समाधिस्वरूपो मध्यलोभायास्तयोदगाध्यायः । मः १३ ।

Here ends the thirteenth chapter of Srf Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktiiritha.

বদান্তবাদ :—

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের পদমহাসংগ্রহ সংহিতার তোতাপুরী নামক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে জগদান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তরুণময় প্রহর নির্বিকল্প সমাধির বিষয় বদ্যানীলাস প্রদ্রোণ অধ্যায় বর্ণিত হইল । মঃ ১৩ সমাপ্ত ।

মধ্য লোভায়াচনুর্দগোঃধ্যায়ঃ

एवं श्रीरामकृष्णस्य शिष्यस्य मुपतप्तदा ।

श्रुत्वा तोता विमुग्धोऽभूत् प्रभावदर्शनेन च ॥ १

মণ্ডলীলায়া' ১৪শ: অ: ।

ত্রিরাত্র' কুত্বাশি ন স তিষ্ঠতি স্মেতি নিশ্চিত' ।
 ক্রোধী কঠোর সন্ন্যাসী নিজাত্মম মঠাঙ্ঘ্রি: ॥ ২
 মুক্তাস্বরাৎ কিঞ্চিদন্যৎ মস্তকাচ্ছাদন' নহি ।
 কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণস্য শিষ্যস্যাখ্য' শক্তিত: ॥ ৩
 ভূত্বাত্মন্ত সমাকটো দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ।
 একাদশমাসকাল' একাদিক্রমতস্তথা ॥ ৪
 ভগবন্ত' সমাসাদ্য পরমানন্দ নিহৃত: ।
 যাপয়ামাস হর্ষেণ শিষ্যেণ সচ সঙ্গত: ॥ ৫
 চণ' শিষ্য' পরিত্যজ্যান্যত্র গন্তু' ন শক্ষতে ।
 মনোঽপি নেচ্ছতি ত্যক্তু' পাদৌ ন চলিতু' চমৌ ॥ ৬

On hearing these words from Sri Ramakrishna and also seeing his uncommon spiritual attainment, Totapuri was greatly charmed. He never stayed anywhere for three nights since he had left his abode; and he would not use anything to cover his head. But he was so attached by Sri Ramakrishna that he continued to stay at Dakshineswar for eleven months. He never thought to part with his disciple for a moment.

1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় শিষ্য রামকৃষ্ণের মুখ হইতে এইসকল কথা শুনিয়া এবং শিষ্যের প্রভাব দেখিয়া ভোতা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন । ১

মধ্যলীলায়াং ১৪মঃ অঃ ।

অত্যন্ত ক্রোধী কঠোর সন্ন্যাসী নিজের আশ্রমের কুটীর হইতে
অন্ততঃ কোথাও তিন রাত্রি বাস করেন নাই ।

এবং মন্তকের আচ্ছাদনমুক্ত আকাশ ভিন্ন অণ্ড কিছুই ছিল না ।
কিছু শিষ্য রামকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য্য শক্তিতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে
অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া একাদিক্রমে একাদশ মাসকাল শিষ্যের সহিত
মিলিত হইয়া পরামানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন । ৩।৪।৫

ঋণকাল শিষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রত গমনে সমর্থ হইতেন
না । মনও শিষ্যকে ভুলিত না । ছুটি পাও সেইরূপ চলিতে সমর্থ
হয় নাই । ৬

জ্ঞতধানতিধন্যন্ত' স্বয়' সফলতাং যতঃ ।
কিন্ত্বলৌকিক শিষ্যেণ ব্রহ্মজস্য যতেরপি ॥ ৩
বেদান্ত সাধনাসিদ্ধা বসমোহু' গুরোস্তথা ।
দ্রোপার্য্যদ্যোতকরুচ বাধ্যোজয় উদৌরিতঃ ॥ ৮
তদ্বাচানং গুরুঃ ক্রুদঃ কিন্তু বিস্ময়মাস্থিতঃ ।
শিষ্য বাধ্যোপলব্ধ্যর্থ' প্রয়াস' প্রাপ্তবান্ মুহুঃ ॥ ৯
তত্ কথ্য খণ্ডনে সাধুর্বেদবেদান্তপারগঃ ।
অসমর্থো ব্রহ্মবাদৌ মুছ্যত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১০
রামকৃষ্ণস্য সিদ্ধান্ত বচোভিন্যাসিনো বন' ।
সর্ব্ব' মঙ্গুর্নতামিতি কেবল' শাস্ত্রচতুপঃ ॥ ১১
দৃষ্টা সাধোঃ সুকম্পোঃসুচ্ছিত্ত্যস্য যোগধৈমব' ।
অধ্যাত্মিক জীবনস্য সমাখ্যপি প্রয়োজনম্ ॥ ১২

Both Totopuri and Sri Ramakrishna were
profited each other- Sometimes Sri Ramakrishna

মধ্যলীলায়া ৭৪য়ঃ অঃ ।

would use very coarse words sarcastically at Totapuri who was a follower of Vedanta philosophy. But Totapuri would not be angered rather he would be surprised, and try to realise the significance underlying the sayings of his disciple. His knowledge of philosophy did not help Totapuri to prove the sayings of his disciple insignificant. On the other hand Sri Ramakrishna shattered the knowledge of Totapuri, who felt that he had many things to learn from Sri Ramakrishna. 7 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

গুরু শিষ্যকে অতি ধম্ম করিয়াছিলেন এবং নিজেরও সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ যতি বেদান্ত সাধনাসিদ্ধি সম্বন্ধে অসমোদ্ধি গুরুব সম্বন্ধে সেইরূপভাবে অলৌকিক শিষ্য শ্লেষ ও রূক্ষ বাক্য বলিলেও তোতাপুরী গুরু ত্রুচ্ছ হইতেন না। বরং বিস্মিত হইতেন। এবং শিষ্যের বাক্যসকল বুঝিবার চেষ্টা করিতেন।

৭৮/১২

বেদ বেদান্ত বাক্যের উপলব্ধি কারী ব্রহ্মবাদী সাধু তোতাপুরী শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার শব্দে অসমর্থ হইয়া মুগ্ধ হইতেন। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার অর্থ বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেন না। ১০

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্ত বাক্য দ্বারা কেবলমাত্র শাস্ত্র চক্ষু সম্ভ্রাসীর সকল শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। ১১

মণ্ডলীলায়াং ১৪শঃ অঃ ।

সাধু তোতাপুরীর শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যোগেশ্বর্য্য দেখিয়া
হৃৎকম্প হইত । এবং ভাবিতেন আমার এইরূপ আধ্যাত্মিক
জীবনেরও শিষ্যের নিকটে জানিবার বিষয় বহু আছে । ১২

অত্য়সংখ্যশাস্ত্রাণ্যম্ শিষ্যায় বহুবিস্তারং ।

শিষ্য স্যলমিষিত্তোঃ সর্বদর্শী বিচক্ষণঃ ॥ ৭২

আধারঃ সর্বশক্তিণাং মহীয়ান্ মহতোঃপি চ ।

স্বাসনীপরি সংবিষ্য তোতা নামা যথাধিধি ॥ ৭৪

প্রত্যহং ধ্যানমগ্নোঃ স্মৃৎস্ম চিন্তা পুরঃসরং ।

একদা শ্রীরামকৃষ্ণো গুরুং পপ্রচ্ছ সাদরং ॥ ৭৫

পুংসৌ ব্রহ্মব্রহ্ম তব নিত্যধ্যান মনর্যকং ।

শ্রুত্বৈবৌবাচ শ্রীরামকৃষ্ণং তোতা সুযুক্তিকং ॥ ৭৬

শুদ্ধায়ং মনসৌ বত্স নিত্য ধ্যান প্রযোজনং ।

পরন্তু তেন মালিন্যং মনসঃ সুবিনশ্যতি । ৭৭

Totapuri thought, "Who is Shri Ramakrishna, his disciple. He seems to be well-versed in all the Sashttras and the wisest of the wise." He thought and thought. One day Sri Ramakrishna said to Totapuri, "Possessed with the knowledge of Brahma as you are, it is quite unnecessary for you to sit for meditation every day," Totapuri replied, "It is necessary to purify the mind."

13 to 17

কলেশ্বরে । ৩০

এবং ভাবিতেন মহৎ হইতে মহত্তর সর্বশক্তিবৃদ্ধ বিচক্ষণ সর্ব-
দর্শী আমার শিষ্যরূপে অধিষ্ঠিত এই মহাপুরুষ কে ? ১৩

মধ্যলীলায়াং ৭৪তমঃ অঃ ।

এইরূপভাবে তোতাপুরী প্রতিদিন নিজ আসনে বসিয়া যথাবিধি ধ্যান মগ্ন হইতেন । ১৪

এইরূপভাবে ব্রহ্ম চিন্তায় অধিষ্ঠিত তোতাপুরীর নিকটে কোন এক সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরুকে সমাদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । আপনি ব্রহ্মের পুরুষ আপনাত্ম প্রতিদিন ধ্যানের প্রয়োজন কি ? রামকৃষ্ণের বাক্যার্থ বেড়া তোতা সেইরূপ কথা শুনিয়া বলিলেন বৎস ? মনের শুদ্ধির জন্য নিত্য ধ্যান প্রয়োজন । নিত্য ধ্যান করিলে মনের মালিখ দূরীভূত হয় ।

১৫১৬১৭

যযেদ' পিত্তন' পাত্ন' পত্ব' মাজিত' যদি ।

মালিন্যেন ন লিপ্যেত শূদ্ররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ৭৮

শ্রুত্বৈব' শ্রীরামকৃষ্ণ ইন্দ্রদাস্য পুরঃসর' ।

প্রোবাচ যদি তত্ পাত্ন' কাম্বুনদময়' ভবেত্ ॥ ৭৯

তত্র নিত্য শূদ্ররূপে মালিন্য' মম্বষেত্ কুতঃ ।

সর্ব্বদা শূদ্ররূপস্তান্মালিন্যেন ন যুগ্মতে ॥ ২০

তীতা শ্রীরামকৃষ্ণস্য শ্রুত্বা প্রযুতর' ধবঃ ।

অণ' বাক্যন্যতামাপ সত্যন্তদিতি নিষিতম্ ॥ ২১

পুনরন্যদিনে ব্রহ্ম বিচার সমধি তয়োঃ ।

প্রজ্বলিত হৌমবহ্নে জ্ব'মস্ত' কাষ্টক্কাণ্ডক' ॥ ২২

"Just as this brass utensil requires rubbing and cleaning to keep it free from impurities" At this Sri Ramakrishna smiled and said. "If the

মহ্যনৌলায়া ১৪য়: অ: ।

utensil is made of gold, the question of impurities, rubbing and cleaning cannot arise. You have purified your mind for all times by your knowledge of Bramha. Hence the process of purification in your case is quite unnecessary." Totapuri had nothing to say further. Another day when both of them were discussing on Bramha before the holy fire. 18 to 22

বস্ত্রাবাদ :—

যে রূপ এই পিতলের ঘটা যদি প্রতিদিন মাজিত হয় তবে তাহাতে মালিন্য হয় না। পরন্তু পাত্রটি পরিষ্কারই থাকে। ১৮

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরু তোতাপুরীর এইরূপ কথা শুনিয়া শ্রবঃ হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন। যদি এটা লোটাটি সোণার হয়, তবে ইহা সর্বদাই শুদ্ধভাবে থাকিবে। তাহাতে ময়লা ধরে না।

১৯।২০

তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেইরূপ প্রত্যুত্তর শুনিয়া অবাক হইয়াছিলেন এবং ইহা শ্রব সত্য এইরূপ হিঁচ করিয়াছিলেন। ২১

পুনরায় অশ্রু একদিন গুরু নিম্নোক্ত ব্রহ্মবিচার সময়ে সমুখস্থ প্রস্থলিত হোমায়ির একটি অলস কাষ্ঠবৎ। ২২

দেবান্যথ্য মম্বসা মূল্যী লম্বাছ তং যদা ।

তদা তত্‌মাছমং দৃষ্টা নীতা যচ্চিরিষ জ্ঞানান্ ॥ ২৩

মক্রোধং প্রাছ তং মূল্যং কথং ত্বমগ্নিমগ্নদ্বী : ।

যত্র যথিত্বান্নি মচ্চী সর্ঘ্বং দেবা: মম্বাসবা: ॥ ২৪

বঙ্গানুবাদঃ—

মর্যাদাশূন্য গুরুকপী ব্রহ্মজ্ঞ আপনাকে ধিক্। যেহেতু আপনি এই এখনই বলিতেছিলেন জগৎ ব্রহ্মময়, এই পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা দেখা যাইতেছে সমস্তই ব্রহ্ম হইয়া প্রব সত্য। সেই ব্রহ্মই সত্যবস্তু তিনিই আত্মা। এইসকল বেদবাক্যেব অশুকুল সাধনের কি এই ফল। ২৮।২৯

এইকপভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শুনিয়া তোতাপুরী-ত্রিশূল তাগ কনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া স্তম্ভভাবে পুনর্বার আসনে উপবেশনপূর্বক অত্যন্ত অশুভপু হইয়া বলিয়াছিলেন। ওহে ব্রাহ্মণ্য তুমি যাহা বলিলে তাহা অতি উপদেশ আমার পবন মঙ্গলদায়ক ও ক্রোধ শাস্তির বাক্য। এই ক্রোধই আমার মহা শত্রু এবং সদস্য ভাবের নাশকাণী। ৩০।৩১।৩২

অর্থবাছ' সন্ত্যজামি পাপক্লোধ' সুনিশ্চিতম্।

যেন মে যোগযুক্তস্য স্খলন' ভবতি ধ্রুব' ॥ ২২

অগ্নিস্তদ্বাহিকাশক্তে'রমেদঃ শাস্ত্রসম্মতঃ।

ব্রাহ্মণী ব্রহ্মযুক্তো' মাছামেদ' শ্রুতিস্তথা ॥ ২৪

আজন্ম পুরুষাকারাম্ম্যো' তোতা ন তু ববচিৎ।

শক্তি শক্তিমতৌ' বিবমমেদ' স্বীকরত্যসৌ ॥ ২৫

ব্রহ্মনির্ভর্যক' বস্তু তোতা বদতি সন্তত'।

শ্রীরামকৃষ্ণ্যো' বদতি পূর্ণব্রহ্ম সমশক্তি' ॥ ২৬

এব' ব্রহ্ম বিচারে তু গুরোঃ শিষ্যস্য চ দ্বয়োঃ।

সংঘর্ষঃ' সুমহান্' জাতৌ' ব্রহ্ম সিদ্বান্ততস্তয়োঃ ॥ ২৭

মণ্ডলোক্তায়া ১৪য়: অ: ।

“From this day onwards I - shall not allow myself to be overcome by anger, which causes set-back in my penance.” It is said in the holy books that fire and its power of burning is one and the same and that Bramha and its power is one and the same. Totapuri did not agree that power and the powerful was one and the same. He maintained that Bramha was devoid of any quality or virtue. Shri Ramakrishna held that Bramha was allpowerful. In this way a very wide difference of opinion between the two developed.

33 to 37.

বঙ্গানুবাদ : —

আজ হতে আমি পাপকণী ত্রৈলোক্যে হুনিচ্চিত্তভাবে সম্যক প্রকারে ত্যাগ করিলাম। এই ত্রৈলোক্যের দ্বারাই যোগযুক্ত আমার পত্তন অনিবার্য। ৩৩

যে রূপ অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তির শাস্ত্রসম্মত অভেদ। সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির অভেদ বেদে বলা হইয়াছে। ৩৪

কিন্তু আজন্ম পুরুষাকারের পক্ষপাতী তোতাপুরী যোগী সেই শক্তি এবং শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করেন নাই। ৩৫

তোতা সর্বদাই বলেন ব্রহ্ম নির্বিশেষ বস্তু। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেন পূর্ণব্রহ্ম শক্তিযুক্ত বা সমর্থক বস্তু। ৩৬

এইরূপে ব্রহ্ম বিচার সময়ে শুধু শিষ্যেরও পরস্পর অভ্যন্তর বাদানুবাদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষয়ে উভয়ের পৃথক মত। ৩৭

মধ্যলীলার্য্য ৭৪মঃ অঃ ।

কিঞ্চ যে ভগবান্ ভগবান্ সৰ্বকৰ্মেণ সৰ্বকৰ্মেণ বিবৰ্ধন সৰ্ববিধান
কৰ্ত্তা স্বামী, মাতা, পিতা, পিতৃ ও সূত্ৰ ইত্যাদি ভাবে সেই সেই
সাধন দ্বারা সৰ্বোত্তম সাধকগণ শ্ৰুতিগণেরও আরাধা, সৰ্বানন্দপ্ৰদ
সচ্চিদানন্দ দিত্ৰঃ এক অক্ষয় তত্ত্বরূপ মুক্তিদাতা ভগবান্কেই
নিষ্কলঙ্কপে পাইয়া থাকেন । ০১৪১৪২

জ্ঞানিনো য' ন বিদন্তি কেবল' জ্ঞান চক্ষুযা ।

বিদন্তি সতত' তে হি যি হি তচ্ছরণ' গতাঃ ॥ ৪২

তোতা: শ্রীরামকৃষ্ণস্য বাধ্য' সৰ্বাঙ্গসুন্দর' ।

শ্রুত্বাপ্যাহ বিকৃতস্য প্রলাপোঃ' সুনিশ্চিত: ॥ ৪৪

শ্রুত্বেব' রামকৃষ্ণস্তু প্রোবাচ ত' গুরু' পুন: ।

জ্ঞাস্যসি ত্ব' তদা সাধী যদা মাতু কৃপা ভবেৎ ॥ ৪৫

তত্‌প্রসাদ' বিনা কোঃপি ব্রহ্মরূপা' সনাতনী ।

ন যেতি জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্তো ন মনসা কাচিত্ ॥ ৪৬

এতচ্ছিন্তনত্রে সাধু রক্তাতিসার পৌড়য়া ।

কঠোর যন্ত্রণায়ুক্তো বমুঃ পৌড়িতো মৃগ' ॥ ৪৭

"God cannot be known by intellectual efforts. Those who pray and await his grace can know him." Tota said, "What you say is very sweet to hear but is at bottom void of any reason or rhyme." Ramakrishna replied, "You will know the truth only when my Mother will be kind to you." In the meantime Totapuri was suffering from painful dysentery. 43 to 47.

मध्यलोमायां १४३ अः ।

वदन्तिवापः :-

জানিগণ কেবলমাত্র জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাঁকে জানিতে পারেন নাই।
যে সকল ব্যক্তি তাঁহার শরণ লয় তাঁহারাই তাঁহাকে জানিতে
পারেন। ৪৩

তোতাপুরী ঠাকুরের সর্বাঙ্গসুন্দর বাক্য শ্রবণ করিয়াও বলিয়া-
ছিলেন ইহা পাগলের প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নয় । ৪৪

ঠাকুর পুরীর এইরূপ কথা শুনিয়া গুরুরূপী সম্যাসীকে পুনর্বার বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। হে সাধু, আপনি তখন জানিবেন যখন মায়ের কৃপা পাইবেন। ৪৫

কৃপাময়ীর কৃপা ভিন্ন কেবলমাত্র জ্ঞান বা বৈরাগ্যের দ্বারা সেই
অস্বরূপী সনাতনী ভগবতীকে কোনও ব্যক্তি কখনও জানিতে সমর্থ
হন নাই। ৪৬

ডুংগরে ছই একদিনের মধ্যেই সাধু ভোতাপুরী রক্তাতিসার
বা রক্ত আমাশা রোগে অত্যন্ত পীড়িত ছইয়া ভীষণভাবে যন্ত্রণা
পাইয়াছিলেন। ৪৭

सोदरस्य महानाद्याः कर्त्तृमादिव भीषणा ।

आतामह यातनाहि ध्यान ज्ञान विलोपिका ॥ ४८

अभूदत्यन्तरूपेण हाहतोऽपि वदन् मुहुः ।

एवं चित्तस्य वैकल्यं ब्रह्मनिष्ठस्य योगिनः । ४८

किं कर्तव्यं विमृदय्य देहान्मृत्युं वादिनः ।

जगज्जोशदिकं वस्तुमर्जं मिष्टयेति तन्मतम् ॥ ५० ॥

किन्तु देहस्य पीडायाः कथमस्योद्धतिर्भवेत् ।

वेदान्तवादी मन्त्रार्थानि निगीय मन्त्रेण ॥ ५१

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ ।

রোগচিন্তা ব্যাকুলিতো মনস্যেতদচিন্তয়ত্ ।

পঞ্চমূলীত্য দেহো'য়ং যন্ত্রণাধাররূপকঃ ॥ ৫২

Very acute stomach trouble accompanied with unbearable pain made him too restless to observe his holy practice. He repeatedly exclaimed, "Alas, I am in the jaws of death." Such was the unbalanced state of mind. He who held that Brahma was the only reality and the world with all animate and inanimate things was as false as a mirage, now could not deny the reality of his physical pain. The ascetic felt that this physical body made of five elements was the abode of all pains. 48 to 52.

বঙ্গানুবাদ :-

উপরের নাড়ীসকল কাটিয়া ফেলার মত যন্ত্রণা, ধ্যান ও জ্ঞানের নষ্টসাধনরূপা অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়াছিল । ৪৮

এবং হায় আমি মরিলাম এইরূপ পুনঃপূর্ব্বার বলিতে বলিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় যোগী তেতোপুরী দেহ বলিয়া কিছুই নাই এইরূপ সিদ্ধান্তবাদী যোগীর মত জীবাদি সমস্ত জগৎ মিথ্যা হইলেও দেহের হাতনার অস্বীকার করিতে করেন । ৪৯।৫০

সেই সন্ন্যাসী তখন রোগচিন্তায় অস্থির হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে এই দৃষ্টমান দেহ পঞ্চভূত হইতে উদ্ভব হইয়াছে । অতএব এই দেহটি যন্ত্রণার আধারস্বরূপ ইহা প্রব নিশ্চিত । ৫১।৫২

মধ্যলীলায়াং ৭৩শঃ শ্লঃ ।

কো বিদ্বানাত্মসাত্ কৃৎবা দেহং পুণ্যতি যত্নতঃ ।

রাত্র্যামস্যামিমং দেহং গঙ্গাগর্ভে সুনিযিতং ॥ ৫২

বিসৃজ্যাস্থিন দুঃখানামবসানং করোম্যহং ।

সঙ্কল্পমাত্রং তত্ কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুং তোতা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৪

স্বমনো ব্রহ্ম চিন্তায়াং পূর্বাভ্যাস বলেন হি ।

নিযুজ্য ধীরভাবেন গঙ্গায়ামবতোর্থ্য চ ॥ ৫৫

জানুদগ্নং জলং বীক্ষ্য ক্রমশোঃপি সন্তস্যৌ ।

কিন্চিৎ মহদাশ্চর্য্যং বহু দূরগতোঃপি সঃ ॥ ৬৬

কুতাপি ন জলং প্রাপ জানোরুপরি সঙ্গতম্ ।

প্রায়েন ক্রমশঃ সাধুঃ পরপারস্য সন্নিধিঃ ॥ ৫৩

“Who is that wise man who thinks that his body is his own and sets himself to nourish it carefully. This night I shall throw my body into the Ganges and thus make an end to all my pains.” With his mind meditating on Bramha, he slowly stepped into the river. He was a long long way off from the bank, yet the water was only knee-deep. He moved onwards for the desired depth. But he was surprised to see that nowhere the water rose above his thigh. He had almost crossed the river and come very near to the opposite bank. 53 to 57.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব কোন পণ্ডিত ব্যক্তি নিতের দেশকে আমার বলিয়া ধ্বংস-পূর্বক পোষণ করেন। আমি এই দেহটি গঙ্গা গর্ভে নিমজ্জিত

মধ্যলীলায়া' ১৪শ: অ:।

করিয়া পরিত্যাগ করিব। তাহা হইলে আমার সমস্ত যত্নবার
অবসান হইবে। এইরূপ সঙ্কল্পমাত্রে সেই কার্য্য করিবার জন্ত
তোতা প্রস্তুত হইলেন। ৫৩৫৪

পূর্বের অভ্যাসের বলে নিজের মনকে ত্রুণ চিন্তায় নিমগ্ন করতঃ
ধীরে ধীরে গঙ্গাগর্ভে যাইলেন। ৫৫

গঙ্গায় জামু পবিত্রিত জল দেখিয়া ক্রমশঃই তোতা গঙ্গার
মাঝখানে যাইলেও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেখানেও
গঙ্গার জল জামুর উপরিভাগ উঠিল না দেখিয়া নাধু ক্রমশঃ প্রায়
গঙ্গার পরপারের নিকটবর্ত্তী হইয়া গঙ্গা পার হইয়া রাত্রির অন্ধকারে
গঙ্গার তীরবর্ত্তী গৃহ বৃক্ষ এবং তীরস্থ গো মহিষাদি ছায়ার মত দেখিয়া
ছিলেন। ৫৬।৫৭।৫৮

প্রাপ্তো নিশান্মকারিণ দূরস্থান্ গৃহপাদপান্।

তথা তত্রস্থ দ্রব্যানি জ্জায়ামিষ স দৃষ্টবাম্ ॥ ৫৮

বিষ্ময় স্তব্ধমাবিন তদা তোতা পরিশ্রুতঃ।

প্রায়েন ঘটিকা যাবত্ তত্র স্থিত্বাপ্যচিন্তয়ত্ ॥ ৫৯

মায়াকৈয়' কুতো বৈয় মায়াতা বিশ্বমৌহিনী।

আমুরী যাত্ দেবী বাতবা কালী পরীক্ষণম্ ॥ ৬০

শ্রিত্ব মাতা জগদ্ধাত্রী ব্রৈলোক্য জননী শিবা।

অনুকম্পা বলাদ যস্য সৃষ্ট্যুর্মা' ন প্রমিষ্যতি ॥ ৬১

কলেবর' তুচ্ছমিদ' ন নিমজ্জয়িতু' চমঃ।

মাগীরথ্যা জল' নাস্তি জানুমানাধিক' কিল ॥ ৬২

In the darkness of the night, the dwellings
trees and and all other things on the bank were

seen like shadows. He remained there wonder-struck for about an hour and began to brood over the matter. "Is it due to some evil influence or godly power or a test by the Goddess Kali, by whose grace even death would not lay his hand upon me. I have not been able to drown myself as the water does not rise anywhere above my thigh. 58 to 62.

বদ্রানুবাদ :—

সেই সময় ভোতাপুরী আশ্চর্যান্বিত হইয়া শুকভাবে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল সেই পরপারে গঙ্গাগর্ভে অবস্থানপূর্বক এইরূপ ভাবিয়াছিলেন । ৫৯

ইহা কি মায়া ? কোথা হইতেই বা এই বিশ্ববিমেহিনী মায়া আসিয়া উপস্থিত হইল । ইহা কি আশুরী মায়া কিংবা দেব মায়া অথবা কালীমাতার পরীক্ষা । ৬০

বোধহয় শিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতা ত্রৈলোক্য জননী লক্ষ্মণী নিবাসী বাঁহার কৃপা বলে মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিল না । ৬১

এই ক্ষুদ্র দেহটাকে গঙ্গার জলে ডুবাইতে পারিলাম না । মৃত্যু দেহ প্রমাণ গঙ্গায় জল নাই । ৬২

অসী জীৱন্তীলিখ দুৰ্বিমায়া শরীরিণাম্ ।

লৌচিহ্নাগায়ী গৰ্ভে চক্ৰং বীণাঃ মহামুগঃ । ৬৩

লীলীপতি মদা ভাস্তি মমায়াস্ত্যর্থাৎ বাস্তব ।

যথ তস্ম্যন্তরং শুদ্ধমাস্তিতমমুদা । ৬৪

মধ্যলোনায়া ১৪মঃ অঃ ।

মৌচীনষ্টঃ স্মৃতিলঙ্ঘী ভগবত্যাঃ প্রসাদতঃ ।
 অপরূপো জ্বললোকসম্পাতৌদিচ্ প্রকাশিতা ॥ ৬৫
 তত্রাপশ্যন্মাত সূৰ্ত্তি জ্যোতিষামন্তরে স্থিতা ।
 বিশ্বস্য জননৌ সাচ্চাদচিন্ত্য শক্তিরূপিণী ॥ ৬৬
 জলে স্থলেচান্তরীচে শরীরে স্তে মনস্ব্যপি ।
 সুস্থতায়াং যাতনায়াং জ্ঞানৈজ্ঞানৈছবস্থিতা ॥ ৬৭

He realised that such miracles were ever a mystery to man. Surely the river was deep enough to float thousands of ships sailing to and from the sea. He perceived the all-pervading glory of the Goddess, in the earth, water and the sky, inside and outside his own body.

63 to 67

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এই ঐশ্বরিকীলীলা দেহধারী মানবগণের অচিন্তনীয় ইহা ঐব নিশ্চিত । তা যদি না হয় তবে ভাগীরথী গঙ্গার গর্ভে অসংখ্য বৃহত্তর জলযান ভাসমান হইয়া সর্বদা রহিয়াছে । এবং সমুদ্র হইতে কত অসংখ্য জলযান আসিতেছে । এইরূপভাবে সেই সময় তোতাপুরীর অন্তরের চক্ষু উন্মোচিত হইয়াছিল । ৬৩৬৪

মাতা বিশ্বজনীর অশুগ্রহে তোতাপুরীর অজ্ঞানাককার নষ্ট ও জ্ঞানেব প্রকাশ হইয়াছিল । এবং সেই সময় বর্ণনাভীত অত্যাশ্চর্য আলোক পতনে দিকসকল জ্যোতির্ময় হইয়াছিল । ৬৫

সেই জ্যোতির্মধ্যে সাক্ষীং জগন্নার অচিন্ত্যরূপিণী মাতৃ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন । ৬৬

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ ।

যে মাতা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার স্বরূপা সনাতনো জলে স্থলে
অম্বরীকে স্বকীয় শরীরে বাতনায় স্নানতায় জ্ঞানে ও অজ্ঞানে সর্বত্র
বিরাজিতা । ৬৭

জীবিত্যপ্যথ শ্রুত্বৌ যদৃষ্টে যত্ শ্রুতিঃপি চ ।

সা মাতাখিল বিশ্বস্বাধাররূপা সনাতনী ॥ ৬৮

নয়তি ধ্রুবমধৌষ্মমধ্রুং ধৌষ্মমপ্যসৌ ।

অন্তর্যামি স্বরূপেণ জীবানামন্তরে স্থিতা ॥ ৬৯

তস্যা ইচ্ছাং বিনা কৌঃপি স্বপ্রভাবেন মুক্তত্বাং ।

প্রাপ্তং কদাপি নো যন্তো মত্তুং বাপি ন শক্যতে ॥ ৭০

শরীরবৃদ্ধিমনসামতীতে চ সদাস্থিতিঃ ।

সুরীয়া নিগুণা শুদ্ধা চিদানন্দরূপিনী ॥ ৭১

মাতা ব্রহ্মসয়ী জ্ঞাতাধুনা প্রত্যক্ষরূপতঃ ।

তয়া শ্রুতুমুখপ্রস্তুৌ হৃদং সম্পূর্ণং সুস্থিতাং ॥ ৭২

“She is the Eternal Being who is the creator, preserver and destroyer of this universe. It is she who can make the truth untruth and the untruth truth. She is the source of life. None can do anything against Her will. She is beyond all knowledge and intelligence. She has made me free from the disease which would have caused death to me. 68 to 72

বঙ্গানুবাদঃ—

অথবা যিনি জীবিতাবস্থায় মৃত্যু সময়ে দৃষ্ট বা অপ্রাপ্ত বিষয়ে সেই
মাতাই সমগ্র জগতের আধার স্বরূপা ন্তিত্যা । ৭৮

মধ্যলীলায়াং ১৪য়ঃ অঃ ।

এবং যিনি প্রবকে অপ্রবকে প্রবে পরিণত করেন অর্থাৎ সমস্ত জীবের অন্তর্ধামিরূপে অবস্থান করেন । ৬৯

এবং কোনও একটি জীব ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ভিন্ন নিজ শক্তিতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না । এবং এরূপ শক্তি কাহারও নাই যাহাতে সে ইচ্ছা করিয়া মরিতে পারে । ৭০

শরীর বুদ্ধি ও মনের অগোচরে তাঁহার স্থিতি । সেই তুরীয়া নিগুণা সচ্চিদানন্দরূপা বিমুক্তা ব্রহ্মময়ী মাতা সম্প্রতি প্রত্যক্ষরূপে আমার পরিচিতা হইলেন । সেই ব্রহ্মময়ী দ্বারা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা প্রাপ্ত হইলাম । সম্পূর্ণরূপে রোগশূন্য হইয়াছি রোগ বস্ত্রণা কোথায় গেল । ৭১/৭২

নীতৌ রোগৌ গতঃ কুত্র গতা বা রোগয়াতনা ।

নাস্তি তথা বিধৌ রোগঃ শৌকৌ বাপি শরীরিণী ॥ ৩৩

ন নাশয়সি যং কালৌ লুপাট্টেয়ব কেষলং ।

প্রায়েন সসতি সমা বাঙ্মনমামগোচরং ॥ ৩৪

ব্রহ্মৈত্যুপাসনায়ুক্ত স্তস্মৈ সৰ্ব্বং সমর্পিতম্ ।

দেহপ্রাণামনযাপি তস্মৈ দত্তং ময়া ধ্রুবং ॥ ৩৫

ব্রহ্মৈব সা জগন্মাতা মম প্রত্যক্ষতাং গতা ।

হরগৌরী স্বরূপেণ মত্সমীপে স্পর্শ্যমসৌ ॥ ৩৬

ব্রহ্মণৌ ব্রহ্ম শক্ত্যৈব মেদৌ নাস্তি কথঞ্চন ।

সাচাট্টা ময়াসাদ্য মহামায়া প্রসাদতঃ ॥ ৩৭

Her kind look alone can cure all diseases. I have dedicated my life and all to Brahma. I

মধ্যলীলায়া ৭৪শঃ অঃ ।

have now realised that she is Bramha and that
Bramha and its power is one and the same.

73 to 77

বদান্তবাদঃ—

দেহধারী জীবসকলের দত্ত বড়ই রোগ বা শোক হউক না কেন
কালীর কৃপাপূতি হইলে সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায় । ৭৩

আমি প্রায় ৭০ বৎসর যাবৎ অন্ধের উপাসনা বা সাধনপূর্বক
অন্ধেই সকল সমর্পন করিয়াছি । দেহ মন প্রাণ এই সকলও অন্ধেই
সমর্পন করিয়াছি । ৭৪।৭৫

সেই অন্ধই জগৎখা তিনিই আমার প্রত্যক্ষ হইলেন । আমার
নিকটে সম্প্রতি স্বরগৌরীরূপে প্রকাশিত হইয়া অন্ধ ও অন্ধশক্তির
ভেদ কিছুমাত্র নাষ্ট এই বেশ বিহিত সিদ্ধান্ত মহামায়ার কৃপায়
আমি আনি প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিলাম । ৭৬।৭৭

মধ্যলীলায়াং ১৪৪ঃ অঃ ।

পুনঃ পুনঃ স্বীদরে স কৃত্বা তু করতাদ্ভনং ।

সম্পূর্ণ যাতনাভাষ্যং রোগমুক্তিঁ বিনোক্ত্য চ ॥ ৮২

Totapuri again crossed the river on foot and came back to Dakshineswar. He seated himself at Panchabati by the side of the holy fire and felt himself quite recovered. 78 to 82.

বঙ্গানুবাদ :—

সেই গভীর রাতে জগদম্বা কালী ভক্তদম্বী শিবানী তোতাপুরী সাধুর ভক্তি গদগদচিহ্নে প্রকাশিতা হইয়াছিলেন । ৭৮

সেই অব্যক্ত ও অচিন্ত্যাবরূপা মহামায়ার দর্শন করিতে করিতে তোতা পুনর্বার আত্মপরিমিত গঙ্গার জল লব্ধনপূর্বক পরপার হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৮০

ভাগীরথী গঙ্গাকে নমস্কার করিয়া গঙ্গার তরঙ্গতরঙ্গিণী দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন । ৮০

তৎপরে ধীরে ধীরে পঞ্চবাটীর মূলদেশে নিম্ন হোমায়ি সমীপে অত্যন্ত আনন্দের সহিত অঘিনাসনে উপবেশনপূর্বক পুনঃপুনর্বার উসরে হাত দিয়া পরমানন্দে রোগমুক্তি জগৎ সম্পূর্ণরূপে বহুগাশূন্য দেখিয়া স্বাত্তিকালে গঙ্গাগর্ভে নুতন সনাদি আবির্ভূত হইয়াছিল তখনও তাহা মনের ক্রীড়াদায়ক হইতেছে । ৮১ ৮২

মহাগর্ভে নিম্নায়া যঃ সমাধিনেষকৃৎকঃ ।

আবির্মুতোদ্ভূতা ঘোঃপি মনমঃ প্রীতিদায়কঃ । ৮১

তদ্বিন্দ্যয়া ততম্মোতা বিনিত্র ময়নৈন চৈ ।

সুমধুরং রাবিশৈবং মাতুর্নামি জপৈন চ ॥ ৮২

মধ্যলোলায়াং ১৪য়ঃ শ্বঃ

ধ্যানেনাপি জগন্মাতুরূপপ্রত্যক্ষপূর্বকং ।

অপ্যপিত্বা স্বমানন্দাৎ কৃতকৃত্য মমম্যত ॥ ৮৫

এবং ব্রহ্মময়ো ভাবঃ প্রাপ্তঃ পূর্ব্বতপোবল্লাত্ ।

সর্ব্বমেব রামকৃষ্ণে প্রভাবান্নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৮৬

প্রত্যুপে শ্রীরামকৃষ্ণো রোগাতুর গুরোরথ ।

দেহিকং কুশলং জ্ঞাতুমাংসত্য গুরু সন্নিধৌ ॥ ৮৭

He passed the rest of the night brooding over his divine experience. In the morning Sri Ramakrishna came to Tota to enquire about his health. 83 to 87.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে তোতা সেই ঘটনাটির চিন্তায় এবং বিনিমিত্ত নয়নে স্মরণ করিয়া অবশিষ্ট সময় জগদম্বার নাম জপ এবং ধ্যানের দ্বারা জগদম্বার স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া পবমানন্দে রাত্রি যাপনপূর্ব্বক নিজকে যথ মনে করিয়াছিলেন । ৮৪।৮৫

পূর্ব্বের তপস্বীশক্তিতে এইরূপভাবে ব্রহ্মময়ীভ ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন । গঙ্গায় এক হাঁটু জল দেবীর দর্শন রোগ মুক্তি এবং সমাধি এই সকল অবস্থা এই সকল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবেই হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ । ৮৬

অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বে রোগাতুর গুরু তোতাপুরীর দেহ সম্বন্ধে কুশলাকুশল জানিবার জন্য ঠাকুর গুরুর নিকটে যাইয়া সেই স্থানে সেই সময়ে সেই গুরুকে অন্তরূপ দেখিয়াছিলেন । ৮৭

মহ্যলোলায়াং ৭৪শঃ শ্রঃ ।

অপশ্য ত্ত' গুহ' তত্র রূপান্তরমবস্থিত' ।
 ন রোগলক্ষণ' কিञ্চিজ্জাতিব পৃথগাত্মতা ॥ ৮৮
 হ্যাস্যহীনস্য মুখস্য সৰ্ব্বতঃ পরিবর্তন' ।
 আনন্দপ্লুতদেহোঃস্য' রোগমুক্তৌঃমবস্তুত্যা ॥ ৮৯
 স্বশিথ্য' অরামকৃষ্ণ' স্বপাশ্চ' অপ্যতিব্রতঃ ।
 উপবেশ্য ব্যতীতায়াং যামিন্যাং যা হ্যলৌকিকী ॥ ৯০
 ঘটনাঘটিতা তাং হি সৰ্ব্বাং স সমবর্ণয়ত্ ।
 এবমুক্ত' কথ্যশেপে কালৌ মে নিष्কলৌ গতঃ ॥ ৯১
 ব্রহ্মময়্যা যতো মাতুর্নাহ' বেদ্বি স্বরূপক' ।
 অহৌঃস্তুতা বাধতে মাং ব্রহ্মচয়ক্তি বিমানিতা ॥ ৯২

He found Tota quite hale and hearty. No symptom of any disease was visible. Tota cordially welcomed his disciple and narrated all that happened in the night. He further said. "I have wasted so many years of my life in vain, as I was quite ignorant of the glory of the Goddess. I have been too foolish to attach any importance to the power of Bramha (the Supreme being)

88 to 92

বঙ্গানুবাদঃ—

অর্থাৎ ঠাকুর পুরীর রোগলক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইয়াছিলেন না সম্পূর্ণরূপে অস্ত্র ভাব । ৮৮

পুরীর বদনমণ্ডল হস্তযুক্ত অতএব রোগমুক্ত হইয়াছেন এইরূপই ঠাকুর ভাবিয়াছিলেন । ৯২

মণ্ডলীলার্য্য ১৪শঃ অঃ।

পুরী শিষ্য রামকৃষ্ণকে দেখিবারাত্র সসম্মানে সযতনে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া রাত্রিকালে যেমকল অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছিলেন এবং কথার শেষে বলিলেন আমার এত কাল নিফলে গিয়াছে। ২০-২২

যেহেতু সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী কালীমাতার স্বরূপ জানিতে পারি নাই। আজ আমার বুদ্ধিশীনতা আমাকে ভ্রুঃ দিতেছে। যেহেতু আমি ব্রহ্মশক্তির অবমাননা করিয়াছি। ২২

বত্সাদ্য দিব্যচক্ষু ম' স্ফুটিত ত্বত্প্রসাদতঃ ।
 শ্বত্বেষ শ্রীগুরৌষাক্য' প্রত্যুবাচ পুরী প্রমুঃ ॥ ২৩
 শ্রীমদেতদ্বদন্তিস্তু সংশয়ঃ কৰ্ণচক্ষুযোঃ ।
 গতৌহ্য সবিশেষ' হি ক্রপামথ্যাঃ ক্রপাবলাত্ ॥ ২৪
 'প্রাগৈবাহমিদমাশ্রা শ্রাপিত' বহুরূপতঃ ।
 প্রামণ্যে প্রামগন্তেষু মেদৌ নাস্তি কথঞ্চন ॥ ২৫
 'অগ্নিস্তদ্বাহিকাগন্তে নানাত্ব' নাস্তি নিশ্চিত' ।
 তাৎপর্য্য' প্রামগন্তি প্রামরূপামতামম ॥ ২৬
 তত স্তোতা রামকৃষ্ণমুবাচ পরপূৰ্ব্ব' ।
 যা মমাধ্যাত্মিকৌ গন্তি রপূর্ণা যিদ্যতে হৃদি ॥ ২৭

"Oh, my son, it is due to your kindness that I have realised the truth" On hearing these words of Totapuri, Sri Ramkrishna replied, "All this was known to you Your eyes and ears did not believe it. Now by the grace of Goddess all your doubts are cleared. In various ways I had

মধ্যলোলায়া' ১৪য়: অ:।

sought to impress upon you that there was absolutely no difference between Bramha and its power, just like fire and heat. Totapuri said, "It is due to your kind help that I have been able to attain the ultimate knowledge in the spiritual field. 93 to 97.

বঙ্গানুবাদ:—

হে বৎস তোমার অনুগ্রহে আজ আমার দিব্যচক্ষু: উদ্বীলিত হইয়াছে।

ঠাকুর এইরূপ শুনিয়া পুরীকে বলিয়াছিলেন। ৯৩

এখন আপনার চক্ষু: ও কর্ণের সন্দেহ ভঞ্জন হইল ত। পূর্বেই মা আমাকে ইহা জানাইয়া দিয়াছেন যে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম শক্তির ভেদ কিছুমাত্র নাই। ৯৪।৯৫

অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি যেরূপ অগ্নি হইতে পৃথক হয় না। সেইরূপ এই ব্রহ্ম শক্তির ব্রহ্মরূপা সনাতনী মাতা জগদম্বা ইহাই যথার্থ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বাক্য। ৯৬

তৎপরে তোতা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে বলিয়াছিলেন যে আমার হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অসম্পূর্ণ ছিল। সেই সিদ্ধি আজ তোমার মঙ্গ বশত: সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইল।

৯৭

সাধুনা ত্বৎ সहायस्य परितः पुर्यतां गता ।

कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं दृष्ट्वा मातुः कयाकयां ॥ ८८

एवमन्तो गुरुशिष्यो द्वौ समसिद्धियुतौ तदा ।

प्रविश्य जगदम्बाया मन्दिरं भक्तिपूर्वकं ॥ ८८

মধ্যলোভায়া ১৪শঃ অঃ।

পুরী শিশু রামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র সসম্মানে সম্মতনে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া রাত্রিকালে যেমকল অলৌকিক ঘটনা ঘটয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছিলেন এবং কথার শেষে বলিলেন আমার এত কাল মিথ্যে গিয়াছে। ৯০'৯২

যেহেতু সাংসার ব্রহ্মময়ী কালীমাতার স্বরূপ জানিতে পারি নাই। আজ আমার বুদ্ধিহীনতা আমাকে দুঃখ দিতেছে। যেহেতু আমি ব্রহ্মশক্তির অবমাননা করিয়াছি। ৯২

বত্সাদ্য দ্বিষ্যচচ্চু ম স্ফুটিত ত্বত্প্রসাদতঃ ।
 শ্রুত্বৈব শ্রীগুরোর্বাক্যং প্রত্যুবাচ পুরী প্রভুঃ ॥ ৮২
 জ্ঞাতমিতদ্ববদ্বিস্তু সংশয়ঃ কণ্ঠচক্ষুযোঃ ।
 গতৌদ্য সবিপ্রিযং হি কৃপাসমুখ্যঃ কৃপাবলাত্ ॥ ৮৪
 প্রাগৈবাহমিদংমাত্রা জ্ঞাপিতং বহুরূপতঃ ।
 ব্রহ্মণো ব্রহ্মশক্তৌ ভেদো নাস্তি কথঞ্চন ॥ ৮৫
 অগ্নিস্তদাহিকাগন্ধো নানাত্বং নাস্তি নিশ্চিতং ।
 তাদৃগিযং ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মরূপামতামম ॥ ৮৬
 তত স্তোতা রামকৃষ্ণমুবাচ পরপূরুষং ।
 যা মমাভ্যাत्मিকো যক্তি রপূর্ণা বিদ্যতে হৃদি ॥ ৮৭

“Oh, my son, it is due to your kindness that I have realised the truth” On hearing these words of Totapuri, Sri Ramkrishna replied. “All this was known to you Your eyes and ears did not believe it. Now by the grace of Goddess all your doubts are cleared. In various ways I had

মধ্যলীলায়া' ১৪মঃ অঃ।

sought to impress upon you that there was absolutely no difference between Bramha and its power, just like fire and heat. Totapuri said, "It is due to your kind help that I have been able to attain the ultimate knowledge in the spiritual field. 93 to 97.

বঙ্গানুবাদঃ—

হে বৎস তোমার অনুগ্রহে আজ আমার দিব্যচক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছে।

ঠাকুর এইরূপ শুনিয়া পুরীকে বলিয়াছিলেন। ৯৩

এখন আপনার চক্ষুঃ ও কর্ণের সন্দেহ ভঞ্জন হইল ত। পূর্বেই মা আমাকে ইহা জানাইয়া দিয়াছেন যে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম শক্তির ভেদ কিছুমাত্র নাই। ৯৪/৯৫

অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি যেরূপ অগ্নি হইতে পৃথক হয় না। সেইরূপ এই ব্রহ্ম শক্তিই ব্রহ্মরূপা সনাতনী মাতা জগদম্বা ইহাই যথার্থ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বাক্য। ৯৬

তৎপরে তোতা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে বলিয়াছিলেন যে আমার হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অসম্পূর্ণ ছিল। সেই সিদ্ধি আজ তোমার সঙ্গ বশতঃ সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইল।

৯৭

সাধুনা ত্বৎ সহায়স্য পরিতঃ পূর্ণতাং গতা ।

কৃতার্থ্যিচ্ছ' কৃতার্থ্যিচ্ছ' দৃষ্টা মাতুঃ কৃপাক্ষণা ॥ ৯৮

एवन्तो गुरुमित्र्यो द्वौ समसिद्धियुतौ तदा ।

प्रविश्य जगदम्बाया मन्दिरं भक्तिपूर्वकं ॥ ৯৯

मध्यलौतायां १४३: अ: ।

नेमतुर्दण्डवद्मौ तावुभौ सिद्धसाधकौ ।

प्रत्यक्षा सा तदा माता मस्तके योगिनोर्द्वयोः ॥ १००

करो दत्तावदेवो पश्य मे योगयैभव ।

मत्तः परतरं नास्ति भूतं भव्यं भवच्च यत् ॥ १०१

अहमेव हरिः साक्षाद्देवकुण्डाधिपतिर्भट्टान् ।

रामःकृष्णो हरिविष्णुर्जिष्णुर्नारायणोऽव्ययः ॥ १०२

“I feel myself blessed by the grace of the Goddess.” Then both of them entered the temple of the Goddess who placed her hands on their heads and said, “Nothing except me in this world exists. I am Hari, Rama, Krishna, Vishnu, Jishnu and Narayana ” 93 to 102.

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ ।

যোগীয়াগ স্তথা সিদ্ধির্দেবতা মন্ত্র এব বা ।
 মনস্তিযোগমাত্মিত্য ভক্তা জানন্তি তত্বতঃ ॥ ১০৩
 জ্ঞানেন কর্মণা বাপি বৈরাগ্যেন দৃঢ়েন চ ।
 ন বিদন্তি স্বরূপং মে ভক্তির্ইব হি কারণম্ ॥ ১০৪
 এব কালী বিশ্বরূপং দর্শয়ামাস তৌ তদা ।
 পুরী দৃষ্ট্বৈব তদ্রূপং নিমজ্যানন্দসাগরে ॥ ১০৫
 স্তোত্রেষানেন তাং দেবীং তুষ্টাব জগদম্বিকাং ।
 দেবী ত্বং জগতাং মাতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥ ১০৬
 সম্বাদধারে সদানন্দময়ি দুর্গে নমোঽস্তুতে ।
 কালিকে কৃষ্ণবর্ণে ত্বং কামারি কৃষ্ণবিশ্বহি ॥ ১০৭

“My grace cannot be acquired by knowledge, work, service or renunciation, but by devotion.” The joy of Totapuri knew no bounds on seeing the Goddess and hearing Her words. They chanted hymns to please Her. 103 to 107.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং যোগ যাগ সিদ্ধি দেবতা ও মন্ত্র একমাত্র আমিই। আমার ভক্তি যোগ অবলম্বন পূর্বক ভক্তগণ যথার্থরূপে আমাকে জানেন।

জ্ঞান কর্ম বা দৃঢ় বৈরাগ্য দ্বারা আমার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন নাই একমাত্র ভক্তিই আমাকে জানিবার উপায় ॥ ১০৪

এইরূপভাবে জগদম্বিকা দুইটি সাধককে আনন্দের সহিত বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন ॥ ১০৫

মণ্ডলীলায়াং ৭৪শঃ অঃ ।

পুরী সেই অপূর্বরূপ দর্শন পূর্বক আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত
হইয়া এইরূপ ভাবে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১০৬

হে মাতঃ কালিকে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়
কারিণী কাম নাশিনী কৃষ্ণ স্বরূপা সদানন্দময়ী দুর্গা তোমাকে
নমস্কার । ১০৭

ত্বৎ পাদপদ্মযুগলে সুরতির্মমাস্তু
মাতঃ প্রসীদ ভবদুঃখহরা ত্বমাখ্যা ।
দেবী প্রসীদ বরদে সুখশাস্তিদাত্রী
ছায়াশ্রয় জ' বিতর হৈ মম মূর্খি, নিত্যং ॥ ৭০৮
ত্বমেব সর্বস্য সুবোধরূপা
ত্বমেব সিদ্ধিঃ সুখবোধদাত্রী ।
ত্বমেব ধাত্রী জনসুখি হৈতু
ত্বমেব নিত্যা পরতঃ পরাসি ॥ ৭০৯
বিমোহিতাস্তে জড়বুদ্বয়ঃ সদা
হারাঅজার্যেণ নিমগ্নমানসাঃ ।
সদামদানন্দ মযার্থ' সম্পদ'
ত্বৎ পাদপদ্ম' পরিছায পামরাঃ ॥ ৭১০

"Oh Goddess, be pleased to shower your
blessings on our head. Thou art the root cause
of everything of this world. Thou art the giver
of all knowledge and happiness. Thou art the
Mother of this universe. Man becomes free from
all bondages of this world by your grace. Woe

মধ্যলীলায়াং ৭৪শঃ অঃ ।

to those who serve Mamon and Cupid and never looks for the eternal bliss. 108 to 110.

বঙ্গানুবাদঃ—

হে মাতঃ কালিকে তুমি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন ও দুঃখ
হরা হও। তোমার পাদপদ্মযুগলে যেন আমার স্থমতি হয়। হে
সুখশাস্তি দাত্রী বরদে দেবি আমার প্রতি কৃপা কর। সর্বদা আমার
মস্তকে আশীর্বাদীয়া পুষ্প বিতরণ করুন। ১০৮

তুমিই জগতের একমাত্র কারণ স্বরূপা তুমিই সিক্তি স্বরূপা
জ্ঞানানন্দ প্রদায়িনী জননী। তুমিই জনগণের একমাত্র মুক্তির
কারণরূপা। তুমিই নিত্য এবং শ্রেষ্ঠ দইতেও শ্রেষ্ঠতরা। ১০৯

পত্নী পুত্র গৃহ ও বিষয়াদিতে অত্যন্ত আসক্ত জড়বুদ্ধি জনগণ
সর্বদা নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম সম্পদ তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ
করিয়া মোহাঙ্ককারে পতিত হয়। ১১০

ধন্যোচ্চমন্য মহত্ স্তাবপাদপদ্ম

সম্পর্কলিখ্যপরিষদ গদাধরস্য ।

সদ্বাদহৌ সকল শান্তিময়ীং ভবাহে:

পারায় পাদতরণীং পরমাং প্রয়াতঃ ॥ ৭৭৭

যদি গমনমধস্তাত্ পূর্ব্বকর্ম্মপ্রভাবাত্

ভবতি কুলবিহীনে লগ্ন কোটামুকীটে ।

হর হর হরকান্তো দুর্গতিং ত্বং মদীয়া

ভবতু মম হৃদিস্থা ত্বত্ পদে ভক্তিরেকা ॥ ৭৭৯

এবং পুরী তদা স্তোত্রং দ্বিত্যাম্য ভবতারিণীং ।

মন্দিরাহহিরাগত্য পঞ্চবত্মাসুপাবিশত্ ॥ ৭৭৯

মণ্ডলীলায়াঃ ১৪য়ঃ অঃ ।

"To-day I have been blessed by virtue of my company with Gadadhar. I have got your feet which will take me across this world of sorrows. Oh Goddess, be pleased to give me devotion to you, even if I may happen to take my birth as the meanest of all living things because of my misdeeds in previous births." After praying so, Totapuri came out of the temple and returned to the Panchabati. 111 to 113.

বঙ্গানুবাদ :—

তোমার সম্পর্ককণায় পরিশুদ্ধ মহান্ গদাধরের সঙ্গ হেতু আজ আমি ধন্য হইলাম ।

অহো ভব সমুদ্র পারের নিমিত্ত সকল শাস্তিময় অত্যাশ্রম জলযান স্বরূপ আপনার পাদপদ্ম পাইলাম ॥ ১১১

যদি পূর্বকর্মে প্রভাবে নিকৃষ্টে যোনিতে জন্মগ্রহণ হয় । অথবা কুলবিহীন কীটামুখীতে গতি হয় । হে হরবল্লভে আমার দুর্গতি হরণ কর । হরণ কর ॥ এবং তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি আমার জন্মে অবস্থান করুক ॥ ১১২

এইরূপভাবে পুরী সেই সময় ভবতারিণীকে স্তব শ্রবণ করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া পঞ্চাবতীর আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন । ১১৩

নতঃ কতিপয়াহানি তত্র স্থিত্বামুদায়ুতঃ ।

মিথ্যৈঃ সহ জগন্মাতুঃ প্রসাদং পরিষ্কৃত্য সঃ ॥ ৭৭৪

লব্ধ্বা শ্রীমবতারিণ্যাঃ সদনুগ্ধা মহামতিঃ ।

মূল্যে দেখ্য মহামল্লো গতঃ স দক্ষিণেষ্ৱরাং ॥ ৭৭৫

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ ।

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते
पारमहंस्यां मंदितायां भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य तोतापुरी सवरासी
सकाशात् ब्रह्ममन्त्र ग्रहनानन्तरं तत् कृपाकरणरूपो मध्यलीलायां
चतुर्दशोऽध्यायः ।

Thus Totapuri became a great devotee to the
Goddess, and left Dakshineswar after a few days.
114 to 115.

Here ends the fourteenth chapter of Madhya-
lila in the Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written
by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে সেই দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন আনন্দের সহিত অবস্থান
করিয়া শিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত আনন্দময়ীর প্রসাদ পরিগ্রহ
পূর্বক মহামতি তোতাপুরী মাতা ভবতারিণীর অত্যাশ্রম অমুমতি
লাভ করিয়া দেবীর মহা ভক্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দির হইতে
অশ্রুত গমন করিয়াছিলেন ॥ ১১৪।১১৫

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের
মধ্য লীলার চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তোতাপুরী
সাধুর নিকটে অবৈত ব্রহ্ম মন্ত্র গ্রহণ । এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের
কৃপায় তোতাপুরী সাধুর ব্রহ্মমন্ত্র কালীর কৃপালাভে তোতাপুরী ধন্য
হইয়া বিশ্বরূপ দর্শন ও ভবতারিণীর স্তবাদি করিয়া অশ্রুত গমন
করিয়াছিলেন ।

(মঃ ১৪ অঃ সমাপ্ত)

मध्यलीलायां १५शः अः ।

मन्दिरस्य कियद्दुःखस्थितस्य सुयोगिनः ।
 अत्यन्तमाग्रहद्वाभूदस्लामधर्मसाधने ॥ १
 अद्वैत साधना सिद्धेः परं तस्यैव योगिनः ।
 धर्मान्तर साधनायां वासनाभूद्गरीयसी ॥ २
 आर्याचारमार्यधर्मं मतिक्रम्य महामतिः ।
 विभिन्न धर्मगोलानां तत्तद्वर्णानुवर्तिनां ॥ ३
 परमेश्वर लाभार्थं साक्षिभ्यं यतते सदा ।
 महासाधक वर्योऽयं सच्चिन्तग्रातः परं वदु ॥ ४
 तत्तत् सिद्धि प्राप्तिहेतोरुदयुक्तो नवसाधने ।
 यदृच्छयागत स्तत्र दक्षिणेश्वर पत्तने ॥ ५

Even though Shri Ramakrishna had attained success in his penance for realisation of Brahma, he desired to undergo penance according to the practice and process followed in Islam and other religions. For this purpose he dwelt at a place at a distance beyond the temple premises. Just at that time there appeared Govinda Roy, a preacher of Islam religion at the village of Dakshineswar. 1 to 5.

মধ্যলীলায়া ১৫য়: অ: ।

প্রায়ে ইমলামী সুফী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গোবিন্দ রায় নামে একটি আত্মমগ্নের সাধক আনিয়াছিলেন । ১২।৩।৪।৫।৬

কালৈঃস্মিত্বিস্লামীসুফী সম্প্রদায় প্রচারক: ।

শ্রীগোবিন্দ রায় নামা আত্ম সাধক সত্তম: ॥ ৬

তস্মাদেব রামকৃষ্ণো দীক্ষিতো দ্ব্যমবন্ মুদা ।

যাবনিকস্য ধর্মস্য সাধনা সময়ে প্রভু: ॥ ৭

তৎক্কা মধুরসম্পর্ক মন্দিরস্য চ সন্নিধি: ।

বহির্ভাগে মন্দিরস্য সর্বদা সমবস্থিত: ॥ ৮

তদ্ব্যমোনিগুণং পানং ভোজনঞ্চ তথা কৰোত্ ।

হৃদমুক্তং ঠাকুরেণ সাধনায়া: প্রসঙ্গত: ॥ ৯

শ্রিত্যাগাং শ্রবণেচ্ছায়াং কীতুহলবশাৎ কদা ।

আত্মামন্বং তদাহন্তমজপং প্রীতিপূর্বকং ॥ ১০

Sri Ramkrishna was very glad to be initiated in the Islamic religion. At the time of his penance according to Islamic process, he cut off all his connections with Mathuranath and remained always outside the temple premises. It was so said by him to his disciples to satisfy their curiosity regarding his ways of penance that he drank and ate and chanted the names of Allah with great pleasure. 6 to 10.

বঙ্গানুবাদঃ—

ঠাকুর সেই রায়ের নিকট হইতে আত্মহের সহিত আত্মা মধ্যে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । এবং সেই সময়ে বাবনিক ধর্ম বিহিত পান ও ভোজন করিতেন । ৭৮

মধ্যলীলায়াং ৭৫শঃ অঃ ।

কোন সময়ে শিষ্যবর্গের কোতুহল বশতঃ ঐ বিষয়ে শ্রবণের ইচ্ছা হইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। আমি যাবনিক ধর্মের সাধন সময়ে মন্দিরের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ পূর্বক বহির্ভাগে মথুরানাথের কোনও একটি ঘরে সর্বদা থাকিতাম এবং সেই সময়ে যখন শত্রু নির্দিষ্ট পান ও ভোজনাদি করিতাম। এবং আত্মা মস্তিষ্ক প্রীতি পূর্বক একত্র চিন্তে জপ করিতাম। ৯১০

পরিধেয়' যবনবদন্তদ্বীতমতীয়ব্রতঃ ।

নামাজ বিধিনা সন্ধ্যা ঘন্দন' বিধিবৎ কৃত' ॥ ১১

তদার্য্যभावो मनसः सम्पूर्ण' लुप्ततां गतः ।

हिन्दु प्रतिष्ठिता' मूर्ति' देवदेवी मयापिवा ॥ ১২

तदानीं नानमश्वाह' दर्शन' चेच्छापि नो मम ।

দিনত্রয়গতে চেধং রূপে ভাব পুরঃসর' ॥ ১৩

সাধনস্য ফল' সম্যগুপলব্ধী কৃত' ময়া ।

परमेव सिद्धिलाभा दैर्घ्यात् धर्मसाधने ॥ ১৪

ज्योतिर्ग्राय दीर्घमश्रुविगिट पुरुषस्य हि ।

दिष्यदर्शन' নামেন ধন্যোহমমব' স্তদা ॥ ১৫

He carefully clad himself just like Jabanas and prayed in the morning and in the evening according as they did. He forgot all Hindu rites and also never desired to pay his obeisance to gods and goddesses. He gained the fruit of his Islamic penance after three days, when he felt blessed at the sight of a godly person with long beard.

11 to 15.

মহ্যলীলায়াং ১৫য়ঃ অঃ ।

বঙ্গানুবাদঃ—

অতি যত্নের সহিত মুসলমানদের মত কাপড় পরিভাষ্য। যাবনিক
বিধিযুক্ত ত্রৈকালিক নামাজ পাঠ করিতাম। ১১

সেই সময় আমার মন হইতে আর্য্য সনাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে
লুপ্ত হইয়াছিল। পরন্তু হিন্দু প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে
পারিতাম না।

বা প্রণামাদি করিতে ও ইচ্ছা হইত না ॥ ১২

এইরূপে যবনভাবে ভাবিত হইয়া তিন দিন গত হইলে সাধনার
ফল সম্যক রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলাম ॥ ১৩

ইসলামী ধর্ম্ম সাধনের সিদ্ধি সময়ে একটি জ্যোতির্ম্ময় দীর্ঘ শ্মশ্রু
বিশিষ্ট পুরুষের দিব্য দর্শন লাভে ধন্য হইয়াছিলাম। ১৪।১৫

ততো বিরাট পুরুষস্য রূপ দর্শনপূর্ব্বকং ।

গুণাতীতং তুরোয়াখ্যে ॐ তত্ সদিতি শব্দিতৈ ॥ ১৬

লীনং ব্রহ্মণ্যভূষিতং নির্ব্বিকল্প সমাধিনা ।

এবমানন্দরূপস্য জীবানন্দ প্রদায়িনঃ ॥ ১৭

পরমব্রহ্মভূতস্য সাধনাবিন্ধ্যা গোচরা ।

স্বনুষ্ঠিতানন্তরূপা যথা তং সমুপৈষ্যতি ১৮ ।

শাক্ত বৈষ্ণব গাণেশ সৌর শ্রীবাদি সাধনং ।

বৌদ্ধ জৈন স্থত্ৰোয়াদি সাধনান্যকরোত্ প্রমুঃ ॥ ১৯

অত্রৈব তস্য মহতঃ পুরুষস্য সাধোঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু গৌরব বিপ্রহস্য ।

ধর্ম্মাত্মনঃ সকল ধর্ম্ম সুসিদ্ধিলাভং

মাতস্য যোগতপসামমথত্ সমাশ্ৰিতঃ ॥ ২০

মধ্যলোলায়াং ১৫য়ঃ অঃ

He also felt himself lost in eternal life and bliss. Thereafter he underwent penance of the Saktas, the Vaishnavas, the Ganeshas, the Sauras, the Shaivas, the Buddhists, the Jains, and the Christians etc. Shri Ramakrishna is unique among all the figures in the religious world for his searching curiosity in attaining the end through various avenues. 16 to 20.

বদান্তবাদ :—

তৎপরে বিরাট পুরুষের স্বরূপ দর্শন পূর্বক ঐ তৎসৎ শব্দের বাচ্য গুণাভীত তুরীয়াধ্বা অঙ্কে চিত্ত বিলীন হইয়াছিল। ১৬

এইরূপ পরব্রহ্ম ঘনানন্দ বিগ্রহ জীব জগতের পরমানন্দ প্রদাতা ভগবান রামকৃষ্ণের মূল্যের ভাবে অশুভিত অচিন্ত্য ও অনন্ত প্রকার সাধনা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১৭।১৮

যে সকল সাধনা দ্বারা জীবগণ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। সেই সকল সাধনাই ভগবানের সাধনা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গণেশ, সূর্য্য, শিব, শক্তি, বিষ্ণু, ব্রাহ্ম, কৃষ্ণ, বৌদ্ধ, জৈন ও খৃষ্টীয়াদি সাধনাতেও সম্যক্ রূপে সিদ্ধি লাভ করেন।

এইরূপে সর্ব্বধর্মে সিদ্ধি লাভ বিশিষ্ট গুরু গৌরবান্বিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সময়েই সর্ব্ব সাধনার সমাপ্তি হইয়াছিল। ২০

যদা শ্রীরামকৃষ্ণানু সর্ব্বমিহি যুতোঃমবত্ ।

তদা তদ্ব্যসঃ স্যাম্যাহ্মিঃগদ্যমম্মিত্য ॥ ২১

মধ্যলোলায়া'১৫শ: অ: ।

এবছাসৌ স্বল্পকাল' বিভিন্নমার্গ' সাধনে ।

ভূত্বাবতীর্ণো ভগবাং স্তাং স্তাং সিদ্ধিমবাস্তবান্ ॥ ২২

ত্যাগ এব পরোধর্ম: সর্বং ধর্মং প্রবর্ত্ত ক: ।

একমেবাদিত্য' যতত্ব' সাধক সত্তমৈ: ॥ ২৩

সাধ্যতে বহুবিদুঃস্বৈ স্ততত্ব' ঠাকুরেণ হি ।

স্বল্পপাশাসিনোপলব্ধ' সর্বং নিরবশেষত: ॥ ২৪

এবমুক্তা' ভগবতা শ্রীমুখেণ স্বয়ং তদা ।

ধার্মিকানাং ধর্মমতে বহুরূপ গতে'পি চ ॥ ২৫

When he completed his penance his age was only thirty-two years. In this early age he attained success in different ways with ease. He said later on that although the ways were different in different religions, the result was the same. 21 to 25.

বঙ্গানুবাদ : —

যে সময় ঠাকুর সর্বধর্মে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স বড়ি ৩২ বৎসর । ২১

ঠাকুর এই অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন ধর্ম সাধনে যোগদান করিয়া সেই সেই ধর্মে সিদ্ধি লাভ করেন । ২২

সর্ব ধর্ম প্রবর্ত্তক ত্যাগই উত্তম ধর্ম । এবং এক মাত্র অবয়ব ব্রহ্ম উত্তম যথার্থ তত্ত্ব । যে তত্ত্বকে সাধকোচ্চমগণ বহু ভ্রমে সাধন করিতে সমর্থ হন । ঠাকুর অবিস্মিকর পরিশ্রমে সেই সকল তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন । ২৩২৪

মধ্যসীলার্য ১৫য়: অ:

জীবানামিষ ভিন্নং ন মতৃস্বরূপং কদাচন:।

জীব: কর্মফলভুক্তো কর্মাতীতো ভবাম্যহং ॥ ১৫

"I am an incarnation of God. I have manifested myself for the good of the suffering humanity. In this Kali yuga when people are not capable of doing austere religious rites and are given to selfishness and sexual pleasure, all my activities tend to bring salvation to them, to purge them of their sins. I am not a mortal being who enjoys the fruit of his own doings.

I am not affected by the result of my actions."

31 to 35.

বঙ্গানুবাদ:—

আমি ঈশ্বর, আমার সাধন সাধারণ জীবের জন্ত। এই য়োর কলিযুগে ত্রীমত আর উদর পূরণ এই দুইটিকেই প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করিয়া জপ হোমাদি ক্রিয়ার অশুষ্ঠানে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন সেই সকল জনগণের উদ্ধারের জন্তই আমি এইসকল সাধন করিয়াছি। সে সকল সাধনের ফলে অধর্মোৎপন্ন নরনারীগণ এই ভয়ঙ্কর সময়ে আমার নান উচ্চারণমাত্রে পাপমুক্তি পাইবে।

৩১/৩২/৩৩

জীবসকলের মঙ্গলার্থে আমি এইরূপ অশুষ্ঠান করিয়াছি। নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ঈশ্বর হইতে আমার স্বরূপ ভিন্ন নয়। জীব-কর্মফল ভোগ করে আমি কর্মাতীত এইসকল ঈশ্বরের ধর্ম আমার দেহে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে। অতএব আমার বন্ধন বা মুক্তি কিছুই নাই। ৩৪/৩৫/৩৬

मध्यनीलायां १५३ अः

एवमोत्तर धर्मोऽयं मम देहे प्रवर्तते ।
 अतो मे नास्ति मुक्तिश्च बन्धनं वा कुतो भवेत् ॥ ३७
 किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं पोडयाम्यहं ।
 एवं निर्लिप्तमाद्येऽपि कर्तव्यं मयि विद्यते ॥ ३८
 युगे युगेदतीर्याहं युगधर्मं चरामि हि ।
 यथा राजा स्वराष्ट्रेषु यत्र राजद्रोहाः प्रजाः ॥ ३८
 तत्र गत्वा प्रजा शान्तिं करोति शासनं महत् ।
 तद्वदेवात्र भगवानाविर्भवति सन्ततं ॥ ३९
 पृथिव्यामधुना तद्वद्वर्त्मनानि विवर्तते ।
 धर्मवाधां विधास्यन्ति ये भोजा धनिनो जनाः ॥ ४०

All those godly qualities are there in my body. I have no bondage, and as such I need no salvation. I have nothing to strive for. Even though I have no attachment, I have my duties. I manifest myself in every yuga and establish the rules of that age, just as a king comes forth to quench rebellion, control his subjects and establish his rule. Now the earth is fested with wild growth of impiety. Rich men creates hindrances to religious practice and usages. 36 to 40.

वयानुवादः—

आमि कि देखी करिआ काशर छत्र मरोदके दीक्षित करि ।
 एहेरूपकारे आमि सम्पूर्ण निर्लिप्त शरीर आनाद कहुदा बर

মচ্যলীলার্য ঈশ্বর্য জ:

আমি প্রতি যুগে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্মের আচরণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ যে যুগে যেরূপ আচরণে জগতের জীবগণ শান্তিলাভ করে সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকি। ৩৭ ৩৮

যেমন রাজা নিজের রাজ্য মধ্যে যেখানে রাজপ্রহরী প্রহরী থাকে সেই স্থানে যাইয়া প্রজাবর্গের শান্তি রক্ষার জন্ত বিশেষভাবে শাসন করেন। সেইরূপ ইহ জগতে ভগবান প্রায়ই আবিভূত হয়েন। ৩৯

সম্প্রতি এই জগতে ধর্মগ্রানি ও ধর্মবিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে যে সকল ভোগী ধনৌগণ ধর্ম ধ্বংস করিতেছেন সেইসকল ধর্মনাশের নিবৃত্তির জন্ত এই কলিযুগে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। ৪০

तस्याः संरोधनार्थाय क्षत्रतौर्णोऽभवत् कलौ ।

जनिष्यमानं जीवानां तथास्मदनुर्वर्तिना ॥ ४१

सन्मार्गदर्शनार्थाय साधनेयमनुষ্ঠिता ।

ठाकुरः श्रीरामकृष्णो ब्रतो विद्वान्तं साधने ॥ ४२

चन्द्रदेवो तदा तत्र कामारपुङ्गरालयात् ।

दक्षिण श्वर आगत्य स्थिता मन्दिर कोঠকে ॥ ৪৩

सञ्जीको मथुरानाथो साक्षात्तां जगदम्बिका ।

मत्वा चेकान्तिकीं सेवां कृत्वा धन्यो बभूव ह ॥ ৪৪

ठाकुरोऽपि प्रतिदिनं निद्रामङ्गं खलूपयि ।

সর্ব কর্ম পরিত্যজ্য সর্বাঙ্গে মাটসন্নিধৌ ॥ ৪৫

गत्वा श्रद्धान्वितो भक्तिं विनयादि पुरःसर ।

পাদপূজা বিধায়াথপোত্বাচ চরণোটক ॥ ৪৬

"All my penance is intended to show the way to them who are now my followers and who

মণ্ডলীলায়া ১৫শ অঃ

will follow my steps after my demise." When Thakur was undergoing penance to realise unity in diversity, Chandra Devi came down from Kamarpukur to Dakshineswar and put up in a room in the temple premises. Mathuranaih with his wife regarded her as the Goddess and offered their services accordingly. Thakur also would come to her every morning and worship her feet. 41 to 46.

বঙ্গানুবাদ :—

উপস্থিত যাঁহারা আমার মতাবলম্বী হইয়াছেন। পরে অর্থাৎ আমার অবর্তমানে যাঁহারা আমার মতামুগ্ধ হইবেন এইসকল বিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে সংপথ দেখাটবার জন্ত আমি সাধনসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছি। ৪১

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যে সময়ে বেদান্ত সাধনে ত্রুতী হইয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহার গর্ভধারিণী চন্দ্রদেবী কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া মন্দিরস্থ কোনও একটি ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৪২৪৩

মথুরানাথ পত্নীর সহিত চন্দ্রদেবীকে সাক্ষাৎ ভগবতী মনে করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া যত্ন হইয়াছিলেন। ৪৪

ঠাকুর প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে নিশ্চিন্তের পর সর্বকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সর্বাঙ্গে মাতৃদর্শনে গমন করিয়া অতুলনী য শ্রদ্ধা ভক্তি বিনয়াদি পুরঃসর গর্ভধারিণীর যুগল পাদপদ্মের পূজা করিয়া চরণোদক

कथ्यलीलाया १५५ अः

पान पूर्वकं आमि शत्रु हहेलाम कृतकृतार्थ हहेलाम आमार खन्न मफल
हहेल ऐत्यादि सुवञ्जति करिया मर्दाराध्या मातृपदे बिलुठित
हहेतेन । ४८।४९।४९

धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं फलवांश्चैव मे मयः ।
एवमुक्त्वा पदे मातुर्लूणितयाभवन्मुदा ॥ ४७
दृश्यञ्चैतत् श्रीमथुरो दृष्टवानसि भक्तितः ।
जत्रान्तरे श्रीमथुरो मनस्यैतदचिन्तयत् ॥ ४८
पित्रे श्रीरामकृष्णाय दास्यामिवहु विस्तरं ।
भूखण्डं तत् प्रीति कामौ येन तस्य सुखं भवेत् ॥ ४९
श्रुत्यैतद्रामकृष्णस्तु सर्वं हृदय वक्तुम् ।
वृताङ्गुत्या यथा बह्वैः शिखासंवेदिता भवेत् ॥ ५०
तद्वदेव तदैवासौ क्रोधाग्नि परिपूरितः ।
मथुरमनुसन्धाय यष्टिमुत्तोल्य तं प्रति ॥ ५१

Thakur would place his head at the feet of his mother and say, "I am blessed. My life has been worth-living." Mathuranath observed all this with great devotion. He proposed to Hriday to give enough property to Sri Ramakrishna so that he would not be troubled with poverty and scarcity. On hearing this from Hriday Sri Ramakrishna became very furious and ran up to Mathuranath with a stick in his hand, 47 to 51.

মণ্ডলীলাগা ৭৫য় অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

প্রিয় ভক্ত মথুরানাথ এই সকল দৃশ্য অতি ভক্তিসহকারে দর্শন করিয়া যত্ন হইতেন। এই সময় মথুরানাথ মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। যে বাবাকে তাঁহার প্রীতির জন্য বহুতর সম্পত্তি দান করিব। তাহাহইলে বাবার আনন্দ হইবে। ৪৮।৪৯

ঠাকুর এইসকল সম্পত্তি দানের কথা হৃদয়রামের মুখে শুনিয়া অগ্নিতে ঘূতাহতির মত জলিয়া উঠিয়াছিলেন। ৫০

পরন্তু মথুরানাথের অনুসন্ধান পূর্বক তাঁহার নিকটে যাইয়া বসি উত্তোলন পূর্বক বীরভাবে উঠেনঃ এর বলিয়াছিলেন যে হুটে আমকে তুমি বিষয় বিষে জর্জরিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। ৫১।৫২

বীরভাব' সমাশ্রিত্য প্রীতান্বিতঃ স্বরিত ত' ।

বিষয় বিপলিতং মাং কিঞ্চিকীর্ণ'সিদ্ধৃভোঃ ॥ ৫২

বিষয়েষু মহাপ্রীতিঃ পশুনা মেব দৃশ্যতে ।

তাকুরস্বীয়ভাব' ত' দৃষ্টা নো বাচ কিঞ্চন ॥ ৫৩

পরন্তু মথুরানাথো ভয়েনা দৃশ্যতাং গতঃ :

এব' তদুভাব বিপ্রো'পি ন কিঞ্চিদপি চালিতঃ । ৫৪

স্বসদ্ব্যবস্থায় সুসিদ্ধার্থ' চন্দ্রাদেব্যাঃ সমীপগঃ ।

প্রণতচরণো'পাস্ত' ইদ' বচনমব্রবীত ॥ ৫৫

ভবত্যা যদ্যহ' কো'পি স্বাত্মো'যো মন্যতে ততঃ ।

পিতামহি সমীপে মে ভবতী প্রাণিনী ভব ॥ ৫৬

He said to Mathuranath in a very forceful voice, "Oh, the worst of all sinners, do you like me to drink the venom of worldly pleasure? The

মধ্যলৌল্যায় ১৫য় অঃ

beasts are found to be fond of earthly pleasure," Mathuranath had no answer. On the other hand he disappeared with great fear. He however did not lose his heart. He approached Chandra Devi, with great respect and humility and said, "Oh grandmother, if you really take me as one of your well-wishers, be pleased to have your desire fulfilled by me." 52 to 56.

বঙ্গানুবাদ :—

বিষয় প্রাপ্তিতে পরমানন্দ পশুদিগেরই দেখা যায়। মথুরানাথ ঠাকুরের সেইরূপ উগ্রভাব দেখিয়া কিছু না বলিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ৫৩

এইরূপভাবে ঠাকুরের মনোভাব জানিয়াও বিচলিত হন নাই। পরন্তু নিজ দক্ষঃ সিক্তির জগৎ ঠাকুর মা চন্দ্রাদেবীর নিকটে গমন পূর্বক তাঁহার চরণোপাস্তে প্রণতঃ হইয়া বলিয়াছিলেন। ৫৪।৫৫

ঠাকুরমা আমাকে যদি কোনও একটি হিষ্টৈষী বলিয়া মনে করেন তবে আপনি আমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করুন। ৫৬

মুমি' বহুতরাং দেবি মহতা শস্যশানিনী ।

গৃহানিয়' কামনা মে পুৰ্য্যতাং পুত্র যত্মলে ॥ ৫৩

শ্রুত্বা ঠাকুরমা তাং মথুরোক্তি' পুনঃ পুনঃ ।

প্রযুবাচ শ্রীমথুর' ইগদাশ্য পুরমরম্ ॥ ৫৫

মৌ পুত্র তব কল্যানাত্ সর্জদা কুগল' মম ।

প্রচাদ' ভবতারিণ্যাঃ প্রত্যহ' দেব দর্শনম' ॥ ৫৬

মহ্যলীলায়াং ৭৫শ অঃ

প্রাপ্তোমি চ তথা দ্রব্যং গৃহবস্তা দিকশ্চ যত্ ।
ততঃ সর্বং ময়া প্রাপ্তং নাস্তিভাবঃ কথঞ্চন ॥ ৬০
অতোঽধুনা প্রার্থ্য নোযং নাস্তিকিচ্ছিন্মতং মম ।
শ্রুত্বাপি যং শ্রীমথুরঃ পিতামহ্যাবচ স্তথা ॥ ৬১

I pray that you will be kind enough to accept my gift of a big area of cultivated land. On hearing this, the mother of Thakur replied, "By your goodwill we have no trouble. We are being daily served with the holy food, and supplied with all our daily necessities. So I have no want and nothing to ask for." 57 to 61.

বঙ্গানুবাদ :-

হে দেবি ! আপনি অনুমোদন করিলে আমার প্রদত্ত বহু শস্য প্রসবিনী বহুতরা ভূসম্পত্তি গ্রহণ করুন । হে পুত্রবৎসলে ! আমার আমার এই বাসনাটি পূরণ করুন । ৫৭

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবী মধুরানাথের তাদৃশ প্রার্থনা শুনিয়া ঈশ্বর হস্তসহকারে মধুরানাথকে প্রত্যুত্তর বাণ্য বলিয়াছিলেন । ৫৮

ওহে নাতি ! তোমার কল্যাণে আহার সর্বদাই কোন অভাব নাই । প্রতিদিন মাঠা ভবভারিণীর দেবদুর্লভ প্রসাদীয়াস এবং বস্ত্রাদি প্রবাসকল যাহা কিছু তোমার নিকট হইতে পাইতেছি তাহাতে আমার কোনরূপ অভাব নাই । ৫৯/৬০

মথ্যলীলায়াং ৭৫শ অঃ

অতএব সন্তোষিতা ভোমার নিকটে হইতে আমার চাহিবার কিছুই
নাহে ইহাও আমার মত । মথুরানাথ এইরূপ ভাবে ঠাকুনার কথা
শুনিয়াও । ৬১

দানাগামপরিত্যজ্য হৃদ ভাবেন চান্বযীত ।
ময়া পিতৃর্ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ রূপিনঃ ॥ ৬২
দাস্যামি নিশ্চিন্তং কিঞ্চিত্ সম্পত্তি' সুখহিতযে ।
বংশোদ্ধব জনানাং হি নান্দ্রাভাবৌ ভবিষ্যতি ॥ ৬৩
এবমুক্তাঃ পুনস্তেন হৃদভাবেন সা তদৌ ।
দানার্থে মনুরুদ্ধা হি প্রত্যুবাচ পুনর্য ত' ॥ ৬৪
অভাবোঽস্ति হি মে পীত্র যদি ত্ব' পূরয়িষ্যসি ।
তদাহ' সুখিনী স্যা' বে দানিচ্ছা যদি বিদ্যতে ॥ ৬৫
তচ্চ চতুষ্টান্মসুদ্রান্ভয়া তামাকু পত্রিকা ।
দেহি মে মুখশৃঙ্খল' যামিচ্ছ'ণ' ভবিষ্যতি ॥ ৬৬

On hearing these words of the grand-mother, Mathuranath still hoped to persuade her and said, "I desire to give some property to my holy father, Sri Ramakrishna, to bring him peace of mind and happiness, and also to remove want and scarcity so far as his descendants are concerned. Being so pressed by Mathuranath to accept his gifts, she said, "Oh my grand-son, I have my want which, if you so desire, you may fulfil. I shall be very happy if you give me a quantity of

মধ্যলীলায়াং ১৫য় অঃ

tobacco at the cost of four copper coins, to prepare my tooth.powder.” 62 to 66.

বঙ্গানুবাদ :—

সম্পত্তিদানের আশা পরিত্যগ না করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিয়া-
ছিলেন আমি নিশ্চয়ই কিছু ভূসম্পত্তি দিব। যে সম্পত্তিতে আমার
বাবা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বংশোদ্ভব পুত্রপৌত্রদি সকলের
অন্নাত্যব দূরীভূত হইবে। ৬২।৬৩

এইরূপে মধুরানাথ পুনরায় দৃঢ়ভাবে অনুরোধ করিলে ঠাকুরমা
চন্দ্রাদেবী পুনরায় মধুরানাথকে বলিয়াছিলেন। ৬৪

ওহে নাতি আমার একটি অভাব আছে যদি তুমি তাহা পালন
কর তাহা হইলে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত হইব। ৬৫

যদি তোমার সম্পত্তি দানের ইচ্ছাই প্রবল হইয়া থাকে তাহা
হইলে তুমি চারিটি পয়সা দিয়া তামাকু পত্র অর্থাৎ বিষপাত দোক্তা
খরিদ করিয়া মাও যাহা দিয়া আমার মুখ ধুইবার গুল প্রস্তুত
হইবে। ৬৬

तत् प्राप्तवृत्तमा प्रीतिरधुना मे ध्रुवं भवेत् ।

एवमाकर्ण्य मधुरः पितामह्यावचस्तदा ॥ ६३

विस्मितस्तब्धतामाप प्रायेण हतचेतनः ।

किमिदमिति चोक्त्वा स दानिच्छा विषयस्य हि ॥ ६८

सम्पूर्णां तां परित्यज्य पादपांशुं स्ममस्तকে ।

प्रगृह्ণীव पितामह्या विनीतः स्ममुवाच सः ॥ ६८

মহ্যলৌনায়াং ১৫৩ অঃ

পিতামহি ময়া জ্ঞাতং স্ত্রান্তৈবেদং সুনিশ্চিতং ।

যত্ পিতুর্জননী ত্বং হি সত্যমেতদ্বসংশয়ঃ ॥ ৬০

এবমলৌকিকী মাতা যদি ন স্যাত্তদা কথং ।

সতাং ধর্মোপনাথ প্রণমায়িতরস্য চ ॥ ৬১

Hearing these words of the grandmother Mathuranath became stung with wonder. He ceased to pursue the matter further. He humbly said, "Oh my grandmother, I have been foolish to forget that you are the mother of my father. Had you not been such, how could you give birth to the Saviour of mankind." 67 to 71.

বঙ্গানুবাদ :—

সম্প্রতি যদি আমি সেই ভামাক পাতা পাই তবে আমার উত্তম-
রূপে আনন্দ হইবে ইহাই ঐব নিশ্চিত । এইরূপ ভাব ঠাকুরমার
কথা শুনিয়া মথুরানাথ বিস্মিত বা সংজ্ঞাহীন হইয়া একধণ্ড কাঠের
মত হইয়াছিলেন । ৬৭

কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া বলিয়াছিলেন ইহা কি ? এই-
রূপ ভাবে আশ্চর্য্যায়িত হইয়া সম্প্রতি দানের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে
পরিতাগ করিয়া ঠাকুরমার পদধূলি মন্তকে ধারণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে
বলিয়াছিলেন হে দেবী ! আমি এখন বিশেষভাবে বুদ্ধিতে পারিলাম
যাহা সম্প্রতি দিব ইত্যাদি বলিয়াছি, তাহা আমি অত্যন্ত ভুল
করিয়াছি । আমার বাবার উপযুক্ত মাতা আপনিই ইহা ঐব
নিশ্চিত ।

গচ্ছলীলায়া' ১৬শ অঃ

আমার বাবার এইরূপ মা যদি না হবেন তাহলে কি সাধুগণের পরিজ্ঞানার্থে অসাধুগণের দূরীকরণার্থে ও কলিজীবের উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে আপনার গর্ভে আবির্ভূত হইতেন ?

৭১।৭২

ঘৌর্যস্মিন্ সময়ে দেবি তব গর্ভং সমাশ্রিতঃ ।
কলির্জীবান্ সমুদ্ভূতং প্রকটোঃশুদধিঃ স্রবং ॥ ৩১
দৃত্যেব' মথুরানাথ ভবযো স্ত্রায়াগমীলতা ।
নৈতিনরা দেবরূপাঃ সর্ব্ব' লীলার্যমাগতাঃ ॥ ৩২
দৃত্যেব' মন্যমানস্য মথুরস্য মহাত্মনঃ ।
দিব্যজ্ঞান মমুতস্য রামকৃষ্ণ প্রসাদতঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতির্য' বিরচিতৈ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভগবতৈ
পারমহ'স্যা' সংহিতায়া' শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য বহুবিধ ধর্মসাধনৈ সিদ্ধি-
লাভাদনন্তর' মথুরস্য ভূমিদান প্রার্থ'না দূরীকরণরূপো মধ্য লীলায়া'
পঞ্চদশোঃধ্যায়' ॥ মঃ ১৫

On seeing this aversion to earthly pleasure in both of them, Mathuranath realised that they were divine beings who had come down to this mortal world to serve their own will. 72 to 74

Here ends the fifteenth chapter of Madhyalila in the "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam" written by Pandit Ramendra Sunder Bhaktitirtha. ৭: ১৫

মধ্যলীলায়া' ৭৬শ অঃ

বদ্রানুবাদ :-

মধুরানাথ এইরূপভাবে মাতা ও পুত্রের ত্যাগশীলতা দর্শন করিয়া ভাবিয়াছিলেন। ইহারা মাথুষ নয় দেবতাদিগেরও দেবতা লীলার জন্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই সময়ে এইরূপভাবে তাঁহাদের স্বরূপ অবগত হইলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমুগ্রাহে মধুরানাথের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। ৭৩৭৪

রামেন্দ্রহৃন্দর ভক্তিতীর্থ বিবচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের মধ্য লীলার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বহুপ্রকার সাধন এবং মধুরানাথের ঠাকুরকে ভূমিদান প্রসঙ্গে দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। ১৫ অঃ সমাপ্ত।

মধ্যলীলায়া' ৭৬শ অঃ

পূর্ব্বীক্কা মৈরবী দেবী গঙ্গাতীর্য্য়তি নির্মলী ।

তদারম্ভাদ্যপর্য্যন্ত' স্থিতা ভজনসাধনে ॥ ১

রতা স্ত পুত্রমিবত' রামকৃষ্ণ' চদর্শ' সা ।

একদান্তরিকী তস্যাঃ সপ্জাতিচ্ছাশুভপ্রদা ॥ ২

শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য জন্মস্থাননাবলোকনে ।

তাতানুমোদনম্ভাস্তি শ্রুত' তন্ময়ুরেণ তু ॥ ৩

হৃদয়েন সমালোচ্য তত্রৈবমবধোরিত' ।

পিতা মে যাতি মৈরব্যা সন্মমূদর্শ'নীতৃসুকঃ ॥ ৪

তত স্নাতৃপরিচর্য্যার্থ' দ্বয়োঃপ্যনুগচ্ছতু ।

এব' শ্রীময়ুরানাথো গমনে যত্ প্রযোজনম্ ॥ ৫

মধ্যলীলায়া' ৭৬য়: অ:

Bhairabi 'Devi had been still residing at Dakshineswar and looking after Sri Ramakrishna as her own son. Once she desired to visit the birth place of Sri Ramakrishna. When Mathuranath came to know of this and also that Sri Ramakrishna also desired to accompany her, he allowed Hridaya to accompany Sri Ramakrishna and made all arrangements for the journey. 1 to 5.

বঙ্গানুবাদ : —

অতঃপর মধ্যলীলার ষোড়শ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ। পূর্বে যে ভৈরবী ভ্রামণীর বিষয় বলা হইয়াছে সেই ভৈরবী দেবী তখন হইতে এ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সাধনভঙ্গনে লিপ্ত হইয়া নিজে পুত্রবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে উপদেশ দিতেন। একদিন ভৈরবী দেবীর মনো মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমিদর্শনে শুভ ইচ্ছা হইয়াছিল। মথুরানাথও অনিয়াছিলেন যে বাবা রামকৃষ্ণেরও জন্মভূমি দর্শনে আগ্রহ আছে।

১২।৩

তখন মথুরানাথ হৃদয়রামের সহিত আলোচনা করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে বাবা ভৈরবীর সহিত কামারপুকুরে যাইতেছেন অতএব বাবার পরিচর্য্যার জন্য হৃদয়ও বাবার সঙ্গে গমন করুন। ৪

এবং বাবার যাইবার জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক সেই সকল দ্রব্য এবং নগদ টাকাভাড়া কিছু নিয়াছিলেন। ৫

মণ্ডলীনায়াং ১৬শঃ অঃ

তত্তদ্ব্যানি ত্রিত্তানি দত্তবান্ বিধিপূৰ্ব্বকং ।
 তথা তত্র স্থিতানান্তু যেন্ স্যোত্ পরিপোষণং ॥ ৬
 মথুরানাথ পত্নী শ্রীজগদম্বা পতিপ্রতা ।
 দ্বিরাগমে যথা কন্যা নানা দ্রবৈঃ সুসংযুতাং ॥ ৭
 কৃত্বা মাতা প্রেরয়তি তথা তদ্ব্যমাছতং ।
 বহু গৌ শকটেঃ সজীকৃত্বা দাদু গুরবে যথা ॥ ৮
 শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য চ্যেট ম্ভাট সুতস্তদা ।
 অচ্যৌ ভবতারিখ্যাঃ পূজাকার্য্যে ভবদ্ব্যতৌ ॥ ৯
 অতি প্রিয়মচ্যয়ং তমুপদিষ্য যথাবিধি ।
 সাঙ্কোপাঙ্কাদিभिঃ সাহা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাৎ ॥ ১০

He also gave sufficient money and things to remove want and scarcity of his relatives at Kamarpukur. Jagadamba, wife of Mathuranath also supplied huge stores loaded in many bull-ock-carts. Sri Ramakrishna gave necessary advice to Akshaya, the son of his eldest brother in the matter of doing his services as priest to the Goddess, and set out with all his attendents and followers for Kamarpukur. 6 to 10

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই স্থানে বাবার আশীষ স্বজনদের যাহাতে কোনরূপ অভাব বোধ না হয় সেইরূপ জগাদিও দিয়াছিলেন । ৬

মহ্যলোলায়া' ১৬য় অঃ

যে রূপ কন্ঠার বিবাহের পর পতিগৃহে দ্বিরাগমন সময়ে গৃহস্থ ব্যক্তি নানাপ্রকার দ্রব্য অর্থাৎ শয্যা বস্ত্র ও তৈজসাদি দিয়া কন্ঠাটিকে স্বামী গৃহে পাঠাইয়া থাকেন সেইরূপ পতিব্রতা স্বাক্ষরী মথুরানাথের পত্নী জগদম্বা ও বহুতর দ্রব্য দিয়াছিলেন। সেই সকল দ্রব্য বহু গোয়ানে সজ্জিত করিয়া পরিশূর্ণরূপে ভক্তিপূর্বক বাবা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে কামারপুকুরে পাঠাইছিলেন। ৭৮

ঠাকুর যখন কামারপুকুর গমন করেন তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বামকুমারের পুত্র শ্রীমান অক্ষয় ভবতারিণীর পূজাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র অক্ষয়কে যথাশাস্ত্র ভবতারিণী কালীর পূজা বিষয়ে উপদেশ দিয়া প্রায় ৮ বৎসর পরে নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুরে গমন করিয়াছিলেন। ১০

চিদানন্দ স্বরূপো'য়' কামারপুকুর' গতঃ ।

বর্ষাটকাৎ পর' তত্র স্ব জন্মভূমি সন্নয়নঃ ॥ ৭৭

প্রবেশি পরমানন্দ' প্রাপ্তবান্ পরমেশ্বরঃ ।

তত্রস্থ জনসংঘী'পি সুদমাপতদাগমাৎ ॥ ৭২

চন্দ্রা দেবী স্নুপা' স্বায়া' পিষ্টগেহাশ্চ তম্বতা' ।

যুর্নো দিসত বর্ষায়া' ভব্যানায়ায়দদা ॥ ১২

যোগেশ্বরী শ্রীমৈরবী কঠোরা ব্রহ্মচারিনী ।

ব্রাহ্মণা শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রোবাচস্মারক' বচঃ ১৪

নারী সম্বন্ধ গম্বী'পি সম্যাসায়ম সেবিনঃ ।

সর্বথাপরিহৃত্যঃ সাবধানস্ততী ভব ।' ১৫

As Shri Ramakrishna came back to his native village after a lapse of eight years, his joy knew no bounds, and the villagers also became very glad to see him again in their midst. Chandra Devi brought her daughter-in-law back from her father's house to Kamarpukur. Shri Bhairabi, who observed stern austerity remind Sri Ramakrishna of his of his voice as an ascetic and said, "Be careful to keep yourselves aloof from women"

বঙ্গানুবাদ :-

তৎপরে নিজ গৃহে প্রবেশের সময়ে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং কামারপুকুর নিবাসী জনগণ ও গদাধরের আগমনে অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছিলেন। ১১।১২

সেই সময়ে গদাধরের গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবী চতুর্দশ বয়স্কা যুবতী বধুমাতা সারদাদেবীকে পিতৃ গৃহ হইতে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন। ১৩

অত্যন্ত কঠোর যোগেশ্বরী ব্রহ্মচারিণী ভৈরবীদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্মরণীয় বাক্য বলিয়াছিলেন। ১৪

অর্থাৎ সম্যাসাশ্রমী যোগীর নারীর সহিত আলাপ করাও সর্বতোভাবে বর্জনীয়। অতএব তুমি সাবধান হও। ১৫

গচ্ছলীলায়াং ১৬শ অঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ স্তম্ভুত্বা ভৈরব্যা যদ্বদোহিতং ॥
 গুরোর্ব্রহ্মস্ব তথা চাহেত ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৬
 তোতাপূর্যা দৃঢ়ং বাধ্যং কর্ণযোঃ প্রতি নাহিতং ।
 যোগিনো ন প্রতিষ্ঠাস্থাৎ স্তোপুংসৌ মৈদর্শনে ॥ ১৭
 অন্তোঃস্থনা ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনঃ ।
 সন্মুখে বর্ত্ততে সেযং পরীক্ষাতি ভয়ঙ্করো ॥ ১৮
 তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণঃ কঠোরতর সংযমো ।
 শুমার্যে সছধর্ম্মিন্য। ইহামুত্র চ সর্ব্বদা ॥ ১৯
 তথা শিষ্য সাহচর্য্যং বিয়েয়মিতি চিন্তয়ন্ ।
 অক্লান্তিম সুপথিত্ব ইনৈহমত্যুচ্চ রূপকং ॥ ২০

On hearing the words of Bhairabi, Shri Ramakrishna remembered the saying of his preceptor, Totapuri, who held that the devotee who had not lost his sense of sex had not achieved anything in his holy pursuit. Now Shri Ramakrishna found himself in the threshold of that formidable test. Yet for the sake of good will in this life and in the life after death, he took it as his bounden duty to impart instructions to her and accordingly he initiated her with holy utterings. 16 to 24

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে ঠৈরবী দেবীর দ্বারা শুনিয়া এবং অর্ধেক অক্ষবানী
 অক্ষজসাহক তোতাপুরীর দ্বী পুরুষের চেদর্শনে যোগীগণের
 প্রতিষ্ঠা হইল নাট । ৩১।১৭

কণ্ঠলীলায়া ৭৫ম অঃ

এইরূপ কথাটিও কর্ণে প্রতি ন্যাসিত হইলে সেই সময় ভগবান
শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও অতি ভয়ঙ্কর পরীক্ষা সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল।

১৮

তথাপি কঠোরতর সংযমী শ্রীরামকৃষ্ণদেব পত্নী সারদার ঐহিক
ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায়া শিক্ষা সাহায্য কর্তব্য মনে করিয়া অতি
উচ্চস্তরের অকৃত্রিম স্থনির্ম্মল স্নেহের পাত্র বশতঃ পত্নীর কর্ণমূলে
বীজময় প্রদান করিয়াছিলেন। ১২।২০

কৃত্বা পত্ন্যাঃ কর্ণমূলে বীজমন্ত্র' প্রদত্তান্ ।

দেবদেব প্রসাদাত্তু মহা গুরোরনুপ্রদাত্ত ॥ ২৭

সদ্য স্তদব্দ্রুজোজাতী বিশুদ্ধ হ্রতৃসরোরুহে ।

যেন সা সারদাদেবী সারদেতি প্রগৌযতে ॥ ২২

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য তদ্রূপাচরণ' তদা !

অবলোক্য শক্তিতন্মহা সিদ্ধী তপস্বিনী ॥ ২৩

ন সেমে ভৈরবী তুষ্টি' গঞ্জিতা ঘনবদ্ভবত্ ।

দৃষ্ট্বৈব' ভৈরবী দেব্যাঃ কঠোরাচরণ' তদা ॥ ২৪

কম্পিতা সারদা দেবী ব্যাধ্র' দ্রষ্টা যযা সৃগৌ ।

যেন কেন সাধকেন যদি সম্মেলন' ভবেত্ ॥ ২৫

By the grace of Sri Ramakrishna, Sarada Devi attained divine knowledge and power. Bhairabi, however, was not satisfied by this act of Shri Ramakrishna. On seeing the stern attitude of Bhairabi Devi, Saradadevi would tremble like a deer at the sight of a tiger. Bhairabi used to

মণ্ডলীলায়া ৭য়ঃ অঃ

get furious in case Shri Ramakrishna came in touch with any other yogi devotee, 21 to 25.

১ বঙ্গানুবাদ :—

দেবতা এবং দৈবের আশুকুল্যবশতঃ মহাগুরু স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপায় শ্রীমতী সারদাদেবীর বিগত হৃৎকমলে সঞ্চার সেই বীজমন্ত্রস্বরূপ বীজ অকুরিত হইয়াছিল। অর্থাৎ সারদাদেবী অতি শীঘ্রই মন্ত্রময় দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যীহার প্রভাবে সারদাদেবী সারদা অর্থাৎ দুর্গা বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন।

২১/২২

শক্তিতত্ত্ব সাধনে সিদ্ধা ভৈরবী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তাড়ন অপূর্বভাবে দর্শন করিয়াও সম্বৃত হইয়াছিলেন না। পরন্তু মধ্যে মধ্যে মেঘতুলা গর্জন করিতেন। ২৩

এইরূপে ভৈরবীদেবীর কঠোর ভাব দেখিয়া সেট সময় সারদাদেবী ব্যগ্র দেখিয়া হরিণীর মত অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। ২৪

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যদি কোনও সাধকের সহিত সন্মিলন হইত তাহা দেখিয়া ভৈরবী দেবী অগ্নির মত জলিয়া উঠিতেন। ২৫

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য ধেরঘ্নি সমাভবত্ ।

কিন্ত্বলৌকিক ভাবত্বান্নিষ্ণিকার স্বভাবতঃ ॥ ২৬

অদ্বৈত্যম্ সাধিকায়া অমুদুম্নমাখনোদনং ।

গ্রোমৈরঘ্না পরন্ত্বেব নিযিতং সবিমোষতঃ ॥ ২৭

নিত্যশুদ্ধব্ধমুক্ত স্বভাব ব্রহ্মচারিণি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবে হি স্মান্যৈ য়েদং কৃতং ময়া ॥ ২৮

স্বভাবশুদ্ধমুক্তাদৌ যথা মানিন্য শূন্যতা ।

তযাচ্চিন্ পুরুষত্বে নৈর্মল্যং বিদ্যতে সদা ॥ ২৯

মধ্যলীলায়াং ১৬য় অঃ

এবং সা ভৈরবী দেবী স্ব শ্রান্তিমবগম্য চ ।

শ্রামন্তানিযুতা স্ব স্বমর্হঁয়ামাস সর্বথা । ২০

At last, on seeing unadulterated purity of mind and heart of Sri Ramakrishna, Bhairabi realised her own mistake and bitterly repented

26 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ভাব বা সর্বদা দিব্যভাবে বিস্তারিত নির্বিকারবশতঃ অতি উচ্চ সাধিকা ভৈরবী দেবীরও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি সন্দেহ ভ্রম দূরীভূত হইয়াছিল । ২৬

পরন্তু শ্রীভৈরবী দেবী বিশেষভাবে জানিয়াছিলেন যে, নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মচারী এই রামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভুলবশতঃ আমি এইরূপ আচরণ করিয়াছি । ২৭।২৮

স্বভাবতঃই সর্বদা নির্মূল মুক্তাদি রত্নে যেরূপ কখনও মালিঞ্চ সম্ভব হয় না । সেইরূপ এই রামকৃষ্ণদেবে সর্বদাই মালিঞ্চ হীনতা বিস্তমান আছে । ২৯

এইরূপভাবে সেই ভৈরবীদেবী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া নিজেকে বুদ্ধিহীন ভাবিয়া সর্বতোভাবে নিন্দা করিয়াছিলেন ॥ ৩০

অতঃপরমেকদা সা সা চাচ্চ গীরাঙ্কুরানতঃ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবন্ত' পুষ্পচন্দনচাঁচ্চিত' ॥ ৩১

জ্ঞাত্বা পুষ্পাঞ্জলি দত্তা পাদয়ো বিধিপূর্বক' ।

তদনুষ্ঠাং গৃহীত্বৈব কাশীচ্চৈব' জগাম সা ॥ ৩২

স্থিত্বা স্ব সম্ভবজিহ্বা পদ্মোমান্ ভগবাং স্ততঃ ।

পুনঃ প্রত্যাগত স্তম্বিন্ দক্ষিণেশ্বর ধামনি ॥ ৩৩

মধ্যলীলায়াং ৭৬শ অঃ

যতি শ্রীরামেন্দ্রমুন্দর ভক্তিতোর্ধ্ব বিরচিতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে
পারমহংস্যাং সঙ্ঘিতায়াং ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য দক্ষিণেশ্বরাত্ কামার-
পুকুর গমনানন্তরং দ্বাদশনৌ শ্রীমৈরবী দেব্যাঃ কাশীচ্ছত্র-গমনাত্ পরমেব
ঠাকুরস্য দক্ষিণেশ্বর প্রত্যাগমনরূপো মধ্যলীলায়াঃ ষোড়শোচ্চ্যায়ঃ ॥

মঃ ৭৬

অতএব মধ্যলীলা সমাপ্ত ।

Thereafter one day Bhairabi paid due obeisance to Ramakrishna and with his permission set out for holy Benaras. After staying in his native village for six months, Sri Ramakrishna came back to Dakshineswar. 31 to 33.

Here ends the Madhyalila in Sri Sri Ramakrishna Bhagavatam, written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে সেই ভৈরবীদেবী একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাক্ষাৎ
গৌরাদ মহাপ্রভু মনে করিয়া পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করত
ভক্তি পূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদারবিন্দে বহুতর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান
পূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুমতি লইয়া মুক্তি ক্ষেত্রে বারানসী ধামে
গমন করিয়াছিলেন । ৩১।৩২

শ্রীভৈরবীদেবীর কাশীক্ষেত্রে গমনের পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব
নিজ জন্মভূমিতে প্রায় ৬ মাস কাল অবস্থান পূর্বক পুনর্বার দক্ষিণে-
শ্বর ধামে গমন করিয়াছিলেন । ৩৩

মধ্যলীলায়া ৭৫ অঃ

ভক্তিভীরু শ্রীরামেন্দ্রশূন্দর বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুরের
মক্ষিণেশ্বর হইতে জন্মভূমি কামারপুকুরে আগমনের পর সন্ন্যাসিনী
ব্রাহ্মণী ভৈরবীদেবীর কাশীক্ষেত্রে গমনের পর ঠাকুরের পুসরায়
মক্ষিণেশ্বরে আগমনাদি মধ্য লীলার বোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইল।

এইখানেই ঠাকুরের মধ্যলীলার সমাপ্তি হইল। মঃ ১৬ অঃ।

অন্য লীলায়া: প্রথমোধ্যায় :

অঃ ১ মঃ

কামারপুকুরে তত্রৈকদা বহুবো জনাঃ ।

পায়েনাদি যতং যাবতরনার্যঃ সুসঙ্গতাঃ ॥ ১

মধুকৃষ্ণা ব্রয়োদশ্যাং বারুণ্যাং লাল্লবীজলে ।

বারুণ স্নান সিদ্ধার্থং গন্তুং কৃতং ধ্যৈ মৃত্যু ॥ ২

এতস্মিন্মন্তরে দেবী সারদা সারদায়িনী ।

সাগ্রাত্ শ্রীরামকৃষ্ণস্য মেহিনী জগদম্বিকা ॥ ৩

নৈষাং সমোপমাগত্য ভাবমদগদচেতসা ।

সাহসং ভবজ্জিহ্বাস্থ্যামীত্যুবাচ ললিতং বচঃ ॥ ৪

তত্র ভাগীরথী তোরি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ।

কালিকা ভবনে ভাতি সর্ব্বস্বং সমবল্লভমঃ ॥ ৫

সযিদানন্দরূপোঽসৌ সাধকাভীষ্টদায়কুঃ ।

বৃদ্ধা সম্পূজ্যতং দেবং পুনরিত্যসি মদৃষ্টহং ॥ ৬

Once about fifty persons assembled at Kamar-pukur with a view to set out for an ablution in the holy Ganges on the occasion of Baruni on the thir-

অন্তালোলায়া' ১ম অঃ

teenth day of waning moon. Sarada told that she also desired to accompany them in their journey to the Ganges and return after she had seen and paid homage to her husband at Dakshineswar.

1 to 6

বঙ্গানুবাদ :-

কামারপুত্রে প্রায় অর্ধশত নরনারী চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে অর্থাৎ বারানী যোগে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে একত্র সম্মিলিত হইলে ভগবান রামকৃষ্ণের পত্নী সারদাদেবী তাঁহাদের নিকট যাইয়া বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন আমি আপনাদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইব । ১।২।৩।৪

সেই ভাগীরথীর তীরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে কালিকাদেবীর গৃহে আমার স্বামী আছেন । ৫

সেই সচ্চিদানন্দময় সাধকগণের প্রার্থনা পূরণকারী আমার একমাত্র দেবতা সেই স্বামীকে দর্শন ও পূজন করিয়া পুনরায় আপনাদের সঙ্গেই গৃহে আসিব । ৬

অতো মামপি তং দেয়ং প্রাপয়ত্বা মহাজনাঃ ।

এবং যোমারদা দেব্যাঃ শ্রুত্বৈকান্তিক ভাষণং ॥ ৩

সাপেক্ষং তাং সমগ্গানং সমানীয় গতা বহুিঃ ।

দিবসদ্বয়মত্বানং গত্বা তে তৃতীয়ৈহুনি ॥ ৮

প্রায়েনাম্ভাং গতে সূর্য্যে সারদা চবরণীড়িতা ।

অন্যনাতিক্রমেণহ্যহা সারদা চবরণীড়িতা । ৫

অন্তরলীনার্যা ১ম অঃ

প্রান্তরে পতিতা দেবী সন্ত্রাস্তীনা বমূবহ ।
 ক্রিয়াকালমপেত্বৈব সঙ্গিনস্তু দ্বিরাশ্রয়াঃ ॥ ১০
 শ্রাগচ্ছাগচ্ছ ভী দেবো নাভ স্তেয়ং কদাচন ।
 প্রাণাপগমগদ্বা চ দস্যু দুর্জয়িতঃ সদা ॥ ১১
 অঘ্ননৈব যয়ং সন্বে গচ্ছামীনাভ সংশয়ঃ ।
 একস্যার্থে বহ্নন্ জীবাতঘাতয়তি বুদ্ধিমান ॥ ১২

They acceded to her request and took her with them. On the third day of the journey in the afternoon she felt down unconscious with fever, on a vast waste land. Her companions thought it wise to leave her there and go ahead as the place was infested with dacoits and there was every chance to lose life and all of so many.

9 to 12

বক্তাবাদ : —

অতএব হে মহাভাগগণ আপনারা আমাকে সেই গঙ্গাতীরে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন । এইরূপভাবে সারদাদেবীর অভ্যস্ত আগ্রহান্বিত বাক্য শুনিয়া তাঁহারা সসজ্জমে সম্মানের সহিত শ্রীমতী সারদাদেবীকে সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন । ৭

পঞ্চিমধ্যে দুইদিন যাইয়া তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার পূর্বে স্বরোগে আক্রান্ত হইয়া পথ চলিতে না পারিয়া সেই ভয়ঙ্কর মাঠের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন । ৮৯

অন্যলীলায়া' ১ম অঃ

তত্চক্ষু সেইসকল ছুটে সঙ্গীগণ স্বল্পকণ অপেক্ষা করিয়া
বলিয়াছিলেন । ১০

হে সাদরে এস এস এই স্বামে দম্ব্য দুর্জনের ভয়বশতঃ থাকা
উচিত নয় । এমন কি এখানে থাকিলে প্রাণ পর্যাণ্ড যাইতে পারে । ১১

আমরা এখনই এই স্থান হইতে চলিয়া যাইতেছি । এ বিষয়ে
কিছু মাত্র সন্দেহ নাই । কারণ এক ব্যক্তির ক্ষম্য বহু ব্যক্তিকে মাম
করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নয় । ১২

एवमुक्त्वा ततः सर्वे सारदां निःसहायकां ।

शवोपमां परित्यज्य तं देहञ्च भयादगता ॥ १३

परित्यক্তা पथि भ্রষ্টा हृत्तमূলमुপাश्रिता ।

निगোथे हतचैतन्या पतिता सा शवोपमा ॥ १५

स्वप्नदेकां मुश्यामां सम्मुखे मुक्ता भूर्ভুজাं ।

कामपि स्त्रीं सेध्वमानां ददर्श प्रमোदीतमा । १५

तत् काराञ्जामल क्षয়ान्मস্তকে तत्क्षणादहो ।

सर्वरोग विमुक्ता सा सुखतामाप सारदा ॥ १६

परन्तु चिद्वचनश्याমা সারদামবদত্তদা ।

ভো মর্গিনি যাষ্যসিত্ব' পাগলস্বামিদর্শনে ॥ ১৭

তত্ স্বরূপ' ন জানন্তি যি ত' পাগলমব্রুবন্ ।

প্রত্যহ' তমহ' দেবি পশ্যামি শুদ্রবেশমনি ॥ ১৮

So they left her there all alone and helpless
in the dying condition. In the dead of the night
she gained her consciousness and felt herself
cured of all her ailments by the touch of a woman

অন্তরীলায়াং ৭ম জ:

who was black in complexion and had long un-trimmed hair, She said to Sarada, "Dear sister, are you going to meet your mad husband? They who call your husband mad do not know his real self. I however, call at his cottage everyday to see him. 13 to 18

বদ্বানুবাদ:—

এইরূপ বলিয়া জ্ঞানশূন্য নিঃসহায়া সারদা দেবীকে এবং সেই স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৩

বৃক্ষের মূলে পতিতা পথভ্রষ্টা জ্বর রোগে মূর্ছিতা সারদা রাত্রি ত্রিপ্রহরে স্বপ্নাবস্থায় যেন একটি অতি কৃষ্ণবর্ণা একটি ত্রীলোক সাবদার ক্রোড়দেশে বসিয়া সারদার গাত্রে ও মস্তকে করপদ্মদানে ক্লান্তিদূর করিতেছেন। এইরূপ একটি আলুলায়িত কেশা হাস্তমুখী জ্যোতিঃস্বরূপা ত্রীলোক দেখিয়াছিলেন। ১৪।১৫

অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই ত্রীলোকটির করপদ্ম স্পর্শ মাত্রে সারদাদেবী সর্বরোগ বিমুক্তা হইয়া তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছিলেন। ১৬

পরন্তু জ্ঞানানন্দ ঘনশ্যামাদেবী সারদাদেবীকে বলিয়াছিলেন। হে ভগিনি তুমি কি তোমার পাগলা পতিকে দর্শনের জন্ত যাইতেছ?

১৭

বাহারা তোমার পতির স্বরূপ না জানেন তাহারাই পাগল বলেন। হে দেবি আমি তোমার স্বামীকে দর্শনের জন্ত তাহার পঞ্চবটীর কুটীরে প্রতিদিন যাইয়া থাকি। ১৮

अन्त्यलोलाया १म अः

तव तुह्यो मम स्वामी महायोगी महेश्वरः ।
 तमुन्मत्तं वदन्त्यज्ञाः किन्त्व ह' तेन चादृता । १८
 तवापि मादृशः स्वामी योगारूढः सदा शिवः ।
 तव सन्भोग पुष्टार्थं योगमार्गरतः सदा ॥ २०
 मृदु गत्यागच्छ देवि तव स्वामिनमीश्वर' ।
 क्षिप्रं सन्देहदानाथं मच्छामि दक्षिणेश्वरे ॥ २१
 एवमुक्त्वा तदा देवी तत्रेवान्तरधीयत ।
 कृपया जगदम्बाया रोगमुक्त्वा मनस्विनी ॥ २२
 आनन्द संप्रवे लीना दृष्ट्वा तां भवसुन्दरीं ।
 चिन्तयामास केय' स्त्री कथमत्र समोगता ॥ २३
 अहोघ्नाता मया सातु कालो केवल्यदायिनी ।
 कृपयात्र गता मातामम रक्षण हेतवे ॥ २४

"Like yours my husband is also a great yogi. Fools calls him a lunatic. But he loves me very dearly. Like mine your husband is a great devotee, and dedicated himself to holy services to bring pleasure to you. Dear lady, you may proceed slowly to reach your husband." On saying this she disappeared. Sarada Devi found herself cured of all her ailments her felt herself blessed by this divine sight. As she thought over the matter she felt that the Goddess appeared to save her.

অন্ত্যলীলায়াং ১ম অঃ

বন্দানুবাদ :-

তোমার মতই আমার স্বামী মহাযোগী মহেশ্বর । মূৰ্খলোকসকল
কঁহাকে পাগল বলে । কিন্তু তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন । ১০

আমার মত তোমার স্বামীও সদানিব যোগারূঢ় তোমার প্রণয়
বৃদ্ধির জন্তই তিনি সর্বদা যোগাসনে অবস্থান করেন । ২০

হে দেবি তুমি ধীরে ধীরে এস । আমি তোমার স্বামীকে
আগমন বার্তা দিবার জন্ত এখনই দক্ষিনেশ্বরে যাইতেছি । ২১

এই বলিয়া মহাদেবী অন্তর্হিতা হইলেন । এইরূপভাবে জগদম্বার
কৃপায় সারদাদেবী রোগমুক্তা হইয়াছিলেন । ২২

তখন সারদাদেবী সেই ভবশূন্য কালিকাদেবীকে সাক্ষাৎ দর্শন
করিয়া আনন্দসমুদ্রে নিমগ্না হইয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন ইনি কে
কি জগদেবা এখানে আসিয়াছিলেন । ২৩

এখন আমি বিশেষ ভাবে জানিলাম মুক্তিপ্রদায়িনী মাতা
কালিকা দেবী আমার বন্ধার জন্ত ময়া করিয়া এই স্থানে আসিয়া-
ছিলেন । ২৪

ততো মদ্বানিয়ারা সা চৈতন্যোপমতা সত্য ।

সুস্থতামুপলভ্য বা সৌখ্য ভীমাশ্বতুর্দ্বয়ঃ ॥ ২৫

দূরে দৃষ্টি' মসার্য্যক' দদর্শ' সা জলাময়' ।

স্ব গাত্রকান্ত্যাত' দেশ' যমৌ বিতিমির' তদা ॥ ২৬

বিঘৃণিতা দেহতাপাত্ শুল্ককণ্ঠা পিপাসয়া ।

পতিচরণ' শঙ্কমানা মাণে'ষু ভয়শিশ্বলা ২৭

জহাতিক্রমণে'শ্যক্তা প্রাপ্তা ক্তি' যমবাটিকা ।

পব' বিচিন্ত্য সা দেবো সম্মুখে'তি ভয়ানক' ॥ ২৮

দদর্শ' দস্যু প্রবর' যমদণ্ডমিবা পর' ।

অন্ত্যলোলাতা' ১ম অ:

দূত দৃষ্ট' মহাবাহু' লালটে রক্তবস্ত্রক' ॥ ২৫

দৌর্যশ্মশ্রু সমায়ুক্ত ভীষণাশ্র' বনশব্দত্ ।

বিচিস্র মূর্ছ'জান্ মূর্ছি, রক্তাভ' নয়নদ্বয়' ॥ ২৬

In the dead of the night she felt that a mysterious awe reigned all around. She found a tank at a distance and the darkness thinned down by the lustre of her own body. She felt unbalanced due to fever and thirst, and became afraid of imminent death, as she felt herself unable to walk. Just at that time she came accross a dreadful robber with a rod in his hand, red cloth tied round his forehead, long beard, tiger-like face, rough and untrimmed hair on head and blood-shot eyes. 25 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে সেই মহানিশায় সতী সারদা সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া সেই স্থানে অতি ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া নিকটে একটি পুষ্করিণী দেখিয়াছিলেন এবং নিজ গাত্র কাস্তি ঘারা সেই সময়ে সেই স্থানটি আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল । ২৫।২৬

দেহের উত্তাপে মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান পিপাসায় শুককণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে প্রাণনাশের আশঙ্কায় অধীরা পবলজ্বনে অসমর্থ। আমি যমের ঘরে আসিয়াছি । মাতা সারদাদেবী এইরূপ চিন্তা করিয়া সম্মুখে একটি অতি ভয়ানক দস্যুকে দেখিয়াছিলেন । ২৭

মধ্যসীলীয়াং ১ম অঃ

যমদণ্ডসদৃশ দৃত দণ্ড মহাবাহু ললাটে রক্তবস্ত্র আবদ্ধ দীর্ঘশাশ্রু
ব্যাজর মত ভয়ঙ্কর মুখ অতি দীর্ঘ দেহ মস্তকেই বেশসকল ইতস্তত
বিক্ষিপ্ত চক্ষুর্ভয় রক্তবর্ণ দুইটি হস্তে বোণা বসয় এইরূপ কালান্তক
যমের মত সেটে দয়াকে দেখিয়াবাবা এই কথাটি মাত্র বলিয়া
সারদাদেবী ভূমিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন । ৩৯১০০৩১

সুহৃদ বীণ্যশ্লয়যুত হস্তাহয়' তথা ।

সুদীর্ঘ' ভোপণাকার কালান্তক্ৰ যমোপম' ॥ ১৭

পিতৃত্যক্তা মূচ্ছিতাভূত পতিতা ধরণীতলে ।

দস্যুরেবম্বিধা দেবী' জগদম্বা স্মরুপিণী' ॥ ১২

কালিকা' পতিতা' দৃষ্টা স্তম্ভিত স্ততৃচুণাদহী' ।

মা মৈতু্যক্তা তদা দেব্যাঃ পতিতযরণান্তিকে ॥ ১৩

রক্ষ রক্ষ ম'হাদেবি রক্ষ মা' ব্রিদেশৈবরি ।

পুত্র' দর্যু' জগন্মাতঃ প্রৌৰ্ব্বাচায়' কৃত্যশ্রলিঃ ॥ ১৪

এব' সা জাগতী দেবী পাদালঙ্কার মৌচন' ।

কৃত্বাদস্যু করে দত্বা প্রৌৰ্ব্বাচ বিনয়ান্বিতা ॥ ১৫

মৌ পিত স্তাব কন্যাহ' যা মি জামাতুরন্তিকে ।

কিন্তু মার্গপরি স্রষ্টা ভ্রমামি তিমিরে নিম্নি ॥ ১৬

He looked terrible like Death. Sarada Devi fell unconscious at the sight of this robber, who became overpowered by a divine influence and fell at the feet of Sarada Devi, addressing her "Mother", "Mother", and begged her grace with folded hands. On regaining her sense she put

অন্ত্যম্বোলায়া' ৭ম অ:

off the ornaments of her feet and handed it over to the robber. Then she said, "Oh my father, I am your daughter on the way to meet your son-in-law. But I have lost my way in the darkness of the night." 31 to 36.

বন্দানুবাজ :-

কিন্তু এ স্থলে আশ্চর্যের বিষয় এই যে দম্ভা দেখিলেন সাক্ষাৎ ভগদম্বিকা কলিকাদেবীই ধরণীতলে পতিতা হইলেন। এবং এ কি বলিয়া মাতা সারদা দেবীর পাদপদ্মের সমীপে মামা বলিয়া পতিত হইয়াছিল। ৩২'৩২

এবং বলিয়াছিল হে দেবারাধ্যা মহাদেবি আমাকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন। আমি আপনার দম্ভা পুত্র এইরূপ ভাবে করছোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিল। ৩৪

তখন মাতা সারদা চৈতন্যলাভ করিয়া পায়ের অলঙ্কার খুলিয়া দম্ভার হস্তে দিয়া অতি দীনীত ভাবে বলিয়াছিলেন। ৪৫

হে পিতঃ আমি তোমার কথা তোমার জানাতার নিকটে বাইতেছি। কিন্তু এই অলঙ্কার দ্বািত্তে পথ ভুলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছি। ৩৬

মার্গং দর্ম্যং ভী মদ্রাং যেন মে দক্ষিণেস্তরে।

রাষ্ট্রায়া রামমনে: কালীমন্দিরে স্তুগতিমেবেত্ ॥ ৩৩

যতক্ষিনস্তরে কাপি স্মা স্মৃতিং দন্ত্যু মন্নিয়ী।

আগতা সন্ধিনী তস্য মন্যমানা তদন্তিহ ॥ ৩৮

জন্মলীলায়াং ৭মঃ অঃ

গত্বা তস্যা স্তদা দেবী চৃত্বা হৌ করপঙ্খৌ ।
 সারদা তব কন্যাঙ্গমবদৎ করুণ স্বরং ॥ ৪৫
 প্রাপ্যাদ্যাং মাतरং ত্বাং পিতরশ্চ মহামতিং ।
 ময়াদস্মাত্ সমুত্তীর্ণা নিশায়াং প্রাণসঙ্কটাত্ ॥ ৪৬
 রোগক্লান্তি পথ স্ত্রান্তি ভোজ্যাপ্রাপ্তি বশাম্মম ।
 নাশ্বনা ভাষণে শক্তির্নান্যত্রগমনেপিবা ॥ ৪৭
 নিদ্রা মাং বাধতেত্যর্থং চক্ষুষ্যা পিতরাবহং ॥
 এবমুক্তা দস্যু পত্নী কোড়ে সংস্পৃশ্যমস্তকং ॥ ৪৮

“Please get me the way to the temples of Rani Rasmoni at Dakshineswar.” Just then a woman appeared by the side of the robber, and so she caught hold of her hands and said sorrowfully, “Oh Mother, on seeing you and my father I have become free from all fear in this dreadful night. I am unable to speak further or go away from here due to my physical weakness, loss of my way, and starvation. Sleep overcomes me. Oh my parents forgive me” On saying this, Sarada Devi placed her head on the lap of the wife of the robber and fell asleep. 37 to 42.

বঙ্গানুবাদ :—

হে মহাশয় ! আমাকে পথ দেখাইয়া দাও । যহাতে আমি রাণী রাসমনির দক্ষিণেশ্বরের কাণী বাড়ীতে বাইতে পারি । ৩৭

অন্তলোলাতা' ১ম অঃ

এমত সময়ে কোন একটি দ্বীলোক দস্যুর নিকটে আসিলে তাঁহাকে সেই দস্যুর পত্নী মনে করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া মা সারদা তাঁহার দুইটি হস্ত ধারণপূর্বক বলিয়াছিলেন মা আমি তোমার কথা সারদা এই কথাটি অতি করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন।

৩৮৩৯

দেখ মা আমার রোগবহুলা পথপ্রাপ্তি ও অনাহারে কণা বলিতেও কষ্ট হইতেছে এবং যাইতেও পারিতেছি না অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। বাবা মা আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। এই কথা বলিয়া সেই দস্যু পত্নীর কোলে মাথা রাখিয়া নির্ভয়ে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ৪০৪১৪২

নিদ্রিতা সারদা দেবো নির্ময়ৈনান্তরাঙ্কনা।

ऐहिकामुष्मिकात् पापान्नमे पुण्यस्य सम्भवः ॥ ৪৩

दुर्भगायाः कथं सौख्यं फलदर्शनजं भवेत्।

अथवा मे किञ्चिदस्ति सीमाय' পূর্ব' পুণ্যজ' ॥ ৪৪

येनेय' देवकन्या मां मामित्युक्त्वा ममोरसि।

सुख' स्वपिति निःशङ्क' यथा कन्या स्वगर्भजा ॥ ৪৫

एव' चिन्तयती साध्यो दस्यুপত্নী পতি' তদা।

निष्पन्द शङ्कु, सदृश' विलोकोवाच सत्त्वर' ॥ ৪৬

रुखादु भोजनोयं यत् पानीयमपि वा तथा।

शीघ्रमानय भो स्वामिन् कन्या भोजन' হৈতবে ॥ ৪৭

श्रुत्वैव तत्तृचण्याद् गत्वा ग्राम' मोदक बाटিকা।

प्रविश्य विपुल' भोज्य' समादायागतोऽपि सः ॥ ৪৮

The wife of the robber thought, "Due to sins committed by me in my previous lives, no child has been born to me. But I find myself fortunate enough to be called mother by this divine woman, who sleeps here fearlessly as if she is my own daughter." With this thought she asked the robber to bring some food and drink. He at once brought a huge quantity of sweets from a shop in the village. 43 to 48.

বঙ্গানুবাদ : —

তখন দম্ভ্যপত্নী ভাবিয়াছিলেন আমি অত্যন্ত হতভাগিনী আমার জন্ম জন্মান্তরের পাপ বশতঃ পুণ্যোদগমই হয় নাই অর্থাৎ আমার আত্ম স্বত্ব হয় নাই অতএব ফলের আশা করিতে হইবে। অর্থাৎ ত্রীলোক পুণ্যবতী না হইলে তাহার গর্ভে পুত্র কন্যা হয় নাই। অতএব আমার পুত্র কন্যা বলিয়া কি কিছু আছে। ৪৩

অথবা আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের সৌভাগ্য বা পুণ্য আছে তাহার ফলে আজ এই দেবকন্যা আমাকে মা মা বলিয়া ডাকিয়া আমার কোলে সুখে নিভ্রা যাইতেছেন।

যে রূপ নিজের গর্ভজাত কন্যা গর্ভধারিণীর ক্রোড়ে সুখে ঘুমায় সেইরূপ ॥ ৪৪।৪৫

পতিব্রতা দম্ভ্য পত্নী তখন এইরূপভাবে চিন্তা করিয়া সম্প্রসুখে শুক কাষ্ঠের মত অচল স্বামীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন ॥ ৪৬

অন্যলীলায়া' ১ম অ:

তুমি কি দেখছ আমাদের এই কণ্ঠাটির খাইবার জন্য উদ্ভন্ন
বাণ্ড ড্রব্য ও বিশুদ্ধ জল শীঘ্র আন। ৪৭

দম্ভ্য প্রবর পত্নীর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রামে যাইয়া নগ্নব্রাহ্ম
ঘরে প্রবেশ পূর্বক বিশুদ্ধ মিষ্ট ড্রব্য লইয়া আসিয়া পত্নীকে
দিয়াছিলেন ॥ ৪৮

উক্লষ্য পতন্যে ত্বৎ কন্যাং ভোজয় ত্ব' সযত্নতঃ ।
আনিয়ামি জল' স্বচ্ছ' শীঘ্র মেব সুনিযিত' ॥ ৪৮
এব' সা সারদাদেবী সুস্থতা সুপলভ্য চ ।
ত' দস্যু' সুজন' দৃষ্টা পরমানন্দ নির্বৃতা ॥ ৪৯
ততঃ স দস্যুপ্রবরো মহামতিঃ
সংস্খ্যায় দেবীং শিবিকান্তরে সুদা ।
তদ' ধৃত্য সূত্যানুচর স্বরূপক
স্তস্ত্যাঃ প্রিয়স্থানমদর্শয়ষ্য তাং ॥ ৫০
তচ্ছিন্দদর্শাখিল লোকনাথ'
ত্রিলোকনাথানন্ত পাদপীঠ' ।
কন্যা কৃপা প্রাপ্তি বশাৎ সকন্যো ।
দস্যু স্তদা পশ্চবটো গৃহস্থ' ॥ ৫১

He asked his wife to feed the daughter well.
Then he went off to bring drinking water. Sarada
Devi became quite well very soon and also very
glad to see that the robber was kind and gene-
rous. The robber showed the way and took her

অন্তঃসীতায়াং ১ম অঃ

to Dakshineswar. He became blessed by the sight of Sri Ramakrishna. 49 to 52.

বক্তাবাদ :—

এবং বলিলেন তোমার কণ্ঠকে যত পূর্বক ভোজন করাও আমি শীঘ্রই ভাল জল আনিতেছি ॥ ৪৯

এইরূপভাবে মাতা সারদা দেবী সুস্থ হইয়া দম্ভা এবং তৎপত্রীকে তাহাদের আচরণ, দেবিয়া শূজন বলিয়া মনে করিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইয়াছিলেন ॥ ৫০

তৎপরে সেই দম্ভারাজ অতি নিকটে ভৃত্যের মত হইয়া মাতা সারদাকে একটি শিবিকায় আরোহণ করাইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তাঁহার অতিপ্রিয় ভগবান, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার পাদস্থলে কণ্ঠটিকে অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১

তখন সেই কন্ঠার অশুগ্রাহে, সেই দম্ভা প্রবর দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী গৃহে ইন্দ্র চন্দ্রাদি পূজিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন ॥ ৫২

भयेन भक्त्या विनयेन वाचा

समर्प्य कन्यां महतः समीपे ।

प्रसन्नतां तस्य प्रब्रूयु कामः

सर्वेषुः पादतले पपात ॥ ५३

प्राप्त्वा सत्कर्म दयाद्वैचितसः

श्रीसारदा भौति विमुक्ति हेतुक ।

स्वयं तमुत्तोल्य गदाधरो महान्

सदार दस्योः सुकपाञ्चकार ॥ ५४

अन्त्यलीलायां १ म अः

प्रकाशितेयं जगती जनन्या
लीला ययासां वद्वयः सविज्ञाः ।
मातुः स्वरूपाधिगमे विमोहं
वदन्ति चाचिन्त्य महाप्रभावा ॥ ५५
एवं सा सारदादेवी साधनस्य सुसिद्धये ।
श्रीरामकृष्ण लीलायाः परिपूर्णं प्रदायिनी ॥ ५६

The robber made over Sarada Devi to Sri Ramakrishna with fear, devotion and humble submission and fell at his feet. Gadadhar blessed the robber and his wife, as he came to know of his good and kind services towards Sarada Devi. Thereafter Sarada Devi stayed at Dakshineswar rendering her services to her husband and helping him in his holy pursuit.

53 to 56.

वर्णनार्थः—

ऊँच भक्ति ओ विनय बाक्ये उग्रवानेर निकटे कथा श्रुतीया
माता सारदा देवीके अर्पण करिया तीहार कृपा प्रार्थना पूर्वक
दश्या राज कम्पादित कलेबरे उग्रवानेर पादमूले पडित
हईग्राहिल । ५७

दयाप्रतिष्ठ दश्या राजेय सारदार उग्रमूर्तिरूप सङ्कर्ष अवगत

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম অঃ

হইয়া ভগবান পদাধর স্বয়ং সেই মন্দির প্রবরকে দয়া
করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ৷

জগজ্জননী সারদা দেবীই মন্দির কৃপা লীলা প্রথম প্রকাশ করেন
যাহার লীলা যোগিগণও বহুতর চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারেন
নাই। পরন্তু শক্তি প্রভাব অচিন্তনীয় ॥ ৫৫

ঠাকুরের লীলা সম্পূর্ণ বিধায়িনী মাতা সারদা দেবী সাধনা
জিক্রি জগৎ কিছুকাল অবস্থান পূর্বক বিশুদ্ধ ভাবে উত্তমা ভক্তি
সহকারে পতি সেবা করিয়াছিলেন । ৫৬৫৭

১৪

কিয়ৎকাল স্থিতা তত্র স্বামিনঃ সন্নিধৌ সতী ।

শ্রী মাতা সারদাদেবী পতিভক্তি পরায়ণা ॥ ৫৩

চকার পরয়া ভক্ত্যা পতিসেবাং মনস্বিনী ।

শূন্যোষ্ট পঞ্চচন্দ্রাঙ্ঘ্রে নাম্না যা ফলহারিণী ॥ ৫৮

তত্ পূজা দিবসে রাবৌ স্বপত্রীং সারদাং শিবা ।

ষোড়শীং ষোড়শসমৌ সর্বানন্দঃপ্রদঃ শিবঃ ॥ ৫৫

পূজ্যামাস তাং দেবীং পূর্বযুগানুসারতঃ ।

বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বর্গে ফলপ্রদাং ॥ ৬০

একান্তে তাং সমাঙ্ঘ্র্যে ষোড়শীং সহধর্ম্মিনীং ।

ভবাচ পরয়া প্রীত্যা যোগেশ্বর মহাগুরুঃ ॥ ৬১

অহং সম্পূজয়াম্যস্মৈ রাবতীং তাং তিথিচয়ৈ ।

জান সম্যগ্ বন্দনাদি সমাপ্য কুলকামিনি ॥ ৬২

In the Bengali year 1280, Sri Ramkrishna
worshipped Sarada Devi in a moon-less night at

অন্ত্যলোলায়া ৭ম অ:

the time of Falaharini Kalika Puja He advised her to fast and observe all austerities and stay in the cottage at Panchabati till she is worshipped. 57 to 62.

বঙ্গানুবাদ :-

বাংলা সন ১২ শত ৮০ আশী সালে ফলহারিনী কালিকা পূজার দিন রাত্রিতে সর্ববানন্দ প্রদাতা সর্ব মঙ্গলালয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব নবোদিত সূর্যের মত দেহ কাস্তি ধর্ম অর্থ কাম যোক চতুর্গুণ ফল দায়িনী মঙ্গলময়ী ষোড়শী নিছপত্নী শ্রীমতী সারদা দেবীকে ছাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত পূজা করিয়াছিলেন। ৫৮।৫৯

অর্থাৎ সেইদিনে ঠাকুর পত্নীকে নির্জনে ডাকিয়া অতি কোমল স্বরে বলিয়াছিলেন। আজ আমি অমাবস্যা তিথিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে তোমাকে পূজা করিব। অতএব হে কুলকামিনি তুমি প্রাতঃকালে স্নান সন্ধ্যা পূজা ও স্তব পাঠাদি সমাপন পূর্বক কিছু না খাটরা শুদ্ধ ভাবে এই পঞ্চবটী গৃহে অবস্থান কর। ৬০।৬১।৬২

নিষ্ঠ পঞ্চবটী মেহী সৌমধাসা সুসংযতা ।

এবমুক্তা স্বয়ক্তি' তা' ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ॥ ৬২

পূজায়া দ্রব্যসম্ভার সংস্কার্য' সমুৎসুকঃ ।

মাঞ্চাগার' সম্মবিশ্য সিদ্ধুরাম্বরমূষণন্ ॥ ৬৪

সংস্কার্য ফলপুষ্পাদোন্ পঞ্চবট্যামুপাগতঃ ।

সমুদ্যক্তে স্নান সম্ভাতি' সমাপ্য বিধিবদ্ভদা ॥ ৬৫

অন্যমীলায়াং ১ম অঃ

সোসারদাং স্বহস্তে ন বস্ত্রালঙ্কার ভূষিতা ।
 কৃত্বোচ্চ পোঠকে ন্যস্য পাদপীঠে পদদ্বয় ॥ ৬৫
 অলঙ্কারস্তিত কৃত্বা বিনিবেশ্য ময়ত্রতঃ ।
 অমায়া অর্ধরাত্রী তাং পোড়গীং জগদম্বিকা ॥ ৬৬
 তেন পাদ্যাদিभिঃ পূজা তন্মীক্য বিধিনা কৃতা ।
 প্রার্থনা চ কৃতা তত্র দ্বিগুনায়িন যাদৃগী ॥ ৬৭
 অত্র মিচ্ছা কৃতা সর্ব্ব জীবানামস্ব হৈতবে ।
 ব্রজেন্দ্রমন্দনঃ কৃষ্ণী যথা হৃন্দাধনে বনে ॥ ৬৮

During the day-time he remained busy collecting all requisite things. In the evening after performing usual rites, he decorated Sarada Devi with holy cloth and ornaments. In the mid-night he worshipped her as if she was the Goddess Kalika Lord Krishna did the same thing in the Dwapar yuga by worshipping the feet of Sri Radhika in Brindaban. 63 to 69,

বক্তাবাদ :—

সর্ব্বশক্তিমান ঠাকুর গঙ্গা সারদাকে পূজার বিষয়ে বলিয়া পূজার দ্রব্য সংগ্রহার্থে ভাঙারে প্রবেশ করতঃ বস্ত্র সিঁদুর শঙ্খ ও আলতা এবং ফল 'মূল'াদি লইয়া পঞ্চবেটীর গৃহে সেই সকল দ্রব্য রাখিয়া সায়াছে স্নান সজ্জাদি সন্মার্জন পূর্ব্বক রাজিকালে যথাসম্মত স্বহস্তে সারদা দেবীকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত করতঃ

অন্ত্যালীলায়া' ১ম অঃ

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते
 पारमहंस्या संहितायां मातुः श्रीसारदादेव्या गङ्गास्नान गमनं पथि
 रात्रौ दस्यु कृता पूजा दक्षिणेश्वर गमनं तत्र ठाकुरेण षोडशी पूजा-
 नन्तरं पुनर्देव्याः कामारपुकेरे प्रत्यागमनरूपान्त्यलीलायाः प्रथमो-
 ऽध्यायः । अः १ अः १

Shri Ramakrishna held the feet of Sarada Devi in his hands and bowed down to her. He worshipped her in various ways. He also revealed to her that in their previous births they appeared as Lord Krishna and Sri Radhika. According to the advice of Sri Ramakrishna Sarada Devi left her husband and went to Kamarpukur. 70 to 73.

Here ends the first chapter in the Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. ১ম অঃ অন্ত্যালীলা।

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান ত্রিগামকৃষ্ণদেব এইরূপভাবে তান্ত্রিক ও বৈদিক
 মতে নানা বিধ পূজা করিয়াছিলেন যে সকল যোগিগণ ও
 জানেন না। ৭২

তৎপরে মাতা-সারদা দেবী ঠাকুরের আদেশ মত দক্ষিণেশ্বর
 হইতে কামার পুকুরে গমন করিয়াছিলেন। ৭৩

অন্তরলোলায়া' ১ম অঃ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দরের রচিত পরমহংস সংহিতা নামক শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের শেষ লীলার প্রথমাধ্যায়ে সারদা দেবীর গঙ্গা স্নান উপলক্ষে দম্ভ্য কৃপা দক্ষিণেশ্বরে গমন এবং তথায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদা দেবীকে ঘোড়শী পূজা করেন তৎপরে ঠাকুরের আদেশে পুনর্ব্বার সারদা দেবী কামার পুকুরে প্রত্যাগমন করেন।

অঃ ১ সঃ

শ্রুত্যানীলায়াঃ দ্বিতীযোঃধ্যায়ঃ

কালোচ্চিন্ সঙ্কর্ষ্মিষ্টা সঙ্কিতৌ মম্বুরৌ মম্বান্ ।
 চকারা যৌলন' নানাতিষ্ঠে গমনৌত্মুকঃ ॥ ৭
 যানবাছন ভৌজ্যাডি নানাড্রব্যানি যত্নতঃ ।
 বিধিষত্ সংক্ৰমীতানি তৌর্ধে দেয়ানি যানি চ ॥ ২
 তৌর্ধ গলিঃ সুসম্পূর্ণা শ্রীরামকৃষ্ণা যোগতঃ ।
 অমুত্ শ্রীমথুরানাথঃ শ্রুমেকালৌ শুমে দিনে ॥ ৩
 মম্বৌ ঠাকুর হৃদয় স্তৌর্ধযাত্রা' চকার সঃ ।
 মৃষ্ণাঙ্কদ্বির্গতাঃ মম্বৌ যম্বভাষ পুরঃসরম্ ॥ ৪
 ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য সৌর্ধযাত্রৈ য' সর্ব্বোত্তম
 সাধনা তম্বা' খনু যোগবলেন জমতৌতলৌ
 সর্ব্বজৌবে শিষ্যজ্ঞান' দরিত্রনারায়ণ সেধা চ ।
 ঠাকুরেণৈষ নূতনরুদ্দেধ প্রকটৌ ক্রতা আসৌত্ ॥ ৫

Mathuranath set out on pilgrimage to various holy places with his wife, Thakur and Hridaya. He took with him all requisite things. This

অন্তলীলায়াং ২য় অঃ

pilgrimage had been the best of all holy pursuits ever followed by Sri Ramakrishna. . Here he took a new turn and preached divine manifestation in all living things, and holy services to the poor. 1 to 5.

বঙ্গানুবাদঃ—

অন্তলীলার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হইতেছে। এই সময় মথুরানাথ পত্নীর সহিত কয়েকটি তীর্থ গমনের জন্য তত্পরযোগি জব্যাদির আয়োজন করিয়াছিলেন অর্থাৎ যান বাহন ভোক্ষ্য ভোজ্য বা তীর্থেদেয় জব্য সকল যোগাড় করিয়াছিলেন। এবং তীর্থ গমনে ঠাকুরের যোগদান জন্য মথুরাবাবুর তীর্থ যাত্রা শূচ্যরূপে হইয়াছিল। ১।২।৩

শুভদিনে শুভকালে সপত্নীক মথুর বাবু ঠাকুর ও হৃদয়ের সহিত তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। এবং সকলেই যথাবিধি শুদ্ধভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তীর্থ গমন একটি উত্তম সাধনা। কারণ যে তীর্থ যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া সর্বজীবে শিবজ্ঞান। এই অগতে পরিস্রবানারায়ণ সেবা কার্য ইনিই যোগ বলে প্রকাশ করেন পূর্বের ইহা ছিল না। ৫

আদী শ্রীবেশ্বনাথ ধাম যত্না নতস্ব্য শ্রুতাতুর ধনকঙ্কাল মাত্ৰ
দেহ বহির্দেহদর্শনে দয়ার্দ্রহৃদয় বহির্দেবতা বহির্দেহ সত্যার্থ সাক্ষাতরং

अन्त्यलौक्यायां नय श्रः

मथुरानाथ मुक्तवान् । भो सद्युर ! केवलमेकदिनमेतेषां भक्ष्यं
दानेनोदरं परिपूरय । ६

ददस्व प्रचुरतरं तैलं भस्त्रकेषु । तथा प्रत्येकं परिधयं वस्त्रमपि
प्रयच्छ । ७

एवं भगवता मृतायमानवचांसि सुकृतांश्चपि तदा वारानसी यात्रा
समुत्सुको मथुरी वारानस्यामेव दरिद्रभोजनादि व्यवस्था विधेयेति
सांग्रहं मुक्तवान् । ८

शुल्वैश्च दरिद्रं प्ररमदेवतां सरोपमवदत् । नाहं यास्यमि वाराणस्यां
एभिरेवात्रवसामि । दरिद्राणामेषां नास्तिकिः, कोऽपि दाता ? ९

ततो मथुरेण दरिद्रान्तर्गतं भगवन्तं मवलक्ष्य सद्यः स्तदात्रा पूर्णे
कृते ठाकुर ईषदस्य पुरःसरं परमानन्दमवाप । १०

At first they visited the temples of Vaidyanath. Shri Ramakrishna was greatly moved by the sight of emaciated bodies of the poor hungry people and so he requested Mathuranath to give them enough food for a day, sufficient oil for their heads and a piece of cloth to each of them. But Mathuranath in his eagerness to start Varanasi replied that necessary arrangements to feed and clothe the poor would be made at Varanasi. On hearing this Thakur became very furious and said that he would remain with the starving people here and see if

অন্ত্যলীলায়া ২য় অঃ

any kind and generous hearted man be available. Al this Mathuranath did as he was asked to do. Thakur became much delighted and smiled with great satisfaction.

বন্দানুবাদঃ—

বৈষ্ণনাথ ধামে যাইয়া ক্ষুধায় কাতর ককাল মাত্র সার জীব-
জ্বতের স্থায় দেহধারী দরিদ্র সকলকে দেখিয়া দীনবদ্ধ ঠাকুর
দয়ার্দ্ৰ হৃদয়ে দরিদ্রগণের সেবার জন্য অতি কাতর বার্কো
মধুরানাথকে বলিয়াছিলেন হে মধুর কেবল মাত্র একদিনের মত
এই সকল দরিদ্রদিগকে উদর পূরণ করিয়া যাওয়াও । ৬

ইহাদের মাথায় তৈল দাও । এবং প্রত্যেকটি দরিদ্রকে এক
একটি করিয়া বস্ত্র দাও । ৭

ঠাকুর এইরূপ উত্তম কথা বলিলে ও ৮কাশীধামে যাইবার জন্য
অত্যন্ত ব্যস্ত মধুরানাথ বলিলেন ৮কাশীধামেই দরিদ্র ভোজনের
ব্যবস্থা করিব । ৮

अन्त्यन्ताश्रयां रयं यः

एषं गयासुरं चित्रं भगवान् योगदाधरः ।
 अपरोक्षी कृतस्तेन साक्षाद् गदाधरेण हि ॥ ११
 ततो वारानसीं चित्रं प्राप्य श्रीभगवान् स्वयं ।
 ददर्श श्रीविघ्ननाथं मन्त्रपुष्पाक्षिमातरं ॥ १२
 मुक्तिं चैत्रस्यावनतिं दृष्ट्वा भूदतिदुःखितः ।
 उक्तं भगवता तेन परमार्त्तेन तत्र च ॥ १३
 कथमवाहमानोक्तः स्यानादस्मादपि ध्रुवः ।
 स्थितोऽत्यन्तं सुखी भूत्वा तत्र श्रीदक्षिणेश्वरे ॥ १४
 किन्तु श्रीमणिकर्णिकामनहरा मुक्तिप्रदा राजते
 गत्वा तत्र महाश्मशानं निलयं श्रीगङ्गां गङ्गाम् ।
 दृष्ट्वा तं शिवसङ्कटं पुरश्चरं प्रातःपुराघोषतां
 दृष्ट्वैव शिवलोकं सङ्गतं जलस्थानन्दमाप्नो हरिः ॥ १५
 ततो हृन्दावनं गत्वा गोविन्दमन्दिरे प्रभुः ।
 श्रीराधया श्रीगोविन्दं दृष्ट्वैव भुवि लुण्ठितः ॥ १६

Thereafter Sri Ramakrishna went to Gaya and visited Gadadhar. Then he went to the temples of Biswanath and Annapurna in Varanasi. But on seeing the unholy condition of the city he said sorrowfully, "Why have I been brought to this place from Dakshineswar where I had been very happy". When he visited the famous burning ghat of Shri Monikarnika, he was glad to see the souls transported to the abode of Lord Siva as

জন্মসীলার্য্যঃ ২য় অঃ

the dead bodies were touched by Sri Sankar. Then he went to Vrindavana and paid his obeisance to Sri Radha with Sri Govinda. ১১ to ১৬

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপভাবে সাক্ষাৎ গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণদেব গয়াক্ষেত্রে ভগবান গদাধরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন অতঃপর ঠাকুর চক্ৰাশী ধামে বাটয়া দেবানন্দদেব বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিয়াছিলেন মুক্তি ক্ষেত্র বারাণসীর বিশুদ্ধ ভাব না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন।

কি অন্ত আমাকে এখানে আনিলে ইহার অপেক্ষায় আমি দক্ষিণেশ্বরে অতি আনন্দের সহিত ছিলাম। ১৩১৪

কিন্তু পাপ নাশিনী মুক্তি দাত্রী মণিকর্ণিকায় যাইয়া দেখিলেন সেখানে মহাশয়ানে যে সকল শব দেহ আছে ভগবান শঙ্কর সেট সকল প্রত্যেকটিকে স্পর্শ করিবা মাত্র তাঁহারা দিব্য মূর্তি ধারণ করিয়া কৈলাস ধামে গমন করিতেছেন। এই রূপ দেখিয়া ঠাকুর অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৫

তৎপরে ঠাকুর চক্ৰাশী ক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবনে বাটয়া গোবিন্দ মন্দিরে রাধা গোবিন্দ দর্শন করিয়া ভগবদ্ভাবে বিভোর অলৌকিক প্রেমের সহিত কৃষ্ণকীৰ্ত্তন করিতে করিতে কাতর বাৎস বলিয়াছিলেন। ১৬১৭

মাতা কৃত্তিবাসীবিদ্যাশ্রমীণ্যে দৈম প্রসন্নম্।

মহাদেবান্ জনন্যাম মীমাংস যামবৎ যযঃ ৷ ৭৩

चन्त्यलीलायां २२ अः.

भो कृष्ण सर्वमेवास्ति यमुना तौर सन्निधौ ।
 गोवर्धनं रासभूय वनं वृन्दावनं तव ॥ १८
 तथा निधुवनश्चास्ति निकुञ्जवन मेव च ।
 किन्त्वत्रत्वां न पश्यामि पश्यामि केवलं रजः ॥ १९
 काद्वेयस्य घटन्तु भगवान् भक्तपथकम् ।
 यातो यदा तदा तेन दृष्टः श्रीभगवान् स्वयं ॥
 यमुनान्तर्जले महासर्प मूर्द्धि विराजितः ।
 कालोयःसह पत्नीभि स्तौति तं नन्दनन्दनम् ॥ २१
 जय गोपासुखाञ्जो मधुपान मधुव्रत ।
 निराकार निरोधार निर्गुण पाहि कृष्ण मां ॥ २२
 ततो महाभाव वशात् वाञ्छन्नान् परिचयं ।
 प्राप्यतद्वाम माहोत्स्यं वर्णयामास ठाकुरः ॥ २३

In a divine mood he chanted the name of Krishna and said sorrowfully. "Oh Lord Krishna, I find on this bank of Jamuna every thing viz. Gobardhan Hill, the place of Rasalila, Brindaban, Nidhuban and Nikunjaban etc. But I don't find you. I see the dust of your feet only." When he stood on Kaliyadaman Ghat, he found in the water of the river Sri Krishna standing on the head of the great serpent Kaliyanag with his wives praying for mercy of Sri Krishna. In his divine mood Thakur would describe the glory of that holy place. 17 to 23.

অন্যলীলায়াং ২য় অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

হে কৃষ্ণ তোমার সবটাই আছে অর্থাৎ যমুনাতীর গোবর্দ্ধন পর্বত রাসস্থলী বৃন্দাবন নিধুবন নিকুঞ্জবন প্রভৃতি সকলই আছে কিন্তু তোমাকেই প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাইতেছি না। কেবলমাত্র তোমার পদরঞ্জই প্রত্যক্ষ হইতেছে। ১৮।১১

কিন্তু ভক্তরূপধারী ভগবান ঠাকুর যে সময়ে কালীচরণের ঘাটে যাইয়াছিলেন। সেটাইহানে অর্থাৎ যমুনার জলের মধ্যে কালীর সর্পের মন্ত্রকোপরি বিরাজিত শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং পদ্মীগণের সহিত কালীরনাগ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতিকরিতেছেন সেই সকল শুববাচ্য এইরূপ। ২০।২২ হেনরিকারনিরাধার মধুভ্রত গোপী মুখপদ্ম মধুপাশী তোমার জয় হোক আমার কিছু মাত্রগুণ নাই আমাকে বর্ণা করুন। ২২

এইরূপ সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপূর্বরূপ দর্শনে মহাভাব-বশতঃ বাহুস্কান শূন্য হইয়া বৃন্দাবনধামের মাহাত্ম্য প্রচুরভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ২৩

एव' तत्तत्तीर्थमध्यं तत्तद्रूपं स दृष्टवान् ।

ततः श्रीरामकृष्णेन कृष्णकुलित चेतसा ॥ २४

दीर्घকालात् परं हृन्दारण्ये प्रेमाप्रवाहितः ।

तदामवासिनां येन कृष्णः प्रत्यक्षतां गतः ॥ २५

तत्तत्तीर्थं पर्यটনাत्परं श्रीदक्षिণেশ्वरे ।

पुनः प्रत्यागतौ रामकृष्णः स्वसिद्ध धामनि ॥ २६

बृन्दावनस्य श्रीराधाश्याम कुण्डोद्धृत' रजः ।

यदानीतं भगवता यद्वतः परम' शिव' ॥ २७

অন্যলীলায়াং ২য় অঃ

গঙ্গোদকেন তৎ সৰ্ব্বং কৃত্বা সন্নিমিত্তং প্রভুঃ ।

পঞ্চবতীয়ায়তুর্হিষ্টু রমিপেক পুরসরং ॥ ২৮

উবাচৈয়ং স্তিতির্মীতা বৃন্দাবন সমাশ্রিতঃ ।

উবাচ চ মহাযোগো মহাযোগযুতঃ স্বয়ং ॥ ২৯

তৌর্যযাত্রা ভগবতী স্তৌর্য মঙ্গল হিতযৈ ।

সর্বসৌর্যপদস্যাম্য তৌর্য যাত্রা বিড়ম্বনা ॥ ৩০

In the same way, Thakur had seen the presiding diety of the respective holy places. The intense devotion to Lord Krishna, which he displayed in the holy Brindavana, bestowed upon him a divine glamour which made him an idol among the people of the locality. After his pilgrimage to various holy places, he came back to Dakshineswar and sprinkled the holy dust collected from Shyamkunda and Radhakunda in Brindavana, mixed with the water of the Ganga, all around Panchavati, to make the place as holy as Brindavana. The purpose of pilgrimage on his part was to add holiness to holy places and not to acquire any merit for himself who was the Divinity itself. 24 to 30.

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর প্রত্যেক তীর্থে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন কিন্তু বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া এইরূপভাবে প্রেমের বহা

অন্তালোলায়া' ২য় অঃ

প্রবাহিত করিয়াছিলেন যাহাতে বৃন্দাবনবাসী ঠাকুরকেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ২৪।২৫

ঠাকুর তীর্থপর্যটনের পর স্বকীয় সিন্ধুধাম দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া বৃন্দাবনের শ্রামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড হইতে যে সকল রজ্ঞ আনিয়াছিলেন সেই সকল পরম মঙ্গলময় মূর্ত্তিকা গঙ্গা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পঞ্চবটীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন আজ হতে ঐ স্থান বৃন্দাবন সদৃশ হইল। এইরূপ ভাবে মহাযোগী ভগবান শ্রীধামকৃষ্ণদেব নির্বিকল্প সমাধি পুরঃসর বাস করিয়াছিলেন। ২৬।২৭ ২৮।২৯

সর্বতীর্থময় ঠাকুরের তীর্থ গমন লোকান্তরকরণ বা তীর্থকে পবিত্র করাই মূল উদ্দেশ্য। ৩০

পশ্চিমদিকের প্রসিদ্ধ বিবিধ ভায়তীর তীর্থ দেখিয়াছি। কিন্তু গোড়দেশবাসী বৈষ্ণব মহাজ্ঞানগণের পরম পবিত্রতীর্থ শ্রীমন্নবদ্বীপধাম আমাদের বঙ্গদেশে সুবিদ্রাজিত আছেন। ৩০।৩১.৩২

লচ্ছুগম্য ভারতীয় তীর্থানি বিবিধানি চ ।

বারুণ্যাং দিশি সিদানিময়া দৃষ্টানিতানি চ ॥ ১৭

নবদ্বীপেতি গৌড়ানী বেণ্যদানাং সছাत्मনাং ।

তীর্থানাং পরম'তীর্থ' বঙ্গদেশে বিরাজতি ॥ ২২

যত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আবির্ভূয় স্বয়ং হরিঃ ।

ছরিনামমছামন্ব' সর্ব'ভ্যঃ সম্পদত্থান্ ॥ ২৩

কালৈর্জীবান্ সমুদ্বর্ত্তু ক্রপয়া ক্রুণ্যানিধিঃ ।

অপ্রাপ্তেতত্র তীর্থ'ঽন্যতীর্থ'দর্শনজ' ফল' ॥ ২৪

ভবিষ্যতি ন চাস্মাক' যতী বঙ্কীক্ৰবাবয়' ।

মত্বেদ' শ্রীনবদ্বীপ গমনায় মতি' দধি ॥ ২৫

অন্তরীলায়াং ২য় অঃ

ঠাকুরস্বামিলাঘোঃস্নাত্বা শ্রীমদ্যুরীমহান্ ।
বহুকোষ্ঠ সমায়ুক্ত বাসগেহনিভ শ্রম ॥ ২৬
জলযান সমানীয ঠাকুর ভক্তি পূর্বক ।
তত্রীত্যাপ্য ঠাকুরেণ গতবান্ মদ্যুরীপি চ ॥ ২৭

There are various holy places in the West.
But Navadwip in Bengal is the holiest of all.
There appeared Sri Kishna Chaitanya who initiated all with holy names irrespective of caste and creed, to bring salvation to the suffering humanity of this Kali yuga. The Bengalees must visit this holy place to make themselves worthy of the merit derived from pilgrimage to other holy places. With this thought in his mind Thakur desired to visit Navadwip. When Mathuranath came to know of this, he took Thakur in a huge boat and started for Navadwip. 31 to 37.

বঙ্গানুবাদ :—

যেনবদীপেশ্বরঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া
দয়ার সাগর দয়া করিয়া কলিহত জীব সকলের উদ্ধারের জন্ত
আচণ্ডাল মনুষ্যকে হরিনাম রূপ মহামন্ত্র দিয়াছেন। সেই নবদ্বীপ
তীর্থে যদি আমি না যাই তবে আমার অস্বাস্থ্য তীর্থদর্শনের ফল
হইবে না। যে হেতু আমরা বঙ্গদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ঠাকুর
এইরূপ মনে করিয়া নবদ্বীপে যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন। ৩৩, ৩৪

अन्तर्नीनायां रय चः

कृपाधरा मधुरानाथ ठादुवेर डेछा। जानिदा बह्मकोष्ठ समागुरु
वासगृह मृग एकटि इदित्त नोद। आनयन करिषा छत्रिपूर्वक
सेठे छलवाने ठादुदके दसाठेया नवधीप बाडा करिषाहिलेन ।

७५।७७ ।

पयिमध्ये च छात्रव्याघ्रामीतहारनी तटे ।

अम्बिका कालना नाम्ना यातः सज्जन वैदितः ॥ ३८

वर्द्धमान नरपते रस्ति देवालयोमहान् ।

समाज भवनश्चात्रविद्यते तेन सुन्दर ॥ ३९

तत्र श्रीभगवान् दाम नाम्ना प्राचीन वैष्णवः ।

मिद भक्तः सदाचारो गोडोयो गौर सेवकः ॥ ४०

बदत्ययं हरिर्नाम नाम ब्रह्मेति बोधतः ।

नाम ब्रह्म जपेनेष सिद्धिनाम चकार सः ॥ ४१

भक्तः प्राप्तन वैष्णवः कुलपति गौडीयचूडामणि

स्तुतमाह वैष्णवसम्प्रदाय सदसः सर्वोधिपत्य गतः ।

एवञ्चास्य समोप एव सदसद यदयदयदानुष्ठित

भक्तैस्तत् सकल विचार विषये भक्तोऽयमेकागतिः ॥ ४२

अनेन यत् सदितुक्त प्रशंसनीयमेवतत् ।

मन्त्रासत् कथितं तद् वैष्णवैर्निन्दितं भवेत् ॥ ४३

On the way to Navadwip there is a village known as Ambika Kalna inhabited by many well-to-do persons. There is a big temple erected by the king of Burdwan. There is also a society building to add to the beauty of the village. In

অন্তঃসৌন্দর্যম্ ২য় অঃ

that building there lived an aged Vaisnava who was a follower of Sri Gouranga. He was regarded as the Head of Vaisnava community. Accordingly all matters concerning Vaisnava cult and practice were placed before him for decision. What he would accept would be accepted by all and what he would condemn would be condemned by all. 38 to 43.

বঙ্গানুবাদ :-

ঘাইতে ঘাইতে পথিমধ্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে বহুতর সজ্জনের বাসভূমি অধিকা কালনা নামে একটি বিশিষ্টজনপদ আছে। সেট গ্রামে বর্ধমানের মহারাজার একটি সুবৃহৎ দেবালয় আছে। পরন্তু একটি অতি সুন্দর পবিত্র সমাজ বাড়িকা শোভিত বশতঃ যথার্থই গ্রামটি অতি মনোহর। ৩৭-৩৮

সেই সমাজবাড়িতে গোড়ীয় ভক্ত গৌরান্ন সেবক সদাচারী সিদ্ধ-ভক্ত ভগবান দাস নামক একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণব বাস করেন। ৩৯

এই বাবাজী হরিনাম মন্ত্রটিকে নামত্রয়জ্ঞানে জপের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেন। ৪০

যেহেতু ইনি গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের মন্তকের ভূষণ সদৃশ কুলপতি ততএব ইনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বাধিকার লাভকরিতা-ছিলেন। এবং এই বাবাজীর নিকটেই ভক্তবর্গ যে সকল ভালমন্দ কর্মের অনুষ্ঠান করিতেন সকলের বিচার ইনিই করিতেন। ৪১।৪২

অন্তরীলায়াং ২য় অঃ

এই বাবাজী যে সকল বৈষ্ণবদিগের কার্য্য ভাল বলিতেন বৈষ্ণব-
গণও তাহাকে ভাল বলিতেন। এবং যে সকল কার্য্য মন্দ
বলিতেন। বৈষ্ণবগণ ও তাহাকে নিন্দনীয় বলিত। ৪৩

ঠাকুরো গতর্বা স্তত্র বাধাজো বৈষ্ণবাত্মম' ।
সহৃদয়ো দর্শনার্য' সর্বাঙ্ক বসনাবৃত্তঃ ॥ ৪৪
দ্বারদেশ' গতো দেবো বৈষ্ণবস্য গৃহান্তরে ।
হৃদয়' প্রেরয়ামাস বদন্ত মম মাগতঃ ॥ ৪৫
দর্শনার্য' ভগবতো দাসস্য সুমহাত্মনঃ ।
প্রাপ্যনুজ্ঞাং তস্য দেবস্তত্ সমোপ সুপাগতঃ ॥ ৪৬
তদা শ্রীভগবান্ দাসো বৈষ্ণবানো ক্রুতগতাং ।
বিচার কার্য্যে নিরতঃ কস্যাপি বৈষ্ণবস্য বে ॥ ৪৭
অর্থদৃষ্ট' বিধত্তে স কণ্ঠে জঘাৎ বৈষ্ণবো ।
এব' বিচারক প্রকৃত্য আদেশ' প্রদদাতি চ ॥ ৪৮
কলিকাতা কলুটীলাস্থিতস্য স্বর্য' বনিজঃ ।
তদীয় ভবনে চাস্তি হরিমক্তি প্রদা সমা ॥ ৪৯
তস্যাং সমায়াং শ্রীকৃষ্ণ চেতন্যস্য মহাপ্রভোঃ ।
কলিপত' বৈষ্ণবৈরেকমধিষ্টানার্য'মাশন' ॥ ৫০

Shri Ramakrishna with Hridaya went to see
Bhagabandas Babaji. He asked Hridaya to go
inside and tell Babaji that Sri Ramakrishna was
waiting outside to see him. Babaji allowed Shri
Ramakrishna to come in. On entering the house
he found that Babaji was melting out various sorts

অন্তরীলীলার ২য় অঃ

বঙ্গানুবাদ : —

of punishment to the members of his community for their misconduct. There was a holy seat of Sri Krishna Chaitanya in the house of a Subarna Banik at Colootolla in Calcutta. It was not accessible to the devotees. 44 to 50.

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বদেহে বস্ত্রাবৃত করতঃ হৃদয়ের সহিত ভগবানদাস বাবাজীকে দেখিবার জন্য তাঁহার সমাজ বাটীতে গিয়াছিলেন। ৪৪

ঠাকুর গৃহের ছাদদেশে দাঁড়াইয়া হৃদয়রামকে বলিয়াছিলেন তুমি বাবাজীর ঘরের ভিতরে যাইয়া বল অতি পবিত্র মহাপুরুষ ভগবান দাস বাবাজীর দর্শন জন্য আমি রামকৃষ্ণদেব আসিয়াছি এই বলিয়া হৃদয়রামকে পাঠাইয়াছিলেন। ৪৫

তৎপরে বাবাজীর আদেশমত ঠাকুর যে সময়ে তাঁহার নিকটে যাইয়াছিলেন। তখন বাবাজী অপরাধী বৈষ্ণবগণের বিচার কার্যে লিপ্ত ছিলেন অর্থাৎ কোনও বৈষ্ণবের অর্পদণ্ড করিতেছেন কাহারও বা গলার মালা জোরপূর্বক ফেলিয়া দিতেছেন। এইরূপভাবে বিচারকের মত দণ্ডাদেশ দিতেছেন। ৪৬।৪৭

কলিকাতার কলুটোলায় একজন বিশিষ্ট সুবর্ণ বণিকের বাড়ীতে হরিভক্তিদায়িনী নামে সভাগৃহ ছিল তথায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি স্বতন্ত্র আসন ছিল বৈষ্ণবগণ সেই আসনটিকে মহাপ্রভুর আসন মনে করিয়া পূজা করিতেন। এমন কি সেই আসনটিকে যে কোনও সদাচারী বৈষ্ণবও যখন তখন স্পর্শ করিতে সমর্থ হইতেন না। ৪৮।৪৯।৫০।৫১

अन्तर्गोलायां २४ अ.

मत्वा महाप्रभोरेवासुनं तदति पूजितम् ।
 कथितदासनस्पर्शकर्तुं न वैष्णवः क्षमः ॥ ५१
 कतिभक्ताठाठाकुरस्य ठाकुरं श्रीमहाप्रभु ।
 साक्षाद्रूपेनजानन्तितैस्तत्रसुसभा गृहे ॥ ५२
 सगानोतः स भगवान् रामकृष्णस्तदालये ।
 भक्ताभ्यान्निर्गतं शुद्धं हरिनामं यदागृणोत् ॥ ५३
 भावाविष्टः स ठाकुरः श्रीचैतन्य वरासने ।
 कृतोपवेशं स्तब्धताः साक्षाच्चैतन्य दिग्रहं ॥ ५४
 मत्वातं पूजयामासुःस्थिता ये भागवर्जिताः ।
 यस्मात्वाठाकुरभावमन्य साधारणा जनाः ॥ ५५
 अमन्तुष्टा बभूवुस्ति सदाचारं विनष्टनात् ।
 श्रुत्वेदं रामकृष्णस्य व्यापारं वैष्णवास्ततः ॥ ५६
 भगवान् दास वावाजौ मरीपमवदत्तदा ।
 तत्रपद्यहमस्यास्यं घाटं येन कृतं हितम् ॥ ५७

When Thakur was taken into the room, he lost himself in his divine mood and sat on the holy seat. At this, those who had no knowledge of the glory of Thakur became much displeased with him. When Babaji was told of this incident, he grew angry and said that he would have punished Thakur on the spot, if he had been present there. 51 to 57.

অন্তঃসীলানাং ২য় অঃ

বদ্রানুবাদ :—

ঠাকুরের একটি ভক্ত ঠাকুরকেই সাক্ষাৎ মহাপ্রভু মনে করিয়া সেই সভাগৃহে আনিলে ঠাকুর ভক্তবৃন্দের মুখে নিঃসৃত হরিণাম শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট অর্থাৎ নির্বিবকল্প সমাধিস্থ হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর উত্তম আসনে উপবেশন করিলে ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ঠাকুরকেই মহাপ্রভুরূপে দেখিয়া পূজা করিয়াছিলেন কিন্তু অতি দুর্ভাগ্য যে সকল সাধারণ জন ছিল তাঁহারা ঠাকুরের অত্যাশ্রয় আচরণ মনে করিয়া অর্থাৎ ঠাকুরের যথাযথ স্বরূপ না জানিয়া অসম্মত হইয়াছিল। ৫২৫৩৫৪৫৫

ঠাকুরের এই ঘটনাটি বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিয়া ভগবান দাস বাবাজী অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন। সেই সময় আমি যদি সেইস্থানে থাকিতাম তবে সেইরূপ আচরণ যিনি করিয়াছিলেন তাঁহাকে আমি নিশ্চয়বিশেষভাবে দণ্ড দিতাম। ৪৬৫৭

তস্মেদৃষ্ট বিশিষ্টেণ প্রদাস্য মিতি নিশ্চিতং ।
 ভক্ত মঙ্গলদানায় যস্য ভগবতী হৃদি ॥ ৫৮
 আধির্ভাব স্তদ্যং ত' প্রাচীন ভক্ত যৈশ্চব' ।
 সৌহৃদ্য' সখিকৌপু' রহ'ধাত্য শরীরকঃ ॥ ৫৯
 ঠাকুরো দণ্ডবৎস্থিত্বা বাবাজী মিদমববোত্ ।
 আনাম্যহ' জগৎকর্তা ভগবানিতি নিশ্চিতং ॥ ৬০
 তদন্যঃ জ্যোতির্নিকর্তা সসার'স্টিমসংশয় ।
 অহংকার স্তবে দৃগ্'ঘে কর্তা'হমেব কেবল' ॥ ৬১
 তেনাহ' সর্ব' লোকানা' কর্তা'হ' দৃষ্টমন্ডযোঃ ।
 তদাসৌহৃদ্য বাবাজী ঠাকুরস্য সমত'সনাৎ ॥ ৬২

অন্তরলীলায়াং ২৪ অঃ

লব্ধাঃ জ্ঞানং দৃষ্টবত্তং প্রণম্য ভক্তি ভাবতঃ ।

পাদধূলিং প্রমদ্যাস্য কৃতান্তলিপুঃসরম্ ॥ ৬২

भवतः कृपयाद्याह पश्यामि दिव्य चक्षुषाः ।

यौक्त्यचैतन्य प्रभुर्भवानिव न चापरः ॥ ৬৪

Thakur who manifested himself to bring good to humanity desired to impart good sense to this aged Babaji and said to him, "I know it for certain that God alone is the supreme authority to inflict punishment, You are proud enough to think that there is none but you to dispense justice and punishment." On hearing these words, Babaji came to his good sense and repented his ignorance and folly. 58 to 64.

বঙ্গানুবাদ :

ঠাকুরের আবির্ভাব কেবলমাত্র ভক্তবর্গের মঙ্গল বিধানের জন্যই অতএব এই বৃদ্ধ ভগবান দাস বাবাজীকেও অজ্ঞান মুক্ত করিবার জন্য ঠাকুর অর্দ্ধপ্রকাশিত দেহে একটি কাষ্ঠখণ্ডের মত দণ্ডায়মান হইয়া বাবাজীকে বলিয়াছিলেন। আমি ইহা নিশ্চিত রূপে জানি যে ভগবানই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দণ্ডমুণ্ড বিধানেরই একমাত্র কর্তা।

তিনি ভিন্ন জগতের দ্বিতীয় কেহ কর্তা নাই। কিন্তু তোমার এইরূপ অহঙ্কার যে আমি ভিন্ন জগতে দণ্ড মুণ্ডের বিধান কর্তা অস্ত আর কেহ নাই। ৫৮/৬৩/৬০/৬১

অন্তলীলার্যা ২য় অঃ

অতএব আপনি পূর্বে কলুটোলায় যে পর্যায়ে উপবেশন করিয়াছিলেন তাহা কিছু মাত্র অযথা হয় নাই। আপনার আসনেই আপনি বসিয়াছেন। ৬৫

আপনি যখন আমার আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখনই আপনার পাদপদ্মের অলৌকিক সঙ্গত অমৃতব করিয়া ভক্তবর্গকে বলিয়াছিলাম। দেখ কোনও দেবতা বা সাক্ষাৎ ভগবান আমাকে কৃপা করিবার জ্ঞাত এই আশ্রমে আসিয়াছেন। অতএব আজ আমি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে ধৃত হইলাম। ৬৬৬৭

তৎপরে ঠাকুর নবদ্বীপধামে যাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কোন সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেই নবদ্বীপধামে বাইরা কাষ্ঠ নিষ্কৃত অতি সুন্দর মূর্তি ত্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থান করিতেছেন দেখিয়াছিলাম। ৬৮৬৯

এবং সেই মহাপ্রভুর মন্দিরেই আমার মনঃকষ্ট না ক্ষণদ্বয়কে জানাইয়া পুনর্ব্বার গদ্যায় আসিয়া নৌকায় বসিয়াছিলাম। ৭০

তখন আকাশে সঙ্কীর্ণনময় স্বর্ণবর্ণ ভাব ময় বিগ্রহ ভক্ত বেষ্টিত হইয়া ত্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন দেখিয়াই এলো রে ঐ এলো রে বলিতে বলিতে ভক্তগণের সহিত ত্রীগোরাঙ্গ আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব বুঝিয়াছিলাম ত্রীগোরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান। ৭১

অতএব উপস্থিত আমার দেহে গোরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অবৈত তিনটি মূর্তিই। ৭২৭৩

বিব্রাজিত। পুনর্ব্বার এই নির্বিকল্পে সমাধিষ্ট ভগবান্ শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন কি সম্ভব হইবে? ৭৪৭৫

अन्तलीलायां २५ अः

साङ्गोपाङ्गादिभिः सार्धं गौराङ्ग सम्प्रविष्टवान् ।

अनेनेदं मयाज्ञातं गौराङ्गो भगवान् स्वयं ॥ ७३

श्रीगौराङ्ग निश्चानन्दोद्देतरूपाः सुविग्रहाः

साम्प्रतं ममदेहेते द्वयः सन्तोतिनिश्चितं ॥ ७४

पुनरप्य भगवतः श्रीरामकृष्णयोगिनः ।

प्रत्यागतिः सुसम्भाष्याभवेत् किं दक्षिणेश्वरे ॥ ७५

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितोयं विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते
पारमहंस्यां संहितायां ठाकुरस्य नवहोपगमनादि रूप शेष लीलायां
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ अ ॥

Babaji said, "Now I realise the truth and understand, how you could take the holy seat. I also rightly guessed immediately on your arrival here that a great man has come to bless me with his grace. I have been blessed by your kind visit." Thereafter, Thakur went to Navadwip. Later, in course of conversation, Thakur told that Sri Gouranga with his devotees and followers entered his body and still they were inside his person. 65 to 75.

Here ends the second chapter of Antyalila (last part) of Sri Sri Ramakrishna Bhagavatam.

অন্তলীলার্যা ২য় অঃ

অতএব আপনি পূর্বে বলুটোলায় যে পর্য্যন্ত উপবেশন করিয়াছিলেন তাহা কিছু মাত্র অযথা হয় নাই। আপনার আসনেই আপনি বসিয়াছেন। ৬৫

আপনি যখন আমার আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখনই আপনার পাদপদ্মের অলৌকিক সদৃশ অমৃতব করিয়া ভক্তবর্গকে বলিয়াছিলাম। দেখ কোনও দেবতা বা সাক্ষাৎ ভগবান আমাকে কৃপা করিবার জ্ঞাত এই আশ্রমে আসিয়াছেন। অতএব আজ আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে ধৃত হইলাম। ৬৬৬৭

তৎপরে ঠাকুর নবদ্বীপধামে যাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কোন সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেই নবদ্বীপধামে বাইয়া কাষ্ঠ নির্মিত অতি সুন্দর মূর্তি শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থান করিতেছেন দেখিয়াছিলাম। ৬৮৬৯

এবং সেই মহাপ্রভুর মন্দিরেই আমার মনঃকষ্ট মা ভগদত্মাকে জানাইয়া পুনর্ব্বার গঙ্গায় আসিয়া নৌকায় বসিয়াছিলাম। ৭০

তখন আকাশে সঙ্কীর্ণনময় স্বর্ণবর্ণ ভাব ময় বিগ্রহ ভক্ত বেষ্টিত হইয়া শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন দেখিয়াই এলো রে ঐ এলো রে বলিতে বলিতে ভক্তগণের সহিত শ্রীগোরাঙ্গ আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব বুঝিয়াছিলাম শ্রীগোরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান। ৭১

অতএব উপস্থিত আমার দেহে গোরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অঘৈত তিনটি মূর্তিই। ৭২৭৩

বিরাড়িত। পুনর্ব্বার এই নির্দিষ্টকরে সমাধিহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন কি সম্ভব হইবে? ৭৪৭৫

অন্তলীলায়া ২য় অঃ

শ্রীরামেশ্বরস্বর ভক্তিভীষণ বিবচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুরের
মধুরানাথের সহিত নবদ্বীপ ভীষণে গমন পথিমধ্যে বাবাভীষণে স্বরূপ
দর্শন নবদ্বীপে নৌদ্বার শ্রীগোরাধ দর্শনাদি অস্ত্রলীলার দ্বিতীয়
অধ্যায় বর্ণিত হইল । অঃ ২ অঃ

অন্তলীলায়া স্তবতীর্থোধ্যায় অঃ ৩য়

‘তীর্থং প্রত্যাগমাৎকুহ’ ক্রিয়ত্‌কালে গতি সতি ।
‘ভগবদ্রামকৃষ্ণস্য চরিত্রম্ভাষ্য সুতস্য হি ॥ ১
দেহপীড়া বিগ্ৰহেণ সম্ভ্রামা দক্ষিণেশ্বরে ।
মত্বা তস্যান্তিমা পীড়াং ভগবান্ করুণানিধিঃ ॥ ২
কিঞ্চিৎ কানমপি তস্য সান্নিধ্যং ন জহাত্যসৌ ।
অশ্রয়স্ত্যন্তসময়ে তস্যাস্থি যোগদৃষ্ট তঃ ॥ ৩
দদর্শ দেবতুল্যস্য প্রাণ সংযান মুচ্যমং ।
তর্হি দেবোমুদং সৌভে তত্‌কালে নাত সংযঃ ॥ ৪
কিন্তু দিনব্রতাতীতে শৌকেমা কুলিতীভগম্ ।
শোকদঃপ্রাতীতো যোগো তদৈব মবদত্‌ প্রভুঃ ॥ ৫
মমাপি মগ্নে স্যানানি নিহতানিগুণাব্য যৈ ।
মগ্না ন জাতমেতন্মোকাধিপ্য মূর্খোষণ ॥ ৬

After some time on his return from pilgrimage, the son of his eldest brother fell seriously ill at Dakshineswar. Understanding that his illness was fatal, Shri Ramkrishna attended on him with constant care, and was delighted to see that Akshaya left this mortal world for Heaven

অন্যলীলায়া ইয়ং:

But after three days he felt himself greatly afflicted with bereavement, even though no earthly attachment could prevail upon him. He said that he could not guess that the pangs of bereavement would be so severe. 1 to 6.

বঙ্গানুবাদ :-

ঠাকুর নবদ্বীপ হতে প্রত্যাগমনের কিছুদিন পরে রামকুমারের স্মৃতি পুত্র অক্ষয় বিশেষ ভাবে পীড়িত হইলে ঠাকুর অক্ষয়ের শেষ পীড়া জানিয়া তাহার নিকটে সর্বদাই থাকিতেন এবং মৃত্যুকালে ঠাকুর যোগদৃষ্টিতে অক্ষয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেবভূগ্য ভাতৃপুত্রের পরলোক গমন অতি উত্তম হইল জানিয়া সেই সময় ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১২/৩৪

কিছু শোক দুঃখের পরপারে অবস্থিত ঠাকুর অক্ষয়ের মৃত্যুর তিন দিন পরে অত্যন্ত শোকাভূত হইয়া সেই সময় বলিয়াছিলেন। শোকের অন্ত আশ্রয় আমারও মর্য্যাহলে অত্যন্ত আঘাত হইতেছে। শোকের প্রবলতা এত ভয়ঙ্কর ইহা আমি জানিতাম না।

বির্যোগি দারপুত্রার্থা মহস্থানা কৌটুম্ভবিত্।

এব মনয় স্বর্গার্থে মনয়স্বাশ্রয়ো হরিঃ ॥ ৩

ভগবান্ রামকৃষ্ণাতু যোগমক্তি ন্যযোজয়ত্।

এব মনয় সংযান সর্বযানৌক্তিক মতঃ ॥ ৮

হতঃপর মাগতোঃ দ্বিতীয়বির্যোগি মহান্।

ঠাকুরস্বোক্তমৌলী মদুরানন্দ মন্ত্রকঃ ॥ ৮

অন্তঃলোভায়া ইয় অঃ

- ১ মথুরানাথ তুল্য ষষ্ঠাকুর সম বৈজ্ঞত ।
 সর্ব্ব যশ্বরথেন্যস্য দেহ দেহিকমাत्मनঃ ॥ ১০
- কৃতকৃত্য মন্যমানীয়ত্ব সেবা প্রাপ্তবান্ সুখী ।
 তদ্বিযোগাদ্ভগবত শৌকীঃমুদতি দারুণ ॥ ১১
- নিশ্চাসিতীয়া তদগত্যাং ঠাকুরঃ স্বয়মব্রবীত ।
 মথুরো মুক্তি লাভার্থ্য ন কদাপি বিবেচিত ॥ ১২

He wondered to think what could be the intensity of sorrow on the part of the people who lived with family He had another great shock at the death of Mathuranath When he was asked about the life after death of Mathuranath, he said that Mathuranath never longed for salvation 11 to 12

বদানুবাদ :-

এইরূপ ভাবে ঠাকুর অকয়ের অকয় স্বর্গ কামনার যোগশক্তির পরিচালনা করিয়াছিলেন । ভক্তগণ অকয়ের পরলোক গমন সর্ব্বতোভাবে অলৌকিক হইয়াছিল । ৭৮

অকয়ের স্বর্গ গমনের পরই আর একটি নূব বড় শোক উপস্থিত হইয়াছিল । সেই শোকটি হইল ঠাকুরের অতি প্রিয় ভক্ত মথুরানাথের শোক । ৯

অন্তরীলায়া ইয় য়:

যে মথুরানাথ ঠাকুরকে সাক্ষাৎ মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের মত দেখিতেন। এবং যিনি নিজের দেহ ও দৈহিক সম্বন্ধ ভগবান্ শ্রীরাম-কৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করিয়া নিজকে কৃতার্থ ভাবিয়া ঐকান্তিক ভাবে ঠাকুরের সেবাকার্য্য করিতেন। সেই মথুরানাথের মৃত্যুতে ঠাকুরের অতি ভয়ঙ্কর শোকাগ্নি উথিত হইয়াছিল। ১০।১১

আমরা তখন মথুরানাথের মৃত্যুর পর তাঁহার গতি বিক্রম হইল এইরূপ ভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন মথুর নিজের মুক্তির জন্য কখনও কোনরূপ কামনা করেন নাই। ১২

কেবলং প্রার্থয়ামাস সান্নিধ্যং মম ভাগ্যবান্ ।

যেনাহং ভগবত্ সেবাং প্রাপ্স্যামি জন্মজন্মনি ॥ ১৩

ভক্তানামপিবাসেবাং বাসনৈধামতিশ্মম ।

তদ্বাঙ্ক্ষাপূরণং মাতাকরিষ্যত্যেব কালিকা ॥ ১৪

অতো রাজপিংদেহং প্রাপ্য শ্রীমথুরোমহান্ ।

শ্রীভবতারিণীমাতুঃ সেবাকার্য্যং মবাসবান্ ॥ ১৫

জননৌ রামকৃষ্ণস্ম তদা ত্ব দক্ষিণেশ্বরে ।

স্বর্ণদ্যামবগাহার্থং পুত্র সান্নিধ্যহেতবে ॥ ১৬

স্থিত্বা দেবীমৃচ্ছ দেবীসাধনায়াং সদা রতা ।

তদা রামেশ্বরৌ রামকৃষ্ণস্ম মধ্যমাগতঃ ॥ ১৭

স্বর্ণমীষভূজং মমুর্মী দ্বিত্বা দেহ জরায়ুজং ।

এব নিদারুণঃ শ্রীকৌস্তম্বমাতুর্ভ্রূত্বং ॥ ১৮

He desired to be fortunate enough to render holy services to gods and devotees. Goddess

Kālikā had fulfilled his desire, 'The mother of Sri Rāmākrishna was then staying at Dakshinēśwar, 'At that time the elder brother of Sri Rāmākrishna, called Rameswār breathed his last at Kamarpūkur. Understanding that this sad news would be a formidable shock to his mother, he prayed to the Goddess to save his mother from the shock. 13 to 18.

বঙ্গানুবাদঃ—

ভাগ্যবান মধুরাধ আমার নিকটে কেবল এই প্রার্থনা করিতেন। আমি যেন জন্মে জন্মে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি। অথবা ভগবানের ভক্তের সেবা করিতে পারি। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। অতএব মাতা জগদম্বা মধুরানাথের মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূরণ করিবেন। ১৩ ১৪

অতএব মধুরানাথ সম্প্রতি রাজর্ষি দেহ পাইয়া মাতা ভবতারিণী কালিকার সেবাকার্যে যোগদান করিয়াছেন। ১৫

সেই সময় এই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের গর্ভধারিণী মাতা চন্দ্রাদেবী গদাশ্রম এবং গদাধরের নিকটে অবস্থান করিয়া এই মন্দিরের মধ্যেই অবস্থান পূর্বক সর্বদা সাধন ভজনে রত হইয়াছিলেন। ১৬

এই সময়ে ঠাকুরের মধ্যম সহোদর রামেশ্বর কামারপুরে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্বক দেব দেহ প্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন। ১৭

आमि जानि आमार बुद्धा माता छयादेवीर अतुच्छ ० हृदये ॥ १६ ॥
 भयकर पुत्रशोक निर्दयभावे विशेषरूपे प्रहार करिबे, कष्ट दिबे ।

जानाम्यहं विशेषेण निर्दयं प्रहरिष्यति ।

एवं विचिन्त्य स देवी जनन्याः शोकसुप्तये ॥ १८ ॥

मातुः श्रीगदम्बाया सकाशे च सकातरं ।

प्रार्थयामास बहुशः शोकग्रस्तो गदाधरः ॥ २० ॥

व्यर्धनं प्रार्थनां तस्य सफलामृतं मुनिधितं ।

पुत्र शोकातुरामाता यतस्तः श्रीगदाधरः ॥ २१ ॥

स्वाद्यशोकातिमन्तसं सान्त्वयामास सातदा ।

स्वक्रीडिन्यस्यदेवी तमाशीर्वाद् पुरःसरम् ॥ २२ ॥

उवाचशेषपुत्रत्वं शीघ्रे मेऽग्निं प्रदास्यसि ।

एवं रामेश्वरे देवेकान्तधर्ममुपेयुसि ॥ २३ ॥

तस्य उद्येष्ट सुतो रामलालः पण्डित उत्तमः ।

दक्षिणेश्वर आगत्य पूजाकार्येऽभवद्गौ ॥ २४ ॥

Goddess heard the prayer. The mother of Gadadhar took him to be sorely hit and came forward with words of solace and said that Gadadhar was only left to perform her funeral rites. The eldest son of Rameswar called Ramalal who was a great scholar was appointed to serve as a priest. 19 to 24.

‘অন্তরীলীলায়াং ইয়ং অঃ’

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপ ভাবিয়া ঠাকুর গর্ভধারিণীর শোক শাস্তির জন্ত শোকাতুর গদাধর জগদম্বা কালিকামাতার নিকটে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বহুতর ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ১৯২০

বহুতর ঠাকুরের প্রার্থনা জগদম্বা বিশেষ ভাবে পূরণ করিয়া ছিলেন । বা প্রার্থনা সফল হইয়াছিল । কারণ ঠিক সেই সময়ে পুত্র শোকাতুরা চন্দ্রাদেবীই গদাধরকে শোকগ্রস্ত মনে করিয়া বহু প্রকারে সাযনা বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ।

পরন্তু মাতা-চন্দ্রাদেবী পুত্র গদাধরকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া বলিয়াছিলেন । বাবা, তুমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র আশীর্বাদ করি তুমি আমার শ্রেয়কৃতা মুখাণি করিবে ।

এইরূপ ভাবে রামস্বরের পরলোক গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামলীল চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বরে আদিয়া ভবতারিণী কালিকার পূজা কার্যে লগ্নী হইয়াছিলেন । ২৩২৪

যুগ্মবৎসধিকী সূর্য্য শতান্দে ঘটগৌরী ।

যৌড়শাহী জন্মতিথৌ রামকৃষ্ণস্য ধোমতঃ ॥ ২৫

শ্রীরাম সেবিকামাতা মন্ত্র নবলি বতসর ।

শিখাস্মৃত জলস্থাহি পশ্যন্তৌ জাহ্নবীং চিতা ॥ ২৬

গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্মৈতুজ্ঞানলিপুঃসরম্ ।

স্বমালে ন্যম্যহম্ভাসা রাম নামোমরন্ত্যপি ॥ ২৭

দ্বিত্বান্তে লোকিকং দেহং যুহং বিশ্রময়ত্বকম্ ।

দেহং লগ্না গতামাতা বৈকুণ্ঠায়্যং পরংপদং ॥ ২৮

অন্তঃসীল্যায়ৈ ইয় জিঃ

সংসং শ্রীরামকৃষ্ণস্তুমাতু রম্যেষ্টিকো ক্রিয়া ।

সদৌর্ধ দেহিক সত্বত্ব কৃত্য সর্ব সয়া বিধি ॥ ২৫

সৌক্যত্বাদ্য সমার্তকর্মণা পরিবর্জনাৎ ।

কৈবল্যায়মযোগাঙ্গাগলিতাঙ্গনিতাত্তয়া ॥ ২৬

On the 16th Falgun in the Bengali year 1282, at the age of 95 years, Chandra Devi, mother of Sri Ramakrishna, left this mortal world as she stood in the holy Ganges with folded hands over her head and uttering holy names. Shri Ramakrishna got all funeral rites and sraddh ceremonies duly performed by Ramlal, the eldest son of his elder brother Rameswar. It might be that he did not do them himself due to profound sorrow, or his not being entitled to perform such rites.

বঙ্গানুবাদ :—

সন ১২ শত ৮২ সালে ১৬ ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্ম তিথি দিনে ৯৫ বর্ষে মাতা চন্দ্রাদেবী গঙ্গার জলে অম্বর্জলী অবস্থায় মস্তকে অম্বলিযুক্ত করতঃ গঙ্গানারায়ণ প্রভু বলিয়া গঙ্গাকে দর্শন করিয়া আজন্ম ভগবান রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রের সেবার প্রাণপাত পরিশ্রম কারিণী অন্তকালে শ্রীরামচন্দ্রের ভারকর নাম রাম নাম বহবার উচ্চারণ করিতে করিতে পাকভৌতিক এই নখর দেখ পদ্বি-

অন্তরলীলায়াং ইয় অ

ভাগ পূর্বক চিন্ময় বিশুদ্ধ ভগদেহ লাভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য ধাম বৈকুণ্ঠে স্বামী নুদীরামের সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন। ২৭২৮

এইকপ ভাবে মাতার মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্রীশ্রী আশান কার্য চিত্তা গিণাদি আশ্রয় প্রভৃতি ঐকদৈহিক কার্যা অচিন্ত্য জ্ঞানীধার ঠাকুর শোকাকর্ষবশতঃ ইহোক স্মার্তকর্মের পরিত্যাগ জন্ম অথবা সম্মানাস্রমে যোগদান বশতঃ গলিতাঞ্জলি হেতু জানিনা যে কারণেই হোক ঠাকুর মাতা চন্দ্রাদেবীর মুখার্গি প্রভৃতি বাবদীয় কার্যা মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের পুত্র রামলালের দ্বারা সুসম্পন্ন করাষ্টয়া ছিলেন। ২৯ ৩০/৩১/৩২

ইতুনা যেন কেনাপি ছচিন্ময়জ্ঞানগোধর ।
 ভগবান্ রামকৃষ্ণস্তু সুখোল্লা দান পূর্বক ॥ ২১
 মাছকৃত্য সুসম্পন্ন কারণে মাশ সুব্রত ।
 মধ্যমাযজপুত্রেণ রামলালিন বৈতদা ॥ ২২
 ব্রাহ্মণাদীনুভোজয়িত্বা দানমানাদিমিষ স ।
 নানাস্থানাগতান্ সর্বান্ পণ্ডিতান্ পরিতীষ্য চ ॥ ২৩
 মাতুর্ষকুণ্ডগমন পতি সম্মেলনঞ্চ স ।
 দদর্শ ভগবান রামকৃষ্ণস্তু স্বয়ং মেব হি ॥ ২৪
 যোগসৌ কেশব সেন নাম বিদিতো বেদেষুনিষ্ঠঃ সুধী
 বৈদানাপ্রতিপাদ্যবস্তু শিবদ জোষায় যচ্ছাম্যহ ।
 যত্ সত্য পরম পরাত্পরতর ব্রহ্মেব কৈবল্যদ
 মত্বৈব সমিতি চকার পরমাং ব্রাহ্মোতিদাম্ভামহান্ ॥ ২৫

On this occasion he fed bramhins and distributed gifts among them Keshab Chandra Sen

অন্ত্যলীলায়াং ধ্বজঃ

was the founder of Bramha religion, which aimed at the realisation of the Supreme Being. 31 to 35.

ব্রহ্মানুবাদঃ—

এবং দক্ষিণেশ্বরসহ ব্রাহ্মণাদিভোজনং যথাসম্ভব পণ্ডিতবর্গের দান মানাদির দ্বারা সম্বৃত্ত করাইয়া ছিলেন। মাতা চন্দ্রাদেবীর বৈকুণ্ঠ গমন এবং সেই স্থানে পণ্ডিত সহিত মিলনাদি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৩৩৩৪

বিশ্ববিখ্যাত কেশব সেন নামে যে বেদজ্ঞ পণ্ডিত সর্বমঙ্গলপ্রদ বেদের সার বস্তু যাহা পরম সত্য মোক্ষপ্রদ ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম বস্তুকে আনিজগতের নরনারী সাধারণকে জানাইয়া দিব এইকপ ভাবিয়া একটি স্মৃশান ব্রাহ্মসমাজ নামক স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৩৫

अस्य केशव सेनस्य प्रयाण अवर्णं यदा ।

कृतं श्रीरामकृष्णेन व्यथितं बहुलं तदा ॥ ३६

शोकयुक्तः श्रीभगवानुवाच कर्षणानिधिः

समाद्य स भग्नमिदं प्रधानाङ्गं न संशयः ॥ ३७

श्रीठाकुरो गदित्वैव कम्पज्वरयुतोऽभवत् ।

प्रायेन त्रिदिनं यावदाच्छाद्यस्थूलवाससा ॥ ३८

कायश्चेतन्यहीनस्तु पतितो धरणीतले ।

केशव सेन निर्यानादभवत् शोक सागरं ॥ ३९

इति श्रीरामেন্দ্রবেन्दর-भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां वियोग पर्वणि अन्त्यलीलायां षष्ठतोयोऽध्यायः ।
तः ३ तः ॥

অন্তরলীলায়া' ইব অ:

Shri Ramakrishna was greatly pained to know of his death, and felt as if he had lost an active part of his own body. He was down with fever for three days. 36 to 39.

Here ends the third chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktiratha.

বক্তাবাদ :—

ঠাকুর এই কেশব সেনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছিলেন তখন তিনি অত্যন্ত শোকাভূত হইয়া বলিয়াছিলেন আজ আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া গেল এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৬৬৩৭

এই কথা বলিয়া ভগবান কম্পিত হইয়া তিন দিন দেহটিকে কবলাদি দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে শয়ন করিয়াছিলেন। এই কেশব সেনের পরলোক গমনের জন্ত ঠাকুরের শোকসমুদ্র উচ্ছসিত হইয়াছিল। ৬৮৩৯

শ্রীরামেশ্বর শ্রীমদ ভক্তিভীষণ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের অন্তরলীলার তৃতীয় অধ্যায়ে বিয়োগ পর্ব বর্ণিত হইল ॥ অ ৩২: ॥

অথ অন্তরলীলায়ায়তুর্গোচ্যায় ।

ইত পরমশীতৈশু ত্রিপুরবর্ষেণু সা তদা ।

পদ্মী শ্রীরামকৃষ্ণস্য সারদা শারদা যযা ॥ ১

পিলাসহ সমায়াতা শম্ভে দম্বদী নৃহি ।

যদ্বিরাজিতো দেবোপতি পুত্ৰ্য পরোগুহঃ ॥ ২

ক কচে শ্রীরামকৃষ্ণঃ কৃৎবা ময়্যামনি পৃথক ।

চন্ত্রলীলায় ৪র্থ অঃ

স্বপত্যৈ স্যনিমদদাত কৃপয়া করুণানিধিঃ ॥ ১ ॥

পতিব্রতা মহাভাগারামকৃষ্ণকৈ, মানসা ।

স্বামি সন্দর্শনাৎ সাধ্বী কৃত কৃত্যাবভূবহ ॥ ৪ ॥

পতি শুশ্রূষণপরা নিয়তং ব্রহ্মচারিণী ।

অলৌকিক মনোভাবাপতি ভাববিভাবিতা ॥ ৫ ॥

মমস্বামী জগৎ স্বামীনাথ্য স্ত্রীপুন্নিদায়তঃ ।

জগদুদ্বারণার্থায় সদাতন্ময়তাং গতঃ ॥ ৬ ॥

After three years 'Sarada' Devi 'come to Dakshineswar with her father. Sri. Ramakrishna made separate arrangements for her stay in his own room. She was not only devoted to her husband but also held him in a very high esteem because of his uncommon spiritual achievements and holy mission for the humanity. 1 to 6.

বঙ্গানুবাদ :-

ইহার পর প্রায় ৩ বৎসর অতীত হইলে সাক্ষাৎ মা দুর্গার মত ঠাকুরের পত্নী সারদা দেবী যে স্থানে পূজনীয় পরম গুরু স্বামী ভগবান ত্রিৰামকৃষ্ণদেব নিত্য বিরাজিত আছেন সেই মঙ্গলালয় পঞ্চবটী গৃহে পিতার সহিত আসিয়াছিলেন । ১।২

দয়াময় ঠাকুর পত্নী সারদা দেবীকে কৃপা পূর্বক নিজ গৃহ মধ্যেই পৃথক্ ভাবে শয্যা ও আসনাদি দিয়া স্থান দিয়াছিলেন । ৩

কেবল মাত্র ঠাকুরে মনঃ স্থির পূর্বক সেই মহাভাগ্যবতী পতিব্রতা সতী স্বামি সন্দর্শনে চরিতার্থ হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

অন্তরলীলায়াং ৪র্থঃ অঃ

সর্বদা পতি সৈব। পরায়ণা আনৌকিক মনোভাবা পতি ভাবে
বিভাবিতা সেই ব্রহ্মচারিণী সরিঙ্গা-দেবী ভাবিতেন আমার স্বামী
জগৎ স্বামী ভগবান্ ইহার ছৌ বা পুরুষে ভেদবুদ্ধি নাই। এবং
সর্বদা সর্বজীবের মঙ্গলার্থে উদ্যত। বা নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায়
অবস্থিত ॥ ৫।৬

ত্রেতায়া যৌম্যাসাৰ্হ রামৌরাজীবলীচনঃ ।
রচ কুল বিনাশার্থমাভিভূতঃস্বয়ং হরিঃ ॥ ৩
স এষ দ্বাপরযুগেষ্করোত্ ক্রীড়াময়া সহ ।
জাতো যদুকুলাম্বোধৌ কৃষ্ণচন্দ্রঃ কৃপানিধিঃ ॥ ৮
যুগেধ্বনাধর্মমহীনে কলৌসৌঃ সনাতনঃ ।
সম্মার্গদর্শনার্থায় জাতৌ ব্রহ্মকুলে হরিঃ ॥ ৮
অপরিত্যজ্যমামিষ কামারপুকুরাম্ভুধেঃ ।
উদিত তত্ পর ব্রহ্ম নরাক্রান্তি ন শয়য়ঃ ॥ ১০
এবং শ্রীরামকৃষ্ণস্য স্বস্ত্যায় সারদাতটা ।
স্বরূপং সম্রাতবতো স্বামিনঃ সুপ্রসাদত ॥ ১১
গতেচৈব ক্রিয়ত্ কালোপত্যু পাদতলেস্থিতা ।
তত্ পাদযুগলং ক্রীড়ৈ ন্যস্য সঁবাহনাদিনা ॥ ১২

"Sri Ramakrishna was Ramachandra who appeared with me in the Treta Yuga to kill Rakshasas, and Sri Krishna who played with me in the Dwapara yuga. He has now manifested himself as a Brahmin in this Kali Yuga to show the way to bliss and salvation to the suffering

অন্ত্যলীলায়া ৪র্থ অঃ

humanity. He has deidcated himself to holy services but has not discarded me." Such was the thought of Sarada Devi about her husband. After some time one day she sat at the feet of her husband. 7, to 12.

বঙ্গানুবাদ :—

ত্রেতাযুগে - পদ্মপলাশলোচন স্বয়ং ভগবান যে দাশরথি রাম রাক্ষাসকুল নির্মূল করিবার জন্ত আমার সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং ষাণ্ময় যুগে যিনি কৃষ্ণচন্দ্ররূপে বহু বংশে অবতীর্ণ হইয়া আমার সহিত লীলা করিয়াছিলেন। ৮

সেই সনাতন ভগবানই অধর্ম প্রচুর কলিযুগে সম্প্রতি বেদোদিত সনাতন ধর্মপথ দেখাইবার জন্ত ব্রহ্ম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া কামারপুরুর নামক সমুদ্র হইতে নরাকৃতি পরব্রহ্মই উদিত হইয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৯।১০

এইরূপে সেই সময়ে সারদা দেবী স্বামী ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অশুগ্রহে নিজের এবং স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন। ১১

এইরূপ ভাবে কিছুদিন গত হইলে কোন সময়ে সারদা দেবী স্বামীর পদতলে বসিয়া পাদপদ্ম দুইটি নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া হাত যুলাইতে বুলাইতে তাঁহার ডুটি সাধন পূর্বক অতি নম্র ভাবে বলিয়াছিলেন। আপনি আমাকে কিরূপ ভাবে জানেন যদি আমার এই কথাটি আপনার রুচিকর হয় তবে আমার এই জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তর দানে আমাকে কৃতার্থ করুন। ১২।১৩

अन्तर्लीलायां ४र्थ अ

परितोषपति माध्वी पप्रच्छद्विनयान्विता ।
 वेत्सिमां कोट्यो त्व हि प्रब्रूहि यदिरोचते ॥ १३ ॥
 पृष्ट्येव स भगवानुवाचानौकिक वच ।
 स्त्रीमात्रेमाहवुद्धिर्मेभोगेच्छाभावहेतुत ॥ १४ ॥
 यामाता भवतारिणी सुखयुता श्रीमन्दिरेऽवस्थिता ।
 या माता जननो स्वगर्भकुहरे धृत्वा प्रसूयापिमा ॥
 कल्याण मम काङ्क्षती स्वकसुखं कल्पितुच्छ सदा ।
 निद्रायाति सुखेन यागुरु तमादेवालये सास्मत् ॥ १५ ॥
 सैवासीपद सेवन क्षतवतो स्नेहाद् वित्ताधुना—
 यामाता सकलार्थ साधन विधौ संसिद्धिदात्रीमता ।
 सारं या जगती महा सुखमयं विद्वानज सुस्थिर
 यच्छत्येव सदा ततस्तु महतागीतासदा सारदा ॥ १६ ॥

She asked her husband with great humility,
 "If you so like I request you kindly to tell me how
 you think of me" He replied "Anyone who
 is a female is my mother Goddess Bhabatarini
 who is now sleeping in the temple is my Mother
 who gave birth to me and it is she who is now
 very kindly and affectionately serving my feet
 She is the giver of all bliss and wisdom and
 hence she is called Sarada" 13 to 16

অন্তরলীলায়াং ৪র্থ অঃ

বঙ্গানুবাদঃ—

ঠাকুরকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর অলৌকিক অর্থাৎ জগতের কোন জীব কখনও তাহা বলিতে পারে না। সেইরূপ বাক্য ঠাকুর বলিয়াছিলেন। ১৪

সেই বাক্যটি এইরূপ—আনন্দময়ী যে 'মাতা' ভবতারিণী নাম ধারণ করিয়া মন্দির মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং যে মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ পূর্বক প্রসব করিয়া নিজ হৃথে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল মাত্র আমার কল্যাণ কামনা পূর্বক জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুরু যে মাতা সম্প্রতি দেবালয়ে হৃথে নিদ্রা যাইতেছেন। ১৫

এবং যে মাতা ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সাধনায় সিদ্ধদান করেন। সেই মাতাই দয়া পরবশ হইয়া আমার পদ সেবা করিতেছেন। এবং যিনি জগতের সর্ব জীবকে পরমানন্দময় বিজ্ঞান জনিত অচল অটল সারবস্ত্ত সর্বদা দিতেছেন এজন্যই তাঁহাকে শিব ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ সারদা বলিয়া নাম দিয়াছেন। ১৬

অনন্তব্রহ্ম জগন্মাতু রূপান্তরমবস্থিতা।

মনুপাদী স্বল্পদিন্যস্য সেবা কার্য্য' কারোপি হি ॥ ১৩

যদ্যপি পদ্মী রূপেণ কৃত: পানিগ্রহস্তথ ?

তদ্রূপা ধরণা শক্তাস্তত্ সমস্বাধুনা সম ॥ ১৮

মমৈব পদ্মোত্ব' দেবিশাস্রতী বেদসম্প্রতা।

তেন ত্বামিহ সম্প্রাপ্ত: সাম্প্রত' সুস্থিরা ভব ॥ ১৮

যিস্মৃত্য পদ্মরূপা ত্বা জনামি মাঘরূপিনী'।

যুগীঃ সিম' স্ত্বা ন পশ্যামি পদ্মী রূপেণ নিশ্চিত' ॥ ১৯

অন্তরলোলায়ীং ঈর্ষ্য অ

এব স্নতত্ব সুজ্ঞায় সারদা স্বামি সন্নিধৌ ।—

জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্না বম্ভূব পারমার্থিকৌ ॥ ২১

অত পর তব সমাগতাঙ্কো

যে পণ্ডিতা ভারত বাসিসুখ্যা ।

শ্রীরামকৃষ্ণস্য কৃপাস্তয়ে চ

তথাবতারত্ব পরীক্ষণায় ॥ ২২

"Thou art the Mother in another form Even if I have married you, I am unable to behave like a husband According to the codes of religion you are my wife and in this life I have got you as such I can only advise you to restrain yourselves and have patience I don't see you as my wife but I see you as my mother' Sarada felt herself blessed with the truth and wisdom imparted to her by her husband Thereafter some eminent pandits came to Dakshineswar to test the divine power of Shri Ramakrishna and to have his blessing 17 to 22

বদান্তবাদ :—

অতএব তুমিই অগদ্যার অতুতন ক.প অবস্থান করিয়া আমার দুইটি পা নিম্ন হৃদয়ে ধারণ পূর্বক সেবা কার্য্য করিতেছ । ১৭

যদিও আমি অর্দ্ধাঙ্গিনীর প পাণিগ্রহণ করিয়া অর্ধাং তোমাকে বিবাহ করিয়াছি তথাপি সাধারণ পতি পত্নীর মত তোমার সহিত ব্যবহার করিতে পারি'তহিনা । তজ্জন্ত তুমি আমাকে ক্ষমা কর । ১৮

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ

হে দেবি তুমিই আমার পত্নী ইহা বেদপুত্রেণ প্রসিদ্ধ । এজ্ঞাই তোমাকে ইহলোকে এই জীবনেই পাইয়াছি । সম্প্রতি তুমি দৈব্যা অবলম্বন পূর্বক অবস্থান কর ॥ ১৯

সম্প্রতি আমি তোমাকে পত্নীরূপে বিশ্বত হইয়া মাতৃরূপে দেখিতেছি । বিশেষতঃ এই যুগে তোমাকে আমি পত্নীরূপে দেখিব না ইহাই আমার ঐব নিশ্চিত ব্রত ॥ ২০

এইরূপে মাতা সারদা দেবী স্বামীর নিকটে নিজের স্বার্থ স্বরূপের পরিচয় পাইয়া স্বার্থ জ্ঞান বিজ্ঞান বিশিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ২১

তৎপরে এই দক্ষিণেশ্বরে ভারতবাসি কয়েকটি পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভগবদবতার কি না পরীক্ষা করিবার জন্ত এবং বাস্তবিক যদি তিনি ভগবদবতার হন তবে তাঁহার কৃপা পাইবার জন্ত ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ২২

বদ্বানি যৈঃ সুবিপুলানি সমুদ্ভূতানি
বদ্বানি যৈঃ সুনিখিলানি সুমাত্মজানি ।
বদ্বৈস্তু যৈঃ স্ত্রিজগতৌ দুরিতানি যান্তি
বদ্বানি তানি বিধূতানি দ্বিতীয়াবদ্বৈঃ ॥ ২৩

দৃষ্টা মহারত্নদ রামকৃষ্ণ'
পরীক্ষ্য রত্ন' সমুদাচ রত্ন ।
যদ্যস্তিলিপ্সা পরমার্থ রত্নে
তদাসুতুর্ণ' ধর রত্ন রত্ন' ॥ ২৪
দৃষ্টানি তীর্থানিষট্টি নি ভূমি
লিখাঃ সদাতত সুসাধুপর্গাঃ ।

Amongst those pandits there was one called Tarkaratna who had given up all his wealth and treasure to get rid of all sins and to be blessed with divine knowledge After he had seen and tested "Sri Ramakrishna, he said, 'If anyone is desirous of gaining divine knowledge, he should submit himself at the feet of Sri Rama krishna I have seen many saints and ascetics in many holy places but none of them can be compared with Sri Ramakrishna who is the very embodiment of Divinity 23 to 25

বঙ্গানুবাদ :—

তদ্ব্যখ্যে তর্করত্ন নামে কোনও একটি পণ্ডিত যিনি বহুতর ধন
রত্ন পরিত্যাগ করিয়া যে রত্নের দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই
ত্রিলোকের জীবের সর্বপ্রকার পাপ নাশ হয় সেই সকল পরম
রত্ন স্বরূপ ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া সেই সকল রত্নই ভূষণ স্বরূপ
ধারণ করিয়াছেন। ২৩

তিনি অর্থাৎ সেই তর্করত্ন যনপেক্ষা উৎকৃষ্ট রত্ন অর্থাৎ ভগবদ্বক্তি
কণ মহা রত্ন দানে সমর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দেখিয়া এবং পরীক্ষা
করিয়া বলিয়াছিলেন। যেহেতু কোনও ব্যক্তির পরম পুরুষার্থ রূপ
মহারত্ন লাভের ইচ্ছা থাকে তবে কাল বিলম্ব না করিয়া এই
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শরণা পদ গ্রহণ। ২৪

অন্তরীক্ষায়াং ঈর্ষ্যম্

আমি পৃথিবীর বহু তীর্থে দেখিরাছি এবং সেই সেই তীর্থে উত্তম
সামু সকল বিদ্যমান আছে। কিন্তু সেই সকল সামু সমূহের মধ্যে
এইরূপ সামু একটিও দেখি না। যাহাতে এইরূপ সাক্ষ্য ভগবানের
স্বরূপ বিদ্যমান আছে। ২৫

শ্রীদক্ষিণেশ্বর গুরোর্গুহ্যতাং বিনোদ্য
তত্ পাদপদ্ম মকরন্দভূষোমমায ।
সামোমহানিতি যতঃ শরণাগতোঽস্মি
মো দক্ষিণেশ্বর বিমূষণ দেহিমতিং ॥ ২৬
মূল্যেব শ্রীরামলক্ষ্মণ সর্করনোগতম্বদা
যদ্বাপ্য ভারতীয়ানাং বিদুষাং চতুরাদিগত্ ॥ ২৭
পৃষ্ঠযৌগীজগতাস্বয়ং শগধরঃ স্মিগ্ধাশ্বদানাং দ্বি
তদ্বদ্যৌবশমাং প্রয়োগবিষয়ে স্মিগ্ধো মহাপণ্ডিতঃ ।
সাম্যামী বিদিতঃ সুধী শগধর স্তকোঁপু শুভাসনি
স্বাদৃশ্যশ্রবণায়নত্ মুনিরুটং গত্যা তদা ঠাকুরঃ ॥ ২৮
তব্রতেন লতানাং পৃষ্ঠশান্ পণ্ডিতং প্রভুঃ ।
মহাত্মকি লক্ষ্যমপ্যাং লক্ষ্যামাভিহত্ ॥ ২৯
যানৌকরচনং কার্য্য শাস্ত্রাণ্যামাণ্য পুরঃ শরঃ ।
তেন তব শগতিমাত্রোতি বহুশ্চ শিচিলা জনাঃ ॥ ৩০

India. Another great pandit named Shashadhar was a famous speaker and his speech was as soft and pleasing as the light and lustre of the moon. Thakur went to hear his speech. At the end of his speech Thakur asked him, "Do you deliver your speech with the grace of the Goddess. You are gaining name and fame by pleasing your learned audience with your speech. 26 to 30.

বঙ্গানুবাদ :—

এই দক্ষিণেশ্বরের গুরুর গুরুই দেখিয়া এবং পাদপদ্মের সৌরভ পাইয়া আজ আমার জীবনের একটি মহান বস্তু লাভ হইল। যাহাতে আমি ইহঁার দর্শন পাহায়াছি। অতএব আমি এই পুরুষোত্তমের নিকট প্রার্থনা করি আমাকে ভক্তিদানে কৃতার্থ করুন। ২৬

ভারত বিখ্যাত পরম পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্তব করিয়া স্বস্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে তর্করত্নের উপদেশে ভারতীয় গণ্ডিতগণের জ্ঞান দান করেন। ২৭

যে শশধর নির্মল আকাশে অবস্থান করিয়া স্নিগ্ধ ক্রিয়াদানে জগতের পূজনীয় হইয়াছেন। তজ্জপ যিনি বাক্পটুতায় বা বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের অন্তঃকরণে আনন্দ দান করেন এবং যে গণ্ডিত শশধর নামে বিখ্যাত এবং যিনি ছাত্র শাস্ত্রে চুড়ামণি উপাধি পাইয়াছেন। সেই শশধর তর্ক চুড়ামণির বক্তৃতা শুনিবার ঘণ্টাটার নিকটে বাইরা ঠাকুর সেই চুড়ামণির সহিত আগাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনি কি ব্রহ্মমণ্ডলের কিছু ব্রহ্মকণা লাভ করিয়া এইরূপ বক্তৃতা দিতেছেন। ২৮২৯

অন্তঃসৌন্দর্য ৪র্থঃ

যেহেতু শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া লোকরঞ্জন কার্য্য করিতেছ এবং ইহা দ্বারা শাস্তি পাইতেছ ত ! শিক্ষিত লোক সকল আপনাকে খুব বড় পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। ৩০

প্রশংসন্তি বিশেষেণ ভবন্তং বহু পণ্ডিতাঃ ।
 জগদম্মা কৃপাবিন্দু মল্লধ্বা চিহ্নদিদ্যতি ॥ ৩৭
 ন তেন কস্মাপি ভবেদত্যল্পমুপকারকং ।
 বস্তুতা চ ভবেদ্ব্যর্থ্য সূত্র চিত্তাকাররূপিকা ॥ ২
 ইত্যুক্তা শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি' প্রভুঃ ।
 গতঃ স্বমালয়' তস্য তস্ব জ্ঞান সমুত্ততঃ ॥ ৩২
 আসীদ্বারানসী ধাম্নি বিজয়ী পণ্ডিতী মদ্বান্ ।
 শ্রীবিষ্ণুজ্ঞানন্দনামা বেদান্তে পরিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৪
 বেদান্তাধ্যাপনকারো বহু ছাত্র সমন্বিতঃ ।
 সচরাসৌ ব্রহ্মানুভবী শাস্ত্রামোদী সুনৈটিকঃ ॥ ৩৫
 বেদান্ত বাগোশীপাধিধারো তস্য সুবুদ্ভিমান্ ।
 ছাত্রো বহ্নীদ্ভবী ব্রহ্মকুলেজাতঃ সুপণ্ডিতঃ ॥ ৩৬

"But all your eloquence will bring no good to any body if you have no grace of God." At these words Shashadhar Tarkachuramoni came to his senses and felt himself blessed. In the City of Benaras there was a famous pandit named Bishuddhananda who had many students. One of his students was Kalibar Vedantabagish who was a Bengalee bramhin. 31 to 36.

অন্তরলীলায়া' ৪র্থ' অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

যদি জগদম্বার করুণা লাভ না করিয়া শুধু বক্তৃত্তা দাও তবে তাহাতে কিছুমাত্রও কাহারও উপকার হইবে না। ৩১

কেবলমাত্র তোমার চীৎকরাই সার হইবে। বক্তৃত্তার ফল কিছু মাত্র হইবে না। ঠাকুর এই কথা চুড়ামণিকে বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর ঠাকুরের সেই উপদেশেই চুড়ামণি পণ্ডিতের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ভগবন্তুক্তি লাভ হইয়াছিল। ৩২।৩৩

বারাণসীধামে বেদান্ত দর্শনে ঐকান্তিক অনুরক্ত বিশুদ্ধানন্দ নামে একটি খুব দার্শনিক বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু ছাত্রশ্রুত বেদান্ত দর্শনের অধ্যাপনায় রত শাস্ত্রাশুশীলন কারী অত্যন্ত নির্ভাবান্ ব্রহ্মানুভবী সন্ন্যাসী ছিলেন। ৩৪ ৩৫

সেইকালীধামী সন্ন্যাসী পণ্ডিত বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর অতিশয় বুদ্ধিমান বাঙালী ব্রাহ্মণ কালীবরবেদান্তবাগীশ নামে একটি পণ্ডিত ছাত্র ছিলেন। ৩৬

যেন ব্রহ্ম স্তম্ভ ভাষ্য' ব্যাখ্যাত' বঙ্গভাষয়া ।

স দক্ষিণেশ্বর আগত্য স্বয়ং' ভগবতা সহ ॥ ৩৩

শাস্ত্রালাপাত্ পরস্বীকৃত' বেদান্তবাগীশীন হি ।

বহুপুণ্যবলীনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন' ॥ ৩৮

জাত' যেন সুজটিল' শাস্ত্র সিদ্ধান্তজালক' ।

ঘর্ম্ম তত্ব সমাধানস্থায় প্রাকৃত ভাষয়া ॥ ৩৮

কর্ত্ত' শক্তোমি কথয়া যেদমূর্ত্ত' ম'হাক্ষনঃ ।

ধর্ম্মোঃস্মি হনুজল্যোঃস্মি সফল' জীবন' মম ॥ ৪০

দ্ব্যন্তরালীলায়াং ৪র্থ অঃ

এবমুক্তা ভগবতঃ পাদরেণুদ্বয়ং প্রমুখঃ স ।

গম্যে বেদান্তে বাগীশো দৃষ্টাস্তে যোগে বৈভবঃ ॥ ৪১

বিদ্যাভাসে সন্তোষো গুণবর্তা শ্রীশ্রী মহাপণ্ডিত

স্ত 'দ্রষ্ট' গত বানসীসুখতনুঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো হরিঃ ।

দৃষ্টাত' সমুদ্রাচ্চ সাগরমহী কালীগতঃ খুললকে

খাতীঃ সিম্রধুনা ছায়াধসলিলে সন্নিযিতঃ সাগরে ॥ ৪২

He explained Vedanta Philosophy in Bengali. Once he came to Dakshineswar and had a discussion with Sri Ramakrishna on the most complicated points of philosophy. Sri Ramakrishna unknotted the points very easily in a very simple language. Pandit Kalibar was astounded with wonder at the profound knowledge and wisdom of Sri Ramakrishna. One day Sri Ramakrishna called upon the famous Pandit Iswarchandra Vidyasagar at his residence. As he saw Vidyasagar, he said, "So long I had been in a narrow canal. Now I find myself in the sea." 37 to 42.

বঙ্গানুবাদ :—

এই কালীঘর পণ্ডিতই বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম বেদান্ত দর্শনের ভগ্ন শৃঙ্গের বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রচার করেন। এম বেদান্তবাগীশ পণ্ডিতও ঠাকুরের বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত বেদান্তদর্শনের কঠিন কঠিন বিষয় আলোচনা করিয়া বলিচাছিলেন আজ আমি ভদ্র ভদ্রাশ্রমের সঙ্কিত বহুতর পুণ্যের

অন্তরলীলায়াং ৪র্থ অঃ

ফলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দর্শনলাভ করিলাম আদ্য ফলে
আর্য্য শাস্ত্রের অত্যন্ত জটিল বিষয়েরও এই মহাপুরুষ ভগবান
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধারণ ভাষায় মীমাংসা গুনিয়া ধন্য হইমাম কৃতার্থ
হইলাম। আজ আমার জীবন সফল হইল। এই কথা বলিয়া ভগবান
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের যোগশক্তি দেখিয়া পদধূলী গ্রহণ পূর্বক পণ্ডিত
বেদান্তবাগীশ অশ্রুত গমন করিয়াছিলেন। ৩৭/৩৮ ৩৯৪-১৪১

সর্বোত্তম সদগুণ বিভূষিত জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত
ঐশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে দেখিবার চেষ্টা আনন্দঘন বিষয়
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার গৃহে ঘাইয়া বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে
দেখিয়া বলিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এককাল আমি
খালে বা ডোবায় ছিলাম। আজ আমি অগাধ জলের আধার সাগরে
আসিয়া মিলিত হইয়াছি। অতএব সম্প্রতি আমার আনন্দের
সীমা নাই। ৪২

স্বত্বীবাচ স সাগরঃ স লখনং পোত্বাজলং ধারিধি
লুণ্ঠায়ান্তিমিতঃ স্বধামদরমং গচ্ছাদ্যুনাশতম ।
শ্রীবিদ্যাম্বুধিমাযণং স ভগবান্ধৃত্বাদদত্তং তদা
না বিদ্যাললধির্মবাস্ত্বয়ি কথং চারং লনং সম্ভবেৎ ॥ ৪৩
পীযুষ সাগরনিভং পশ্যামি দিব্যচক্ষুণা ।
ভবন্তং বসুধাভিষ্যঃ পূর্ণানন্দকরং সূতং ॥ ৪৪
দন্তিনাং বাহু দন্তী তু শৌভার্যমেব কৈবল্যং ।
দন্তান্तरায়ি স্বাদার্য্য বিদ্যন্তো মুখং গহদরী ॥ ৪৫
তদন্তলোক দিতার্য্য বহির্বিদ্যোদ্য মন্তব ।
কিন্তু স্বদন্তরে ভাসি ভগবদন্তি সাগরঃ ॥ ৪৬

অন্তরলীলায়াং ৪র্থ অঃ

তদর্থমেব জগতি সুপ্রতিষ্ঠা মতা তব ।

ততো বিদ্যা সাগরেণা প্যুক্তস্তাত্ সম্ভবেত্ কথং ॥ ৪৩

At this Vidyasagar sharply replied, "Oh respectable Sir, the taste of salt water of the sea will bring no satisfaction to you and so you shall have to go back to your place with great disappointment." In reply Sri Ramakrishna said, "You are not the sea of natural water, so how can salt water exist there. In my intellectual eye I find you to be the sea of milk, as you are a child of joy of our mother Earth. The tasks of an elephant are for show only but the teeth which are used for eating remain inside and are not seen. Likewise all your outward knowledge and learning are for the good of others but inwardly you are a sea of devotion to God. That is why your reputation has become firmly established in the world." Vidyasagar said, "How is it?" 43 to 47.

বঙ্গানুবাদঃ—

বিজ্ঞাসাগর মহাশয় পরমহংস ঠাকুরের এইরূপ কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন। হে সজ্জনাত্মগণ্য মহাপুরুষ সম্প্রতি সাগরের নোনা জল খাটয়া অসহ্য হইয়া এই স্থান হইতে সর্বোত্তম নিজ ভবনে গমন করণ। বিজ্ঞাসাগরের কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন। তুমি ত প্রাকৃত জলের সমুদ্র নয় অতএব তোমাতে দ্বার জল কি সম্ভব হয়। ৪৩

অন্ত্যলীলায়া ৪র্থ জ:

আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দ্বারা পৃথিবীর পূর্বানন্দ দাতা পুত্র
অমৃতের সাগরের মত দেখিতেছি। ৪৪

হাতির বাহিরে দুইটি দাঁত শোভার জন্য থাকে কিন্তু অল্প সকল
দন্ত খাইবার জন্য মুখের ভিতর থাকে। ৪৫

সেইরূপ বাহিরে তোমার সাধাণের উপকারার্থে বিজ্ঞার প্রভাব
প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু তোমার ভিতরে অগাধ ভগবদ্ভক্তি আছে
তজ্জগাই তোমার জগতে খুব বড় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

তৎপরে বিজ্ঞাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন ইহা কি প্রকারে
সম্ভব হয়? ৪৬।৪৭

তমুবাচ ঠাকুরস্তু ঐষডাস্য পুরঃ সরম ।

পটোল মালুক'বাপি সিদ্ধ' কৌমলতাং ব্রজীত ॥ ৪৮

অতীব কৌমল' ত্বান্তু পশ্যামি জ্ঞান সাগর ।

ততস্তস্মাদ্বিনিষ্কস্ম্য ঠাকুরঃ শিষ্যমুক্তবান্ ॥ ৪৯

পুরুষো'য্য' মহাত্ম্যগৌ বিদ্যা সাগর নামকঃ ।

দর্শয়িত্বা নিজ' দেহমুবাচ পরমার্থ'বিত্ ॥ ৫০

কর্ম্মশূন্যস্য সংযোগাদ্বিদ্যা দানস্য কর্ম্মণঃ ।

নষ্ট সম্ভাবনায়ৈবানেন মুক্তি রূপে চিতা ॥ ৫১

বহুনা জন্মনামন্তে সাগরৌ মুক্তি মেখতি ।

এব মুক্তা সশিষ্যঃ স প্রাপ্তবান্নিজ মন্দির' ॥ ৫২

অন্য'কঃ সিদ্ধপুরুষৌ বহুমানাধিপস্যপি ।

সমাপণ্ডিতরূপেণ বিখ্যাতঃ পণ্ডিতৌ মহান্ ॥ ৫৩

Thakur said with a smile, "When boiled, hard vegetables like potato etc. become soft. By

অন্তরলীলায়াং ৪র্থ অঃ

virtue of your vast knowledge I find you to be extremely soft." On his way back Thakur told his disciple that Vidyasagar was a great charitable person. "He has however, avoided contact with me who have renounced the world because freedom from all earthly bondages may impair his activities towards advancement of knowledge and learning. He will attain salvation after many births," There was a famous pandit who was the king's scholar in the Court of the Maharaja of Burdwan, 48 to 53.

বঙ্গানুবাদ :—

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর একটু হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন দেখুন মহাশয় আলু বা পটোল স্বভাবতঃই কঠিন বা শক্ত কিন্তু সেই ছটিকে যদি সিক্ত করা হয় তবে অতিশয় কোমল হয়। সেইরূপ তোমার ভিতরে জ্ঞানের প্রভাব বিশেষ ভাবে বিद्यমান আছে। অতএব তোমাকে অতিশয় কোমল ভাবেই দেখিতেছি। এই কথা বলিয়া ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া শিষ্যকে বলিয়াছিলেন। ৪৮/৪৯

এই বিদ্যাসাগর মহাশয় মহা ত্যাগী পুরুষ এই কথা বলিয়া শিষ্যকে নিজ দেহটিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন। কর্ম শূন্য আমি আমার সহিত মিলিত হইলে বিদ্যাসাগরের বিদ্যাদান কর্ম নষ্ট হইবে এইরূপ মনে করিয়া আমার নিকট হইতে মুক্তি লইল না। বহু জন্মের পর বিদ্যাসাগর মুক্তি লাভ করিবে। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর পঞ্চবটী গৃহে আসিয়াছিলেন। ৫০/৫১/৫২

অন্তঃলোচনায়া' ৪র্থ, অঃ

ঠাকুরের জন্মভূমি কামার পুকুরে অবস্থান কালীন আর একটি সিদ্ধপুরুষ মহাপণ্ডিত ইহঁর নাম পদ্মলোচন ইনি বর্জমানের মহাশালার সভা পণ্ডিত বশতঃ বঙ্গদেশের সর্বত্র বিখ্যাত ছিলেন ইহঁর আকৃতি অতি সুন্দর স্বভাব অতি নির্গুনসর্বদা শান্ত ভাব শান্ত চর্চায় পরমানন্দিত হইতেন । ৫৩৫৪

শ্রীপদ্মনোচনঃ শৃঙ্গস্থমাবোঃপ্যতিসুন্দরঃ ।

নৌযমাবঃ কদাপ্যয়' শাস্ত্রানন্দে ন নন্দিতঃ ॥ ৫৪

অনেনৈব মিষ্টদেব বরপ্রাপ্তো মহাত্মনা ।

পূর্ব'শাস্ত্র বিচারস্য স্বমুখ্য' চালিত' যদি ॥ ৫৫

মবেত্তর্হি' সমায়া' ধৈর্যযৌমবতি নিযিতঃ ।

সর্ব্বসমাজয়ী চানৌ তদ্রূপেণাভবদ্বিজঃ ॥ ৫৬

মদুগেহা গমনস্থাস্যবিপ্রায় ঠাকুরস্বাদা ।

পাশাপি জনশূন্যানি কৃৎবা তিষ্ঠন্ সুদায়ুতঃ ॥ ৫৭

মবিশ্ব পন্ডিত স্তাতো রামকৃষ্ণস্য সন্ননি ।

নির্জল' সফল' প্রাপ্ত' হৃষ্টাতিবিস্মিতোঃমম ॥ ৫৮

মমেট দেবতা বরোঃপ্রাপ্তো মদু ভার্য্যয়াপি চ ।

যতোঃনেন সুবিপ্রাতঃ স্বেটদেবস্তুতো মম ॥ ৫৯

মতোবিধায়মস্তবাস্য স্তাব' স পণ্ডিতৌমহান্ ।

লপানস্থা মতোধীমান্ রামকৃষ্ণস্যসন্ননঃ ॥ ৬০

This pandit Padmalochana, was very gentle, honest and agreeable by nature and loved study and teaching of shastras. He was given a boon that he would surely defeat his opponents in a

বাস্তবলীলায়া' ৪র্থ অ.স্ব

debate if he had washed his face before the commencement of the debate. Accordingly he was always the winner. When Thakur came to know that the pandit was coming to hold a discussion with him, he kept all the pots empty and waited to have the fun. On entering the room of Thakur, the pandit became surprised to find all the pots empty. He wondered how the secret of his success which was not known even to his wife could not be known to Thakur. So he felt himself defeated and left the place with all humility and respect to Thakur. 54 to 60,

বস্তুবাদ :—

এই পণ্ডিত ইফদেবের নিকট হইতে এইরূপভাবে একটি বর পাইয়াছিলেন যে তুমি পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্র বিচারের পূর্বে যদি নিজের মুখমণ্ডল বিমোহিত করিয়া সভাস্থলে যাও তবে তুমি সভাস্থ সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করিতে পারিবে। অতএব এই পল্ললোচন পণ্ডিত পূর্বোক্তরূপে সর্বসভায় জয়ী হইতেন। ৫৫ ৫৬

ঠাকুর পল্ললোচন পণ্ডিত আমার গৃহে আসিতেছেন জানিয়া গাড়ু ঘটি কলসী প্রভৃতি যাবদীয় জসপাত্র জল শূন্য করিয়া আনন্দ মনে অবস্থান করিতেছিলেন। এমনত সময়ে পল্ললোচন পণ্ডিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহে প্রবেশ করিয়া জল পাত্র সকল শূন্য দেখিয়া আতিশয় আশ্চর্য্যাদিত হইয়াছিলেন। ৫৭, ৫৮

अन्तानोन्माया इयं यः

এক আধিগ্রহণে আমার টেস্টেবতার জেদ নহ আমার
পত্নী পরিত্যক্ত আনেন না অতএব যে কারণেই হোক ইনি যখন
আনিগ্রহেন অতএব আমার নিষ্টিত রূপে ইবাই দারগা হইতেছে
যে ইনিই আমার হৃদয়ে। ৫২

তৎপরে সেই মহাপণ্ডিত ঠাকুরকে ইষ্টোদ্ভবতা জানে পূর্ব স্মৃতি
করিয়া ঠাকুরের অনুগ্রহ লাভে কৃতার্থ হইয়া নিম্ন গৃহে বাইচা-
ছিলেন। ৩০

राढे इन्द्रास इत्याधोऽपामि गोरोति पण्डितः ।

मन्य चेत्तन्य पुरुषोविद्ययातो दैव गणितः ॥ ५१

योदगाभयं न कामे व्यपन्नं भय मुन्दरी ।

मन्त्रः तां पुजयामास भक्तिं पूर्णं दिनत्रयं ॥ ६२

लपश जगदम्याया अपय योग गस्तिनः ।

हेतुना धीम केनापि वामेकरतने रयय ॥ ६२

प्रचयान् काठरागिन्धु धृत्वा होम चकार मः ।

किन्तु तदग्निनाऽप्य एकोदशधो नवाभयत् ॥ ६४

पण्डित पर्वदि तथा ज्ञान गणेशमूर्ति धृक् ।

पण्डितोऽयं हारि १ १ वदन्मुखैर्भयावधः । ६५

अग्निं कृत्वा सभायां वै स ददा समुपाविशत् ।

तदा पण्डित यत्नां हस्तकृष्यः समजायत ॥ ६६

In the village of Indas near Kamarpukur there was a pandit named Gouri who was famous for charms and spiritual power. He used to worship his own wife as Goddess Durga for three days

অন্তঃসীলায়াং ৪র্থ অঃ

during Durga Puja Festival He also could hold burning wood on his palm without being afflicted by fire. When he would take his seat with the loud shout of "Hare Re Re," in the assembly of pandits all would tremble with fear. 61 to 66.

বঙ্গানুবাদ :—

রাড় দেশে অর্থাৎ কামার পুকুরের অনতি দূরে ইন্দাস গ্রামে গৌরীপণ্ডিত নামে দৈবশক্তিতে মন্ত্রসিদ্ধ বিখ্যাত স্থপণ্ডিত বাস করিতেন। ৬১

এই গৌরীপণ্ডিত ৮শাবদীয়া দুর্গা পূজার সময় সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী তিথিতে নিজ পত্নীকে দুর্গা ভাবিয়া পূজা করিতেন। ৬২

জগদম্বার কৃপায় অথবা যোগশক্তি বশতঃ কিম্বা যে কোনও যোগ শক্তিতেই হোক নিজ বাম হস্ততলে কাঠরাশি ধারণ পূর্বক সেই সকল কাঠ প্রস্থলিত করিয়া ছুত দিয়া যথাশাস্ত্র হোমা করিতেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তথাপি তাঁহার হস্ত সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইত না। ৬৩৬৪

এবং এই গৌরীপণ্ডিত পণ্ডিতগণের সভায় জ্ঞান গণেশের মূর্তি ধারণ করিয়া হারে রে রে এই শব্দটি উচ্চারণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে সভায় বসিলে সেই সময় পণ্ডিতবর্গের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। ৬৫৬৬

অतोऽस्यैष लघुमूर्तस्य समायां भवति ध्रुवः ।

एवं सर्वं समायां स श्रेष्ठ सम्मानं प्राप्तवान् । ৬৩

अन्यलोनायां ४र्थं चः

सोऽयं श्रीरामकृष्णस्य तद्रूपेण यदा विभूत् ।
 गृहं तस्मादपि स्वोच्चरव' कृत्वा यतोच्चरः ॥ ६८
 पण्डित स्कन्धमारुह्य सुकृपां कृतवानिति ।
 एवं भगवतः स्पर्शां दिष्टदेव स्वरूपकं ॥ ६९
 मत्वा स्त्रीषी द्राम कृष्णं विज्ञायतं गजाननं
 गललग्नौ भवद्वासा साष्ठङ्गं प्रणिपत्यतं ॥ ७०
 नमो विघ्नविनाशाय नमो मङ्गलं हेतवे ।
 नमो भगवते तुभ्यं गणाधिपतये नमः ॥ ७१
 पाशाङ्क, शैकलपलताविषानं
 दधत् मसुण्डाहित बोध पुरः ।
 रक्तस्त्रिषेत्त सार नेन्दु मौलि
 हारीज्वलोदस्त्रि मुखोऽधनादः ॥ ७२

Hence, he had always the undisputed superiority in every meeting and would win the highest honour. But when he entered the room of Thakur with his loud shout, Thakur pressed his shoulders with a more louder shout. By the touch of Thakur, Pandit Gouri felt that Thakur was none but his own presiding deity, Gajanan. So he fell at the feet of Thakur and prayed, "Oh lord, I bow down to you who relieve us of all our difficulties and give us all happiness."
 67 to 72.

অন্তরলীলায়াং ৪র্থঃ স্কন্ধঃ

অতএব সকল সভাতেই গোৱী পন্থিতের জয়লাভ হইত। এই রূপভাবে তিনি সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সন্মান লাভ কবিতেন। ৬৭

কিন্তু গোৱী পণ্ডিত যেসময়ে ঠাকুরের গৃহে স্নানগণেশের মূর্তি ধারণ করিয়া প্রবেশ করিয়া ছিলেন সেই সময়ে ঠাকুর পণ্ডিতের অপেক্ষা আরও উচ্চৈঃস্বরে হারে রে রে ধনি করিয়া পণ্ডিতের স্বস্তে আরোহণ পূর্বক পণ্ডিতকে ক্রূপা করিয়াছিলেন। ৬৮

এইরূপভাবে ঠাকুরের অমুগ্রহে এবং তাঁহার স্পর্শমাত্রে ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ইচ্ছদেব স্বরূপ গণপতি জানিয়া গলদেশে বস্ত্রের সহিত অঙ্গলিবন্ধ করিয়া মাটিতে প্রণাম পূর্বক এইরূপভাবে স্তব করিয়া ছিলেন। ৬৯। ৭০

হে সর্বমঙ্গলের আধার বিশ্ববিনাশন গণাধিপতি আপনাকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার করি। ৭১

হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব আপনিই পাশ অক্লুশ কলসতা ও একটি গল্পদস্ত ধারণ পূর্বক বিরাজিত আছেন। এবং আপনার শিরোদেশে বাবদীয় সাধন ফলের বীজ দ্বারা পরিপূর্ণিত রক্তবর্ণ বিগ্রহ ত্রিনয়ন মন্তকে নবোদিত চন্দ্র, হারাণি ভূষণে বিভূষিত স্তোত্রার্থ হস্তিযুগ আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ৭২

নমো ভগবতে তুম্যে ধদে বিদ্যাযে বিধসে।

লীলানামনুকম্প্যায় জাতোঃসি পৃথিবীতসে ॥ ৩৩

সুত্বৈব শ্রীরামজ্ঞানং মদ্ব্যাগদগদয়া গিরা।

জগাম স্বমিথ্যগবৈঃ শ্রীগীতী পণ্ডিতোম্ভঃ ॥ ৩৪

পণ্ডিতানাং গুণাবতাং সাধুনাং সমচেতসা।

সম্মেদামিহ সন্নিধৌ রামজ্ঞানঃ স্বয়ং হৃদি ॥ ৩৫

২ অন্তরীক্ষায়াং ধর্ম্যং

যাতিতেষা কৰ্ম্মণ্য ততদগেহে মহামতি ।

১ যদিকষিভিজ জন ঠাকুর পুত্রিষ্কতি ॥ ৩৬

২ ভবদ্বিধ জনস্যে দৃগ্যচিত্ত গতি কয় ।

৩ শ্রুত্বেদ ভীষণন্তস্য ঠাকুর স্তম্বাচহ ॥ ৩৭

৪ ভীবত্ স যস্যাস্তি গুণী বিপুল স গুণী মত ।

৫ যতস্ব শ্রাস্ত্র বাক্যন্তু শৃণু পুত্র যথোদিতম্ ॥ ৩৮

Thus, after paying all homage to Thakur, Pandit Gouri left the place with his followers. Thakur used to go to visit all talented persons. If somebody would protest against such visits and say that for prestige's sake Thakur should not call at any body's house without invitation, Thakur would reply that men of lasting qualities and virtues were always honoured. 73 to 74

বঙ্গানুবাদ :—

হে বেদ গোচর ভগবান জগৎ কর্তা! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি জীব সকলের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপ ভাবে গদগদ বাক্যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্তুব করিয়া শিষ্যবর্গের সহিত গৌরী পণ্ডিত নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

৭৩৭৪

সদগুণাধিত সাধু সমদর্শী পণ্ডিতগণের দর্শনার্থে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব স্বয়ং শ্রীভ্যেকের গৃহে যাইতেন। ৭৫

এজন্য যদি কোন ব্রিহৎ বা স্বাভাবিক ঠাকুরকে কহিতেন যে আপনার মত লোক এরূপভাবে অনাহুত হইয়া অন্যের গৃহে গমন

अन्तर्लोलार्था ४र्थ अः

करा 'आमादेव केमन मने इय । এইরূপ কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিডেন ।

দেখ হে বাপু বীর প্রচুর সঙ্গুণ আছে তাহাকে শুণী বনে ।
এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য বাহ । আছে তাহা বলছি শোন । ৭৮

मुक्ता हि जवया रक्ता जवा शुभ्रान् मुक्तया ।

भवेत् परगुणघाहो महीयानिय नैतरः ॥ ८८

अतोऽहं सज्जनगुणान् यहीतुं व्ययतां गतः ।

तस्मात्सहर्षि देवेन्द्र, केशव मागरादयः ॥ ८९

एतेषां कीदृशश्चास्ति गुणरत्नं तदायितुं ।

तथात् सकाशं गच्छामि रत्नलाभाय निश्चितं ॥ ९०

अतः सत्सङ्गलाभाय मानवेयं त्यक्तां सदा ।

सत् सङ्गेन विना कोऽपि मानुष्यं नाभि विन्दति ॥ ९१

अत्रोक्तं श्रीभगवता भक्त मुद्दिश्य चोदय ।

सत्सङ्गे न हि दैतेया यातुधानाः खगामृगाः ॥ ९२

मन्त्रर्व्याप्सरसो नागाः सिद्धाचारण गुह्यकाः ।

विद्याधरामनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्यजाः ॥ ९३

He also said, "Pearl can take in the red complexion of Jaba flower but the latter cannot imbibe the whiteness of the former. It is only the great man who can appreciate the virtues of others. I am eager to appreciate the talents of talented men. It is why I go to see such great personalities as Maharshi Debendra Nath, Keshab Vidyasagar and others. Without good companion-

অন্তরলীলায়াং ৪র্থঃ অঃ

সর্বসমূহ নিছ চারণ গুহক ও বিজ্ঞাধরাদি এবং মানুষের মধ্যে ধর্ম
বণিক ধর্ম ব্যাধ ব্রাহ্মণ পত্নীগণ রাজসিক বা তামসিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন
অতি নীচ জাতি কহিদাস প্রভৃতি চর্মকারগণ সেই সেই যুগে বসে
বা কয়াধুর পুত্রগণ বৃষ পর্ব্বা বলিরাজ বাণরাজময় দানব সুগ্রীব
হনুমান ব্যাধ কুজা গোপীগণ ইহাদের মধ্যে একটি ও বেদ বা বেদান্ত
শাস্ত্র পড়েন নি বা গুরু কূলে বাসও করেননি এবং বার ত্রত
তপস্তার কিছু মাত্র অনুষ্ঠান না করিয়া কেবলমাত্র আমার সঙ্গ
বশতঃই আমাকে পাইয়াছেন। এইরূপভাবে সংসদ মহিমা শাস্ত্রে
বলিয়াছেন ॥ ৮৩.৮৪।৮৫।৮৬।৮৭।৮৮

বল স্তমঃ প্রকৃত্য স্তম্ভি স্তম্ভিন্ যুগে যুগে ।
বহুবীমত্ পদং প্রাপ্তা স্ত্বাষ্ট্র কায়াধবাদয়ঃ ॥ ৮৫
হৃদযল্লী বলির্বানোময়য়ায বিমৌপথঃ ।
সুগ্রীবোহনুমান্ কল্কীগজোষ্টধৌ বণিকপথঃ ॥ ৮৬
ব্যাধঃ কুজা ব্রজগোপ্যৌযশ্চ পন্থ্যস্তথাধ্বরী ।
তেনাধোতাঃ স্তম্ভিগণা নোপাসৌত মহত্তমাঃ ॥ ৮৭
অব্রতাস্তম্ভ তপসৌ সত্‌সঙ্গান্‌মাসুপাগতাঃ ।
পথং সত্‌সঙ্গমহিমায়র্মায়াস্তু নিরুপিতঃ ॥ ৮৮
অতঃপরং লক্ষণঞ্চ সাধোঃ শৃণু বদামি ভোঃ ।
যচ্ছ্রুত্বামুচ্যতে জন্তুর্জগদ্রাপার যাতনাৎ ॥ ৮৯
ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি ।
ন ক্রুদ্ধঃ পরম্ প্রুতিহ্যে তত্‌ সাধোস্তু লক্ষণম্ ॥ ৯০

‘Twastara, Kayadhu Brisaparba, Bali, Bana,
Maya, Vibhishana, Sugrib, Hanumana, Riksha, Gaja,

অন্তঃসীলানাং ৪৫ অঃ

Gridhṛa, Kūbjā, woman of Brāhmadham and others who had not studied the Vedas, nor acquired any merit through austerity or penance attained salvation by the virtue of their companionship with me only. Such is the fruit of good companionship. Now I tell you the virtues of a holy man. He who never feels himself elated by honour, nor gets angry when insulted, nor utters harsh words in anger is a good or holy man. 85 to 90

বন্ধানুবাদ :—

ইহার পর তোমাদিগকে সাধু বা সৎজনের লক্ষণ বলিতেছি শোন।

বাহা শুনিলে সংসার যাতনা সমূলে বিনাশ হয়। ৮৯

বঁহাকে সম্মান করিলেও আনন্ডিত হন না। অপমান করিলেও ক্রোধ করেন না বা ক্রুদ্ধ হইয়া কখনও কঠিন কঠিন কথা বলেন না।

ইহাই সর্বোত্তম সাধুর লক্ষণ। ৯০

आत्मानं पोडयित्वापि साधुः सुखयति परं ।

क्लादयन्नाश्रितान् वृक्षो दुःखञ्च सहते स्वयं ॥ ८९

यत् पूजायां भवेत् पूज्योदृष्ट्यान यमदर्शनं ।

पापसंज्ञः स्वर्गनाञ्च किमहो साधुसखम् ॥ ९०

साधুর্না हृदयो धर्मো वाचीधीनः सनातनाः ।

कर्मक्षयानि कर्मानि यतः साधुर्ह रिः स्वयं ॥ ९१

अतो दुःसङ्गमुत्सृज्यसत्सुसज्জতে बुद्धिमान् ।

सन्त एवास्य छिन्दन्तिमनोऽयासङ्गमुक्तिभिः ॥ ९४

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণসুন্দর ভক্তিতোয়ং বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত

अन्तर्लोलार्थां ४२ अः

षारमहर्ष्यां संहितायां अन्तर्लोलार्थां यतुर्गोऽध्याये श्रीसारदा देव्या,
स्वामि सान्निध्यलाभं स्तुत्या विद्यासागरादि बहु पण्डितैर्वार्त्ता मत्-
सङ्गोपदेशय वर्णितः ॥ अः ४ अः ॥

He troubles himself to bring pleasure to others, just as a tree suffers to do good to its parasite creepers. A man becomes respectable, immortal and free from all sin by virtue of good companionship. Therefore, all wise men avoid bad companions and accompany the good. 91 to 94

Here ends the fourth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktivirtha.

चन्तरलीलायाः पञ्चमोऽध्यायः ॥ अः ५ ॥

वदन्ति चेव* वद्वो विचक्षणः

श्रीरामकृष्णस्य न चास्ति शिक्षणम् ।

वेदे पुराणि खलु तन्त्र मन्त्रयो

स्तदर्थं मेतच्चरितं मयोच्यते ॥ १

कनौ न ते धै जगतां परंगुहं

दुराशया धै वह्निरथे मानिनः ।

विदन्तितं वेद पुराणवाग् यतः

प्रकाशिता लोकाद्विताथे मेव सा ॥ २

यदं शविहाः सुर मानवाद्यो

यल्लब्धवुद्धा प्रचरन्ति कर्मसु ।

स एव विज्ञानचनो हि संस्कृतां

वाचं न विन्दन्ति वदन्ति वातुलाः ॥ ३

It was said by some pandits that Sri Ramakrishna was not conversant with the Vedas, the Puranas and the Tantras etc. It was not correct. Those who are fond of earthly pleasure cannot know God from whom the Vedas, the Puranas etc. have emanated for the well-fare of humanity. They are void of intellect who can say that the Divinity whose a particle of intelligence can animate the world to move and work is ignorant of Sanskrit language. 1 to 3

অন্তঃসৌন্দর্য্যং ধুম জ:

অধ্যায়ে ঠাকুরের পুরাণাদিতে কিরূপ জ্ঞান ছিল তাহা বলা হইতেছে। ১

এই কলি যুগে দূষিত অন্তঃকরণ যে সকল ব্যক্তি কেবলমাত্র ব্রাহ্ম বিষয় সকলকে অর্থাৎ শ্রদ্ধা চন্দন ও বনিতাদি ভোগ্য বস্তু সকলকেই অতি প্রিয় বলিয়া মনে করেন। তাহারা ভগবান হইতে জগতের মঙ্গলের জন্তই বেদ পুরাণাদি প্রকাশিত হইয়াছে সেই পরম গুরু পরমেশ্বর ভগবানকে জানিতে পারেন। ২

এরূপ ভগবানের অতি সূক্ষ্ম চৈতন্যংশ বিদ্ধ হইয়া জীবগণ বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করতঃ কৰ্ম্ম করিতে সমর্থ হইতেছেন। সেই বিজ্ঞান ঘন স্বরূপ ভগবান সংস্কৃত বাক্য জানেন না এইরূপ বাক্য পাগলেরাই বলিয়া থাকে। ৩

যৈকুণ্ঠ' ঠাকুরোঃপ্ৰাচ্যমহমন্ত মেকান্তিন কচিৎ ।
 সিদ্ধ মন্ত শব্দ্যায়াযরিত' পঠমোঃস্তুনা ॥ ৪
 মন্তনোক্ত' পঠ্যতে কি' মূল' বানুজিরেব বা ।
 ততঃ শ্রীঠাকুরনোক্ত' মূলমেব পঠস্ব মো ॥ ৫
 তচ্ছ্রুত্বা প্রবরঃ শিথ্য মনস্যেব' ব্যচিন্তয়ত্ ।
 যত্কিচ্ছিদেব ভাপায়া' জ্ঞান' মেঃস্তুসুনিযিত' ॥ ৬
 ঠাকুরস্থাপিতদ্রূপ' সংস্কৃতে শাস্ত্র সাগরি ।
 যত্কিচ্ছিদেব পাণ্ডিত্য' ভাতি নাস্ত্যত্র সশয়ঃ ॥ ৭
 বিষয় শাস্ত্র পঠনে যক্তির্নাস্তি মম ধ্রুবা ।
 তথাপি ঠাকুরস্থাপিতদ্রূপ' মন্তমন্তল' ॥ ৮
 পঠোঃ' পাঠ্যামীদ' মূল' সংস্কৃত মেবহি ।
 অন্তর্যামী সুবিজ্ঞায় চিত্তস্য স্তি বিক্রিয়া ॥ ৯

অন্ত্যলীলায়াঃ প্রথম অঃ

.. Once Thakur asked his favorite disciple, Baikuntha, to read out the episode depicting the life of Sabari, a holy devotee. Baikunth asked, "Should I read the original in Sanskrit or its translation in Bengali?" Thakur asked him to read out the original story in Sanskrit. At this, Baikuntha thought, "I, and so also Thakur, have little knowledge in Sanskrit. However it will not be wise to disobey Thakur. So I should read out the original in Sanskrit." Thakur understood the mind of Baikuntha. 4 to 9

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর একদিন প্রিয় ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সাম্রাণকে বলিয়াছিলেন। ওহে সাম্রাণ এখন দ্বিধ ভক্ত শবরীর চরিত্র পাঠ কর। সাম্রাণ বলিয়াছিলেন মূল সংস্কৃত পাঠ করিব না বাংলা অনুবাদ পাঠ করিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন তুমি মূল সংস্কৃতটিই পাঠ কর। ৫

শিষ্য প্রবর ঠাকুরের কথা শুনিয়া মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন দেব ভাষায় আমার জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র ইহা নিশ্চিত। অত্যন্ত দুর্বোধ সংস্কৃত শাস্ত্রে ঠাকুরেরও তরুণ জ্ঞানএব আমাদের উভয়েরই যে এ বিষয়ে অতি অল্প জ্ঞান এবিধে নিঃসন্দেহ। বিশুদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে শক্তি নাই ইহা যথার্থ সত্য। তথাপি ঠাকুরের আদেশ যদি খালন না করি তাহাতে ভাল হইবে না। ৬৭৮

অতএব আমি মূল সংস্কৃতটিই পাঠ করি। এইরূপ নিশ্চয় করিলে অন্তর্যামী ঠাকুর অতি প্রিয় শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথকে বলিয়াছিলেন ওহে বৎস আজ তোমার নিকটে আমার পরীক্ষা উপস্থিত হইল। ৯১০

অন্তরলীলায়াং ১ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

এই পরম পবিত্র রামচন্দ্রে ভক্তের অরণ্য কাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে মহর্ষি বাল্মকী মুনি শবরীর সর্বোত্তম সাধন ও বিপুল চরিত্র বলিয়াছেন যে সাধনার ফলে সেই সময় শবরী শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় অত্যন্ত দুর্লভ বিশিষ্ট পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গেরই বাসভূমি দেবালয়ে গমন করিয়াছিলেন । ১১।১২

সেই অধ্যায়ে যে সকল শ্লোক আছে সেইগুলি আমার মুখ হতে শোন । যে রামায়ণ শবরের মুখ হইতে শবরী শ্রবণ করিয়া শ্রবণের ফলে সাফল্য শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন । ১৩।১৪

সেই শ্রীরামচন্দ্র জন্মণের সহিত শূত্রীবের অহস্কানে যাইতে যাইতে পম্পা নামে পুংকরিনীর পশ্চিম তীরে যাইয়া 'সেই স্থানে শবরীর পবিত্র আশ্রম দেখিয়াছিলেন । ১৫

তীতমাত্মম মাশাৎ দ্রুমৈ র্ধট্টমিরাহত ।

সুরম্য মমিষশ্চন্তৌ শবরৌ সম্ভবপেয়তুঃ ॥ ১৬

তীতদ্বাতু তদাসিদ্ধা সমুত্থায় ক্রতাস্থলিঃ ।

পাদৌজগ্ৰাহ রামস্য লক্ষণস্য চ ধীমতঃ ॥ ১৭

পাদ্যমাচমনীয়শ্চ সর্বং প্রাদাদ্ যথাবিধি ।

তসুবাচততৌরামঃ শ্রমনৌ'ধর্ম্য স চিত্তা ॥ ১৮

কচ্ছিত্তে'নির্জিতাবিধ্বাঃ কচ্ছিত্তে বর্হতে তপঃ ।

কচ্ছিত্তে গুরু শয্যুপাসফলা চারু ভাষিনি ॥ ১৯

কচ্ছিত্তে নিয়তঃ কোপ আহারস্য তপোধনে ।

কচ্ছিত্তে নিয়মঃ প্রাপ্তাঃ কচ্ছিত্তে মনসঃ সুখ ॥ ২০

রামেণ তাপসী পৃষ্ঠা সা সিদ্ধা সিদ্ধ সন্মতা ।

শয'স শবরী বৃদ্ধা রামায় প্রত্যবস্থিতা ॥ ২১

अन्तर्लीलाया' ५म अः

Rama and Lakshmana approached Shabari as they passed through enjoying the beautiful scenery of the place. Sabari fell at their feet and welcomed them cordially. Sri Ramachandra enquired, "Have you any grievance? Are you doing well with your penance? Have your services to your superiors been fruitful? Are your habits moderate and controlled? Have you gained your peace of mind?" On hearing this, Shabari replied. 16 to 21

वक्रानुवापः—

বহুতর বুক বেষ্টিত পবিত্র আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ প্রবেশ
পূর্বক আশ্রমের চতুর্দিকে অতি মনোরম দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে
শবরীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৬

তখন সিদ্ধা শবরী তাঁহাদের দুই জনকে দেখিয়া উঠে দাঁড়াইয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের এবং জ্ঞানাবতার লক্ষ্মণের পাদপদ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭

এবং যথা শাস্ত্র পাত্ৰ অর্ঘ্য ও আচমনীয়াদি দিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে পূজিত শ্রীরামচন্দ্র ধর্মচাব্বিনী সম্রাসিনী শবদীকে বন্দনা দিয়াছিলেন। ১৮

হে শবরী তোমার বিদ্র সবল দূরীকৃত হইয়াছে ত। হেমা
ভগবতী প্রতিদিন ইচ্ছা পাইতেছে ত।

তোমার ক্রোধ উপশমিত হইয়াছে ত। তাহারই মন
ক'রিতেছ ত। তোমার উপস্থার নিয়ম অর্থাৎ যখন যে অধুষ্ঠান

অন্তরীক্ষায়াং ধুম্রজঃ

করা কর্তব্য তাহা হইতেছে ত। তোমার মন সর্বদা আনন্দে
আছে, ত। হে সুন্দর ভাষিনী তুমি গুরু সেবার ফল ভগবানের
সর্জন লাভ করিয়াছ ত। ১৯২০

সিদ্ধ যোগীদিগের ও সমাদরগীয়া সিদ্ধা শবরীকে শ্রীরামচন্দ্র
এইরূপভাবে জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধা শবরী শ্রীরামচন্দ্রকে
বলিয়াছিলেন। ২১

অদ্যপ্রাপ্তো তপঃসিদ্ধি স্তব সন্দর্শনান্ময়া ।

অদ্য মে সকলং জন্ম গুর বহুসুপূজিতাঃ ২২

অদ্য মে মফলং তমং স্বর্গস্বৈব ভবিষ্যতি ।

ত্বয়ি দেব বরে রাম পূজিতে পুরুষপম ॥ ২৩

তবোহং চক্ষুধা সৌম্য পূতা সৌম্যেন মানদ ।

গমিষ্যাম্যন্যত্র ললোকান্ ত্বত্ প্রসাদাদরিদম ॥ ২৪

চতুর্থ শ্লোক মারম্ভ যাবত্ স্খ্যাতু ত্রয়োদশ ।

শবরী রামসংবাদ শ্লোকারচৈতী ময়োদিতাঃ ॥ ২৫

অন্তরাবহবঃ শ্লোকাঃ সন্তিতান্নাধুনা বয়ং ।

ভোঃ পুত্র ত্বাং বদিষ্যামঃ শিঘ্রং যত্নদ্বদাম্যহং ॥ ২৬

কর্ণযৈকায় মনস্যা সর্বলোক মলাপহং ।

হাবি শরলোকাদারম্ভ পট ত্রিশাবধি পুত্রক ॥ ২৭

"To day I have attained the end of penance
by your appearance before me. My life have
been worth living, and I feel myself blessed."
I have now told you from the fourth to thirteenth
verses narrating the conversation between Rama-
chandra and Sabari. There are many other

অন্ত্যলোলায়া ধ্রুৱাঃ

verses of which, I shall now tell you the concluding ones, extending from thirty-second to thirty-sixth verses." 22 to 28

বঙ্গানুবাদ :—

হে ভগবান আপনার দর্শনেই আজ আমি সিদ্ধি লাভ করিলাম। আমার জন্ম সার্থক হইল। গুরু পূজার ফল পাইলাম। তপস্তা সফল হইল। আজ আমি নিশ্চয় স্বর্গে যাইব। হে পূর্ণ ব্রহ্ম রাম তুমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেবতা। তোমার দর্শন মাত্রে জীব মুক্ত হয়।

২২।২৩

হে সম্মান দাতা শুভ দর্শন রাম। তোমার মঙ্গলময় দৃষ্টিতে আজ আমি পবিত্র হইলাম। হে শত্রু তাপন রাম আজ আমি তোমার অমুগ্ধে ভগবান্নোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করিব। ২৪

আমি তোমাকে চতুর্থ শ্লোক হতে ১৩ ত্রয়োদশটি শ্লোক পর্যন্ত শবরীর সহিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কথোপকথন বলিলাম। ২৫

হে পুত্র তোমাকে যে সকল শ্লোক বলিলাম তাহার মধ্যেও অনেক শ্লোক আছে সেগুলি এখন বলিব না। সর্গের শেষে যে সকল শ্লোক আছে সেইগুলি বলিতেছি তুমি শোন। ২৬

যে সকল শ্লোক শুনিবে পাপ নাশ হয়। সেই শ্লোকগুলি ৩২ বত্রিশ শ্লোক হতে আরম্ভ করিয়া ছত্রিশটি শ্লোক পর্যন্ত। ২৭

তদীয়জাত্ৱ যবদ্যাহি স্বর্গারোহণমুত্তম।

যস্মিন্ শ্রুতী নরাণাং বৈ স্বর্গঃ সুলিঙ্গটোমবৎ ॥ ১৮

তামুবাচ ততীরামঃ যবরৌ স্মৃতিতরতা।

অর্হিতীঃ ত্বয়াভদ্রে গচ্ছকামং যযা মুখ ॥ ২৮

अन्तर्नीलायां ५मं अः

इत्येवमुक्ता जटिला चौरकृष्णा जिनाम्बरा ।

अनुज्ञातातु रामेण हुत्वात्मानं हुताग्ने ॥ ३०

ज्वलत्पावक सद्गता स्वर्गमेव जगाम सा ।

दिव्याभरण सयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना ॥

दिव्याम्बर धरातत्र बभूव प्रियदर्शना ।

विराजयन्तो तं देयं विदुरात् सौदामनी यथा ॥ ३२

यत्र ते सङ्कतात्मानो विचरन्ति महर्षयः ।

तत् पुण्यं श्वरौस्यान् जगामात्स समाधिना ॥ ३३

"By virtue of her penance Shabari attained eternal bliss. Those who listen to this story become also blessed. Rama said to her, "Dear lady, I am very pleased with you. You may take your course as you like." At this Shabari cast herself into fire. She became transformed into a heavenly body and went to the heavens,"

অন্তরীলায়া' ৫ম অঃ

নিম্ন দেহটিকে হোমাগ্নিতে বিসর্জন দিয়া প্রদলিত অগ্নির মত দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ৩০

পরন্তু স্বর্গীয় বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিতা শবরী অতি সুন্দর দেহ ধারণ পূর্বক সেই প্রদেশটিকে বিশ্বাতের আলোকের মত আলোকিত করিয়াছিল। এবং পুণ্ড্রাঙ্গা মহর্ষিগণের স্থানে অর্থাৎ শর্গে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। 'এইরূপই শবরীর অলৌকিক তপস্তা। ৩১।৩২।৩৩

ঠাকুরস্য মুখাত্ শ্রুত্বা শিষ্যো যাক্শন্যতাং গতঃ ।

পরন্তু কথ্য মনোপাং সমস্তা স্তুতি পূর্বক' ॥ ৩৪

শ্রীকানামহ মংগ্যাচ ঠাকুরঃ স বদন্ত্যহো ।

স্বাত্মাশ্রয় 'মদ মন্যে ন দৃষ্ট' কেন কুত্রচিত্ ॥ ৩৫

যথা ৭ - কন্যামাস্য চারদানিভবন্তথা ।

মমাম্য নাটগচ্ছায় নাহ' বস্ত্ৰ সমুত্সহে ॥ ৩৬

এব' চিন্তাপরিত' ত' ঠাকুরঃ পুনরব্রবীত্ ।

দ্বয়' বৈজ্ঞানভাবান্ যুগ্মাক মাগতিঃ পুরা ॥ ৩৭

স্যানিঃস্মিতাগতাঃ মৰ্জ্ব' স্থিতায় বহুপন্ডিতাঃ ।

নৈপোমাংসোময়াযত্নদেদে বৈদান্ত স'ছিতা ॥ ৩৮

রামায়ণ ভাগবত ধর্মশাস্ত্রাদিক শ্রুত' ।

তত্সর্ব্বমদ্ধিতযামাস্তম চিত্তপটেধ্রুব' ॥ ৩৯

Hearing all these from Thakur, his disciple was struck dumb. He wondered how Thakur could recite so easily the Sanskrit verses with their numbers. Thakur, again, said to him, "I have kept

অন্তরলোলায়াং ৫ম অঃ

in my memory all these Shastras including the Vedas, Samhita, the Ramayana, the Bhagabat etc. which I have heard from Pandits who had come here.' 34 to 39

স্বাব্যুবাদ :-

ঠাকুরের মুখ হইতে এইরূপ সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া শিষ্ট অবাৎ অর্থাৎ বোবার মত হইয়া ভাবিয়াছিল। ঠাকুর এই সকল শ্লোক অভ্যাস করার মত বিশুদ্ধভাবে পাঠ করিলেন। পরন্তু শ্লোক সকলের সংখ্যাই বা কিরূপে জানিতে পারিলেন ইহা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এরূপভাবে শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া মনে রাখা কেহ কখনও পারে নাই বা শুনেও নাই ॥ ৩৪।৩৫

জ্যৈষ্ঠ নামক জলীয় কীটের মুখে চুন পড়িলে বা দিলে যেমন তার তৎক্ষণাৎ মুখ বন্ধ হইয়া যায় সেইরূপ আমার মুখ আর কথা বলিতে পারিতেছে না। ৩৬

ঠাকুর বলিলেন দেখ হে বাবু! এই দক্ষিণেশ্বরে ভোমাদেব মন্ত ইংরেজী শিক্ষিত আসিবার পূর্বে যে সকল পণ্ডিত আদিয়া থাকিতেন তাহাদের মুখ হইতে বেদ বেদান্ত সংহিতা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল শুনিয়াছি। সেই সকল আমার মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া আছে। ৩৭।৩৮ ৩৯

ततः पुन रिद' वाक्स्व मुवाच ठाकुर स्तदा ।

बिद पुराण शास्त्रानि श्रुत्वात् कर्णवर्त्मना ॥ ४०

परन्तु तन्मोक्षदिशा साधयितुं साधकोत्तमः ।

प्रायिष्यामिन् कलियुगे सज्जं देवाः सवासवाः ॥ ४१

অন্তালোচ্য ৫ম অঃ

নিদ্রিতা হুমবন্ কিন্তু হ্যবিতী আপতঃ সদা ।
 জগদম্বা সম মাতা কালী কৈবল্যদায়িনী ॥ ৪২
 শ্রীরামকৃষ্ণো ভগবানিতি মে নিখিত' মতম্ ।
 সাধকা সমনুধ্যানাৎ পশ্যেযুর্নাবি সশয়ঃ ॥ ৪৩
 পুনরপ্যেবমুক্তোঽহং ঠাকুরেণ মহাত্মনা ।
 পিতুঃ কর' প্রগৃহ্যৈব বালকৌ যদি গচ্ছন্তি ॥ ৪৪
 ন তস্য পতনাঙ্কীতিরস্মি তেন স রচিতঃ ।
 দৃষ্ট্বৈব' শ্রীঠাকুরস্য সাচাত্ শ্রুতিধরস্য চ ॥ ৪৫

"Those who worship the Goddess with undiverted concentration do not listen to the Shastras. In this Kali yuga, all gods and goddesses except Goddess Kali and Lord Ramkrishna are asleep. So those who are devoted to these two become blessed. The child who goes along holding the hand of his father has no fear of falling down." 40 to 45

কল্পানুবাদঃ—

পুনরায় ঠাকুর বলিলেন উত্তম সাধকগণ বেদ পুরাণের কথা
 কাণে শুনিবে আর তত্ত্ব মন্ত্র মতে সাধন করিবে । ৪০

এই বলিয়াই ইন্দ্রাদি দেবতা সকল প্রায়ই নিদ্রিত থাকেন ।
 কেবলমাত্র আমার মাতা জগদম্বা কৈবল্যদায়িনী কালী আর রামকৃষ্ণ
 ইহঁরাই জাগ্রত আছেন । ইহঁরাই আমার সিদ্ধান্ত মত । ৪১।৪২

সাধকগণ আজ পর্য্যন্ত সাধনা দ্বারা ইহঁদিগকেই প্রত্যক্ষ করিতে-

অন্ত্যলীলায়া' ৫ম অ:

হেন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৪৩

ঠাকুর পুনরায় আমাকে বলিয়াছিলেন। -বালক যদি পিতার হাত ধরিয়া যায় তবে সেই বালকের পতন ছাড়া ভয় থাকে না। যেহেতু পিতাটি বালকের রক্ষক। ৪৪ ;

সাক্ষাৎ প্রতিধর ঠাকুরের এইরূপ দিব্যশক্তি দেখিয়া প্রিয় শিষ্য বৈকুণ্ঠ বিদ্যুৎ হইয়াছিলেন। ৪৫

অলৌকিকী' মহাশক্তি' শিষ্যো' বিশ্বয়মাশ্ববান্ ।

এতেমাস্য ঠাকুরস্য শাস্ত্রজ্ঞান' কীদৃশ্বিধ' ॥ ৪৬

যি জানন্তি ঠাকুরস্য জ্ঞানবিজ্ঞানবৈভব' ।

তৈবে তস্য ভক্তে' হি' চছ জেনানুমৌয়তে ॥ ৪৭

সাধাঙ্গগবতো' यस্য শ্রীচাশ্রীচাতিগাতিযতিঃ ।

অচার পালনন্তস্য লোকশিঘ্রেন হৈতবে ॥ ৪৮

শ্রীচাৎ পর' ঠাকুরস্তু যুবক' কচ্ছিদব্রবীৎ ।

অধুনা জনমানোয়মত্ পাদচৌলন' কুরু ॥ ৪৯

তেনাপ্যুক্ত' কথ্যস্বৈ' তত্ শব্দস্য নাস্তি শোধনম্ ।

শ্রুত্বৈবন্তদ যুবকস্য ভাষণ' হ্যস্যপূর্বক' ॥ ৫০

তবাচ যদ্যহ' দৃষ্ট সূত্রয়ামি সমুদিতঃ ।

তর্হি ভো' শ্র্যানকা যুয়' সূত্রয়ন্তি পদচিণ' ॥ ৫১

অতো' বো' মঙ্গলার্থ' মী' অচার প্রতিপালনম্ ।

নান্যচার বিহীনস্য সুখময় পরম চ ॥ ৫২

' The disciple became very much surprised to see such divine power of Thakur. This showed how profound was the knowledge of shastras of

অন্তরলীলায়াং ৫ম অঃ

Sri Ramakrishna. He who had raised himself far above purities and impurities abided by the rules and regulations only to set examples to teach the ways to others. One day after nature's call Thakur came back to the door of his cottage and asked a young man to wash his feet. At this, the young man said, "How is it that you who are free from all impurities need purification?" Thakur replied with a smile, "I abide by rules to bring good to you so that you may not have any reason to defy them. Indeed one who does not abide by rules is sure to be unhappy here and hereafter." 46 to 52

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ ব্যাপারে এই ভগবান ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ-দেবের শাস্ত্রজ্ঞান কিরূপ যেসকল ভক্ত জ্ঞানেন তাঁহারা সহজে অনুমান করিতে পারিবেন। ৪৬৪৭

যে ভগবানের শুদ্ধি এবং অশুদ্ধির পরপারে অবস্থান। তাঁহার সদাচার পালন কেবলমাত্র লোকশিক্ষা দিবার জন্য। ৪৮

ঠাকুর কোন একদিন শৌচকার্য শেষ করিয়া গৃহের নিকটে আসিয়া একটি যুবক শিশুকে বলিয়াছিলেন তুমি জল আনিয়া আমার পা ধুইয়া দাও। ৪৯

যুবক শিশু ঠাকুরের কথা শুনিয়া বলিল বাঁহার নামে লোক শুদ্ধ হয় সেই নিত্য শুদ্ধ বস্তুর আবার শুদ্ধি হই। কিরূপ? সেই যুবক শিশুর কথা শুনিয়া ঠাকুর হস্ত পূর্বক বলিয়াছিলেন। ৫০

অন্তরলীলার্য্য ৫ম অঃ

ওহে চক্ৰম্ সুবক দেখ যদি আমি দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করি তাহলে
তোমরা শালারা ঘুরে ঘুরে মৃতবে । ৪১

অতএব তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমার এই স্দাচার পালন ।
কারণ স্দাচার শূন্য ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোকে সুখ হয় না ।

৫২

অযান্যস্মিন্দিনে মল্লো বলরাম বসুঃ শুচিঃ ।
শৌচশেযে সদাচারী দেহাশুদ্ধি' প্রকল্পয়ন ॥ ৫২
দূরে দণ্ডায়মানন্ত' দৃষ্টান্তর্য্যামী ঠাকুরঃ ।
তত্কার' স্বকরেনৈব বিধৃত্য সহসা প্রমুঃ ॥ ৫৪
সমানোয স্ব সান্নিধ্য মুখাচ ত্ব' সদা শুচিঃ ।
যে কাম্য কর্মিণ্য লোকাঃ সংসার বয়বর্তিনঃ ॥ ৫৫
তৈপামেবসদাচার পালন' শাস্ত্রসম্মতম্ ।
সত্সঙ্কেনে বিশুদ্ধা যৈ ভগবন্ত' সমাশ্রিতাঃ ॥ ৫৬
তৈপা' শুদ্ধ শরীরীণা' শৌচাশৌচেন তিষ্ঠতঃ ।
ভগচ্ছরণাচ্ছুদ্ধিঃ সর্বাভ্যাস্যাসু সর্বদা ॥ ৫৭
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়মিবাচ্ছ ভক্তপ্রবরমুদব' ।
শুকদেবাস্য গলিত শ্রীমদ্ভাগবতান্তরে ॥ ৫৮

One day Balaram Basu who was a very good devotee and a man of good manners and habits, was found to be waiting to wash himself. Thakur caught him by the hand and dragged him near to himself saying, "All these processes of purification are for them who live a family

অন্তরলীলায়াং ১ম অঃ

life and serve the will of others. But those who purified themselves by holy companionship need not think of purities and impurities. In any state you are always pure as you remember God. In the Srimath Bhagabat of Sukadev, Lord Krishna told his devotee Uddhab." 53 to 58

বঙ্গানুবাদ :—

অথ আর একদিন অতি পবিত্র সদাচারী ভক্ত বলরাম বসু শৌচ কার্য সমাপন করিয়া বস্ত্র ও গাত্র ধৌত করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া কিছুক্ষণে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া অন্তর্ধানী ঠাকুর হঠাৎ নিজ হস্তে বলরামের হস্ত ধারণ করিয়া নিজের কাছে বসাইয়া বলিয়াছিলেন ওহে বলরাম তুমি সর্বদাই শুচি। অতএব তোমার শুদ্ধ দেহ অশুচি হইতে পারে না। যে সকল সংসারী বা সংবর্ধে আসক্ত তাঁহাদেরই সদাচার পালন করা কর্তব্য। ৫৪।৫৫

যে সকল লোক সংসার বশতঃ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইয়া ভগবানকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন সেইসকল বিশুদ্ধ দেহধারী ভক্তের শুচি অশুচি বলিয়া কিছুমাত্র থাকে না। তাঁহাদের সর্বদাই ভগবৎ স্মৃতি থাকায় সকল অবস্থায় সর্বদা শুচি থাকেন। ৫৬।৫৭

মুক্ত পুরুষ শুকদেবের মুখনির্গত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভক্ত-
হৃদামনি উক্তবকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। ৫৮

জ্ঞাননিষ্ঠা বিরহী বা মদ্রহী বা নবীন কঃ।

মলিনানায়ম্য হ্যায়জ্ঞানবিদ্বিধি গৌণঃ ॥ ৫৮

अन्तरलोकायां ५म अः

तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्वेत् यावत् ।
 मत् कथा श्रवणादौ वा ऋषा यावन्न जायते ॥ ६०
 अतीव्रठाकुरिणैव कृतः मिहान्त उत्तमः ।
 अधिकारि विभेदेन गज्याचारः प्रदर्शितः ॥ ६१
 युवकस्य सदाचारः समान्ये नोक्तवान् पभु ।
 बलराम सदाचारो विशेषेण प्रदर्शितः ॥ ६२

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितोष्यं विरचते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते
 पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्ण देवपत्नी सारदाया स्वनन्द
 विद्वान् पण्डित वर्ध्याणां कृतार्थी करण अतिधरत्वादि विद्वापन
 शौचाशौच स्वरूप कथनादिरूपोऽन्तरलोकायाः पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५मः ।

"Those who have attained divine wisdom, or have given up all attachments or have dedicated themselves to God, have nothing to obey or abide by. Rules and regulations are for them who have attachments and no profound faith in God. The rules of the shastras vary according to the merit, and as such the rules which the fore-said young man should follow do not hold good in the case of Balaram." 59 to 62

Here ends the fifth chapter of Antyalila of Shri Shri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktisirih.

वर्तमानः :-

ज्ञानो ज्ञानो वा अथात्र निदानं कुरु देवदत्त. वर्तमानः
 वरिष्ठो रतेन 'दन्ति' अथ नृपतः पूरुषः विद्वान् विद्वान् । ६३

অন্ত্যলীলায়াঃ প্ৰথমঃ অঃ

যতদিন পূর্ণার্থস্থ বৈরাগ্যের উদয় না হয় অথবা ভগবৎ কথায় ঐকান্তিক বিশ্বাস না জন্মে ততদিনই মানুষ শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম করিবেন।

৬০

এখানে ঠাকুর এইরূপ ত্রিকান্তই উক্তম বলিয়া মনে করেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তির অধিকার যেরূপ তিনি সেই মত শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন করিবেন। ৬১

ঠাকুর বুঝক শিষ্যের সদাচারটিকে সাধারণের মত দেখাইয়াছেন। এবং বলরাম বহুর সদাচার বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। ৬২

শ্রীরামেশ্বর সুন্দর ভক্তিভীর্থ বিবচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে অন্ত্যলীলার পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য-ধরত্ব ও সদাচারাদি বলা হইল। অঃ ৫ অঃ।

অন্ত্যলীলায়াঃ পঠোঃধ্যায়ঃ

অথ মাষ্ট্রদ্বিগীতাৎ স পূর্ব্বাঙ্গন বত্সরি প্রমুঃ ।

মধুগাসমচ্চয়মাসি ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বিনা ॥ ১

নেতার' পণ্ডিতযর' মহাভাগ সদাশয়ম্ ।

শ্রোকিশবচন্দ্র মন' বরীণ্য' লোকবিশ্বন' ॥ ২

দ্রষ্টুমত্যন্তমুদ্বিগ্নো বস্মূষ ভক্ত্যন্তমলঃ ।

নদা কেশব সেনন্তু কলিকাতা সমোপতঃ ॥ ৩

জয়গোপাল সেনস্য যিত্বঘরিয়া গ্রামকে ।

লুপ্তান বাটিকা মধ্যস্থিতঃ পরম যত্নতঃ ॥ ৪

ঠাকুরোঃপি তদুদ্যানি জগাম হৃদয়ৈনধৈ ।

এব' শ্রীরামহৃদয়স্য দেবস্য শুম দর্শন' ॥ ৫

অন্যলীলায়াং ৬৪ অঃ

প্রতি কেশব সেনেন পুণ্যপুস্ত্রম্ভাবতঃ ।

মবিম্বাবিত বাক্যে ঠাকুরস্য স কেশবঃ ৥ ৬

A year before the death of his mother, Thakur was very anxious to see Keshab Chandra Sen who was the famous scholar and leader of Brahma religion. At that time Keshab was residing in the house of Joy Gopal Sen in Belghoria near Calcutta. Thakur went to that place with Hriday. Keshab was much impressed by the divine and devotional words of Thakur. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর মাতৃবিয়োগের এক বৎসর পূর্বে চৈত্র মাসে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের নেতা বিশিষ্ট পণ্ডিত মহাভাগ্যবান্ অতি উচ্চহৃদয় জগদ্বিখ্যাত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার জন্য তত্ত্ববৎসল ঠাকুর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। ১।২

সেই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন কলিকাতার সন্নিকটে বেলঘরিয়া গ্রামে জয়গোপাল সেনের বাগান বাটীতে পরম সুখে অবস্থান করিতেছিলেন। ৩।৪

ঠাকুর হৃদয়ের সহিত সেই বাগান বাটীতে উপস্থিত হইলে কেশব সেনও বহু পুণ্যফলে সান্নাৎ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ৫

এবং ঠাকুরের ভক্তিভাবিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিগুণ ব্রহ্মবাদী কেশব সেনও ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে ভক্তিপূর্বক পূজা করিয়াছিলেন। ৬।৭

अन्तर्लीलायां ६४ अः

अभेद ब्रह्मवादी च भक्त्या कष्टो बभूव ह ।
 परस्तु श्रीरामकृष्णं पूजयामास भक्तितः ॥ ७
 तेन सर्व्वैः कलिकाता वास्तव्यै र्मानवै स्तदा ।
 विदितो रामकृष्णस्तु केशवेन प्रपूजितः ॥ ८
 अपूर्व्वं साधकत्तम उदितो दक्षिणेश्वर ।
 पव' नानादिस्विदिच्छुः प्रभावस्य प्रभोस्तदा ॥ ९
 प्रचारः पूर्य्यतां प्रातः प्राञ्चानां पूर्य्यसङ्गमात् ।
 एव' ब्रह्म समाजस्योपरि श्रोठाकुरस्य च ॥ १०
 प्रभुत्वस्य प्रकाशोऽभूद्विशिष्टस्य समादरः ।
 प्रकाशकैष्वन्यतमो ब्राह्म घर्म्मस्य येन सः ॥ ११
 विजयकृष्ण गोखामो ख मत' परिवर्त्तित' ।
 कृत्वा ब्राह्मसमाजश्च तत्याज यदनुग्रहात् ॥ १२

Keshab sen who believed in one undivided entity was much attracted by devotional approach to God as enunciated by Sri Ramkrishna, and thereupon he appreciated the greatness of Sri Ramkrishna with great regard. Soon the news that Keshab Sen had worshipped Sri Ramakrishna with great devotion spread all over Calcutta, and the fame of Sri Ramakrishna as a great saint spread far and wide. Thakur secured a great influence over Brahma community. Bijoy Krishna Goswami who was one of the greatest exponent of Brahma religion became converted to Hindu religion, by the grace of Sri Ramakrishna. 9 to 12

অন্তরীলায়া ৬৪ অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

তজ্জন্ত কলিকাতা বাসী জনসাধারণ সেই সময়ে জানিয়াছিলেন যে কেশব সেনের মত একজন মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া পূজা করিয়াছেন । ৮

অতএব দক্ষিণেশ্বরে একটি ভগদ্বীপ অতীত সাধক উদিত হইয়াছেন । এইরূপভাবে ঠাকুরের প্রভাব নানাদিকে পূর্ণরূপে প্রচারিত হইয়াছিল । তাহার বিশেষ কারণ এই যে সেই সময়ে ঠাকুরের দর্শনার্থে পণ্ডিতগণ প্রায় দক্ষিণেশ্বরে গমনের জন্য অত্যন্ত উৎসাহ হইতেন । এইরূপভাবে ব্রাহ্মসমাজেও ঠাকুরের বিশেষ ভাবে প্রতিপত্তি হইয়াছিল । এবং তাঁহাদেব দ্বারা পূজিতও হইতেন । ৯।১০

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকের মধ্যে একটি সর্বপ্রাচীন প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের সংসর্গে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজ পরিচয়পূর্বক সনাতন কুলধর্ম ভগবদ্বাক্ত প্রদান করিয়াছিলেন । ১১।১২

শ্রীদক্ষিণেশ্বরোদ্যানি তদারম্ভে মহাত্মনঃ ।

অশ্রুত পূর্ব্বে ভাবস্ব মছাশক্তি যুতস্য চ ॥ ১৩

সাধকস্য সুপ্রভাবী ব্যাসী নানা বহুপ্ৰসুচি ।

দক্ষিণেশ্বর শাক্তো নানা জন সমাগমে ॥ ১৪

মহাতীর্থ স্বরূপোঽমুক্তাঘে পাদ সমাধিয়াত্ ।

ব্রাহ্মণঃ চত্বিযো বৈশ্য শূদ্রঃ শূদ্র জাতয়ঃ ॥ ১৫

ব্রাহ্মজ্ঞানী ধনী মানো পণ্ডিতো ব্যাসায়কঃ ।

সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী চ বৈদ্যা বৈজ্ঞানিকা স্তথা ॥ ১৬

বিচারকা রাজমুখ্যা ব্রহ্মযুক্ত পদধাণিণিঃ ।

সর্ব্বোপ্যত্র সমাযাতাঃ ২৩ ইব স্তুতি প্রদদ্যু চ ॥ ১৭

অন্তঃসলোনায়াং ৬৪ অঃ

কৌঃপি ধা বিত্তদানায় বিজিয়েণ সমুত্থকঃ ।

তথান্যে বিত্তনোমার্যমাগতী বহুদূরতঃ ॥ ১৫

From that time onwards the glory of Sri Ramakrishna radiated far and wide, and due to constant pouring in of large number of visitors Dakshineswar temple became one of the holiest places of the world. People irrespective of caste or creed flocked to Dakshineswar from far off places, some to spend money on holy services and some to earn money from pilgrims. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ :-

সেই সময় হইতে ঠাকুরের মগাভাব বা মহাপ্রতিভার প্রভাব চতুর্দিকে ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ঈশ্বরানুগ্রহে ঐশ্বর্যময় দেবের সান্নিধ্য বশতঃ দক্ষিণেশ্বরের বাগানটি মহা শৌর্বে পরিণত হইয়াছিল।

১৩/১৪

এমন কি ভ্রাম্যমাণ কৃত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নীচ ব্রহ্মজ্ঞানী ধনী মানী পণ্ডিত ব্রহ্মচারী বাবসায়ী সন্ন্যাসী বৈষ্ণব বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানকে ব্রাহ্মহুতা ও অহুত পদধারী ইহাণী সকলেই নিজ নিজ কামনা পূরণার্থে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। ১৪/১৬ ৭৭

কেহবা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ঠাকুরকে অর্থ দিবার জন্য কেহবা বহু দূর হতে অর্থ প্রাপ্তির আশায়, কেহবা রোগ মুক্তির জন্য কেহবা পুত্রকে বশীভূত করিবার জন্য কেহবা নৈবেদ্যের জন্য কেহবা পুত্র লাভার্থে এতদাৰ্থে বহুতর ব্যক্তি বহুতর কামনা পূরণার্থে অগাধ গম্বীর অর্থাৎ অচকস ঠাকুরকে অতিশয় চকস করিয়াছিল। ১৮/১৯/২০

अन्त्यक्षीलोद्यां ६४ अः

रोगनाशार्थं मन्ये वा स्त्रीपुत्र वश्यतेच्छया ।
 रजद्वारे जयार्थं वा पुत्र पाम्प्राप्तययावा ॥ १८
 एवं नाना जना नाना कामना पूर्तिं हेतवे ।
 अनाथ गम्भीरमपि चञ्चलं चक्रुर्बलतः ॥ २०

तदैव मोया परिसुक्त चेतसः ।
 श्रीरामकृष्णस्य मुखारविन्दतः ।
 उदात्त शब्दः सुमहान् समुत्थितो
 ह्यहं सुदग्धो विषयस्य वार्त्तया ॥ २१
 देहीतिमह्यं सुख भोगरूपे
 स्त्रीकोञ्चने बाष्पचयेन सर्वदा ।
 दग्धीकृते तैः श्रवणे निरन्तरं
 एताव मां पान्तु मदोय किञ्चराः २२
 कुलस्थिता स्ते विग्रहादिरागिणी
 मदोय भक्ताः खलु ते सुसत्वरः ।
 आगत्य सर्वे मम कार्यं भारं
 संघट्टयन्तु दुरागयादितः ॥ २३

Some came to be cured of their disease, or to tide over family troubles, or to have a favorable decree of the Court of Law, or to have a child born to them. Thus people came there to have their various desires fulfilled. Thakur became very much perturbed and said, "I am greatly afflicted with all these prayers for

অন্তরলীলায়া' ৬৪ অ'

earthly comfort and pleasure. Oh my devotees and followers, come quickly to relieve me of my troublesome task." 19 to 23

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় সর্ব কামনা শূন্য বিত্ত্বাস্থঃকরণ ঠাকুরের মুখারবিন্দু হইতে জগতের মঙ্গলের জন্য যে অত্যাচ্ছন্দ উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা এইরূপ অর্থাৎ আমি বিষয় বিষের জ্বালায় পরিদগ্ধ হইতেছি কেবল মাত্র এইরূপ বার্তাই শুনিতেছি যে আমাদিগকে ত্রী দাও কাঞ্চন দাও তাহাতেই আমরা সুখী হইব এই সকল বার্তায় আমার কর্ণদ্বয় গগ্ধ হইতেছে। অতএব এমত সময়ে আমার ভক্তবৃন্দ আমার কাছে আসিয়া আমায় রক্ষা কর। ২১।২২

বিষয়মুক্ত আমার শিষ্যবর্গ এখন কে কোথায় আছ। তোমরা শীঘ্র আমার নিকটে আসিয়া আমাব কার্যভার গ্রহণপূর্বক আমাকে এইরূপ দ্রষ্টে ভাব হতে পরিত্রাণ কর। ২৩

एव मृदुयभाव विभावितोत्तमः

पुण्येच्छयाज्জট तदीय पार्श्वदाः ।

लगदितायैव गृहीत शक्तयः

प्रापुयते श्रीगुरुपाद सन्निधिः ॥ २४

तेनैव लभ्य' विमल' विशिष्ट'

ज्ञान' सतत्त्वाधिगम' पुराण'

नीत्वाञ्जলী ते समुपस्थिता स्तदा

ये चास्य भक्ता जगतो वरेष्ठाः ॥

সরেন্দ্রনাথঃ পরমার্থ বেদী কালী শমী তারকতায় ভক্তঃ ।

নিরোম গজাধর রামদত্তা রাঘবান্ন সাদৃশ্যম ভক্তবর্গাঃ ॥ ২৫

অন্তানৌল্যায়ং ৬৪ অ:

শ্রীধামুরামাদিঃ এষ সৰ্ব্বং দেহী মনঃ প্রাণ বচাসিষে তদা ।

গুরোঃ পদাঙ্গে সক্রনং সমর্থ্য জনৌঘ চান্ধল্যমগোশমনং গুরোঃ ॥ ২৩

To relieve Thakúr of his worriers, there came forward many an able and wise devotee in response to his call. Among them most noteworthy were Narendranath, Kashinath, Shashi, Taraknath, Girish, Gangadhar, Ramdatta, Rakhal, Latu and Bacouram, who dedicated themselves to serve the will of Thakur and pacified the people crying for earthly pleasure and comfort. 24 to 27

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপ ভাবে চিত্তাধিত পবিত্র কামনায় আকৃষ্ট ঠাকুরের অন্তরে
ভক্তবৃন্দ জগতের নন্দন কামনায় অদ্বৈত শক্তিশালী শিষ্যগণ ভগবানের
পদারবিন্দে প্রগত্ত হইয়াছিলেন । ২৪

এবং ঠাকুরের অগ্ন্যুৎসবে বিশুদ্ধ ভগবানের শক্তিজালে সন্দর্ভ
হইয়াছেন তাঁহারা সেই সকল বিশুদ্ধ জ্ঞান লইয়া পৃথিবীর সর্বশেষে
মহাপুরুষগণ ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন । ২৫

अन्तर्जानायां ६४ अः

देवस्य तत्रैव सुभक्तगोष्ठं
 अ.रामकृष्णस्य मुखाविष्ठात् ।
 यत्रिःसुतं वेदपुराण सिद्धं
 कवामृतं तेन तरन्ति भव्याः ॥ २८
 तदेव विश्वस्य जनस्य मङ्गलं
 सुमङ्गलं यत् परमं प्रतीयते ।
 तेनैव लभ्यं पुरुषार्थं जातं

धर्माग्रकामाः परमो हि मोक्षः ॥ २९
 नष्टा युक्तवर्गा ये भक्ताः सन्ति प्रभोः प्रियाः ।
 तदीयैः सह मं गम्य तद्वागच्छन् म ठाकुरः ॥ ३०
 यत्रा च्युतात्मनां जातः सद्गुरुर्न सद्योत्तमः ।
 आदर्शिनस्परस्यानादृगवती यच्च राड् दिगि ॥ ३१

At that time, the wise sayings Thakur uttered in consonance with the Vedas and the Puranas beckon the way to eternal bliss, and mean to fulfil the earnest desires of the suffering humanity. Once Thakur went with his young disciples to participate in the great musical festival of the Vaishnavas held at a place about four miles off from Dakshineswer. 28 to 31

অন্তঃসলোলায়াং ৬৪ অঃ

কথামৃত বহির্গত হইয়াছিল সেই মকল কথামৃত পান করিয়া সাধকগণ
ভব সমুদ্র হইতে সমুদ্রীর্ণ হন ইহা ঐব সত্য । ২৮

সেই কথামৃতই ভগদ্বাসি জনগণের পরম মঙ্গল স্বরূপ ।

যে কথামৃত বেদ পুরাণাসিতে পরম মঙ্গল বলিয়া কথিত হইয়াছে ।
এবং এই কলিযুগে সেই কথামৃত দ্বারাই ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ
চতুর্বিধ ফল কামনাশুসারে লাভ হইয়া থাকে । ২৯

ঠাকুর কোন সময়ে তাঁহার অতি প্রিয় নূতন ভক্ত যুবকবৃন্দের
সহিত সেই স্থানে বাইয়াছিলেন । যে স্থানে বৈষ্ণবগণের সঙ্কীর্্তন
মহোৎসব হয় ।

দক্ষিণেশ্বরের দুই ক্রোশ দূরে । ৩০।৩১

দূরে সংশোভতে কথিত্ব সংবসথো মনুজমঃ ।

পানিহাঠোতি নাম্নায' তত্রৈকো বৈষ্ণবোমহান ॥ ৩২

শ্রীমচ্চেতন্য দেবস্য পাদার্পণ প্রভাবতঃ ।

হরৌ জাতরতির্দীপ্তঃ শ্রীরঘুনাথ নামকঃ ॥ ৩৩

রাজকুমার একৈকদ্যস্য ভাষ্যোতিসুন্দরী ।

রাজকন্যা বরারোছারূপিনা প্রতিমা ভুবি ॥ ৩৪

লক্ষাধিকানাং সুদ্রাণা মাযৌ ভবতি ধার্ষিকঃ ।

কিন্ত্বর্যো নিজ পদ্মাস্ত্র নাশক্তিহাস্য বিদ্যতে ॥ ৩৫

দৃঢ় ধেরাগ্য যোগাশ্চ হরিভক্তি সমাশ্রয়াৎ ।

গৌরাঙ্গ স্তপয়া স্ত্রাণভজনৈকোমিলাসবান্ ॥ ৩৬

সংসার ঘম্বনদ্বাসৌ কামিনোকাশ্বনাদিক' ।

পরিত্যজ্য স পিবতি হরিনামামৃত' সদা ৩৭

অন্তরীলায়াং ৬৪ অঃ

The place was called Panihati. There lived a famous Vaishnava devotee named Raghunath Das. He was a prince and his wife was a paragon of beauty. The annual income of his estate was more than a lakh of rupees. But he had no attraction for money or woman. He dedicated himself to the holy services to Lord Krishna. He lived only to sing hymns to God. 32 to 37.

বস্ত্রানুবাদ :—

পানিহাটি গ্রামে কায়স্থকুলজাত রঘুনাথ দাস নামে একটি পরম বৈষ্ণবের জন্মভূমি।

ভগবান শ্রীগোবিন্দের সেই গ্রামে পদার্পণের প্রভাব বশতঃ ভগবানে জাতরতি বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ভজনে একমাত্র অভিলাষী ছিলেন। এই রঘুনাথ একমাত্র রাজকুমার হাঁহার পত্নী ও রাজ কন্যা পৃথিবীতে একুপ পরমা সুন্দরী কন্যা নাই বলিলেও অত্যাতি হয় না। ৩২।৩৩।৩৪

এবং প্রতি বর্ষে বহু লক্ষ টাকা আয় ছিল। কিন্তু রঘুনাথ দাসের এইরূপ পত্নী এবং কুবেরের মত অর্থাদিতে কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। ৩৫

বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তিবশতঃ কামিনী কাঞ্চনাদিকে পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা হরিনামায়ুত পান করিতেন। ৩৬ ৩৭

রঘুনাথ সমুদ্রিম্ম পিত্ত বন্ধ্যগণৈর্যদি।

নানোদেহ্য বাধ্যানি নদিতান্যপি তন্ পিতা ॥ ৩৮

বন্ধ্যগণান্ মদ্যৈব ধৈর্যমানস্ব্য বুদ্ভিমান্।

অমৃতঃ সহস্রা মাখ্যা হুবির মদ্য ধনম্ ॥ ৩৯

अन्यलीलायां ६४ अः

यं वन्द्यु न च शक्तेस्तः किमुतत्वान्यचेष्टया ।

पवमुक्तं तस्य पिप्प्रा सुदुःखमनसाभृशं ॥ ४०

वैराग्यं रघुनाथ दास कृतिनो गोप्तामिचूडामने

भक्तिश्चापि हरेरलोकिकविधां गौराङ्गदेवो हरिः ।

श्रुत्वा प्रीतमनाः स्व भक्त ममनद्धर्तुं च धन्यं तथा

भक्तान् शिष्ययितुं निजानपि परां भक्तिं स नीलाचलात् ॥ ४१

उद्यैष्टे पक्ष परे त्रयोदश तिथौ प्रत्यागमे ठाकुर

स्तत्र श्रीरघुनाथ दास भवने प्राकट्यमाप स्वयं ।

दृष्ट्वा तं सुर सुन्दरं भगवतः प्रेमैकमूर्तिं हरिं

श्रीचैतन्यमहाप्रभोः पदतले संलुण्ठितः प्रेम्भवान् ॥ ४२

If the friends of the father of Raghunath would ask him to take steps to prevent Raghunath from keeping himself aloof from his family, he would say, "All this vast property of mine and his wife who is a paragon of beauty have not been able to attract him. Hence I don't think that he can be rectified by any strong and forcible steps. On coming to know of the uncommon devotion and aversion to earthly pleasure Lord Gouranga himself appeared at the residence of Raghunath on the thirteenth lunar day in the month of Jaistha to bless him and also to present an inspiring example to his disciples. On seeing the holy appearance of Sri Gouranga, Raghunath fell at his feet. 38 to 42

অন্তরলীলার্যা ৬৪ অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

রঘুনাথ দাসের পিতাকে বন্ধুবর্গ যদি বলিতেন তবে তাঁহাদিগকে পিতা বলিতেন যে রঘুনাথকে অপসরার মত স্ত্রী এবং কুবেরের মত ধন বন্ধন করিতে পারিল না তাহাকে অতুল্য শাসনাদি বা বন্ধনাদি দ্বারা সাংসারিক বিষয়ে প্রবিশ্ট করান কি সম্ভব হইবে এইকপ ভাবে অত্যন্ত দুঃখের সহিত সেই সকল বন্ধুবর্গকে বলিতেন । ৩৮।৩৯।৪০

মহাপুণ্যবান গোস্বামী চূড়ামণি রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্য ও উদ্ভূত ভগবদ্ভক্তি শুনিয়া রঘুনাথকে অত্যন্ত কৃতার্থ করিবার মানসে এবং অত্যাশা নিজ ভক্ত বর্গকে বিশুদ্ধাভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু নীলাচল হইতে জৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রঘুনাথ দাসের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । ৪১

এবং ভক্ত রঘুনাথ দাস প্রেমের মূর্তি দেবোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনে কৃতার্থ হইয়া তাঁহার পদতলে বিলুপ্ত হইয়াছিলেন ।

৪২

एवन्तं रघुनाथ दास ममलब्धोत्थाप्य तन्मस्तुकि
दत्त्वा श्रीकृष्णदलपदं मधुरयावाचावदन् स प्रभुः ।
यत्नं श्रुपितरी कलत्रविभवी हित्वा मुञ्चन्तिष्ठमि
तन्माप्ते कवणां करोमि नितरां दण्डच्छले नात्र भीः ॥ ४३ ॥
शती दण्डस्वरूपस्य ममक्तस्य मम त्वया ।
मेवाकार्या तेन तव मङ्गलं सम्प्रविप्यति ॥ ४४ ॥
रघुनाथ भूत स्तस्य कृपा मधुर ग्रासने ।
मन्यगुल्लसितो भूत्वा तात्कালिक मुञ्जयक ॥ ४५ ॥

অন্ত্যলীলায়াং ৬৪ অঃ

চিপিটক দধি মিষ্টফলাদিকমনুত্তমং ।

প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপন্তত্কৃতবানুত্সবং শুভং ॥ ৪৬

স এব বৈষ্ণবৈঃ সর্ব্বৈঃ চিপিটক মহোত্সবঃ ।

দণ্ডমহোত্সবৌ বায়ং প্রসিদ্ধৌ গদিতয তৈঃ ॥ ৪৭

Sri Gouranga lifted him up and said, "Dear Son, as you are living in great peace of mind by making yourselves free from all earthly bondages, I shall bless you as if with a punishment. Just arrange to feed me with my followers and have my blessing." A great feasting as well as a festival was arranged, and all of them was well fed with flattened rice and sweets. The Vaisnavas called it the Festival of flattened rice, or the Festival of punishment. 43 to 47.

বঙ্গানুবাদঃ—

এইভাবে পাদতলে পতিত রঘুনাথের মস্তকে করপদ্ম দান পূর্বক ঊঠাইয়া মধুর বাক্যে বলিয়াছিলেন ওহে রঘুনাথ তুমি যেহেতু পিতামাতা পত্নী ঐশ্বর্যাদি সর্ব্বত্র পরিত্যাগ করিয়া আনন্দে অবস্থান করিতেছ অতএব আজ আমি দণ্ডচ্ছলে বিশেষ ভাবে কৃপা করিব। ৪৩

অতএব ভক্ত বৃন্দের সহিত আমার সেবা কর এই দণ্ড যেসেবার কলে তুমি মঙ্গল লাভ করিবে। ৪৪

রঘুনাথ প্রভুর কৃপারূপ শাসনে বিশেষ ভাবে আনন্দিত হইয়া সমস্তোপযোগী শ্রমস্বরূপ ঐশ্বর্য চিপিটকাদি ফল মূল ও মিষ্টান্নাদি সংগ্রহ

অন্তঃশ্রীলায়া' ঈষ্ট জ:

পূর্বক ভগবানের প্রীতির জন্য সেই সকল দ্রব্য দ্বারা একটি বিশেষ-
ভাবে মহোৎসব করিয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

সেই দশস্বরূপ মহোৎসবের নাম সেই দিন হইতেই দশ মহোৎসব
বা চিপিটক মহোৎসব বলিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিখ্যাত
হইয়াছিল। ৪৭

ভূতপূর্ব্বং কথ্য সাপি তস্য পুণ্যস্মৃতি: পুন: ।
সম্যগুদ্বোধনেচ্ছায়াং তস্মিন্বেব দিনে শুভে ॥ ৪৮
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাস্ত্র হরিণাম সুকীর্ত্তনে ।
এতাঃশ্রীমুন্মত্ততাং যান্তি যেন ন তিষ্ঠতি ॥ ৪৯
অবকাশো বৈষয়িকচিন্তায়া স্তত্র বৈধ্রুব' ।
অত স্তদুৎসব: পুণ্য ষ্ঠাকুরো বদতি স্বয়' ॥ ৫০
হরিণাম ক্রয়স্যান বৈষ্ণবানাং সুনিষিতম্ ।
পরন্তু কৃষ্ণচেতন্যাচরিত ভাবধারণা ॥ ৫১
বিদ্যতে হরিভক্তে য স্নীত: প্রবাহিত' তয়া ।
শ্রীকৃষ্ণচেতন্য নিত্যানন্দাহেত রূ রূপক: ॥ ৫২
স্বয়' ত্রিসূক্তিকী ভূত্বা ঠাকুরো লিপ্সয়া নয়া ।
তত্রাবির্ভূয় ভক্তেভ্য: শৃঙ্গ প্রেম প্রদত্তবান্ ॥ ৫৩

From that time onwards the Vaisnavas offer
flatend rice to Sri Gouranga on all festive occa-
sions. Every year on that day they hold the
Festival at that place and become so much
absorbed in singing the holy names that they
forget their earthly attachments. Thakur also

অন্যান্যোঁনায়াঁ ৬৪ অঃ

held that this festival was the holiest of all Vaisnava festivals. Thakur also participated in that Festival and displayed, the divine moods of Sri Krishna Chaitanya, Nityananda and Adwaita. 48 to 53.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব বৈষ্ণবগণ আজ পর্য্যন্ত ভক্তিভাবে মহাপ্রভুর উদ্দেশে চিপটিক ভোগ দিয়া থাকেন।

এই ব্যাপারটি অনেক দিনের কথা অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল। সেই পুণ্য স্মৃতির উদ্দীপনেচ্ছায় সেই তিথিতে গোড়ীয় বৈষ্ণব সকল সেই স্থানে এইকপভাবে সঙ্কীর্ণনে আত্মহারা হইতেন হাহাতে অত্যন্ত সাংসারিক ভাব কিছু মাত্র আসিতে পারিত না।

এজন্য ঠাকুরও এই উৎসবটিকে একটি পবিত্র উৎসব বলিতেন। পরন্তু পৃথিবীতে গঙ্গা ধারা যেরূপ প্রবাহিত হয় সেইকপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্কীর্ণনরূপে আচরিত হরিভক্তির ভাব ধারা সেই স্থানে বিগলিত হইত বলিয়া বৈষ্ণবগণের হরিনাম সংগ্রাহের একমাত্র স্থান বলিয়া এই স্থানটিকে ঠাকুর বলিতেন। ৪৮.৪।৫০

আমাদের ভাব বিগ্রহ ঠাকুর একাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মহাপ্রভুর মূর্তি ধারণ করিয়া অর্থাৎ ইহাদের যে সকল ভাব-স্মৃতি হইত সেইকপভাবে অবস্থান পূর্বক সেই মহোৎসবে যোগদান করিয়া অভিশয় আনন্দের সহিত ভক্তবর্গকে বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেম দান করিয়াছিলেন। ৫১।৫২।৫৩

अन्तर्लीलायां ६४ अः

ततो युवक सङ्घैः स मिलित्वा भगवान् रुय' ।
 पूर्ववदधुना तत्र हरिनाम महोत्सवे ॥ ५४
 योगदानं कृतं तेन भक्तानुग्रहकारिणा ।
 तत्रस्था वेष्णवाः सर्वे प्रभोः पुण्यपदार्पनात् ॥ ५५
 प्रीत्लासिताः प्रीतवन्तः क्षणचैतन्य आगतः ।
 एव' ठाकुरमावेष्टा महानन्द परसर' ॥ ५६
 उच्चैः महोत्तेन' कृत्वा नित्यानन्द परिप्लुतः ।
 भक्तानां शोभनवति रतिहृदय मेव सः ॥ ५७
 मग्नोऽभूत् कोत्तनानन्दे प्रायः सर्वदिनन्तदा ।
 भववर्षणत स्तत्र तद्दिने मित्ठ ठाकुरः ॥ ५८
 नृत्यात् परमाद्रभूमी नग्नपद्मां गतेः पथि ।
 पीतारोहणतयापि स्वच्छेदे देवमन्दिरे ॥ ५९

In that Festival Thakur appeared to be no other than Sri Krishna Chaitanya himself. For nearly the whole day he sang the holy songs greatly adding to the joy of the devotees. It was a rainy day and he sang and danced barefooted. Consequently he felt very cold on his way back to Dakshineswar. 54 to 59.

অন্ত্যলীলায়াং ৬৪ অঃ

ঠাকুরের পূণ্য পদার্পণে প্রোৎসাহিত হইয়া আমাদের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যই আনিয়াছেন এইরূপ প্রমাণ করিয়া ঠাকুরকে বেড়নপূর্বক উঠেদ্বয়ে সঙ্কীৰ্ত্তন করিয়া নিত্যানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। ঠাকুরও ভক্তবর্গের ভগবানে ভক্তি বাড়াইয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই স্থানে কীৰ্ত্তনানন্দে নিমগ্ন ছিলেন। সেই দিন সেই স্থানে বারি বর্ষণের আধিক্য বশতঃ ঠাকুর জলে ভিজিয়া নৃত্য কীৰ্ত্তনাদির পর ভিজে মাটিতে খালি পায় পথে গমন এবং নৌকায় জলে বসিয়া অনেকরূপ থাকিয়া সন্ধিগেথয়ে প্রত্যাগমনের জন্ত খুব ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল।

৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯

প্রত্যাগমনবীলায়াং শ্রীততামুপলব্ধবান্ ॥

তদ্বতো স্তদ্বগবতো বিদনাগলগচ্ছতঃ ॥ ৬০

পূৰ্ব্বং জলোপলং ভুক্তা বিদনাসুচীতা ভবত্ ॥

অধুনা শৈত্যযোগেন প্রবলা সম জায়ত ॥ ৬১

অমূদ্যন্তরূপেণাস্মাক্ ভাগ্যবিপর্যয়াৎ ॥

অসাম্য গলরোগোঃ রোগবিভিন্নিরূপিতঃ ॥ ৬২

যদ্যপি ভক্তবর্গেষু যৈ বৈদ্যাঃ প্রবরাঃ স্থিতাঃ ॥

কলিকাতা নগর্যাস্তৌ গত্বা দেবানয়ং প্রভোঃ ॥ ৬৩

কুৰ্ব্বন্তোঃপি সুচিকিত্সাং নান'শময়িতুং কুজ' ॥

তদোবাচ স্বমক্লেষ্য ষাঙ্কুরৌ ভক্তযত্মলঃ ॥ ৬৪

নির্দিষ্ট কালপর্যন্ত' ঘোড়া স্থাস্থ্যতি নিশ্চিন' ॥

তদ্বতোঃ ক্লিমনৌ রসপ্রজানাৎ পরাস্থ,স্থঃ ॥ ৬৫

He became much afflicted with a pain in his throat. Previously he had a similar attack as he

অন্তরীলীলায়াং ৬৪ অঃ

took some ice-cream. Now the pain became growingly unbearable. Experienced physicians declared that the disease was incurable. Among his devotees there was many a great physician. In spite of every effort disease could not be cured. At this Thakur said, "The disease will take its own course. This, however, should not hamper my holy discourse with my disciples.

60 to 65.

বঙ্গানুবাদ :-

আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময় ঠাকুরের গলায় ত্রিতবে বিশেষভাবে বেদনা হইয়াছিল। ৬০

চিকিৎসকগণও এই রোগটিকে অসাধ্য গলরোগ বলিয়াছিলেন। পূর্বেই কুলঙ্গী বরফ খাইয়া গলদেশে বেদনা হইয়াছিল তার উপর এই ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। ৬১।৬২

যদিও ঠাকুরের ভক্তবর্গের মধ্যে শ্রুতিচিকিৎসক অনেকেই ছিলেন। তাঁহারা কলিকাতা হইতে প্রকিলেদরে আসিয়া চিকিৎসা করিলেও রোগের কিছুমাত্র উপশম হইয়াছিল না।

এইরূপ তেবিয়া ঠাকুর ভক্ত সকলকে বলিয়াছিলেন আমার এই রোগ নিশ্চিৎকাল পর্যন্ত অর্থাৎ রোগের ভোগকাল দতদিন ততদিন নিশ্চয় থাকিবে। তত্ক্ষণে তি আমি নিশ্চয়কে সং শিক্ষালাভে পরাভূত হইব। ৬৩.৬৪ ৬৫

মহিষ্যামোহিত মত্যা ঠাকুরো নির টঙ্ক ।

রোগারোম্মমুদিত্যৈব ॥ রামমহনটঙ্কয়ি ॥ ৬৬

अन्तरालौलायां दृष्ट चः

पूर्ववद्भगवत्तत्त्वकथनात् ठाकुरस्य हि ।
 सहसा वेदना ख्यानाद्रक्त 'निःसरण' वभौ ॥ ६७
 भगवत् साधनासिद्धा योगेन्द्र जननी तदा ।
 तद्रूपा गोपालमाता स्त्रीभक्तो पत्रे च ते ॥ ६८
 मातुः श्रोतारदा देव्या नितान्तं वश्यतां गते ।
 ते ह्ये श्रीठाकुरो जया विजयेत्यन्नशोन्मुदा ॥ ६९
 गोपाल जनन्या स्तस्या गृहे गुरु महोत्सवे ।
 समायाता भक्तवर्गाः श्रुत्वा रक्तं वहिर्गतं ॥ ७०
 प्रभोरुद्दिग्ध चित्तास्ते देवालयमुपागमन् ।
 सुचिकित्सा भवेदस्य कलिकाता स्थितस्य हि ॥ ७१

But as he started to impart instructions to his devotees without taking any care for recovery from his disease, blood came out of the aching part of his throat. Among his devotees there were two women who were lovingly called by him Jaya and Vijaya, as they were very obedient to Sarada Devi. They were the mothers of Jogendra and Gopal respectively. Many devotees assembled in the house of the mother of Jogendra on the occasion of Guru Puja Festival. When they heard of this bleeding of Thakur, they immediately came to see him and advised him to stay at Calcutta for medical treatment. 66 to 71.

অন্তরলীলায়াং ৬৪ অঃ

ন মে সমুপযুক্তন্তু ভক্তবর্গৈঃ সহস্থিতৈঃ ।

তচ্ছ্রুত্বা ভক্তবর্গা যত্ প্রমোদ্যধিকং প্রিয় ॥ ৩৩

মন্দিরং বলরামস্য বসো স্তদানয়ন্ প্রমুং ।

বলরাম বসুয়াপি প্রাপ্যত' ঠাকুর' তথা ॥ ৩৮

They also assured good nursing arrangements. Thakur cosented to their proposal. At the village of Bagbazar which was near to the holy river, a small two-storeyed house was hired. Thakur stayed there for a few days and refused to stay there longer. He said, "This house is quite suitable for them whose days are numbered and who like to breathe their last on the bank of the holy Ganga. I like to be constantly associated with my devotees who can hardly be accommodated here." So he was shifted to the house of Balaram Bose who was very glad to receive him. 72 to 78.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে ভক্তবর্গের ইচ্ছা ঠাকুর অনুমোদন করিলে বাগবাজার গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র পোতালা ঘর ভাড়া করিলে ঠাকুর সেই ঘরে যাইয়া বলিয়াছিলেন ভগবান শব্দর জীবগণের রোগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ঐযথের সৃষ্টি করিয়াছেন ।

অতএব মানবগণ রোগমুক্তির জন্মই ঐযথ সেবন করেন ।

ঠাকুর সেই ঘরে ২৪ দিন থাকিয়া বলিয়াছিলেন । এই বাড়ীটি গঙ্গাবাতীদিগের ভাল । ৭২ ৭৩।৭৪।৭৫।৭৬

अन्तर्लोलाया' ५म अः

आमार मत् सर्वपा निशादिदेष्टित माशुयेर पके इदिवाञ्जनक
नय ।

ठाकुरेवर कथा सुनिय। उरु सकल अति प्रीतिदर दान नहादा
बलराम बन्धु गृह द्वि कदिय। तथाय ठाकुरके आनिशाहिलेन ।

११।१४

अप्रार्थित प्रकारेण भक्तवर्गेण वेष्टितं ।

भगवन्तं समासाद्य परमानन्दमाप्तवान् ॥ ७८

रोगोपशमलिप्मातु तिष्ठतु वा न तिष्ठतु

नवागत पिपासूनां दाने कथामृतमप्य च ॥ ८०

भूगृह्णतिमदोक्षेभ्यो विस्मृत्य स्वामयं प्रभुः ।

तत् कथामृत पानादि सर्वं मानुषतां गताः ॥ ८१

अत्रैका घटना काचिदुल्लेख्यानन्ददायिनी ।

यस्य संस्मरणात् पुंसां सयः कुण्ठो विनम्रति ॥ ८२

प्रभोः सन्दनार्थाय बलरामस्य मन्दिरं ।

कर्मयोगाभाववशाद्विदामर योगतः ॥ ८३

समागता भक्तवर्गास्तत्रैकः पण्डितो मङ्गलम् ।

ढोका महाविद्यालयाध्यापक प्रवर्गे गुणे ॥ ८४

नित्यगोपाल गोस्वामी कृपातु ठाकुरश्च हि ।

सुखाम्भोजाद्विनिर्याता वाचं श्रुत्वा वदन्तः ॥ ८५

অন্তরীলায়াং ৬৪ অঃ

rable incident took place. It was a Sunday, the day of recreation and rest. Hence many devotees had the opportunity to meet Thakur at the house of Balaram. Among them Nitya Gopal Goswami, a professor of Dacca University, was present there to listen to the sayings of Thakur. 79 to 85.

বঙ্গানুবাদ :—

বলরাম বহু ও ভক্তবর্গবেষ্টিত ঠাকুরকে স্বগৃহে পাইয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। ৭৯

আমি রোগমুক্ত হই বা না হই তাহাতে আবশ্যক নাই নবাগত ঠাকুরের কথামৃত পানার্থী ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষা দিয়া নিজের রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

ঠাকুরের কথামৃত পান করিয়া শরণাগত ভক্তবৃন্দ মনুষ্যের লাভ করিয়াছিলেন। ৮০।৮১

এই সময় একটি অতিশয় আনন্দদায়িনী ঘটনা ঘটিয়াছিল। বীহার স্মরণমাত্রে মানুষ পবিত্র হয়।

রবিবারে অবসর বশতঃ বহু ব্যক্তি বলরাম বহু গৃহে ঠাকুরের দর্শনার্থে আসিয়াছিলেন।

তদুপাধে একজন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ধ্যানিক ও মহাপণ্ডিত ঠাকুরের নুপপন্ন বিনির্গত কথামৃত শ্রবণ করিয়া নিত্যগোপাল গোস্বামী মহাশয় নিজের সন্দেহ মোচনের জন্য ভক্তি-পূর্বক ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ৮২ ৮৩।৮৪।৮৫

यन्मालौलायां दृष्ट आः

एवाच ठाकुरः भक्त्या स्वसन्देहं चयाय हि ।
 हारं केशं कुण्डलं किरीटं वनयादिभिः ॥ ८६
 भूषणैर्भूषितो भाति भगवान् भक्तवत्सलः ।
 कथमेवम्विधो वेशः स्वयं भगवतः स्तुतः ॥ ८७
 नास्त्येकमपि तर्जण्यां तुल्यं रौप्याङ्गुलीयकम् ।
 किं वाजमत्रमेव ब्रूहि क्षपया करुणानिधे ॥ ८८
 न ज्ञोक्तं भवद्भस्तु भूषणश्चातिशोभनं ।
 भवद्भे तोर्मयानौतं भूषणं प्रतिगृह्यताम् ॥ ८९
 गुर्वीचेयं वासना मे त्वद्देहि तद्दि शोभतां ।
 भूषणैर्भूषितं त्वां हि दृष्ट्वा यामि कृतार्थताम् ॥ ९०
 श्रुत्वेव गोस्वामि मुखा ठाकुरः प्रत्युवाच तं ।
 भो गोस्वामिन्निदं सत्यं यदुक्तं भवता वचः ॥ ९१
 भगवांस्त्रिषु कालेषु भूषणं स्वीचकार ह ।
 युगादौ भगवान् साक्षाद्विनीरायणः प्रभुः ॥ ९२

He said, "It is told that God shines with ornaments like neck-lace, ear-ring, crown and bangles etc. How is it that thou art bereft of all ornaments, even the silver ring which is used by all holy men? I have brought a little piece of ornament for you and I shall be glad if you kindly accept my offer and wear it." At this Thakur replied, "Dear sir, you are right to say so. In the three yugas God appeared with ornaments. In the Satya yuga God appeared as Narayana." 86 to 92.

অন্তরমোক্ষায়ী ২৪ অঃ

বদান্তবাদঃ—

ভক্ত বৎসল ভগবান নারায়ণ সর্বদা হার কেয়ুর কুণ্ডল ও বসত্রাদি ভূষণ অলঙ্কৃত থাকেন। কিন্তু বহু ভগবান আপনার একশ বেল কেন অর্থাৎ সামান্য একটি স্রপার আঁঠিও আপনার ওষ্ঠানী অঙ্গুলীতে নাই? হে পরমানিধি ইহার কারণ কি আমাকে বলুন।

আপনি কি কোনও অলঙ্কার বা বস্ত্রাদি গ্রহণ করেন নাই।

আমি আপনার শুণ্ড বৎ সামান্য অলঙ্কার আনিয়াছি আপনি অগুগ্রহণপূর্বক গ্রহণ করুন। আমার প্রসন্ন অলঙ্কার আপনার সেবে শোভিত হউক। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

পরন্তু আপনাকে অলঙ্কার ঘর্যা শোভিত দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইব। ৮৬৮৭৮৮৮৯৯০

গোবামীর কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন। হে গোবামী চূড়ামণি আপনি বাহা বলিলেন তাহা ঐব সত্য।

ভগবান তিনটি যুগে অলঙ্কার পরিধান করেন। সত্যযুগে ভগবান নারায়ণ প্রভু। ৯১'৯২

যদ্যামনে স্ত্রীপরিচঃ কিরীটাভিমিবস্থিতঃ ।

তং তদামনুজাঃ সৰ্ব্বং ধ্যায়ন্তি ভক্তিभावतः ॥ ৮৩

নারায়ণ পরাধিদা নারায়ণ পরাশ্রয়।

নারায়ণ পরাসুক্তি নারায়ণ পরাগতিঃ ॥ ৮৪

জতে চেব' ভগবতা স্বলাম প্রকটো জতঃ ।

স্নেহায়াস্তু তথা সাধাত্ শ্রীরামো ভগবান্ স্বয়' ॥ ৯৫

অযৌধ্যায়ামমুদ্রাজা মুকুটাস্থদ ভূষিতঃ ।

ত্রিলোক বাসিনঃ সৰ্ব্বং দেবায় বাসবাদয়ঃ ॥ ৮৬

অস্ত্রাশীলায়াং ৬৪ অঃ

তারকরত্নরূপেণ দ্ব্যায়ন্তি সততচ্চ ত' ।
 রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন ॥ ৮০
 কৃষ্ণ কেশব কংসারি হরে বৈকুণ্ঠ বামন ।
 লীলা শ্রীরামচন্দ্রেণ কৃতা ত্রেতায়ুগে স্বয়ং ॥ ৮৫
 দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পৌতবাসাদি সংহতঃ ।
 শঙ্খচক্রগদাপদ্ব্য কোস্তুভাদি বিমূষিতঃ ॥ ৮৮

“He decorated with ornaments, was seated on a lotus. In the Treta yuga He appeared as Ramchandra king of Ayodhya, and had his crown and ornaments. In the Dwapara yuga He appeared as Sri Krishna who had his ornaments in addition to a conch, a wheel, a club and a lotus in his four hands.” 93 to 99.

বঙ্গানুবাদ :-

পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিরীট কটক কুণ্ডলাদি নানাবিধ অলঙ্কারে
 ভূষিত থাকেন। সেই ভগবানকে সত্যযুগবাসী মানবগণ এইরূপভাবে
 খান করেন বা আরাধনা করেন।

ববা। নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্রম।

নারায়ণ পরামুক্তি নারায়ণ পরাগতিঃ ॥

সত্যযুগে ভগবান এইরূপভাবে নিজ ভারক দ্রব্য নাম প্রকাশ
 করিয়াছেন। ২৩২৪

ত্রৈতা যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নুভূট ও অঙ্গাদি বহুতর
 অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া অস্বাধ্যায় রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাকে

অন্যলীলায়াং ৬৪ অঃ

ইন্দ্রাদি দেবতা এবং ত্রিলোকবাসী সকলেই তারক ব্রহ্ম নামে উপাসনা
করিতেন সেই নাম এইরূপ। রামনারায়নানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥

এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত লীলা করিয়াছিলেন।

১৫১২৬১২৭১২৮

যাপর যুগে ভগবান শ্রামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ পীত বস্ত্র পরিধান করিয়া
শব্দ চক্র গদা পদ্ম ও কোলুচাদি বস্ত্র ধারণ পূর্বক ভক্ত বর্গকে
বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি বিতরণ এবং পৃথিবীর ভার অপনোদনের জন্ত
বহুবংশ সাগরে উদ্ভিত হইয়াছিলেন ॥ ১২১১০০

স্বমহত্ত্ব প্রেমদানায় ভূমার হরণায় চ।

জাতী যদুকুলাম্বোধী কৃষ্ণাচন্দ্রঃ কৃপানিধিঃ ॥ ৭০০

অস্যৈব তারকব্রহ্ম নাম জল্যন্তি যি জনাঃ।

তত্চক্ষণাক্তে প্রগচ্ছন্তি তদ্বিণ্যোঃ পরমং পদম্ ॥ ১০১

হরিসুরারি মধুকটহারি গোদাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরী।

যশোদনारायण कृष्णविष्णो निराश्रयं मां जगदीश रक्ष ॥ ১০২

স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণেন তৃতীয়ে যুগপর্যয়ে।

প্রেমলীলা ক্রতা তেন বহুপত্নীযুতেন ধৈ ॥ ১০৩

তদ্বৎ কলৌ সম্ভ্রহন্তে চতুর্থ্যে যুগপর্যয়ে।

হরিমহন্তি বিহোনা যি নরাঃ সুখ্য বিব্রজিতাঃ ॥ ১০৪

দুরাচার রতাঃ সর্ব্বৈ সখ্যবাক্তাঃ পরাঙ্গুখাঃ।

পরদারাপচর্চারো হিংসা হেয সমম্বিতাঃ ॥ ১০৫

মাতা প্রিহ্য তত হেযাঃ স্ত্রী দেবাঃ জাম কিঙ্করাঃ।

মহাপাতকিনামিথা পাবনায স্বয়ং হরিঃ ॥ ৭০৬

অন্তরলীলায়া' ৬৪ অ:

"He appeared to teach devotion and love and also to purge the earth of sins. In the fourth yuga which is Kali yuga, God appeared to save mankind from engulfing sins and to protect religion and piety." 100 to 106.

বদ্রানুবাদ :-

সেই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের তারকব্রহ্ম নাম যাঁহার জপ করেন তাঁহার তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর পরম পদ লাভে কৃতার্থ হন । ১০১

সেই তারক ব্রহ্ম নাম এইরূপ হরে মুরারে মধু কৈট ভারে গোপাল গোবন্দ মুরন্দ শোবে । যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ঃ মাং জগদীশ বক্ষ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় যুগে এইরূপ প্রেমলীলা করিয়া ঘাপরবাসী জীব সকলকে কৃষ্ণ ভক্তিদানে চরিতার্থ করেন । ১০২।১০৩

ক্রমশঃ চতুর্থ যুগ কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে দুরাচারবত সত্য কথা শূন্য পর পত্নী হরণ হিংসাদিঘেষযুক্ত পুণ্য বিবর্জিত হরিভক্তি বিহীন পিতৃমাতৃঘেযী ত্রী দেবতা কামের দাস এই সকল মহাপাতকীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি ॥ ১০৪।১০৫।১০৬

জাতো যচী গর্ভমিন্দ্রী আনবদ্বীপধামনি ।

শ্রীচৈতন্য জগাসিন্দ্রুর্ভগবান্ মনুজুপকঃ ॥ ৭০৩

কলিকলমঘ নাশায় জীবৈশ্বঃ সন্মদদত্তবান্ ।

হরিনাম মঙ্গামন্ত্র' দ্বাবি'শদত্তরাক্ষক' ॥ ৭০৫

তারকব্রহ্ম নামৈতন্ কলিযুগে বিমুক্তিদ' ।

যস্যামতো ধ্রুবাশ্রুতিঃ জগ্যামক্ত্য লভ্যতে ॥ ১০৫

অন্তরলোলায়া ৬৪ অঃ

‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।’

‘হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৭৭০

স্বর্ণ্য রৌপ্য বজ্র মুক্তা রত্নানি বিবিধানি চ ।

পুষ্প চন্দন মাখ্যানি ঘোঁজিতানি মহাত্মনা ॥ ৭৭১

তেন স্যোক্ত সন্ন্যাস স্ত্র্যাগ সন্দর্শনাঘ বৈ ।

ত্যাগ লীলা কলৌ দেশয়ৈতন্যঃ সমদর্শয়ত্ ॥ ৭৭২

‘তন্মত মুররী কৃত্য কামিনী কাঞ্চনাদিক’ ।

বর্জয়িত্বা মহানন্দ সুখাঙ্ঘী মজ্জিতোদ্ধহ’ ॥ ৭৭৩

“He appeared as Sri Chaitanya at Nabadwip. He had no ornaments, not even a garland of flowers. He showed the way to bliss by renunciation. I have thought it wise to follow him by avoiding gold and woman, and thereby attained peace and happiness.” 107 to 113.

বঙ্গানুবাদ :—

শচীগর্ভে নবদ্বীপ ধামে ভক্তরূপধারী ভগবান জীব সকলের কলির পাপ নাশের জন্য আবির্ভূত হইয়া বত্রিশ অক্ষর তারক ব্রহ্ম নাম যে নাম হতে জীব সকল মুক্তি লাভ করিয়া অস্ত্রে ত্রীকৃষ্ণ সেবা লাভ করে । ১০৭।১০৮।১০৯

সেই নাম ত্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই এই ঘোর কলিদুগে বিতরণ করিয়াছেন । সেই নাম এই—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ১১০

অন্তান্নীলায়াং ৬৪ অ:

সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বর্ণ রৌপ্য মণি মালিকা প্রভৃতি বিবিধ রত্ন-
লঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক সম্যাসী হইয়া ত্যাগ ধর্ম দেখাইয়াছেন এবং
আমিও তাঁহার মত গ্রহণ পূর্বক মহানন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছি।
অতএব আমি যদি পিতল বা লৌহাদি যে কোন ও ধাতু দ্রব্য স্পর্শ
করি। তাহাতে উত্তপ্ত লৌহ স্পর্শ মাঝে যে রূপ হাত পুড়িয়া যায়,
তরূপ যে কোন ধাতু স্পর্শমাঝে আমার হৃদ্যতুল্য ব্যগ্রতা হইয়া থাকে।

১১১/১১২/১১৩/১১৪

যতঃ পিত্তল লৌহাদেঃ স্পর্শন' যদি জায়তে ।
দেহী মে তেন দগ্ধ স্যাৎকালম লৌহশ্চেষ্টবৎ ॥ ১১৪
এব' নানা সত্ প্রসঙ্গাত্ পর' কবিশরীমহান্ ।
শ্রীমিরীমচন্দ্র ঘোষ: কালোপদঃ সুবুদ্ধিমান্ ॥ ১১৫
গীতমেক' সুমধুর' শ্রীগৌর মেমসুচক্ৰ' ।
প্রগাঢ়তা ভাষয়িত্বা বুধী গায়ক সত্যমৌ ॥ ১১৬
भावप्रवण गातन्तु श्रुत्वा भावमयो हरि: ।
संगृह्य भान तात्पर्यं न चैव' समचिन्तायत् ॥ ১১৭
জীবানো পরম শ্রেয়ো দানার্দমত্র ভূতলে ।
আবির্ভূ' য জীব জ্ঞান' শ্লোচিতু' ন সমো হ্যহ' ॥ ১১৮
যন্তু তেন জ্ঞেয়ৈন ময়ামি বিকৃত: চিত্তৌ ।
অথবা প্রাণ পাতেষ লত্বাপি সুকল' যদা ॥ ১১৯
ন লব্ধ' যৈন জা:বাস্তো ভগবত্ মেম সাগর' ।
মল্লিতা না ভবন্ সর্ব' দারবিশ্লেষণাতুরা: ॥ ১২০

"So the very touch of metallic ornaments
burns me like red-hot iron." After such other

অন্যলীলায়াং ৬৪ অঃ

holy discourses, the great poet Girish Chandra Ghosh and the most intellectually gifted Ka'ipada sang together a very sweet song about devotion to Sri Gouranga. The purport of the song was that Sri Gouranga lamented his inability to fulfil the mission of his life as the people could not be purged of their sins due to their proneness to earthly pleasure and aversion to holy pursuits.

114 to 120.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে নানাবিধ সং প্রসঙ্গের পর মহাকবি গিরীশ এক বুদ্ধিমান কালীপদ এই দুইজনে গৌরাঙ্গ প্রেম সূচক গান গাহিয়াছিলেন। ভাবময় ঠাকুর গানের ভাবার্থ এইরূপভাবে বুঝিয়াছিলেন যে আমি জগতের জীবের মুক্তি দিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছি কিন্তু জীব সকলের কণ পরিশোধ করিতে পারিতেছি না। পরন্তু সেই ক্ষণে দায়ে আমি আত্ম বিক্রান্ত হইতেছি।

অথবা প্রাণপাত করিয়াও ফল লাভ করিতে পারিতেছি না। বেহেতু জীব সকল ভগবৎ প্রেম সাগরে মজ্জিত না হইয়া কেবলমাত্র জী এবং অর্থে আসক্তি বাড়াইতেছে। ১১৫।১১৬।১১৭।১১৮।১১৯।১২০

एवं बाह्यमनिसून्या महामायेन संयुतः ।

नित्यगोपाल गोस्वामि क्रोद्धि स्व दक्षिणं पदं ॥ १२१

ददौ यदा स गोस्वामी तत्क्षणात्तत्पदं ह्रदि ।

सुविश्रम्याश्रुतोदिनाभिपेक्क कृतवाक्यादा १२२

অন্তঃসীলায়াং ৬৪ অঃ

প্রভৌর্মাধবসানে ত' নিত্যগোপান পঙ্খিত' ।
 তত্রস্থানন্যমস্তাং সর্বানব্যবদন্ প্রভুঃ ॥ ১২২
 উচ্যতামুচ্যতামুচ্যে ভবদ্বিঃ সর্বসত্তমৈঃ ।
 মিষ্টমিষ্টমিদ্ গান' হর্ষনামৈব কেবল' ॥ ১২৪
 তথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামোচ্চারয়তীমলম্ ।
 প্রভৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃষ্ণচৈতন্য হি প্রভৌ ॥ ১২৫
 নিরন্তর' বদন্তুচৈ স্তেন শান্তিভবেদঘ্রুবা ।
 তত্র কৌণ্ডীণমব্যদ তিগ্রগারীশ্চারুদ্বয়ম্ ॥ ১২৬
 একেণেবোচ্চারণেন সর্ব' সম্পদ্যতে যতঃ ।
 নেতত্ সুসঙ্গত' বাক্য' শিখ্যাণাং সদগুরৌর্ভবেত্ ॥ ১২৭

When Thakur in his divine mood extended his right leg towards Goswami, the latter held it on his breast and washed it with his tears. When Thakur regained his balance of mind, he said to his devotees, "Sing aloud the holy names of Sri Krishna Chaitanya, which will bring you all joy and happiness." At this, one of the devotees said, "When uttering the holy name once only is sufficient to dispel all our sins, repeated recital of holy names should not be advised by any holy man." 121 to 127.

বঙ্গানুবাদ :—

মহাভাবে ভাবিত বাহুস্পর্শে শূণ্য ঠাকুর নিষ্ঠের দক্ষিণ চরণটি গোবিন্দীর সাথে বাড়াইয়া দিলে পবিত্র পণ্ডিত গোবিন্দী ঠাকুরের পাদ-
 পদ্মটি ক্রমে ধারণ পূর্বক অশ্রুসিক্ত করিয়াছিলেন । ১২১।১২২

অন্যলোনায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

ঠাকুরের ভাবাবেশের অবসান হইলে গোস্বামী এবং অন্য ভক্তবৃন্দ সকলকেই বলিয়াছিলেন।

হে মহাভাগ সত্তম! আপনারা সকলে অভিলষিত ফল দাতা স্নমধুর হরিনাম গান করুন। এবং ভক্তিপূর্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করুন। বলুন প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অনবরত এই নাম উচ্চারণ করিলে আপনাদের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। ইহা ঐব সত্য। ঠাকুর এইরূপ বলিলে সেই সময় কোন একটি শিষ্য বলিয়াছিলেন।

একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই জীবের মুক্তি হয় তবে ভিনবাবের উচ্চারণ কেন।

আমরা গুরুর এইরূপ বাক্য ভাল বলিয়া মনে করি না ॥

১২৩। ১২৪ ১২৫। ১২৬। ১২৭

দার্ঢ্যার্থ' দেহ মনসাং জাগ্রদাদি প্রমেদতঃ ।

ব্রহ্মস্থানাং বা শুদ্ধার্থ' স্মিয়ার' হরিকীর্তনম্ ॥ ১২৮

মাস্ত্রোয়' বিধি মাস্ত্রিত্ব কৰ্ত্তব্য' সজ্জনৈঃ সদা ।

অশ্বেদ' ঠাকুরেণীকৃত' যুয' কি' তন্ন যশ্যত । ১২৯

নৌদানকে' য়েদা নৌকা বন্দনার্থ' ধৃত' সুদা ।

প্রোয়নার্থ' বংশদণ্ড' নদ্যাস্তরে বিশেষতঃ ॥ ১৩০

বারম্বার' সর্বশক্ত্যা প্রোয়িত' নিয়ত' কৃত' ।

যেন নদ্যাং জলোচ্ছ্বাসে বহিতৈ ন চলত্যসৌ ॥ ১৩১

যব' সংসার জলধিঃ সম্মত' নিম্ন বিঘ্রহান্ ।

শোক মোহ জরা মৃত্যু স্তম্ভপিপাসা ঘড় মিতঃ ॥ ১৩২

যন্তালীলায়াং ৬৪ অঃ

রক্ষাং কুর্ষ্যন্তি ভক্তা স্তে বদন্ত স্তত পুনঃপুনঃ ।
 শ্রোহরে মঙ্গলং নাম ন নিমজ্জন্তি সাগরে ॥ ৭২২
 যবন্তত্র শিষ্যগণান্ কৃতার্য্যান কৰোত্ প্রভুঃ ।
 উষিত্বা বলরামস্য বসোঃ শিষ্যস্য সঙ্গনি ॥ ৭২৪

On hearing this Thakur said, "Such remarks of my disciples about a good preceptor are not wise. To attain soundness of body and mind and also to purify mind in its three states of wake, drowsiness and deep sleep, it is necessary to utter holy names repeatedly. You might have observed that boatmen try repeatedly to fix the bamboo pole in the river at the time of rest to get their boat tied to the pole so that the tides of the river cannot make them restless. Just in the same way men can save themselves from the six worldly waves, viz, bereavement, undue attachment, age, death, hunger and thirst, by repeated chanting of holy names. Thus, during his stay in the house of Balaram Basu, Thakur blessed his disciples with his wise sayings.

128 to 134.

বঙ্গানুবাদ :—

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন । সদগুরুর সম্বন্ধে শিষ্য
 বর্গের এরূপ বলা ঠিক হয় না । দেহ এবং মনের দৃঢ়তার জন্য অবশ্য
 জাগ্রৎ-দ্রুম ও সুপ্তি এই তিনটি অবস্থার বিশুদ্ধির জন্য তিনবার বা

অন্ত্যলীলায়া ৬ষ্ঠ অঃ

বহুবীর হরিনাম কীর্তন শাস্ত্রীয় বিধিমত সাধকগণ করিবেন। এক
আরও বলিয়াছিলেন। তোমরা কি দেখনি নৌকার দাঁড়ী মাঝী
যখন নৌকা বাঁধিয়া রাখে সেই সময় বংশদণ্ডকে প্রোথিত করিবার
জন্ত গর্তমধ্যে আগ্রাণ চেঁচায় পুনঃ পুনঃবার প্রোথিতকরে যাহাতে নদীর
জল বাড়িলেও নৌকা ঠিক থাকে সেইরূপ সংসার সমুদ্রে পতিত দেহ
তরলীকে শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা এই ছয় প্রকার উন্মি
অর্থাৎ তরঙ্গ হইতে বক্ষার জন্ত পুনঃ পুনঃ ভগবানের নাম উচ্চারণ
করিলে, 'কিছুমাত্র যত্নগা হয় না। সমুদ্রে ভেলার মত তাঁহাকে বক্ষা
করে, বা সমুদ্রে ডুবে যায় নাই।

এইরূপভাবে বলরাম বস্তুর গৃহে অবস্থান পূর্বক শিষ্ট বর্গকে
কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ১২৮ হইতে ১৩৪।

সমংঘ্য স্ত্রেষ্ট দেবস্য সেবার্ঘ্য সর্ববেভবান্ ।

ধন্যোঃ হৈ ধৈ মযিত্যামি সস্বিন্তৌব মহামতিঃ ॥ ৭২৫

বলরাম বসু স্তস্য সেবা চক্রে দৃঢ়ব্রতঃ ।

যিষ্টাচার সুরচার্য চিন্তিত ঠাকুরেণ তু ॥ ৭২৬

যদ্যপি মম ভক্তোঃ য বলরাম বসু মহান্ ।

সুখস্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার্যমানন্দ মনসা সদা ॥ ৭২৭

সর্বদা সঙ্গতে সর্ব প্রতিকুল তথ্য্যহ' ।

সর্বদাস্য শুভাকাঙ্ক্ষী সুখশান্তি প্রিয়স্য চ ॥ ৭২৮

সুতস্য ধনিমঃ স্নিগ্ধ দেহস্য ঘ্যপতা সদা ।

বহুক্যার্যবশাদত্র ন করিত্যামি মে মতিঃ ॥ ৭২৯

সত্যোন্ম্যস্মি যকস্মি যিতু স্যাস্যামি ভবনে সুখ' ।

ঠাকুরেচ্ছামিমাং শ্রাত্বা কালোপদঃ সুবুদ্ধিমান ॥ ৭৩০

অস্ত্রানৌল্যায়ী ৬৪ অঃ

শ্রীমদ্বৈষ্ণবোক্তরিনৌ মচ্যে স্ববহুদ্রস্য সমীপতঃ ।

শ্রীমোকুল মহাচার্য্যঃ বৃহৎ তেন প্রকল্পিতং ॥ ৭৪৭

Balaram longed to be blessed by dedicating his life and property to the service of Thakur. On the other hand Thakur thought, "Balaram is taking great pains to bring me comforts. Being a rich man, he is not accustomed to such troubles and worries. It is therefore desirable that I should leave his house and restore his easiness of body and mind." Understanding the desire of Thakur, Kalipada made arrangements to take Thakur to the house of Gakul Bhattacharya near to his own house in Shyam-pukur. 135 to 141.

প্রবাস্তবাদ :—

মহামতি বলরাম বহু নিজ ইচ্ছাসেব ঠাকুরের সেবায় সমস্ত ধন সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া আমি ধন্য হইব এইরূপ ভাবিয়া বিশেষভাবে ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর শিষ্টাচার স্বার্থে মনে ভাবিয়াছিলেন যে যদিও আমার পরম ভক্ত বলরাম আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য স্বাকার জন্য সর্বদা আনন্দ মনে নানা প্রকার দুঃখ সহ্য করিতেছে। তাহা হইলেও শিষ্যের সর্বদা শুভাকাঙ্ক্ষী আমি এই ধর্মীর পুত্র অতএব সুকোমল দেহ সুখ শান্তি প্রিয় ইহাকে আমার সেবার জন্য ব্যতিব্যস্ত করা আমার উচিত নয়।

অতএব আমি অগ্র স্থানে যাইলে ইহার একপ উদ্বেগ হইবে না। ঠাকুরের এইরূপ মনোভাব জানিয়া অতি প্রিয় ভক্ত বুদ্ধিমান কালীপদ

অন্তরলীলায়াং ৬৪ অঃ

নিজ গৃহের নিকটে শ্রীমপুতুর নামক স্থানে গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের গৃহ
ঠাকুরের থাকিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৩৫ ইংরেজি ১৪১।

- শ্রীপ্রতাপ মহেন্দ্রারো হোমিওপ্যাথীতি দৈব্যকঃ ।
 ঠাকুরস্য চিকিত্সার্থং ঠাকুরেণ নিযোজিতঃ ॥ ৭৪২
 সৌঃপি তং ঠাকুরং মত্বা সচ্ছিদানন্দে বিগ্ৰহং ।
 চিকিত্সামকরোক্তস্য বিশুদ্ধ মনসা মহান্ ॥ ৭৪৩
 ভক্তা যুবক বর্গাস্তে পথ্যায় ক্রমতঃ প্রমোঃ ।
 সেবা কার্য্যং যথান্যায় মনুষ্যৈশ্চৈত্য়তঃ ॥ ৭৪৪
 মাতাপি সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বর পূজনাৎ ।
 আগত্যা ত্র পথ্যমার ঠাকুরস্য সমগ্রহৌত্ ॥ ৭৪৫
 অনীরস প্রজাস্তস্য ঠাকুরস্য পরং প্রিয়ঃ ।
 রাখালরাজ পূর্বাংস্তে ভক্তবর্গাঃ সছস্রয়ঃ ॥ ৭৪৬
 যথাকালে যথারীতি স্বক্ৰুঃ সেবাং মহত্তরী ।
 প্রিয়ভক্ত গিরীশেন বিখ্যাতঃ সুচিকিত্সকঃ ॥ ৭৪৭
 মহেন্দ্রলাল সরকার আনীতো রোগমুক্তয়ি ।
 অধিকস্য সুপথ্যস্য সংগ্রহার্থং সমুৎসুকাঃ ॥ ৭৪৮

He also appointed the famous Homeopathic doctor. Pratap Mazumder for medical treatment of Thakur. The doctor treated Thakur with great care, and the young disciples also nursed him very carefully. Sarada Devi used to bring food and diet from Dakshineswar. The devotees like Rakhal Raj and others were busy in rendering all services to Thakur. His most favorite

অন্তঃসলীলায়াং ১৪ অ:

disciple Girish brought the famous physician Mahendra lal Sarkar to cure Thakur of his disease. 142 148.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং ঠাকুর হোমিও ডাঃ প্রতাপ মজুমদারকে নিযুক্ত করেন ডাক্তারও ঠাকুরকে ভগবান জানিয়া চিকিৎসা করেন। ঠাকুরের তরুণ ভক্তবৃন্দ পর্যায়ক্রমে অতি সাবধানের সহিত বিশেষভাবে সেবা করিয়াছিলেন। এবং আমাদের পরমারাধ্যা মাতা সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া ঠাকুরের পথ্য ভাষ গ্রহণ করেন। ১৪২ হইতে ১৪৫।

এবং ঠাকুরের অতি প্রিয় শিষ্য রাখাল রাজ প্রভৃতি যথারীতি অর্থাৎ যে সময়ে যাহা ঔষধ বা পথ্য ঠিক সময়ে সেই সকল দ্রব্য স্ফুট্ ভাবে সুসম্পন্ন করিতেন।

ইত্যবসরে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত গিরীশচন্দ্র বিখ্যাত সূচিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের রোগ মুক্তির জন্য আনিয়াছিলেন।

১৪৬।১৪৭।১৪৮

অপরে ভক্তবর্গা যি স্নানাহার বিবর্তিতাঃ ।

কুত্র লভ্য' সুপথ্যন্তু কুত্র তদীপধীশ্চম' ॥ ৭৪৮

ধাবন্তী হি দিশঃ সর্বা নাভিন্দন্ ঘৈ জলস্বলম্ ।

ভক্তোঃ স্যোমনস স্তুষ্টৈ রোগনির্য্যয় ইতবে ॥ ৭৫০

পাথ্যাত্মমিষজ' তত্রানো তবান্ সুবিচক্ষণম্ ।

হোমিঘো মত মাথিত্য চিকিত্সা সম্ভবুত্ব হ ॥ ৭৫৭

পন্থ্যলৌলাযাং ৬৪ অ:

কৃতে যুগে যথা দত্তপ্ৰজাপতি কনিষ্ঠকা ।

সত্যো দাচায়ণো কন্যা পিতৃশত্ৰু মহোত্সবে ॥ ৭৫৩

তত্র গত্বা পিতৃ মুখাত পতিনিন্দা নিশম্য সা ।

কলেবরং পরিত্যজ্য সত্যধৰ্ম্মে মহচ্চরং ॥ ৭৫৪

পৃথিব্যা দর্শয়ামি তথা শ্রীসারদাশুনা ।

সা বাহুগযতী সৈয়ং কদণামুত্তধারিণী ॥ ৭৫৫

অবিভূতা পূৰ্ব্বে সত্যী শ্রীৰামচন্দ্র কন্যকা ।

বিষ্ণুমাতা জগদ্ধাত্রী স্বকীয়ানুবগনতঃ ॥ ৭৫৬

Some other disciples took utmost pains to 'gather' diet and medicine from far off places. One of his disciples brought one European doctor for the treatment of Thakur, who, however, preferred to remain under Homeopathic treatment. Just as the youngest daughter of king Daksha set an example of devotion of a wife to her husband by sacrificing her life on her husband being abused by her father, so also Sarada Devi, who was the wife of Ramchandra in her previous birth, resorted to utmost austerity and penance lest the reputation of her husband be impaired by her own carelessness.

149 to 155.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং অত্যাশ্রিত শিগগণ জ্ঞান আহার বর্জন করিয়া পথ্য ও ঔষধের জন্ত জলপথ বা স্থলপথ দূর নিকটে কিছুমাত্র না ভাবিয়া জ্ঞান শূণ্য হইয়া পথ্য বা ঔষধের অনুসন্ধানে মত্ত হইয়াছিল ;

অন্তরলীলায়া' ৬৪ অঃ

এবং অশ্রু এক ভক্ত নিজের মনস্তষ্টির জন্ম ইন্দ্ৰাজ ডাক্তার আনিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন যেতাদ ডাক্তার রোগ পরীক্ষা ভালভাবেই করেন। চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক মতেই হইয়াছিল।

সত্যযুগে যেমন দক্ষ প্রজাপতির কনিষ্ঠা কন্যা দাক্ষায়ণী সতী দেবী পিতৃঘঞ্জে গমন করিয়া পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া দেহ পরিত্যাগ পূর্বক সর্বোত্তম সতী ধর্ম জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৪৯।১৫০।১৫১।১৫২।১৫৩

সেইরূপ সাক্ষাৎ করুণার মূর্তি ধারিণী ভগবতী মাতা সারদা দেবী সম্প্রতি সর্বকল্যান কারিণী বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রী পূর্ব সতী আবির্ভূতা হইয়া নিজের অসাবধানতা বশতঃ স্বামীর বিপুল ধনের হানি আশঙ্কা করিয়া দক্ষিণেথরে ঘেরূপ কঠোর ত্রুত অবলম্বন করিতেন। এখানেও সর্বদা সেইরূপ অমুঠান করিয়াছিলেন। ১৫৪।১৫৫।১৫৬।১৫৭

স্বামিনো গুরু গৌরবহানি মাগদ্বয় ভামিনী ।

দক্ষিণেশ্বর সংবাসে কঠোর ব্রতচারিণী ॥ ৭৫৬

যথাস্থিতা নিবিঁকারা তথাত্মাপি মদ্বীযমী ।

কঠোরাচরণ' দেবী মর্জ্জদামৌ সমাচরত্ ॥ ৭৫৭

অতঃ স্বয়' ভগবতঃ সিবার্থ' স্বামিনঃ সতৌ ।

প্রাণপাত' স্বীচকার নেদমাযয়্য' কারণ' ॥ ৭৫৮

পরম্বত্ব বহুজনৈঃ পরিপূর্ণ গৃহান্তরে ।

বিশ্বমানাপি সা দেবী গোচরনানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৭৫৯

কদা কেন প্রকারেণ সমাপ্তা জগদম্বিকা ।

অত্রস্থা বহুবো ভক্তা ন জানন্তীতি নিযিত' ॥ ৭৬০

অন্তঃস্নানীলায়াং ৬৪ অঃ

তথা মাতুঃ স্থিতে বার্তা ন জ্ঞাতা বহুভির্জনৈঃ ।

স্থিতাপি তত্র সা দেবী জনদৃষ্টেরগোচরা ॥ ৭৬৭

মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিত্সক শিরোমনিঃ ।

‘চিকিত্সার্থ’ সমাগম্য প্রত্যহ’ ঠাকুরস্বয়ং সঃ ॥ ৭৬২

It is no wonder that she would take so much pains to serve her husband. Even though the house was full of people, none could know how and when she would take her bath and meal. Even many of the visitors did not know that she was there in the house. The great physician Mahendra Lal Sarkar would remain for hours together everyday and carry on with holy discourse. 156 162.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব জগৎ স্বামী স্বামীর সেবার জন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম ইহঁদের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। পরন্তু এই গৃহ বহুলোকে পরিপূর্ণ হইলেও মাতা শৌচ স্নান পূজা ও ভোজনাদি কখন কি ভাবে সমাধা করিতেন। অথবা এখানে অবস্থান করেন যে সকল ভক্তবৃন্দ তাঁহারা কেহ কিছুমাত্র জ্ঞানিতে পারিতেন না। একথা স্রব সত্য। এবং বহিরাগত ব্যক্তি সকলও কেহই জ্ঞানিতেন না যে মাতা সারদা দেবী এইস্থানে আছেন।

অন্তরলীলায়াং ৬৪ অঃ

চিকিৎসক চূড়ামণি মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য প্রত্যহ আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিয়া প্রায় ২৩ ঘণ্টাকাল ভগবৎ কথ্য প্রসঙ্গে থাকিতেন ।

এবং বলিতেন আমি জানিনা আপনার উপরে আমার এরূপ ভক্তি কেন হয় । ১৫৮ হইতে ১৬৪

সমীপে সমুপাविश्य प्रायेन घटिका त्रय ।

पेश्वरीय प्रसङ्गेन तत्त्वज्ञानं स्तेनं यापितः ॥ ১৫৯

उक्तञ्च न ज्ञातमेतद्भवदुपरि मे तथा ।

अनुरागोऽभवद्ये न दृष्ट्वा त्वां गतवानपि ॥ ১৬০

स्वर्गहे सुखभाविन स्यात् न पारयाम्यह ।

केवलं भवतोभावं भावयामि पुनः पुनः ॥ ১৬১

नेदृगन্যं वित्तवन्तं कदाचिदपि रोगिन ।

प्रभूत वित्तदातारं न चिन्तयामি निश्चित ॥ ১৬২

मन्येऽहं मोहितयামি भवद्भिर्ভগবৎ পরৈঃ ।

अथवा त्वयि मे भक्तिर्जाता सदगुण दर्शनात् ॥ ১৬৩

पश्चाधुना दिनस्यास्य कोलो भूयान् गतोलय ।

त्यक्त्वा त्वां स्वर्गहे गन्तुं नेच्छामি च तथाप्यह ॥ ১৬৪

पीत्वा कथामृतং तेऽहं सम्प्रविष्टः सुधार्यवे ।

मन्ये त्वां देवदेवानामৌশ্বরং जगतां गुरु ॥ ১৬৫

He would say, "I cannot explain how and why I have been so much devoted to you that I do not find rest even after my return to my own

অন্তরলীলায়াং ৬৪ অঃ

house, as I think of you again and again. I never think of rich patients who give me lots of money. I think, I have been overpowered by your divine influence, or I have developed devotion to you for your godly qualities. You may please see that even the greater part of the day is passed. yet I do not like to leave you and go back to my house. Your utterings have opened up a world of joy to me, and I regard you as Divinity itself." 163 to 169.

বদ্বানুবাদ :-

যাহাতে আপনাকে দেখিয়া গৃহে বাইয়াও আমি সুস্থভাবে থাকিতে পারি নাই। কেবলমাত্র আপনার অবস্থাই বারবার চিন্তা করি। অল্প ধনী রোগীকে অর্থাৎ প্রচুর অর্থ দেয় একপ রোগীর জন্ত এমনত ভাবি নাই। আমার মনে হয় আপনার ভগবৎপরতাই আমাকে মোহিত করে। অথবা আপনাতে ভগবানের লক্ষণ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছি।

এখনই দেখুন এই দিনের অধিক সময় গত হইলেও আপনাকে ছাড়িয়া আমার নিজগৃহে বাইবার ইচ্ছাও হইতেছে না।

পরন্তু আপনার মুখনির্গত কথামৃতপান করিয়াই সম্প্রতি আমি আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছি।

অতএব আমি নিশ্চয় বুঝিলাম আপনি ভগবান দেবতাদিগেরও দেবতা জগদগুরু। ১৬৫/১৬৯.

अन्तरनीलायां ६४ अः

आशङ्कया रोगवृद्धे र्वहुभिः सह भाषणं ।
न कर्त्तव्यं भवद्भिस्तु सुनिर्दिष्टमिदं मया ॥ १७०
किन्त्वस्माभिः कयास्त्रापि रोगवृद्धिं न सम्भवेत् ।
स्वल्पं वाक्येन वाक्यानां तात्पर्यार्थं सुगृह्यते ॥ १७१
यत श्रितित्सकोऽहं वै विविन्ता कथयामि ते ।
अयं महेंद्रनानस्तु मयुरस्योत्तमः सुहृत् ॥ १७२
ठाकुरेणापि विदितः सरकारः पूर्वतस्तथा ।
यत स्वमिति संशोध्य ठाकुरं संबदत्तसौ ॥ १७३
ठाकुरोऽपि बभूवुस्तस्य सरकारं समुदीक्षते ।
तथान्यस्मिन्दिने सोऽयं ठाकुरमब्रवीत् स्वयं ॥ १७४
भवान् भगवतो वार्त्तां यामबदत् सुखेन तां ।
अवगन्तुं समर्थोऽस्मि प्राप्नोम्यान्न्दमुत्तमं ॥ १७५
किन्तु ते नन्दन भक्ताः सर्वधर्मं विघटिताः ।
वदन्ति केचन जनाः शचीनन्दनमायय ॥ १७६

“However, I advise you not to talk much as it may aggravate your disease. Exchange of a few words as between ourselves is not harmful.” Mahendra Lal was a friend of Mathuranath and so he was already known to Thakur since long, and talked in a very familiar way. Thakur also talked to him like a friend. One day Mahendra Lal said, “What you tell me about religion

and God is quite understood by me, and brings me great joy. There is, however, a group of people who bring about great confusion in our holy thoughts. Some advise worship of the son of Sachi.” 170 to 176.

বঙ্গানুবাদ :—

যাহাহোক আমি আপনাকে বিশেষভাবে বলিতেছি যে আপনি বহু লোকের সহিত বহু কথা বলিবেন না। তাহাতে রোগবৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। ১৭০

কিন্তু আমাদের মত লোকের সহিত কথোপকথনে রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কারণ আমরা অত্যন্ত কথার দ্বারাই তাৎপর্য লইতে পারি।

যেহেতু আমি স্মৃতিকিৎসক অতএব স্মৃতিস্থিত বাক্যই বলিয়া থাক। এই মহেন্দ্র লাল সরকার মথুরানাথ বাবুর প্রিয় বন্ধু তজ্জগৎ ঠাকুরও পূর্ব হইতেই ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারকে জানিতেন। এই জগৎ সরকারও ঠাকুরকে তুমি বলিয়া বলিয়াছিলেন। ১৭১।১৭২।১৭৩

ঠাকুরও সরকারকে বন্ধুর মতই দেখিতেন। তৎপরে আর একদিন সরকার ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। আপনি ভগবৎ কথা যাহা বলেন আমি তাহা ভালভাবে বুঝিতে পারি এবং পরমানন্দ উপলব্ধি করি। কিন্তু কতকগুলি নন্দনের দল আছে তাহারা ধর্মের সম্বন্ধে গোলোযোগ উপস্থিত করে। কতকগুলি লোক বলে শচীনন্দনের সেবা কর। কেহ কেহ বলে কৌশল্যানন্দন ভজ। ১৭৪।১৭৫।১৭৬

अन्तर्लीलायां दृष्टम्

कीशल्या नन्दनं केऽपि यशोदानन्दनं तथा ।
 मेरो नन्दनमित्यन्ये ह्येते सन्देहसागरे ॥ १७७
 जनान्निमज्जितान् कृत्वा खासरोधानं कुर्वत ।
 किन्त्वहं स्वविशुद्धार्थमौखरानुभवाय च ॥ १७८
 विज्ञानालोचनेनैव पाप्मसामि भगवत् कृपां ।
 भवत् कथामृतेनैव मया धर्मो विनिश्चितः ॥ १७९
 वाक्यव्ययम कृत्वा प्रभुर्महामदधीत् ।
 कृतार्थीकरणार्थाय केवलं कृपया तदा ॥ १८०
 तस्य शान्तस्वभावत्वादुच्चैर्गानोदुपपन्नम् ।
 मत्वा स शिचकस्तत्र गानं नक्तवान् सुधोः ॥ १८१
 दीर्घल्यं तस्य तद्दृष्ट्वाप्यदरेण तदा प्रभुः ।
 आह्वययुवकैकं भक्तं प्रोवाच गौतमिदम् ॥ १८२
 त्वमेवोच्चैःस्वरयुक्तो गानं कुरु सुपुत्रक ।
 भगवदाज्ञया भक्तयकार गौतमुत्तमं ॥ १८३

"Some others plead for the son of Kaushallya, some again for the son of Jasoda. Again others shout for the son of Mary. Thus we are thrown into the sea of doubts and feel strangled. I am, however, sure that I shall win the grace of God by knowledge and learning and also by your wise guidance." Without giving any reply to Sarkar, Thakur asked master to sing a song.

অন্যলীলায়াং ৬৪ অঃ

Considering that Sarkar would feel very uneasy by a loud song, Master remained mute. Thakur then asked a young disciple to sing aloud. He did it very nicely. 177 to 183.

বঙ্গানুবাদ :—

কেহবা বলে যশোদানন্দনের সেবা কর। কেহবা বলে মেরী নন্দনের আশ্রয় লও। এইরূপ নানাজনের নানা মতে সন্দেহসাগরে ডুবিয়া শ্বাসরোধ হইয়া থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় আমি আমার বিশুদ্ধির জন্য এবং ভগবদমুভূতির জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাই ভগবৎ কৃপা লাভ করিব। আপনার কথামতের উপদেশেই ধর্ম নিরূপণ করিয়াছি বা ধর্মের স্বরূপ বুঝিয়াছি। ১৭৭।১৭৮।১৭৯

সরকারের মনোভাব জানিয়া ঠাকুর আর বেশী কথা না বলিয়া সরকারকে কৃপাপূর্বক কৃতার্থ করিবার জন্য মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন একটি গান করত। মাষ্টার মহাশয় ডাক্তারবাবুকে অতি শাস্ত্র প্রকৃতির লোক জানিয়া উচ্চৈঃস্বরে গানে অশাস্তি হইবে। অতএব মাষ্টার মহাশয়ের গানে অসম্মতি দেখিয়া গীতজ্ঞ ঠাকুর একটি যুবক ভক্তকে বলিয়াছিলেন তুমিই একটি গান কর। সেই যুবকটি ঠাকুরের আদেশ লইয়া একটি অতি মধুর গান করিয়াছিলেন। ১৮০।১৮২।১৮৩

কী জানাতি কিটুক্ কালো ঘড়দয় নৈরদর্শন'

ব্রহ্মাণ্ডমাণ্ডসুদর' তস্যা: কীটুক্ প্রকাণ্ডতা ॥ ৭৮৪

যাদাধ:যতীতী যস্তু শ্রোমহীশ্বর সংস্রক: ।

ভগবান্ শঙ্কর: কিঙ্খিলানাত্যন্যে ন কেবল ॥ ১৮৫

अन्तर्लीलायां ६४ अः

लोकहास्यकरश्चेद' रामप्रसाद भाषण' ।
 बाहुचालनशक्तौव समुद्रतरण' यथा ॥ १८६
 अथवा वामनेनापिधार्यते किं निशाकरः ।
 मनः शक्नोति तौ बोधु' प्राप्नोनेति कथञ्चन ॥ १८७
 यदेद' गानमभवठठाकुरस्य च सविधौ ।
 योमुणोन्द्र गुप्त नामा तत्पार्श्ववर्त्तिवेशमनि ॥ १८८
 तद् गानमुत्तम' श्रुत्वा समाधि' स तदा विशत् ।
 तद्वह्ण्डायमानस्य लाटु भक्तस्य वै तदा ॥ १८९
 आशङ्क्य पतन' तस्य भावावेशादुगत स्मृतेः ।
 बाहुभ्यां तं विष्टत्येव श्रानिरञ्जन नामकः ॥ १९०

The purport of the song was this, "Who knows what is Kali like? She is not realised by the six branches of Philosophy. How big is She who carries these endless universe in Her belly? Lord Sankara who lies at the feet of Kali may know something about Her, but none else. Just as any attempt to swim across the sea or to catch the Moon by a dwarf is ludicrous so also it is quite futile to realise the Goddess by our mind and intelligence." On hearing this song Munindra Gupta lost his sense. Latu babu who was standing became also unconscious. Niranjana who attempted to hold Latu babu, became also senseless. 184 to 190.

অন্তরলীলায়াং ৬৪ অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

গানটি এইরূপ । কে জানেই কালী কেমন ।

যাঁর ছয় দর্শনে না পায় দর্শন ।

মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন ।

কালীপদ্ম বনে হংস সনে হংসী হয়ে করে রমণ ॥

আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন ।

কালী ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥

কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড তাঁর প্রকাণ্ডতা জান কেমন ।

মহাকাল জেনেছেন কিছু কালীর মর্শ্ব আছে কেবা জানে তেমন ॥

প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিধু যেমন,

আমার প্রাণ বোঝেছে মন বোঝেনা ধরবে শশী হয়ে বামন ॥

১৮৪ হইতে ১৮৭-

ঠাকুরের নিকট যখন এই গানটি হইতেছিল ঠিক সেই সময়ে
পাশের ঘরে ভক্ত মুণীন্দ্র গুপ্ত এই গানটি শুনিবার সময় সমাধির
হইয়াছিলেন । সেইরূপ ভাবাবেশ বশতঃ হতচৈতন্য দণ্ডায়মান লাঠি
ভক্তের পতন জানিয়া দুই বাহু ঘারা ধারণ করিয়া ভক্তপ্রবর বিরঞ্জনও
সমাধিগন্ত হইয়াছিলেন । এরূপ আশ্চর্য্য দৃশ্য প্রায় দেখা যায় না ।

১৮৮ হইতে ১৯১-

মক্তানী প্রবরঃ স্যোঃপি তদবস্থা সুপাংগমত্ ।

অমৃতপূর্ব্বং দৃশ্যোঃ ন মাথিনাচ্চিশৌচরঃ ॥ ৭৮২

যতী ভগবতী নাম গান শ্রবণমাত্রত ।

সমাধিঃ সম্বতী ছৌঃ দৃশ্ মক্তানুমেমবদুতম্ ॥ ৭৮৩

अन्तरजोलायां ६४ अः

ततः श्रीठाकुरः प्राह सरकारं देह संविदं ।
 त्वन्तु चिकित्सकश्रेष्ठः पश्यतेषां हठात् कथं ॥ १८३
 सुप्तसंज्ञा मुनि पुनः परीक्ष्य सत्त्वरं वद ।
 ठाकुरेनैवमुक्ताः न सरकारयाश्च सा तदा ॥ १८४
 परीक्ष्य प्राक् प्राणनाडीं पादनाडीं ततः परं ।
 यन्त्रयोगेन हृतपिण्डं चक्षुषो च कराङ्गमौनं ॥ १८५
 दत्त्वा तेषां सर्वविधां परीक्षां सुसमाप्य सः ।
 ठाकुरान्तिकमागम्य विस्मितस्तमुवाच ह ॥ १८६
 विज्ञानं शास्त्रविदुषामप्याकमिति नियमः ।
 सुप्तज्ञाना भवद्वक्ता मृताद्येते न संगतः ॥ १८७

It was very surprising that three devotees would become senseless on hearing a song. Thakur asked Sarkar to examine their condition. Sarkar instantly examined each of them as thoroughly as he could. He came back to Thakur and said, "According to the laws of medical science, they are dead." 191 to 197.

অন্ত্যলীলায়া ৬৪ অঃ

ইহারা চৈতন্যমূল্য হইল ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া বিশেষভাবে দেবিয়া আমাকে বল। ঠাকুর এইরূপ বলিবামাত্র সরকার তৎক্ষণাৎ সসব্যস্তে সেইসকল ভক্তের প্রাণনাড়ী পাদনাড়ী হৃৎপিণ্ড যত্র দ্বারা হস্ত দ্বারা চক্ষুর ভিতরে অঙ্গুলি দিয়া সর্বপ্রকার পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়া অশ্চর্য্যায়িত হইয়া বলিয়াছিলেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে আমাদিগের মতে আপনার এইসকল ভক্তের মৃত্যু হইয়াছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাই আমার বধার্থ ধারণা। ১৯২—১৯৭

ঠাকুরস্য জন্মভূমে নিকটস্থালয়ে ক্ৰচ্চিত্ ।

কীর্ত্তনানন্দ মগ্নস্য চেতনালুপ্ততাং গতা ॥ ৭৫৮

কুদাপি চেতনায়ুক্তো ননস্তু হরিকীর্ত্তনে ।

দৃষ্ট্বৈব তত্র ত্যজনা শ্রবদন্ বিস্মিতা স্তদা ॥ ৭৫৯

ঈদৃগাশ্চর্য্যং পুরুষঃ সমায়াতো মহোত্সবে ।

মরণং জীবিতদ্ব্যস্য ভবেদেব স্তন স্তন ॥ ২০০

অত স্তবেচ্ছয়ৈবৈ তে কৃপাঙ্গাঃ সিবকা জনাঃ ।

দৃষ্ট্বা যে ভবিষ্যন্তি নৈতদাশ্চর্য্যং কারণম্ ॥ ২০১

ততঃ সমাধিযুক্তাস্তে ঠাকুরস্য পদাম্পুজে ।

প্রণামার্থং যদায়াতা স্তদাসৌ সুচিকিত্সকঃ ॥ ২০২

বিদ্বানবিদতিশয়ং বিস্মিত স্তমুবাচ হ ।

পশ্যামি সর্ব্বমেবৈতন্ ক্রৌড়নং তথ নিখিতং ॥ ২০৩

সকাস্থি ভবতাঃ দ্ব্যাহ নিঃশ্রিপেণ পরাজিতঃ ।

অহঙ্কারো বলা বিদ্যা চিকিত্সামিজ্ঞতা মম ॥ ২০৪

অন্তঃসৌন্দর্য্য ৬৪ অ:

Once near the native village Thakur lost his senses in his joy in singing holy names. After a while he regained his senses and began to sing. People who were present there became very much surprised to see him dead and alive alternatively. It is therefore, no wonder that his disciples came back to life and gathered at the feet of Thakur. The famous physician became greatly astonished and said to Thakur, "I feel myself utterly defeated by your divine power, and my pride in the knowledge of medical science is now quite shattered." 198 to 204.

বঙ্গানুবাদ :—

কোন এক সময়ে ঠাকুরের নিজ বাড়ীর নিকটে সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে ঠাকুরের জ্ঞান লোপ হয়। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কীৰ্ত্তনে যোগ দিয়ানৃত্য করেন। ঠাকুরের এইরূপ ভাব দেখিয়া সেই সকল লোক আশ্চর্য্যায়িত হইয়া বলিয়াছিলেন। আমাদের এই হরিসঙ্কীৰ্ত্তন সভায় এমন একটি আশ্চর্য্য লোক আসিয়াছেন বীহার কণে কণে মৃত্যু হয় এবং কণে কণে বাঁচিয়া উঠেন। অতএব আপনার ইচ্ছামুসারেই আপনার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া আপনার বহুতর সুসন্তানগণ এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয়। ১৯৮ হইতে ২০১

অম্মান্নোমায়া' ৬৪ অঃ

তৎপরে সেইসকল নিষ্কলুষ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানলাভ করতঃ
ঠাকুরের পদতলে আসিয়া প্রণাম করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে তখন
বিজ্ঞানবিৎ ডাঃ সরকার অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন
আমি দেখিতেছি যে ইহা আপনারই জীড়া ভিন্ন আর কিছুই নয়।
আজ আমি আপনার নিদে বিশেষভাবে পদাঙ্কিত হইলাম। আমার
অহঙ্কার বিচাৰল চিকিৎসা ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতিতে যাহা কিছু অতিমান
ছিল আজ সেইসকল সম্পূর্ণরূপে বিচূর্ণ হইল। ২০২২০৩২০৪

যত্ক্ষিঞ্চিদস্মি দণ্ডেয় সৰ্ব্বং সখ্যার্থী গতম্।
ভয়ান্ যদি বদেদ্যদ্যং যি শ্রাব্য তব দর্শনে ॥ ২০৫
সমায়াতা স্তত্ পাশুকা মাংসং ধৃত্বা স্বমস্তকী।
স্বচ্ছন্দং রাজমাগে'হুং সঙ্ঘরামি সগৌরবং ॥ ২০৬
শ্রুত্বৈদং ঠাকুরঃশ্রী স্বল্লপছাস্য পুরস্করং।
ত্বমগৌরব মছৌদয় জনো বিদ্বান্ বিচরণঃ ॥ ২০৭
মিথক্ শ্রেষ্ঠতমত্বোত্তে প্রতিষ্ঠাভূদরৌয়সী।
বাগীবতে কথ্যং সমা যতস্বং সজ্ঞানো মহান্ ॥ ২০৮
কৃতার্থী কৃত এবাসৌ ঠাকুরেণ চিকিত্সকঃ।
মত্বা শ্রীভগবন্তং তং ন নামদণ্ডবদ্ধুবি ॥ ২০৯

"If you so like, I can walk along the streets of the city with the garland of your visitors' shoes on my head, and take it as a matter of great honour." On hearing this Thakur said with a smile, "You are a great scholar and the best of

অন্তঃসৌন্দর্য্য ৬৪ অঃ

physicians of modern times. What you have said is as good as what you would have done." Thus Thakūr blessed the physician who fell flat before Thakur with utter submission and great devotion. 205 to 209.

বঙ্গানুবাদ :—

আপনি যদি বলেন যে আমার দর্শনার্থে যাহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের পাদুকায় মালা গলদেশে ধারণ পূর্বক আমি স্বচ্ছন্দে রাজপথে সগৌরবে বিচরণ করিতে পারি। সরকারের কথা শুনিয়া ঠাকুর ঐষৎ হস্ত-সহকারে বলিয়াছিলেন। আপনি অতিশয় ধার্মিক বিদ্বান্ মহাশয় ব্যক্তি এবং চিকিৎসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বশতঃ আপনার প্রার্থনা বড়। আপনার বাক্যই কার্য্য যেহেতু আপনি অতিশয় সজ্জন।

এইরূপে ঠাকুর মহেন্দ্রলাল সরকারকে কৃতার্থ করিলে ডাঃ ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান্ মনে করিয়া ভূমিলুপ্তিত হইয়া সাক্ষাৎ প্রণাম করিয়াছিলেন। ২০৫—২০৯

স্বরূপং দর্শয়োযাস ভগবানপি তং তদা ।

পুনরাগমনন্তস্য কিং भविष्यति भূতলে ॥ ২৭০

যৈ স্তদা শ্রীভগবতঃ সান্নিধ্যং বাচসগীচরং ।

কৃতম্ভৈ স্তস্য কৃত্য স্বরূপমবলোকিতং ॥ ২৭৭

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते
पारमहंस्यां संहितायां श्रीरामकृष्ण देवस्य केयव सेन समागम

অন্তরলীলায়াং ৬৪ অঃ

স্তায়া পানিহাটী গ্রাম গমনে রোগাশ্রমাত্ পরং বাগবাজার বলরাম
মন্দির শ্যামপুষ্করিণী স্থানে ক্রমাৎগতি শ্রেষ্ঠ চিকিত্সক মহেন্দ্র
লাল সরকার' প্রতি স্বরূপ দর্শনাদিনা ক্তার্থী' কারণ রূপো'ন্তা-
লীলায়া: পঠোচ্যায়: ॥ অঃ ৬।

Thakur showed his divine self to that physician. Will it be possible in this Kali Yuga to have such occurrence repeated?

210 to 211

Here ends the sixth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Shri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. (অঃ ৬)

বঙ্গানুবাদঃ—

ভগবান ঠাকুর ও ডাঃ মহাশয়কে নিজের স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।
এই যোগ কলি যুগে আর কি এরূপ ভক্ত ও ভগবানের সাক্ষাৎ
সম্মিলন পৃথিবীতে কখনও কি সম্ভব হইবে। ২১০।২১১

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে
ঠাকুরের কেশব সেনের সহিত সম্মিলন।

পানিহাটী গমনে রোগাশ্রমাত্তি। দক্ষিণেশ্বর হইতে বাগবাজারে
বলরাম মন্দিরে শ্যামপুকুরে আগমনান্তে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে
কৃপাকরণ প্রভৃতি অন্তরলীলার বর্ণনা অধ্যায়ে বলা হইল।

অঃ ৬, অঃ ১১

पन्तःसौत्वायां ७म शः

ठाकुरस्य महाभक्तः सुरेन्द्र मित्र नामकः ।
 लब्धगुरोः कृपारूपमाप्त्वा ससाधको महान् ॥ १
 कलावशमेधतुल्या दुर्गापूजेतिर्या विदुः ।
 बहु बाधामतिक्रम्य पूजाचक्रे यथाविधि ॥ २
 दुर्गेव श्रीरामकृष्णः साक्षात् श्रीभगवान् स्वयं ॥
 साधकानां हितार्थाय भक्तमूर्ति परिग्रहं ॥ ३
 कृत्वाधिर्भूय भगवान् सौत्तामानन्ददायिनीं ।
 युगे युगे प्रकरोति मर्त्य लोके विधिपतः ॥ ४
 अखण्डानन्दरूपोऽयं भगवान् भक्तवत्सलः ।
 शुभे महाष्टमोदिने सन्धिपूजा समागमे ॥ ५
 पूजाम खप आगत्य दिव्यदृष्ट्या स ठाकुरः ।
 अपश्यत् प्रासुरेन्द्रस्य भक्तियोग पभावतः ॥ ६
 प्रतिमायै जगन्मातुः साक्षादुदयमात्मनः ।
 भक्त गदगदरूपेण समेतुः क्लारुटन्मुहुः ॥ ७

With the permission of Thakur. Surendra Nath Mitra celebrated Durga Puja after overcoming great impediments. Like Durga, Sri Ramakrishna also manifests himself in different yugas for the well-fare of devotees. Thakur went to see the Puja on the Mahastami day, and found that the Goddess had appeared in the image and Surendra Nath was shedding tears of joy with his eyes fixed on the Goddess. 1 to 7

অন্যলোনায়া ওম স্বঃ

বঙ্গানুবাদ :-

সাধক চূড়ামণি মহাভক্ত স্বরেন্দ্রনাথ মিত্র ঠাকুরের কৃপাদেশ পাইয়া কলিয়ুগে যে পূজাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ বলে, বহু বাধা অতিক্রম করিয়া সেই দুর্গা পূজা করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই সাধকগণের মঙ্গলের জন্য সেই সেই মূর্তি পরিগ্রহ পূর্বক আবির্ভূত হইয়া প্রতি যুগে আনন্দময়ী লীলা এই মর্ত্যলোকে প্রকাশ করেন।

পূর্ণানন্দ স্বরূপ ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং মঙ্গলময় মহাষ্টমী দিনে সন্ধি পূজার সময়ে স্বরেন্দ্র বাবুর পূজা মঙ্গলে যাইয়া দিয়া দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। স্বরেন্দ্র নাথের ভক্তির প্রভাবে প্রতিমাতে জগন্মাতা দুর্গার সাক্ষাৎ আবির্ভাব হইয়াছে। এবং স্বরেন্দ্রনাথ ভক্তি গদগদ চিত্তে মা মা বলিয়া পুনঃ পুনর্বার রোদন পূর্বক গলদেশে বস্ত্রের সহিত করবোড়ে মা দুর্গার পাদপদ্মে একাগ্র-চিত্তে দৃষ্টি পূর্বক অশ্রু জলে বকঃবল প্রাবিত করিয়া মহাভাবে বিভাবিত হইয়াছেন। ১ হইতে ৭

মানুঃ পদে ন্যস্তহৃষ্টির্গনবস্ত্রজ্ঞানলিঃ ।

অশ্রুভিঃ সংসিক্তবস্ত্রা মহ্যমাধা গত্য সঃ ॥ ৫

হৃদৈব ঠাকুরস্তস্য দুর্গামক্তিমুবাচ হ ।

শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যন্তদভক্তিগাম্ভীর্যদিত মনস্ক ॥ ৬

অশ্রু কস্য তপোযোগাদশ্রু ন স্যাতিগয়নাৎ ।

আমিহৃদ্যাশ্রু বিম্বানাং দেবঃ সান্বিধ্যমিচ্ছতি ॥ ১০

মর্জ্যমিতন্ম সুবিন্দস্য ললিতং প্রভুনা তদা ।

ভক্ত্যা সুবিন্দনাথস্য সুপীতষ্টাকুরো মহান ॥ ৭৭

পরম্বল্লীকিকীলস্য পূজা সংগৃহ্য যত্নতঃ ।

প্রত্যগম্য স্ব ক ধাম বিনন্দ প্রমুখাং সুদা ॥ ৭২

অন্তঃসীলায়া' ওম অঃ

সুসন্তানগণা স্তস্য সুরেন্দ্রস্য ক্তার্যতী ।

অপূর্ব পূজাখ্যাপারমুচ্ছা চ সবিশেষতঃ ॥ ৭৯

জগন্মাতুঃ প্রসাদাৎ ঘৃহণার্থ' স ঠাকুরঃ ।

প্রদেয়ামাস তান্ সর্বান্, সুরেন্দ্র ভবন' তদা ॥ ১৪

Thakur was pleased to see that the Puja was grandly successful inasmuch as everything was arranged according to prescribed procedure and the worship was performed with great devotion. On coming back to Dakshineswar Thakur told his disciples what he had seen, and sent them to the house of Surendra Nath to take the offered rice. 8 to 14

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর শুরেন্দ্রনাথের এইরূপ ভক্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন ভক্তিশাস্ত্রে যে সকল মঙ্গলময় সিদ্ধান্ত বাক্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই অর্বাৎ পূজকের সাধনার যোগ পূজোপকরণের ঠিক ভাবে আয়োজন। এবং প্রতিমার মূর্তি ধ্যানানুসারে গঠন হইলে সেইস্থলে দেবতার আগমন নিশ্চয় হয়। ঠাকুরের কৃপায় শুরেন্দ্রনাথের কোনটিরই ক্ষতি হয় নাই। শুরেন্দ্রনাথের ভক্তি দ্বারাই ঠাকুর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

পরন্তু ঠাকুর শুরেন্দ্রনাথের নিকট বিশেষভাবে পূজা গ্রহণ করিয়া পুনর্ববার দক্ষিণেথরে আসিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সন্তানসকলকে

অস্ত্রালীলায়াং ৩ম অঃ

সুবেশ্বনাথের পূজার সাক্ষ্য এবং পূজার পারিপাট্যে অত্যশ্চর্যরূপে
বলিয়া জগদম্বার, প্রমাদ, ঐশ্বরের স্মৃতি সকলকে স্মরণবাবুর গৃহে
পাঠাইয়াছিলেন । ৮ হইতে ১৪

ততঃ পরং স ভগবান্ চিন্ময়ী ভবসুন্দরী ।

কালিকাং দক্ষিণাং দেবীং সম্যজয়িতুমুদ্যতঃ ॥ ৭৫

কালীপূজাদিনে প্রাতঃ স্নানান্নয় যত্নতঃ ।

উবাচাদ্যাশক্তি মাতুরদ্যাবির্ভাব্যামরে ॥ ৭৬

অতোঃস্ব কালিকাং দেবীমর্চয়ামিতিথিচয়ৈ ।

সাত্বিকান্যর্চনং দ্রব্যান্যানয়েত সুসংস্করং ॥ ৭৭

নিশায়াং ভক্তবর্গস্থে পূজোপচারসুতমং ।

ঠাকুরায় সমানয়েত দত্তবস্ত্রোমুদান্বিতাঃ ॥ ৭৮

পূজাকালে স ভগবান্ দিব্যভাব পুরঃসরং ।

পুষ্পং দত্ত্বা স্বয়ং গিরসি প্রোবাচ তানিদং বচঃ ॥ ৭৯

সর্বং শূন্যং জগন্মাতঃ কালিকায়াঃ স্বরূপকং ।

চিন্তয়ত চিত্তপটে ভক্তিভাবেন ভাবিতাঃ ॥ ৮০

তৈ সর্বৈতত্তয়া স্তবো যচ্ছোক্তং গুরুণা তদা ।

পরং সপাদমুদ্রায়া ভক্তং যং বিন্ধি ঠাকুরঃ ॥ ৮১

Thereafter Thakur intended to perform Kali Puja on the day of the new moon, and asked his disciples to bring the requisite things on that night. The things which were required for the puja were collected nicely. At the time of

অন্তরীলায়া ওম জ:

worship Thakur advised his disciples to meditate upon the image of the Goddess. All his disciples did so. But the devotee who was called by Thakur as worth one Rupee and a quarter thought within himself. 15 to 21

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব চিন্ময়ী ভব সুন্দরী মাতা দক্ষিণা কালিকার পূজার জন্ম অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া কালী পূজার দিনে প্রাতঃকালে ভক্তবর্গ সকলকে যত্র পূর্বক ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। আজ আজ মহাশক্তির আবির্ভাবের দিন অতএব এই অমাবস্যা দিনে আমি কালী পূজা করিব। তোমরা পূজার উপযোগী সার্বিক দ্রব্য সকল শীঘ্র আয়োজন কর।

ভক্তবর্গ আনন্দিত হইয়া সন্ধ্যার পর অত্যুত্তম পূজার দ্রব্যসকল আনয়ন পূর্বক ঠাকুরকে দিয়াছিলেন। ১৫।১৬।১৭।১৮

পূজার সময় ঠাকুর দিব্যভাবে ভাবিত হইয়া সেই সকল ভক্ত বর্গকে বলিয়াছিলেন। তোমরা সকলে ভক্তি ভাবে জগন্মাতা কালিকার মূর্তিটি মনোমধ্যে চিন্তা কর। গুরুর উপদেশ মত সেই সকল ভক্ত সেই ভাবে চিন্তা করিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর ষাঁহকে পাঁচ সিকার ভক্ত বলিয়া বলেন। ১৯।২০।২১

তেনৈব শ্রীগিরোশ্বিন মনসেদং বিচিন্তিতং ।

প্রত্যক্ষদেয়তাং হিত্বা কথমন্যাং ভজাম্যহং ॥ ২২

এবং প্রাণাধিগময়ান্মামেত্যুক্তা তদাহি সঃ ।

দদৌ গুণ্যাম্রলিং ভক্ত্যা ঠাকুরস্য পদাঙ্গযোঃ ॥ ২৩

अन्त्यनीलायां ॐ अः

ठाकुर स्तूचनादेव दिव्यभाव विभावितः ।
 भूत्वा प्रसन्नवदना वरामयकरा तदा ॥ २४
 अपूर्वज्योतिषां मध्ये कालिकायाः स्वरूपक ।
 स्वात्मानं दर्शयामास भक्तेभ्यः कृपया प्रभुः ॥ २५
 श्रीरामकृष्ण रूपाया स्तदा ते भक्त सत्तमाः ।
 कालिकाया जगन्मातुः सच्चिन्मय्याः पदाम्बुजि । २६
 पुष्पाञ्जलिं सम्प्रदाय कृतार्थाश्चभवं स्तदा ।
 श्रीरामकृष्ण लीलेयं कालीरूपा सनातनो ॥ २७
 पदं श्यामपुष्करिण्यां यत्किञ्चित् सुस्थितां गते ।
 प्रभो तदासरकारेण स्थानादधोन्महारवात् ॥ २८

"Why should I worship the Goddess disregarding the living God I see before me?" Being inspired with this thought Sri Girish Sen worshipped with great ardour the the feet of Thakur. At once Thakur transformed himself into the shape and appearance of the Goddess with divine brilliance, and showed his Divine self to his disciples who felt themselves blessed and worshipped the feet of Thakur in the shape of Kali. When Thakur felt a little better at Shampukur, Sarkar thought that it would be better if Thakur be removed from that house which was so full of noise and lacking in the ventilation, 22 to 28

অন্তরলীলায়াং ৩ম অঃ

সেই ভক্ত গিরীশ মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে প্রত্যক্ষ দেবতা ভগবান ঠাকুরকে পরিত্যাগ করিয়া কেন অন্য দেবতা কালীর ভজন করিব। এইরূপ প্রাণের আবেগ বশতঃ সেই সময়ে গিরীশ মা মা এই কথা বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে ভক্তি পূর্বক পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন। ঠাকুর ও ভক্তগণের দিব্য ভাবে বিভাবিত চতুর্ভুজে ঋগুগমুগ বর এবং অভয় করা হইয়া প্রসন্ন বদনা প্রভু নিজকে অগূর্ব জ্যোতির মধ্যে রূপা, পূর্বক ভক্তবৃন্দকে কালিকার মূর্তি দর্শন করাইয়া ছিলেন। তখন সেই সকল ভক্তবৃন্দ রামকৃষ্ণ রূপিনী কালিকাকেই স্ব স্ব হৃদয়ে মনে করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ২২।২৩।২৪।২৫।২৬

ঠাকুরের কালী মূর্তি ধারণ ইহা একটি সনাতনী লীলা হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে শ্রাম পুকুরে কিংকিৎ স্তব্ব হইলে সরকার বলিয়াছিলেন এই স্থান কোইহল পূর্ণ বশতঃ ২৭।২৮

ভাস্কর্য্যমুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ
 স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ ॥ ২৫
 কনিষ্ঠায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ ॥ ২৬
 স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ ॥ ২৭
 স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ ॥ ২৮
 স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ ॥ ২৯
 স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ ॥ ৩০
 স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ ॥ ৩১
 স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ স্যামুদ্রায়াঃ ॥ ৩২

চন্দ্রশীলোলায়াং ওম শ্রী:

বাসায় শ্রীভগবতো রোগীষ্মম হৈতবে ।

ফলপুষ্প সুশোভাট্য বহুত্বচ্চ সমন্বিতা ॥ ২৪

বহুত্বচ্চ বহুত্বচ্চযুতা সুপ্রসূতাঙ্গনা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তানাং মাতৃনামপি সংস্থিতিঃ ॥ ২৫

So he advised that Thakur should be removed outside Calcutta to a place with sufficient light and air. In a few days the disciples searched out a house at Cossipore. The house was owned by Gopal, son-in-law of Maharani Katyayani. It was a two-storeyed house with several spacious rooms, surrounded with a garden, quite suitable for his disciples to stay in and also for Sri Ramkrishna to live a quite, happy and peaceful life. 29 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

এবং উক্ত বায়ু না থাকায় যে স্থানে সূর্য্য কিরণাদিতে উদ্ভাসিত অর্থাৎ খোলা জায়গা মাঠ বা বাগানাদিতে অবস্থান করা আমি ভাল বলিয়া মনে করি। আমার মতে কহিকাতার অনতি দূরে থাকাই ভাল। এই মত করিলে রোগ মুক্তির সম্ভাবনা মনে করি। ২৯।৩০

ভক্তবৃন্দ ডাক্তারের কথা শুনিয়া সেইরূপ গৃহের সন্ধানে ২৩ দিনের মধ্যেই একটি উত্তম স্থান পাইয়া ছিলেন। কলিকাতার উত্তরাংশে কানীপুর নামক স্থানে ৮সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দিরের নিকটে মহারানী কাত্যায়ণীর জামাতা গোপালবাবুর বাগান বাড়ীটিই ভক্তগণ

অন্তরলীলায়াঁ ওম শ্রী:

দ্বির করিয়াছিলেন এই বাগানের মধ্যে দ্বিতল বিস্তৃত বাড়ীতে ঠাকুরের অবস্থান হইলে রোগ মুক্তির বিশেষ সম্ভাবনা বাগানটি ফল পুষ্প স্নোভিত বৃক্ষ সকল এবং বড় বড় বহু গৃহ গৃহাঙ্গন প্রশস্ত উন্মুক্ত বায়ু নির্ভর শান্তিভাব অতএব স্থানটি অতীব রমণীয় ঠাকুর সেবক ও সেবিকা প্রভৃতির সকলেরই অবস্থান অতি উত্তম হইবে। ৫১ হইতে ৫৫

ভবেদয়ব্রানন্দময়ী তদুদ্যান' মনস্তর' ।

'সর্বোপরি ঠাকুরস্ব্য বাসগৃহ' স্মৃতিপিত' ॥ ২৬

ততঃ কোদণ্ড সংক্রান্তিগাঃ পূর্বোঃ স্তম্ভি শুমচণ্ডিকা ।

শ্রীসারদাং পুরস্কৃত্য শ্যামপুষ্করিণী গৃহাৎ ॥ ২৭

সর্বমঙ্গল দাতার' প্রভু' তে শিবিকান্তর' ।

মৌত্বা কুর্বন্ত বৈ যাত্রাং কাশ্যাপুর গৃহ' প্রতি ॥ ২৮

সুখপালিত সন্তানাদিনিনা' যুবকায় য়ে ।

সাক্ষাৎ শ্রীমুতনাথস্ব্য সেবা' মূতগণৈর্বধা ॥ ২৯

তথা তৎ সেবনৈবধাঃ স্নানাদ্বার বিম্বোজ্জতাঃ ।

কুর্বন্তি ভক্তিভাবেন মূতমুক্ততয়ৈ কুপেচস্বঃ ॥ ৩০

দৃষ্টেয়' শ্রীনরেন্দ্র স্নানাহ্বয় সবধে মহান্ ।

গীতগাথাদিনা সর্বান্ পরিতোষ মহামতিঃ ॥ ৩১

ভত্সাহবর্চন' সেবা' কারয়ামাস সুব্রতঃ ।

জ্ঞাতমেব' শ্রীনরেন্দ্রনাথেন ত্রিদিতাत्मনা ॥ ৩২

On the day before the last day of the month of Agrahayana, with Sarada Devi going ahead, and Shri Ramakrishna inside a palankin, all the disciples left the house at Shyampukur for

অন্তঃসৌন্দর্য্য ওম শ্র:

Cossipore. The young men who were born and brought up in wealth and luxury were always eager to serve Thakur without the least care for themselves. On seeing this Narendranath encouraged them by pleasing them with songs and music. For Narendranath felt that if the young men would find joy in doing their service his end would be achieved. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

সেই বাগান বাড়ীর উপরিস্থ গৃহে ঠাকুরের অবস্থান হইবে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইলে অগ্রহায়ণ মাসের ২১ দিন থাকিতে সর্বমঙ্গলা মাতা সারদাদেবাকে অগ্রে লইয়া সর্বমঙ্গলময় ঠাকুরকে ভক্ত সকল শিবিকা মধ্যে আরোহন করাইয়া কান্দিপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ধনীর সন্তান অতএব সুখ লালিত যুবক ভক্ত সকল সাক্ষাৎ ভূতনথের সেবা ভূতগণ যেরূপ করিয়া থাকেন। ভূতভাব মুক্তির জন্য কৃপা প্রার্থী হইয়া যেরূপ সেবা করেন। সেইরূপ যুবক ভক্তগণ ঠাকুরের সেবায় সসব্যস্তে স্নান আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

৩৬ হইতে ৪০

মনা ম্যানন্দযুক্তানি যুবকানো ভবন্তি চেত্ ।

তর্হ্যস্মাক' কার্য্যসিদ্ধির্মবেদেষ ন সংশয়: ॥ ৪২

একোপরি বহুকায়্য'ভারদানি ক্তে সতি ।

নৈকমপি মৃমম্মস' ভবেত্ কার্য্য' সুনিধিত' ॥ ৪৪

অন্তঃসলোয়ায়াং ২ম অঃ

অতঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্যং বিদ্যো নরেন্দঃ শ্রেষ্ঠ সাধকঃ ॥
 এক যিকিতৃসম্ভাগারিষ্টোপধানযনায বা ॥ ৪৫
 অন্যঃ পথ্য সংগ্রহার্থং বিত্তার্থং মন্য এব বা ।
 এব' নিযোজিতাঃ সৰ্ব্ব্য যুবকাস্তো মহাত্মনা ॥ ৪৬
 ঘটীয়ন্ম' দ্বারমেকং চালিতশ্চৈদ জনৈর্যদি ।
 তর্হি বহুচণং যাযত্ গতিস্তস্য ভবেদিতি ॥ ৪৭
 তদ্বদন ভগবতঃ সেবা তেন প্রচালিতা ।
 তবস্থা গৃহিনঃ সৰ্ব্ব্য কুর্ব্বন্নর্থং সছায়তাং ॥ ৪৮
 তদোক্তঃ শ্রীবলরামষ্টাকুরেণ কৃপালুনা ।
 ত্বমেব সম পথ্যাদিদ্রব্যং সংযোজয়িষ্যসি ॥ ৪৯

Narendranath was wise enough to give different charges to each of them. One was employed to get the medicine, another to get the diet and some other to collect money. Thus everything was managed smoothly and peacefully. The people of the locality donated generously for the purpose. Thakur asked Balaram to procure his diet. 43 to 49

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ সেবিয়া সেবক চূড়ামণি নরেন্দ্রনাথ নিজ নিকটে আনিয়া গীতবাছাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করাইয়াছিলেন । ৪১।৪২

জন্মালীলায়া ওম অ:

নরেন্দ্রনাথ জানিতেন যদি যুবকগণের মন আনন্দে থাকে তবে, আমাদের কার্য সিক্তির কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। একজনের উপর বহুতর কার্য ভার অর্পণ করিলে একটি কার্য ও সুসম্পন্ন হইবে না। ইহা ঐক্য সত্য অতএব সর্ব কার্যে অভিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথ কোনও একটি যুবকে ডাক্তারের গৃহে ঔষধ আনিবার জন্ত কাহাকেও বা পথ্য সংগ্রহের জন্ত অন্য একজনকে অর্থ সংগ্রহের জন্ত এইকপ ভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ যুবক বর্গকে বধারীতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৪৩ হইতে ৪৬

যেমন ঘড়ীতে একবার দশ দিলে অনেককণ পর্য্যন্ত চলে। সেইকপ এখানে ঠাকুরের সেবা ঠিক ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। এবং কাশীপুর নিবাসী বহু গৃহস্থ বহু প্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন।

এবংদয়াল ঠাকুর সেই সময় বলরাম বহুকে বলিয়ালিন তুমি আমার পথ্য সংগ্রহ কর। ৪৭, ৪৮, ৪৯

তথ্যোদারবুদ্ধিযুত সুরেন্দ্রনাথ সেবকঃ ।

উক্ত স্বত্বমস্য গৃহস্য ধ্বামিনঃ পরিতোষয় ॥ ৫০

গৃহীতঃ সুখ, সানন্দঃ তাভ্যামপি গুরোর্বচঃ ।

এবং শ্রীঠাকুরনৈব ব্যাঘ্রায়া সুনিচপিতা ॥ ৫১

তত্র কাশীপুরোদ্বানে পূর্বতঃ পরমাत्मনঃ ।

সুখ্যতামবলোক্যেব ভক্তাস্তে ঽতীত্ব, নান্দিতাঃ ॥ ৫২

পরন্তু পরিচর্য্যান্তে লিপ্তাঃ ভজনসাধনে ।

নরেন্দ্রনাথ প্রমুখাঃ ভক্তাঃ কতিপয়াচ্যতে ॥ ৫৩

একত্র মিলিতাঃ সর্ব্বাঃ ভজনীয় কাথ্যান্তরে ।

ভক্তচুড়ামণিঃ প্রাহ ভক্তমঙ্কলং হিতবে ॥ ৫৪

অন্তঃসৌন্দর্য্যং ৬৪ অঃ

নিত্যধ্যানং যয' কুম্মোঁগিহাভ্যন্তর' স'স্থিতাঃ ।

অদ্য' মম্ম'বিনিস্তানাং নাগাসম্ম'সিনা' মটক' ॥ ৫৫

মজামঃ শ্রীমগদন্ত' বাসনে'ণা মমোদিতা ।

মম্ম' বা কুত্ৰ' প্রাপ্তসামঃ স'রুজত' সাধুমম্মত' ॥ ৫৬

Surendranath was asked to pay rent of the house. Both of them gladly accepted their charges. The disciples were happy to see Thakur improving in his health. Some of them headed by Narendranath devoted themselves to holy pursuits after discharging their services to Thakur. In course of holy discussions Narendranath said, "Usually we meditate in a room. Today I intend to emulate the practice of naked ascetics with bodies smeared with ashes. But, how can the holy ashes be available?" 50 to 56

বঙ্গানুবাদ :—

এবং উনার বুদ্ধিযুক্ত শ্রব্রেন্দ্রনাথ ভক্তকে বলিয়াছিলেন তুমি ঘর ভাড়া দাও । নরেন্দ্র ও শ্রব্রেন্দ্র ইহারা দুইজনে আনন্দের সহিত শুক বাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । ৫০

এইরূপভাবে ঠাকুর নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়াছিলেন । সেই স্থানে ঠাকুরের পূর্বাপেক্ষা বোগের উপশম দেখিয়া ভক্তবর্গ আনন্দিত হইয়াছিলেন । ৫১ ৫২

অন্তরলোলায়া' ৬৪ অঃ

পরন্তু ঠাকুরের সেবা ও শুশ্রূষার শ্রেষ্ঠ ভক্ত নরেন্দ্র প্রকৃতি ভক্ত
হৃদয় সাধন ভজনে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ৫৩

ভক্ত সকলে ভজন বিষয়ের কথার বার্তার মধ্যে ভক্ত শ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র
নাথ ভক্ত সকলের মঙ্গলের জন্য বলিয়াছিলেন আমরা প্রতিদিন গৃহের
মধ্যে থাকিয়া ভজন সাধন করিয়া থাকি। অথ আমরা নাগা
সন্ন্যাসীদের মত ছাই মাখিয়া ভজন করি। আমার মনে আজ এইরূপ
একটি ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ সাধুগণের অনুমোদিত ভক্ত হই বা
আমরা কোথায় পাইব। ৫৪।৫৫।৫৬

এধং বিচিন্ত্য তে সৰ্ব্বং ভক্তা বাল স্বভাবক্কাঃ ।

তামাকু ভক্তমং গৃহ্য ক্ত্বা মাং বিলোপনম্ ॥ ৫৩

আনীয় যচ্চপত্নানি প্রজ্বালাম্বিনী' সমুজ্জ্বল' ।

পদ্মাসনেঘোষদ্বিগ্ন কৌপীনমাত্র ধারিণঃ ॥ ৫৮

নেত্রনিমরয় তে সৰ্ব্বং ধ্যানমগ্না স্তদা ভবন্ ।

তত্রাজ্যাদুতি যোগাৎ সাব্যগ্নিশিষ্টাশ্ববর্জিত ॥ ৫৮

এবং পূৰ্ব্বসংস্কারজা যামনা দগ্ধতা' মগ্নাঃ ।

তথাই শ্রীঠাকুরের লপযা কামগ্ন্যতা' ॥ ৬০

প্রান্তবস্তাঃ সৌক্যমুদে নিত্যশুভ চিদামতা' ।

সায়দা দেহনম্বম্বী জীবানা' সম্ভবেদিতি ॥ ৬১

অপারোক্ষ্যেণ স্নাত্বাপি অনরেন্দ্রোঃ সমাসমান্ ।

জনকস্য ব্যবহারজোবিনঃ স্বর্গমাৎ পরং ॥ ৬২

যিক্রিপু' স্নাতা' বিদ্যহুতিমত্মসমাপট্যান্বিতঃ ।

আনীয় তদুপযোগি স্নাতা' বিশ্রাম মগ্নানি ॥ ৬৩

অস্ত্রান্নোলায়ী ওম অঃ

They collected ashes left after smoking tobacco and smeared their bodies with it. They also made fire with dried leaves and wore a piece of cloth to gird their loins. Then they sat all around the fire and meditated with closed eyes. By doing so they purged themselves of all impurities and attained divine wisdom. After the death of his father Narendranath began to study books of Law with a view to take up the profession of a lawyer like his father. 57 to 63

বঙ্গানুবাদ :

এইরূপ ভাবিয়া বালকের মত উদার স্বভাব ভক্ত সকল তামাক খাইলে যে সকল ছাই হয় সেই সকল ভস্ম সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ গাত্রে লেপন পূর্বক শুষ্ক পত্র সকলকে ধূনী স্থানীয়রূপে অগ্নি সংযোগ করতঃ প্রত্যেকে পদ্মাসনে বসিয়া কেবলমাত্র কোপীন ধারণ করতঃ চক্ষুঃস্থ মুদ্রিত করিয়া সকলেই ধ্যান মগ্ন হইয়াছিলেন। ৫৭।৫৮

স্বতাহতি বশতঃ সেই অগ্নি শিখা বিশেষ ভাবে বর্জিত হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে ভক্ত বর্গের পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারজাত বাসনা সকল দহ হইয়াছিল। এই স্থানে সেইরূপ সেবক সকল ঠাকুরের কৃপায় নিকাম হইয়া নিত্য শুদ্ধ পরব্রহ্মের মায়া দ্বারা জীব সকলের এইটি সাক্ষাৎ রূপে জানিয়াও এই আত্মারাম নবোক্ত ব্যবহারজীবী পিতার স্বর্গ গমনের পর নিজেও ওকলাতি বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া তদুপযোগী বহি

অন্যস্ত্রীনাং ওম অঃ

সকল আনিয়া ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষার সমাপনায়ে নিম্ন গৃহে বাইয়া
সংসারের অভাব মোচনের জন্য সেই সকল গ্রন্থ পড়িতেন ।

৫৯ হইতে ৬৬

সেবাবকাশ সময়েচকার পঠন' প্রভোঃ ।
সংসারামাধমুক্তিঞ্চ তয়াহুত্তমা মবিষ্যতি ॥ ৬৪
ইতঃ পূর্ব্বং নরেন্দ্রস্য দক্ষিণেশ্বর স'স্থিতিঃ ।
নদৈকস্মিন্দিনে দেবো নরেন্দ্র মিদমববৌত ॥ ৬৫
ত্বমাদৌ মাষ্ট্র শ্রুত্বাটেরশস্য স'প্রচ্ছ' কুরু ।
ততোহনুত্বা' করিষ্যামি জ্ঞানানন্দ স্বরূপক' ॥ ৬৬
যৌ মরৌ মৌমকান্তারে পর্ব্বতে পথিদুর্গমে ।
নৌকা' চালয়িতু' শক্তঃ ক্রৌ বৈত্তি তস্য কৌশল' ॥ ৬৭
দুর্বোধ্যা ভগবন্তীলা ইতি শাস্ত্রস্য ভাষণ' ।
এব' শ্রীঠাকুরেখোক্তঃ সেবকানৌ হিতায় ধ' ॥ ৬৮
একস্মিন্দিবসে'কস্মাদুশ্মন্তেন সমৌ মহান্ ।
শ্রোনরেন্দ্রঃ সময়াত শ্রাগিরাশস্য সঙ্গনি ॥ ৬৯
একবস্ত্র নগ্নপাদঃ পৃষ্টোহঁতু তদাশদত্ ।
মায়ামাংতুবিধীগিত্বাহিব্বক পুত্র সশ্রবাৎ ॥ ৭০

In liesure hours he would study the law books with a view to maintaining his dependents by earning money by the profession of a lawyer. During his stay at Dakshineswar Thakur once said to Narendranath, "You should arrange first for the maintenance of your dependent mother,

অন্যলীলায়া ওম স্ব:

brother and others. Thereafter I shall impart divine knowledge and wisdom. Inscrutable are the ways of God by whose grace we can safely pass through deserts, vast expanse of waste land, inaccessible mountains and troubled waters." One day Narendranath appeared like a mad man in the house of Girishchandra and said that his mother had breathed her last and a child was born to him. 64 to 70

বঙ্গানুবাদ :—

ইহার পূর্বে নরেন্দ্রের সন্ধিগেহে অবস্থান সময়ে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন। তুমি সর্বদায়ে মা ও ভাই বোনদের অন্ন সংস্থান কর। পরে আমি তোমাকে আমার জ্ঞানানন্দ স্বরূপটি দিব। যিনি মরু ভূমিতে, ডয়কর বনে, পর্বতে, বা দুর্গম পথে নৌকা চালাইতে পারেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে কি কে জানিতে পারে। ৬৪ হইতে ৬৭

অত্যন্ত কষ্ট করিয়াও কেহ ভগবানের লীলা বুঝিতে পারে নাই। ইহা শাস্ত্রের কথা। ঠাকুর শিষ্ট বর্গের শিক্ষার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। ৬৮

হঠাৎ একদিন ঝালি পারে এক বস্ত্রে নরেন্দ্র পাগলের মত হইয়া ঠাকুরের পংখ ভক্ত গিরীশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এইরূপ অবস্থার কারণ কি গিরীশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলে নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন আমার অজ্ঞানরূপিনী মাতার মৃত্যু এবং বিবেক সূক্ষ্ম পুত্রের আবির্ভাব বশতঃ সম্প্রতি আমার অশৌচ বশতঃ আমি এইরূপ বেশ ধারণ করিয়াছি। ৬৯।৭০

अन्त्यक्षीलायां ८म अः

अधुना शौचयुक्तत्वा देव' वेशीमया धृतः ।
 गिरीशस्यानुरोधेन विश्रम्य तद गृहे क्षण ॥ ७१
 काशीपुरस्थमुद्यानं गत्वा श्रीगुरवे तदा ।
 विनिवेद्य स्वमात्मानं प्रभोः श्रीपादपद्मयोः ॥ ७२
 अन्तिकेदण्डवद्भूमौ यावज्जीवं पपात सः ।
 श्रीनरेन्द्रो गृहं स्त्यक्त्वा कैवल्यश्रममाविशत् ॥ ७३
 अधिष्ठानं भगवतो यतो भक्तद्वदि ध्रुवः ॥
 तेषां जाति विचारो न कर्तव्यः धार्मिकैर्जनैः ॥ ७४
 देवैरपि पूज्यास्ते भक्ताहि भगवत् पराः ।
 अतोऽत्र श्रीनरेन्द्रः श्रीराखालराज सेवकः ॥ ७५
 बाबुरामो योगीन्द्रश्च नित्यसिद्धा भवन्ताम्भौ ।
 ईश्वरकोटयो ह्येते बुद्धमुक्त स्वरूपकाः ॥ ७६
 उत्तरायण संक्रान्तां गङ्गासागर संगमे ।
 स्नात्वा श्रीकपिलं देवं दृष्ट्वा नीलाचले प्रभुः ॥ ७७

From the house of Girishchandra, Narendranath went to Cossipore and met Thakur. He dedicated himself to holy pursuits and left his family life for good. The heart of a holy man is the abode of God. Hence, all devotees are regarded as caste-less and adored even by gods for their holiness. Narendra, Rakhairaj, Baburam and Jogindra were endowed with divine wisdom and freedom from all bondages.

অন্যলীলায়া' ৩ম অঃ

Brother Gopal took his holy bath at Ganga-sagar, visited the temple of Jagannath at Puri.

71 to 77

বঙ্গানুবাদ :—

গিরিশ বাবুর অমুখোদে কিছুক্ষণ তাঁহার 'গৃহে' থাকিয়া তৎপরে কানীপুরের বাগান বাটিতে গুরুপাদপদ্মে বিলুপ্তিত হইয়া যাবজ্জীবনের মত আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। ৭১।৭২

সেইদিন হইতে 'ত্রীনরেন্দ্রগৃহস্থাত্মম পরিত্যাগ পূর্বক সম্যাসাত্মনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ৭৩

যেহেতু ভক্ত হৃদয়ে ভগবানের অবস্থান বিশেষভাবে হয়। ইহা প্রব সত্য। এবং সেইসকল ভক্তের জ্ঞান বিচার ধার্মিকগণ করেন নাই। ভক্ত দেবতাদেরও পূজ্য এবং ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র। ৭৪

অতএব ঠাকুরের লীলাক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ, রাধালরাজ, বাবুরাম, যোগীন্দ্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ হইরা নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি। এবং ইহারা বুদ্ধগুণ স্বরূপ। ৭৫।৭৬

উত্তরারণ সংক্রান্তিতে গদ্যাহ্নান ও কপিলমুনি দর্শন পরে নীলাচলে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রভু জগন্নাথ দেবের দর্শনান্তে। ৭৭

জগন্নাথমর্চয়িত্বা কলিকাতাত্যে পত্ননি ।

দৃষ্টানন্দময়ী কালী কালীঘটে সমপ্তিক ॥ ৩৮

অত্র ভাগীরথী তাঁর সাধুসম্রাসি মিস্ত্রকাঃ ।

স্থিত্বা কিয়দিন মর্জ্ব স্ব স্ব স্থান পুনর্গতাঃ ॥ ৩৯

মাতা গোপাল দৃষ্টেব পমোবিশিষ্ট সেবকঃ ।

গৈরিক বস্ত্র বদ্রাচ মালা কমণ্ডলু স্তায়া ॥ ৪০

পন্থাসৌলভ্যং ৩ম অঃ

দাতুকামঃ সন্ন্যাসিভ্যো জিজ্ঞাসিতে তদা প্রভৌ ।
 প্রমুনোক্তা যুবকা মে সন্তানাঃ সন্তি সাধকাঃ ॥ ৮৭
 সন্ন্যাসি সহস্রনিম্ প্রত্যেকং নাভ্যং সংযত ;
 ত্বয়া সম্পূজিতেষু সিদ্ধিঃ প্রাপ্স্যসি ত্বং ধ্রুবং ॥ ৮৮
 গোপাল ভ্রাতা স্তুত্বৈব ঠাকুরস্য যত স্তদা ।
 আদ্য যুবকান্ ভক্তান সকলানপি যত্নতঃ ॥ ৮৯
 ত্যাগ পবিত্রতা চিহ্নং গৌরিকং বসনাদিকং ।
 শাড়রং মূষণং দত্ত্বা শোধিতস্ত্র করৈঃ প্রভৌঃ ॥ ৯০

He also visited the temple of Goddess Kali at Kalighat in Calcutta. On seeing many mendicants and saints on the bank of the Ganges he desired to give them cloth, water pans and beads. On learning his desire Thakur advised him to give all things to his young disciples, each of whom was equal to thousand of holy men. Accordingly Gopal welcomed the young disciples and distributed all those things among them. 78 to 84

বঙ্গানুবাদ :—

কলিকাতায় কালীঘাটে কালী দর্শন করিয়া ভাগীরথী তীরে সাধু সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকগণ দিন কয়েক অবস্থান করিয়া পুনরায় নিজ নিজ আশ্রমে গমন করেন। প্রভুর বিশিষ্ট সেবক আমাদের গোপাল দাসা গঙ্গতীরে সেই সকল সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহাদিগকে গৌরিক বস্ত্র,

অন্ত্যলীলায়াং ৩ম অঃ

রুদ্রাক্ষের মালা ও কমণ্ডলু সিবার জ্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন। আমার পরম সাধক যুবক সন্তানগণ আছেন। ইহাদের প্রত্যেকটি যুবক সহস্র সম্যাসী সদৃশ। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি ঐসকল দ্রব্য দিয়া উহাদিগকে সম্মান করিলে তুমি নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করিবে ইহা ঐশ্বর্য সত্য। ৭৮-৮২

ঠাকুরের কথা শুনিয়া গোপালদাদা বহুপূর্বক যুবক ভক্তসকলকে অহ্বান পূর্বক সাদরে ত্যাগ ও পবিত্রতার চিহ্নস্বরূপ সেইসকল গৈরিক বস্ত্রাদি ঠাকুরের হস্তে সংশোধিত ভষ্মলিপ্ত যুবক সম্যাসীদিগকে মান করিয়া গোপালদাদা কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ৮৩-৮৪

ঠাকুর গোপালের কার্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

৮৫

তৈ সন্ন্যাসিতম্ভাঃ সৰ্ব্বৈঃ দ্রব্যৈঃ স্তৈঃ পরিতোষিতাঃ ।

হৃদ্বা গোপাল কৃত্যন্ত সুদমায স ঠাকুরঃ ॥ ৮২

কিন্ত্বহৃদ্বার নিধনং সুদুষ্করং মতং মম ।

স্রীঠাকুরো বিচিন্ত্যৈব চিকীর্ষং মান বর্জিতান্ ॥ ৮৩

মিচ্ছাটনে প্রেরিতবান্ নির্লিপ্তঠাকুরো মদ্বান্ ।

সন্ন্যাসি বৈশমাশ্রিত্য যদা সৰ্ব্বৈঃ বহির্গতাঃ ॥ ৮৩

সহ্মশজাঃ সুশিষিতাঃ সন্তাননিচযাঃ প্রমীঃ ।

পামুকামা ভগবন্ত সেবা বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৮৮

বিষ্মস্ব জননৌ সাশ্বাদসপুণ্ড্রং সারদা ।

হৃদ্বা পাদনতান্ পুত্রানামীষ্বদি স্বরূপকং ॥ ৮৮

অসমর্থশ্চ তৈষ্যোদাম্মাতা কিঞ্চিন্মহিমরী ।

মিশ্রুকানাং ন মর্যাদা নাস্তি মানাপমানকৌ ॥ ৮৯

অন্তঃস্নানোক্তায়া' ওম শ্রু:

কটুজি: সাদরোক্তির্বা জনানাং সমতাং গতে ।

দীনহীননিমা যান্তি মিত্তিকাংস্তে গৃহ' গৃহ' ॥ ৫৭

তথা তে তাড়িতা: কুব্ধ কুব্ধবাসন্ প্রপূজিতা: ।

মিচ্ছালব্ধান্বসা মাতাপ্যত্র' সম্পাদ্য যত্রত: ॥ ৫৮

Thakur became much pleased to see that Gopal had done as he was asked to do. With a view to curbing the egoism of his disciples. Thakur sent them out to beg alms from door to door, in the guise of ascetics. At first they approached Sarada Devī with their heads bent down to her feet. Sarada blessed them with alms. Beggars 'have no dignity, prestige or respect. They move from door to door with all humility. They receive harsh words and kind greetings with equanimity. Sometimes they are driven out and sometimes cordially welcomed. They thus collected some rice and gave it to Sarada Devī who cooked it carefully. 85 to 92

বক্তাবাদ:—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সৎসঙ্গজাত ধর্মীর সন্তান যুবক ভক্তবৃন্দসকলের সেবা ও দূতত্ব বৈরাগ্য দর্শনে ঠাকুর এইরূপ ভাবিয়াছিলেন উপস্থিত ইহাদের অভিমানশূন্য প্রয়োজনে ভিক্ষার লক্ষ্য বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভক্তবর্গ সম্মানীয় বেশ ধারণপূর্বক বহির্গত হইবার সময়

অন্তরলীলায়াং ৬৪ অঃ

জগজ্জননী অম্পূর্ণা সদ্গী বিশ্বেশ্বরী মাতা সারদাদেবী পাদনত গর্ভজাত পুত্রতুল্য সন্তানগণকে আশীর্বাদ স্বরূপ কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ও ২১টি পয়সা তাঁহাদের ভিক্ষার ঝুলি মধ্যে দিয়াছিলেন। ভিক্ষুকদিগের মান অপমান ও মর্যাদা কিছুই নাই। লোকসকলের কটু কথা বা সাদর সম্ভাষণ সমান দীন হীন ভিক্ষুকসকল প্রতিগৃহেই যাইয়া থাকেন। কোথাওবা তাড়িত হয়েন কোথাওবা পূজিত হয়েন। এইরূপ ভাবে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল দ্বারা মাতা সারদা শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন প্রস্তুত করিয়া। ৮৬ ৯২

ঠাকুরায় দদৌ দেবো স্বেষ্টদেবায় ভক্তিতঃ ।

সানন্দং ঠাকুরোঽব্রহ্ম গৃহীত্বা ভাগমগ্রিমং ॥ ৮২

তদব্র সম্বর্হনর্থং ধৃতবান্ মস্তকি প্রমুঃ ।

লীলৈয়ং শ্রীভগবতঃ সন্তানানর্থং মৌচনা ॥ ৮৪

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां प्रेष्ठभक्त श्रोसुरेन्द्रस्य दुर्गापूजा तथा ठाकुरस्य कालीपूजायां कालीरूप धारणं नरेन्द्रस्य सत्रास धर्मं ग्रहणं तथान्य-
भक्तानामपि मानापमान दूरीकरणरूपीऽन्तरलीलायाः सप्तमोऽध्यायः ॥

৩ ॥

Sarada Devi offered it to Thakur who gladly accepted it and held it on his head. Thus Thakur got his disciples rid of spiritual evils.

93 to 94

Here ends the seventh chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Shri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অঃ ৭৭.

অন্তরালীলায়াং ৩ম অঃ

বঙ্গানুবাদঃ—

ভক্তিৰ্বপূৰ্ণ নিজ ইষ্ট দেবতা ঠাকুরকে অৰ্পণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরও সেই অঙ্গের অগ্রভাগ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া জগতের অমরত্বের জন্য মন্তকে ধারণ করিলেন এবং সন্তানগণের কামনাশূন্য জন্মই এই লীলা করিয়াছিলেন। ৯৩।৯৪

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিভীৰ্ব বিবচিত্ত দামকৃষ্ণভগবতে অন্তরালীলার সপ্তম অধ্যায়ে সেবক সুব্রহ্মনাথের দুর্গাপূজা ঠাকুরের কালী পূজার কালী মূর্তি ধারণ নরেন্দ্রাদি ভক্তবৃন্দের সম্মান গ্রহণ এবং অচ্ছাদ ভক্তগণের অভিমান দূরীকরণ বলা হইল। অঃ ৭ অঃ ৯

অন্তরালীলায়াং ৮ম অঃ

অস্মাক' স্তুতবুদ্ভীনাং চিত্তাকর্ষণং হেতবে ।

বালবদাচার যুতঃ শ্বয়ং সৰ্ব্বশ্রীমহান্ ॥ ৭

তস্যামাশং দদৌ দেবঃ কদচান কদাচন ।

প্রমতে বা দিনান্তে বা ভোজনে শয়নেঽপি বা ॥ ২

ভগচ্ছরণং কুর্যাদিত্যুক্তে ঠাকুরেণ হি ।

ভক্তং গিরীশচন্দ্রেণ স্বभावদোषतो यदि ॥ ৩

নাহং স্মৰ্ত্তুং সমর্থঃ স্মা মতং কথং দশাশ্বলঙ্ঘনে ।

অপরোধী ভবিত্যমি ন সম্ভবেদিদং ময়ি ॥ ৪

এবম্ভ্যস্মৈ গিরীশস্য প্রমুঃ সরলয়া গিরা ।

প্রোতস্তা সমুবাচৈব যদি স্মৰ্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ৫

তৌহি প্রতিনিধিত্বেন বরয় মাং হি সাম্প্রতং ।

প্রত্যহং ত্বত্ স্বরূপোহহং ভূত্বা স্মরামিহীশ্বর ॥ ৬

এবমুক্তে ভগবতি গিরীশেনানুমোদিতং ।

স্বস্য যত্ করণীয়ম্ভ্যত্ সৰ্ব্বমস্মৈ সমর্পিতং ॥ ৭

অন্তঃসীলার্য্যাম অঃ

For spiritual amelioration Thakur would sometimes advise to remember God at sur-rise and sun-set and also at the time of taking meals and going to bed. At this Girish chandra said, "It is not possible for me to abide by this instruction as I am sure to be guilty of violating your instruction due to my bad habits." Thakur became much pleased with such straight-forward confession and said, "Well if you cannot do it, I may be authorised to do it for you." Girish chandra agreed and made over all the charges of memorable things to Thakur.

1 to 7

বঙ্গানুবাদ :-

অতি অল্পবুদ্ধি আমাদের মনের আকর্ষণ শুদ্ধ বালক স্বভাব স্বয়ং ঠাকুর সর্বদা হইলেও মনের শুদ্ধির জন্য কিছু কিছু আভাস কখন কখন আমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া বলিতেন। সকালে বা সন্ধ্যায় ভোজনে বা শয়নে ভগবানের শরণ করা একান্ত কর্তব্য। ঠাকুর এই কথা বলিলে ভক্ত গিরিশ এইরূপ বলিয়াছিলেন। স্বভাবের দোষে যদি আপনার কথা স্মরণ করিতে না পারি তবে আপনার বাক্যলক্ষ্যনে নিশ্চয় অপরাধী হইব। অতএব প্রতিদিন স্মরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। ১১২৩৪

অন্তঃসীলানাং মম অঃ

তবে সম্প্রতি আমাকে প্রতিনিধি দাও। আমি তোমার হইয়া
প্রভাৎ স্বরণ করিব। ঠাকুর এইরূপ বলিলে গিরীশ বলিয়াছিলেন
তাশাই হউক। নিম্নের স্মরণীয় বা কিছু ঠাকুরকে গিরীশ দিয়াছিলেন।

৫।৬।৭.

কিন্তু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ত্বৈষ গিরীশ স্তত্পরচ্চণে ।
ভবাৎ ঠাকুর' তেন যদধঃপতন' মম ॥ ৮
মবেচ্ছাং তদাক্ষরচ্চরণ' যামি তদ্বদ ।
ত' তদা ঠাকুরঃ প্রাচ স্মিতহাস্য পুরঃসর' ॥ ৯
বিপদোন্নয় সর্পস্য দংশনে ন বিপক্রিয়া ।
মবেদতোনরঃ কোঃপি স্মৃত্যু' ভাপ্নোতি নিশ্চিত' ॥ ১০ "
কিন্তু মহা বিপদো যদি জন্ম' প্রদ'শতি ।
তত্চণাত্তস্য স্মৃত্যুঃ স্মাদত্যুগ বিপশক্তিঃ ॥ ১১
ইত্থং মত্ সপয়া পুত্র তব বৈদ্যিকৌ ক্রিয়াঃ ।
সৰ্ব্বাঃ প্রশম মোয়ান্নিত্ব'মনোময়ি মচ্ছতি ॥ ১২
এব' কিয়দ্বিনে যাতি শ্রীগিরোগোঃপ্রবীহচঃ ।
যাতনে হৃক্ প্রতিনিধৌ প্রাগছ' নাববুদ্ধবান্ ॥ ১৩
অধুনাছ' প্রপশ্যামি সৰ্ব্বকাম্যাতুগৌলনে ।
মদর্য' ঠাকুরো নিত্য' ক্লিশর্ত্যাময়বান্ যথা ॥ ১৪

After a little deliberation Grish chandra said, "In case my spiritual degradation take place, whom shall I remember?" Thokur replied, "The biting of a poisonous snake can only cause death. Just remember me and I.

অন্তরনোন্মাতাঃ স্ম অঃ

shall rid you of all your impious habits." After some days Girish chandra said to Thakur, "I could not guess before that to discharge duties through a representative would pain me so much. I now see that you are suffering like a sick man for my sake in everything you do."

8 to 14

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু গিরীশ কিছুকণ চিন্তা করিয়াই পরকণে বলিয়াছিলেন যদি আমার অধঃপতন হয় ? ৮

তাহা হইলে তখন আমি কার স্মরণ লইব তাহা বলুন। ঠাকুর ইহা হস্ত করিয়া গিরীশকে বলিয়াছিলেন। দেখ বিষহীন বিষধরের সংশনে কেহ মরে নাই বা কোনরূপ বিধিক্রিয়া হয় নাই। কিন্তু যদি মহা বিষধর সর্প দাশন করে তবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। কারণ অতি উগ্র শক্তিবশতঃ কেহই বাঁচে না। ৮-১১

হে পুত্র তোমার বিষয়ভাব সমূলে বিনষ্ট হইয়া আমাতে মন প্রবিষ্ট হইবে। এইভাবে কিছুদিন গত হইলে গিরীশচন্দ্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। প্রতিনিধি দেওয়ায় এত ব্যতনা হয় ইহা আমি পূর্বে বুঝি নাই। এখন আমি যে কিছু কার্য করি তাহাতেই দেহিতে পাই ঠাকুর যেন যোগীর মত আমার জন্ম কষ্ট পান। ১২/১৩/১৪

ধিভমা বিগোঁহিতং নদ্বিহঁতং কুলকজ্জবলং ।

যৌহৎ প্রাগুরবেদিত্বা কলুষং নন্দিতৌমধ্যং ॥ ৭৫

কদিন্দ্রিয়ৈঃ কদাচার রস বন্ধুগণৈঃ সত্ব ।

কদামি কুণ্ঠিতং কদা বহঁতে নোপশ্যাম্যতে ॥ ১৬

अस्तलौलायां ऽम अः

अपि वैषयिकानन्दं सुपभोक्तुं न शक्यते ।
 तस्मात् प्रतिनिधिः श्रेयः प्रातः सायं वरं यदि ॥ १७
 भगवच्छरणं यामि तत् सुखमिति मे मतं ।
 शिष्यस्य सद्गुरोः कृपालाभं गौत्रं भवेत्ततः ॥ १८
 अनौरस प्रजाः सर्वा गुरोस्तुल्या भवन्ति वै ।
 प्रयत्नवान् गुरुर्नित्यं शिष्याभ्युदय हेतवे ॥ १९
 ज्ञातवांठाकुरयेत्यं दिक्पाला भवेयुर्ध्रुवः ।
 शिष्या मे ध्यानयोगिन यतस्तन्मयतां गताः ॥ २०
 तयाप्येषां कमप्येकं सर्वश्रेष्ठ गुणान्वितम् ।
 अत्युच्च साधनासिद्धं कर्तुं शक्नोमि चेदहं ॥ २१

“Fie upon me. I am so mean and vicious that I have made my preceptor suffer for my abominable habits and conduct. I never think of abstaining myself from bad practices. I now find peace of mind in remembering God in the morning and evening, and I am sure to be blessed by my preceptor if I do so. The preceptor treats impartially all his disciples and has the same good wishes for all.” Thakur knew that his disciples who had attained profound spiritual concentration would rise to the summit of divine glory. Still he desired to make one of them the greatest of all holy men

অন্তঃসৌন্দর্য্যং চম অ:

in order that many others might be benefitted by him. 15 to 21 . .

বঙ্গানুবাদ :—

সঙ্কল্পনগণের দ্বারা অতিনির্মিত বংশের কুলান্তার মহা পাপী আমাকে দিচ্। আমি এমন হতভাগ্য যে গুরুকে পাপ দিয়া বিষয়ভোগে চরিতার্থ হইতেছি। এখন আমি দুর্ভাগ্যবত বন্ধুবর্গের সহিত প্রতিদিন কুৎসিত ইন্দ্রিয় দ্বারা আমার মন সুখ ভোগ করিতেছে। এবং পূর্বে আমি যে সকল কার্যে যুগা করিতাম, তাহাকে ভাল বলিয়া মনে করিতেছি। অর্থাৎ পাপপুণ্যের ভার যখন গুরুর উপরে স্থাপ্ত করিয়াছি তখন আমি বাহা ইচ্ছা করিতে পারি এইরূপ দ্রুবুজি সম্পন্ন হইয়াছি, অতএব আমাকে শতধিক। বরং আমি প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যার সময়ে ভগবানকে ডাকি তাহাই আমার পরম মঙ্গলদায়ক প্রতিনিধির অপেক্ষা খুব ভাল। এইরূপ করিলে শিষ্যের সঙ্গুরুর কৃপা শীঘ্রই হয়। ১৫-১৮

শিষ্য সকল গুরুর মত হউক তজ্জন্মই গুরু সর্বদা শিষ্য সকলের গুরু ভক্তির বৃদ্ধির জন্ত চেষ্টা করেন। ঠাকুর জ্ঞানিতেন যেহেতু আমার শিষ্যগণ ধ্যান দ্বারা নির্বিকল্প সমাধি লাভ করে ইহারা প্রত্যেকে এক একটি দিকপাল বা জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু বলিয়া নিশ্চয় পরিচিত হইবে। তাহা হইলেও ইহাদিগের মধ্যে কোনও একটি সর্বোত্তম গুণাবিত শিষ্যকে যদি আমি অতি উচ্চ সাধনায় সিক্ত করিতে পারি তবে আমার অবর্তমানে বহু শিষ্যের মঙ্গল হইবে।

- भाषिनि समये तेन बहूनां मङ्गलं भवेत् ।
 तस्मादाजन्मधेराय ध्यानवस्तुं नरोत्तमं ॥ २२
- श्रीनरेन्द्रनाथ शिष्यं विज्ञेयणोपदिष्टवान् ।
 यैः साधनेः सिद्धिनामं चकार भगवान् स्वयं ॥ २३
- तत् सर्वं साधनामार्गं नरेन्द्राय प्रदत्तवान् ।
 यदा श्रीठाकुर आसीद्वृत्तिष्वेव धामनि ॥ २४
- माहभावोपलब्धार्थं शक्तिमन्त्रेण दीक्षितं ।
 अकरोद् यं श्रीठाकुरः सोऽयमद्यान्तरूपकः ॥ २५
- भगवतः पिष्टभावोपलब्धिः काम्यया तदा ।
 जना यदा सुप्तिमग्नानिर्गोचेऽति भयहरे ॥ २६
- उद्यानस्य चतुर्दिक्षु स्तदासी रामनामभिः ।
 तदुद्यानं सुखरितं कृत्वा नरेन्द्र साधकः ॥ २७
- छम्पत्तवद्विचरतिविप्रायिदं प्रभु स्तदा ।
 स्व सकाशे समानीय भाषाविशितं चेतसे ॥ २८

With this object Thakur imparted the best of his advice and guidance to Narendranath. Thakur initiated Narendranath with the holy name of the Goddess Kali. A change came over Narendranath. Once in the dead of night he ran to and fro in the garden shouting the holy name of Rama like a mad man. Thakur brought him near to himself. 22 to 28

অন্তঃসীলায়া' মম অঃ

বদ্রানুবাদ :—

এইরূপ চিন্তা করিয়া ঠাকুর আকস্ম বৈরাগ্য ও ধ্যাননিষ্ঠ নরোত্তম শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ শিষ্যকেই বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছিলেন। যে সকল সাধনায় ঠাকুর নিজের সিক্রিলাভ করিয়াছিলেন। সাধনার সেই সকল পথ নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়াছিলেন। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন সেই সময় শক্তি সাধনায় শক্তির জ্ঞ যে নরেন্দ্রকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আর সেই নরেন্দ্র অতরূপ অর্থাৎ দান্ত ভক্তির উপলব্ধির জ্ঞ যে সময় লোক সকল গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত সেই রাত্রি ত্রিপ্রহরে ভয়ঙ্কর সময়ে বাগানের চতুর্দিকে রাম রাম এই নামের দ্বারা উত্তান পবিত্রিত করিয়া সাধক চূড়ামণি নরেন্দ্র পাগলের মত বেড়াইতেছেন। ঠাকুর এই ব্যাপারটি জানিয়া নরেন্দ্রকে নিজের নিকটে বসাইয়া ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় তারক ত্রল রাম নাম কর্ণমূলে দিয়াছিলেন। যে তারক ত্রল রাম নাম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সেই নাম বিশুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ অসাধারণ শিষ্য একমাত্র নরেন্দ্রকেই দিয়াছিলেন। ২২-২৯

মদদৌ তারকময় রামনাম ঘিটামক' ।

অসাধারণ শিষ্যায় নরেন্দ্রায় সুযোগিনে ॥ ২৮

বৈরাগ্যমবতারস্য বুদ্ধদেবম্যধৈকদা ।

প্রৌনরেন্দ্রঃ সমানোণ্য সুখিন্তা জ্ঞানানিমা ॥ ২৯

মমৌ পরি ঠাকুরম্য স্নেহোপি বন্যন' মম ।

যত্র স্নেহৌ ময়' তত্র স্নেহৌদুঃখস্য কারণম্ ॥ ৩০

স্নেহ মুখানি দুঃখানি তপ্তিস্থানি মদন' সুখ' ।

স্বস্ত্যন্তাঠাকুরস্নেহ' স্নেহান্যত্র সুনির্জন ॥ ৩১

অন্ত্যলীলায়াং ৮ম অঃ

তত্র তপস্কারিষ্যামি ঠাকুরং প্রাণপাতিকং ।

যদি দৃগ্গোচরেন স্যাদীক্ষরো মে তপস্যয়া ॥ ৩৩

জীবনান্তং করিষ্যামি তদৈবাহং ন সংশয়ঃ ।

এবং ব্যবসায় মতিঃ শ্রীনরেন্দ্রঃ প্রমোঃ প্রিয়ঃ ॥ ৩৪

বুদ্ধগয়াং গতঃ সাধুর্নোক্তা কমপি কিঞ্চন ।

সিদ্ধচেষ্টং মন্যমানস্যক্তা তং গুরুমন্নিধিঃ ॥ ৩৫

He brought home to Narendranath the inner significance of the holy name of Rama. On studying the life and character of Buddha, Narendranath thought, "I feel myself tied to Thakur by his affection. Love or affection is the root of all misery. So I should cut off all connection with Thakur and get on with my holy pursuits in a lonely place. In spite of this if I fail to see God I shall cease to breathe." With this thought, Narendranath went to Buddha Gaya without disclosing his intention to anybody. 29 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

একদিন নরেন্দ্র বৈরাগ্যের অবতার ভগবান বুদ্ধদেবের চরিত্র আলোচনা করিয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। আমার উপরে ঠাকুরের অত্যধিক ভালবাসাই আমার বন্ধনের জন্ম হইতেছে। কারণ যেখানে স্নেহ সেইখানেই জড় অতএব ভালবাসাই দুঃখের কারণ

অন্তালোলায়াং নমঃ

দুঃখ সকলের মূল স্নেহ সেই স্নেহকে যদি ত্যাগ করিতে পারা যায় তাহাহইলেই যথার্থ আনন্দ হয়। অতএব ঠাকুরের স্নেহ পরিত্যাগ পূর্বক নির্জনে যাইয়া সেইখানে কঠোর প্রাণপাত তপস্যা করিব।

৩০।৩১।৩২

তাহাতেও যদি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না হয়। তবে তপস্যার দ্বারাই জীবনান্ত করিব। ইহা নিঃসন্দেহ এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধিযুক্ত ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য শ্রীনরেন্দ্র কাহাকেও কিছু না বলিয়া গুরুর সান্নিধ্য ত্যাগ পূর্বক সিন্ধু ক্ষেত্র মনে করিয়া বুদ্ধগয়াতে গমন করিয়াছিলেন।

৩৩।৩৪।৩৫

নেন কাশীতারকঞ্চ সৌদর্ঘ্যং প্রতিমা বুভৌ ।
 সাধুসঙ্গং মন্যমানৌ গতবন্তৌ সুদান্বিতৌ ॥ ৩৬
 বুদ্বগয়াং গতাস্তেতু দিনানি কতিচিৎ সুখং ।
 স্থিত্বাহ্নৈতমতনৈব চক্ষুস্তে ব্রহ্মসাধনং ॥ ৩৭
 যদাতিঃ শ্রীঠাকুরস্যা কর্ণং বিদিতং মহত্ ।
 শ্রীনরেন্দ্র স্তদৌষাচ দুঃস্বাকুলিত চিতসা ॥ ৩৮
 সিদ্ধিং ন বিন্দতে কোঽপি বহুযত্নযুতোঽপি সন্ ।
 প্রভোঃ কৃপা বিনান্যত্র কুতাপি কামপি ধ্রুবং ॥ ৩৯
 এবং সলজ্জ্বিতোভূত্বা ত্যক্তা বুদ্বগয়াং সুধোঃ ।
 পুনঃ প্রত্যাগতস্তত্র যত্র দেবী বিরাজিতা ॥ ৪০
 অর্থকৃষ্ণিন দিনেঽপ্যত্র দুঃখান্তকরণ প্রমুঃ ।
 স্ব সন্নিধ্যৌ স্থিতং কচ্ছিদ্ যুবকং শিথ্যমব্রবীৎ ॥ ৪১
 পশ্য ভোঃ শ্রীনরেন্দ্রোঽয়মতি চাঞ্চল্যভাগ্ যতঃ ।
 পীড়িতং সম্পরিত্যজ্য নোক্তা মামপি কিঞ্চন ॥ ৪২

অন্তরলোভায়াৎ সম জ:

Kashi and Tarak, who were like brothers to Narendranath, accompanied him to Buddha Gaya. For some days they stayed there happily. Narendranath, in spite of all concentration in his penance, felt that the attraction of Thakur was too great to be avoided. He said that in spite of every effort none could attain success without the favour of one's preceptor. He became ashamed of his conduct and came back to Thakur from Buddha Gaya. Once, when Narendranath left Thakur for Buddha Gaya, Thakur said sorrowfully to one of his young disciples, "You see, Narendra is so impatient that he has left me in my sick bed without my knowledge. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

সহোদর সদৃশ কাশী এবং তারক এই দুইটি গুরু ভাই উত্তম সঙ্গ মনে করিয়া আনন্দের সহিত নরেন্দ্রের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহারা তিন মাসে বুদ্ধ গয়াতে বাইরা কিছুদিন স্থলে অবস্থান করিয়া শুদ্ধাচার মতে ব্রহ্ম সাধন করিয়াছিলেন। '৩৬-৩৭

যখন সেই নরেন্দ্র ঠাকুরের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে পারিয়াছিলেন। তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন। সাধক বহু চেষ্টা করিলেও গুরু স্বপা তির অস্ত্র কোথাও অর্থাৎ যত নির্জন স্থানেই থাকুক না কেন কিছু মাত্র সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

অন্তরলীলায়াং ৮ম অঃ

এইরূপভাবে নরেন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বুদ্ধ গয়া পরিত্যাগ পূর্বক পুনর্ব্বার ভগবান যে স্থানে বিরাজিত আছেন সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া ছিলেন অর্থাৎ সেই কাশীপুরের উচ্চান গৃহে আসিয়াছিলেন। ৪০

যখন নরেন বুদ্ধ গয়া বাইয়াছিলেন। সেই সময় ঠাকুর অত্যন্ত দুঃখিতাস্তঃকরণে একটি যুবক শিশুকে বলিয়াছিলেন দেখ হে নরেন্দ্র বড়ই চঞ্চল আমাকে পীড়িত অবস্থায় কিছু না বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া কাশী এবং তারকের সহিত চলিয়া গিয়াছে। এই কথা আমি শুনিয়াছি। ৪১।৪২

ক্বাশী তারকযুক্তীসৌ গনবানিতি মে শ্রুত' ।
 অর্ভকমিব ত' দেব' যুবকঃ শান্তবাগমৌ ॥ ৪৩
 প্রোবাচ পরমানন্দ' হিত্বা ত্বাং কুন্ম যাস্যতি ।
 শ্রীনরেন্দ্রী মহাভাগঃ শীঘ্রমেত্য়তি নিশ্চিত' ॥ ৪৪
 নোচিন্তা নাপিগৃহাচ ভবত স্তাত্ কৃতি ধ্রু' ।
 সর্জনন্দ্রদ' পাদপদ্ম' তব সছাস্থতি ? ৪৫
 শ্রুত্বা শ্রীভগবাং স্তস্য যুবকায় সুভাষিত' ।
 আনন্দসিন্ধু মগ্নৌঃমূদীপদস্য পুরঃসরম্ ॥ ৪৬
 তথাচ পুনরৈবেদ' সত্যমুক্ত' ত্বয়া স্মৃত ।
 আম্রতলে বিল্বতলে পনসস্যতলেঽথবা ॥ ৪৭
 যত্র ক্লবস্থিতির্বাপি সা স্থিতির্না'স্তি কুত্রचित্ ।
 গুরো স্তস্য পাদমূলে স্থিতিরিব মবেদুধুবা ॥ ৪৮
 মত্ কর্ম্ম সাধনার্থায় চানৌতো জগদম্বয়া ।
 যঃ স কথ' পরিত্যজ্য সামান্যত্র গমিষ্যতি ॥ ৪৯

অন্তরলীলায়াং দম অ:

"I am told that he has gone with Kashi and Tarak." The young disciple comforted Thakur saying, "How can he leave you? Surely he will soon come back. You need not be worried for him." Thakur smiled and felt comforted. "Dear child," said Thakur, you are right. He may sit under a mango tree or any other tree which bears fruit. But he must sit at the feet of his preceptor for the divine wisdom. Moreover, the Goddess brought him to me to serve my purpose and so he cannot leave me and go elsewhere." 43 to 49

বঙ্গানুবাদ :-

এই কথা শুনিয়া সেই যুবক শিষ্য বালককে যেকপ সাত্বনা বাক্য বল ঠাবুরকে সেইকপ ভাবে বলিয়াছিল। মহাভাগ ত্রীনবোক্ত পরমানন্দ স্বরূপ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে তিনি শীঘ্রই আসিবেন। আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

৪৩।৪৪

নবোক্ত ঐশ্বর্য আপনি কোনকপ চিন্তা বা আশঙ্কা করিবেন না। সর্দানন্দপ্রদ আপনার দাদপদ সে কি পরিত্যাগ করিতে পারে। ঠাবুর সেই যুবক শিষ্যের মধুর বাক্য শ্রবণপূর্বক ঐশ্বর্য হস্ত সহকারে আনন্দ সন্মুখে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

অন্তঃসীলার্যাং চম অঃ

এবং বলিয়াছিলেন হে পুত্র তুমি যাঁহা বলিলে তাঁহা অতীব সত্য। আমতলা বেলতলা কাঁঠাল তলা যেখানেই যাউক না কেন তাঁর সেরূপভাবে অবস্থান কোথাও হইবে না সেই নরেন্দ্রের গুরু পাদ মূলেই অবস্থান নিশ্চয়ই হইবে। আমার কার্য সাধনের জন্য জগদম্বা যাঁহাকে আনিয়াছেন সে কি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে। ৪৭।৪৮।৪৯

অত স্তস্য গতিঃ পয়ান্মমৈব সৰ্ব্বদা ভবেৎ ।
 যন্মিনরেন্দ্রস্য গতি যুবকেনাছনি প্রমোঃ ॥ ৫০
 কথোপকথনদ্বাশীত্বতুর্দিনতঃ পর' ।
 যথা কঠিন দণ্ডার্হো'পরাধমত সঙ্কুলঃ ।
 তাৎক প্রমোঃ সমীপে স নরেন্দ্রো সুখ্যে শিবকঃ ॥ ৫১
 পাদমূলে গুরোস্তস্য পতিতঃ সম্বভূব হ ।
 এবন্তস্য নরেন্দ্রস্য স্বাছদ্বারি গতি মতি ।
 সুনির্মলমভূতস্য হার্দাকাং সুযোগিনঃ ৫২
 জ্ঞাত' ঐঠাকুরেণৈত' শ্রীনরেন্দ্রো গতি ময়ি ।
 মদীয়ামৃতবাধ্যানাং সঁরস্বিত্যল্য' যুবা ॥ ৫৪
 দ্বাছ সমাজ সম্যত্বাদেবীমূর্তিঃ সুধিন্তন' ।
 পূজন' বা নরেন্দ্রস্য কদাপি তম্ভ সমধেৎ ॥ ৫৫
 কিন্তু ঠাকুর সম্পর্কান্মোহ মূর্তিঃ সমীচনাৎ ।
 মাষ্ট ভক্তিঃ সুসম্প্রাভা কালিকায়াং বিশেষতঃ ॥ ৫৬

"Hence Narendra cannot but follow me."
 Just after four days Narendra came and surrendered himself at the feet of Thakur like a culprit

अन्त्यनीत्यां दम अः

trembling with the fear of rigorous punishment. Narendranath had lost his pride in his own ability and his mind had become free from all impurities. Thakur knew that Narendranath would be one of his best disciples after his demise. As a member of Bramha Samaj Narendra cannot worship the Goddess. But due to close touch with Thakur and frequent visit to the temple, a devotion to the Goddess had developed in him. 50 to 56

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব নরেন সর্বদাই আমার পশ্চাতে থাকিবে যেদিনে যুবক ,
শিষ্ণোর সহিত ঠাকুরের নরেন্দ্রের অগ্রত্রে গমন বিষয়ে কথোপকথন
হইয়াছিল সেইদিন হইতে চতুর্থ দিনের পর অর্থাৎ পঞ্চম দিনে যেমন
বিচারকের নিকটে কঠিন দণ্ড যোগ্য অপরাধী ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়
তদ্রূপ ঠাকুরের মূখ্য সেবক শ্রীনরেন্দ্র ঠাকুরের সমীপে যাইয়া পাদমূলে
পতিত হইয়াছিল। ৫০।৫১।৫২

এইরূপভাবে নরেন্দ্র অহমিকা শূন্য হইয়া বিশুদ্ধ স্বরূপ
হইয়াছিলেন। ঠাকুর জানিয়াছিলেন আমার অবর্তমানে কথামৃতের
রক্ষক একমাত্র নরেন্দ্রই হইবে। নরেন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য বশতঃ
দেবী মূর্তির ধ্যান বা পূজাদি অসম্ভব হইলেও ঠাকুরের সম্পর্কবশতঃ
প্রায় মাতৃমূর্তি দর্শন জন্ম মাতা কালিকাতে বিশেষভাবে মাতৃভক্তি
হইয়াছিল। ৫৩।৫৪।৫৫।৫৬

अन्तर्लोलार्या ऽम अः

परन्तु कालिका मातु रूपविश्रान्तिके हि सः ।
 प्रार्थनामकरोचित्यं गन्तवस्त्रःकृताञ्जलिः ॥ ५७
 देहि विवेक वैराग्ये मातर्मह्यं महेश्वरि ।
 नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ५८
 पुत्रे सूत्र पदारूढे यथाप्नोति पितासुखं ।
 श्रीनरेन्द्रे तथादेश्याः प्रपन्ने ठाकुरोऽपि च ॥ ५९
 प्राप्तवान् परमानन्दं ननर्त्ता धीरतां गतः ।
 एवमनौजिकीं शक्तिं दर्शयामास तं तदा ॥ ६०
 ठाकुरेण यदा दृष्टो नरेन्द्रः साधनोद्यमी ।
 यत्र यद्रूप साधनमकरोद्भगवान् स्वयं ॥ ६१
 तद्रूपं साधनं तं वे कर्तुमुपदिदेश सः ।
 श्रीमन्नरेन्द्रस्य तदा शङ्ककुण्डन धारणं ॥ ६२
 योगसिद्धेयं धारणीयमिति मत्वा महाप्रभुः ।
 ज्ञात्वा कालात्ययं देवः शङ्ककुण्डन संप्रहे ॥ ६३

He would sit before the Goddess and pray to Her with all humility and earnestness, "Oh Mother, be pleased to give me wisdom and freedom from all earthly attachments. Just as a father gets delighted with his son's attainment of the most dignified position so also Thakur was much pleased to see Narendra seeking the grace of the Goddess. He danced in joy and showed the divine power to Narendranath. He

অন্তঃসীতায়াং ৮ম অঃ

also gave him all instructions as to the ways to attain success in his holy pursuits. Narendranath desired to wear ear-rings made of conch.

57 to 63

বদান্তবাদ :—

পরম্ব মাতা কালিকাদেবীর সমুখে বসিয়া প্রতিদিন গলবদ্রুতাত্তলি পুরঃসর প্রার্থনা করিতেন।

হে মহেশ্বরী আমাকে বিবেক ও বৈরাগ্য দাও হে মাতঃ তোমাকে পুনঃ পুনর্বার নমস্কার করি। ৫৭।৫৮

পুত্র উচ্চ পবন হইলে শিশু বেকুল আনন্দিত হইলেন। সেইরূপ পরম্ব মাতা কালিকা দেবীর শরণাপন্ন হইলে ঠাকুর ও পরমানন্দ লাভ করিতেন, এবং আনন্দে অশ্রুপূর্ণ হইয়া নৃত্য করিতেন। সেই সময়ে ঠাকুর পরম্বকে দিব্য দর্শন করাইয়াছিলেন। ৫৯।৬০

अन्तर्लीलायां ऽम श्रः

किञ्च गङ्गौत्र बाह्ये पक्व बाह्ये निम्ने पक्व मूलीत्र आसने वसिष्ठा
साधनं कर्त्तुं दुःखदायकं हृद्ये । अर्थात् दक्षिणेश्वर महा आशान साधक-
गणेशे भयं ७ विष्णु सङ्गुज एवः येषांने साक्षात् भगवती आशान

मृतकुण्डलं घटयित्वा कर्णयोरतिथोभनं ।
धारणं कारयामास बुद्धदेवानुसारतः ॥ ६४
आशोर्ध्वादः कृतस्तेन प्रभुनानन्द चेतसा ।
बुद्धवद् योगसिद्धिः स्यात्तवमे सुप्रसादतः ॥ ६५
किन्तु घोर निशाकाले तत्र पञ्चवटी तले ।
पञ्चमुण्डासने स्थित्वा साधनं दुःखदं भवेत् ॥ ६६
भौति विभ्रमये स्थाने दक्षिणेश्वरधामनि
यत्र योजगदम्बायाः पोठरक्षक भैरवः ॥ ६७
विराजितः सर्वदेव साधकानां भगवद्भुः ।
अतः स प्राणतुल्यन्तं नरेन्द्रं हि तदा प्रभुः ॥ ६८
साधं हुट्को गौपालेन निर्भीकं सेवकेन हि ।
तत्र महापीठे मध्ये प्रेरयामास तं तदा ॥ ६९
गत्वा यत्र नरेन्द्रोऽपि महापीठे यथाविधि ।
निदासने चोपविश्य सप्ताहाम्यन्तरे सुधीः ॥ ७०

On seeing that it would take long time to procure the conch ring, Thakur made him wear earthen rings, like the Buddhists, and blessed him. However; considering that it would be very difficult for Narendra to practise holy rites in the dead of night at Panchavati, Thakur sent

অন্যলীলায়াং চম অঃ

Narendra with Hootaka 'Gopal to the place. In a week Narendra attained success in his penance. 64 to 70

বদ্রানুবাদ :—

কালিকার অতি ভয়ঙ্কর পীঠ বন্ধক ভৈরব সর্বদাই বিরাজ করেন এইরূপ ভাবিয়া ঠাকুর নিজের প্রাণতুল্য নরেন্দ্রকে নির্ভীক সেবক হটকো গোপালের সহিত সেই পঞ্চ মুণ্ডীর মহা পীঠে নরেন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন। ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯

ঠাকুরের উপদেশ মত নরেন্দ্রও সেই মহা পীঠে ঘাইয়া সিদ্ধ পঞ্চ মুণ্ডীর মহাসনে উপবেশন পূর্বক সপ্তাহ মধ্যে সিদ্ধি লাভ করিয়া পুনরায় প্রভুর পাদ মূলে সাধনের বিষয় বখাখভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ৭০।৭১

ঠাকুরস্থানুগ্রহে ন সিদ্ধি' লভ্বা মহামতিঃ ।
 পুনঃ প্রমোঃ পাদমূলে তত্ সৰ্ব্ব' সমবৰ্য্যয়ত ॥ ৩৭
 ধার্ত্তাস্তিকাচিদেব' সা মূরিমোহ্যতি যঃ সূতঃ ।
 ততোঽধিক' প্রার্থয়তি খাদিতু' পিতুরন্তিকে ॥ ৩২
 তদ্বদন নরেন্দ্রোঽয়' ঠাকুরস্থান্তিকে সদা ।
 সাধনাসিদ্ধি মাসৌঽপি বদন্ত্যেব' পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৫
 অহ' ব্রহ্মৈত্বমিচ্ছ্যান' সমাধিরিতি গীযতে ।
 স্বরূপন্তস্য ক্রপয়া বদ মা' ভক্তবৎসল ॥ ৩৪
 যদনুষ্ঠানতো মে স্যাৎ সমাধি' নির্ধিকল্পকঃ ।
 শ্রুত' ময়া সাধকস্য স এব মৌচরূপকঃ ॥ ৩৫
 সর্বোচ্চ সাধনা সা তু যয়া স্যাৎপরোক্ষক' ।
 ব্রহ্মদয়' নরূপন্তাদ্ বগিষ্ঠ ব্যাস সম্মত' ॥ ৩৬

অন্তঃলীলায়া' দম অ:

মৃত্যুইব' ঠাকুর: প্রাহ নরেন্দ্র' শ্রেষ্ঠ সাধক' ।

মবিত্যতি যযাকালি সাম্প্রত' সুস্থিরো ভব ॥ ৩৩

After that, Narendranath requested Thakur to impart the instructions as to how to lose oneself in God. Thakur asked him to have patience for the time being. 71 to 77

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপ প্রবাদ আছে যে যাহার পুত্র যত খায় তাহার পুত্র তত চায় এ স্থলে সাধন সিন্ধু নরেন্দ্র ও ঠাকুরের নিকটি প্রায়ই পুনঃ পুনঃ বলিতেন শাস্ত্রে অহং ব্রহ্মাস্মিকপে সাধনে সমাধি লাভ হয় । অতএব হে ভক্ত বৎসল সেই সমাধির স্বরূপটি কিরূপ তাহা আমাকে বলুন । যে অনুষ্ঠান করিলে আমার নির্বিকল্প সমাধি লাভ হইবে । শুনিয়াছি সাধকের সেই নির্বিকল্প সমাধিই মোক্ষ স্বরূপ ।

৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫

তাহাই সর্বোচ্চ সাধন যে সাধনা হতে ব্রহ্ম স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় । সেই সমাধিই ব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি সম্মত । এই কথা শুনিয়া ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন । ঠিক সময়ে হইবে । যেহেতু তুমি শ্রেষ্ঠ সাধক উপস্থিত তুমি চকল হইও না । ৭৬ ৭৭

কিন্তু মবিত্যতিক্রমাদা কথ' বা তত্ প্রকারক ।

ন কিঞ্চিৎ টাকুরেণোক্তমাশ্রাস বাধ্য কেবল' ॥ ৩৮

অথৈকুচ্ছিন্দিনে যোগীচ্যানমগ্নো যদা ভবত্ ।

তদা তস্য নরেন্দ্রস্য স্থূলদেহাঙ্গিনির্গত: ॥ ৩৯

অন্যলীনায়াং ৮৮ শ্লোকঃ

সুস্থ দেহো গত স্তর্যসুখে চিত্তসুখধামনি ।
 কাশপুতলিকাতুল্যং তদা জড়বপুঃ স্থিতং ॥ ৮০
 দৃষ্ট্বৈব ভ্রাতা গোপা লঃ সত্বরং যত্র ঠাকুরঃ ।
 তত্র গত্বাঘদত্ সৰ্ব্বং ঠাকুরং ভক্তিপূৰ্ব্বকং ॥ ৮১
 নরেন্দ্রস্য নির্বিকল্প সমাধি শ্রুতবান্ যদা ।
 তদা পরমমানন্দং লেভে পরমঠাকুরঃ ॥ ৮২
 ভগাবৎ চোত্তমং মূর্তং যুযং সৰ্ব্বং প্রপশ্যত ।
 ন তস্য কোঽপি চাশ্রয় জনয়েৎ যোগিনোঽধুনা ॥ ৮৩
 এতদর্থং ব্রহ্মস্মৈ মাং শ্রীনরেন্দ্রো যদা তদা ।
 সা মাতাংকরোত্তম্যৈ কালী কৈঃস্থ্যদাযিনৌ ॥ ৮৪

But Thakur did not say how and when Narendra would achieve his desired end. One day when Narendra was in profound meditation his soul came out of his body which remained stiff like a piece of wood. Brother Gopal brought it to the notice of Thakur, who advised Gopal to see that none should cause any disturbance to Narendra. "My Mother," said Thakur, "has now been kind to Narendranath." 78 to 84

বঙ্গানুবাদ :—

কিঞ্চ কোন সময়ে কিরূপে নির্বিকল্প সমাধি হইবে ঠাকুর তাহা কিছুই বলিলেন না কেবলমাত্র হবে হবে বলিয়া আশ্বাস বাক্য দিলেন । ৭৮

অন্তঃসীমানায়াং স্ম অঃ

পরে একদিন মহাযোগী নরেন্দ্র যে সময় ধ্যান মগ্ন হইয়াছিলেন। সেই সময়ে নরেন্দ্রের স্থূল দেহ হইতে একটি সূক্ষ্ম দেহ বহির্গত হইয়া অলৌকিক চিদানন্দময় ধামে গিয়াছিলেন। এবং স্থূল দেহটি একটি কাষ্ঠ পুতলিকার মত অসাড় হইয়াছিল। ৭৯৮০

নরেন্দ্রের এইরূপ অবস্থাটি গুরু ভাই গোপাল দাদা দেখিয়া যেখানে ঠাকুর আছেন সেই স্থানে বাইরা ভক্তি পূর্বক সেই সকল ব্যাপার বলিয়াছিলেন, এবং নরেন্দ্রের নির্বিকল্প সমাধি শুনিয়া পরম গুরু ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৮১৮২

এবং বলিয়াছিলেন বেশ ভালই হইয়াছে। তোমরা নরেন্দ্রকে দেখ উপস্থিত নেন কোন লোক তাহার চকসতা না আনে, এই নির্বিকল্প সমাধির স্রষ্টা নরেন্দ্র আমাকে যখন তখন চকল করিত।

৮৩,৮৪

নির্বিকল্প সমাধি' তং দত্তবত্বনুকম্পয়া।

যেন মে যামনা পূর্ণ্য' কলস্র জগদম্বয়া ॥ ৮৫

যদুনানৈল রুপেন নিচতু মম পুত্রকং।

লীকবত্ স্বম্বনোনাং তাং দর্গ' যামাম ঠাকুরঃ ॥ ৮৬

মগবত্ ক্রপয়া বাপি প্রাণযাতি তদম্বয়া।

যারমিক্ যদি মযেত্ সমাধি' নির্বিকল্পকঃ। ৮৮

যোগিনো ঘোরমংসারে মনদ্রাণ্য ন মজ্জতি।

পরন্তু শুম্বকাক্ষট লীকবত্ নিম' মযেত্ ৮৮ ॥

যোগিনঃ শ্রীনরেন্দ্রম্ব তদুপমমহতদা।

স্বয়' মগবতী যস্য যদ্যমিহ চক্ৰতিঃ ॥ ৮৯

ক্রপাকবা বনাদ যস্য নরেন্দ্রোদৈত মিহিমান্।

যত দ্রাদিঅটগমো দগধরদ্র ধৃতো যথা ॥ ৯০

If a devotee can once realise the all pervading Being no earthly thing can have any attraction for him. Just as iron is attracted by magnet, so also Narendra was attracted and lost himself in the Supreme Being. Yet by the will of God he moved about in this mortal world disinterestedly like one with a cloth burnt out. 85 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

আজ আমার ব্রহ্মদয়ী মা নরেন্দ্রকে কৃপা করিয়া নির্বিবকল্প সমাধি দিয়াছেন। আজ শিব সুন্দরী আমার মনোবাহু পূর্ণ করিলেন। ৮৫

এক্ষণে নরেন্দ্র এই ভাবেই থাকুক, এইরূপ ভাবে ঠাকুর সাধারণ মানুষের মত লীলা দেখাইয়াছিলেন। ৮৬

প্রাণপাত তপস্তা ছাড়াই হোক অথবা শুক কৃপা বশতঃই হোক যদি একবার নির্বিবকল্প সমাধি হয় তবে সেই যোগীর মন আর সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন হয় না। পরন্তু চূড়ক দ্বারা যেরূপ লৌহ খণ্ড আকৃষ্ট হয় সেই যোগীর মন ও সেইরূপ হইয়া থাকে আমাদের মহা যোগী নরেন্দ্রের তাহাই হইয়াছিল। ৮৭।৮৮

যে ভগবানের সহিত নরেন্দ্রের জীবগণের উদ্ধারের জন্য ইহ জগতে সন্মিলন। সেই ভগবানের কৃপা কণা হইতেই আজ সেই নরেন্দ্র অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন, এবং ভগবানের ইচ্ছাতেই শ্রীনরেন্দ্র দক্ষ বস্ত্র পরিধানের মত পুনর্ব্যার বাহ্য বিষয়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ৮৯।৯০

अन्तर्नीलायां ८८ अ:

श्रीनरेन्द्रः पुनर्वाङ्मविषये लिप्ततां गतः ।
 प्राप्तार्थं पादरेखुनां पदप्रान्तं प्रभौर्यदा ॥ ८१
 समागतः श्रीनरेन्द्र ठाकुरं प्राह सन्नतः ।
 तत्त्वमस्यादि वाक्यस्य तात्पर्यं यत् परम्पदं ॥ ८२
 तूरीयं ब्रह्मगद्दितमवाङ् मनसगोचरं ।
 यतो वाचोनिवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ ८३
 केवलानुभवाभन्द स्वरूपं ब्रह्मवस्तुनः ।
 आनन्दं त्वामहं चाद्यस्वादं पूर्णमलम्भयं ॥ ८४
 त्वदर्शमेव नान्यार्थं मसाधानन्दरद्वराट् ।
 हार्दिकागं पेटिकाया अन्तरे यन्नतः सुत ॥ ८५
 संरक्षितो मया चाद्य जानीहि त्वं सुनिश्चितं ।
 पुनर्यदा मदीयेहा भविष्यति पुनं पुनः ॥ ८६
 तुभ्यं समाधिं दास्यामि निर्विकल्पस्वरूपकं ।
 अस्यां दशायां कर्त्तव्यं विग्रहाचरणं बुधैः ॥ ८७

When Narendra came to Thakur to offer his obeisance to him. Thakur received him cordially and said. "I have made you realise the Supreme Being who is not knowable through our senses including mind and who has been described as Divine Joy in the shastras. I treasured that Joy in my heart only for your sake. I shall again give you another taste of it when I shall so desire. At this stage it is wise to keep yourselves free from all impurities. 91 to 97

বাস্তববাদ :—

নবোদিত ঠাকুরের পদধূলি লইবার জুতা নিকটে আসিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। বেদে যে ব্রহ্ম বস্তুকে মনের দ্বারা না পাইয়া যাহা হইতে বাক্য নির্বাহিত হয়। কেবল অশুভব স্বরূপ সেই ব্রহ্ম বস্তুর বাক্য মনের অতীত তুরীয় ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা অভিহিত তত্ত্বমসি প্রভৃতি ঐতি বাক্যের তাৎপর্য্য যে পরম পদ আজ আমি তোমাকে সেই আনন্দটি আশ্রয়িত করিয়াছি। হে পুত্র সেই আনন্দের রাজা অর্থাৎ সর্ববিশেষ আনন্দ কেবল তোমার জুতাই আমার হৃদয় আকাশ রূপ পেটিকার মধ্যে যত্ন পূর্বক রাখিয়াছি। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে, অতএব পুনরায় যখন আমার ইচ্ছা হইবে তখন আমি তোমাকে নিশ্চয় সাদরে সেই নির্বিকল্প সমাধিটি দিব, জ্ঞানীগণ এইরূপ অবস্থায় বিশুদ্ধাচারণ অর্থাৎ বিশেষভাবে সদাচার পালন করেন। তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ জটা ভগ্ন বিভূষিত সম্যাসী সকল সর্বদাই বিশুদ্ধ অগ্নি সমীপে অবস্থান করেন। ৯১ হইতে ৯৮

কি' ন পশ্যত যুয' ভী লটামস্রবিমূষিতাঃ ।

সম্যাসিনঃ সদা সন্তি বিশুদ্ধ শ্চিন্তনব্রীধী ॥ ৯৮

বিশুদ্ধ ফলমূলাদিক্রতাচারঃ স্যুয়োগিনঃ ।

তেন তেযা' চিন্তনব্রীঃ সুলভা ভবন্তি ধ্রুবা' ॥ ৯৯

তসৌ ধ্রুবা' স্মৃতি প্রাসিধ্যায়াস্মির্বিবিকল্পকঃ ।

সমাধিঃ সত্বৈশ্বর্য্যানা' বিপ্রমোহস্ততো ভবিতু ॥ ১০০

যু'ত্বৈব' স্মারেন্দ্রস্তু কেবল' পৌরুষ প্রিয়ঃ ।

তত্র তেন যদুত্তরা' হস্তাচেষ্টা প্রযত্নতঃ ॥ ১০১

ন সীমে ত' সমাধিন্তু নরেন্দ্র' স্যুয়সেবকঃ ।

এব' গতে যদুতিথে' তিরোধানাত্ পর' প্রমীঃ ॥ ১০২

अन्तरालोत्तारां च मः

तीर्थं श्रेष्ठं हृदयोक्तेश्चैत्रं कुञ्जाम्बुके यदा ।

स्थितो योगी तपस्यार्यो तत्रै कस्मिन्दिने तदा ॥ १०३

व्यानैकं मनसस्तस्य बाह्यज्ञानं विलुप्ततां ।

गतस्य देह्यन्वस्य भूतले पतितस्य च ॥ १०४

"You must have seen holy men with matted hair and bodies smeared with ashes sitting by the fire and living upon fruits only to maintain purity of mind and soul, which causes merit for realisation of Divinity and salvation.' Of all the disciples only Naredra made utmost efforts to have the Divine joy once again but in vain. Some time after Thakur had left this mortal world, Narendra went to the holy place of Hrishikesh. Once during his stay there while in deep meditation he lost his consciousness. 89 to 104

অন্ত্যলীলায়াং ৮ম অঃ

বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তথাপি প্রভুর মুখ্য সেবক নরেন্দ্র সমাধি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে প্রভুর তিরোভাবের পর যে সময়ে যোগী নরেন্দ্র তপস্তার জগু রূপীকেশ তীর্থের মধ্যে বুজাস্ত্র নামক ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। সেই সময় সেই স্থানে একদিন একমাত্র ধ্যানান্তঃকরণ নরেন্দ্রের বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইলে ভূতলে পতিত দেহের। ৯৯ হইতে ১০৪

নিষ্পন্দামুর্ঘ মনিরপি ন স্পন্দতে নেত্রযুগ্ম'
 নামাশ্রামানিল বিরহিত' জীবন' নোপলব্ধ' ।
 গঙ্গাশ্রমাক' সম ভবদিয়' সৃত্যু নাপস্যমান
 স্ত্যক্তা দেহ' পরমভবন' যাতি যন্ত্রী যমলী । ৭০৫
 সর্ব' চৈব' পদনশ্বরতৌ জানু জঙ্ঘীদরাদি'
 বক্ষঃ কণ্ঠঃ সুনয়নযুগ' ভাল নাসৌদিকাংঘ ।
 উদ্যোতাস্থ খলু বিকলান্ মন্যমানাস্তদৈব'
 শব্দযুচৈ' স্তাত্ খলু ভগবতৌ রামকৃষ্ণস্য নাম ॥ ৭০৬
 ঘর্মে রাত্রৌ শ্ববণকুহরে ভূয় এবালপন্ত'
 সম্মালব্ধৌ খলু পরদিনে সর্বলোকা' স্তদীযান্ ।
 প্রোবাচৈব' সম ভগবতৌ ভূয় এষা শিষ্যায়
 নীবাণ্ড্যমভদ্রৌ নিব্বিকলপ স্বরূপঃ ॥ ৭০৭

He appeared to be dead. But his followers observed that his body was however not distorted or decomposed like other dead bodies. So they loudly chanted the holy name of Ramakrishna all the night long till next day Narendra regained

अन्तरालोलायां मम अः

his senses, and said, "By the grace of Thakur I attained the Divine consumation, once again."

105 to 107

বঙ্গানুবাদ:—

তঁাহার প্রাণ নাড়ীর স্পন্দন শূণ্য হইয়াছিল। এবং স্মৃদন স্মৃদন শিরে সকল বা চক্ষুর্দ্বয় স্পন্দন শূণ্য হইয়াছিল। নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাস জনিত বায়ুশূণ্য বশতঃ প্রাণহীন বা মৃত বলিয়া নিশ্চয় করাইয়াছিল। অতএব আমাদের এইরূপ ভীতিপ্রদ আশঙ্কা উপস্থিত হইলে একমাত্র কর্ণ ধারক বা চালক মূঢ়া গ্রাসে পতিত হইয়া স্থূল দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবন্তোকে গমন করিয়াছেন। এইরূপ ভাবনা করিয়া আমরা সকলে তঁাহার পায়ের নথ হইতে আরম্ভ করিয়া বাহু জঙ্ঘা ও উদরাদি বক্ষঃস্থল কণ্ঠদেশ ও চক্ষু দুইটি ললাট কণ্ঠদেশ ও নাসিকাদি এই সকল বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম কোন ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হয় নাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সবলের ক্রিয়া না থাকিলেও কিছু মাত্র বৈপরীত্য হয় নাই। তখন আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে একত্রিত হইয়া অতি উচ্চ কণ্ঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নাম তঁাহার কর্ণকুহরে পুনঃ পুনর্ব্বার দিবারাত্র বলিতে বলিতে প্রভাত হইলে পরদিনে চৈতন্য লাভ করিয়া তঁাহারই আশ্রিত আমাদের সকলকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আজ আমার পুনর্ব্বার এইরূপ আশ্চর্য্য নিকটকল্প স্বরূপ সমাধি হইল। ১০৫ হইতে ১০৭

स्कन्दपुराणस्य मध्य कीदारखण्ड नामके ।

अथायिदं प्रपञ्चकथा वैष्णुदेवतपत्न्या ॥ १ ८

अन्तरालोनायां यम यः

सन्तुष्टो भगवानासीद्, पीकेशे स्वधामनि ।
 प्राम्नस्याभ्यन्तरे स्थित्वा भगवान् कुब्जरूपकः ॥ १०८
 स्वरूपं दर्शयित्वा तं रैभ्युदेवं तपस्विनं ।
 तद्वाञ्छितं वरं तस्मै दत्त्वा चैवमुवाच तं ॥ ११०
 यो मे ऽस्मिन् यः प्राणपातं तपयति मग्मनाः ।
 पाशुभिर्हर्भवेत्तस्य ददाम्येतद्दरुणं भो ॥ १११
 तत् कालतो ह्यपोकेश तीर्थस्थाय तपस्विनः ।
 कुब्जाम्बकं चैवमिदं नाम सुन्दरमाददन् ॥ ११२
 यद्रिनारायणं द्वाराद्वरिद्वार इति स्मृतः ।
 वेदारनाथं द्वारत्वाद्वरद्वारोऽपिमन्यते ॥ ११३
 यत्र भागोरथो गङ्गा सप्त सीतरूपती सती । ११४
 मिनिता मौद्गलकुण्डं गङ्गाद्वारोऽपि विदुः ॥ ११५

There is the story of Raibhyudev in the chapter named Kedarkhanda in the Skandha Puraṇ. While Raibhyudev was in deep meditation in Hrishikesh God in a very dwarfish figure appeared from a mango fruit and gave him the desired boon. God also said, "It is also a boon to those who will perform holy penance here that they will soon achieve their end." From that time onwards the place is known as Kubjamra Khetra which is now called Haridwar as it falls on the way to the temple of Badrinath, and also

অন্তরীলায়াং মম অঃ

called Har-dwar as it also leads to Kedarnath. It is also called Ganga-dwar as the seven currents of the Ganga meet here in Bramha-kunda.

108 to 114

বদ্রানুবাদ :—

কন্দ পুৰাণের কেদার খণ্ডে একটি পবিত্র কথা বর্ণিত হইয়াছে যে বৈভ্রাদেবের তপতায় সন্তুষ্ট হইয়া এই হৃষীকেশধামে ভগবান্ কুন্ড রূপ ধারণ পূর্বক একটি আত্ম ফলের ভিতরে থাকিয়া সেই তপতাকারী বৈভ্রা দেবকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইয়া বৈভ্রাদেবকে তাহার অভিলষিত বর দান করিয়া বলিয়াছিলেন যে ব্যক্তি এই কুন্ডায় ক্ষেত্রে আমাতে মনোনিবেশ পূর্বক তপত্বা করিবেন তাহার শীতাই সিদ্ধি লাভ হইবে। এই বরটিও দিলাম। সেই সময় হইতেই এই হৃষীকেশ তীর্থের কুন্ডায় ক্ষেত্র বলিয়া হৃন্দর নাম সম্যাসী সকল দিয়াছেন। ১ ২

এই স্থানটি বদরিকাশ্রমে ঘাইবার ঘাট স্বরূপ বলিয়া হরিদ্বার বলে, এবং কেদার ঘাইবার ঘাট স্বরূপ বলিয়া এই স্থানটিকে হর দোয়াবা বা হর ঘাটও বলে। ১১৩/১১৪

মায়ীশীল' ঠাকুরিণ শাস্ত্রসিদ্ধান্তমুত্তম'।

কৃত্বা হৈতম্ভিদর্থ' সুসম্বদ্ধ' পটাস্বলে ॥ ৭৭৫

যদ্যেচাচার নিরতোময় তেন ন দৌষমাক্।

আচার ব্যবহারাদি জপ পূজাদিকাদি চ ॥ ৭৭৬

যদি ময়িহিপ্যীত' সর্বমহৈতমানতঃ।

সম্পূর্ণ' পূর্ণতা' প্রাপ্ত' যোগিনী' ভবতি ধ্রুব' ॥ ৭৭৭

অন্তঃসলীলায়াং ৮ম অঃ

প্রভোঃ শ্রীমুখপদ্মাচ্ছত্ৰত' সেবকসত্তমৈঃ ।
 শ্রীনর্মদা নদী তীরে কুটীরে নির্জনে সদা ॥ ১৭৮
 ধ্যাননিষ্ঠঃ পুরী তীর্থা ত্রিচলারিংশ বত্সরে ।
 নির্বিকল্প সমাধি' ত' পাশপাতি পরিশ্রমৈঃ ॥ ১৭৯
 অল' বম্বুখ সম্মাসু মতিহ্রস্ট গতোপি সঃ ।
 ঠাকুরস্য সমাধিঃ স সর্বাংস্বর্যময়স্য তু ॥ ১৮০
 নির্মেষকালমধ্যেঃ ভূমির্বিজিত্য স্বরূপকঃ ।
 যেন দিনত্রয়' যৌবদেকরূপেণ সংস্থিতিঃ ॥ ১৮১

Thakur would often say that if a holy man behaved according to his own will, with full knowledge of oneness underlying all this apparent diversity, he could not be guilty of anything. In performing holy rites or daily duties if he would do adversely, he would get the desired merit or fruit because of his divine wisdom. It is said that Totapuri performed penance for long thirty four years in a lonely place on the bank of the river Narmada to attain spiritual sublimity, which Thakur attained in a moment and could retain for long three days at a stretch. 115 to 121

বদ্রানুবাদ :—

এক, এই স্থানে জাগীৰণী গঙ্গার সাতটি ধারা হওয়ায় কেহ কেহ গঙ্গা ধাবও বলে। গঙ্গা এই স্থানে এক বৃণ্ডে মিলিত হইয়া

অন্তঃশ্রীলায়া' মম জ:

তৎপরে অত্ৰদিকে যাইয়াছেন। ঠাকুর প্রায়ই এইরূপ একটি উত্তম শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বলিতেন। অদ্বৈত জ্ঞান স্বরূপ ধন বা রত্নকে বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া যে কোনও রূপ আচার ব্যবহার কর না কেন তাহাতে কোনরূপ দোষ হয় না। আহার ব্যবহার জপ ও পূজা প্রভৃতি যদি সাধারণের মত অথবা শাস্ত্র সম্মত না হয় তাহা হইলেও অদ্বৈত স্বরূপের প্রকাশে আচারাদি বিষয় সম্পূর্ণরূপে যোগিগণের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে ইহা প্রব নিশ্চিত জানিবে। ১১৫।১১৬।১১৭

সেবকগণ আমরা সকলে ঠাকুরের মুখপদ্ম হইতে শুনিয়াছি। নির্জন কুটীরে নন্দীনা নদীর তীরে ত্রিচরাবিশদ্বন্দসর ধ্যান মগ্ন হইয়া তোতাপুরী সম্যাসী প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া নির্বিকল্প সমাধি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের সর্ববিশেষ্যময় ঠাকুরের নিমেষমাত্র সময়ের মধ্যে সেই সমাধি অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি হইত। যে সমাধি দ্বারা ঠাকুর তিন দিন পর্য্যন্ত নির্বিকারে তপস্ব হইয়াছিলেন ॥ ১১৮ হইতে ১২১

অসীমায়ত্ন' বিপদ: সর্ব্বস্বাদয়মুত্তম: ।

বহিষ্যত প্রাণতুল্য নরেন্দ্র' যেষ্ট সেবক' ॥ ১২২

সমাধি' নির্বিকল্পস্য রসস্বাদন' পুন: ।

কারয়িত্বা শ্রীভগবান্ কৃত্যাম মম ঠাকুর: ॥ ১২৩

শুচিপট' দর্শয়ামাস্তদ্বিখ্যো: পরম' পদ' ।

অত্যন্ত যত্নগোলানাং সেবকানাং মহাত্মনাং ॥ ১২৪

শুশ্রূষায়া ভগবত স্তুতি: স্বলুপা ন চাভবত্

যযুয:শৌণ শক্তিত্বাদ্ভক্ত মাধনযাযবা ॥ ১২৫

ভদ্রানবাটিকামধ্যে ধর্ম্মা প্রাবল্যতো'পি বা ॥

রোগহৃদি স্তদা জাতা যত্ চলন্তাস্তরে স্থিত' ॥ ১২৬

অন্যলীলায়াং চম অঃ

তত্চত' বাহ্য দেশে'পি সম্পূর্ণ' দৃশ্যতাদ্ভুত' ।

সহ তেন চ রক্তস্য চরণে তদা প্রভোঃ । ১২৩

যাতনা স্বয়ং শরীরস্য সম্পূর্ণ' হৃদমাগতা ।

চিকিত্সকেন বিশ্লেষেণ যদ্যপি সুচিকিত্সিতঃ । ১২৮

In spite of every care and utmost effort the disease began to aggravate due to weakness of age, anxiety for his disciples, or undried condition of the garden. The wound spread from inside to the skin outside, Excessive bleeding accompanied with acute pain all over his body made him restless 122 to 128

বদান্তবাদ :—

সম্প্রতি সর্বান্ধার্যময় এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে ঠাকুরের বহিষ্কৃত জীবনের মত শ্রেষ্ঠ সেবক নরেন্দ্রকে এই নির্বিকল্প সমাধির উত্তমরূপে বসান্বাদ করাইয়া বিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করাইয়াছেন। মহাত্মা সিদ্ধ সেবক সকলের পরম যত্নে ঠাকুরের শূন্যতার ত্রুটি হয় নাই। ঠাকুরের ক্রমশঃই দেহের কীণ শক্তি বশতঃ অথবা ভক্ত সকলের তত্ক্ষণ চিন্তা দ্বারা অথবা বাগান বাটার মধ্যে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বশতঃ রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেকার কত ভিতরে ছিল। সেইরূপ কত বাহিরেও দেখা দিয়াছিল। সেই সময় সেই সকল কত স্থান হইতে রক্ত নিঃসৃত হওয়ায় শরীরের বাতনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। দৃঢ়পি সূচিকিত্সকের দ্বারা পূৰ্ব কাল ভাবেই চিকিৎসা হইতেছিল।

अन्तर्नीलायां ऽम यः

तथाप्यष्ट मामकाले प्रायेन गतवत्यपि ।
 आशानुरूप रोगस्य प्रथमो नोपलक्ष्यते ॥ १२८.
 एवमुद्दिग्न् चेतोभिर्भक्तवर्गैः सुचिन्तितं ।
 रोगपरीक्षणश्चास्य कर्त्तव्यं सुचिकित्सकैः ॥ १२९.
 विचिन्तैव महाभागाः सेवका भगवत् पराः ।
 नगर्याः कलिकातायो रोगारोग्य निकेतनात् ॥ १३०.
 सर्वत्रैव रोगवेदी कीटस् संहिवेति नामकः ।
 तस्मान्नीतः स सम्मानं सेवकैर्यत्र ठाकुरः ॥ १३१.
 स श्वेताङ्गभिषक् तस्य कण्ठनानो परोक्षणे ।
 अङ्गुलीभिः समाक्रान्ते ठाकुरस्य गले यदा ॥ १३२.
 कठोर यातनोयुतः श्वेताङ्गं ठाकुरोऽब्रवीत् ।
 क्षणं तिष्ठाधुना तात इदमुक्ताखभावज ॥ १३३.
 निर्व्यक्तस्य समाधिं तं तत्क्षणान् प्राप्त ठाकुरः ।
 ततस्तं श्वेताङ्गं भिषक् परोक्षेऽनुमोदतः ॥ १३४.

How was under treatment of the best physician for about eight months, yet there was no indication that the disease had been brought under control. His disciples brought Mr. Co's, the best of physicians in Calcutta Hospitals to examine the disease of Thakur. To facilitate examination of his wound, Thakur took his consciousness out of physical plane. 129 to 135

বঙ্গানুবাদ :—

তথাপি রোগের আরম্ভ হইতে প্রায় ৮ মাস কাল গত হইলেও রোগের আরোগ্য আশানুরূপে লক্ষিত হইয়াছিল না। ১২৯

এইরূপে ভক্ত সকল অত্যন্ত উষ্ম হইয়া ডাবিয়াছিলেন ঠাকুরের রোগ পরীক্ষা বিশেষভাবে স্ফটিকচক্রে দ্বারা করা কর্তব্য। ১৩০

শুভ ভক্তি প্রায়শ মহাভাগ সেবকগণ সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক অর্থাৎ মেডিকেল কলেজের কোট সাহেব নামক চিকিৎসক মহাশয়কে সম্মানে ঠাকুরের নিকটে আনিয়াছিলেন। ১৩১

তৎপরে সেই ইংরেজ ডাক্তার ঠাকুরের কণ্ঠনালী পরীক্ষার জন্য গলার ভিতরে অঙ্গুলি প্রবেশ করিলে ঠাকুর অত্যন্ত যাতনা অনুভব করিয়া সাহেব ডাক্তারকে বলিয়াছিলেন মহাশয় আপনি একটু অপেক্ষা করুন এই কথা বলিয়া ঠাকুর তৎক্ষণাৎ স্বভাবজাত নির্বিকার সমাধি যুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে খেতাব ডাক্তার নিজের ইচ্ছামত ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন। ১৩২

उवाच कथान्मार रोगोऽसाध्यः प्राणविघातकः ।

कण्ठनली क्षताज्जातोनीषधश्चास्य विद्यते ॥ १ ३६

अधिराममेश्वरिकी वार्त्तायां धर्मयाजकाः ।

रतास्तप्तादियं पीडा सञ्चनिव्यति निश्चितं ॥ १ ३७

गलमध्यस्य भिल्लीनां गिराणामति सूक्ष्मया ।

उत्तेजनात्तत्पत्तिर्भवेदस्यामयस्य हि ॥ १ ३८

देगोऽस्माक मिमं रोगं धनुजलि मद्वात्मनः ।

धर्मयाजकस्य रोगः कण्ठरोगो बदन्ति ते । १ ३६

অন্তঃশলীলায়াং স্ম অঃ

উগ্রমৌপধমস্মাকং ন প্রযোজ্যং কদাচন ।

এতাঃ দৃশ্যামবস্থায়াং ভূমিক্তে শৌ ভবিষ্যতি ॥ ৭৪০

অতো যাঃ ক্ চিকিত্সাস্য রোগিনঃ প্রচলিষ্যতি ।

সৈব শুমকরৌ ছাস্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪১

বক্তব্যং যত্নদুক্তং মে কিন্তু কিঞ্চিদ্বদামি যঃ ।

তচ্চক্ৰতুঃ স্বে মহাভাগা ভবন্তৌ গুরু জীবন্যঃ ॥ ৭৪২

After careful examination of the wound, Mr. Cois said, "It is cancer which is incurable. No medicine for this disease has been invented as yet. Usually, priests who are habituated in holy talks are affected by this disease. This disease originates from excessive exertion of the finer tissues of the throat. It is known as throat disease in Western countries. Strong medicine should not be app'ied as it brings but unbearable pain. So mild homeopathic medicine only can be taken. I have told what I had to say about the disease. I have, however, to say something else. Kindly listen to me. 136 to 142

বঙ্গানুবাদ :—

ইহা প্রাণনাশকারী ক্যান্সার রোগ। ইহা গলদেশের শিরা হইতে উৎপন্ন এ রোগের ঔষধ নাই বা এই রোগ মুক্ত হয় না। ধর্মযাজকগণ অনবরত ঐশ্বর্যের কথায় সর্বদা বস্ত থাকেন তজ্জন্ম

অন্তরালীলায়াং চম অঃ

ধর্মযাজকগণেরই প্রায় এই রোগ হইয়া থাকে। গলদেশের ভিতরে অতি সূক্ষ্ম শিরা সকলের এবং সেই শিরাতে অতি ক্ষুদ্র কীট সকলের উদ্ভেজনায় বা আঘাতে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১৩৮

আমাদের দেশে অর্থাৎ ইণ্ডোরাপে এই রোগটিকে বহুভাষী ধর্মাস্ত্রা ধর্ম যাজকগণের কণ্ঠ রোগ নামে অভিহিত হয়। ১৩৯

এইরূপ অবস্থায় আমাদিগের উগ্র ঔষধ প্রয়োগ করা একবারে অবিধেয়। ইহাতে রোগীর ভয়ঙ্কর কষ্ট হইবে। ১৪০

অতএব ইহাঁর যেকণ ভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলিতেছে তাহাই স্মৃচিকিৎসা। ১৪১

আমার চিকিৎসা বিধয়ে যাহা বলা উচিত তাহা বলিলাম। কিন্তু ইহাঁর সম্বন্ধে আমি যৎ কিঞ্চিৎ বলিতেছি হে ভগবৎ প্রিয় মহাভাগ সকল আপনারা অনুরূপ পূর্বক তাহা শ্রবণ করণ। ১৪২

অত্যাখ্যায়মযজ্ঞম' রোগিনমোগরূপক'।

প্রথম' দৃষ্টবানত্র জীবিতী ভীমহাজনাঃ ॥ ১৪৩

বাহুবলোহিত্য ধর্মশাস্ত্রে পঠিতমেব কীবল'।

তত্র প্রভীরৌশামসী নামক স্যার্য্যরূপিনঃ ॥ ১৪৪

ইয়ং চর্চ্চা প্রযজ্ঞে না ভবদৌ দৃক্ সমাধিজঃ ।

স্বদেহদৃষ্টি বিধ্বংসরূপোভাবঃ সমুত্থিতঃ ॥ ১৪৫

কিন্ত্বদ্যাস্যভগবতঃ সাত্ত্বাদৃষ্টঃ স্বচক্ষুশা ।

অত্বল্প সময়েনায' জহৌ দেহাত্মাধিঘর্ণা ১৪৬

পরন্ত্বস্য স সমাধিরঘুনাপি ন মুচ্যতি ।

অস্বয়ৈব' দর্শনেনায ক্রনার্যোঃ' ভবামি ব' ॥ ১৪৭

পরন্তু পারিধমিক প্রহনাত্ কলুপীকৃত' ।

কর' ন কারয়িত্বামি সম্মতিরিত্যমেব মে ॥ ১৪৮

অন্তঃস্নোহায়াং চম যঃ

"I am quite astonished to see the divine power of this patient. I have read in the Hcly Bible about such divine power of transporting the soul of the holy apostle named Ishamoshi from the plane of physical reality. I now feel myself blessed by seeing such a miracle with my own eyes and I don't like to take fees for my services to this holy man. 143 to 148

বঙ্গানুবাদ :-

অতীব আশ্চর্য্যময় এই রোগীকে আমি ঈশ্বর রূপে দেখিতেছি।
হে মহাপুরুষগণ আমি জীবনে একপ কোথাও দেখি নাই। ১৪৩

আমাদের বাইবেল নামক ধর্ম্ম শাস্ত্রে কেবল মাত্র পড়িয়াছি
তাহাতে ঈশামসী নামক ধর্ম্ম যাজক মহাপুরুষের ঈশ্বরের অলৌকিক
প্রসঙ্গে নিজ দেহের স্মৃতি শূন্য সমাধিজাত এইরূপ ভাব সমুপ্তিত
হইয়াছিল। ১৪৪।১৪৫

কিন্তু আজ এই সাক্ষাৎ ভগবানের সম্বন্ধে নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ
করিলাম। ইনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেহাত্ম বুদ্ধি পরিত্যাগ
করিলেন। ১৪৬

অধিকন্তু ইহাঁর সেই সমাধি এখনও যায় নাই। এইরূপ দর্শন
বশতঃ আজ আমি ধৃত্য হইলাম এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

১৪৭

পরন্তু আমি এমত অবস্থায় ইহাঁর নিকটে পারিশ্রমিক লইয়া
হস্তকে পাপ লিপ্ত করাইব না ইহাঁই আমার সমীচিন মত। ১৪৮

অন্তরলীলায়াং ৮ম অঃ

মদুপাঞ্জিত বিত্তানাম্ কিঞ্চিদাতু' প্রসূর্যদি ।

তদাহ' নুনমেত্যানি কৃপামৌগস্য শান্তিদা ॥ ৭৪৫ ॥

এবমুক্তা জগমাসৌ ডাক্তারঃ শ্বেতবিগ্রহঃ ।

স্ব লক্ষ্য সফলং প্রাপ্ত্বা ভগবদ্ব্যধি ভাবিতঃ ॥ ৭৫০ ॥

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে

পারমহংসাং সংহিতায়াং ঠাকুরো নরেন্দ্রনাথ' কাশীপুরাধিপতিশ্চরৈ
তপস্যার্থ' প্রেরিতবান' তত্র পশ্চিমুখ্যাসনে সমাহ কালমধ্যে নরেন্দ্রস্য
সাধনাসিদ্ধিজাতা ততঃকুর সমীপে নির্বিকল্প সমাধি প্রসঙ্গে ন
দ্ব্যধিকৈশ্ব হতান্ত বর্ণন' । ততঃ শ্বেতাঙ্ক চিকিত্সকস্য কথার্যতা-
রূপোঃ স্ত্যলীলায়া অষ্টমোধ্যায়ঃ । অঃ ৮ অঃ ॥

"On the other hand I feel that I shall be blessed by the grace of God if I can give a little of my earning to this holy man." Thus the great physician left the place with his mind absorbed in holy thoughts. 149 to 150

Here ends the eighth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অঃ ৮ অঃ

বিশ্রান্তবাদঃ—

আমার উপার্জিত অর্থের যদি কিছুমাত্র ও ইহাকে দিতে পারি তবে আমি নিশ্চয় ভগবানের শান্তিদায়িনী কৃপা লাভে সমর্থ হইব ।

অন্তঃসলীলায়াং চম অঃ

তৎপরে খেতাবিষক এইকপ বলিয়া ভগবদ্ভাব দর্শনে নিজকে
ধন্য মনে করিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৫০

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিবচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে
ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে তপস্তায় জ্ঞা দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইলে সেই স্থানে
সাতদিনের মধ্যে পঞ্চ মুণ্ডির আসনে বসিয়া তপস্তায় সিকি লাভ
করিয়াছিলেন। তৎপরে ঠাকুরের নিকটে নির্বিকল্প সমাধির
আলোচনা সময়ে স্বরীকেশ তীর্থ বলা হইয়াছে। তৎপরে সাহেব
ডাক্তারের বিষয় অন্তঃসলীলার চম অঃ বলা হইল ॥

অথ অন্তঃসলীলায়াং নবমোধ্যায়ঃ

অতঃপর' ভক্তবর্গরশ্বিষ্টঃ সুচিকিত্সকঃ ।
মহেন্দ্রলাল সরকার' পাপ্যাপি সুচিকিত্সক' ॥ ১
তস্য তু রোগি সান্নিধ্য' নাস্তি জ্ঞাত্বা তমত্যজন্ ।
নবীনচন্দ্র নামাস্তি প্রবীনো বৈদ্যসত্তমঃ ॥ ২
মধ্ব' গত্বা তত্ সফাশ' প্রভোঃ পীড়ামবর্ণয়ন্ ।
কিন্তু তস্য চিকিত্সায়া অনুপান মুসংগ্রহ' ॥ ৩
অসান্ন্য' মন্যমানাস্তে তত্বজুস্ত' চিকিত্সক' ।
এব' প্রভোভক্তবর্গা বৈদ্যার্থ' চিন্তিতোভূগ' ॥ ৪
সর্বান্তিমে ভগবতঃ পরমস্য পুংসঃ
সত্বেবকীঃস্তুল্যগুণোঃস্তুল্য নাম ভক্তাঃ ।
রাজেন্দ্র দত্ত ইতি নাম চিকিত্সকস্ত
মানীয় তত্র মগদস্ত মদগংযত' ॥ ৫

In search of a good physician, the disciples
approached Mahendra Lal Sarkar who was one

of the most reputed physicians of the times. He, however, was unable to visit the patient at his residence and so he was not considered suitable. They approached another renowned physician named Nabinchandra. It was, however, too difficult to prepare and administer medicine according to his prescription. So he was also rejected. At last, one of the disciples, named Atul, called in a good physician, Rajendra Dutta, and got Thakur examined by him. 1 to 5

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে ভক্ত সকল চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিয়া শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারকে পাইয়াও তাঁহার কলিকাতা হইতে কাশীপুরে যাইয়া রোগী দেখা অসম্ভব জানিয়া তাঁহাকে চিকিৎসায় নিযুক্ত না করিয়া নবীনচন্দ্র নামে একটি প্রাচীন বৈজ্ঞানিক নিকটে যাইয়া সেবকবৃন্দ তাঁহার নিকটে রোগের অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার আদেশ মত ঔষধের উপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করা বা অতি কঠিন মনে করিয়া তাঁহাকেও ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপভাবে ভক্তবর্গ চিকিৎসকের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১।২ ৩,৪

সর্বশেষে পরম পুরুষ ভগবান পরমহংসদেবের অতুলনীয় সঙ্গুণ সম্পন্ন অতুল নামক সেবক রাজেন্দ্র দত্ত নামক চিকিৎসককে সেই স্থানে আনিয়া ঠাকুরকে দেখাইয়াছিলেন। ৫

अन्तर्लौलायां ६म अः

आगत्य सोऽपि गुणराशि युतः सुबैद्यो
 दृष्ट्वा परीक्ष्य च गदं सुखं चिद्वचनस्य ।
 प्राप्यापि भोतिवद्बुलं मनसि प्रहृष्टं
 पादौ सहास्य वदनः समुवाच किन्तु ॥ ६
 नाख्यस्य रोगविगमे भवतां हि काचि
 क्षिप्ताथवा सुमनसां खलु भौति हेतुः ।
 येनैव रोगगुरुता प्रकटीतकृता हि
 तेनैव तद्गदं विमुक्तं गदो हि सृष्टः ॥ ७
 उक्त्वैवं प्रभुभक्तान् स राजिन्द्रः सुचिकित्सकः ।
 दैनन्दिनं समागम्य रोगिनं रोगमुक्तिदं ॥ ८
 सम्यग्दर्शसदातस्य रोगिनो ह्यर्पं हेतवे ॥
 सुपुष्प सुफलादीनि द्रव्यानि विविधानि च ॥ ९
 समानीय ददौ तस्मै परस्मै पुरुषाय हि ।
 ठाकुरोऽपि मन्त्राप्रोतोऽभवत्तस्मिन् चिकित्सके ॥ १०

The physician was much frightened after examining the patient but he assumed a very cheerful front, and said, "You should not have any fear or doubt about the cure of the disease. The maker of the disease is also the maker of medicine." He paid visit everyday and advised the needful. He would also offer fresh fruits and flowers to bring pleasure to Thakur, who admired the physician for his good treatment and behaviour. 6 to 10

বঙ্গানুবাদ :-

বহুতর সদৃশ বিশিষ্ট সেই সর্বৈক রাজেন্দ্র মত্ত আনন্দ ঘন বিগ্রহ ঠাকুরের রোগ পরীক্ষা পূর্বক অন্তরে অত্যন্ত ভয় পাইয়াও বাহিরে সহ্যাত বদনে বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের রোগ মুক্তির জন্য মহামনা আপনাদিগের কোনও চিন্তার কারণ নাই। যে ভগবান কঠিন রোগ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই সেই স্বকঠিন রোগের সর্বতোভাবে নিরাময় করিবার জন্য ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬.৭

সেই সূচিকিৎসক রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরের ভক্ত সকলকে এইরূপ বলিয়া প্রতিদিন ঠাকুরের নিকটে আসিয়া সর্বরোগ বিমুক্তপ্রদ রোগী ঠাকুরকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। এবং ঠাকুরের আনন্দ বর্ধন জন্য উত্তম পুষ্প ও উত্তম উত্তম ফল প্রভৃতি বহুবিধ উপাদেয় দ্রব্য আনয়ন পূর্বক পরম পুরুষ ভগবানকে প্রত্যর্পণ করিতেন। তৎকাল ঠাকুরও অত্যন্ত শ্রীত হইতেন ॥ ৮।৯।১০

एवमस्तदुभयोः प्रीतिवर्धनादल्पकालतः ।

दुरन्त यातनायुक्तारोगी ह्रास्तत्त्वमाप्तवान् ॥ ११

पादुकाहीन विषाय यः प्रयच्छत्युपानहौ ।

न तस्य मनसो दाहः कदाचिदपि जायते ॥ १२

इति सञ्चিন্ত্য রাজেন্দ্রঃ প্রমোদ্যে মহামতিঃ ।

मुकीमलेन बद्धेण निर्मितं पादुकादयं ॥ १३

স্বহস্তাভ্যাং প্রমোঃ পাদযুগলে পর্যধাপয়ত্ ।

प्रमो स्तत् पादुकायुगं बेलुंडमठ सञ्चयि ॥ १४

অদ্যাপি পজিতং মাতি তদন্তৌর্মন্তিপূর্বকং ।

सयज् रक्षितश्चापि जगन्महल द्विषे ॥ १५

अन्तरंगीलायां ८म अः

राजेन्द्रनाथ दत्तस्य भक्तिपूर्णं चिकित्सया ।

पौडाशान्तिं प्रभोर्ज्ञात्वा भक्ताद्योनन्द संयुताः ॥

घमोष्ट देवता सेवां पनीकृत्य स्वजीवनं ।

कुमार सेवकायकुरेकान्त भक्तिसंयुताः ॥ १७

Thus, due to happy exchange of feelings between Thakur and the physician, the very painful disease subsided very appreciably in a very short time. With the thought that if a bare-footed bramin would be given a prize of shoes for protection from the heated-earth, he would regain his peace of mind, Rajendra got a pair of shoes prepared of soft cloth and worn by Thakur. This pair of shoes is still preserved in Belur Math, and worshipped by his devotees. It was a matter of great joy that the treatment of Rajendra Nath Dutta had brought a great relief to Thakur. The young disciples rendered their services to Thakur with all sincerity and devotion. 11 to 17.

ब्रह्मानुवादः—

এইরূপে রোগী ঠাকুর ও চিকিৎসক উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রতি বর্ধনবশতঃ অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুইজনে দুঃখদায়ক রোগ কিছু উপশমিত হয়েছিল। রোজতাপাদিগ্রন্থ যদি কোনও আশ্রমকে

কোনও লোক যদি পাদুকা দান করেন। তবে সেই ব্যক্তির কথনও সন্তাপজনিত দুঃখ হয় না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া মহামতি ভাস্কর রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরের জ্ঞানভক্তি হুকোমল বস্ত্র ঘারা নির্মিত পাদুকা দুইটি নিজে দুই হস্তে প্রভুর পাদ যুগলে পরাইয়া ছিলেন। ঐ পাদুকা দুইটি আজ পর্যন্ত বেণুড় ঘাটে পুজিত হইয়া থাকে। ১৩।১৪

এবং তাঁহার ভক্তবর্গের মঙ্গলার্থে ভক্তিপূর্বক সব্বদেয় দক্ষা করিতেছেন। ১৫

এবং ডাঃ রাজেন্দ্রবাবুর চিকিৎসায় ঠাকুরের পীড়ার উপশম বা অনেকটা আযোগ্য জানিয়া ভক্ত সকল অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৬

কুমার সেবকগণ একান্ত ভক্তি সহকারে ইচ্ছা সেবতার সেবা প্রাপনে করিয়াছিলেন। ১৭

সেবার্থে শ্রীমদগতযাদুপ্রত্যঙ্গ স্মরণে।

যাদ্ভ্যাম্যন্তর্যুদ্বত্বাত্তলেমিরে পরমাং জাপা ॥ ১৮

পরম্যুত্তরকালে তে তদ্বর্ষ্য পরিবিশনে।

যদি মালিন্য মাযান্তি তদ্যর্থং ঘটবারিমিঃ ॥ ১৯

চিক্কা তানব্রবীহেবো যুগ্মাকং সুপমিত্যতা।

ইদং যোতা যযা যুয়ং দুর্জনৈর্মিলিতা অপি ॥ ২০

অযথা তেহঁতমত্রং মন্যয়িত্ব যদ্যপি।

ন কিঞ্চিদপি মালিন্যং যুগ্মদেহে মন্যয়িত্ব ॥ ২১

কক্ষম্বং কক্ষমাত্রম্ব ন তেন সম্ভবিত্যতি।

সর্বদা যদ্বদ্যেণ যুয়ং স্যাস্থ্য নিযিতম্ ॥ ২২

অস্ত্রলীলার্যাঃ ৫ম অঃ

ভবিতব্য বিধানেন বিধাতুরিচ্ছয়াথবা ।

সেবকানাং সুদুর্ভাগ্যাৎগর্ভাবসানমাগতং ॥ ২২

তদা শুচৌ শেত্য়মভূত পৃথিব্য বর্ষণাদৃশং ।

সেন স্রীণশরীরস্য প্রভোঃ পীড়া ব্যবহৃত ॥ ২৪

When the devotees touched the body of Thakur by way of services they became purged of their impurities, both inner and outer. Lest devotees would be unable to preach his religion, Thakur sprinkled holy water on them and said, "From now onward such divine purity has been bestowed upon you that bad companionship or the act of taking unholy food will not impair your purity of mind and body. You will ever remain pure and holy under any circumstances." By the will of God the happy days came to an end. The disease aggravated due to cold caused by excessive rains in the month of Ashara 18 to 24.

বঙ্গানুবাদ :—

সেবা সময়ে ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শমাত্রে ভক্ত সকলের বাহ্য ও অভ্যন্তর শুদ্ধি হইয়া পরম কৃপা লাভ তৎক্ষণাৎ হইত । ১৮

কিন্তু আমার অবর্তমানকালে এই সকল ভক্তদুঃখ আমার বশ্র প্রচারে যদি অসমর্থ হয় তৎক্ষণ ভগবান ভক্ত সকলকে ঘটনাক্রমে

অন্তঃস্রোতায়া' ৫ম অঃ

যারা অভিষেক করিয়া বলিতেন আজ হতে তোমাদের এইরূপ পবিত্রতা হইল যাহাতে তোমরা দুর্জন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলেও অথবা পাপ'ন্ন ভোজন করিলেও তোমাদের দেহে কোনরূপ পাপ বা মালিমা স্বল্পমাত্রও হইবে না। ১৯।২০।২১

। তোমরা সর্বদা পবিত্রভাবে থাকিবে। ইহা ঐব নিশ্চিত। ২২
। সেবকগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ ভবিতব্যের বিধান জ্ঞাত অথবা ভগবানের ইচ্ছাতেই হউক স্ত্রুণের অবসান হইয়াছিল। সেই সময় আষাঢ় মাস অত্যধিক বারি বর্ষনের জন্য শীতল বা খুঁচাও হইয়াছিল।
। এজন্য কীর্ণ শরীর প্রভুর পীড়া বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছিল ॥

২৩।২৪

গলাভ্যন্তরদেশস্য স্রোতাস্ক্রোধোনির্গতঃ ।
স্রাসকাম প্রাবল্যাস্ত্র যাতনা হৃদ্বিমাগতা ॥ ২৫
জলবন্তরল' পথ্য' স্ত্রুধাধিক্যস্থিতাবপি ।
ভোজনে ন সমর্যোঃসুভূদু যদিবা শক্তিচালনাৎ ॥ ২৬
স্থলপ' গলাধ.করণে যাতনা শতগ্না ভবতু ।
যযাচৈর্য' মধৈবষ্ট' সাত্বাদ্ ভগবতীরপি ॥ ২৭
পরন্তু তম্ভণাত্তস্মাত্ চতস্থানা হিনিঃসুতঃ ।
পুথরক্তাদিসমিত্র স্রোদোত্যন্ত ব্যবহৃত ॥ ২৮
অসাম্যন্তদ্রোগচিহ্নমবলোক্য মহামনাঃ ।
প্রভো স্তাত্ সেবকাঃ সখ্য' নরেন্দ্র প্রমুখাদয়ঃ ॥ ২৯
সুতরাং ভয়বিম্বান্ভ্রান্তাঃপ্রমথনু প্রমু হৃতধি ।
কি' কল্মষবিমূঢ়াস্তে প্রাচীন স্তম্ভেতনাঃ ॥ ৩০

অন্তপ্রলীলায়াং ৫ম অঃ

একদা মুখনির্গত ক্লেদসংযুক্ত পায়সঃ ।

প্রমোরম্বত তুহ্যন্তান্মন্যমানো মহত্তরঃ ॥ ২৭

Due to painful coughs and vomiting blood which came out of the wound inside the throat, Thakur became restless. In spite of acute appetite he could not eat anything. Even if he took any liquid food, it would cause unbearable pain as soon as it entered his throat, and simultaneously terrible vomiting of blood would take place. At this even Thakur himself lost all patience and hope, and his disciples did not know what to do. One day Narendra held in his hand the blood with all impurities which was vomitted by Thakur as if it was holy nectar.

25 to 31

বিশ্লিষ্টবাদঃ—

ভক্তজন্য গলদেশের ভিতরের ক্ষত হইতে ক্লেদ অর্থাৎ রক্তপূর্ণ বহির্গত হইলে শ্বাস কাসির প্রাবল্যবশতঃ ঠাকুরের বাতনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল ॥ ২৫

বিশেষভাবে ক্ষুধার বৃদ্ধি হইলেও মলের মত তরল পথ্যও ভোজনে অসমর্থ হইয়াছিলেন । ২৬

যদি বা জোর পূর্বক অল্পমাত্র ভোজনীয় দ্রব্য খাইতেন তাহাতেও অত্যন্ত বাতনা হইত যে বহুপ্রাবল্যবশতঃ সাক্ষাৎ ভগবানেরও দৈর্ঘ্য নষ্ট হইয়াছিল । ২৭

ଅନ୍ତର୍ଲୋଚନାଂ ୧ମ ଅ:

ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସେହି କଥା ଦାନ ହେତେ ପୁରସ୍କାମି.ମିଶ୍ରିତ ରୋଗ
ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ନିର୍ଗତ ହେତ । ୨୮

ଭଗବାନେର ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବା ନରେନ୍ଦ୍ର 'ପ୍ରଭୃତି ମହାମନୀ
ପ୍ରଭୁର ସେବକ ସକଳ ପ୍ରଭୁର ଜନ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟେ ବିହ୍ୱଳିତ ହେଉଛନ୍ତି
ଏବଂ କି କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛିମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ନା ପାରିବା ସକଳେ ଏକ
ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ॥ ୨୯.୩୦

ଅତି ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀନରେନ୍ଦ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧକ ଏକମିତ୍ର ପ୍ରଭୁର
ସୁଧାରବିନ୍ଦ ନିର୍ଗତ ରକ୍ତ ପୂଜାର ସହିତ ପାୟସ ପ୍ରଭୁର ଅମୃତତୁଲ୍ୟ ମନେ
କରିବା ଦୁଇ ହେତେ ଧାରଣପୂର୍ବକ କାତର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଗୋଟିଏ ସକଳଙ୍କ
ବୁଲିଯାଉଛନ୍ତି । ୩୧

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ହୃତ୍ୱା ଶ୍ରୀନରେନ୍ଦ୍ର: ସକାତର ।

ପ୍ରମୋ:ସୁସ୍ଥଦୟାୟା ଯତ୍ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣେନ ନ: ॥ ୩୨

ଚିତ୍ତପ୍ରସାଦ: ସଞ୍ଚାତୋଽଧୁନା ଭାଗ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟାତ୍ ।

ତତ୍ତ୍ୱପଥ୍ୟ ପ୍ରସାଦସ୍ୟ ପୁନ: ପ୍ରାପ୍ତିର୍ ନ ସମ୍ଭବେତ୍ ॥ ୩୩

ଆଗଚ୍ଛନ୍ତୁ ମହାଭାଗା ଯେନିଦଂ କ୍ଳେଦମିତ୍ୟଂ ।

ପ୍ରମୋ: ସତ୍ତାତ୍ୱରୂପଂ ଯତ୍ ପାୟସମନ୍ୱତୀପମଂ ॥ ୩୪

ଅତ୍ତ୍ୱାମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଣୀକ୍ଷାକ୍ତଂ ତଦ୍ଧିଷ୍ଠାନମୁତ୍ତମଂ ।

ଦେହାସ୍ଥିରମଜ୍ଜା ନାଢ଼ୀଷ୍ଠ ଧର୍ମେଦନ୍ତୁଭୂତଂ ସଦା ॥ ୩୫

ଏବମୁକ୍ତା ଶ୍ରୀନରେନ୍ଦ୍ର:ପୋତ୍ୱାଗ୍ନେ ସ୍ୱୟମୁତ୍ତମଂ ।

ପାୟସମପି ଶାକ୍ଷାକମପାୟସଦନ୍ତୁତମଂ ॥ ୩୬

ଏବଂ ଶୌଳା ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ରୀନରେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଧୌମତ: ।

କିଂ ବିଦନ୍ତିଜନା ଶୌଳା ଶିଶୁର ପରାୟଣା: ॥ ୩୭

অম্ললীলায়া' ৫ম অঃ

প্রমুনেদ' যদা স্নাত' প্রায়ো মে কাল আগতঃ ।

অতো মে দ্রেমলীলায়াঃ প্রাকৃত্য' নড়ন্ত্যতি ধ্রুব' ॥ ৪৮

He said, "We do not now expect to have the same holy residuals from Thakur as was available when he was hale and sound. Let us take this blood as holy nectar so that we shall feel Thakur's divine self in our body, bones and nerves." With this Narendra drank the blood and made all other disciples drink it. Thus, Narendra did a miracle which was beyond comprehension of people addicted to earthly pleasure. When Thakur realised that his days were numbered, he resolved to abstain himself from all outward activities. 32 to 88.

বঙ্গানুবাদ :—

প্রভুর হৃদ অবস্থায় যে প্রসাদ ভোজন করিয়া আমাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে সম্প্রতি আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেইরূপ প্রসাদের পুনঃ প্রাপ্তির আশা আর নাই। অতএব হে মহাভাগ সেবকবৃন্দ আপনাবা আশ্রন দ্বারা এই রক্ত ও পূজ মিশ্রিত প্রভুর সত্তারূপ এই অমৃততুল্য পায়স যদি আমরা ভোজন করি তাহা হইলে আমাদের শরীরের অস্থি মজ্জা ও নাড়ী সকলের মধ্যে ভগবানের স্থিতি সর্বদা ভালভাবে অনুভূত হইবে। ৩২।৫৩,৩৪,৩৫

এইরূপ বলিয়া শ্রীনরেন্দ্র স্বয়ং সর্বদ্বায়ে সেই হৃদাতুল্য পায়স পান করিয়া তৎপরে আমাদিগকেও পান করাইয়াছিলেন। ৫৬

অন্যলীলায়াং ৫ম অঃ

ভগবানের লীলার সর্বোত্তম পার্বদ নররূপী নরেশ্বরের লীলা পত্নী ও উনর পূরণে আসক্ত অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয়কে ও উপস্থকে বাঁহারা জয় করিতে না পারিয়াছেন সেই সকল মনুষ্য কি ভগবানের বা তাঁহার পরিকর বর্গের লীলা বৃত্তিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরায়াণ ব্যক্তি ভগবান্নীলা বা ভক্ত লীলা বিষয়ে কিকিন্মাত্রও প্রবেশ করিতে পারেন না। ৩৭

প্রভু স্বরূপ জানিয়াহিলেন আমার অন্তর্কানের সময় নিকটবর্তী হইয়াছে অতএব প্রকাট্য লীলারও অবসান হইবে। ৩৮

বিদ্যায়ৈব' শ্রীভগবান্ গমীর নিশি চেকদা ।

স্ব স্বরূপ শ্রীনরেন্দ্রনাথমাহুয় যদ্রতঃ ॥ ৪৫

তদুগত' জীবনমপি শশিভূষণ সেবক' ।

স্ব স্থানাদ্বিত্যন্তঃ পেরয়িত্বাখ্যধোগৃহ' ॥ ৪০

প্রোশাচ শ্রীনরেন্দ্রন্ত' সুখ্যষ্ট' পশ্য ভোঃ পিয় ।

যদ্যত্রাস্তিজনঃ কোঃপি সর্ব' মে নিষ্ফল' ভবেত্ ॥ ৪৭

যদ্যকৌনাচাধিপতিঃ শঙ্করো ভগবান্ স্বয়' ।

নিগাহে' প্রাণিশূন্যস্ত' কৃত্বা কুযোগ পোঠস' ॥ ৪২

অর্হাঙ্কিনী শঙ্করী' স সাবধানতয়া ধ্রুগ' ।

জ্ঞানতত্ত্বমহয়' যদ্বিশুদ্ধ' সমুপাদিগত্ ॥ ৪৩

তথা স্ব প্রাণতুল্যন্ত' নরেন্দ্র' প্রেমমূর্তিমান্ ।

বিস্তৃত বাহুযুগ্মেন সুদ্রবুস্বন পূর্ব' ॥ ৪৪

তদহয়' জ্ঞানশত্রু' বিশ্লোৰ্যত্ পরম' পদ' ।

যদ্বিজ্ঞানাদিদ' সর্ব' বিদ্যাত' ভবতি ধ্রুগ' ॥ ৪৫

অস্ত্রলীলায়াং ৫ম অঃ

Knowing this, once in the dead of night Thakur called for Narendra in his room on the upstairs and sent Shasibhusan downstairs. He asked Narendra to see and be sure that nobody was there on the upper floor for otherwise all would go in vain. Lord Shiva also made his place void of any living thing when he imparted the knowledge of one Supreme Being pervading the universe to Goddess Sankari. So also Thakur imparted that divine knowledge to Narendra.

39 to 45.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে ঠাকুর নিজ লীলার অপ্রকট অবগত হইয়া একদিন গভীর রাত্রে নিজেরই অমৃতম মূর্তি নরেন্দ্রনাথকে যত পূর্বক ডাকিয়া ঠাকুরগত প্রাণ শশিভূষণ সেবককেও দোতলার গৃহ হইতে নিষেধ ঘরে পাঠাইয়া দেবতাদিগেরও দেবতা ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন। ওহে প্রাণ প্রিয় নরেন্দ্র! তুমি বেশ ভাল করে দেখ আমার এই দোতলায় কোনরূপ প্রাণী আছে কি না। যদি থাকে তবে সব নিষ্ফল হইবে। ৩৯।৪০।৪১

যেমন কৈলাসধামের অধিপতি ভগবান্ শঙ্কর মহানিষাকালে নিজের যোগপীঠ প্রাণীশূন্য করিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী শঙ্করীকে সাবধানপূর্বক যে বিস্তৃত অঘটন জ্ঞান তৎ উপদেশ করিয়াছিলেন। ৪২।৪৩

সেইরূপ মূর্তিমান্ প্রেম বিগ্রহ ঠাকুর নিজের প্রাণভূমি সেই

अन्यलोलायां तम आः

नरककाले इहे बाह्यद्वारा आनिग्रन करिशा मुख छुनन पूर्वक नैहै अवय
छानतव वा विस्मय प्रथम पद दाहा जानिले लौकिक वा अलौकिक
सर्वविध वस्तु विज्ञान हय वा छाने समर्थ हय । ८८।८८.

असंख्य बुद्बुदोपम ब्रह्माण्ड ब्रह्मसोगर ।

समुद्रभूत पुन स्तस्मिन् ब्रह्मण्येव प्रलीयते ॥ ४६

योऽसौरूपविहीनोऽपि सर्वरूप स्वरूपकः ।

निर्गुणोऽपि सदा योऽसौ गुणानामाकरो महान् ॥ ४७

सर्व्ववानुगतो वापि सद्गद्गोनो भवत्यसौ ।

सर्व्वचित्तान्तरस्थोऽपि बुद्धिहृत्तेरगोचरः ॥ ४८

चक्षुर्भ्यान्तु न दृष्टोऽसावचक्षोऽपि चलत्यसौ ।

ईदृक् सर्व्वार्थमयः सच्चिदानन्द ईश्वरः ॥ ४९

पाणदेहादिभेदेही पूर्वं पुण्य बलेन हि ।

श्रीगुरोः कृपया वापि वेत्ति चेत् परमेश्वरं ॥ ५०

सृष्ट्यानुसृष्टरूपोऽपि जीवो याति विमुक्ततां ।

तद्रूपोऽसौ भवेदापि यथा स परमेश्वरः ॥ ५१

बहुना वा किमुक्तेन यत्स जानोहि तं सदा ।

सर्व्वं यामात्मजो ह्यात्मा पितामाता स ईश्वरः ॥ ५२

"Innumerable 'worlds come to existence' like bubbles on the surface of the sea, and again lose their existence in the Supreme Being from whom they were born. He who is the maker of shapes is shapeless. He has no quality or virtue even though all qualities and virtues originate

অন্তরলীলায়াং ৫ম অঃ

from him. He is all alone though He pervades everything, No intelligence can reach him though all thoughts are fed by him. He is not seen with eyes. He is both static and dynamic. He can be known by devotion and by the grace of preceptor. Even though the soul of a man is a very small thing, it can attain salvation and Divinity. Our sons and parents are none but God." 46 to 62.

বঙ্গানুবাদ :—

অসংখ্য জল বৃন্দবৃন্দ সদৃশ ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ তু ভুবঃ স্বঃ মহাজন
তপঃ সত্য এবং অতল বিতল স্থতল রসাতল তলাতল মহাতল ও
পাতাল এই ১৪টি লোক বাহাতে আছে তাহাকেই ব্রহ্মাণ্ড বলে এই
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর পুনরায় অস্ত্রে ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া থাকে । ৪৬

যিনি এই পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবান নিরাকার বা রূপ শূন্য হইয়াও
সর্বরূপের স্বরূপ । এবং যিনি নিগুণ হইয়াও সর্ব সদ্গুণের আকর ।

এই ভগবানই সর্ব বস্তুর মধ্যে সর্বদা অবস্থিত হইলেও নির্লিপ্ত
এবং সকলের অভ্যন্তরে সর্বদা থাকিলেও মানুষ প্রত্যক্ষ করিতে
পারে না । ৪৭।৪৮

এবং আমাদের এই বাহ চক্ষু দুইটি দ্বারা তিনি প্রত্যক্ষ হন না ।
তিনি অচল হইয়াও চলিতে পারেন এই সক্তিদানন্দময় স্বরূপ
সর্বোচ্চ্যময় দৈবের স্বরূপ । ৪৯

অন্তঃসীতায়াং ৫ম অঃ

প্রাণযুক্ত দেহবিশিষ্ট জীব পূর্ব জন্মের পুণ্য বলেই হউক অথবা
শ্রীশ্রীর কৃপাতেই হউক সেই পরমেশ্বরকে জানা যায়। ৫০

জীব সকলের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম হইলেও তাঁহারা পূর্বোক্ত রূপ
মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অথবা সেই ভগবান যেমন জীবগণও
সাধনা দ্বারা ভগবানের স্বরূপতা লাভ করে। হে বৎস, আর
অধিকভাবে ভগবানের স্বরূপ কি বলিব তুমি সর্বদাই জানিবে
সেই ঈশ্বরই সকলের আত্মা সকলের পুত্র সকলের পিতা ও সকলের
মাতা প্রকৃতি তিনিই সব। ৫১।৫২

অতঃপরং স্রস্ব সমীপস্য
নরেন্দ্রনাথস্য নরোত্তমস্য ।
মোত্বাপসংস্থ্য নৃতিমূলরম্ভে
সুখারবিন্দং ভগবানুব্রূচ ॥ ৫২
যদ্বাচ তত্বে জগতী হিতায়
স্বষ্টে পুরা পদ্মজনাভ দেবঃ ।
তস্মৈ বদৌ পদ্মজ যৌনয়িত
নরেন্দ্রনাথায় সুগোপনীয় ॥ ৫৪
পরন্তু কারুণ্য কটাক্ষ দৃষ্টয়া
নরেন্দ্রনাথ্য পুনরাহ দেবঃ ।
সার্বং ত্বয়া যদ্যপি নোস্তি মেদ
স্তথাপি মে বাচ্য পৃথক্‌ত্বমস্তি ॥ ৫৫

Thakur imparted that divine knowledge to
Narendra which was imparted by Lord Narayan
to the lotus-born Bramha, before the creation of

অন্তঃলীলায়াং ৫ম অঃ

this universe. Thakur also said. "You and I are one and the same. Yet physically we differ."

53 to 55.

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর ঠাকুর নিজ সমীপে অবস্থিত নরোত্তম নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ কর্ণে মুখাবিন্দু দিয়া বলিয়াছিলেন সৃষ্টির পূর্বের পদ্মনাভ নারায়ণ জগতের মঙ্গলার্থে পদ্মযোনি ত্র্যম্বকে যে ত্র্যম্ব তত্ত্বটি দিয়াছিলেন। অত্যন্ত গোপনীয় সেই ত্র্যম্ব তত্ত্বটি ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দিয়াছিলেন। ৫৩৫৪

পরন্তু কৃপাকটাক দৃষ্টি ধারা ঠাকুর নরেন্দ্রকে পুনরায় বলিয়াছিলেন যে নরেন্দ্র যদিও তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই তথাপি বাহিরের লোক সকল তুমি এবং আমি এইরূপ ভেদ দর্শন করে। ৫৫

কিন্ত্বদ্য তুভ্যং সকলং মমৈদং

বৈরাগ্য বিদ্যান তপো বনাদি।

সমর্থ্য নিঃস্বঃ খলু নামমাত্রং

শ্রীরামকৃষ্ণেতি ভবামি শ্বাদ্য ॥ ৫৬

শ্রীরাজরাজেশ্বরতামবায্য

মদীয় শক্ত্যা জগতামঘৌঘং।

কৃৎস্বা বিদূরং নবরামকৃষ্ণৌ

ভূত্বা গুরুম্ ভব সেবকানাং ॥ ৫৭

হৃদযেবমুজ্জ্বা নিজ দিব্যশক্ত্যা

নরেন্দ্র মধ্য সমনুপবিষ্ট্য।

তং দিব্যমায়েন বিভাষিতস্ত

স্বকার দেবঃ সৃষ্টিশব্দং ॥ ৫৮

অস্তরীলীলায়াং ৫ম অঃ

"To-day I have made over to you all that I know and my name is only left to me. You may now be sole monarch in the spiritual world and the only guide to my followers." Saying this, Thakur transported his spirit into the body of Narendranath and thus bestowed divine power upon him. 56 to 58

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু আজ আমি তোমাকে আমার বৈরাগ্য বিজ্ঞান ও তপো বলানি বাহা কিছু সেই সকল অর্পণ পূর্বক নিঃশ্র হইয়া কেবল নাম মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া হইলাম। ৫৬

তুমি রাজ রাজেশ্বর হইয়া আমার শক্তি লইয়া জগতের পাপ সমূহ দূরীকরণ পূর্বক নূতন একটি রামকৃষ্ণ হইয়া আমার সেবক-গণের তুমিই গুরু হও। ৫৭

এইরূপ বলিয়া নিজ দিব্য শক্তি দ্বারা নরেন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অবিশুদ্ধ মূর্তি ঠাকুর সেই নরেন্দ্রকে দিব্য ভাবে বিভাষিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ নরেন্দ্রকে জীবমুক্ত স্বরূপ করিয়াছিলেন ॥

৫৮

ধারাস্ত্রলীলায়াং স সাগরৈয়
 শীকান্ত সঙ্গাযিত সর্বভূমিঃ ।
 সাধ্বী যথা স্বামী বিয়োগকালী
 বমী ধরিত্রী নমসোঽবস্থানি ॥ ৫৮

অন্তঃস্নানোক্তায়া' ৫ম অঃ

সৌভাগ্য সূর্য্যস্য বিম্বো স্তথাহ
 প্রায়োঃস্তুভাব' পরিপশ্যতাং বৈ ।
 অশ্রু প্রপাতস্য সুকিঙ্করাণা
 মারম্ভ কালঃ সমুপাগতো নঃ ॥ ৬০
 দেনন্দিন' সেবক সঙ্ঘ বাচর্চা
 যাদৃক্ ক্রতা তেন তথাহ নাস্তি
 ভাবান্তরস্তন্মনসোঃপ্য চিন্তাঃ
 প্রতিচক্ষণাংস্তু সমাধি ভাবঃ ॥ ৬১

On the last day of the month of Sravana the rains set in and the earth appeared to shed tears profusely like a female consort at the death of her beloved husband, The followers and disciples of Thakur felt that the glory of their fortune had lost its glamour and the dark days were ahead. Usual daily practices were no more. The mind of Thakur moved away from his associates and oscillates between consciousness and unconsciousness. 59 to 61.

বঙ্গানুবাদ :—

আজ সঙ্গাগরা বহুকরা বর্ষার ধারা উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে শোকাশ্রুতপে প্রাবিত করতঃ সকলী জ্ঞী স্বামী বিয়োগ সময়ে যেকপ ক্রন্দন ধারা ধরা প্রাবিত করেন সেইকপ শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিনে পৃথিবী হইয়াছিলেন । ৫৯

অস্ত্রানীলায়াং মম অঃ

সেইরূপ আজ সৌভাগ্য সূর্য্যের প্রায় অস্ত্রাচলে গমন হইতেছে এইরূপ ভাবে পরিলক্ষিত প্রভুর প্রিয় কিঙ্করগণ আমাদের অশ্রুপাতের আরম্ভ হইল এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। ৬০

ঠাকুর প্রতিদিন যেরূপ ভক্তবর্গের সহিত কথাবার্তা বলিতেন আজ আর সেরূপ নাই কণে কণে সমাধি এবং সেই সময় তাঁহার মনের অশ্রুরূপ একটি ডাব উপস্থিত হইয়াছিল। ৬১

মুক্তং ন কিঞ্চিদগদবেনাতী
 দেয়ং সুখাদ্যমুদরস্য মধ্যৈ ।
 দৈহস্যমুদ্বৈ সুবিমোজ্যরূপং
 যদৌষধং পথ্য বিদী বদন্তি ॥ ৬২
 তত্ সেবকৈরিত্যমবেক্ষ্যমানৈ
 দ্রব্যং তদর্যং সকলং গৃহীতম্ ।
 দিবাবসানি সুখশান্তমূর্ত্তি
 ক্বাচ শিথ্যান্ ভগবান্স্থদৈব ॥ ৬৩
 ইন্দ্রাদি দেবাগমনান্মমাদ্য
 চৈত্রৈ তদৌষৈঃ সহ বাক্ প্রয়োগাৎ ।
 সর্ব্বেন্দ্রিনং ব্যস্ত তথা গতত্বাৎ
 সার্ঘ্যং ভবত্বি বিব্রতঃ কথার্য্য ॥ ৬৪

Thakur did not take any food due to aggravation of his painful disease. To avoid physical weakness due to starvation, the physicians prescribed suitable diet. His followers were eager to serve Thakur with it. At the end of the day

অন্তঃসলীলায়াং তম্ অঃ

Thakur said softly. "For the whole day I was busy in talking with Lord Indra and other gods who were here, and so I could not talk to you."

62 to 64

বদ্বানুবাদ :—

রোগযন্ত্রণার প্রাবল্যতা বশতঃ কিছুই খাইতেন না। অতএব উদরের মধ্যে যেকোনও প্রকারে কিছু বিশুদ্ধ খাদ্যবস্তু দেওয়া একান্ত কর্তব্য চিকিৎসকগণ দেহপুষ্টির জন্ত রোগিকে সেইরূপভাবে পথ্য দানের ব্যবস্থা করান। ৬২

প্রভুর সেবকসকল চিকিৎসকের মতে খাদ্য দেওয়া হউক এইরূপ মনে করিয়া তদুপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'কিন্তু আনন্দ ও ধৈর্যের বিগ্রহ ঠাকুর শিষ্যবর্গকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। ৬৩

আজ আমার ঘরে ইন্দ্রাদি দেবতার আগমন যশতঃ এবং তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তা জ্ঞাত প্রায় সমস্ত দিন বাস্ত খাকায় তোমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে পারি নাই।

মীর্ষা হি পুত্রাঃ পরমাত্মনঃ
 মমী স্তদিত্য' বচন'নিগম্য ।
 মাতুঃ সমীপে বিনিব্বিদ্ভি নৈঃ
 সম্যাদ্য মাতাপ্যদদাত্তদয় ॥ ৬৫
 হৃষ্টা মমুঃ পায়সমগ্রধীদু মীঃ
 পাম্যামি পদ্মাসন মন্নিব্বিষ্টঃ ।
 শ্রুত্বাচ তে তত্ক্ষণমেব তস্য
 সীন' শয়নৈব কলীবরস্তাত্ ॥ ৬৬

অন্যস্বামীনাং ৫ম অঃ

উল্লোহ্যতম্বাদনিত্যমপূর্নকং

প্রাচীনমদ্বৈতং ধৃতমদা গুরোঃ ।

মানসিং ন মেমেতদৃষ্টিং দগংনা

দামাণস্যো ধীঃ স্যসনং মমকৃত্যঃ ১৫০

"Dear sons," said Thakur, "I shall take to-day rice boiled with milk." At once the disciples asked Sarada Devi to prepare it. When the desired thing was offered to Thakur, he said, "Dear sons, help me to sit in Padmasana." They did so and fanned him as he became restless due to exertion. 65 to 67

বদান্তবাদঃ—

হে পুত্রগণ আর আমি পায়সান্ন খাইব। প্রভুর এইকণ কথা শুনিবামাত্র সেবকগণ তৎক্ষণাৎ মাতা সারদাদেবীকে বলিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের মাগ্রে দিয়াছিলেন।

৬৫

প্রভু সেই পায়সান্ন দেখিয়া সন্তান সকলকে বলিয়াছিলেন। আমি পদ্মাসনে বসিয়া পায়স খাইব। এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের পার্শ্বদ্বন্দ্ব তৎক্ষণাৎ তাঁহার অন্তর্যন্ত কৃষ্ণ দেহটিকে শয্যা হইতে উত্তোলন পূর্বক অতি যত্নপূর্বক প্রায় পদ্মাসনে উপবেশন করাইলেও ঠাকুর শান্তিলাভ করিতেছেন না। এইকণে তাঁহার কন্ঠ দেখিয়া শিষ্যবর্গ প্রাণপণে ব্যজন করিয়াছিলেন। ৬৬।৬৭

अन्तःश्लोकार्या ८म अः

एव' यदा भोजनलुब्धे भावः
 प्रभु स्तदा ह्ये निज शूद्रशिष्यौ ।
 पृष्ट्वा स्वतल्प' समवस्थितौ तौ
 प्रोवाच दृष्ट्वा क्षुभित स्तदानीं ॥ ६८
 भो स्त्व' नर येष्ठ नरेन्द्र नाथ
 त्यजास्ततल्प' वद शूद्रशिष्यौ ।
 वाक्यान्तु श्रुत्वा प्यतदर्थं वेदै
 प्रोवाच देव' कथमेतदेव' ॥ ६९
 ज्ञातिर्विचारस्य भवत् सकाशे
 यतो भवानौश्वर एव नान्यः ।
 एव' कथ' स्तन्न विदाम देव
 भ्रान्ताः स्थिता तेन वय' वदामः ॥ ७०

Thus, when Thakur was about to take the rice, he found that two of his non-bramhin disciples were in touch with his bed. On seeing this Thakur said in vexation, "Oh Narendra, ask these non-bramhins to get themselves away from my bed." Narendra could not understand the intention of Thakur and said, "So far as you who are God's own Self are concerned how the question of caste can arise. We say so due to our ignarnce." 68 to 70

বদানুবাদঃ—

এইরূপভাবে ঠাকুর যখন খাইবার জগু উৎসুক হইয়াছিলেন। তখন দেখিলেন তাঁহার দুইটি শূদ্র শিষ্য বিছানা স্পর্শ করিয়া বহিয়াছে এইরূপ দেখিয়া বিবস্ত্রসহকারে ঠাকুর বলিয়াছিলেন।

ওহে নরোত্তম নরেন্দ্র তুমি ঐ দুইটি শূদ্র শিষ্যকে বল উহারা শীঘ্র যেন আমার বিছানা ত্যাগ করে। এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র ঠাকুরের কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন কেন একপ হবে আপনার নিকটে জাতির বিচার? যেহেতু আপনি স্বয়ং ভগবান্ অতএব একপ কেন? আমরা ভ্রাম্য অর্থাৎ অজ্ঞ তচ্ছবুই এইরূপ বলিতেছি। ৬৯৭০

শ্রুত্বা নরেন্দ্রস্য স্ময়ুক্তিপূর্ণা
 বাক্যন্তদা বাক্য বিদামধীশঃ ।
 ভবাচ বেদম্য য এব কর্তা
 নদ্বাক্য রক্ষাপি চ ত্তেন কার্য্য ॥ ৩৭
 ভক্তান্তদা দেব ধরৈশ্চৈব
 ভক্তগ্নিত্বদ' ভক্তমতগ্নিত্বদ' ভো ।
 বজ্য' দ্বি তদ্ব্যঘ্রাণ বিঘ্নহীন
 ময়দধুয' শাস্ত্র নিষেধবাক্যাত্ ॥ ৩৮
 প্রাগৈব তৌ তস্য গুরোঃ মুতলপ'
 ত্বজ্ঞা সুবিন্ধ্যায় মনোঃসিলায়' ।
 প্রজগমতদ্ব'রত এব তপ্মা
 ততঃ সুভুক্ত' মদ্বতাদরৈশ্চ ॥ ৩৯

On hearing this well-justified contention of Narendra. Thakur replied, "The Author of the

অন্তরীলায়াং ৫ম অঃ

Vedas should also abide by it." He also said, "It is rice which, touched by non-bramhins, is not to be taken by bramhin. This is so enjoined in the shastras." Those two non-bramhin disciples kept themselves aloof from the bed of Thakur knowing the intention of Thakur. Then Thakur took that rice with great relish. 71 to 73

বঙ্গানুবাদ :-

বাক্যজ্ঞানী ঠাকুর নরেন্দ্রের তরুণ সুসুপ্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বলিয়াছিলেন। যিনি বেদের বক্তা তাঁর বেদবাক্য রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ আমিই নারায়ণ স্বরূপে বেদ বলিয়াছি এখন সেই আমিই রূপান্তরিত হইয়া অবস্থান করিলেও আমার সিদ্ধান্তবাক্য আমার রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। ৭১

পরন্তু সেই দেবাদিদের ঠাকুর আরও বলিয়াছেন ওহে নরেন্দ্র ইহা যে ভাত রে ভাত অর্থাৎ যে ভাত শূদ্র স্পর্শ করে সেই অন্ন ব্রাহ্মণ স্পর্শ করিবে না বা ব্রাহ্মণের সেই অন্ন বজ্রনীয়। ইহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বাক্য বা শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন। ৭২

শূদ্রস্পৃষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণ কাদাচ খাইবে না। পায়সাম আনিবার পূর্বেই সেই দুইটি শূদ্র শিষ্য ঠাকুরের অভিপ্রায় জানিয়াই তাঁহার শয্যাভ্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। অতএব ঠাকুর তখন অত্যন্ত আনন্দের সহিত পায়সাম ভোজন করিয়াছিলেন। ৭৩

মুস্তস্তুতিং দ্বিধায়াথ সুস্থতামুপলভ্য চ।

উধাচ শাস্ত্রীয়বচঃ শ্রীনরেন্দ্রঃ বিশ্রীযতঃ ॥ ৩৪

अन्तर्लोलायां ६म अः

शूद्राच्चेन तु मुक्तेन खोदरस्थेन योमृतः ।
 स वैखरत्वमुद्धत्वं शूयत्वञ्चाधिगच्छति ॥ ७५
 एवमुक्तं ठाकुरेण गोधूमचूर्णं पिष्टकं ।
 भोक्तव्यं शूद्रदत्तञ्चैदभोक्तव्यमनापदि ॥ ७६
 कलावन्नगतं पापं महापापं विदुर्बुधाः ।
 तस्मात् शूद्रस्पर्ष्टमन्नमस्पर्ष्टमग्रजन्मनः ॥ ७७
 पुनर्यदाशनार्थन्तन् प्रोयसान्नं समग्रहीत् ।
 तदायातः समाधिः स बाह्यज्ञान विघातकः ॥ ७८
 गते किञ्चित् क्षणे तत्र पायसान्नं कुतोमतं ।
 तदन्नं कोऽभुञ्जीत कस्य वा तत्प्रयोजनं ॥ ७९
 पुनर्बुद्ध्यान् समयेऽसह्य वेदनयाहिते ।
 गलाधःकरणद्वत्तुं तदन्नं नैव पारितं ॥ ८०

Then, after washing his mouth, when Thakur felt himself refreshed, he said to Narendra, "In case of death of a bramhin having in his stomach rice touched by a non-bramhin, he takes his re-birth as an ass, a camel or a non-bramhin. Under unavoidable circumstances a bramhin may take bread and curry offered by a non-bramhin. In absence of compulsion, this is also prohibited. In this Kali Yuga unholy rice begets great sin. So rice touched by non-bramhins is not touched or taken by bramhins." When

অন্তরলীলায়াং ৮ম অঃ

Thakur was about to take that rice for the second time he lost his senses. When he regained his senses, he felt so much pain that the rice would not go down his throat. 78 to 80

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মুখ প্রকালন পূর্বক মুখশুদ্ধি করিয়া হুহু হইয়া নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রযাক্য বলিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভোজন করিয়া সেই অন্ন উদরে অবস্থান সময়ে যদি মরেন সেই ব্রাহ্মণ পর জন্মে গর্দভ বা উষ্ট্র হয় অথবা শূদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪।৭৫

এবং ঠাকুর ইহাও বলিয়াছিলেন অভাব হইলেও শূদ্রদত্ত গোধূম চূর্ণ পিষ্টকাদি অর্থাৎ লুচি তরকারি খাইতে পারে ইহাও আপৎকল্পে কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক অনাপৎকালে কোনরূপ বাধা না থাকিলে শূদ্রদত্ত ঐসকল দ্রব্যও খাইবে না। কলিযুগে অন্নগত পাপই মহাপাপ ইহা সর্বশাস্ত্রের মত। অতএব শূদ্র যে অন্ন স্পর্শ করে সেই অন্ন ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য। ৭৬,৭৭

পুনর্বীর খাইবার জন্য কিছু পায়সাম্ন হস্তে লইবামাত্র সমাধি দ্বারা তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। অতএব সমাধিসময়ে পায়সাম্নের খবর কে রাখিবে কেবা খাইবে কারবা আবশ্যক। ৭৮।৭৯

সমাধিভঙ্গ হইলে ঠাকুর বোগযন্ত্রণায় অত্যন্ত পীড়িত হইলে সেই পায়সাম্নের গলাধঃ করণ অসম্ভব হইয়াছিল। ৮০

তথাপি তৎসিদ্ধকান্যামায়াবিময়াৎ মমুঃ ।

মহীত্বা স্বরূপমামন্তদুবাচাত্মন্ত দুঃখিতঃ ॥ ৮৭

अन्यर्नोनायां ८म अः

पुत्रा एतादृशीं शुधां दिद्यते हि ममोदरे ।
 खेचराच्च सुसम्पूर्णां बहुस्यामीं ययाधुना ॥ ८२
 भोक्ष्यऽहं किन्तु मे माता महामाया महेश्वरी ।
 नकिञ्चिदपि मद्यं सा भोक्तुं पुत्राय यच्छति ॥ ८३
 एवमत्र सुविज्ञेयं गतावतार सञ्चये ।
 प्रत्येकस्य प्रियं स्वाद्यं नूतनं नूतनं भवेत् ॥ ८४
 सुमिष्टाच्च राजभोगः प्रियो दागरथे रति ।
 यैः हृन्दीवन चन्द्रण्य गोरमोत्पन्नमुत्तमं ॥ ८५
 श्रीमद्महाप्रभोः प्रीतिभोगे चिपिटं मङ्गके ।
 किन्त्वस्माकं रामकृत्य देवस्य प्रीतिदायकं ॥ ८६
 शुक्लाद्यं खेचराच्च हि भवेद् युगानुसारतः ।
 क्लावन्नगताः प्राणा जीवानां मवति ध्रुवः ॥ ८७
 सर्वं केवलमस्मानां हृत्तिमेष्यन्ति भोजनात् ।
 अती व्रीक्षादि मिथ्याचं सृष्टं मिटसयुतं ॥ ८८

Yet at the most earnest request of his disciples Thakur took a little of that rice and said, "My sons, I have got so strong appetite that I can devour a huge quantity of Khichuri (rice cooked with pulse) but my Mother would not allow me to take anything." Here, it may be remembered that every Incarnation of God had a relish for a special kind of food. In the Treta Yuga Ramachandra liked sweets and royal dishes. In the

অন্তালীলায়াং ৫ম অঃ

Dwapar Yuga Krishnachandra liked milk-made food. In the Kali Yuga Sri Gouranga liked flattend rice. Our Ramkrishna liked rice cooked with pulse. In this Kali Yuga men live upon rice.

81 to 88

বঙ্গানুবাদ :—

তথাপি সেবকবর্গের অনুবোধে স্বল্পমাত্র গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন হে পুত্রগণ আমার ভিতরে এইকপ দুখ আছে যাহাবা আমি হাঁড়া হাঁড়ী পায়স বা খিঁচুড়ি খাইতে পারি। ৮১।৮২

কিন্তু আমার মহামায়া মহেশ্বরী মাতা এই হতভাগ্য পুত্রকে একটুও খাইতে দিতেছেন না। ৮৩

এহলে এইকপ একটি জানিবার বিষয় আছে অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব যুগে যে সকল অবতার হইয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি নূতন নূতন প্রিয় খাদ্যদ্রব্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন ত্রেতাবতার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রাজভোগ নামে মিষ্টান্ন অতিপ্রিয় খাদ্যবস্তু ছিল। ৮৪

দ্বাপরযুগাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দুগ্ধজাত দ্রব্য অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু ছিল। এবং কলিযুগে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চিপটকের ভোগে পরম প্রীতি ছিল। কিন্তু আমাদের যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের খেচরান্ন বা খিঁচুড়ি ভোগ অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু কারণ যুগানুসারে অর্থাৎ এই য়োর কলিযুগে জীব সকল অল্পগত প্রাণ বা নরনারী সকল অল্প ভোজন করিয়াই পরিতৃপ্ত হন। ৮৫।৮৬।৮৭।৮৮

অন্তরলীলায়াং ৫ম অঃ

অমৃতাশ্বাদ সম্পন্নং দেবভোগ্যং ভবেত্ কিল ।

মত্বৈব ঠাকুরিণেদং গৃহীতং শ্বেচরান্নকং ॥ ৫৫

অথ্যপি তদ ভক্তবর্গা রামকৃষ্ণ মনোহৃতসবে ।

শ্বেচরান্নেন তদ ভোগং তত্ পৌত্রে দদতেমুদা ॥ ৫৬

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितोर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते
पारमहंस्यां संहितायां श्रीभगवतो रोगवृद्धिः, राजेन्द्र दत्त नामकं
चिकित्सक नियोगः । तेन प्रदत्त सुकोमल वस्त्राच्छादित पादुका
परिधापनं । पारमान्न ग्रहणे शूद्रशिष्यवर्जनं । श्वेचरान्न ग्रहणादि
रूपोऽन्तरलीलायां नवमोऽध्यायः । अ. ५ ॥

Hence, rice cooked with pulse, ghee and sugar becomes a holy thing to be offered to gods, and Thakur liked it so much. His disciples always offer this rice to Shri Ramakrishna in all their festivals. 89 to 90

Here ends the ninth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Shri Ramendra Sunder Bhaktitiritha.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব জীহ্মিৎসু মন্থরাদি মিশ্রিত তণ্ডুল নিষ্পাক্ত ঘৃত মিষ্টাদি
যুক্ত অন্ন অমৃততুল্য আশ্বাদনীয় বা দেবভোগ্য হইয়া থাকে । বোধহয়
ঠাকুর এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই তাঁহার অতিপ্রিয় শ্বেচরান্নকেই সর্বোৎ-
কৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন । সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের
ভক্তবৃন্দ মহারাজগণ সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-

অন্তঃসলীলায়াং ৫ম অঃ

দেবের মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রীতির বা তৃপ্তির জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া খিঁচুড়ি ভোগ দিয়া থাকেন । ৮৯২০

শ্রীরায়েন্দ্রহৃদয়ের বিবচিত্র শ্রীশ্রী৩রামকৃষ্ণভাগবতে ঠাকুরের রোগবৃদ্ধি ডাঃ রাজেন্দ্র দত্তের চিকিৎসা এবং ডাঃ প্রদত্ত সুকোমল পাঠকণা পরিধান পায়সাম্ন গ্রহণে শূদ্রশিষ্যের অনধিকার খেচরাম প্রশংসাদি এই অমূল্য-সৌভাগ্য নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হইল ।

অথ অন্তঃসলীলায়াং দশমোऽধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাধিকৈঃ স্টা দশমং সখ্যকৈ গতে

শাকী রথৌ চন্দ্র গৃহ' গতি রথী ।

চন্দ্রান্নিমানি সময়ে নিগার্হ

সংহতু'মৈষৌদিহলোকলীলাং ॥ ১

শ্রীরামকৃষ্ণযোগদ পৌছমানঃ

সমাধিনিষ্ঠঃ সহ শিষ্যবগৈঃ ।

কাশীপুরোদ্যান গৃহে পবিত্রে

চকার বাস' কতিচিহ্নিনানি ॥ ২

শয্যা পার্শ্বে শ্রীনরেন্দ্র স্তদৌষাং

সেবাং কুর্বে' স্তান্মস্কৌ মহাত্মা ।

এব' গুরীচ্ছিন্তয়ামাস নানা

কৌঃ'জনো মানব রূপধারী ॥ ৩

In the Saka year 1808 and Bengali year 1293 on the 31st day of the month of Sravana on Sunday, Thakur desired to pass away from this mortal world at midnight. Thakur lived for some time at the Rest House in Cossipore with his

অন্তরলীলায়াং ৭০ম অঃ

disciples during the period of his illness. Narendranath seated by the side of Thakur's bed was deeply thinking about Thakur's divine self.

1 to 3

বঙ্গানুবাদ :—

১৮০৮ শকাব্দের বাংলা সন ১২২৩ সালে ৩১শে শ্রাবণ রবিবারে সংক্রান্তির দিনে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে ঠাকুর নরলীলা সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১ রোগপীড়িত সমাধিযুক্ত ঠাকুর শিষ্যসকলের সহিত কালীপুরের পবিত্র বাগানবাটীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। শয্যার পার্শ্বে মহাত্মা নরেন্দ্র তন্ময় হইয়া ঠাকুরের পদসেবাহাদি করিতে করিতে এই মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহকারী কে! ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপভাবে নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছিলেন। ৩

য' যোগিনী নিত্যমনন্য চেতা:

স্তুবন্তি নিত্য' পরমাत्मভূত' ।

নিত্য' বিমুক্ত' কিল শুদ্ধবুদ্ধ'

ধরৈশ্চরুপ' পরম' পদম্ ॥ ৪

কিমৈষ সাক্ষাৎগগান পরেশী

জীবান্ সমুদর্শুমিহাবতীর্থ্য: ।

স্বলোকতয়াময় পীডমান:

শ্রুতিঃ কি' প্রাকৃতবদ্ গুরুর্ম্ম' ॥ ৫

কিম্বা মদীয়োযত বুদ্ধি মৌহী

গিরীশ গঙ্গাধর রাম দত্তৈ: ।

উপাসিতত্বাৎ পরমেশ বুদ্ধা

জানামি চেম' ভগবন্তমাখ্য' ॥ ৬

অন্তঃসীলানাং ৭০ম অঃ

কো বা পরঃ সংযয় নাশকারো ভবেন্দ্ৰাভাত্যন্ত নিম্মুদবুধেঃ ।

যদ্যদ্য দেবো দয়য়া নিজোক্তয়া হিন্দ্যাচ্ছতো যাষ্যতি দুঃশমোহঃ ॥ ৩

"Is he the incarnation of God who came to this mortal world to bring salvation to mankind? If so, how is it that he is lying here like a mortal man afflicted with painful disease. Girish, Gangadhar, Rama Dutta and others worship him as God and so I know him as such. But my doubt in this respect can only be removed by Thakur himself if he so likes. 8 to 9

বঙ্গানুবাদ :—

যোগিগণ যাঁহাকে প্রতিদিন অনন্তমনে বহুপ্রকার বেদবাক্য দ্বারা স্তব করেন । এবং যাঁহাকে নিত্য শুদ্ধবুদ্ধিমুক্ত বরগীয় বিষ্ণুর পবনপদ পণ্ডিতগণ বলে । ৪

ইনি কি সাক্ষাৎ ভগবান পরমেশ্বর ? জীবসকলকে উদ্ধার করিবার জন্তই নিজধাম বৈকুণ্ঠাদি হইতে এই মর্ত্যলোকে আসিয়া সাধারণ মানুষের মত রোগপীড়িত হইয়া আমার পবন গুরু শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন । ৫

আথবা আমার বুদ্ধির দোষ বশতঃই এইরূপ ভাবিতেছি । যেহেতু ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য গিরীশ গঙ্গাধর রাম দত্ত প্রভৃতি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া উপাসনা করেন তজ্জন্তু আমিও ইহাঁকে ভগবান্ বলিয়া জানি । ৬

অতএব ঠাকুর যদি কৃপাপূর্বক স্বয়ং আমার এই সন্দেহ মোচন করেন তবেই আমার এই অজ্ঞান দূরীভূত হয় । ৭

अन्तर्लोलायां १० म अः

एवं नरेन्द्रान्तर भावजातं
 विज्ञाय देवः सहसा सुनेत्रे ।
 उन्मील्य दृष्ट्वा समुवाच सद्यो
 नरेन्द्र नाथं परमं स्वशिष्यं ॥ ८
 नाद्यापि जाता मयि ते गभोरा
 पूर्णावतारे सुखबोधरूपे ।
 विश्वास धीर्येन मदौय श्रेष्ठे
 प्रवेशकोले मम नित्यधाम्नि ॥ ९
 सन्दिग्धभावो मम भाषणं प्रति
 नितान्त माकाङ्क्षसि साम्प्रतं त्वं ।
 मत्तः शृणुष्ववावहितः प्रियोऽसि
 यथा गति र्येन यतोऽत्र जन्म ॥ १०
 त्रेतायुगे श्रीहरि रामचन्द्री
 ब्रह्मकुलध्वंससुकृत्य हेतोः ।
 सौर्यकुले दाशरथि स्वयं यो
 जातः पृथिव्यामह मेव नान्य ॥ ११

Thakur understood the mind of Narendra nath and said, "It really pains me to see that even now when I am about to leave this world you are not convinced about my divinity. However, your curiosity is good for the world. Listen to me as I say about who I am and why I am here. I am that Ramachandra who appeared as the son of King Dasharath in the Treta yuga to kill Rakshasas. 8 to 11

অন্তরলীলায়াং ৭০ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

নরেন্দ্রের এইরূপ অশ্রুরেব অবস্থা অবগত হইয়া ঠাকুর হঠাৎ চক্ষু উন্মিলন করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য নরেন্দ্র নাথকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া-
ছিলেন ওহে নরেন্দ্র পূর্ণাবতার জ্ঞানানন্দস্বরূপ আমাতে তোমার বিশেষ
ভাবে বিশ্বাসবুদ্ধি জন্মিল না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যেহেতু আমার
দেহাবসানে নিত্যধামে প্রবেশের সময় তোমার এইরূপ সন্দেহ হইল। ৯

অতএব তোমার এইরূপ আশ্রয় ইহা জগতের মঙ্গলের জগাই।
তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় আমি যে জগৎ যে স্থান হইতে এখানে
আসিয়াছি এবং যে জগৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছি তুমি আমার নিকটে
সাবধানে শ্রবণ কব। ১০

ত্রৈতাযুগে বাক্সকুল বধরূপ স্তমহৎ কার্যের জগৎ স্বয়ং ভগবান
শ্রীরামচন্দ্র সূর্য্য বংশে দশরথের পুত্ররূপে যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন
সেই রাম আমিই। ১১

অতঃপর দ্বাপর এব কৃষ্ণা
মাধুর্য্য লীলা পরিপূর্ণি হীতী।
জাতী মুখীভার জিহ্বীর্পয়া য
স্তমিব মাং বিদ্বি বিশুদ্ধ সত্ত্ব ॥ ৭২
শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বয় মেব তত্ত্ব
মেকী ভবন্ যৈ জগতী দ্বিতার্য্য।
কলৌ মহী দেবকুলে বিশুদ্ধে
জাতীঽস্মি সন্ডেহলবোঽত্র নাস্তি ॥ ৭৩
এব নরেন্দ্র প্রতিভাষমানী
দেবাদিদেবী ভগবাং স্তদৈব।

অন্তঃসলীলায়া' ৭০ম অঃ

শ্রীরামকৃষ্ণৈক্যতনু' বিধৃত্য
 স্রতস্বমধ্যে' সমদর্শয়ন্ত' ॥ ১৪
 রাম' ধনুর্ভানধর' দ্বিহস্ত'
 কৃষ্ণ' তথা বৈনুকার' সুখায়ে ।
 স্র সব্যহস্ত' বিনিবেশ্য কুচৌ
 তথান্যহস্তঃ' সুরবর্মগামী ॥ ৭৫

"I am also the same Krishna chandra who appeared in the Dwapara yuga to remove the burden of sins on the earth. Hence, Ram chandra and Krishna chandra are jointly manifested in me." So saying, Thakur showed Narendranath his Divine self having three heads and six hands with bow and arrow of Ram chandra and the flute of Krishna chandra. 12 to 15

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে ছাপর যুগে প্রেম লীলার পরিপূর্ণার্থে এবং পৃথিবীর পাপ ভার দূরীকরণ জন্ত যে ভগবান বৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং যদু বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন আমাকে সেই বিশুদ্ধ সখ শ্রীকৃষ্ণ রূপে জানিবে । ১২

এই কলিকালে সেই শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই দুইটি তত্ত্ব অর্থাৎ ঐশ্বর্য ও মাধুর্য্য বসের একত্র সমাবেশ রূপ মিশ্রিত হইয়া অতি বিশুদ্ধ সর্ব শ্রেষ্ঠ ভ্রাক্ষণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি । এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই । ১৩

অন্তরীলায়াং ৭০ম অঃ

এই সকল তত্ত্ব কথা নরেন্দ্রনাথকে বলিতে বলিতে সেই সময়ে
রাম ও কৃষ্ণের একভারূপ দেহ ধারণ করিয়া দেবাদিদেব ভগবান্
নিজের বিছানার মধ্যেই সেই নরেন্দ্রকে ষড়ভুজ যুক্ত বিরাট রামকৃষ্ণ
মূর্তি দেখাইয়াছিলেন । ১৪

অর্থাৎ ধনুর্ধ্বানধারী দ্বিভুজ শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি বংশীবদন
শ্রীকৃষ্ণমূর্তি এবং গদাধরের বাম হস্ত কুকিদেশে বিনিবেশিত এবং
দক্ষিণহস্তটি শূণ্য বা আকাশদর্শীরূপে ষড়ভুজ ও ত্রিমস্তক নিজ বিগ্রহ
স্বরূপটিকে কৃপা পূর্বক শ্রীমান নরেন্দ্রকে দেখাইয়াছিলেন । ১৫

एव' तथा षड्भुज विग्रह' स
रूप' स्वय' स्वं कृपया व्यदर्शयत् ।
यद् योगिभिर्योगवलैर्न दृष्ट'
कृपेव तद्दर्शनाभिलक्षितुः ॥ १६
दृष्ट्वा तदाद्य' पुरुष' पुराण'
तत् पादमूले पतितो विसंश्रयः ।
तन्मस्तकेऽनुग्रहदत्त हस्ते
ज्ञान' ददावात्मसम' स तस्मै ॥ १७
तदोत्थितः स प्रतिबुद्ध मूर्तिः
सहानुभिर्जानुयुग' निधाय ।
मूर्तौ तदास्थे विनिवेश्य दृष्टि'
कृताञ्जलि स्त' पुरुष' समीढे ॥ १८
क्रीड' महामूर्खतमो दुरात्मा
शिक्षापि दीक्षा न च मे कथञ्चित् ।
सत्कर्म' सद्भाव सुगुण लभ्ये
त्वत् पादपद्मे न रति र्भবाम् ॥ १९

The six-handed appearance of the Divine Being which even the yogis cannot see was seen by Narendranath by the grace of Sri Ramkrishna. Narendra fell unconscious at the feet of Thakur who bestowed divine wisdom upon him by placing his hand on his head. On getting back his senses, he lamented saying, "What a fool I was that I did not dedicate my soul to you.

16 to 19

বঙ্গানুবাদ :—

যে রূপটি যোগিগণও যোগবলে দেখিতে পান না একমাত্র কৃপাই তাঁর বিশুদ্ধ মূর্তির প্রকাশক। ১৬

সেই সর্ববাবতারের মূল স্বরূপ পুরাণ পুঙ্খ ভগবানের বিরাজিত দেবিয়া নরেন্দ্র ভগবানের পদতলে পতিত হইয়া জ্ঞান শূন্য হইলে ঠাকুর কৃপা পূর্বক নরেন্দ্রের মন্তকে করপদ্ম প্রদান পূর্বক নরেন্দ্রকে নিজের বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎশক্তি অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৭

এখন ঠাকুরের কৃপায় সর্বজন নরেন্দ্র উদ্ভিত হইয়া দুইটি ছানু ভূমিতে সংলগ্ন পূর্বক ভগবানের মুখারবিন্দে দৃষ্টি রাখিয়া অশ্রুজলে বকঃ ভাসাইয়া কৃতান্তলি পূর্বক বলিয়াছিলেন। ১৮

আমি অত্যন্ত মহানুর্ঘ্ন দুর্বুদ্ধি বিশিষ্ট আমার শিক্তা বা দীক্ষা কিছুনাহি। সংকর্ম্ম সন্ধ্যা ও উত্তম পুণ্যদ্বারা প্রাপ্য আপনার পাদপদ্ম আমার মতি নাই। ১৯

अन्तःश्लोकायां १० म अः

इत्थं सुदुष्टाशय दुष्टजीवे
तथानुकम्पा विमला विशिष्टा ।
न शीमते देव यथा मुजङ्गे
दत्तं पय स्तुत् गरलं बहुम्यात् ॥ ३०
ज्ञात्वा न ते रूपमरूपमाद्यं
सदा सदानन्दमयं वरेण्यं ।
अनन्त कल्याण गुणात्मकम्
मन्ये पुरा प्राकृत विग्रहं स्वम् ॥ ३१
नमः पुरस्तात् पुरमङ्गलाय
पृष्ठे नमस्तो प्रकृतेर्विधाय ।
पार्श्वे नमस्तो परिपन्थिनो मे
नाशाय पादे पदनुक्ति हेतुः ॥ ३२
संसार सागर भयङ्कर फालचक्र
मध्ये सदा पतित खण्डित विग्रहस्य ।
दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावनम्बं ॥ ३३

I am so wicked that I do not deserve your grace just as good nourishment given to a snake only begets poison. As I did not know your real divine self, I took you to be but a mortal man like us. I bow down to you on the east for the well-being of my body. I bow down to you on the back for purification of my mind. I bow

down to you on your sides to overcome my enemies. I bow down at your feet to get rid of honour and dignity. The terrible wheel of time causes all miseries and sorrow. Be pleased to give me shelter at your feet. 20 to 23

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ অত্যন্ত দুঃখ চিত্ত দুঃখ ব্যক্তি আমাতে আপনার বিশেষ ভাবে বিস্তৃত দয়া শোভা পায় না। হে দেব যেরূপ সর্পকে দুঃখ ভোজন করাইলে সেই দুঃখ কাল কুটের গরলই বৃদ্ধি করে। সেইকপ অনধিকারী আমাকে আপনার স্বরূপটি দেখাইয়া ভুল বড়িতেছেন। ২০

আপনার এই আদিভূত সর্ব ফলের মূল স্বরূপ অসংখ্য মঙ্গলময় গুণের আধার সর্বদা সদানন্দময় প্রাকৃত রূপ বিহীন বরণীয় এবণ্ডিধ স্বরূপ অবগত না হইয়াই আমি পূর্বের আপনাকে প্রাকৃত বিগ্রহ বলিয়া মনে করিয়াছি। ২১

আমার দেহের মঙ্গলার্থে আপনার পূর্বদিকে নমস্কার করি। দুঃখ স্বভাব নাশের জ্ঞাত আপনার পূর্ভদেশে নমস্কার করি। শত্রুগণের নাশার্থে আপনার পার্শ্বদেশে নমস্কার করি। এবং আমার পদমর্যাদার মুক্তির জ্ঞাত আপনার চরণ কমলে নমস্কার করি। ২২

হে দেব সংসার সাগররূপ ভয়ঙ্কর কালচক্রে পড়িয়া সর্বদা দেহ সকল ঋণ ঋণ রূপে অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত এবং বিপদে পতিত আমার সম্বন্ধে আপনি পাদপদ্মদানে রক্ষা করুন। ২৩

अन्तर्लोलाया' १०म अः

संसार वृक्षमत्तुलं बहुकर्मावोजं
काण्ड प्रकाशमति भीषण लालसच्च ।
आरुह्य दुःखफलदं पततं क्षपानो
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २४
संसार कूप पतनोदुरुदुःख मूला
दुस्तराणि तव कृपेव गुणस्वरूपा ।
ज्ज्ञात्वापि सा न बिभृता कलुष प्रसङ्गात्
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २५
संसार दुःख दहनातुर मूर्च्छितस्य
त्वत् पादसिन्धु सलिलामृत लोलुपस्य ।
दुर्दैवमोदशमहो कलि कोतरस्य
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २६
कैवर्त्तजाल पतितार्त्त भयोपमस्य
संसार जाल पतितस्य तथा दयानो ।
जालं क्षपास्त्र निकरेण कुरुष्व कृत्तं
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २७

"Save me from that great tree of the world whose seeds are our doings and whose fruits are our sorrows. Save me who am incapable of availing myself of your grace which is the only rope to drag me out of the deep well of this sorrowful world. Be kind to give a little grace from your ocean of kindness to relieve me of the

অন্তঃসলীলায়াং ৭ম অঃ

fire of this world. Be kind to make me free from the terrible net of this world by the knife of your grace. 24 to 27

বদান্তবাদ :—

অতি ভয়ঙ্কর অনন্ত কামনা যে বৃক্ষে শাখা প্রশাখা অনন্ত কর্মই বাহার বীজ স্বরূপ ও দুঃখ সকলই বাহার ফল সেই অসীম সংসার বৃক্ষ আরোহনে হতচৈতন্য আমাকে আপনার পাদপদ্ম রূপ কমল বৃক্ষে ছায়াদানে কৃতার্থ করুন । ২৪

প্রাণান্ত দুঃখের মূল স্বরূপ সংসারকূপে নিমজ্জিত বশতঃ সেই নৃপ হইতে উদ্ধার বিষয়ে আপনার কৃপাই বজ্র স্থানীয় ইহা জানিয়াও পাপ প্রসঙ্গ বশতঃ সেই কৃপা বজ্র ধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ আমাকে আপনার পাদপদ্মদানে কৃতার্থ করুন । ২৫

বড়ই দুঃখেব বিষয় এই যে আমার এমন দুর্দৈব যে সংসার দুঃখাগ্নি দ্বারা পীড়িত ও মুচ্ছিত আপনার পাদপদ্ম রূপ অমৃত সমুদ্রের জল প্রার্থী কলিদোষে দূষিত আমাকে হে রামকৃষ্ণ : আপনি পাদপদ্মের ছায়াদানে উদ্ধার করুন । ২৬

মৎস্তজীবী ধীবরের জালमध्ये পতিত অতএব মরণান্ত দুঃখে পীড়িত মৎস্ত সদৃশ সংসার জালে পতিত আমার সংসার জাল আপনার কৃপা অগ্নি দিয়া অগ্নিই ছেদন করুন হে দয়ালো রামকৃষ্ণ অভয় পাদপদ্ম দানে আমাকে চরিতার্থ করুন । ২৭

নাত্যদুভূতমহ' মন্যে তবৈদ' রূপদর্শন' ।

আয়ত্যানাং বহুনাং হি নিধিঃ পরমকৌ মহান্ ॥ ২৮

अन्तर्लोलायां १०म अः

धन्योऽतिधन्योऽद्य सुधन्य जन्म

कृत्यं सुकृत्यं कृतकृत्यताप्ता ।

दृष्टं सुदृष्टं भवतः स्वरूपं

तवाद्युना दर्शय पूर्वरूपं ॥ २८

श्रीरामकृष्णं शिरसो नमामि

श्रीरामकृष्णं वचसा गृणामि ।

श्रीरामकृष्णं मनसा स्मरामि

श्रीरामकृष्णं गणयं प्रपद्ये ॥ ३०

एवं नरेन्द्रं प्रति रामकृष्ण

स्तुद्मयित्वा स्वकमेव रूपं ।

मयिमयः पश्यत एव तस्य

सद्यः स्वतत्त्वोपरि संशया नः ॥ ३१

"This six handed appearance of yours is no wonder to me as you are the root cause of all wonders, I now feel myself blessed by your grace. Be pleased to show again your human shape. I bow down my head to Sri Ramakrishna. I utter the name of Sri Ramakrishna by my mouth. I remember him in my mind. I beg his grace." Thus showing his divine self to Narendra, Thakur lay down in his bed in his human shape. 28 to 31

বস্ত্রানুদান :-

আপনার এইকপ ষড়ভুজ বিগ্রহের সন্দর্শন আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য মনে করি নাই কারণ একমাত্র আপনিই বহুবিধ আশ্চর্যের আশ্রয় স্থানীয় ॥ ২৮

আজ আমি ধৃত বা অতি ধৃত হইলাম আমার জন্মও সুধৃত হইল । আমি যে সকল পুণ্য কর্ম করিয়াছি তাহার ফল সম্পূর্ণরূপে পাইলাম আপনার ভগবৎ স্বরূপ দেখিলাম বা ভালভাবে দেখিলাম । সম্প্রতি আমাকে আপনার পূর্বরূপ অর্থাৎ মনুষ্যোচিত রূপটি অনুগ্রহ পূর্বক দেখান । ২৯

আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি । শ্রীরামকৃষ্ণনাম অনবরত উচ্চারণ করি । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মনে মনে স্মরণ করি এইরূপে আমি শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের স্মরণ লইলাম । ৩০

এইরূপ নিজের স্বরূপটি নরেন্দ্রকে দেখাইয়া মায়াময় ঠাকুর তৎক্ষণাৎ দেখিতে দেখিতে নিজ বিছানায় পূর্ববৎ শয়ন করিয়াছিলেন । ৩১

উবাচ ক্ৰচ্ছ্বেণ তদা নরেন্দ্র'
 ভোক্তব্য' সুদৈব' কিল দৈহি মদ্য' ।
 মন্তায় কি' মে প্রিয় ভক্তবর্গ'
 ম্তান্ দর্শয়ত্ব' ত্বরিত' সুপুত্র ॥ ৩২
 শ্রুত্বৈবেদ' শ্রোগুরীর্বাণ্য জাত'
 তত্ তত্ কাণ্ড্য' মাধয়িত্বা সুত্বৈন ।
 চাঃয়িতম্য স্বা' সমাধৈশ্চ দৃষ্টি'
 চন্দ্রমোতঃ মণ্ড্যমুদ্বনু মদ্যোয়ান্ ॥ ৩৩

অন্তরলীলায়াং ৫ম অঃ

ততঃ স তং সৰ্ব্বং বিজ্ঞপ্য মুক্তং
 দৃষ্ট্বা তদাঙ্গী দয়িতং নরেন্দ্রং ।
 শ্রান্তে জনানাং স্মরণীয় মেকং
 জগাদ্ মামিতি সকাतरং সঃ ॥ ১৪
 যस्याং জনঃ প্রাণব্রিয়োগ কালৈ
 চ্চণং সমাবিশ্ন মনো বিগুহং ।
 নিহৃত্য কৰ্মাগয়মাশু য়াতি
 পরাং গতিং ব্রহ্মময়োস্কবৰ্ণ্যঃ ॥ ১৫

Then Thakur said to Narendra, "Bring me something to eat and call for my disciples." It was all done as he desired. Narendra sat with his tearful eyes rivetted upon him. After casting his eyes upon all of them, Thakur uttered, "Mother", "Mother", with great eagerness. If a man can remember Mother for a moment at the time of death, he is sure to attain salvation.

32 to 35

বদ্রানুবাদ :—

এবং সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন বাবা নরেন আমাকে কিছু খাবার দাও । হে সুপুত্র । এখানে আমার প্রাণতুল্য ভক্ত সকল আছে কি, যদি থাকে তবে তুমি আমাকে শীঘ্র দেখাও । ৩২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রামকৃষ্ণদেবের সেই সকল কথা শুনিয়া এবং নির্নিরয়ে সেই সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া ভগবানের মুখাবিন্দে দৃষ্টি রাখিয়া অতি বড় মহান্ নরেন্দ্র অশ্রুধারা বিসর্জন করিয়াছিলেন । ৩৩

অন্তরীলায়াং ৭০ম অঃ

তৎপরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বব সন্দেহ মুক্ত অতি প্রিয়
নরেন্দ্রকে দেখিয়া জীবনান্তকালে জীব সকলের একমাত্র স্মরণীয় মা মা
এই বিশুদ্ধ মাতৃনাম অতি কাতর বাক্যে বলিয়াছিলেন । ৩৪

মানবগণ জীবনান্তকালে যে মাতৃ মূর্তিতে কণকালের জন্য বিশুদ্ধ
মনোনিবেশ করিয়া সমস্ত কৰ্ম বন্ধন ছেদন পূর্বক তৎকণাৎ ব্রহ্মভাবে
ভাবিত হইয়া জ্যোতিঃ স্বরূপ রূপে উত্তমগতি লাভ করেন । ৩৫

কালী কালী কালিকৈতি ত্রিবার'

জলপ্ দেবঃ সূত্রকণ্ঠ' সুখ' সঃ ।

নিঃশব্দন্তদেহম সংকম্পয়িত্বা

শিথ্যান্ পশ্যন্ খাসশূন্যো বমূষ ॥ ২৬

ততো মহাত্মা লগদেক নাথো

নরেন্দ্রনাথো'প্যমরেন্দ্রতুল্যঃ ।

সুবিম্বিত স্তস্য দদর্শ'রূপ'

বিশাল নিব্রম্য বিশাল নিভঃ ॥ ২৭

তদা বহুস্তত্র সুগন্ধ বাতা

দিগ্ধ সৰ্ব্বা বিমলা বমূষুঃ ।

সমাগতা দেব সৃদঙ্কনাদা

জাতা সুহৃষ্টিঃ কুসুমাবলোনাং ॥ ২৮

দেহাঙ্ঘ্রি নিঃক্রম্য গুরো স্তদানী

শুম্ভাভ্রতঃ পূর্ণ্যগগি প্রভাবত্ ।

তন্মগোতিপাং জ্যোতিরগ্ধণ্ড রূপ'

য' বেদমুণ্য' প্রণম্য স্বরূপ' ॥ ২৯

অন্তঃসৌন্দর্য্যং ৭ম অঃ

Thakur uttered in a very clear and loud voice the name of the Goddess, "Kali", three times, and breathed his last with his eyes looking at his disciples. Narendra saw in great amazement the divine soul of Shri Ramakrishna. At that time sweet and fragrant wind began to blow, all directions became clear, divine music was heard and the sky showered holy flowers. The soul of Shri Ramakrishna, as it came out of his body, shone like the full moon in the clear sky.

36 to 39

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব অত্যুচ্চ কণ্ঠে আনন্দের সহিত কালী কালী কালী এই নাম তিনবার বলিয়া শয়ন গৃহ কম্পিত করাইয়া আর কিছু না বলিয়া শিষ্য বর্গকে দেখিতে দেখিতে গত শ্বাস হইয়াছিলেন।

৩৬

সেই সময় ভগবতের একমাত্র সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক অমরেন্দ্র তুল্য বিশাল নেত্র মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সুবিশাল নেত্র ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তিটি দেখিয়াছিলেন। ৩৭

সেই সময় সেই স্থানে সুগন্ধ বায়ু বহন করিয়াছিল। দশদিক নির্মল হইয়াছিল। দেব দুন্দুভি বাজিয়াছিল এবং স্বর্গীয় পুষ্প হুড়ি হইয়াছিল। ৩৮

সেই সময় নির্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র প্রকাশের তুল্য সর্ব্বজ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠ অখণ্ড রূপ বেলের মূখ্য প্রণব স্বরূপ গুরুরূপী ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেহ হইতে বহির্গত হইয়া। ৩৯

अन्तर्लीलायां १०म अः

तदन्तरे तस्य महाविभूतेः
 श्रीरामकृष्णात्म गदोधरस्य ।
 ददर्श रूपं परम स्वरूपं
 विशोः पदन्तदध्रुवमक्षरं यत् ॥ ४०
 हंसं विमानं शशि कीटिकान्ति
 मारुह्य सौम्यं सुरवत्सलं मध्ये ।
 गच्छन्तमेव निजधाम देवं
 विनीयमानं क्रमशो ददर्श ॥ ४१
 स्वरूपशक्तिं किल यां तदीयां
 विरोजितां विश्व जन प्रसूतिं
 तदीय लीला परिपूर्तिं दात्री
 मलक्षित स्तां समवाप देवः ॥ ४२
 तं सारदां सारविशेष दायिनीं
 यच्छक्तिमाश्रित्यजनाः सुयोगिनः
 कुर्वन्ति कार्यं मुनि मानवादयः ॥ ४३

Narendranath saw that divinely brilliant soul of Shri Ramakrishna, gradually going up to the Heaven and fading out of sight. It was also beyond the comprehension of anybody that the soul of Shri Ramakrishna attained consummation with the soul of Sarada devi who embodied the eternal power of the Goddess on the Earth.

Thakur left her behind for the good of pious souls 11 to 43

অন্তরালীলায়াঃ ৫ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

সেই প্রণবের মধ্যে- মহাবিভূতিময় রামকৃষ্ণ গদাধরের যথার্থ স্বরূপ অপ্রাকৃত রূপ নরেন্দ্র দেখিয়াছিলেন বাঁহাকে জ্ঞানীগণ বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া নিশ্চিতরূপে অবগত আছেন । ৪০

কোটি চন্দ্র প্রতীকাশ সেই হংস বিমানে আরোহণ করিয়া অপূর্ব সৌম্যমূর্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব শূন্যমার্গ অবলম্বন পূর্বক নিজ ধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদিলোকে যাইতেছেন এইরূপে ক্রমশঃ দৃষ্টির অগোচর হইলেন এইটিও দেখিয়াছিলেন । ৪১

কিন্তু এই মর্ত্যধামে সেই ভগবান রামকৃষ্ণের লীলা সম্পূর্ণকারিণী বিশ্ব জননী হ্লাদিনী শক্তি যিনি বিহুমানা আছেন তিনি তাঁহার সেই শক্তিকপিণী সারদাদেবীকে অস্ত্রের অলক্ষিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

৪২

যে দেবীর কণামাত্র শক্তি আশ্রয় করিয়া পরম যোগীগণ অথবা মুনিমানবাদি সকলেই স্ব স্ব কার্য সাধন করিয়া থাকেন অর্থাৎ এই কলিয়ুগে ধর্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফলদাত্রী মহিষসূ বা সর্ব মহিমাধিতা সারদাকে ইহ জগতে রাখিয়া গমন করিয়াছিলেন । ৪৩

মমুনা যৌনরেন্দ্রস্য যদলৌকিক কল্পন' ।

ভূত' বা স্ব স্বরূপ' যদ্য' যামাস ঠাকুর: ॥ ৪৪

নরেন্দ্রেনৈব বিপ্রাণাং নান্য ভক্তৈঃ কথঞ্জন ।

তদা মছানিযাকালান্ প্রায়েন ঘটিকাছয়' ॥ ৪৫

মোহিতা স্তত্র যি ভক্তা ভগবদিচ্ছয়া ভবন্ ।

গতে দ্বি ঘটিকাফালি ভক্তাস্তে প্রাসচেতনা: ॥ ৪৬

পত্নান্নোস্তায়াং ৮ম অঃ

পকীভূয় সমাধিস্থং প্রভুং মত্বা বিবক্ষণাঃ ।

ওঁ হরিরিতি গচ্ছন্ত্য সমাধির্মন্ত্রং হেতুযে ॥ ৭৩

উচ্চারয়ন্তি তে সূচ্যৈঃ সমাধির্মন্ত্ৰনেঃমতি ।

দিশ্যতনোঃশিবে পূজাং মত্বোদ্যানি প্রবিশ্যতে ॥ ৮৮

নানাবিধানি পুষ্পানি দিষ্টানি বিপুলানি চ ।

ব্রাহ্মে সুদুর্লভং মন্দিরং পাদপূজাং বিধায়তে ॥ ৮৯

গন্ধপুষ্পাদিভির্মন্ত্রাং গম্যামপি বিমূষিতাং ।

কৃত্বা যদা গলে মাল্যং দানার্থং ত্বয় মানসাঃ ॥ ৯০

The words which Thakur uttered and the divine appearance with six hands which he showed, were known only by Narendranath and none else. During the period from 12 o'clock to 2 A.M. in the night all living things were fast asleep. After 2 A.M. all of his disciples awoke. At first they thought that Thakur might have been in a temporary unconscious state of mind and accordingly they tried for some time to bring him back to life and consciousness by shouting holy names, but in vain. So they brought flowers and worshipped the feet of Shri Ramakrishna for the last time. 44 to 50

বঙ্গানুবাদ :-

ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রের যে সকল অলৌকিক কথাবার্তা বা স্তব স্তুতি হইয়াছিল এবং ঠাকুর ষড়ভুজ মূর্তি নিজ স্বরূপটি বাহা দেখাইয়াছিলেন তাহা কেবলমাত্র নরেন্দ্রনাথই দেখিয়াছিলেন । ৪৪

অন্তঃসীলানাং ৭০ম অঃ

তা ছাড়া অণ্ড কোন ভক্তই কিছু মাত্র জানিয়াছিলেন না। সেই সময় রাত্রি ১২টার পর রাত্রি ২টা পর্যন্ত ঠাকুরের ইচ্ছায় পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেই গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিল। এবং রাত্রি ২টার পর প্রায় সকল ভক্তই আগ্রহিত হইয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

তৎপরে সেই সকল ভক্ত প্রভুর নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা মনে করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া ওঁ হরি এই শব্দটি বহুক্ষণ উচ্চারণ করিলেও সমাধি ভঙ্গ না হওয়ায় ঠাকুরের দিব্য দেহের শেষ পূজা কর্তব্য এইরূপ মনে করিয়া পুষ্পোচ্চানে প্রবেশ পূর্বক। ৪৭।৪৮

নানাবিধ সর্বোত্তম প্রচুর পুষ্প সংগ্রহ করিয়া সেই সকল ভক্ত ব্রাহ্ম মুহুর্তে অর্থাৎ ভোরের সময় ভগবানের পাদ পূজার অবসানে।

৪৯

অত্যাশ্রম স্নগন্ধ পুষ্পাদি দিয়া ঠাকুরের শয্যাকেও পুষ্প বিভূষিত করতঃ ঠাকুরের গলদেশে মাল্য দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ৫০

সৃষ্টমাত্র' সমুত্থাপ' বিদ্রায় বিগ্রহস্য চ ।

তথা তদঙ্কালীকেন গৃহমালীকিতম্ ত' ॥ ৫১

দৃষ্টা সমাশ্রয়স্বন্ত' মন্যমানাঃ সুনিযিতম্ ।

প্রমোঃ পুনর্বাছমাযো ভবিষ্যতি ন সংঘঃ ॥ ৫২

এবমাশ্রয়িতাঃ সর্ব্ব' মল্লাস্তেষা ভবন্ যদা ।

তস্মিন্বেব প্রতু্যপসি মহেন্দ্রলাল নামকঃ ॥ ৫৩

মিপকৃতমঃ সমাযাতঃ শ্রীপ্রমোহর্গনেচ্ছয়া ।

দ্যানন্দপূর্ণ্য বদন' রোমাঙ্ঘ্রিত কুলেবর' ৫৪

তদঙ্কাল্যোতিপাদূর্ণ্য গৃহ' দৃষ্টাতিবিম্বিতঃ ।

উবাচ দিব্যাবস্থায়া চ্যস্তাঃ প্রতিজ্ঞতেঃ প্রমোঃ ॥ ৫৫

অন্তরলোলায়া ৭০ম অঃ

উত্তোলনং সাধু মন্যে পূজাদর্শনং হিতম্ ।

অসৌহং কলিকালায়্যং গৌং গত্বাধুনৈবহি ॥ ৫৫

সম্পাদয়ামি তৎ কৃত্যমিত্যুক্তা প্রযযৌ দ্রুতং ।

অত্রান্তরে শ্রীনিপালরাজ প্রতিনিধির্মহান্ ॥ ৫৬

When they were eager to place a garland round the neck of Thakur, they felt the divine glow and warmth of the body of Thakur. They again thought that Thakur was temporarily in a swoon. At day-break Doctor Mahendra Lal Sarkar came there, and found Thakur in his death bed. He hurried back to his house to make arrangements to have a photo of Thakur. 51 to 57

বঙ্গানুবাদ :—

স্পর্শমাত্রেই ঠাকুরের দেহের উত্তাপ অনুভব এবং দেহ জ্যোতিষ্কারা গৃহ আলোকিত দেখিয়া ঠাকুর নিশ্চয় সমাধিস্থ এইরূপ ভাবিয়া এবং কিছুকণ পরে নিশ্চয় বাহ্য জ্ঞান হইবে এইভাবে আশাবিত্ত হইয়াছিলেন। ৫১।৫২

এবং সেই উষাকালে ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার প্রভুর দর্শনের জন্য সেই স্থানে আসিয়া ঠাকুরের হস্তগুস্ত মুখাবলি রোমাঞ্চিত দেহ এবং অন্ত কাণ্ডিতে গৃহ পরিপূর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ৫৩।৫৪

ঠাকুরের এই দিব্যাবস্থার ছবি (ফটো) উত্তোলন আমি ভাল

অন্তঃসৌভাগ্য ৭ম অঃ

বলিয়া মনে করি। কারণ মূর্তি না থাকিলে পূজা ও দর্শনাদির
অস্ববিধা হয়। ৫৫

অতএব আমি গৃহে গমন করিয়া শীঘ্রই ইহার ব্যবস্থা করিতেছি।
এই বলিয়া ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ৫৬

এই সময়ে নেপালের রাজ মন্ত্রী বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রভুর দর্শনার্থে
উপস্থিত হইয়াছিলেন ঠাকুর উপাধ্যায় মহাশয়কে ক্যাপ্টেন বলিয়া
বলিতেন। ৫৭।৫৮

উপাধ্যায়ো বিশ্বনাথ আগতঃ প্রমু সন্নিধৌ ।
ক্যাপ্টেন ইতি নাম্না য মবদত্ ঠাকুরঃ স্বয়ং ॥ ৫৮
যয নারায়ণ' জ্ঞাত্বা ঠাকুর' ভক্তিপূর্ব্বক' ।
পূজয়ামাস সৌঃপ্যদ্য দিব্যরূপ প্রদর্শনাৎ ॥ ৫৯
ঠাকুরস্য সম্মোহিত উবাচৈব' বচ স্তদা ।
মহাসমাধি মগ্নোঃভূদ্য যোগীশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৬০
এতাঃশ্রীমদবস্থায়াং বিধিরস্তুি মহত্তরঃ ।
যোগশাস্ত্রে মহাভাগাঃ শৃণুধ্বং সুবিশেষতঃ ॥ ৬১
যে চাত্ত ব্রাহ্মণাৎমানঃ শিষ্যাঃ সন্তি প্রমো. প্রিয়াঃ ।
সর্ব্বৈ স্তুৈঃ শ্রীভগবতো শ্রীবায়ামপি বচসি ॥ ৬২
মহ্যাক্ষয়েন গুল্ফযো য মর্দিতেষু ক্রিয়ত্চণ' ।
সমাধিভঙ্গ সম্ভব স্যাশাস্তৌতি মত' মম ॥ ৬৩
ভবদ্বিরধুনৈবাস্যানুষ্ঠান' ক্রিয়তাং তথা ।
তস্যাস্তাসিতবাক্যন্তচ্ছ্রুত্বা তত্চণমেব হি ॥ ৬৪

In the mean time the Minister to the King of
Nepal appeared on the spot. His name was

অন্তরলীলায়াং ৭০ম অঃ

Biswanath Upadhyaya and he was called Captain by Thakur. He was much devoted to Thakur. He thought that Thakur was in his Samadhi, a temporary state of unconsciousness. He advised massage on the breast and heels with ghee by the bramhin disciples. 58 to 64

বঙ্গানুবাদ :—

উপাধ্যায় মহাশয়ও ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান মনে করিয়া ভক্তি পূর্বক পূজা করিতেন। ইনি আজ ঠাকুরের দিব্য মূর্ত্তি দর্শনে আশ্চর্য্যায়িত হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। আজ ভগবান যোগীশ্বর সমাধিমগ্ন হইয়াছেন এমনতাবস্থায় একটি করণীয় বিষয় আছে হে মহাভাগ ভক্তবৃন্দ যোগশাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন আপনারা বিশেষ ভাবে তাহা শ্রবণ করুন। ৫৯/৬০/৬১

এই স্থানে ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয় যে সকল ব্রাহ্মণ শিষ্য আছেন। তাহারা ভগবানের স্বল্প বন্ধঃ ও গুলফ অর্থাৎ গোড়ালিতে গব্য দ্ব্যুত দিয়া কিয়ৎক্ষণ মর্দন করিলে সমাধি ভঙ্গের আশা আছে। আমার এইরূপ মত। ৬২/৬৩

অতএব এই ক্ষণেই এইরূপ অনুষ্ঠান করুন।

উপাধ্যায় মহাশয়ের এইরূপ আশ্বাস বাক্য শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ।

৬৪

অম্ব' শ্ববেকুণ্ডলযম্মা গুল্ফযৌর্যদ্বর্ভক'।

বচসি শ্রীশরৎসন্দ্রৌ শ্রীবায়াং শ্রীমুদয়ঃ ॥ ৬৫

মায় স্রিঘটিকা কাল' ক্রতবন্ত স্বতয়া ক্রিয়া'।

হা কষ্ট' অর্থতামাপতন্ ক্রত' মাগ্য মদ্রতঃ ॥ ৬৬

অন্তরলোকায়া' ৭ম অ:

একান্তয়ে বহুদিনমাখিতাপি মহেশ্বরৌ ।
 সছাস্মাভি ভগবতৌ যোমাতা সারদেশ্বরৌ ॥ ৬৩
 অলৌকিকৌ হ্রীসম্পদা লোকাৎশ্রী মদ্বীয়সৌ ।
 প্রমোহর্দ্বাঙ্কিনৌ সা পি জগদম্বাংস্বরূপিণী ।
 যা দেবৌ সর্ব্বদা সর্ব্বস্বামিনঃ স্বামিনঃ শুভা ।
 স্বকার পরিচর্য্যৌ সা চিন্ময়ৌ চিন্ময়স্ব চ ॥ ৬৮
 কুলস্বোর্না ধনং লজ্জা বিজ্ঞাদেদং মহাসতী ।
 ছাত্যং প্রবিদধে সর্ব্বং সর্ব্বদা রহসি স্থিতা ॥ ৭০
 স্বস্থাঃ কণ্ঠস্বরূপা পি ন শ্রুতঃ কেন কুবচিৎ ।
 সাযৌ কণ্ঠায়ুতা মাতা নিষ্পন্দাৎচনোপমা ॥ ৭৭

Baikuntha Sharma began to massage the heels, Saratchandra the breast and Shashibhusan the neck. The massage continued for three hours without any reaction. Sarada Devi was staying in the same house but none could see her even though she had been doing services to her husband regularly. None also could hear her voice. 65 to 71

বঙ্গানুবাদ :-

আমি বৈবুঠ শর্মা যত্ন পূর্ব্বক গুলফ দেশে শরচ্ছত্র বসে এবং শশীভূষণ ঔষধ প্রায় তিন ঘণ্টাকাল গদা দ্বারা মর্দন করিলেও বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের ভাণ্ডা বিপর্য্যয় বশতঃ সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল । ৩৫৬৬

অন্যলীলায়াং ৭০ম অঃ

এই বাগান বাটীতে জগদীশ্বরী ভগবতী মাতা সারসেশ্বরী বহুদিন আমাদের সহিত অবস্থান করিলেও অলৌকিক লঙ্ঘাণীলা অতএব সাধারণের অদৃশ্য। মহামহিমাযিতা ঠাকুরের অর্ধাঙ্গিনী জগদম্বা স্বরূপিনী। ৬৭/৬৮

চিন্ময় স্বরূপিনী সর্ববিশ্বলা যে দেবী জগৎ স্বামীই নিজের চিন্ময় স্বামীর সর্বদা সেবা করিয়াছিলেন। ৬৯

সময়াং শর্বরীং স্থিত্বা প্রভাতে যাবদগ্রহীত্ ।
 সমাধি নির্দয় স্তস্য ন চ ভঙ্গো ভবিষ্যতি ॥ ৩২
 আশাশূন্যা তথা ভূত্বা যথা বেগবতী নদে ।
 জনোক্ত্বাসৈ পুণ্য'মানা সেতু' ভঙ্ক্তা প্রসর্পতি ॥ ৩৩
 তথা সর্বাং পরিত্যজ্য ব্রোড়াং সা খলু নৌকিকী ।
 উবাচ কালিকৈ মাতঃ সর্বমঙ্গলকারিণি ॥ ৩৪
 দৃষ্ট্বা মমাপরাধ' ক' দুঃখ শোক বিনাশিণি ।
 মা' পরিত্যজ্য যাসি ত্ব' কথ' বদ পতি প্রিয়ে ॥ ৩৫
 এবমশ্রু মুখী মাতীতুরচ্চক্লান্তনকারিণী ।
 বাহুদ্বয়' সমুত্তোল্য ক্লত ত্বমিতি লাপিনী ॥ ৩৬
 পতিতো মূচ্ছিতাঙ্গামীদরংগা' ধরণী সমা ।
 স্নাতুপুত্রী ঠাকুরস্য পূজ্যাস্নাক' স্বস্যা চ য়া ॥ ৩৭
 তথা গোপাল মাতা যা তযোঃ শুশ্রূষয়া তদা ।
 চৈতন্যাপাদিতা সাপি নিঘ'তন্যৈব ললিতা ॥ ৩৮

When she came to know in the morning that Thakur would not come back to life, she burst into torrents of tears. "Oh Mother Kalika," she

অন্তরলীলায়া ৭০ম অঃ

shouted. "what was my fault that I have been left behind so destitute and wretched?" Thus lamenting loudly she fell unconscious. By careful nursing of Thakur's niece and the mother of Gopal, she regained her senses but lay still like a lifeless thing. 72 to 78

বনানুবাদ :—

এবং যে মহাসতী সারদাদেবী কুলদ্রৌদিগের লঙ্কাই পরম ধন এইটী জানিয়া সর্বদা সর্বসমক্ষে বহির্গত না হইয়া নিজে কে গোপন ভাবে রাখিয়া স্নান ও শৌচাদি কার্য্যসকল সম্পাদন করিতেন। ৭০

এমন কি যে দেবীর কণ্ঠদ্বরও কেহ কখনও কোথাও কিছুমাত্র ও প্রবেশ করেন নাই। সেই পরিতোষমা নিম্পন্দ। মাতা সারদা অধৈর্য্যা হইয়াছিলেন। ৭১

সমগ্র রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে যখন আনিলেন ঠাবুরের নির্দয় সমাধি আর ভগ্ন হইবে না তখন তিনি আশা শূন্য হইয়া ষাড়িবেগে পরিপূরিত বেগবতী নদী যেমন নদীতট ভগ্ন করিয়া দ্রুত বেগে প্রবাহিতা হয়। ৭২।৭৩

তখন সেইরূপ ভাবে সারদামাতা সর্বতোভাবে লৌকিক লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন যে মাতঃ সর্বদলকাহিনী কালিকে। ৭৪

অন্তরলীলায়াং ৭ম অঃ

এইরূপ ভাবে অশ্রু ধারায় বিগলিত হইয়া অতি উচ্চ স্বরে কাদিতে কাদিতে মাতা সারদেশ্বরী দুই বাহু উত্তোলন পূর্বক কোথায় তুমি এই কথা বলিতে বলিতে পৃথিবীর মত ক্ষমাশীলা ভূমিতে পতিতা হইয়া মূর্ছিতা হইয়াছিলেন । ৭৬

ঠাকুরের আত্মপুত্রী অতএব আমাদের পূজনীয়া ভগিনী এবং গোপাল মাতা এই দুইটি শ্রীলোকের শুশ্রূষা দ্বারা সেই সময়ে মাতার মূর্ছা ভগ্ন হইলেও মূর্ছিতের সদৃশই অবস্থা হইয়াছিল ॥ ৭৭।৭৮

হরিণী দাবদগ্ধেব বিললাপাতি দুঃখিতা ।

সুখ সৌন্দর্যমায়াতি যদি হৃদাশ্রিতা লতা ॥ ৩৫

ভগ্নে নরৌ ন লতা ত্ব' তস্যা স্থিষ্ঠতি কিঞ্চন ।

রমন্যা রমণীয়ত্ব' সতিমর্ত্তরি জীবতি ॥ ৫০

না পতিঃ শোভতি নারো চন্দ্রশূন্যা নিশা যথা ।

প্রাপ্য তু পশ্চিমাধর্য্য' সৃতিব ভাতি সর্ব্বদা ॥ ৫১

যত্র পুণ্য ফল চ্ছায়া মূল বলকল দারুভিঃ ।

ছেত্তারমপি সম্মাশ্র' যৌ বৃদ্ধঃ সম্যগর্চতি ॥ ৫২

সর্ব্বানন্দপ্রদঃ সৌণ্ড্য' শাখৌ মীড়্য বিনশ্যতি ।

শাখিনো ন বিনাশৌণ্ড্য' লতায়া মম নিখিত' ॥ ৫৩

যতঃ শাখৌ দারুমূর্ত্তির্জনৈঃ সম্পূজিতো ভবেত্ ।

মূর্ত্ত্যন্তরেণ সতত' গৃহস্থানাং গৃহে গৃহে ॥ ৫৪

অতোঽস্য নিধন' নাস্তি পरोপকারিণো ধ্রু'ব' ।

যতঃ সজ্জন ভাষ্যে' কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ॥ ৫৫

অন্তরনোলায়া ১০ম অঃ

She, like a deer burnt in the forest, tossed in agony and said, "Just as the beauty of the creeper is impaired with the break-down of the sheltering tree so also the beauty and sweetness of a woman vanish with the death of her husband. A widow is but a night without the moon. and lives a joyless life. The tree also entertains its cutter with its leaves, flowers, fruits, roots and wood. The tree which sheltered me goes down but is not dead. Its creeper is only destroyed. It will live in wooden shapes in every household. It is also said, "Men live through their achievements." 79 to 85

বঙ্গানুবাদ :-

এবং বনাগ্নি পীড়িতা হরিণীর মত মাতা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন লতা যদি বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে তবেই তাহার সুখ ও সৌন্দর্য থাকে কিন্তু বৃক্ষ ভগ্ন হইলে লতার আর কিছুই থাকে না। তদ্রূপ রমণীর রমনীয়ত্ব ততক্ষণ যতক্ষণ স্বামী জীবিত থাকে। ৭৯৮০

চন্দ্রহীন রাত্রির মত পতিহীন নারীর শোভা কিছুমাত্র থাকে না। পরন্তু বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়া মৃততুল্যা হইয়া থাকে। ৮১

যে বৃক্ষ নিজের ছেদন কর্তাকেও পত্র পুষ্প ফল ছায়া বক্ষল ও কাষ্ঠ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। ৮২

অন্তরীক্ষায়াং ৭০ম অঃ

অতএব সকলের আনন্দপ্রদ লতা রূপিনী আমার বৃক্ষ স্বরূপ আমি
বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু বৃক্ষের বিনাশ কখনই হয় নাই।
লতারূপিনী আমারই বিনাশ হইল। যেহেতু বৃক্ষ কাষ্ঠ মূর্ত্তি এবং
ত্যাগশীল দাতার মৃত্যু কখনই হইতে পারে না যেহেতু তিনি বৃক্ষরূপে
ফল পুষ্পাদি শোভিত না হইলেও কাষ্ঠ মূর্ত্তিতে গৃহস্থদিগের গৃহে
কপাট বা গবাক্ষ ইত্যাদি নানাবিধ রূপে সর্বদাই পুঞ্জিত হন। ৮৭।৮৪

অতএব এই পরোপকারী বৃক্ষের মৃত্যু নাই কারণ সাধুগণ বলিয়া
- থাকেন বাঁহার কীৰ্ত্তি বা চিহ্ন থাকে তিনি নিত্য জীবিত। ৮৫

इति श्लोक परायणा तदो
बिललापाति विमोहिता सतो ।
खलु देव ममापराधत
स्तव चित्तेऽसि कठोर वेदना ॥ ८६
अनुभूय गतोऽसि मुह्यतां
वचसां नावसरो यतोऽस्ति ते ।
कुरु मामपराधिर्नो प्रभो
तव दासी गत नीच दासिक्रा ॥ ८७
अथवा मरराजधामत
स्तव सेवाविधि संविधायिनः ।
इह चागत देव सेवका
नुपदेश कुरु मां विहाय भोः ॥ ८८
नहि देव कदापि मे भवे
जग मङ्गः सुविधानितः शुभा ।
इति वाक् समुदीरिता त्वया
द्युना किं वितयाकताय सा ॥ ८९

অন্তঃসৌন্দর্য ১০ম অঃ

She again lamented saying, "As you do not speak again I feel that my offerce might have hit you so hard that you have succumbed to it. Place my guilty self at the lowest of all who serve you. Or, setting me aside, give orders to your godly followers who had come down with you to this mortal world from Heaven. You said that I should never lose your company. Should your assurance now prove to be untrue?" 85 to 89

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপ শোক নিমগ্না মাতা সারদা একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন হে দেব ! নিশ্চয় আমার অপরাধ বশতঃই আপনার প্রাণে আপনি কঠোর বেদনা অনুভব করিয়া অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৮৬

যেহেতু সম্প্রতি আপনি একটি কথাও বলিতেছেন না । অতএব এই অপরাধিনী আমাকে আপনার অসংখ্য দাসীগণের মধ্যে অতি নিকৃষ্টা দাসী করিয়া রাখুন । ৮৭

অথবা হে দেব ! দেবরাজের ধাম অর্থাৎ স্বর্গলোক হইতে এই মর্ত্যলোকে আসিয়াছেন আপনার সেবার পরিজনবর্গকে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল সেবক বর্গকে পূর্বের মত উপদেশ দান করুন । ৮৮

হে দেব ! কখনও আমার সান্নিধ্য তোমার নষ্ট হইবে না ।

অন্ত্যলীলায়াং ৭০ম অঃ

এইরূপ শুভ বাণী শ্রীশ্রী আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন আপনাত
সেই সিক্ত বাক্য কি আজ মিথ্যা হইল পবিত্র হইল। ৮৯

তব বেদ কথ্য হি নানৃত্যং
মম দুর্ভাগ্যবশাদিত্যং তথা ।
ভুত মানসমেব দুর্বলং
ভবতী ভাপিত সংগ্রহেঃশ্রমং ॥ ৮০
ভবতঃ শুভদৃষ্টিরেব মে
সুখশান্তিধিরকালিকী ভবেত্ ।
বদ মা মনযাধুনা কথং
পতিহীনামকরোদ্রবানিমাং ॥ ৮১
রসসংখ্যকদ্বায়নামিমাং
পরিত্যন্তু স্তব পানিধারণে ।
গতবান্ মম দেহ বিশ্বম্
চলতি ত্বদ্য ন শোকসাগরং ॥ ৮২
নিজধাম গতস্য পাদয়োঃ
পুনরেবাপদস্য কাतरা ।
সতিকা হি তরৌ বিশ্বিণ্ডিতে
পাদমূলে পততি ত্রিতা যথা ॥ ৮৩

“What you had promised cannot be untrue. It is due to my misfortune or weakness that I have failed to understand the significance of your saying. Your holy sight would give me peace

অন্তঃলোভায়াং ৭০ম অঃ

and happiness for all times. Tell me why I have been made a widow now. Since I was married to you at the age of six years I became free from all troubles and worries. How is it that my bereavement knows no bound." She fell like a creeper of a felled-down tree at the feet of Thakur. 90 to 93

বঙ্গানুবাদ :—

হে দেব ! আপনার এই বেদ বাণী কখনও মিথ্যা হইতে পারে না আমার বিশাল দুর্ভাগ্যবশতঃ অথবা আমার মনের দুর্বলতা বশতঃই আপনার কথা বুঝিতে না পারিয়াই এইরূপ বলিতেছি । ৯০

আপনার শুভ দৃষ্টিই আমাকে চির জীবনের মত সুখ শান্তি দিবে হে দেব বলুন আজ আমার সেই সুখশান্তি হীন আপনিই করিলেন কেন ? আমার ছয় বৎসর বয়সে আপনার পাণিগ্রহণের সময় যাবতীয় শোক দুঃখ যাইয়াছিল । কিন্তু আজ কেন আপনার বিচ্ছেদ জঘ্ন এই মহাশোকের কিছু মাত্র লাঘব হইতেছে না । ৯২

ভরুৱাজ বিখণ্ডিত হইলে তদাশ্রিতা লতার মত সারদা নিঃস্বামী গত ঠাকুরের পাদ যুগলে পুনর্বার পতিতা হইয়াছিলেন । ৯৩

মদন্যমরলোকসঙ্কতি

রতিযাক্তবকরীদ সারদা ।

ন তু সা রতিমায় ভাবনা

জ্ঞানসীমাংগ্য রথৈরদর্শনোৎ ॥ ৮৪

অন্যস্বামীনাং ১০ম অঃ

কপযাদিষ পুৰ্ব্ববদ্বপুঃ
 প্রতিপদ্যায় মহত্তরং বচঃ ।
 জগতঃ সুখগান্ধিৎ পরং
 গতিরস্বাঃ সুখদাপি তদ্বয়েৎ ॥ ৮৫
 ততঃ স্বমৰ্ত্তং যরণান্বজীস্বং
 বিচিন্তয়ন্তী চ গুরোঁ চাপরং ।
 পতিঘতানাং প্রতিলোক সংগ্রহে
 ব্রতং হি পতুঃ বিদধাতি নাপরং ॥ ৮৬
 তদীয় লক্ষ্মণাদয় এষ ভক্তা
 দৃষ্টা তদা গৌরবায়মান্তা ।
 পাদাঙ্জল্যুগ্মং শিরসা ধৃতাং তা
 আলিঙ্গ্য দেবো মপরম্ জগমুঃ ॥ ৮৭

Rati lamented at the death of Madan. But Sarada lamented the irreparable loss to the humanity of the world. She said, "Oh my Lord, be pleased to utter immortal sayings for the welfare of the mankind, that will give me eternal joy and happiness." Thereafter she was taken away from the feet of Thakur by the female devotees who were present there. 94 to 97

বঙ্গানুবাদঃ—

মদন স্বর্গগত হইলে ইতির মত সারদা বিলাপ করিয়াছিলেন,
 কিন্তু সারদা কেবল মাত্র ইতির মত পতি বিচ্ছেদ ভাবে ভাবিতা

অন্তরলীলায়াং ৭০ম অঃ

না হইয়া জগতের জীবের সৌভাগ্য রবির অন্তাচলে গমন জন্ত শোকাক্তা হইয়াছিলেন। ২৪

হে শ্রিয়তম তুমি অজ্ঞ পুনরায় পূর্বের মত দেহ ধারণ করিয়া জগতের সুখ শান্তি প্রদ স্মহান বাক্য কৃপা পূর্বক উপদেশ কর সেই সকল কথামতই এই হতভাগিনীর সুখ প্রদ হইবে। ২৫

এইরূপ ভাবে মাতা সারদা দেবী জগদ্ গুরু নিজ ভর্তার চরণার বিন্দু দুইটি চিন্তা করিতে করিতে দেহ দৈহিক ভাব একবারে তুলিয়া গিয়াছিলেন। কারণ পতিভ্রতাদিগের পতিলোক সংগ্রহার্থে পতির শুভই কামনা করিয়া থাকেন। এইটিই সাধ্বী জীগণের একান্ত কর্তব্য ॥ ২৬

তৎপরে সেই স্থানে লক্ষ্মী প্রভৃতি যে সকল স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন তাঁহারা পতির পাদপদ্ম দুইটি মন্তকে ধারণ কারিণী অত্যন্ত শোকাতুরা দেখিয়া মাতা সারদাদেবীকে সেই সকল সেবিকা স্ত্রীলোক আলিঙ্গন পূর্বক গৃহান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। ২৭

শ্রুত্বা প্রমোঃ শাম্বরীং স্রীমলীলাং
নানা গতাঃ কিঙ্করা দর্শনার্যং ।
মল্লীঃ পরাক্তে স্যুশূন্যং শরীরং
পৃষ্ঠে গঁড়াৎ প্রাপিতাং তৈ রধস্তাত্ ॥ ২৮
পর্যঙ্ক মধ্যস্থিতাঃ বিঘটস্য
প্রচূন মালাদিভিরিচ্ছতম্য ।
প্রতিচ্ছবিং প্রাণগতস্য তস্য
বৃদ্ধোত্তরম্ভো হি যমালয়স্য ॥ ২৯

পন্থারলীলায়াং ৭০ম অঃ

অপার কারুণ্যগুণৈকসিন্ধু
 র্যঃ শিষ্যবর্গস্য সুস্বৈক বন্ধুঃ ।
 নিশাতমীশো মগধান্ যযেদ্দু
 বিমুক্তিদোষজ্ঞানস্য বিন্দুঃ ॥ ১০০

যঃ সেবকানাং বহু দুঃখদায়িনঃ
 ভারং স্বয়ম্ভাব পরম সঙ্কিনঃ ।
 উবাচ সৌল্য পরিপুষ্টিকারিণঃ
 তমদ্য খট্টোপরি শিষ্যশায়িনঃ ॥ ৭০৭

Followers and devotees poured in from far off places at the news of Thakur's demise. In the afternoon Thakur's body was brought down from the upper floor to the ground floor, and decorated with flowers and garlands. Photo of the body was taken. He who was the ocean of kindness and the source of all blessings and eternal joy to his devotees, and who took over all miseries from the sufferers, lay dead. 98 to 101

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুরের চিরন্তন শেখ লীলা প্রবণ করিয়া বহু স্থান হইতে ভক্তবর্গ দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। অপরাহ্নে ভক্ত সকল তাঁহার সেই ছায়া শরীর উচ্চ গৃহ হইতে নিম্নতলে আনিয়া পর্য্যঙ্ক মধ্যে শয়ন করাইয়া পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করতঃ প্রাণহীন বিগ্রহের প্রতিমূর্তি লইয়াছিলেন। ৯৮-৯৯

অন্তঃলীলায়া' ৭০ম অঃ

সর্বশুভালয় অতুলনীয় দয়ার সাগর শিশুবর্গের পরমানন্দ দামের
পরম বন্ধু রাজির অঙ্ককার মোচনে যেমন ভগবান চন্দ্র দেব এবং ধীর
ভক্তের কণা মুক্তি দানে মুক্ত হস্ত । ১০০

যে ভগবান ভক্ত সমূহের হৈকালের এবং পরকালের সঙ্গী বহু
দুঃখ দায়ী পাপ ভার স্বয়ং বহন করেন । এবং লীলার ক্ষণ বীহার
দেহ ধারণ আল তঁাহাকে পর্যাঙ্কোপরি অস্তিম শয্যায় শয়ন করিতে
দেখিয়া । ১০১

দৃষ্টা তদা শীতপরাযণা মৃগা'
মজ্জা স্তদায়া, পরম' সুবিগ্রহম্ ।
স্কন্ধে সমাদায় গতাঃ সুদুঃখিতা
মাগীরথী তার মহোঽতি পাবন' ॥ ৭০২
সংস্থাপ্য তত্রাখিল লোকমঙ্গল'
প্রগীয়তে যত্ পরম' সুমঙ্গল' ।
সত্য' চিদানন্দময়' সুবিগ্রহ'
সংবেষ্টা'সর্ঘ্য' সমুপাदिशन् গুরু ॥ ৭০৩
উক্তাশ্চ তৈ স্তত্র বিমোর্চাচাঁসি
শ্মশানমালম্ব্য যথোদিতানি ।
পূর্ব' স্বমজ্জান্ লুপয়া লগাদ
তান্যব্রুবন্ দাছ সরোবরে তৈ ॥ ৭০৪

শ্মশানে শবঃ প্রোক্ত শান' শয়নমুচ্যতে ।
নিব্রুবন্তি শ্মশানার্থ' মুনি শব্দার্থকীবিদাঃ ॥ ৭০৫
মহান্যপি চ মূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে ।
শ্রীতেঽত্র শবোভূত্বা শ্মশানন্তু ততো ভবেত্ ॥ ৭০৬

অন্তঃলীলায়াং ৭ম অঃ

His devotees carried his body on their shoulders and slowly and sadly proceeded to the bank of the holy Ganga. They placed the dead 'body on the bank and remembered what Thakur told them about the crematory ground. 102 to 106

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময়ে ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত শোকাভূত হইয়া ভগবানের মর্কটোত্তম সুবিগ্রহটিকে স্বন্ধে লইয়া অত্যন্ত দুঃখিতাস্তঃকরণে অতি পবিত্র ভাগীরথী তীরভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ১০২

জ্ঞানিগণ ধীহাকে পরম মঙ্গলময় বলেন সেই অখিললোকপাবন চিদানন্দময় সুবিগ্রহটিকে গঙ্গাতীরে স্বাপনপূর্বক ভক্তবৃন্দ ভগবানকে বেষ্ঠন করিয়া বসিয়াছিলেন। ১০৩

এবং সেই গঙ্গাতীরে ঠাকুরের নানাবিধ উপদেশের অমুনীলন পূর্বক তন্মধ্যে পূর্বে শ্রাশান সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ বাক্য ভক্ত বৃন্দকে কৃপাপূর্বক বলিয়াছিলেন ভক্ত বৃন্দ ঠাকুরের সেই সকল কথা শ্রাশান মধ্যে আলোচনা করিয়াছিলেন। ১০৪

অর্থাৎ শ্রা শব্দে মৃত ব্যক্তি বা শব দেহ শ্রা শব্দে শয়ন। শব্দার্থ জ্ঞানিগণ শ্রাশানের অর্থ এইরূপই বলিয়া থাকেন। ১০৫

ভগবানের সদৃশ জনগণও অন্তকাল উপস্থিত হইলে এই শ্রাশানেই শব রূপে শয়ন করেন এই জ্ঞাও ইহার নাম শ্রাশান বলিয়া কথিত হয়। ১০৬

নানা মৃত মুচ্ছাদরীদ্র ফীলাহলৈয়ুত ।

হা মুর মির হা বন্যো স্মার্ত্তম্ প্রিয়ায় মে ॥ ৭০৩

अन्तर्नोनाया १०म अः

ह। पते भगिनि मातर्हो मातुल पितामह ।
 मातामह पितः पौत्र क्व गतोऽस्येहि वान्धवः ॥ १०८
 इत्येव वदतां यत्र ध्वनिः मंथ्रयते महान् ।
 ज्वनन् मांसवसामेदं शमच्छमितं महान् ॥ १०९
 अर्हदग्धाः शवाः श्यामा विहसद्दन्तपङ्क्तयः ।
 हसन्तीवाम्नि मध्यस्थाः कायस्थेयं दद्या त्विति ॥ ११०
 वैराग्याधारेण हि शमयान् स्वर्गदं विदुः ।
 एवं स्वशिष्यशर्गान् यः प्रेष्ठान् पूर्वमुवाच ह ॥ १११
 तस्याद्य छाया देहस्य कर्तुं शमयानिर्कीं क्रियां ।
 चन्दनं क्राठमादाय गन्धर्वं देवतं बहु ॥ ११२
 चित्तां सम्पाद्य विधियत् स्नानं पिण्डक्रियामपि ।
 कारयित्वा दक्षगोपे चित्ता मध्ये न्यवेशयत् ॥ ११३

This crematorium becomes usually resounded with such dreadful cries as. "Oh my son," "Oh my husband," etc. The dead bodies are placed on the pyre. As they burn they become terrible to look at. All must die and their bodies will be cremated sooner or later. Yet, strangely enough people are fond of earthly attachments. So Thakur would advise his disciples to rise above the earthly level. Now Thakur's body is placed on the pyre. 107 to 113

বঙ্গানুবাদ :—

এই শ্মশানে নানাবিধ আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু জন্ম ভয়ঙ্কর আৰ্ত্তনাদ এইকপ হয় হা পুত্র হা মিত্র হা পিতঃ হা পতি হা মাতুল হা মাতামহ হা ভগিনীপতি ইত্যাদি ক্রন্দন ধ্বনিতে শ্মশান পরিপূর্ণ হয় এবং প্রস্থলিত শব দেহের মাংস মেদ বসা প্রভৃতি দাহকালে গাঁ গাঁ শব্দ করে অর্দ্ধ দক্ষ শব দেহ সকল কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং দন্তপঙ্ক্তি সকল বাহির হইয়া পড়ে তখন মনে হয় শব দেহ যেন দাহকারি লোক সকলকে হস্ত করিয়া বলিতেছে যে ওহে ভাই সকল সকলেরই দেহের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে অতএব বৈরাগ্যের আশ্রয় একমাত্র শ্মশান সম্বন্ধেই স্বর্গপ্রদভাব হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবেই ঠাকুর নিজ প্রিয়তম শিষ্যবর্গকে পূর্বের বলিয়াছিলেন।

১০৭ হইতে ১১১

আজ সেই ঠাকুরের ছায়া মূর্তির দাহ করিবার জন্ম গন্ধর্ব দৈবত বহু চন্দন কাষ্ঠ আনয়ন পূর্বক চিতা সম্পাদন পূর্বক যথা শাস্ত্র জ্ঞান ও চিতা পিণ্ডাদি দান করাইয়া দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়া চিতার উপরি ভাগে শয়ন করাইয়াছিলেন। ১২২।১১৩

পূতান্নি দানং স্তস্মৈ মম্য নিত্য যরীরিণঃ ।

অিত্যাদি পঞ্চভূতানি সর্বান্যধ্যক্ষতাং দধুঃ ॥ ৭৭৪

একৈক্যো দগ্ধভূতং পঞ্চপশ্বীকৃতস্য তং ।

ধ্যামন্তত্র চতুর্হিষ্ট স্তদ্ গাত্রধূম মৌরমং ॥ ৭৭৫

মকরন্দ প্রলব্ধাস্তে গগমন্ কীটি মধুরতাঃ ।

পুশ্বীভূতান্নি মধ্যে তং শ্রীরামকৃষ্ণ বিঘটং ॥ ৭৭৬

অন্তঃলৌল্যায় ১০ম অঃ

শিব ব্রহ্মেन्द्र চন্দ্রাদি দৈবতৈরপি সংযুত' ।
 দৃষ্টা গুরুগত প্রাণ শশিভূষণ সেবকঃ ॥ ৭৭৩
 আনন্দসংলব্ধে লোনঃ সান্থনেত্রঃ সমাধিমান্ ।
 তুচ্ছীকৃতানি তাপন্ত' দুর্দর্শ' সর্বভক্ষক' ॥ ১১৮
 চকার ব্যজন' প্রেম্না পূর্ব্বদগ্নি মধ্যগঃ ।
 ন দগ্ধো নাপি চাশ্চল্যমাপ ভূষণ ভূষণঃ ॥ ১১৯
 একান্তিকী গুরোর্মক্তিঃ সর্বশক্তি প্রদায়িনী ।
 বায়বগ্নি জলশক্তীনাং শক্তির্ভক্তো ন বিদ্যতে ॥ ১২০

The funeral rites were performed and fire was set to the pyre. Huge smoke spread all around, Soon the body was enveloped with huge flames of fire. Shashibhushan in a divine mood entered the fire to bring relief to Thakur from the unbearable heat of the fire. Shashibhushan was not scorched by the fire. In fact, a true devotee is not affected by fire, water or wind. 114 to 120

বঙ্গানুবাদ :—

পরে পবিত্রাগ্নি দানে সেই নিত্য দেহের কিত্যাদি পক্ষ মহাভূত প্রত্যক্ষ হইয়াছিল । ১১৪

ঠাকুরের পবীকৃত পক্ষ মহাভূত প্রত্যেকে এক একটি করিয়া দগ্ধ হইয়াছিল । তৎকালে ভগবানের গাত্র সংলগ্ন চিত্তা ধূমের সৌগন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়া পড়িয়াছিল । ১১৫

অন্যলীলায়াং ১০ম অঃ

পুষ্পবসপানে প্রলুক্ কোটি কোটি মধুপ সেই স্থানে আসিয়াছিল।
এবং ভয়ঙ্কর অগ্নিমধ্যে শিব ত্রয়োমুখ চন্দ্র বিগ্রহবান্ দেবভান্ডকে
স্তব করিতে দেখিয়া গুরুগত প্রাণ শশিভূষণ আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন
হইয়া অশ্রুপ্লাবিত নেত্র সমাধি বিশিষ্ট অতি দুর্ধৰ্ব সর্বভক্ষক সেই
অগ্নি তাপকে তুচ্ছ বোধ করিয়া ভগবৎ প্রেমে আত্ম হারা হইয়া
অগ্নি মধ্যে বাইয়া পূর্বের মত ঠাকুরকে ভজন করিয়াছিলেন।

১১৬।১১৭।১১৮

তৎকালে সেই অগ্নির দাহিকা শক্তি শীতলতায় পরিণত
হইয়াছিল। অতএব শশিভূষণ দগ্ধ হন নাই এবং তৎকাল্য কোনরূপ
চাঞ্চল্য হয় নাই। কারণ ভক্ত বৃন্দেৰ ভূষণ স্বরূপ শশিভূষণ অর্থাৎ
ভক্ত চূড়ামণি এইরূপ আচরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐকান্তিক
গুরু ভক্তি সর্ব শক্তি দানে সর্বদা সমর্থ বা অগ্নি বায়ু জল প্রভৃতির
শক্তি ভক্তের নিকটে কোন রূপ শক্তি পরিচালনা করিতে সমর্থ
হয় না। ১১৯।১২০

পমীঃ জীয মহাযজ্ঞাবমানিঃস্বি নিমজ্জন' ।

গঙ্গান্ধসি কারয়িত্বা শ্রীমবন্দ্রী মহামতিঃ ॥ ৭২৭

সুমংগঢ়া পরিষ্কাস্বি রচিত' স্বস্ব সধিধী ।

আদিষ্টবান্ তথা চান্যান্ গুহম্বাষ্টন্ বিশিষত ॥ ৭২২

মক্ষাস্বি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রত্যেক' নয মজ্জিতঃ ।

স্ব স্ব বৈদে সুমংগাপ্য নিত্য' সম্ভূজয়িত্ব ॥ ৭২৩

তথা তে দীক্ষাঃ সৰ্ব্ব' পুতাস্বি মক্ষমংযুত' ।

মৃদীত্বা পরমানন্দমাশ্রিতা স্বাতৃচণাদহী ॥ ৭২৪

অন্তঃশৌলায়াং ১০ম অঃ

যৌরামকৃষ্ণ দেবস্য শ্রেণয়ন্ত' সমাপ্যতে ।

সমবগাচ্ছ গঙ্গার্যাং শ্লোকসংমিশ্র চৈতসঃ ॥ ৭১:৫

প্রত্যাহৃত্য ভক্তবর্গা স্তুদুদ্যানস্য ষাটিকাং ।

শিরীষত' পবিত্রাস্থিযুত পাত্র' সুমঞ্জল' ॥ ১২৬

শয্যোপরি ভগবতীররুচ্য ভক্তিপূর্ব্বক' ।

যানি কতিপয়াহানি দিব্যাস্থি তত্র সংস্থিত' ॥ ৭২১

When the dead body was burnt out, a portion of the last remains was immersed in the holy water of the Ganges and the other portion was taken by Narendranath who also advised other disciples to take the holy ashes to their homes and worship it every day. They also did so. All of them returned with the holy remains to the Rest House at Cossipore and placed it on the bed of Thakur. So long it was there, all the devotees felt that Thakur himself was present there. 121 to 127

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুরের শেষ কার্য সমাধা হইলে গঙ্গা গর্ভে অস্থি নিমগ্ন করা হইয়া মহামতি নরেন্দ্র ভগবানের ত্রিকিঃ অস্থি নিষেব্র-বিকটে রাখিয়াছিলেন। এবং অস্ত্রাশ্র গুলু তাই শ্লিগকে বসিয়াছিলেন আপনাদি প্রত্যেক প্রভুঃ কিছু কিছু চিঠা রুম ও অস্থি ভক্তি পূর্ব্বক গ্রহণ করণ। এবং নিচ নিচ গৃহে রাখন পূর্ব্বক প্রতিদিন পূজা করিবেন। ১২১।১২২।১২৩

নরেন্দ্র এইরূপ বলিলে সেই সকল গুরু ভাই ঠাকুরের ভগ্নে
সহিত পবিত্র অস্থি গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অপূর্ব আনন্দ
পাইয়াছিলেন। ১২৪

ভক্ত বৃন্দ ঠাকুরের শেষ বস্তু শেষ করিয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া
শোকার্ত হইয়া সেই বাগান বাটীতে প্রত্যাগমন পূর্বক মন্তকে ধৃত
সুমঙ্গল পবিত্র অস্থি পাত্র ঠাকুরের শয্যার উপরি ভাগে ভক্তি পূর্বক
রাখিয়াছিলেন। ১২৫।১২৬

ঠাকুরের দিব্যাস্থি যতদিন বিছানায় ছিল ভক্ত বৃন্দ ভগবানের
সাক্ষাৎ অবস্থিতি মনে করিয়াছিলেন। ১২৭

সান্নিধ্য' মে নিরে সাচ্যাদ্ভক্ত যত্মলক্ষণিনঃ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দৈবস্য তথা তদদ্বাপণ' শ্রুত' ॥ ১২৮

মস্তৌর্য' যথা সাচ্যাদাবিভূয দয়ানিধিঃ ।

সুপ্তোত মনসা পূজা' তদীয়া' প্রতিগৃহ্য সঃ ॥ ১২৯

তথা ভজন সঙ্কোত' শ্রুত্বোবাচ সমাদর' ।

পুত্রা ভো লোক দৃষ্টাচ্ছমন্তর্দান' গতো ধ্রুব' ॥ ১৩০

ন ত্যজামি কিন্তু যুগ্মানু মম ধ্যান বিহৃদয় ।

ঘোষাত্ম্য চতুর্ভুজঃ পুত্রা গোচরো ন ভবাম্যহ' ॥ ১৩১

অন্তরালমধিষ্ঠায় ক্রুপাদৃষ্টি' কৰোমি হি ।

অনুমূতা ভবদ্বাণো তত্ৰৈব' সেবকৈঃ প্রভোঃ ॥ ১৩২

যাষজ্জিও' প্রভুঃ প্রায়ো গজাতৌর্য'তি নির্মলি ।

স্থিত্বা জীবানুর্দিগ্ধাপু'রকরীতপ উত্তম' ॥ ১৩৩

অতঃ প্রভোরস্থিষ্মণ্ডমত্র ভাগোরথী তটে ।

নমাঙ্কিত' করিষ্যামি গুর্বিণ্য' যাচনা মম ॥ ১৩৪

অন্তঃসীলায়াং ৭০ম অঃ

They could even hear the voice of Thakur. He was much pleased with Narendra and other disciples for their devotion and worship. and appeared before them. He said, "It is true that I am now out of your sight. But I have not left you. Without being seen by you, I am always looking upon you with my blessings and favour." Thakur had spent his life on the bank of the Ganges for the redemption of the 'suffering humanity. So his last remains should be placed on the bank of this holy river. It was so desired by Narendra. 128 to 134

বাস্তববাদ :—

এমন কি ঠাকুরের কথাও শোনা যাইত । ১২৮

দয়ানিধি ভগবান ভক্তবর্গের সহিত সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ মনে ভক্তবর্গের পূজা গ্রহণ পূর্বক বলিয়াছিলেন । হে পুত্রগণ আমি সাধারণ লোকের দৃষ্টির অগোচর হইয়াছি একথা ঐব সত্য । ১২৯/১৩০

কিন্তু আমার ধ্যান বুদ্ধির জন্ত তোমাদিগকে আমি ত্যাগ করি নাই । হে পুত্রগণ তোমাদের বাহ্য চকু দুইটির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ না হইলেও আমি তোমাদের অসাক্ষাতে অবস্থান করিয়া কৃপাদৃষ্টি করিতেছি । সেই স্থানে সেই সময় ঠাকুরের এই সকল কথা সেবকগণ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন । ১৩১/১৩২

ଅନ୍ତରାଳୋଚାୟାଂ ୧୦ମ ଅଃ

ଠାକୁର ପ୍ରାୟ ଯାବଦ୍ଧୀବନ ଅତି ପବିତ୍ର ଗନ୍ଧାତୀରେ ଅବଦାନ କରତଃ
ଜୀବ ସକଳେର ଯୁକ୍ତି କାମନାୟ ଅର୍ବୋତ୍ତମ ତପଞ୍ଚା କରିଯାହିଲେନ । ୧୦୭

ଅତଏବ ଠାକୁରେର ଦିବ୍ୟାଦି ଏହି ଗନ୍ଧା ତୀରେହି ସମାହିତ କରିବ
ହେହାହି ଆମାର ଏକାନ୍ତିକୀ କାମନା । ୧୦୮

एवमाग्रहयुक्तः स नरेन्द्रो मुख्य सेवकः ।

तदुपयुक्त भूखण्ड लाभाय चिन्तितोऽभवत् ॥ १३५

किन्तु शील नरेन्द्रस्य तदिच्छा परिपूरणे ।

शियस्याहमिकेवात्र प्रत्युद्यः समजोजनत् ॥ १३६

शौक्ल୍ୟस्य भगवतः पूर्वं जन्माष्टमौ तिथेः ।

हठाद्दिनद्वयादबोद्यानि घोरं निशाचणे ॥ १३७

अक्रूर सदृशः क्रूरो दुष्टानुचरवेष्टितः ।

नित्यगोपालको राम दत्त मातृस्वसुः सुतः ॥ १३८

आगत्य शौनरेन्द्रादि प्रमुखान् प्रभुमन्दिरे ।

स्थितान् सर्वान् समाह्वयोवाचाति गर्ବया गिरा ॥ १३९

अस्ति दिव्यास्थि यत्तावत् प्रभोः शय्योपरि ध्रुव ।

वाक्यव्ययमकृत्वेव सद्यमर्पय सत्त्वरं ॥ १४०

काकुडगाहि नामके ग्रामे योगोद्यानि वय ।

जन्माष्टमो दिने पुण्ये करिष्यामः समाहितम् ॥ १४१

Narendra became anxious for the suitable land on the bank of the Ganges. But the audacity of one of his fellow brothers stood in his way. Nitya Gopal, maternal brother of Ramdutta, forcibly entered the bed-room of

अन्तर्लौलाया' १०म अः

यत्नैषं श्रीनरेन्द्रस्तु नित्यगोपालं मुक्तवान् ।
 नित्यं भगवतो यस्य गङ्गायामेव संस्थितिः ॥ १४२
 तस्य किमस्य समाधिः शोभते यत्र तत्र च ।
 नाहं सुसङ्गतं मन्ये भागौख्या स्तुताहं हिः ॥ १४३
 एषं सुयुक्तिपूर्णं प्राक्च श्रुत्वापि भिन्नदृक् ।
 तर्कस्योपरितर्कोऽस्तीति तदाहं दम्भपूर्वकं ॥ १४४
 नोत्वा गच्छद् योगोद्यानं गोपालो राम सन्निधौ ।
 श्रीरामं भ्रूतुरिच्छेयं महोत्सव पुरःसरं ॥ १४५
 प्रभोर्हृदावशेषं तं पवित्रं परमं शुभं ।
 अस्थि समाहितं कार्यं योगोद्यानं मुनिद्युतं ॥ १४६
 किन्त्वे केन कार्यसिद्धिर्विज्ञाया सम्भवः सुधीः ।
 गृहस्थाश्रमिनो भक्ताननुरुध्य यथाविधि ॥ १४७
 अर्थं दानार्थमत्यन्तं कार्यारम्भं चकार सः ।
 किन्तु प्रभोः प्राणनिभः सुरेन्द्रनाथ सेवकः ॥ १४८

At this proposal Narendra protested saying, "I do not consider it advisable to place the holy remains at a place other than the bank of the Ganges where Thakur had spent his life." But Nityagopal was adamant and would not brook any argument. He forcibly took the holy thing and went to the garden at Kakurgachhi. It was the desire of Ram Dutta's brother that the holy remains would be duly founded in the garden

অন্ত্যনীলায়া ৭ম অঃ

Thakur with some ruffians and commanded Narendra and others to hand over to him the last remains of Thakur, so that it would be duly placed in the garden at Kankurgachhi, on the auspicious day of Srikrishna Janmastami. 135 to 141

বঙ্গানুবাদঃ—

এইরূপ আগ্রহাষিত হইয়া ঠাকুরের সর্ব প্রধান শিষ্য মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ সমাধি মন্দিরের উপযুক্ত ভূখণ্ড লাভের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১৩৫

কিন্তু মহাভাগ নরেন্দ্রের তদ্রূপ সদিচ্ছা সম্পাদনে ঠাকুরের অগ্রতম শিষ্যের অহমিকাই এ বিষয়ে বিঘ্ন জন্মাইয়াছিলেন। ১৩৬

হঠাৎ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মাষ্টমী তিথির দুই দিন পূর্বে অত্যন্ত গভীর রাত্রে এই উজ্জান বাটিকায় একটি দুর্ঘট অনূচর বর্গে বেষ্টিত হইয়া অকুর সদৃশ কুর রাম দত্তের মাসতূত ভাই নিত্যগোপাল ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে অবস্থিত নরেন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত শিষ্যবর্গকে আহ্বান পূর্বক অত্যন্ত গর্বিত বাক্যে বলিয়াছিলেন।

১৩৭।১৩৮।১৩৯

এই শয্যার উপরিভাগে প্রভুর ঘাঘা দিব্যান্ধি আছে কোনরূপ বাক্যব্যয় না করিয়াই শীঘ্র আমাকে দাও। ১৪০

কাঁবুড়াগাছি নামক গ্রামে যোগোজানে পবিত্র জন্মাষ্টমী তিথিতে আমরা ঐ দিব্যান্ধি সমাহিত করিব। অর্থাৎ একটি মন্দির মধ্যে স্থাপিত করিব। ১৪১

অন্তঃলীলায়াং ৭০ম অঃ

with great revelry, pomp and festivity. It was, however, not possible for one individual to bear the entire expenditure. So all earning members of the disciples were requested to contribute their might. 142 to 148

বিশ্লিষ্টবাদ :—

এইরূপ কথা শুনিয়া নরেন্দ্ৰনাথ নিত্যগোপালবাবুকে বলিয়াছিলেন। যে ভগবানের নিত্য গল্পা তীৰে অবস্থিতি তাঁর অস্থি সমাধি কি যেখানে সেখানে শোভা পায় ? ভাগীরথী তীরের বহির্ভাগে অস্থি সমাধি হোক ইহা আমি সমীচিন বলিয়া মনে করি না।

১৪২।১৪৩

এইরূপ নরেন্দ্ৰনাথের স্মৃতি পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ও অন্তঃস্বা-
বলম্বী নিত্যগোপাল তর্কের পর আরও তর্ক আছে এই কথা বলিয়া
সেই দিব্যাস্থি দস্ত পূর্বক তুলিয়া লইয়া ষোণোত্তানে রামদত্তের
নিকটে গিয়াছিল। ১৪৪

রামদত্ত ভায়া এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে ঠাকুরের দেহাবশেষ পরম
পবিত্র সর্বমঙ্গলদায়ক দিব্যাস্থি সমাহিত কার্য্য মহামহোৎসবের সহিত
সুসম্পন্ন করি। ১৪৫।১৪৬

কিন্তু একজনের চেষ্টায় বাহুল্য কার্য্য অসম্ভব বশতঃ ঠাকুরের
গৃহী ভক্ত বর্গকে অর্থদানের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ উপরোধ
করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৪৭।১৪৮

শ্রীকোথুর্নয়নঃ শ্রীক্লেশানতি ধার্মিকঃ ।

যয়মর্যান্ প্রমোদয়তি দাস্যামি বিপুলান্ ধনং ॥ ৭৪৫

अन्तर्लोलायां १०म अः

किन्त्वत्र ये महाभागा भक्ता युवकुसुतमाः ।
 बहुकानं भगवतः सेवायामति दारुणं ॥ १५०
 चक्रुः स्वात्मार्षणं सर्वं निद्राहारविर्वोजिताः ।
 विशुद्धा भ्रातरस्ते वै सर्वे प्रीणाधिका मम ॥ १५१
 ते सर्वे रत्र सङ्गत्य यथा भगवतो वयं ।
 चरितस्मृतमालोच्य कर्तुं कालातिपातनं ॥ १५२
 समर्थाः सन्निविष्यामस्त्वदनुष्ठान कर्मणि ।
 आत्मपातं करिष्यामी यावज्जीवमितिस्पृहा ॥ १५३
 सर्वार्थमयस्यास्य लीलाद्यर्थं मयो भवेत् ।
 देहलीलावसानेऽपि प्रभोर्यदस्थि सञ्चितं ॥ १५४
 तन्मया स्थापितं गेहे पूजाश्चास्य करोम्यहं ।
 लीलाबिलास समये तदङ्गसौरभेन हि ॥ १५५
 गृहं गृहाङ्गनं सर्वं सुवासितमभूत्तदा ।
 तथा तदङ्गसम्पर्काद् गन्ध चन्दन सौरभं ॥ १५६

But at this proposal, Surendranath, one of the most beloved disciples of Thakur, said sorrowfully with tearful eyes, "I can surely contribute much for the cause of Thakur's festival. But I desire to be associated with those young disciples who spared no pains to render their services to Thakur during his life time, here in this garden to perform this festival and also to pass our days by holy discourses about the life and teachings of

অন্তরলীলায়াং ১০ম অঃ

Thakur. I wonder to see that the holy remains of Thakur causes sweet fragrance all over here just in the same way as it happened when he was staying here during his life time." 149 to 156.

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু সেই স্থলে ঠাকুরের প্রাণতুল্য সুরেন্দ্রনাথ নামক শিষ্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শোকাশ্রু পূর্ণ নয়নে বলিয়াছিলেন আমার ঠাকুরের উৎসবের জন্য আমি বহুতর অর্থ দিতে পারি ইহা ঐব নিশ্চিত।

কিন্তু এখানে যে সকল মহাভাগ বহু যুবক ভক্ত বহুকাল পর্য্যন্ত ভগবানের সেবায় সকলে আহাৰ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর ভাবে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। সেই সকল যুবক ভ্রাতৃ বৃন্দ সকলেই আমার প্রাণাধিক প্রিয়। ১৫০।১৫১

তঁাহাদের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের এই চরম গৃহে উত্তান বাটিকায় আমরা যাহাতে ভগবানের চরিতামৃত আলোচনা করিয়া আনন্দের সহিত দিন পাত করিতে সমর্থ হই তদ্রূপ অনুষ্ঠান কার্য্যেই আত্ম পাত পর্য্যন্ত যাবজ্জীবন যোগদান করি ইহাই আমার একান্ত বাসনা। ১৫২।১৫৩

সর্বশার্চ্যময় ঠাকুরের লীলাও সর্বশার্চ্যময়ী। ঠাকুরের দেহাবসান হইলেও আমি (সুরেন্দ্রনাথ) যাহা অস্থি সঞ্চয় করিয়াছিলাম ঠাকুরের সেই অস্থি অতি যত্ন পূর্বক রক্ষা করিয়া প্রতিদিন পূজা করিতাম। ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় আমাদের গৃহে আগমন কালে তঁাহার গাত্রের সৌগন্ধে আমাদের গৃহ গৃহাঙ্গন ষ্ণেপ সদৃশ যুক্ত হইত সেইরূপ

अन्तर्नीलायां १०म अः

आज ठाँशर दिवाश्विर अवधान वशतः पद्मऽम्पकाणि पूष्णं नम
गङ्गेर भत नम गङ्गे श्वाभित इहेतेछे । १५४, १५५, १५७

मदोयेऽपि गृहे चास्य बिचित्रं भवति ध्रुव' ।
आयान्ति मद गृहे येऽपि तदा तदग्र्य मोहिताः ॥ १५७
पृच्छन्ति विस्मितास्ते मां कथमेतद्वेदिनि ।
श्रुत्वा तेषामिदं वाक्यमब्रुव' तोषहेतवे ॥ १५८
साक्षाद् युगावतारस्य किञ्चिदस्थिकर्णं मम ।
श्रीरामकृष्ण देवस्य मद गृहे भाति पूजित' ॥ १५९
दिव्यगन्धेन तस्येव गृहमापूरितं मम ।
भवद्भिरनुभूयन्तद् गन्धेन्द्रिय समाश्रयात् ॥ १६०
श्रुन्ध्व' परमात्मोयाः किञ्चिदत्र वदाम्यह' ।
लौलां युगावतारस्य ह्यस्थि पात्रानुसारिणीं ॥ १६१
सन्ति शास्त्रगिरये वमन्तः शुद्धि स्तपस्यया ।
वाच्य शुद्धिर्भवेदेव सृजनाभ्यां न संशयः ॥ १६२
वक्ष्य शुद्धि विज्ञानस्य देव विग्रह पूजने ।
नाधिकारो भवेत्तस्य ऋषिभिर्भाषितन्त्विद' ॥ १६३

"The sweet fragrance is also felt by those who come to see me in my residence. To satisfy their curiosity I tell them that this is due to the presence of the holy remains of Thakur in my residence. It is enjoined in the Sashttras that penance purifies our mind and on the other hand earth and water purify our body. Those whose body is not duly purified are not fit for holy services and worship." 157 to 163

অন্তরলীলায়াং ৭০ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

যে সকল আত্মীয় স্বজন আমার ঘরে আসেন তাঁহারা পদ্ম চম্পক ও গোলাপাদি পুষ্পের মত সদ গন্ধে আমোদিত হইয়া । ১৫৭

আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এরূপ সদ গন্ধ কোথা হতে আসে । তাহাদের কথা শুনিয়া মনস্তস্থির জন্ম বলিতাম । ১৫৭।১৫৮

যুগাবতার সাংক্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কিঞ্চিদ্যাব্যাহি আমার গৃহে পুঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে । তাঁহারই সদ গন্ধে আমার গৃহের চতুর্দিকে সৌগন্ধে পরিপূর্ণ হইতেছে এবং আপনাদেরও নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সদ গন্ধ অনুভূত হইতেছে ।

১৫৯।১৬০

হে পরম আত্মীয় বৃন্দ ! আপনারা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করুন এই দ্বিবিবাহ সঙ্ঘে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যাশ্চর্য্য কিঞ্চিদ্যাব্যাহি বলিতেছি । ১৬১

চিন্তাশক্তি তপস্যা দ্বারাই হইয়া থাকে এইরূপ শাস্ত্র বাক্য অনেক আছে । বাহ্য শক্তি মুক্তিকা ও জলের দ্বারা হয় । বাহ্য শক্তি বিহীন ব্যক্তির দেব পূজায় অধিকার হয় না ! অবিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন । ১৬২।১৬৩

বিলুভমঠ সংস্থান' স্বামীজী জ্ঞানবান্ যদা ।

অলিঙ্গলীলি নান্নৈরুকা মা'কিন টেগ মন্মথ্য ॥ ৭৫৪

রমণী লোকবিখ্যাতা রামকৃষ্ণানুরাগিনী ।

বিপুলার্থ প্রদানেন স্বামীজী পর্য্যতীযয়ত ॥ ৭৫৫

মজ্জায়াঃ পশ্চিমমগ্নী তৌরী বিনুভু মন্মথ্য ।

বমুখ যীন যিত্তেন শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির' ॥ ৭৫৬

अन्तरालोलायां १०म अः

अत्युच्च गगनस्पर्शी सुन्दरः सुमहान् मठः ।

तस्याः श्रीस्वामिर्ज्ञो प्रतिष्ठात्सत्य मावमुत्तम' १६७

दृष्ट्वाति सारल्य मतिः सारदानन्द आदरात् ।

श्रीरामकृष्ण देवस्य भक्ताया मस्तुकोपरि ॥ १६८

प्रभोः पवित्रास्थि पात्रं स्पर्शयामास मुक्तिद' ।

येन तस्या बोद्धतामूद् गुरोर्भक्तिर्गरोयसी ॥ १६९

पाद्यात् नरनारौणी बोद्ध शौचं न विद्यते ।

भक्तिमत्यामपिह्य स्यान्नास्ति शौचं सनामपि ॥ १७०

' "When Belur Math was founded by Swamiji, an American lady who was much attracted to the life and teachings of Sri Ramakrishna, made a gift of a huge amount of money to the great satisfaction of Swamiji. With this money, the temple at Belur Math with the image of Shri Ramakrishna has been built and founded on the west bank of the Ganges. Saradananda Maharaj made her touch the holy ashes of Thakur to achieve manifold increase of her devotion to Thakur. The people of Western countries do not mind purification of body. Though the American lady was very pious, she did not observe the rules of purification of body. 164 to 170

অন্তঃসলোনায়া ৭ম অঃ

বঙ্গানুবাদ .—

স্বামিজী যে সময় বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় রামকৃষ্ণশ্রী-
স্বামিনী লোকবিখ্যাতা মার্কিনদেশ বাসিনী ওলিবুল নাম্নী রমণী বিপুল
অর্থদানে স্বামিজীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন । ১৬৪।১৬৫

সেই অর্থেই বেলুড় নামক জনপদে স্রাব্য পশ্চিম তীরে ভগবান
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব মন্দির ও উত্তম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

১৬৬

স্বামিজীর প্রতি ওলিবুলের অত্যন্তম অপত্য স্নেহ দেখিয়া অত্যন্ত
সরল মতি সারদানন্দ মহারাজ ঠাকুরের পরম ভক্ত ওলিবুলের মন্তকে-
পরি সমস্ত্রমে সমাদরপূর্বক মুক্তিদায়ক পবিত্র অস্থিপাত্র স্পর্শ
করাইয়াছিলেন । সারদানন্দ মহারাজের তখন এইরূপ মনে হইয়াছিল
যে এই পাশ্চাত্য রমণীর যাহাতে গুরুভক্তি গুরুতরভাবে বদ্ধিত হয় ।

১৬৭ ১৬৮।১৬৯

পাশ্চাত্য নরনারীদের বাহ্যশুচি বলিয়া কিছুই নাই । অতএব
ওলিবুল অত্যন্ত ভক্তিমতী হইলেও ইহার বাহ্যশুদ্ধি বলিয়া অত্যন্ত
নাই । ১৭০

যথাস্থি ভারতীয়ানাং শ্রুতিলম্বন্যনৌকিঞ্চ ।

অনন্তস্যানি নিমায়ী য়াঠাকুরঃ স্বামিজী প্রতি ॥ ৭৩৭

স্বপ্নাদিগং চকারিষ্য মাফুহ ত্বং যদা তদা ।

যস্মৈ তস্মৈ ন দেয় মি বিঘ্নং স্মরণং চৈবিত্ ॥ ৭৩৮

তদবধি তত্ গুণাস্থিপায় পরম মঙ্গলং ।

জপাপূতৈঃ প্রভীৰ্ভক্ষ্যৈ রচিতৈঃ ধৈক্যাক্তৈঃ ॥ ৭৩৯

अन्तर्लीलायां १०म अः

नित्य मद्यापि तत् पात्रमुद्दिश्य वेदिकोपरि ।

तत् स्वरूपं मन्यमानैः स्तद्धत्तैः पूजितं भवेत् ॥ १०४

वहिराणीय तत् पात्रं पूजितं प्रतिवत्सरं ।

भवेत् सम्प्रोतये तस्य तच्छ्रमं तिथिं वासुरि ॥ १०५

यस्य दर्शनमात्रेण जनाः सन्ति निरामयाः ।

संसारसागरोत्तीर्णा स्तद्धत्ता नात्र संशयः ॥ १०६

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारम-
हंस्या संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्ण देवस्य स्वधाम प्रवेशः तदस्थि-
स्थापनादिरूपोऽन्तर्लीलायां दशमोऽध्यायः ॥ १०

"The Indians always purify their bodies and clothes before they start their holy services and worship. On that night Thakur himself appeared before Swamiji in his dream and said, "Do not commit such things over again, nor allow one and all to touch my holy remains." From that time onwards it is being carefully preserved inside an altar. The devotees place their offerings on the altar. The holy remains are placed outside only for a day in the year on the occasion of Birth anniversary of Thakur. The very sight of this holy thing removes all sins, worries and troubles and causes salvation. 171 to 175

Here ends the tenth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. 10

অন্তরলীলায়া ৭০ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

ভারতবাসীদিগের বৈরূপ অপূর্ব বাহ্যশুদ্ধি দেখা যায় বা আছে তজ্জন্ম ঠাকুর সেইদিন রাত্রিকালে স্বয়ং স্বামিজীকে স্বপ্নে আদেশ করিয়াছিলেন। ১৭১

একপ আচরণ যখন তখন করিও না। এবং আমার বিগ্রহ যাকে 'তাকে স্পর্শ' করাইবে না। এই জন্ম সেই সময় হতে পরম মঙ্গলময় পবিত্র অস্থিপাত্র ঠাকুরের আদেশানুসারে পবিত্র ভক্তবৃন্দ একটি বেদিকার অভ্যন্তরে রক্ষা করিতেছেন। ১৭২।১৭৩

অত্যাধি সেই অস্থিপাত্রটিকে ঠাকুরের স্বরূপ মনে করিয়া বেদিকার উপরিভাগে অস্থিপাত্রটির উদ্দেশ্যে ভক্তবৃন্দ নিত্য পূজা করেন। ১৭৪

ঠাকুরের বিশেষভাবে প্রীতির জন্ম জন্ম তিথি দিবসে প্রতিবৎসর মাত্র একদিনের জন্ম সেই অস্থিপাত্রটিকে বাহিরে আনিয়া পূজা করা হয়। ১৭৫

যে পাত্রটির দর্শনমাত্রে নরনারীগণ সর্ব সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হন। এবং ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ সকল অনায়াসে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন। এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৭৬। ১০ অঃ মঃ।

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিভীর্ষ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বধাম প্রবেশ এবং তাঁহার দিব্যান্ধি স্থাপনাদি অষ্টাঙ্গলীলার ১০ম অধ্যায় বঙ্গা হইল। অঃ ১০

অন্তরলীলায়া ১১ম অধ্যায়

দেব দানব গন্ধর্ভ দৈত্য নর রাক্ষসঃ।

মর্জ্য' তপঃপ্রভাবেন কাম্য' মিন্দন্তি যস্য যত্ ॥ ৭

তপসা সৃজতি ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ দ্বালন শক্তিধৃক্।

স্বরীহরতি নিত্য' হি তপ এব ঘর' ধল' ॥ ২

. অন্ত্যলীলায়াং ১১শ অঃ

তপোময়' তপোরাশি' তপো মূর্তি' তপাত্মক' ।
 তপসৈব সূতস্তুতেন বিদ্যন্তি' পরম' পদ' ॥ ৩
 যশঃ সৌখ্য' ধন' পুত্র' জ্ঞান' বিজ্ঞানমেব চ ।
 প্রাপ্তুবন্তি মহাত্মানো জগাঃ সৰ্ব্ব' তপস্যয়া ॥ ৪
 ভগবানপি বিজ্ঞাতা সৰ্ব্বকামবৈষ্ণবঃ ।
 তপস্বরতি নিত্য' হি ব্রহ্ম বদাদি দেবতৈঃ ॥ ৫
 স্ত্র স্ত্রাধিকার রত্নার্থ' কুৰ্ব্বন্তি তপ উত্তম' ।
 হতাদিয়ুগপর্য্যায়িকৃপীনাং পুণ্য আশ্রমঃ ॥ ৬

Gods, men, demons, Gardharva and Rakshasas achieve their ends through penance. It is through penance that the Creator creates, Vishnu reigns and Hara destroys. So penance is the source of all power. Fame, fortune, friendship, progeny, knowledge, wisdom and even salvation can be acquired through penance. Gods perform penance to maintain their power. The hermitage of the ascetics was the seat of penance in the three Yugas prior to Kali Yuga. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

দেবতা মানুষ দৈত্য দানব গন্ধর্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই তপস্তার প্রভাবে যাহার যে কামনা তাহা পায় । ১

সৃষ্টিকর্তা তপস্তার প্রভাবেই সৃষ্টি করেন । বিষ্ণু তপস্তার প্রভাবে পালন করেন এবং রুদ্রদেবও তপস্তার প্রভাবে সংহার কর্তা হন । অতএব তপস্তাই পরম বল । ২

যান্তানোলায়া ১১য় অঃ

উত্তম তপস্তা দ্বারাই তপোময় তপোরাশি তপোমূর্তি স্বরূপ হইয়া ভগবানের পরমপদ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন । ৩

মহাপুরুষগণ তপস্তাদ্বারা যশ আনন্দ ধন পুত্র জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন । ৪

সর্ব কামনা পরিপূরণে সমর্থ ভগ২ পিতা ভগবান ও নিত্য ব্রহ্ম রুদ্রাদির সহিত তপস্তা করেন । ৫

নিম্ন নিম্ন অধিকার স্বকার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত দেবতাসকল তপস্তা করেন । সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে জ্ঞান ও সংসারের পরপারে অবস্থিত স্বধিগণের আশ্রমই তপস্তা ও ব্রহ্মবিজ্ঞার পবিত্র স্থান ছিল । ৬

তপসী ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ স্তীৰমানাত্ সুনির্মল' ।

বৌদ্ধ যুগে সৌগতানামানযৌ ধম্ম মন্দির' ॥ ৩

শঙ্করস্য ভগবতঃ শ্রুতাবির্মবিতঃ পর ।

ধর্মস্থান' মঠ ইতি ব্যাছত' ব্রহ্মবাদিभिः ॥ ৮

ততো'ন্যায়্য জাতীয়ানাং রাজ্ঞা শাসনতঃ সুরীঃ ।

ভয়ভোতা, সদাসব্ব' শাস্ত্রাচার সুরক্ষণে ॥ ৮

যৈথিল্যভাবমাশাস্ত্রো প্রাণপাতি পরিত্যমৈঃ ।

ধর্ম সুরক্ষণার্থায় কোচিদ্দ্বৈপ্লবপণ্ডিতাঃ ॥ ১০

নবদ্বীপে রামনাথ জগদীশ গদাধরাঃ

সব্ব' বৈশয়িক' ভাব' স্ত্যজ্ঞা শাস্ত্রানুশীলিনঃ ॥ ১১

স্বতুপ্পাঠোতি কুণ্ঠাং তে প্রদায় বেদরচকাঃ ।

যর্ম্মস্থ বিমল' স্থান' কৃতন্তৈস্তত্র পণ্ডিতৈঃ ॥ ১২

In the era of Buddhism, the Buddhist institutions were the seat of penance. During the regime

অন্তর্লীনায়া ৭৭ম অঃ

of Sankaracharya many such institutions called Matha were established. Thereafter, being afraid of non-Hindu rulers great thinkers and pandits like Ramanath, Jagadish and Gadadhar established such institutions called Chatuspathis in Navadwip to preserve Hindu religion and culture. 9 to 12

বনানুবাদ :—

বৌদ্ধযুগে লৌগতসিগের অর্থাৎ বৌদ্ধসন্ন্যাসিসিগের বাসস্থানই ধর্ম মন্দির বা তপস্তার স্থান ছিল। ৭

ভগবান শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পর ব্রহ্মবাদি সন্ন্যাসি সকল মঠ বলিয়া ধর্মস্থানের নামকরণ করেন। ৮

তৎপরে অনার্য জাতীর রাজত্ববর্গের ভয়ে ভীত হইয়া সনাতন ধর্মাবলম্বী বেসোক্ত ধর্ম ও সনাতন স্বার্থে করেকটি শ্রেষ্ঠ ধার্মিক জ্ঞান পণ্ডিত নবদ্বীপে রামনাথ জগদীশ গদাধর প্রভৃতি ধর্মবান্ধবগণ বৈবরিক ভাব বিমুক্ত হইয়া ধর্মের ও শিক্ষার সর্বোত্তম স্থান চতুষ্পাঠী নাম রাখিয়াছিলেন। ৯।১০।১১।১২

বহু শিষ্যব্রতঃ সর্ব্বৈ মর্জ্জগাম্ভবিগারদাঃ ।

মর্জ্জগৌ শান্তিলামায় সঙ্কর্ম্ম পালনায় চ ॥ ৭৪

যাবজ্জীবং পণ্ডিতান্ধৈ শাস্ত্রধর্ম্মা প্রসঙ্কলনঃ ।

ভগবন্তে সমাশ্রিত্য পরাং গতিং সমাপ্ত্যনুযুঃ ॥ ৭৪

অন্যঃ শ্রীভগবানাহমসম্যসাধিনমাহুযে ।

যঃ শাস্ত্রবিধিসুতৃপ্ত্য বর্ত্ততে কাম কারতঃ ॥ ৭৫

অন্তরীলায়াং ৭৭ম অঃ

ন স সিদ্ধি মযাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ।
 তস্মাত্ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কৰ্ম্মাকার্য্যং ব্যবস্থিতৌ ॥ ৭৬
 শাস্ত্রাণাং শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃমিহাহসি ।
 শিচাদানং ভগবতা ন কেবলং কৃতং স্বয়ং ॥ ৭৭
 ব্রহ্মনারাযণ রুদ্রাঃ সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারিণঃ ।
 ততত্ স্থান স্থিতাঃ সৰ্ব্বাঃ তপস্বীহরলৌকিকাঃ ॥ ৭৮

Great pandits devoted themselves to the study and teaching of Shastras for the peace and happiness of humanity. It was said by Lord Krishna to Arjuna in the battle-field, "One who disregards the instructions of the religious codes cannot attain peace and happiness. Everybody should, therefore, act according to the rules and regulations of Shastras" God not only imparted teachings but also perform penance methodically. 10 to 18

বঙ্গানুবাদ :-

সেই সকল চতুপাঠীতে সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতবর্গ সর্বদা বহু ছাত্র অধ্যাপনা করাইয়া সাধারণের শান্তিলাভ ও সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য ভগবদ্রুদ্দেশে যাবজ্জীবন শাস্ত্র চর্চা প্রসঙ্গে উত্তম গতি লাভ করিয়াছেন । ১৩।১৪

এই জগতই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে বলিয়াছিলেন যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্বক নিজেই ইচ্ছামত ধর্ম কর্ম করে সেই ব্যক্তি সিন্ধি লাভ সুখশান্তি এবং সদৃগতি লাভও করিতে পারে

ଅନ୍ତଃଲୋକୀୟାଂ ୧୧ଶ ଉ:

ନା । ଅତଏବ ସଂ ଅସଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧା କିଛି କର ନା କେନ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର-
ଜଡ଼ତାରେ କରିବେ । ଅତଏବ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର । ୧୫୧୬

ଭଗବାନ କେବଳଯାତ୍ରା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କନ୍ଦିଆଛନ୍ତି ତାହା ନୟ ତିନି ନିକ୍ଷେ-
ପ୍ରକା ଓ ଋତ୍ନାଦିର ସହିତ ସକଳେହି ନିକ୍ଷ ନିକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞିତ ହାତେ ଅବହାନ
ପୂର୍ବକ ଅଲୌକିକ ତପଃ କନ୍ଦିଆଛନ୍ତି । ୧୫୧୮

ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀଭଗବାନନାଟି ନିଧନ: ସର୍ବେଶ୍ଵରାଦିନୟ:
ପୂଜ୍ୟାତ୍ ପୂଜ୍ୟତମ: ସଂହେଦାନିଳୟ: ସର୍ବାଦିତ: ଶ୍ରୀହରି: ।
ସର୍ବସ୍ତାଦିମୁକ୍ତାଞ୍ଜନାନ୍ କରୁଣାଦାତ୍ତୁଂ ସୁମତ୍ୟନ୍ବିତାନ୍
ପୂଜା ଯୋଗତନ୍ତୁ ତପଃପତି ଧୈବଦ୍ରା ଶିଶାଳା ଦିତ: । ୧୯
ତଦ୍ଦହାତ୍ତ୍ଵେ ମରାତ୍ତରେକ ସନ୍ତି ଶତ୍ଵେଶ୍ଵର: ଶଞ୍ଜର:
ଜପ୍ତୋ ଶ୍ରୀହରିନାମ ମନ୍ତ୍ର ମମଳଜ୍ଞାଭୂତପକ୍ଷା ରତ: ।
ଆଦୁର୍ଗାପି କ୍ଳାମାରିକାଋୟ ଜଳଧିକ୍ଷୀରସ୍ଥିତା: ଶାନ୍ଧବ'
କୌମାରୀ ତନୁମାୟିତା ଜ୍ଞତବତା ତୌତ୍ର' ତପୋଽଲୌକିକ' ॥ ୨୦
ଏକଦା ଠାକୁରେଣିତ' ସ୍ଵଚ୍ଚ ପର୍ବତ ସନ୍ନିଧୌ ।
ନୌଳାକ୍ଷେତ୍ର' ଭଗବତୋ ଭବେତ୍ତେବ କଦାଚନ ॥ ୨୧
ଲୋଳାମୟ: ଶ୍ରୀଭଗବାନ ସ୍ଵୟନ୍ତୀ: ତତ୍ତ୍ଵ ସର୍ବଦା ।
କରୋତି ବିବିଧା ଲୋଳା' ଜଗନ୍ମହାଲ ହେତବେ ॥ ୨୨

God who is the source of all power and knowledge is observing penance in the shape of Badri Narayana. So also Lord Sankara is chanting holy names in the great burning ghat of Manikar-nica ; and Goddess Sankari is performing austere penance at Cape Comorin. It was once

অন্তঃসলিলানাং ১১ম অঃ

said by Thakur that God does not rest on a tree or a mountain but appears among his devotees to serve his own end. 19 to 22

ব্যাখ্যানবাদ :—

বাহার আদি অস্ত্র নাই এবং যিনি সর্বদেবের জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র আনন্দের আধার ধর্ম অর্থে কাম ও মুক্তিদাতা পূজনীয় হইতেও অতি পূজনীয়তম এই ভগবানও বঙ্গীনারায়ণরূপে বদরিকাশ্রমে যোগদেহ ধারণ পূর্বক আজ পর্য্যন্তও তপস্বী করিতেছেন ১৯

সেইরূপ ভগবান দেবাদিদেব শঙ্করও মহাশ্যশানে মনিকর্ণিকায হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিয়া তপস্বীরূপে আছেন। এবং আত্মশক্তি ভগবতী শঙ্করীও কুমারিকা নামে সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে অবস্থান পূর্বক কন্যাকুমারী মূর্তি পরিগ্রহ পূর্বক অতি বঠোব অলৌকিক শৈব ব্রত করিতেছেন। ২০

ঠাকুর এক সময় বলিয়াছিলেন বৃক্ষে বা পর্বতে ভগবানের লীলাক্ষেত্র বলিয়া কিছুই নাই। লীলাময় ভগবান জগতের মঙ্গলের জন্য নিজ ভক্তবৃন্দের সহিত আবির্ভূত হইয়া নানাবিধ লীলা করেন।

২১।২২

বসন্তরূপী ভগবান্ লীলা তস্য বসন্তিকা ।
 অত স্তদ্রমসম্মৌগী মল্লা এবাধিকারিণঃ ॥ ২১
 ভগবদ্ভাবনায়ুক্তা স্ত্যেষ মহিমান্বিতাঃ ।
 মাহাত্ম্যস্য ভগবতঃ পচারি পটভঃ সদা ॥ ২৪
 প্রাচীন দৃশ্যতে চৈব মানবাঃ সর্বেষা হি ।
 বর্দ্ধিবিষয় মলিপ্তান পশ্যন্তঃস্বরাগয় ॥ ২৫

অস্ত্রলীলায়া ৭৭ম অঃ

যাসুধাভ্যন্তরে ভাসি মানবান্ বিগ্ৰেযতঃ ।
 দেহে ব্যাপ্তিকালিঃপি পাতু' নৈচ্ছন্তি তা অনাঃ ॥ ২৬
 পরন্তু ন প্রপ্টিমপি শক্ন্তু, বস্তু দুরাগয়াঃ ।
 বোধার্থ' মল্লযর্গান্ পুনরন্যদিনে প্রমুঃ ॥ ২৭
 উদ্ভিষ্ম ভগবান্নীলামব্রবীদনুকম্পয়া ।
 যদা বিরাসীদ্বগবাত্তলীনার্যমবনী তলি ॥ ২৮
 তদেব দেবতাব্যর্থীম্ভাল্লীলাস্বাদে হিতয়ে ।
 স্ব' স্ব' লোক' পরিত্যজ্য তত্রৈব মিলিতাখির' ॥ ২৯

The devotees can understand the ways of God and can feel and express the glory of God. Men see through their senses and are incapable of realising the unseen ways of mind and soul. Men who are addicted to earthly pleasure do not like to have a taste of the divine joy which is enshrined in the soul of every living being. Thakur once told his disciples that when God manifests Himself with a purpose, Brahma, Shiva, Indra and other gods come down from their respective abodes to associate themselves with God to add to their knowledge of the ways of God, 20 to 29

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান বসন্তরূপ তাঁর লীলাও বসন্তরূপী অতএব শ্রীভগবানের
 লীলারসের অস্বাদনে ভক্তসকলেই অধিকারী । ২৩

যস্তান্নোনায়াং ৭৭ম অঃ

ভগবত্তসম্ভূত আসোত্তত্ প্রীতি হৈতবে ।

মদ্যং যুভূপবে গান্ মাतুঃ শ্রাবয়তোচ্ছয়া ॥ ৩৪

পিতাস্থ বিশ্বনায়াখ্য দত্তংগ সমুদ্রমথঃ ।

অনাড়ম্বর দানা সৌ পাশ্রাশ্রিত্রে বিচার্য্য ন ॥ ৩৫

প্রার্থিভ্যো দত্তবাসিত্যং বিত্তং যত্ কৃষ্ণ সঞ্চিতং ।

যদি কথিজ্জনোঃপ্যেবমপাত্রমবনৌক্য চ ॥ ৩৬

Where God appears in human frame, His so-called friends and relations give up their earthly attachments and dedicate themselves to the will of God. Thakur also told that Narendra was no ordinary devotee. He was of divine origin. He was Narayan in human form. He would sing holy songs to me to please the Goddess. The father of Narendra was Biswanath Dutta who was a great philanthropist. He would give away his hard-earned money to the beggars and the needy. 30 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

এবং যে স্থানে অবিভূর্ত হন সেই সকল আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নিজ নিজ নিজ গৃহ বিত্তাদি সমস্ত প্রিয় বস্তু পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের সেবক হইয়া বা বিক্রীত দাসবৎ হইয়া একমাত্র ভগবানের পাদপদ্মকেই আশ্রয় করিয়া থকা হয় । ৩০

অন্তরীলায়াং ৭৭ম অঃ

অতএব এই শেষ যুগে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের অষ্টাশ্চ অবতার
তুল্য লীলা সহস্র নরেন্দ্রাদি ভক্তবৃন্দ সকল ইহার। সকলেই দেবতা
মানুষ নয় একথা ঐব সত্য। ৩১

ভক্তবৎসল ভগবান আর একদিন বলিয়াছিলেন 'নরেন সাধারণ
ভক্তের মত নয়। ৩২

নরনারায়ণ ঋষির যিনি নররূপি নারায়ণ মহামায়ার অনুগ্রহে
সেই নররূপই নারায়ণই এই নরেন্দ্র ইহার ভগবদংশে জন্ম ভগবতীর
প্রীতির নিমিত্ত এবং জগদম্বার ইচ্ছায় আমার সেবা এবং আমাকে
মায়ের গান শোনাইতেছে। ৩৩৫৪

এই নরেনের পিতা দত্তবংশোদ্ভব বিশ্বনাথ নামে বিখ্যাত ইনি পাত্র-
পাত্রাবচার না করিয়া অহঙ্কারশূন্য দাতা ছিলেন। ৩৫

বহুতর কষ্টে যে সকল অর্থ সংগ্রহ করিতেন সেইসকল অর্থ প্রার্থনা-
কারী বা ভিক্ষুকদিগকে দান করিতেন। ৩৬

বদন্ত্যস্মৈ কথং দত্তমদাব্রায় ধনং ত্বয়া ।
তদা তদুত্তরং স্বাক্ষয়মুক্তং তৈন মচ্ছাত্মনা ॥ ৩৩
সমারোহ্য দুঃখপূর্ণীমহিত্তৈন স্তথ্যং যদি ।
আনন্দং বিন্দতে পার্থী ন তত্ব বিঘ্নমাচর ॥ ৩৮
ভুবনেশ্বরী মাতা স্য সাচ্যাত্ম শ্রীভুবনেশ্বরী ।
দেবহিঁজ ভক্তিমতো ভগদ্ব্যুতধারিতো ॥ ৪১
অথ নিজঃ পরো য়েতিন জ্ঞানান্তি মচৌযমৌ ।
যস্য মাতুঃ পিতৃযৈব মৌদার্য্যং মনমৌ মদ্বত্ ॥ ৪০
নত্ পুত্র যমসা ধন্যা ধরন্য দ্বি ভবিত্যতি ।
জাবির্ভাব পুত্রীমাচ্যাত্মনত্মিতমস্য মজ্জনৈঃ ॥ ৪৭

অন্তঃসলোনায়াং ৭৭গ অঃ

অনেকৈরৈব বিদ্রাস্ত' দ্বারাণম্যাং বিদ্রাজিতঃ ।

বীরেশ্বরো মহাদেবো দ্যপুত্র পুত্রদায়কঃ ॥ ৪২

নাবলোক্য পুত্র সুখ' মাতা শ্রীভূষনেশ্বরী ।

আত্মোদায়া ক্রীলাদেশাত্ কলসমগত সংখ্যকৈঃ ॥ ৪৩

If anyone of his relatives would say, "Why do you give your money to a person who does not deserve it?" In reply he would say, "The world is full of miseries. If anybody feels happy for a moment with my money, you should not object to it." The mother of Narendranath was Bhubaneswari. She was very pious and unselfish. It is therefore, no wonder that Narendranath whose parents were so pious and generous would rise to the summit of fame in this world. Before the birth of Narendra it was felt by many that his parents would have a great son born to them. There is the image of Bireswar Mahadev in Benaras. Men and women worship Bireswar Mahadev to have a child born to them. As Bhubaneswari had no son, she poured one hundred jars of Ganges water on Bireswar. 37 to 43

বঙ্গানুবাদ :—

যদি কোন আত্মীয় বলিতেন এ লোকটি অতি অসৎ পাত্র ইহাকে কেন ধন দিতেছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বিশ্বনাথ বাবু বলিতেন সেখান সংসার দুঃখনয় আমার এই যৎকিঞ্চিৎ অর্থদ্বারা এই লোকটি যদি ক্ষণকাল আনন্দ লাভ করেন সে বিষয়ে আপনি বাধা দিবেন না।

অন্তঃসৌন্দর্য ৭৭৭ জ:

নরেন্দ্রের মাতা ভুবনেশ্বরী ত্রিলোকের ঈশ্বরী ভগবতী জগদম্বার
মত দেবতা ত্রাক্ষণে অচলা ভক্তি ভগবদ্রুতধারিণী অলৌকিক গুণবতী ।

৩৯

ইনি আমার প্রিয় ইনি আমার অপ্রিয় এরূপ ভেদবুদ্ধি কিছুমাত্র
ছিল না অর্থাৎ সকলকেই সমানভাবে দেখিতেন । অতএব যে নরেন্দ্র
পিতা মাতার এইরূপ উদার স্বভাব তাঁহাদিগের পুত্রের সঙ্গুণে পৃথিবী
যে ধৃষ্টা হইবেন এ বিষয়ে বলিয়ার কিছুই নাই । ম০

এই নরেন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব হইতে সজ্জনগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন
এবং অনেকেই জানেন বারানসী ক্ষেত্রে অপুত্রক জনের পুত্রদায়ক
বীরেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন । ৪১।৪২

গঞ্জাজলৈঃ পূর্য্যমানৈঃ শ্রী বীরেশ্বর সংরক্ত' ।

শিবলিঙ্গ' স্নাপয়িত্বা কৃতকৃত্যে বমুভ্ব সা ॥ ৪৪

ততঃ পুত্রোঃমভবত্স্যা জগন্মঙ্গল কারকঃ ।

সাঁচাদ্রুদ্রাবতারস্য রামদাসস্য সন্নিভঃ ॥ ৪৫

নামাস্য সাদরেনোক্ত' বীরেশ্বর ধীরে বিলৈ ।

তথ্য্যসমাগনস্য সময়স্য মহামতিঃ ॥ ৪৬

শ্রীনরেন্দ্র নাথ ইতি শব্দ নামাকরোত্ পিতা ।

পুত্রোঃসমুদিত স্তস্য কন্যা চতুষ্টয়াত্ পর' ॥ ৪৭

অতোঃসমর্ভকঃ পিত্রো বমুভ্বাদরমাজন' ।

অত্যাদর লালিতত্বাদোদ্ভূত' নো গতো যদি ॥ ৪৮

শব্দ দ্রব্যানি সর্জ্যানি নিঃস্রব্য চূর্ণয়িত্যতি ।

এব' দৌরাস্ম্যপুত্রোঃপি সুন্দরাক্রুতি হৈতুতঃ ॥ ৪৯

কিনাপি ন কিঞ্চিদুক্ত' বচন' ভীতিদায়ক' ।

বীরেশ্বরস্য মূতোঃসমিত্যুক্তা জননী যদা ॥ ৫০

অন্তরলীলায়াং ৭৭শ অঃ

‘By this her desire was fulfilled and a great son like Mahabir, a great devotee of Ramachandra and incarnation of Rudra, was born to her for the welfare of the suffering humanity. Although he was lovingly called as Bireswar, Birey or Biley, he was given the name of Narendranath at the time of rice-taking ceremony. Due to the birth of Narendra after four female issues, he was the most favorite of his parents. In his childhood he was so naughty that he used to break down household things if he was not given what he wanted. He was so beautiful in his appearance that none would utter any threatening words for the mischiefs. His anger would, however, be cooled down when her mother poured water on his head or feet, saying “This is a ghost of Lord Bireswar.” 44 to 50

বঙ্গানুবাদ :-

মাতা ভুবনেশ্বরী পুত্রযুগ না দেখিয়া কোন একটি আঙ্গীয়া গ্রী-
লোকের আদেশ মত গঙ্গার জলে পরিপূর্ণ একশত কলশ ঘাটা বাবা
বীরেশ্বর মহাদেবকে স্নান করাইয়া ভুবনেশ্বরী সফলকাম হইয়াছিলেন।

৪৩৪৪

অর্থাৎ সেই বীরেশ্বর শিবলিঙ্গের স্নানের পরই তাঁহার কুপায় মাতা

অশ্বিনোনায়া ১২ম অঃ

সুবনেশ্বরীর সাক্ষাৎ রূপাবতার রামদাস মহাবীরের তুল্য জগন্মল
কারক পুত্র নরেন হইয়াছিল। ৪৫

পিতামাতা আদর করিয়া বীরেশ্বর বীরে বিলে বলিয়া ডাকিলেও
মহামতি পিতা অমত্ৰাশনের সময়ে শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ এই নাম করণ
করেন। ৪৬

বিশ্বনাথ দন্তের ৪টি কছার পর এই পুত্রট ভূমিষ্ট বশতঃ এই
বালক পিতা মাতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন। ৪৭

অতি আগরের সহিত লালিত পালিত বশতঃ যদি ইচ্ছামত ঘিনিষ
না পাইত তবে গৃহ দ্রব্য সকল ভাঙিয়া ফেলিত। ৪৮

এইরূপ দুট ভাবাবিত হইলেও হৃদয় আকৃতিবশতঃ কেহই কিছু
মাত্র ভীতিপ্রদ বাক্য বালককে বলিতেন না। ৪৯

অন্তরলোলায়া' ৭৭ম অঃ

গত্বা তত্র রামসীতা ক্রীতা পুস্তলিকা রসাত্ ।

গৃহমানোয তাং মনুষ্যা মগিনীং সমপৃচ্ছত ॥ ৫৩

Learning from what was told by his mother he felt proud that he was a ghost of Lord Bireswar. He would happily move about riding on the shoulder of his father's stabler. There was a temple belonging to a famous rich man near the house of Narendra. Once during the Shiva Puja Festival, Narendra went to see the fair and bought a doll of Ram-Sita. On returning home he asked his sister. 51 to 57

বঙ্গানুবাদ :—

মা যখন নরেন্দ্রের ক্রোধ নিবারণের জন্য এটা বীরেশ্বর ঠাকুরের ভূত বলিয়া মন্তকে বা দুই পায়ে জলঢালিয়া দিতেন। তৎকালে আর কিছুমাত্র ক্রোধ থাকিত না। ৫০।৫১

মাতৃ স্তনে দেহপুষ্টি বশতঃই মাতার কথার অনুসারে নরেন্দ্র নিজেকে বীরেশ্বর দেবতার ভূত বলিয়া মনে করিয়া গর্ব করিতেন। ৫২

নরেন্দ্র পিতার অশ্রদ্ধার স্বাক্ষেই চড়িয়া আনন্দে এখানে ওখানে বেড়াইতেন। ৫৩

নরেন্দ্রের বাড়ীর নিকটে সুপ্রসিদ্ধ ধনবানের একটি মন্দির আছে। তিনি কায়র কুলবত্ত বহুতর সংকর্মকারী মহাত্মা রামদুলাল সরকার হাঁহাই প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে গাজন উৎসবের দিনে পঞ্চম বর্ষীয় বালক নরেন্দ্র সেই স্থানে যাইয়া রামসীতার মূর্তি পুতুল খরিদ করিয়া

अन्यलोलायां ११३ अः

भक्तिपूर्वक आनिद्य' गृहे प्रवेश मात्रे भगिनीके विस्त्राज
कत्रिशाहिलेन । ८४ ८५ ८६ ८७

अनयोरस्ति किं पुत्रः कन्या वा प्यस्ति चेद्दद' ।
नरेन्द्रे नैवमुक्ता सा भगिनी भ्रातृवत्सला ॥ ५८
उवाचास्तिद्वयं पुत्रं कुशौलयेति संज्ञकम् ।
श्रुत्वैव' श्रौतान्द्रस्तु भगिनी पुनःप्रयौत् ॥ ५९
षदेदम् देवता नाम यस्य नास्ति सुतादयः ।
अथवा पुत्र गेहादि' स्ताक्ता योगरतः सदा ॥ ६०
श्रुत्वैव' त्यागवात्ता सा भगिनी धानकास्थतः ।
अथ' वाक्शून्यतामाप किमेतदित्य चिन्तयत् ॥ ६१
ततो धैर्ययुता प्राह भ्रातर' सम्मित' वचः ।
अस्ति योगेश्वरो योगी हिमाद्रि तनया पतिः ॥ ६२
सर्व्वस्वं सम्परित्यज्य श्रमशान्तानय मध्यगः ।
अनन्य चेताः सतत' कुरोति हरि चिन्तन' ॥ ६३
भगिन्यामेवमुक्तायां शिवांश सम्भवः सुतः ।
तत्तृष्णात्तां शैवमूर्तिमानाय महतोमहान् ॥ ६४

"Have Ram-Si'a any children?" His sister replied, "Oh yes, they have two sons named Kushi and Laba." At this Narendra said, "Tell me the name of such a god as has no issue or has left his family and dedicated himself to holy pursuits." His sister wondered at this strange query of Narendra and patiently said, "There is

Lord Shiva, the husband of Goddess Durga. who lives in the crematory ground dedicating himself to divine thoughts." On hearing this Narendra at once got an image of Shiva purchased from the fair and placed it before him ১৪ to ৬৪

বঙ্গানুবাদ :—

এই রাম সীতা ঠাকুরের পুত্রকন্যা আছে কি না আমাকে বল । নরেন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রাতৃবৎসলা চোষ্ঠা ভগিনী বলিয়া-
ছিলেন ইহাদের কুশী ও লব নামে দুইটি পুত্র আছে । এই কথা
শুনিয়া নরেন্দ্র ভগিনীকে পুনরায় বলিয়াছিলেন । ৫৮৫৯

এইরূপ একটি দেবতার নাম কর যাঁহার পুত্র কন্যা কিছুই নাই ।
অথবা সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা যোগযুক্ত থাকেন । ৬০

এইরূপভাবে সেই ভগিনী বালক নরেন্দ্রের মুখ হইতে তদ্রূপ
ত্যাগের কথা শুনিয়া কণকাল অবাক হইয়াছিলেন এবং ভাবিয়া
ছিলেন ইহা কি । অর্থাৎ বালক নরেন্দ্রের এইরূপ ভাব অত্যাশ্চর্য্য । ৬১

তৎপরে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক বালক ভ্রাতাকে ঈশৎ হস্তসহকারে
বলিয়াছিলেন । আছেন মহাযোগী শঙ্কর ইনি হিমালয়ের কন্যা দুর্গার
স্বামী । ৬১

সংস্যায়ে মম্মুখি স্তস্য মদ্বাব ভাবিতাত্মনা ।

যদ্যামনি ঘোষবিষয় নিমৌল্য নয়নদ্বয় ॥ ৬২

মুজাম্বাঈ স্রীড়মাচ্ছাদ্য যোগীয ধ্যানমান্ মুদা ।

পূজয়িত্বা যথাত্মান ননাম দণ্ডবদ্রুবি ॥ ৬৬

अन्तर्लोलार्था ११३ अः

यदि कस्मिन्दिनेऽप्यस्य नरेन्द्रस्य शिषार्चने ।
 विलम्बोजायते तावत्तज्येष्ठा भगिनी द्रुतं ॥ ६७
 तत्रागत्य तदीयं सा विष्टुत्य करपल्लवं ।
 गृह्णाभ्यन्तरं मानीय भ्रातरं सममोजयत् ॥ ६८
 तथा श्रुत्वा नरेन्द्रोऽयं गङ्गरं गञ्जिकारतम् ।
 धान्यहृच्चं समानीय तद्भूमं पीतवान् स्वयं ॥ ६९
 नीतिविहिदुषः पुत्रो यतोऽयं पण्डितो भवेत् ।
 इत्याशया चतुर्वर्षात् परमेव सुपण्डितः ॥ ७०
 विद्यारम्भं कुमारस्य कौरयामास तत् पिता ।
 विशिष्टं सम्भ्रमवतो विशुद्धं स भवत् ॥ ७१

He sat before the image with his eyes closed and hands placed on his breast. He worshipped it and bowed down with great devotion. On the day Narendra would be busy with the image for a very long time, his eldest sister would take him into the room and feed him. Narendra came to know that Lord Shiva smoked ganja. So he would light straw and smoke it. With the hope that Narendra, being the son of a lawyer, would be a great scholar, his father initiated him in reading and writing at the age of five years.

বঙ্গানুবাদ :—

এই মহাবোগী শঙ্কর সর্বদা অর্থাৎ শ্রী পুত্র গৃহ বিত্ত পরিত্যাগ পূর্বক সর্বদা শ্মশানে বাস করিয়া অনন্ত মনে শ্রীহরি নারায়ণের নাম জপ করেন । ৬৩

ভগিনী এইরূপ বলিলে শিবাংশসম্মত নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই শিব মূর্তি আনাইয়া মহান্ হইতেও অতি মহান নরেন্দ্র । ৬৪

নিজের সম্মুখে সেই শিব মূর্তি স্থাপন করিয়া শিবভাবে ভাবিত মনে পদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক দুইটি চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া ভুজদ্বয় দ্বারা ক্রোড়দেশ আচ্ছাদিত করতঃ যোগীর মত প্রফুল্লচিত্তে ধ্যানমগ্ন হইত । যথাযোগ্য জ্ঞানানুসারে পূজা করিয়া ভূমিলুপ্তিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন । ৬৫।৬৬

যদি কোন দিন নরেন্দ্রের শিবপূজার জন্ত অধিক বিলম্ব হইত জ্যেষ্ঠ সহোদরা সমব্যস্তে সেই পূজা স্থানে আসিয়া নরেন্দ্রনাথের দুইটি হস্ত ধারণ পূর্বক গৃহমধ্যে লইয়া বাইয়া নরেন্দ্রকে খাওয়াইত ।

নরেন্দ্র শুনিয়াছিলেন শঙ্কর গাঁজা ধান । তজ্জন্ত নরেন্দ্রও খাওয়া কাণ্টিকায় অগ্নিসংযোগ করিয়া সেই ধূম পান করিতেন । ৫৯

নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পুত্র নরেন্দ্র নিশ্চয় পণ্ডিত হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই পূর্ণ চারিবৎসর পরই নিতা বিশ্বনাথবাবু সুপণ্ডিতের দ্বারা নরেন্দ্রের বিচারস্তু করিয়াছিলেন । ৭০, ৭১

आमङ्करीतर संसर्गं पुत्रं विद्यालये पिता ।

पाठार्थं नाददात्तं वै स्वमृद्घ एव पण्डितैः ॥ ७२

सयत्रं शिक्षयामास विद्यालभाय तस्य धे ।

श्रीनरेंद्रो वदतिस्म शिक्षकं प्रति बालकः ॥ ७३

अन्तरनोलायां ११५ अः

तिष्ठान्यहं शयित्वात्रय्यायामधुना भवान् ।
 पाठ्यं यदस्ति मे तदुभौ द्विवारं पठतु स्वयं ॥ ७४
 तद्रूपं श्रुतिमात्रेणाम्बसनं मे भविष्यति ।
 अनेनास्य श्रुतिधरं लक्षणं सूचितं वभौ ॥ ७५
 एषं कतिपयाब्देषु गतेषु गुणवत्तरः ।
 मेदोपनिटनित्याख्ये पाठे मेहेऽतिनिर्मले ॥ ७६
 विश्वविख्यातं विदुषः श्रीविद्यासागरस्य हि ।
 कियत्कालं पठित्वात्र प्रवेशिकां परीक्षणे ॥ ७७
 श्रोतरेन्द्रः समुत्तोर्यं क्षयात्तामाहुः सेवने ।
 अत्यन्तोऽप्यभवत्तस्मात् पाठागारावरोधनं ॥ ७८

To avoid company with boys of lower castes in the school, a good teacher was appointed for his education at home. Narendra would lie on his bed and ask the teacher to tell him the lesson twice so that he would commit it to memory. Thus he showed his power of extra-ordinary memory from his childhood. Gradually he passed the Entrance examination from the Metropolitan Institution founded by the great Pandit Iswar Chandra Vidyasagar. In the meantime he also became a habitual smoker, and would smoke in his reading room carefully closed and bolted.

অন্তরলোলায়া' ৭৭য় অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

নরেন্দ্রের সম্রমশালী বিশুদ্ধ বংশে জন্মবশতঃ পিতা সাধারণ পাঠশালায় ইতর বালকের সম হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া নরেন্দ্রকে পাঠশালায় শিক্ষার জগ্ন দেন নাই। নরেন্দ্রের শিক্ষার্থে নিজ গৃহেই পণ্ডিতের দ্বারা যত্নপূর্বক শিক্ষাদান করাষ্টয়াছিলেন। ৭২

বালক নরেন্দ্র পণ্ডিতকে বলিতেন আমি এখন এইখানে বিছানায় শুইয়া থাকি আজ আমার পড়িবার বিষয় যাহা আছে তাহা আপনি নিজে দুইবার বলুন তাহা শুনিলেই আমার অভ্যাস বা মুখস্ত হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা নরেন্দ্রের প্রতিধরের লক্ষণ সূচিত হইয়াছিল।

৭৩/৭৪/৭৫

এইরূপভাবে কয়েক বৎসর গত হইলে মহাশুণশালী নরেন্দ্রের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন ঐ স্থানে অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ৭৬/৭৭

এবং তামাকু সেবনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রায়ই নরেন্দ্র যখন তখন নিজের পড়িবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তামাক খাইতেন।

৭৮

প্রায়ঃ কৃত্বা যদা তদা করোতামাকু সেবন'।

বিদ্যায়াস্ম্য পিতা প্রাহ মন্যে মম স্ততোঃধুনী ॥ ৩৫

দেবদেবী পূজনার্থ' ঘূষাদি দানকর্মণি।

লিস্তোঃমুতেন সদৃগম্যোঃপ্যক্ষ্মাক' গ্নাণগঙ্ঘবৈ ॥ ৫০

মৃদুমন্দ' প্রবহতি মৃদুদ্বারা প্তনীঃপি চ।

নস্য বিদ্যোন্নতিঃ দৃষ্টা ন কিঞ্চিদবদন্ পিতা ॥ ৫৭

অন্তঃলোভায়া' ৭৭শ অঃ

যানিকানি চ শাস্ত্রানি বহুনি কঠিনান্যপি ।

একাগ্রতা বলেনৈব সুস্বল্প সময়ান্তরে ॥ ৮২

শঙ্করাংশম্ভবত্বাদভ্যস্তানি মহাত্মনা ।

বয়ৌহুদয়া সমং তস্য ধর্মাभावस्य वृद्धितः ॥ ৮৩

গড়গড়িতিসূক্ষ্মকণ্ঠ' মধুর প্রীতিদায়ক' ।

সংস্মৃত্য শ্রীভগবন্ত' প্রেক্ষনা বদতি সন্তত' ॥ ৮৪

ভগবন্তত্বব্যাখ্যান' ব্রাহ্মসমাজ সদ্বানি ।

কৃত' পরিহৃতদ্বয়' যন্তচ্ছ্রোতুমাশঙ্কান্বিত' ॥ ৮৫

His father would jokingly say, "He must be offering holy smoke to his gods as we understand by the smell which comes to us even though the room is carefully closed from inside." Seeing his proficiency in education, his father did not chastise him for his bad habit. He could learn very difficult subjects in a very short time. He became more and more religious-minded with his age. He would utter holy names with great devotion. He was always very eager to listen to the holy discourses of great scholars in the institute of Bramha Samaj. 79 to 85.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ জানিয়া পিতা বহুত কথিয়া বলিতেন । সম্প্রতি নবোক্ত দেবদেবী পূজার জন্য যুগধূনা দিতেছেন তজ্জন্য গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ

অন্ত্যলীলায়া ৭৭য় অঃ

হইলেও হৃদমন্দভাবে আমাদের নাসারন্ধ্রে সঙ্গন্ধ প্রবিষ্ট হইতেছে ।
নরেন্দ্রের বিজ্ঞানমতি সেবিয়া বিশ্বনাথবাবু কিছু বলিতেন না । ৭২৮০।৮১

শব্দরাশি সম্ভববশতঃ যে কোন কঠিন গ্রন্থ হইলেও একাগ্রতা
বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র সমস্ত অভ্যাস করিয়া ফেলিতেন ।
বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভাবেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল । ৮২।৮৩

মধুর ও প্রীতিসায়ক ভগবানের নাম গড়্ গড়্ এইটি উচ্চকণ্ঠে
উচ্চারণ করিয়া ভক্তিপূর্বক ভগবানের নাম প্রায়ই বলিতেন । ৮৪

পণ্ডিতসকল ব্রাহ্মসমাজে ভগবত্ত্ব বিষয়ে যাহা ব্যাখ্যা করিতেন
শ্রীমান নরেন্দ্র সেই সকল পণ্ডিতের ভাষণ শুনিবার জন্য অত্যন্ত
আগ্রহাবিহীন হইতেন । ৮৫

শ্রীনরেন্দ্র স্তম্ভগত্যা শ্রুতবানন্তরান্তরা ।

পনম্মাত্ কারণাদস্য মদ্র্যমাবোধয়ো বমৌ ॥ ৮৬

দ্বিতীয় শ্রেণি শিক্ষায়া যোগদান' যদামবত্ত ।

তদস্য পরমাত্মোযৌ বীমদন্তেতি সংলভ্যঃ ॥ ৮৭

ঠাকুরস্ব সমাধস্ত নীত্বা গচ্ছন্ত্ মহামতিঃ ।

ঠাকুরোঃপি নরেন্দ্র' ত' স্যাত্মোয' সার্বকালিক' ॥ ৮৮

লোলাম্ববর' হৃদ্য হনবানতিমম্মম' ।

জিগ্ধবাণ্যে নীশবেদ' গীত' কি' সিদিত' ত্বয়ো ॥ ৮৯

ঠাকুরনৈবমুক্তঃ শ্রীনরেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ ত' ।

গানমেক' বিজ্ঞানামি মযন্ত' শ্রাবয়ামি ত' ॥ ৯০

নিগম্যাধ্যাত্মিক' গানমতি শ্রীতোঃমবত্ত্ মমুঃ ।

স্বামনে স্বমুণমিব কারণিত্বোপবেশন' ॥ ৯১

যম্ময়' হৃদয়' তস্য যোগযুক্তেন দানিলা ।

তদা তস্য নরেন্দ্রস্য মমোদ্যদ যোগবৈমবাৎ ॥ ৯২

জন্মালীলায়া ৭৭য় অঃ

He was so influenced by the preachings of Bhamha Samaj that he lost his faith in idolatry. When he was a student of class II. he was taken to Thakur by one of his relatives, named Ram Dutta. Thakur realised the in-born greatness of the child and took him as one of his favorites. He lovingly asked Narendra if he could sing. Narendra answered affirmatively and sang a song. Thakur became much impressed and placed him on his seat and touched his breast to bestow divine power on him. 86 to 92.

বঙ্গানুবাদ :—

মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মসমাজে যাওয়া ধর্ম ব্যাখ্যা মনোযোগের সহিত শুনিতেন। এই জগাই এই সময় হইতে নরেন্দ্রের ব্রহ্মভাবের সুরণ হইয়াছিল। ৮৬

এবং নরেন্দ্রের দ্বিতীয় শ্রেণী শিক্ষায় যে সময়ে যোগদান হইয়াছিল। সেই সময়ে নরেন্দ্রের একজন আত্মীয় রাম দত্ত নামক বিচক্ষণ ব্যক্তি নরেন্দ্রকে ঠাকুরের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। ৭৮

ঠাকুরও নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া এইটি আমার নিজের পুণ্যজন আত্মীয় এবং শ্রীশ্রীৰামকৃষ্ণলীলার প্রধান সহচর মনে করিয়া অতিশয় সন্তোষের সহিত সমাদর করিয়াছিলেন। ৮৮

এবং অতি মনোরম বাক্য বলিয়াছিলেন তুমি কি গান জান ? ঠাকুর এইরূপ বলিলে নরেন্দ্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন : আমি একটি গান জানি তাহা আপনাকে শ্রবণ করাইতেছি। ৮৯৯০

অস্তরলীলায়া ৭৭ম অঃ

এইরূপ বলিয়া নরেন্দ্র একটি গান গাহিয়াছিলেন। প্রভু নরেন্দ্রের পরমার্থ বিষয়ক গান শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। এবং ঠাকুর নরেন্দ্রকে নিজের পুত্রের মত নিষ্ঠাসনে বসাইয়া যোগযুক্ত করকমল দ্বারা নরেন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিলেন। ৯১।৯২

শুদ্ধচেতন্য সাম্যকামিনসৌ গতিরন্যথা ।

জাতা যযা জগত্শর্বে' দৃশ্য' স্যাধব জঙ্গম' ॥ ৮৯

বিলীনত্ব' গত' স্বম্য দেহম্যাপি তয়াভবত্ ।

গৃহস্থাচ্ছাদন' নাম্হি সর্বে' শূন্যমিদ' জগত্ ॥ ৯০

শ্রীগুরোঃ কৃপয়া লব্ধা শুদ্ধা' ভাগবতী' তনু' ।

ব্রহ্মলোক' স্যোহি লোক' দ্রুত' গত্বা মনাতনম্ ॥ ৯১

অমৃতন' শাস্ত্রন' দিব্যমনন্ত' শিবদ' শুম' ।

মৌচপ্রদ' হিরন্ময়' ব্রহ্মানন্দ সুখাत्मক' ॥ ৯২

এবমাদিগুণোপেত' তদ্বিশ্বোঃ পরম' পদ' ।

যদগত্বা ন নিবর্তন্তে' তদামপরম' হরেঃ ॥ ৯৩

নহি বর্ণয়িতু' শক্য' কালেঃ কল্পমতৈরপি ।

অপি দ্রষ্টু' ন শক্যন্তে ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ॥ ৯৪

জ্ঞানেন শাস্ত্রমার্গেন দ্রষ্টতে যোগি পুঙ্গবৈঃ ।

তত্ স্থানমুপভোক্তব্যমচরব্রহ্ম সেবিনা ॥ ৯৫

By the divine influence of Thakur, Narendra turned over a new leaf. The visible world melted away. He felt himself bodyless. There was no ground, no floor, no room. He was in an empty void. Thus he attained divine reality which is rarely attained by life-long penance. 93 to 99.

অন্তঃসীলায়াং ৭৭ম অঃ

বঙ্গানুগাদ :-

সেই সময়ে ঠাকুরের যোগপ্রভাবে নরেন্দ্রের শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ রশতঃ মনের গতি অক্লান্ত হইয়াছিল। বাহ্যতে পরিদৃশ্যমান স্বাবর অঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং নিজের দেহেরও অস্তিত্ব ছিলনা। যেখানে বসিয়াছিলেন সেই স্থানের আবরণ বা গৃহাদি কিছুই ছিলনা। অধিক বলা বাহুল্য সমগ্র জগৎ শূন্যময় হইয়াছিল। ৯৩।৯৪

শ্রীগুরুঠাকুরের কৃপায় বিশুদ্ধ ভগবদ্দেহ লাভ করিয়া সেই সময়ে ব্রহ্মলোকের ও উর্দ্ধলোকে দ্রুতগতিতে যাইয়া সনাতন অমৃত শাস্ত্র নিত্য অনন্ত মোক্ষপদ পরমপদ হিরণ্য ব্রহ্মানন্দস্বরূপ এই সকল গুণ-বিশিষ্ট বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ যে স্থানে যাইলে পুনরায় এই নশ্বর জগতে আসিতে হয় না। ৯৫। ৬।৯৭

ভগবানের সেই পরম ধামের বর্ণনে কোটিকল্পকালেও কেহ সমর্থ হয় না। ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবতা সকলও যে ধামটি দেখিতে সমর্থ হয় না। ৯৮

যে স্থানকে শাস্ত্র পঞ্চাবলম্বনে জ্ঞানের দ্বারা যোগীশ্বরগণই দেখিতে সমর্থ হন। এবং সেই স্থানটি অকর ব্রহ্মসেবকগণেরই সন্তোষের বোধ্য। ৯৯

ভগবৎকল্যায়ীণী সর্বভোগবির্জিতাঃ ।

প্রশস্ত্যন্তি মহাভাগা ভগবৎপাদ সীমকাঃ ॥ ১০০

তদ্বিস্তীঃ পরম' ধাম ক্রপয়া দৃষ্টবান্ গুরীঃ ।

য' ন বিদন্ত্য ধর্মিষ্ঠাঃ গঠাভূতদুঃখাঃ ॥ ১০১

যোগাচুড়া যোগিনোঽপি প্রতিষ্ঠানীলুপা জনাঃ ।

যন্ন ধাম্মমৃতস্বাস্তিচীমমপ্যময়' ত্রয়' ॥ ১০২

অন্ত্যলীলায়াং ১১ম অঃ

বিদান্দমযৌ লীলা বিদতি তত সর্বদা ।
 অপূর্বরূপস্যাত্মা ব্রহ্মরূপা মনাত্মনা ॥ ৭০৩
 যদাহং দৃষ্টবাস্তব প্রসঙ্গমুদযজ্জ' ।
 গুরু' তত্সমিধাবস্তু মম পূর্বকলিধর ॥ ৭০৪
 তদাহং ভোতিবিস্রান্তো গুরোঃবাদো প্রমুখ য় ।
 সংকন্দসমুভিষ্যাস্তো বদন্তিত্য' যচৌ গুর' ॥ ৭০৫
 অধুনা ক্লুত তিষ্ঠামি ন জানামি কথমন ।
 লপযা পূর্বরূপ' মে দেগ' য ত্বং জগদগুরোঃ ॥ ৭০৬

It is only by the grace of one's preceptor that such divine experience is possible. The limitless ocean of eternal beauty and joy cannot be seen by the impious, cunning, cruel or crooked-minded, or even by yogis who desire fame or honour. The strangeness of this divine experience overwhelmed Narendra. He cried out to get back his earthly sense. 100 to 106.

বঙ্গানুবাদ :—

অথবা ভগবানের ভক্তিবোগ দ্বারা প্রাকৃতিক সর্ব ভোগ পরিত্যাগী মহাভাগ্যবান ভগবানের পাদপদ্মের সেবকগণ গুরুত্বপায় সেই বিষ্ণুর পরম ধাম প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন । ১০০

এবং যে বিষ্ণুর পরম পদকে অধার্মিক ধূর্ত ভীষ হিংসাকারী এবং ক্রুর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেবিত্তে পায় নাই । ১০১

অন্যলোনায়াং ৭৭গ অঃ

এমন কি প্রতিষ্ঠালোভি যোগারূঢ় যোগিগণও দেখিতে পান নাই। যে স্থানে অমৃত ক্ষেম ও অভয় এই তিনটি বিद्यমান আছে এবং চিদানন্দময়ীলীলা যে স্থানে সর্বদা আছে সেই স্থানে অপূর্ব কল্যাণ্য আনন্দনগনবিগ্রহ নৃষ্টি দেখিয়াছিলাম। ১০৩

এবং প্রসন্ন মুখাবিন্দ গুরুকেও দেখিয়াছিলাম। এবং সেই গুরু নিকটে আমার পূর্বের দেহও আছে। এই সকল দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভয়ে ভীত হইয়া গুরুর দুইটি পাদপদ্ম গ্রহণ পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে জ্ঞানন করিতে করিতে অশ্রু প্রাবিত হইয়া গুরুদেবকে এইরূপ বলিয়াছিলাম। ১০৪।১০৫

একণে আমি কোথায় আছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হে দেব দেব আপনি দয়া করিয়া আমার পূর্বদেহ আমাকে দিন। ১০৬

নি স্তার্য হ্নিষ্টপূর্ণাঙ্গি মাता मि पुत्रवत्सना ।

यत् सर्वस्वमहं स मि पितामि जन्मदो गुरुः । १०३

यसं कातर्यয় वचनं निगम्य भगवां मदा ।

ऊपयोवाच भी पुत्र तिष्ठ तिष्ठेति भारती ॥ १०८

उक्त्वा पुनर्महুदयं स्मृतमात्रं तदेव मे ।

सञ्जाता चेतনা तादृक् प्राण् यादৃগ্গম্ভি चेतনা ॥ १०९

तत्प्रसাদীय भोज्यानि भুক্ত्वा पीत्वा जनं ततः ।

पुनः श्रीरामदत्तेन सानन्दं गृहमागतः ॥ ११०

साचाङ্गবতস্তস্য মমদমায দর্শনং ।

পূৰ্ণ পুত্ৰ পুত্ৰ বন্দাদ ভব দ্রোমহর্ষনং ॥ ১১১

অন্তঃসলীলায়া' ৭৭৫ শ্লোকঃ

সত্যনিষ্ঠা নরেন্দ্রস্যবর্জ্যন্তি সকলোপরি ।

যদি ভূত ভয়' কোঃপি শিশু' প্রতি পদর্শ' য়েতু ॥ ৭৭২

শ্রুত্বোবাচ নরেন্দ্রস্ত' কথ' সুবিতথ' বচঃ ।

পুনঃ পুনর্ন' বোপিত্ব' নেয়' বদতি মানুযঃ ॥ ৭৭৩

Thakur again touched his breast and Narend-
dra got back his earthly existence. He took some
holy offerings and joyfully returned home with
Ramadutta. This was the first meeting of Narendra
with Thakur. Narendra loved truth and truthful-
ness. If anyone would try to make a child afraid
of ghosts, he would at once forbid to speak of
such false things. 107 to 113

বঙ্গানুবাদ :-

নিঃস্বার্থস্নেহপূর্ণা পুত্রবৎসলা আমার মাতা আছেন । এবং আমিই
বাহার সর্বস্ব সেই আমার জন্মদাতা মহাগুরু পিতা আছেন । ১০৭

তখন ভগবান ঠাকুর নরেন্দ্রের এইরূপ কাতর বাক্য শুনিয়া হে পুত্র
তিষ্ঠ তিষ্ঠ অর্থাৎ থাক থাক এইকথা রূপা পূর্বক বলিয়াছিলেন । ১০৮

এইরূপে পুনর্বীর আমার হৃদয় স্পর্শ মাত্রে তৎক্ষণাৎ আমার এই
রূপ জ্ঞান হইয়াছিল পূর্বে আমার দেহ দৈহিক সম্বন্ধে বেরূপ জ্ঞান
ছিল । ১০৯

তৎপরে ঠাকুরের প্রদত্ত প্রসাদীয় জব্য ভোজন পূর্বক জল খাইয়া
পুনর্বীর রামদত্তের সহিত উৎফুল্ল হৃদয়ে ঘরে আসিয়াছিলাম । ১১০

অন্তঃলীলায়াং ৭৭ম অঃ

আমার জন্ম জন্মাস্থরের বহুতর পুণ্যবলে সাক্ষাৎ ভগবানের
রোমহর্ষকপ এই প্রথম দর্শন হইয়াছিল। ১১১

ক্রমশঃই নরেন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যদি কেহ শিশু
সন্তানকে ভূতের ভয় দেখাইত নরেন্দ্র শুনিয়া বলিতেন কেন তুমি
অভ্যস্ত মিথ্যাকথা পুনঃপুনঃকার বলিতেছ। মানুষে একপ কথা কখনও
বলে নাই। ১১২।১১৩

ঠাকুরোঃপ্যবদ দেব' শিষ্যবর্গ সমীপতঃ।

নরেন্দ্রঃ সত্য সঙ্কল্যঃ সত্যস্বরূপমীশ্বর' ॥ ৭৭৪

করিষ্যত্বেষ প্রত্যচ' পশ্যামি দিব্য চক্ষুণা।

এবমযাচিত ক্রপা ভগবত্যেব সম্ভবেত্ ॥ ৭৭৫

প্রবেশিকা পরীক্ষায়াং সমুত্তীর্ণো যদা বভৌ।

তদা মযাক্রান্ত দেহী বিদ্যাগারি যথাক্ষণে ॥ ৭৭৬

প্রবেষ্টু' ন সমর্থোঃসু নরেন্দ্রঃ সুস্ববুদ্ধিমান্।

ন হুথা অপয়িষ্যামি কাল' মত্বেতি গায়ক' ॥ ৭.৩

বৈথী শোস্টাদ নামক মাছয় তস্য সন্নিধৌ।

অশিষত গীতবিদ্যাং স্বর ব্রহ্মবিভূষিতাং ॥ ৭৭৮

মূর্চ্ছ'নায়ালাপবর্তী গান্ধারাদিঃস্বরাক্ষিকা।

অনপেছ্যান্যবিষয়' প্রাভ্যসদগানমুত্তম' ॥ ৭৭৮

লোকাভীতৈকাগ্রযজ্ঞায়া যস্মাৎসাম্যন্তরে সুধী।

গায়কানাং সমীপে প্রসিদ্ধ গায়কোঃসম্ভবত্ ॥ ৭৭৯

Thakur also said that Narendra always followed
the path of truth, nay he was Truth itself, and he

would surely realise God. After passing Entrance examination Narendra could not attend College for higher studies due to illness. Without idly wasting his time he began to learn music under the tutorship of Beni Ustad. Within six months he established himself as one of the famous singers of the times. 114 to 120

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর নিজে কোন সময়ে শিষ্যবর্গের নিকটে এইরূপ বলিয়াছিলেন।
নরেন্দ্র সত্যসঙ্কর আমি দিব্যচক্ষুঃ দ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে ১১৪

নরেন্দ্র সত্যস্বরূপ ভগবানকে নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করিবে বা সাক্ষাৎ
দেখিতে পাইবে। এইরূপ অযাচিত গুরুকৃপা ভগবানেই সম্ভব হয়।

১১৫

প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণের পর কিছুদিন নীড়িত হইয়া যথা সময়ে
কলেজে যাইতে পারেন নাই অত্যুচ্চ বুদ্ধিমান নরেন্দ্র বৃথা সময় নষ্ট
করিব এইরূপ ভাবিয়া বেনী ওস্তাদ নামক শ্রেষ্ঠ গায়ককে ঘরে
আনাইয়া তাঁহার নিকটে স্বরভ্রংশ বিভূষিত। ১১৬।১১৭।১১৮

মুর্ছনালাপসংযুক্ত রাগরাগিনীর সহিত গীতবিজ্ঞা শিক্ষা করেন।
এবং গান্ধারাদি রাগস্বরূপা গীতি অল্প কোন বিষয়ের চিন্তা না করিয়া
একাগ্রচিত্তে গান অভ্যাস করিতেন। অলৌকিক একাগ্রতা বশতঃ
নরেন্দ্র ছয়মাসের মধ্যে গায়ক সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি উত্তম গায়ক
হইয়াছিলেন। ১১৯।১২০

अन्तःश्लोकायां ११३ अः

दृष्ट्वैवन्तद् गीतं गुरुत्वाच्च सादरं वचः ।
 सन्ति भो गीतं रत्नानि गुप्तानि यानि महद्दि ॥ १२१
 सर्वानि तानि मत्तस्त्वं निःशेषेण गृहीतवान् ।
 अत्रेदं सुरिभिर्भाव्यं स्वरग्रामं सुदुर्गमं ॥ १२२
 ब्रह्मज्ञानां भवेदेव तदायत्वं सुसाधनैः ।
 गीतं शास्त्रान्तरेचोक्तं नादस्वरूपलक्षणं ॥ १२३
 सच्चिदानन्दविभवात् सकलात् परमेश्वरात् ।
 आसौत् शक्तिस्ततो नादस्तस्माद्विन्दुसमुद्भवः ॥ १२४
 नादोविन्दुश्च बीजश्च स एव त्रिविधो मतः ।
 न नादेन विना गीतं न नादेन विना स्वरः ॥ १२५
 न नादेन विना रागस्तस्मादात्मकं जगत् ।
 प्रायः शररसघटीकालं भजनगीतिभिः ॥ १२६
 श्रोतृहृन्दश्चैतरेन्द्रः कुरु ते मोहितं तदा ।
 ठाकुरेणाप्येवमुक्तं न श्रुतं गानमौदृशं ॥ १२७

His tutor became astonished to see the most extra-ordinary talent of Narendra and said with high appreciation, "Oh Narendra, you have learnt whatever I had to teach you. It is held by great masters that proficiency in the art of singing depends on the knowledge of Bramha, the ultimate reality. In the code of musical art sound has been identified with Bramha. Power comes

অন্তরীক্ষায়া ৭৭ম অঃ

from God, sound from power and Vindu from sound. Without sound, no tone or tune is possible. All this visible world is born of sound." Narendra could hold his audience spell-bound for long five to six hours. Thakur also said that he had not heard more finer song than that of Naren.

121 to 127

বদান্তবাদ :-

শিক্ষক মহাশয় নরেন্দ্রের এইরূপ অসাধারণ শক্তি দেখিয়া অত্যন্ত সমাদর করিয়া বলিয়াছিলেন। হে নরেন্দ্র গীতিবিষয়ক মহারত্বরূপ অত্যন্ত গোপনীয় যে সকল আছে তুমি সেই সকল গুপ্তরত্ন আমার নিকট হইতে সকলগুলিই লইয়াছ। ১২১

অতএব পণ্ডিতগণের ইহাই চিন্তনীয় বিষয় যে শ্রুতিস্বরূপের আয়ত্ত কঠোর সাধনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে। গীতশাস্ত্রে নাদস্বরূপের এইরূপভাবেই বলা হইয়াছে। ১২২।১২৩

পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে শক্তি হইয়াছে শক্তি হইতে নাদ হইয়াছে, নাদ হইতে বিন্দু হইয়াছে। নাদবিন্দুও বীজরূপে সেইটি তিন প্রকার প্রকাশিত হইলেও নাদ ভিন্ন রাগ স্বর গান কিছুই হয় না। অতএব সমস্ত জগৎই নাদস্বরূপ। * ১২৪।১২৫

শ্রীমান্ নরেন্দ্র প্রায় ৫৬ ঘণ্টা কাল ভজনগানে শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। ঠাকুরও বলিতেন নরেন্দ্রের মত গান আমি কখনও শুনি নাই। ১২৬।১২৭

अन्तर्लोलाया' ११५ अः

श्रुत्वा गोत' नरेन्द्रस्य ममाभ्यन्तर देयता ।
 कुलकुण्डलिनी या सौ कुण्डलौरूपधारिणी ॥ १२८
 सक्रोध' जायते भाति शान्तिरूपा सनातनी ।
 साशक्ति मे सहस्रारि शिवेन मिलिता यदा ॥ १३८
 सदाः समाधिः सम्भूतः सर्वं' ब्रह्मणि लीयते ।
 उवाचेद' साग्रहेन साङ्गोपाङ्गदिभि र्दृ तः ॥ १३०
 भविष्यति हृषाचार्यः श्रीनरेन्द्रो भविष्यति ।
 मन्योऽप्येव' नरेन्द्रस्य शास्त्रे दर्शन संड्गके ॥ १३१
 सुमहाननुरागोऽयमभवद् ज्ञानदायके ।
 रैभारिण्ड हेष्टिमिति नामकः साहेवः सुधीः ॥ १३२
 पायात्य दर्शने ज्ञानी मानी विद्वत् सभासु च ।
 विज्ञायेव' श्रीनरेन्द्रः पण्डित्य' तस्य धीमतः ॥ १३३
 जेनारिसेमूली नाम विद्यागार' प्रविश्य सः ।
 अध्ययन प्रभावेन परीक्षान्यह्येऽपि च ॥ १३४

Thakur also said that Naren's song transported him to higher spiritual world and took away his consciousness of physical reality. He also predicted that Narendra would be a great religious preacher in future. It was also observed that Narendra had developed a special proneness towards Philosophy. Narendra came to know that Reverend Hastings had been honoured for his erudi-

জন্মানলীলায়াং ৭৭ম অঃ

tion in Western philosophy. He got his B. A. degree from the College of the General Assembly. 128 to 134

নরেন্দ্রের গান শুনিয়া আমার কুলকুণ্ডলিনী নামে ভিতরের দেবতা কুণ্ডলিনী রূপধারণ পূর্বক সনাতনীশক্তি সঙ্কোচে জাগ্রত হইয়া প্রকাশিত হয়। যে সময়ে সেই শক্তি আমার সহস্রকমলে শিবের সহিত মিলিত হয়। ১২৮।১২৯

তৎক্ষণাৎ সমস্ত জগত ত্রসে বিলীন হয়। এবং আমার সমাধি হয়। ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন বহুলোকের নিকটে শ্রীমান নরেন্দ্র উত্তর কালে ১টি প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য হইবেন। ১৩৬

আমার মনে হয় সমস্ত জ্ঞানের আধার দর্শন শাস্ত্রে নরেন্দ্রের বিশেষভাবে অনুরাগ হইরাছে। রেভারেণ্ড হেপ্টিং নামে সাহেব পণ্ডিত পাশ্চাত্য দর্শনে অধিকারী পণ্ডিতগণের সভায় সম্মান প্রাপ্ত নরেন্দ্র সেই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য এইভাবে জানিয়া জেনারেল এসেমব্লী নামক বিজ্ঞানসভায় ভর্তি হইয়া অতি বুদ্ধিমান শ্রীমান নরেন্দ্র অধ্যয়ন প্রভাবে বিএ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ১৩১।১৩৪

জ্ঞানকার্য্যো ধমুধাসী শ্রীনরেন্দ্রোতি বুদ্ধিমাম্ ।

প্রতিমায়া পরম্বস্য সুপ্রীতাঃ প্রাচ্যকৌ মৃত্যু ॥ ১২৫

স্বকর্ত্তে ত' সমানীয জ্ঞান' ভূরি অর্জিত' ।

দদৌ তস্মৈ স্বকীয়' যদনুভূত' সুনির্মল' ॥ ১২৬

ধূমপান ব্যবস্থাপি শ্রীনরেন্দ্রস্য ধীমতঃ ।

স্বকারাধ্যাপকস্য প্রিয়স্য প্রীতি হৈতবে ॥ ১২৭

অন্তরলীলায়া' ৭৭ম অঃ

যে সকল শাস্ত্রজ্ঞান অনুভব করিয়াছিলেন সেই সকল নরেন্দ্রকে
অকপটে অর্পণ করিয়াছিলেন। এবং প্রিয় নরেন্দ্রের ক্রীতির জন্য ধূম-
পানের ব্যবস্থাও কলেজের মধ্যেই করাইয়াছিলেন। কারণ যে ব্যক্তি
যাহার প্রিয় হয় তাহার দোষও তাঁহার নিকটে গুণে পরিণত হয়।

১৩১।১৩।১৩৭

এমাসর্ন নামে সাহেব খুব বড় বিখ্যাত কবি ছিলেন। ইনি মহা-
ভাবুক ভগবানে বিশেষভাবে ভক্তি যুক্ত ভগবৎ প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে
ভাবাবিষ্ট হইতেন। ১৩৮।১৩৯

পাশ্চাত্য ভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ইংরাজী ভাষায় এই ভাবাবেশের
নাম ট্রান্স বলিয়া নাম দিয়াছেন। ১৪০

পণ্ডিত হেষ্টিং সাহেব ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময় বলিতেন ট্রান্স
একটি অন্তরব্রাহ্মের ব্যাপার ইহা ইঙ্গিত গোচর হয় না। ১৪১

অনন্ত' মাযয়া বস্তু' সমর্থঃ কীঃপি ন ভবেৎ ।

গৌমীশ্বরো রামকৃত্যঃ পরমহংস ইশ্বরঃ ॥ ৭৪২

জগদুৎসাহার্থায় বিদ্যতে দক্ষিণেশ্বরী ।

শৈবরায় প্রসঙ্গে নৈব ভাবভাবিত চেতসঃ ৭৪৩

তস্য মহাত্মনো দিব্য ভাবাবেশা ভবন্তি বৈ ।

যুয' যদি তত্র দ্রষ্টু' রামকৃত্য' গমিষ্যথ ॥ ৭৪৪

তর্জি দ্বাংস ভাবরাজ্য বিপয়' বীজমর্হয় ।

এবমুক্তা জীববর্গান্ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ॥ ৭৪৫

ময়ত্র' প্রেরয়ামাস নরেন্দ্র প্রমুখাং স্থত্যা ।

যত্র বিরাজিতঃ সাক্ষাদ্রামকৃত্যঃ স্বয়' স্বরিঃ ॥ ৭৪৬

चत्वारिंशत्तथा ११३ चः

न केवलं दर्शनमात्रवेदी नरेन्द्रनाथो बहु शास्त्रदर्शी ।

विशेषतः स्मार्कविशेषशास्त्रे सुदक्षको न्याय पर्यावस्यो ॥ १४७

तथा सुदक्षः खलु नास्तिकेनये नाम्नोति बाम्नीति विजल्पते सति ।

सम्यापि चास्तित्व विधौ महामतिः सन्देहयुक्तोऽभवदेव निधितः ॥ ७४८

"This trance", said Hastings, "cannot be expressed in language. Sri Ramkrishna has appeared at Dakshineswar to bring salvation to mankind. He sometimes loses himself in a trance. If you visit him at Dakshineswar, you may have an idea of what is called "a trance." Narendra was not only well up in Philosophy and Logic but also in atheism. He would even forget his own existence when he would speak of nothingness.

142 to 148

কয়েকটি ছাত্রকে সেই দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়াছিলেন। যেখানে স্বয়ং
ভগবান রামকৃষ্ণ বিরাজিত আছেন। ১৪২।১৪৩-১৪৬

নরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র যে দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা নয়
প্রায় সর্বশাস্ত্রদর্শী ছিলেন। বিশেষতঃ শ্রীমদ দর্শনে সুদক্ষতাবশতঃ
তিনি শ্রীমদ পথাবলম্বী ছিলেন।

এবং নাস্তিক নীতিতেও তাঁহার খুব দক্ষতা ছিল। তিনি যখন
বলিতেন কিছুই নাই কিছুই নাই তখন তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও
ভুলিয়া যাইতেন। ১৪৭।১৪৮

যয়' নরেন্দ্র প্রতিভামলৌকিকী
বিলোক্য নিত্য' সুমুগ্ধ' বিমোহিতা: ।
শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে বলে নাস্তিকা
নাস্তিক্য ভাবে সমযোজয়তু সুধী: ॥ ৭৪৫
বিশ্রামমেব মহতা পরমার্থ বস্তু
বিশ্রাম্যতৈনিজজনের্মহতৌ মহীয়াৎ ।
সংবেষ্টিত: পরমশান্তিসুখ' প্রদাতু'
গীতাশ্রমেণ তপসা সমযোজয়ত্যানু ॥ ৭৫০

এব' নরেন্দ্রস্য সত্যৈর্ এক ভবাৎ বিদ্যালয় নির্গতস্য ।
শ্রদ্ধাকামানন্দবিধৌ প্রহানির্জালা সুবিদ্যাধিগমে সदैব ॥ ৭৫৭

কিন্ত্বস গানাদ্ভুতম পান্য
স্নানাকথায়াঁ মনস: প্রবেশাত্ ।
দৈনন্দিন' জ্ঞানসমুৎতির্য্য
ভ্রাতুর্নরেন্দ্রস্য ভবত্যহৌ সা ॥ ৭৫২

অম্লানীলায়া ৭৭৭ অঃ

ঠাকুরোঃ প্ৰবদদেব' চুম্বক এব কেবল'

নাকর্ষতি লৌহদণ্ডমিতি বিজ্ঞানমাধিত' । ৭৭২

The genius of Narendra was unquestionable. With the help of the authoritative decisions of the sastras he could convert a non-believer into a believer. The wisdom of the great thinkers beckoned to the ultimate reality. He explained this and brought it home to his fellow brothers through songs. One of them said, "Songs are good but also an hindrance to our studies." It was however a wonder that they advanced in their studies even though they were frequently interrupted by the singing and smoking of Narendra. Thakur also said that it was proved by Science that iron and magnet attract each other.

149 to 153

বঙ্গানুবাদ :-

আমরা প্রায় দৈনন্দিন নবজন্মের অলৌকিক প্রতিভা দেখিয়া অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইতাম। পণ্ডিত নবজন্ম শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত শক্তিতে নাস্তিক সকলকে আন্তরিক ভাবে লিপ্ত করিতেন। ১৪২

অতিবড় মহান্ নবজন্ম মহৎ ব্যক্তিসকলের পরানন্দই সার বস্তু এইটি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়া গুরুভ্রাতা সকলের সহিত মিলিত

অন্যলীলায়া ১১ম অঃ

হইয়া নির্মল শাস্তি সুখ দিবার জন্য গানরূপ তপস্যা দ্বারা আমাদের সকলকে পরমানন্দ দান করিতেন । ১৫০

এইরূপ ভাবে বিঠালয় হইতে বহির্গত নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী একটি ছাত্র বলিয়াছিলেন গান শোনার জন্য আনন্দ হইলেও পড়াশুনার বিষয় হয় কিন্তু নরেন্দ্রের গান ধূমপানাদি নানা কথায় মন প্রবিষ্ট হইলেও দৈনন্দিন শাস্ত্র জ্ঞানের সমুন্নতি আমাদের বিশেষভাবে হয় ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় । ১৫১।৫২

ঠাকুরও এইরূপ বলিতেন কেবলমাত্র যে চুসকই লোহ বওকে আকর্ষণ করে তাহা নয় লোহও চুসককে আকর্ষণ করে ইহা পণ্ডিতের কথা । ১৫৩

- লৌহস্যপি শুম্বকাকর্ষী ভবতীতি সুনিশ্চিত' ।

ভময়ীরেকৃধর্মত্বান্মিলন' ভবতি ধ্রুব' ॥ ৭৫৪

প্রাথম্যদর্শনাং নরেন্দ্রঃ সুমহামতিঃ ।

মেম্মনা ক্রুৎঃ প্রমোদাশীষ্যশুম্বকেন যথাস্বয়ঃ ॥ ৭৫৫

মজ্জীবনং বেদমাখ্য কস্মিন' জ্ঞাতবানসৌ ।

তথা তস্য নরেন্দ্রস্য ভক্ত্যাক্রুৎঃ স ঠাকুরঃ ॥ ৭৫৬

যমূষ মিলিতো'ত্যর্থং লৌহেন শুম্বক' যথা ।

পরন্তু শ্রীনরেন্দ্রায় দত্তা শক্তিমলৌকিকী ॥ ৭৫৭

অতস্তাদৃ মৃহসাবিভব ভক্তাভাস স্মিতো যদা ।

শ্রীনরেন্দ্র' সমাশ্রয় তচ্ছব্জান' দদৌ প্রমুঃ ॥ ৭৫৮

এব' ভগবতঃ যদ্ব ক্রপয়া যদ্ব চেতসঃ ।

সজ্জাতা ভগবদ্বক্তি ঠাকুরে সুবিশেষতঃ ॥ ৭৫৯

অন্তঃসীতায়াং ৭৭ম অঃ

পুনঃ পুনঃ স্মরণং দর্শনাভ্যাং
তথৌপদেশাত্ পরমার্থং বস্তুনঃ ।
দিনে দিনে তং প্রতি তস্য শ্রদ্ধা
বিশুদ্ধা ভাষ্যেন সুবোধিতা ভূত্ ॥ ৭৬ ॥

Both Thakur and Narendra attracted each other. The divine power of Thakur attracted Narendra, and Thakur was also attracted by the devotion of Narendra and also by his instinctive knowledge of the mission of his life. He also bestowed divine power on Narendra. Whenever Thakur would visit a place near to the residence of Narendra, he would call for Narendra and impart divine wisdom. Thus day by day the devotion of Narendra towards Thakur increased more and more. 154 to 160

বঙ্গানুবাদ :—

উভয়ের সমানাধিকরণ্য না থাকিলে পরস্পরের মিলন হয় না ।
বুদ্ধিমান নরেন্দ্র ঠাকুরের প্রথম দর্শন হইতেই প্রেমাকৃষ্ণ হইয়াছিলেন ।
চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তদ্রূপ নরেন্দ্রের ভক্তিতে আকৃষ্ট
হইয়া ঠাকুরও ভাবিয়াছিলেন আমার লীলা বেদের ভাণ্ড কর্তা একমাত্র
নরেন্দ্রকেই জানাইয়াছিলেন । অর্থাৎ লৌহরূপ নরেন্দ্রের দ্বারা ঠাকুর
বিশেষভাবে মিলিত হইয়াছিলেন । পরন্তু ঠাকুর নরেন্দ্রকে অলৌকিক
শক্তি দিয়াছিলেন । ১৫৩।১৫৭

এইরূপে ঠাকুর যখন নরেন্দ্রের গৃহের নিকটে কোনও ভক্তের গৃহে

অন্তঃলোলায়া ৭৭শ অঃ

যাইতেন তখন সেইখানে নরেন্দ্রকে আনাইয়া তৎ বিষয়ে উপদেশ করিতেন। ১৫৮

এইরূপভাবে ঠাকুরের কৃপায় বিশুদ্ধচিত্ত নরেন্দ্রের ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে ভগবন্তক্তি জন্মিয়াছিল। ১৫৯

পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শ জন্ম এবং পরমার্থ বস্তুর উপদেশ পাইয়া দিন দিন ঠাকুরের প্রতি নরেন্দ্রের বিশুদ্ধভারে আন্তরিক শ্রদ্ধা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৬০

অচিন্ত্য স্বাস্থ্য বিমো নরেন্দ্র
 উন্মত্তবহিঃস্বাধারিণীঃপি ।
 ऐश्वर्यं योगान्मनुजः सुरीऽभू
 न्तत्वेव मागात् स्वर्ग लोकिनं तं ॥ १६१
 শ্রীরামকৃষ্ণ স্থিতিরস্থি যত
 দেবালয়ে ভক্তবরো নরেন্দ্রঃ ।
 स ठाकुरं भक्तवरः कदापि
 पप्रच्छ किं 'स्वीकृतं दर्शनं' स्यात् ॥ १६२
 এবং বিজিন্মাসিত দেব দেবঃ
 सारथ्यं वाक्यैः समुवाच शिष्यं ।
 प्रत्यक्षतामेति हि नूनमीश्वर
 स्तस्यैव यस्यास्ति विशेष साधना ॥ १६३
 পশ্যামি যাটঙ্ক সম সমিধৌ ত্বা
 तयैव पश्याम्यहमीश्वरं भोः ।
 किन्त्वस्य साक्षात् परिदर्शनार्थं
 समाधियोगं समपेक्ष्यते हि ॥ १६४

অন্তঃসীলায়াং ৭৭ম অঃ

Even though Thakur looked like a mad man, he was regarded as a god by Narendra for his divine power and knowledge. Narendra would frequently call upon Thakur at Dakshineswar. Once Narendra asked Thakur whether God could be seen at all. In reply Thakur said, "Yes, God can be seen by a devotee just in the same way as I see you here and now. This, however, requires Samadhi-yoga which is an escape from the world of senses and physical reality." 161 to 164

বদ্যানুবাদ :—

উন্নতের মত দেহধারী হইলেও ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্র এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ঐশ্বরিকী শক্তিই মানুষকে দেবতা করে এইরূপ ঠাকুরের নিত্য দর্শনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাইত। ১৬১

ভক্তচূড়ামণি নরেন্দ্র একদিন ভক্তিপূর্বক মত হইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ভগবানকে কি সাক্ষাৎ দেখা যায়? এইরূপ ভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর খুব সরল ভাষায় শিখচূড়ামণি নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় যে ব্যক্তি শব্দগত হইয়া বিমুক্তভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে।

১৬২।১.৩

আমি যেমন আমার নিকটে তোমাকে দেখিতেছি। ওহে নরেন্দ্র! এইরূপ ভাবে আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য সমাধি যোগ অপেক্ষা করে। ১৬৪

अन्तर्लीलायां १११ अः

यद्दर्शनं तन्मय साधकानां
 तथैव च स्यात् कृपयेश्वरस्य ।
 उक्तैव मविश यशेन तस्य
 पश्यशं वल्लो भगवांस्तदोयं ॥ १६५
 एव गुरो राम कृपो नरेन्द्रः
 समाधिभावं गतवान् महात्मा ।
 कस्त्वं नरेन्द्रः कुत आगतोऽत्र
 किं वा त्वदोयं करणीयमस्ति ॥ १६६
 एव कृतप्रश्न नरेन्द्रनाथो
 भावेन तं प्रत्यवदद्विमुग्धः ।
 निमील्य नेत्रे समयं सकम्पं
 विशाल नेत्रः सुविशाल नेत्रं ॥ १६७
 नाहं मनुष्यो न च देवयक्षौ
 न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः ।
 न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो
 मिधुर्नचोहं निजबोधरूपः ॥ १६८

"When we attain this state of trance we see God." On saying this Thakur touched the breast of Narendra who at once fell into a trance. At this stage Thakur asked Narendra "Who are you? Where you come from? What is your duty?" Narendra replied, "I am not a man with any caste or creed. I am only a bodiless point of consciousness." 165 to 168

অন্তঃসীলার্যাং ৭৭ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

তদ্ব্যয় সাধকগণ ভগবানের কৃপায় তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে।
এই কথা কলিয়া ঠাকুর নিজ হস্ত দ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল স্পর্শ
করিয়া মাত্র নরেন্দ্র গুরু কৃপায় সমাধি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
তৎপরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন নরেন্দ্র তুমি কে ?
কোথা হতে তুমি এখানে আসিয়াছ ? এবং তোমার কর্তব্য বিষয়
কি ? ১৬৬

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলে ভাবাবিষ্ট বিশাল
নেত্র নরেন্দ্র সময়ে কম্পাধিত কলেবরে চক্ষুঃদুইটি মুদ্রিত করিয়া
সুবিশাল নেত্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ১৬৭

আমি মনুষ্য নয় দেবতা নয় ব্রাহ্মণ কৃত্রিম বৈশ্য বা শূদ্র নয় ব্রহ্ম-
চারী বনবাসী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু কিছুই নয়। আমি বিজ্ঞান স্বরূপ
একটি পদার্থ মাত্র। ১৬৮

আমোঘনা বিদ্যায় ব্রহ্মহৃদয়
কৃপায়যচ্চ সন্নিহুৎ ধীরেন্দ্রম্ ।
বিশ্বোঃ পদস্তাথ মুদ্রাস্বরূপ
জানামি যদু যোগিমিরপ্যগম্য ॥ ১৬৮
সৌঃয় মমার্গে হৃদি বর্ততে য
হ্যন্তর্বহিঃযেয বিম্ব স্বরূপঃ ।
বিভাতি দেবো মহতী মহৌয়া
অনীরণীযানু পরমো গুহনঃ ॥ ১৬৯
কসৌ ন মর্ত্যা জগতা পরং গুহ
ব্রিলীক নাথানত পাদপদ্মজঃ ।

अन्तरालोलायां ११३ अः

प्रायेण सर्वं भगवन्तामच्युतं
 यक्ष्यन्ति पापण्ड विभिन्न बुद्धयः ॥ १७१
 दिक्षाय चैव भगवान् परेशः
 स्वलोकातः सर्वं विमुक्ति हेतुः ।
 अत्राविशसौत् स्वजनैः समेतो
 भवामि चैकः खलु नोचदासः ॥ १७२

"I have got the grace of God who is omniscient. I have now known the Unknowable. That pervading eternal Being is now manifest in and around me. He is greater than the greatest and smaller than the smallest. All gods like Shiva, Brahma, Indra etc. worship His feet. Due to utter foolishness and moral and intellectual degradation the people of kali yuga do not worship Him. To purge men of their sins God has now appeared on the Earth. I am an humble servant of the devotees of God. 169 to 172

অন্তরলীলায়াং ৭৭য় অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

তন্ময় সাধকগণ ভগবানের কৃপায় তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে । এই কথা কলিয়া ঠাকুর নিজ হস্ত দ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া মাত্র নরেন্দ্র গুরু কৃপায় সমাধি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তৎপরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন নরেন্দ্র তুমি কে ? কোথা হতে তুমি এখানে আসিয়াছ ? এবং তোমার কর্তব্য বিষয় কি ? ১৬৬

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলে ভাবাবিষ্ট বিশাল নেত্র নরেন্দ্র সভয়ে কম্পাঘ্রিত কলেবরে চক্ষুঃদুইটি মুদ্রিত করিয়া সুবিশাল নেত্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন । ১৬৭

আমি মনুষ্য নয় দেবতা নয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র নয় ব্রহ্ম-চারী বনবাসী সম্যাসী বা ভিক্ষু কিছুই নয় । আমি বিজ্ঞান স্বরূপ একটি পদার্থ মাত্র । ১৬৮

স্বাস্থ্যধ্বনা চিন্ময় প্রিয়হৃদয়
কৃপায়যাহ্ সর্বিতু ধরৈশ্চম্ ।
বিশ্বোঃ পদদ্বাদ্য সুস্বরূপ-
জানামি যদু যোগিমিরপ্যগম্য ॥ ১৬৯
সৌম্য মমাগ্রে চ্ছদি বর্ততে চ
চ্যন্তবর্হিষে ব বিমু স্বরূপঃ ।
বিভাতি দেবী মহতো মহৌষা
অনীরণীয়ান্ পরমৌ গুরুনঃ ॥ ১৭০
কলৌ ন মর্ত্যা জগতাং পর গুরু
ত্রিলোক নাথানত পাতিপত্নজঃ ।

অন্তরলীলায়া' ৭৭শ অঃ

প্রায়েন সর্ব্বৈ' ভগবন্তমচ্যুত'
 যচ্ছ্যন্তি পাপাণ্ড বিমিশ্র বুদ্ধয়ঃ ॥ ১৩১
 বিজ্ঞায় চৈব' ভসবান্ পরেশঃ
 স্বলোকতঃ সর্ব্বৈ' যিস্তুক্তি হেতুঃ ।
 অত্রাবিরামীন্ স্বজনৈঃ সমেতৌ
 ভবামি চৈকঃ খলু নীচদাসঃ ॥ ৭৩২

"I have got the grace of God who is omniscient. I have now known the Unknowable. That pervading eternal Being is now manifest in and around me. He is greater than the greatest and smaller than the smallest. All gods like Shiva, Brahma, Indra etc. worship His feet. Due to utter foolishness and moral and intellectual degradation the people of kali yuga do not worship Him. To purge men of their sins God has now appeared on the Earth. I am an humble servant of the devotees of God. 169 to 172

বদ্যানুবাদ :-

সম্প্রতি আমি জ্ঞানঘন বিগ্রহের কৃপা পাইয়াছি। যে কৃপায়
 অগচ্ছকুর বরগীর স্বৰ্গস্বকপ যোগিগণেরও দুর্লভ বিষ্ণুর পরম পদ
 আনিয়াছি। ১৬৯

সেই সর্বব্যাপক স্বরূপ ভগবান এক্ষণে আমার সন্মুখে হৃদয়ে ও

অন্তরলীলায়াং ৭৭ম অঃ

বাহিরে ভিতরে প্রকাশিত হইতেছেন। যিনি বড় হইতেও অতি বড় ছোট হইতেও খুব ছোট আমার পরম গুরু তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন। ১৭০

ত্রিলোকের নাথ শিব ব্রহ্ম ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি বীহার পাদপদ্মে সর্বদা নত হয়েন জগতের একমাত্র গুরু সেই ভগবানকে কলিকালে মর্ত্যবাসী জীবসকল পায়শ্চাত্যে দুর্বল স্পন্দিত হইয়া প্রায় লোক সকলেই সেই ভগবানের সেবা করে না। ১৭১

ভগবান পরমেশ্বর জগতের জীবের মন্দবুদ্ধি দেখিয়া সকলের বিনুজির জঘা নিজলোক অর্থাৎ গোলোক বা বৈকুণ্ঠাদি ধাম হইতে নিজ পরিবার বর্গের সহিত এই ভুলোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে আবিভূত হইয়াছেন। আমি সেই ভগবানের ভৃত্যবর্গের অতি নীচ মাস স্বরূপ হই। ১৭২

বিবিকলোনায বিচিত্র শক্তি
সমর্প্যমহ্য বহু মন্যমানঃ ।
বিশুব ধর্মো গ্রহণায় শু' সা
সমাदिशन्मे गुरु भूतिधारी ॥ ১৩৩

যন্মামধেয় অবণানুকীর্তনাহিন্দন্তি মুক্তি' কলিকাতরামরাঃ ।
স एव साक्षात्समदृक् पथस्थितः जि' वर्ण्यतेदिष्टमहोदुरात्मनः ॥ ১৩৪

যথৈব পূর্ব' খলু রামদাস
উচ্চার্য রামস্য পবিত্র নাম ।
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধু' যত যোজনন্ত'
চকার কার্য' প্রভুনিষ্ঠিত' যত ॥ ১৩৫

অন্ত্যস্তোত্রার্থ ৭৭ম অঃ

শ্রীরামকৃষ্ণায় নমোহুনাহ

চরিত্র নাম স্মরণেহু মনসা ।

মৌল্যামবাধিৎ জগতৌ জনানা

বিমুক্তি হৃৎ ফলমাধিধায়ে ॥ ৭৩৫

"God Himself now stands before me in the appearance of Thakur and instructs me to preach devotion to God. Men can attain salvation by chanting holy names of God. I wonder how my most meanest self has been endowed with so much divine grace. I shall bring salvation for the suffering humanity by crossing this woeful world chanting the name of Sri Ramakrishna, just as Hanuman a devotee of Ramachandra, in the treta Yuga crossed over the Sea extending hundreds of miles by the uttering the name of Ramchandra, to accomplish his task. 173 to 176

বঙ্গানুবাদ :—

অতি মূর্খ আমাকে বিচিত্র শক্তি অর্পণ করিয়া নিজেই ধন্য ভাবিয়া জগতের জীবের বিশুদ্ধ ধর্ম গ্রহণের জন্য আমার সম্মুখে গুরু মূর্তি ধারী ঠাকুর স্বয়ং আমাকে আদেশ করিতেছেন । ১৭৩

বীহার নাম শ্রবণ বা কীর্তন হতে কলিকাল জনিত সর্বপাপ নষ্ট হইয়া জীবগণ মুক্তিলভ করিয়া থাকে । সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়া অবস্থিত হইতেছেন । অতএব আমার মত

অন্তরলোলায়া' ৭৭৭ অঃ

এই ছরাত্তা ব্যক্তির শুভাদৃষ্ট যে কত তাহা বর্ণন করা অতি আশ্চর্যের বিষয়। ১৭৪

ত্রেতাযুগে রামদাস হনুমান যেমন শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ পূর্বক শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র উলঙ্ঘন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের অভিলষিত কার্য সমাধা করিয়াছিলেন। ১৭৫

সেইরূপ এই যোর কলিযুগে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র পবিত্র নাম শ্রবণ শক্তি দ্বারা ভবসমুদ্র পার হইয়া জগতের জীবের বিমুক্তি দান কারী কল আনয়ন করিব। ১৭৬

আব্রহ্ম চাণ্ডাল সুনোচ জীবান্
বিরহ ধর্মাচরিতান্ খসান্ বা ।
সর্বান্ সমানীয গুরোঃ পদাब्জি
দদামি চার্ঘ্য' মম কৃত্য মিতত্ ॥ ৭৩৩
এব' নরেন্দ্রস্য সুমাধবন্তদা
সংস্থত্ব দেবো জগতা' সুসঙ্গন' ।
স্ব পাদপাণ্ড' সকলার্থ' সিদ্ধি
নৌত্বাকরে মূর্ধি দদৌ মুদাপ্লুতঃ ॥ ৭৩৮
বিহঙ্গমানা' গগন' যথা প্রিয়'
যথা ভূপাণ্যাসুদক' হিজীবন' ।
তথা নরেন্দ্রস্য বমুখ জীবন'
ধ্যানাদিকালে গুর পাদপঙ্কজ' ॥ ৭৩৯
আদেশত স্থত্ব গুরোর্মরেন্দ্রঃ
স্বকীয় কৃত্য' সকল' বিহায় ।
অপা' সমগ্রা' গুরুদত্ত বীজ
ধ্যানে নিমগ্নোঃমব দেবদেবঃ ॥ ১৮০

“My duty is to unite people of various race, caste and creed and present them as an humble offering to the feet of my preceptor.” On hearing this the joy of Thakur knew no bounds. He placed the dust of his feet on the head of Narendra. The feet of his preceptor were as dear to Narendra as the sky to the flying birds and water to the aquatic animals. According to the advice of his preceptor Narendra chanted the holy names all night long without taking food, rest or sleep. 177 to 180

বঙ্গানুবাদ :—

বাহাতে ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণ এবং অতি নীচ চণ্ডালাদি দ্রোহসকল এবং বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী পক্ষিভোজী খস প্রভৃতি সকলকেই আকর্ষণ করিয়া গুরুর পাদপদ্মে অর্ঘ্যরূপে দান করিব ইহাই আমার কর্তব্য বিষয়। ১৭৬

সেই সময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রের এইরূপ অত্যুত্তম বাক্য শ্রবণ পূর্বক জগতের মঙ্গলময় সর্বসিদ্ধি দাতা নিজ পদ ধূলি হস্তে লইয়া আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পরম ভাগ্যবান নরেন্দ্রের মন্তকে দিয়াছিলেন। ১৭৮

আকাশ যেমন পক্ষিসকলের আনন্দের বস্তু। মৎস্তাদি জলচর-
গণের জলই জীবন স্বরূপ। সেইরূপ নরেন্দ্রের সাধনা সময়ে একমাত্র গুরুর
পাদপদ্মই জীবন স্বরূপ হইয়াছিল। ১৭৯

অন্তঃশ্রোতায়া' ৭৭৪ অ:

শ্রীমান নরেন্দ্রদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরুর আদেশ মত একপ্রকার
আদার নিম্না পরিভাষা পূর্বক সমস্তদ্বারা গুরুদত্ত বীজ মন্ত্রের ধ্যানে
নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ১৮০

তদা নরেন্দ্রস্য সমাধি কালি

যা যানুমুতি: স্তুম্ভু মম্বমুখ ।

অলৌকিকীর্ন্তা পরমেশ্বরায়

নিবেদ্য তস্মৈ সুদমাং দেব: ॥ ৭৮৭

একদোপাস্তি সময়ে নিগায়া সাধকো মহান্ ।

দৃশ্যমত্যদমুত' দৃষ্টা চমৎকার যুতোঃমবত্ ॥ ৭৮২

নরেন্দ্রসদৃশাকার: কোঃপ্যন্য: সাধকো মহান্ ॥

নরেন্দ্রবদাচরতি শ্রীনরেন্দ্রস্য সম্মুখে ॥ ৭৮৩

আশ্চর্য্য জনকে তস্মিন্ ধ্যাপারে বিনিবেদিত ।

পরমানন্দ সंप্রাপ্তষ্টাকুরসেদমব্রণীত্ ॥ ৭৮৪

ন চাত্ত বিস্ময়: কার্য্যী বহুবে' দৃশ্যতে ময়া ।

মবেদিদ' ধ্যান সিদ্ধ সাধকানাং সমুদ্রল' ॥ ৬৮৫

অত:পর' ঠাকুরেণ ধারণা ধ্যানকর্ম্ম যত্ ।

নি:শিখিত' ক্রিয়াকাল' শিথ্য বিষ্যাম হিতবে ॥ ৭৮৬

Narendra would be glad to narrate his experi-
ence during his trance to Thakur. One night
Narendra had a very wonderful experience while
in meditation. He found another Narendra was
performing all that he had been doing, before his
own self. When he told this to Thakur, Thakur

অন্তঃসৌন্দর্য ৭৭শ অঃ

said joyfully, "It is no wonder. I have also experienced such things many times. This is a good sign on our way to the desired goal," However. Thakur advised Narendra to discontinue meditation for some time. 188 to 186

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে সাধনা সময়ে নরেন্দ্রের সমাধি জনিত যে সকল অনুভূতি হইত সেইসকল অলৌকিক বিষয় গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে জানাইয়া অত্যন্তম আনন্দ লাভ করিতেন । ১৮১

মহাসাধক নরেন্দ্র একদিন রাত্রিকালে সাধনাসময়ে অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া অতি চমৎকৃত হইয়াছিলেন । ১৮২

অর্থাৎ ঠিক নরেন্দ্রের মত দেখধারী অন্য কোনও একটি মহাসাধক নরেন্দ্রের সম্মুখে নরেন্দ্রের মত ধ্যানাদি করিতেছেন । ১৮৩

নরেন্দ্র সেই অলৌকিক ব্যাপার ঠাকুরকে বলিলে ঠাকুর পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন । ১৮৪

ওহে নরেন ইহাতে আশ্চর্য্যের কারণ কিছুমাত্র নাই । আমি এরূপ বহুবার দেখিয়াছি । এরূপ দৃশ্য সাধকগণের ধ্যান সিক্তির স্বলক্ষণ হইয়া থাকে । ১৮৫

অতঃপর ঠাকুর নরেন্দ্রের বিশ্রামের জন্য কিছুকাল ধ্যান ধারণা প্রকৃতি সাধন কারতে নিষেধ করিয়াছিলেন । ১৮৬

ভবান্ন পুনর্য্যোগ্য' ভগবান পরমার্থবিত্ ।

পূজাযাম্ভু জপী জ্যায়ান্ জযাঙ্গয়ান্' নিমিষ্যন্তি । ৭৮৩

अन्तरात्मनायां ११३ अः

ध्यानं सिद्धो जनो योऽमी स मुक्तः पुरुषः स्मृतः ।
 नास्ति तस्य पृथक् यत्नो न व्रतं नाप्युपवीरितं ॥ १८८
 यथात्यक्तं कठोरं हिंसां धारणां ध्यानं कर्मणि ।
 सिद्धिं सामान्यैरेन्द्रोऽयं जीवन्मुक्तो भवेद्भुवः ॥ १८९

Thakur also said, "Chanting holy names is better than worship but meditation is the best of all. One who has attained success through meditation is free from all bondages and has not to perform any religious rites. Meditation which requires deep concentration of mind is a very difficult affair. Narendrakrishna will surely be free from all earthly ties through meditation."

187 to 189

অন্ত্যলীলায়া, ৭৭ অঃ

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিীর্থ বিরচিতৈ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য সর্বমুখ্য সেবকস্য
শ্রীনরেন্দ্রনাথস্য গুরু কৃপাপ্রাপ্তিরূপোঃস্ত্রলীলায়া একাদশোঃধ্যায়ঃ ॥

অঃ ৭৭ অঃ ।

Here ends the eleventh chapter of Antyalila of
Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri
Ramendra Sunder Bhaktiirtha. অধ্যায়ঃ ১১মঃ অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

এইটি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের
পরমহংস সংহিতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমস্ত সেবকগণের মধ্যে
মুখ্য সেবক শ্রীনরেন্দ্রনাথের গুরুকৃপা প্রাপ্তিরূপ অন্ত্যলীলার একাদশ
অধ্যায় বলা হইল । অঃ ১১ অঃ

অথ অন্ত্যলীলায়া দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ । অঃ ৭২ অঃ

তথেষ্ট পুত্র তয়া তস্য বিয়োগানন্তরং পিতুঃ ।

সংসার ভারোঃপ্যপতন্নরেন্দ্রস্বীপরিধুবং ॥ ৭

শ্রীনরেন্দ্রে তথাপ্যঘ্নিন্ শিচ্ছাকর্ম্মরতি সতি ।

মনসৌ যুক্ততা তস্য তৎ কর্ম্মণি ন ঘোমঘত্ ॥ ২

সমদত্ত ক্লার্য্য মিছার্য্য যস্যৈহাগমনং ভুবি ।

মনঃ প্রসন্নতামেতি তস্য কিং তুচ্ছ কর্ম্মণি ॥ ১

এব নিঃশ্রুততামাপ কৃতেষু বহু কর্ম্মসু ।

পর্য্যর্জনে তয়া সৌম্যে পতিতোঃপি মহামতিঃ ॥ ৪

अन्यलोलायां १२३ अः

गुरोरिप्सित कर्मभ्यो न कदापि टलत्यसौ ।
 किन्तु कथं करिष्यामि विनार्थेन गुरोः क्रियां ॥ ५
 श्रीनरेन्द्रो विचिन्त्यैवमभिमानं पुरःसरं ।
 कियत्कालं दर्शनार्थं नागमद्विषेऽश्वरं ॥ ६
 विदेशगतं पुत्रार्थं यथा मातातिदुःखिता ।
 श्रीठाकुरस्तथैवाभून्नरेन्द्रानागमाच्चिरं ॥ ७

As Narendra was the eldest son, the charge of maintenance of his family devolved on him. He devoted himself to studies, but could not make any earnest efforts. He was destined to achieve a great end in the spiritual field and so it was not possible for him to give himself up to worldly affairs for maintenance of his family. He tried hard in various ways to earn money for his family but in vain. He was however always eager to perform the task given to him by his preceptor. He did not call at Dakshineswar for some days to see Thakur as he thought that money was necessary for holy services as well as for his family. Thakur was very anxious for him like a mother for her son away to a foreign land. 1 to 7 :

অন্তরালীলায়াং ৭২য় অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

পিতৃবিয়োগের পর সংসারের পোষণভার জ্যেষ্ঠ পুত্রবশতঃ নরেন্দ্রের উপবেশে পতিত হইয়াছিল। ১ তত্ক্ষণ এই নরেন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে লিপ্ত হইলেও নরেন্দ্রের ঐ সকল কর্মে মনঃসংযোগ হইত না। ২

যে নরেন্দ্রের প্রথম মঙ্গলময় কার্য্যসম্পাদনের জন্ত এই নম্বর জগতে আবির্ভাব তাঁর মন কি তুচ্ছ সংসার পালনকর্মে প্রসন্নতা লাভ করে।

৩

তথাপি মহামতি নরেন্দ্র এইরূপভাবে জীবিকার জন্ত বহুপ্রকার কর্মে যোগদান করিলেও সকল কার্য্যে নিষ্ফল হইয়াছিলেন। ৪

মহামতি নরেন্দ্র অর্থার্জনের প্রলোভনে পতিত হইলেও গুরুর অভিলষিত কার্য্য সম্পাদনে কখনও বিচলিত হন নাই। ৪

কিন্তু অর্থ না থাকিলে গুরুর কার্য্য কিরূপে সুসম্পন্ন করিব এইরূপ ভাবিয়া অভিমানপূর্ব্বক কিছুদিন ঠাকুরের দর্শন জন্ত দক্ষিণেথরে গমন করেন নাই। ৬

পুত্র বিদেশে থাকিলে মাতা যেমন সর্ব্বদা পুত্রের জন্ত উদ্বিগ্ন হন সেইমত ঠাকুর কিয়দিন নরেন্দ্রের দক্ষিণেথরে না আশায় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

জদৈরন্বিষিতমপি নরেন্দ্র' ন স লব্ধবান্ ।

একদা সহসায়াতঃ শ্রীগুরোঃ পাদ সন্নিধৌ ॥ ৮

হৃদ্বা ত' ঠাকুরোঃপ্যাহকরণ স্বর পূর্ব্বক' ।

নৌজ্ঞা স্যাতু' ন শক্লোমি বক্তু' ত্বা' শঙ্কয়ামি মৌ ॥ ৯

এব' মি মনসঃ শঙ্কা সর্ব্বদা ঘর্ষতি হৃদি ।

ন লভেয়' যদ্যহ' ত্বা' প্রমাদেন ভ্রমেন ঘা ॥ ১০

अन्तरालोलायां १२५ अः

कौण्डिन्यामत्रास्ति व्यापारः शिष्यैर्जिज्ञासित प्रभुः ।

यत्किञ्चिदावयोरेव संवादः सम्बभूव च ॥ ११

तदैवं श्रीठाकुरेण शिष्यवर्गयुतेन च ।

नरयेष्ठ नरेन्द्रस्य देवभावो विचारितः ॥ १२

सगुणोपासकाः सन्ति बहवो मूर्ति पूजकाः ।

निर्गुणोपासकाद्यापि सन्ति भारत भूतले ॥ १३

सगुणाच्चिर्गुणो ज्यायानिति वेदविदां मतः ।

सत्यज्ञानानन्दरूप ब्रह्मणो निर्गुणात्मनः ॥ १४

Thakur did not get any news of Narendra even though he sent some of his followers in search of Narendra. One day all on a sudden Naredra appeared before Thakur. On seeing him after so many days Thakur said, "I hardly can tell you frankly what I feel and think of you in your absence. I always fear that due to some misunderstanding you may sever all connections with me" When other disciples would like to know about the matter, Thakur would say that it was not anything serious or remarkable. Surrounded by many of his disciples Thakur would discuss with Narendra about Divinity. "Some worship" he said, "God as the source of all virtue or power.

অন্ত্যলীলায়াং ১২য় অঃ

Some worship Him as void of any virtue or power
According to Vedanta philosophy God has no
virtue or quality." 8 to 14

বঙ্গানুবাদ :-

কয়েকটি সেবক দিয়া নরেন্দ্রের অনুসন্ধান করাইলেও সংবাদ পান
নাই। একদিন হঠাৎ শ্রীনরেন্দ্র ঠাকুরের পাদমূলে উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন। ৮

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর অতি করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন। তোমাকে
কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারি নাই। এবং বলিতেও আশঙ্কা
করি। ৯

এইরূপ ভাবে তোমার ভৃত্য আমার মনের আশঙ্কা সর্বদাই হয়।
অর্থাৎ অনবধানতা বা ভ্রমবশতঃ যদি তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি
এইরূপ আশঙ্কা সর্বদাই আমার হয়। ১০

সেই সময়ে, অস্বাভাবিক শিষ্যগণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন
ব্যাপারটা কি ? - এতদ্ব্যতীত ঠাকুর বলিয়াছিলেন আমাদের যাহোক
কিছু একটা কথা হইল। ১১

সেই সময় বহু শিষ্যবেষ্টিত ঠাকুর নরশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রের সম্মুখে তাঁহার
স্বর্গীয় দেবভাবের আলোচনা করিয়াছিলেন। ১২

এই পুণ্ড্র ভারতভূমিতে বহুসংখ্যক সন্তগুরুগণের উপাসনাকারী
দেবতার মূর্তি পূজক আছেন। এবং নিগূর্ণগুরুগণের উপাসনাকারীও
অনেক আছেন। ১৩

সন্তগণ উপাসনার অপেক্ষায় নিগূর্ণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। এইটি
অদ্বৈত মতাবলম্বী বৈদান্তবাদীগণের মত। ১৪

अन्तर्लौलायां १२५ अः

श्रवणान्मननाद्गानान्मुक्तो भवति मानवः ।
 श्योनरेन्द्र स्तुयामृतयाखण्डाहैत भाववान् ॥ १५
 तस्मादेनं दृष्टमात्रं जातां मेऽखण्डभावता ।
 जगदम्बा प्रसादेन तदा दृष्टो मयाध्रुवः ॥ १६
 नरेन्द्राविर्भावकाले स्वर्गाज्योतिरलौकिकः ।
 पतितं कलिकातायां ज्योतिषे वा स्य सम्भवः ॥ १७
 महाराट्प्रोय मिष्टात्रे विद्यते कामना बहु ।
 नाहमस्मि भवद्भोऽपि दास्यामि न कदापि हि ॥ १८
 भक्तिं विघ्नदमाशङ्क्य भक्तेभ्यो न ददास्यहं ।
 ददामि तु नरेन्द्राय शुद्धसत्त्व स्वरूपिने ॥ १९
 ज्ञानाग्निं दग्धं कामस्य विकृतिर्नास्ति कुत्रचित् ।
 नराणां यो भवेदिन्द्रः स नरेन्द्रः प्रकीर्तितः ॥ २०
 भवेन्नरोत्तमो वासो नरावतार ईश्वरः ।
 एवमस्य नरेन्द्रस्य स्वरूपः प्राह ठाकुरः ॥ २१

*Men attain salvation by meditating upon Nirguna Brahma (God void of all virtues). Narendra worships that all pervading Nirgun Brahma. So I revert to the sense of oneness of Divinity as and when I see Narendra. I remember to have seen a fall of luminous body from the sky above Calcutta just before the advent of Narendranath. And I believe that Narendranath was that luminous thing. I never take nor allow

অন্তঃসলীলায়াং ৭২য় অঃ

my disciples to take the sweets offered by the Maharastriyas, because these are offered with some purpose, and affect purity of mind. I however allow Narendra only to take these sweets because his divine knowledge has burnt away all his earthly desires and his purity of mind cannot be impaired in any way. He is called Narendra because he is the best of all men, or Narayan or God in the shape of a man." Such was the true self of Narendra as explained by Thakur. 15 to 21

বঙ্গানুবাদ :—

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নিগূর্ণ ব্রহ্মের শ্রবণ মনন ও ধ্যানাদির দ্বারা মানবগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। সেইরূপ নরেন্দ্র অখণ্ড ও অব্যেত সাধন বিশিষ্ট। ১৫

অতএব এই নরেন্দ্রকে দেখিলেই আমার অখণ্ড ভাবের উদ্বোধ হয়। না জগদম্বার কুপার আমি সেই সময়ে একটি আশ্চর্য্য দেখিয়া-ছিলাম অর্থাৎ নরেন্দ্রের অবির্তাবের সময়ে স্বর্গ হতে একটি মহান জ্যোতিঃ স্বরূপ পদার্থ কলিকাতায় পতিত হইয়াছিল অতএব জ্যোতি দ্বারাই এই নরেন্দ্রের আবির্ভাব। ১৬/১৭

মহারাত্রীদ্বর্গের প্রদত্ত মিষ্টান্নে বহুতর কামনা থাকায় সেই সকল মিষ্টান্ন আমি খাই নাই এবং তোমাদিগকেও দিই নাই। ১৮

অন্ত্যলোলায়াং ৭২য় অঃ

ভগবন্ত্তির প্রতিকূল মনে করিয়া ভক্তবর্গ মধ্যে কাহাকেও দিই
নাই। কিন্তু শুদ্ধমত্ত্বরূপ অর্থাৎ প্রাকৃত ভাব রহিত নির্মল স্বভাব
নরেন্দ্রকেই দিয়া থাকি। ১৯ .

কারণ জ্ঞানায়ি দ্বারা বাহার সর্ব কামনা দক্ষ হইয়াছে তাঁহার
বিকৃত ভাব কিছুতেই হয় না। ইহা প্রব সত্য। নর সকলের মধ্যে
যিনি সর্বোত্তম তিনিই নরেন্দ্র পদবাচ্য ইহাই জ্ঞানিদিগের সিদ্ধাস্ত
মত। ২০

অথবা নরেন্দ্র শব্দের অর্থ নরোত্তম ভগবান। অথবা নরাবতার
ঈশ্বর স্বরূপ নরেন্দ্র এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা
করিয়াছিলেন। ২১

অন্যচ্চ শ্রীনরেন্দ্রস্য মহাত্ম্য' সমবর্ণীয়ত্ ।
কেশবচন্দ্র সেনস্য সমীপে ঠাকুরঃ স্যৎ ॥ ২২
অস্মি তত্র নরেন্দ্রোপি বহুভিঃ গুরু বন্যভিঃ ।
মৌ কেশব মহাভাগ জগদম্বা পসাদনঃ ॥ ২৩
একামলৌকিকৌ শক্তি' লব্ধা ত্ব' বহুমানবান্ ।
ভবসি বক্তৃতাদানৈঃ পাণ্ডিত্য' বিদ্যতে তব ॥ ২৪
কিন্ত্বস্য শ্রীনরেন্দ্রস্য মহামায়া পসাদনঃ ।
অষ্টাদশ মহাশক্তি'রস্মি হ্যভ্যন্তরে সদা ॥ ২৫
শুভৈব' শ্রীনরেন্দ্রস্তু লজ্জিতো'ভূষ্যহামতিঃ ।
কিন্তু কেশব সেনো'য়' গুণগাছো সুপণ্ডিতঃ ॥ ২৬
সানন্দমবদত' বৈ মৌ নরেন্দ্র বিচক্ষণ ।
নবহৃন্দাবন' নাম রচিত' নাটক' ময়া ॥ ২৭
অভিনয়ো ভবেত্তস্য সন্ন্যাসি বৈশ ধারণ' ।
কৃৎবা তত্র পাঠকার্য্য' কুরু চৈব' মমাগচ্ছঃ ॥ ২৮

अन्तर्लौलायां १२५ अः

ছিলেন। কিন্তু গুণগ্রাহী সুপণ্ডিত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় আনন্দের সহিত নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন ওহে সর্ব পাপদর্শী নরেন্দ্র আমি নব-বুন্দাবন নামক একটি নাটক রচনা করিয়াছি। ২৬।২৭

এবং সেই নাটকটির শীঘ্রই অভিনয় হইবে তুমি সন্ধ্যাগৌর বেশ ধারণ পূর্বক পাঠ কার্য্য কর হৈশ আমাব বিশেষভাবে হেঁচা। ২৮

तद्दिने तत्र सङ्गम्य ठाकुरो नन्दितोऽभवत् ।
 परन्तु तद् देशेनैव वारमेकं स याति चेत् ॥ ३८
 सन्निधौ त्वां प्रपश्यामि श्रीनरेन्द्रः प्रियो सम ।
 श्रीनरेन्द्रः समुद्दिश्य पुनरन्यदिनेऽब्रवीत् ॥ ३९
 द्वादश वर्षं वर्षं शाभावेऽपि कृषको न हि ।
 कृषिकार्यं परित्यक्तं शक्नोति तत् स्वभावतः ॥ ४०
 तद्रूपस्य नरेन्द्रस्य मातुर्मातुष दुःखितां ।
 श्रुत्वान्नबोध्यहं त्वं वै गच्छमातुर्हं मम ॥ ४१
 पूरयिष्यति ते माता प्रायणां भवतारिणी ।
 कर्णयोरङ्गुलिं दत्त्वा श्रुत्वापि न शृणोत्यसौ ॥ ४२
 सङ्गम्य सम्मुखं मातुः साश्रुनेत्रः कृताञ्जलिः ।
 वदत्येव देहि मद्यं वैराग्यञ्च विवेकितां ॥ ४३
 स्वप्नं सन्त्यज्य शर्व्वार्थां सन्ततं संवदन्नसौ ।
 मातुस्त्वह्नितायेत्येवमधुना निद्रितोऽभवत् ॥ ४४

Thakur was present during the performance of the drama and he was so pleased to see the role of Narendra in the guise of the ascetic that

অন্তরলোভায়া ৭২য় অঃ

he entreated Narendra to appear at Dakshineswar in that make-up. On another occasion Thakur said to Narendra, "The peasants do not give up agriculture even though rains do not fall for twelve years. I advised Naren to pray to the Goddess for relief from his family troubles and pecuniary hardship. But he prayed with folded hands and tearful eyes only for divine wisdom and freedom from all earthly bondage. All night long he only prayed saying. "Oh mother, Thou art Tara." Now he is lying 'asleep.'" 29 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে সেই অভিনয়ের দিন ঠাকুর সেই স্থানে স্বয়ং বাইয়া নরেনের সন্ন্যাসীর পাঠ শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন পরন্তু নরেন্দ্রকে বলিয়া-
ছিলেন তুমি ঐরূপ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া যদি আমার দক্ষিণেশ্বরে
একবার যাও তবে তোমাকে দেখিয়া তৃপ্তিস্নাত করিব যেহেতু তুমি
আমার অতি প্রিয় শিষ্য। ২৯

ঠাকুর অশ্রু এক দিন নরেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ১২
বৎসর যদি কৃষ্টি না হয় তাহা হইলেও কৃষকের স্বভাব বশতঃ কৃষক
কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারে না। ৩০।৩১

তদ্রূপ নরেন্দ্রের মাতার কণ্ঠ শুনিয়া বলিলাম। নরেন তুমি আমার
মাতা জগদম্বার গৃহে যাও প্রার্থনা কর আমার মাতা তোমার প্রার্থনা
নিশ্চয় পূরণ করিবেন। কর্ণে অঙ্গুলি দিবার মত নরেন আমার কথা
শুনিয়াও শুনিল না। ৩২।৩৩

অন্তঃসৌন্দৰ্য্যং ৭২৭ অঃ

যদিবা মাতাৰ গৃহে বাহিল মাতাৰ সম্মুখে গমন পূৰ্ব্বক অৰ্দ্ধ নৱনে
কৃতান্তলিপুটে বলিলেন হে মাতাঃ আমাৰ মঙ্গল দায়ক বৈৰাগ্য এবং
বিবেক দাও এইকপ বলিত টোককডি ভিকা কৰিত না। ৩৪

এই নৱনে সমস্ত ৰাজি জাগিয়া “মাতা হুংহিতাৱা” এই কথাই
বলিত। সম্প্ৰতি প্ৰাতঃকালে নিদ্রিত হইয়া আছে। ৩৫

উপাধি পদকৈঃ মাৰ্জ্জং সুদ্রামি বা ন লব্ধৱান্ ।
তথাপ্যাঙ্কল ভাষায়ামল্যন্তমধিকাৱান্ ॥ ৩৬
দাৰ্শনিকী ছাৰ্ভাট নামা পাখ্যাত্য পণ্ডিতী মছান্ ।
তদেগীয় সুপসিদ্ধ কবি পেন্‌স্‌সার ধীমতা ॥ ৩৭
ৰচিতোত্তম কাব্যস্থানুৱাদাৰ্য্যং সমুৎসুকঃ ।
সানুনয়জানুৰুধ্য নৰিন্দ্র শাস্ত্ৰবিত্ পৰ ॥ ৩৮
স্বহস্ত লিখিত পত্ৰ প্ৰেৰয়ামাস তং পতি ।
তত্রৈব লিখিত তেন ছাৰ্ভাটেন মহাত্মনা ॥ ৩৯
• ইতঃপূৰ্ব্বং মৰুতুত্বং ইং ৰাজী ৰচনা ময়া ।
যতঃ কুত্ৰাপি ন দৃষ্টা সুতৰাং ভৱতা ছত্ৰাত ॥ ৪০
অনুৱাদান্নহানন্দং প্ৰাপ্স্যামি নাট্য সংযয়ঃ ।
সম্ভাষ্যসো টমাৰ্চ কেম্পিষ্ ইমিটেশনপ্ কাইট ॥ ৪১
অন্যস্যেগানুশৰণং নাম দত্তা সুধীৱৰঃ ।
চকাৰ ৰচিৱথং ইগানুৱাদোচ্চনুত্তমঃ ॥ ৪২

Narendra could not obtain his Degree with any scholarship but he acquired remarkable efficiency in English. Herbert, a famous western philosopher, was very eager to get a poem of

अमृतमौलीया १२मं अः

Spenser translated. For this purpose he wrote to Narendranath, "I have never seen such a beautiful composition in English as yours. I shall be very happy if the translation is rendered by you." Narendra did it very admirably. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

নরেন্দ্র পদক বা বৃত্তির সহিত উপাধি বা সার্টিফিকেট না পাইলেও ইংরাজী ভাষায় খুব ভালভাবে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল। ৩৬

হার্ভার্ট্ নামে একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক মহাপণ্ডিত পাশ্চাত্য দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি শেন্সার নামক পণ্ডিতের রচিত একটি অতি উত্তম কাব্যের অনুবাদের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া হার্ভার্ট সাহেব ইংরেজী শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী নরেন্দ্রকে অনুন্নয় বিনয় পূর্বক অনুরোধ করিয়া স্বহস্ত লিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন। এবং সেই পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল।

ইতিপূর্বে আপনার মত ইংরাজী ভাষায় রচনা কোথাও একরূপ দেখি নাই। অতএব আপনার কৃত অনুবাদ হইতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই বহিটির নাম সন্ন্যাসী টমাস্ কেম্পিস্ ইমিটেশন্ অফ্ জর্জাইট। ৪০।৪১

ইহার ব্যাখ্যা গ্রন্থের (ইশামুশরণ) নাম দিয়া নরেন্দ্র এই গ্রন্থের একটি অতি উত্তম অনুবাদ করিয়াছিলেন। ৪২

यस्य पाठक्षेत्रे साक्षाद् अन्यपाठममी भवित् ।

सङ्कीर्त विद्ययैनेन रचितं यत् सुप्रसूक्तं ॥ ४३

अन्तर्लोलाया' १११ अः

सङ्गीतज्ञैर्बहुजनैः कृतमस्य प्रशंसनम् ।
 अस्य संस्कृत भाषायां पोष्यावस्था यदा तदा ॥ ४४
 योऽधिकारः सुसज्जातो व्याख्यात' तेन सुन्दर' ।
 सांख्य वेदान्तादि शास्त्रं यत्र ब्रह्म प्रगीयते ॥ १५
 ब्रह्मैवहस्तिरूपोऽभूदस्तिपकोऽपि तद्विधः ।
 ठाकुरस्यास्य वाणोनां भावार्थवोध हेतवे ॥ ४६
 दिनत्रय' समाधिस्थोऽभवद् योगीश्वरो महान् ।
 शास्त्रज्ञानं साधनञ्च श्रीनरेन्द्रस्य योगिनः ॥ ४७
 भवेदलोकिकं सर्वमेकान्त गुरु भक्तिः ।
 गुरोर्नीलावसानेऽसौ काशीधाम्नि यदा स्थितः ।
 वावाजी द्वारका दास भक्तस्यायममन्दिरं ।
 पवित्रेऽस्मिन्नसिचित्रे भूदेव चन्द्र नामकः ॥ ४८

He reproduced successfully the idea of the original in his translation. He also wrote a good book on music, and it was highly appreciated by great musicians. The knowledge of Sanskrit which he acquired in his student life was sufficient to enable him to beautifully explain the meaning of the Vedas, the Vedanta and other branches of philosophy, which propounded, "Nothing exists but God." To understand the meaning of Thakur's saying, "The elephant and

অন্যান্যনীলায়াং ৭২য় অঃ

its pilot are one and the same thing," Narendra remained absorbed in deep meditation for three days at a stretch. His devotion to Thakur was the root cause of his success in the intellectual and spiritual fields. After the demise of Thakur while Narendra was staying at the residential institution of Babaji Dwarkanath in Benaras, Bhudev chandra Chattopadhyaya was quite charmed with Narendranath's lecture on religious topics.

43 to 49

বঙ্গানুবাদ :—

অর্থাৎ যে অনুবাদের পাঠের সময়ে সাধুগণ গ্রন্থ পাঠের মত বোধগম্য হইত। এবং নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত বিষয়েও একটি উত্তম পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; ৪৩

বহুতর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞজনগণ যে পুস্তকটির ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়াছেন। নরেন্দ্রের পাঠ্যাবস্থায় সংস্কৃত ভাষায় যে অধিকার পাইয়াছিলেন। তাহাতে বেদ বেদান্তাদি ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে করিতেন। যাহার প্রতিপাত্ত ব্রহ্মবস্তু। ৪৪।৪৫

হস্তি ও হস্তি চালক ইহারা উভয়েই নারায়ণ স্বরূপ। ঠাকুরের এই কথাটি উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ যোগী নরেন্দ্র তিন দিন সমাধি অবস্থায় ছিল। যোগী নরেন্দ্রের অতুল্য গুরুভক্তি বশতঃ শাস্ত্রজ্ঞান বা সমাধি সমস্ত কার্যই অলৌকিক ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ৪৬।৪৭

জন্মান্ভাষায়া' ৭২য় অঃ

ঠাকুরের সীলার অবস্থানে এই নরেন্দ্র ৬কালীধামের বাবাভী
ঘরকানাথ দাস ভক্তের আশ্রমে ছিলেন তত্ৰহ পবিত্র অসি ঘাটের
বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিত ভূদেব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুপণ্ডিত
নরেন্দ্রনাথের ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া । ৪৮।৪৯।৫০

মুখ্যোপাখ্যায়ীপাণ্ডিতী ধনু বিজয়াত পণ্ডিতঃ ।
নরেন্দ্রস্য ধর্মগোষ্ঠা অগ্ন্যা যবণতঃ মুখ্যঃ ॥ ৫০
অত্যন্ত বিস্মিতী মূর্ত্বা যদসং সাদর' বচঃ ।
সরকার বাছাদুরম্যাস' বিদ্যাগৌরবমণ্ডিতঃ ॥ ৫১
শিষ্টানিয়ামকপট' পাপবাননি দুর্নাম' ।
কিন্তু ময়া ন পঠিত' যচ্ছাস্ত্র' তদপি ত্বয়া । ৫২
বিগদোক্তব্য ব্যাখ্যাত' গর্হ্যো মে তেন পণ্ডিতঃ
প্রীতোঃস্মি নিবরামস্য তত্র পাণ্ডিত্য দর্শনাৎ ॥ ৫৩
তুভ্য' ভারতরত্নাখ্যমুপাধি' মম্বদত্তশানু
আগীর্জাট' দদামিত্বামানন্দ মনসাচ্ছ' । ৫৪
মর্ঘ্যযেহ মানসস্ত' ময় ভারত মুতলৈ
যজ্ঞনা' ধর্মগোষ্ঠাণামত্যন্ত বয়মদ্যব ॥ ৫৫
অধ্যয়নমধ্যামস কথ' মথবত লজ্জ ।
পবমুখঃ শ্রীনরেন্দ্রঃ প্রত্যুদাচ মনিস্কার' ॥ ৫৬

অন্তঃসলীলায়া' ৭২য় অঃ

dition. Your profound knowledge has quite charmed me. I confer upon you the title of "Bharatratna" and bless you that the world will pay homage to you as a super-man. But, how is it that you have acquired such proficiency in so many branches of knowledge at this tender age." 50 to 56.

বঙ্গানুবাদ :—

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নরেন্দ্রকে সমাদর পূর্বক বলিয়াছিলেন ।
আমি বিজ্ঞা গৌরবে ভূষিত হইয়া গভর্ণমেন্ট প্রদত্ত শিকাবিজ্ঞাপনের
অতি দুর্লভ উচ্চপদ লাভ করিয়াছি । ৫১

কিন্তু আমি যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করি নাই তুমি সেই সকল
শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনায়াসে করিতেছ ইহা দেখিয়া আমার অহঙ্কার চূর্ণ
হইল । তোমার পাণ্ডিত্য দেখিয়া আমি আজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম ।

৫২।৫৩

আজ আমি তোমাকে "ভারতরত্ন" নামে একটি উপাধি বা প্রশংসা
পত্র দ্বারা ভূষিত করিলাম । এবং আমি আনন্দ মনে তোমাকে
আশীর্বাদ করিতেছি যে পৃথিবীর মধ্যে একজন মহামানব হ'ও ।
অতি অল্প বয়সে তোমার বহুতর ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অভ্যাস
কিরূপে সম্ভব হয় ? ভূদেববাবু নরেন্দ্রকে এইরূপভাবে প্রশ্ন করিলে
নরেন্দ্র বিস্মৃতভাবে বলিয়াছিলেন । ৫৪।৫৫।৫৬

अन्यलोलायां १२५ अः

ग्रन्थानामोद्य पत्रस्य पत्रस्य चरमस्य च ।
 पङ्क्तिद्वयं प्रपठनात् श्रीगुरोर्नुकम्पया ॥ ५७
 समयं ग्रन्थं मर्मार्थं ज्ञातुं शक्नोमि निश्चितं ।
 न केवलं ममै वैतद् व्रजानन्दं गतस्य च ॥ ५८
 केशवचन्द्र सेनस्य शक्तिरस्ति तथा विधा ।
 तत्कंपञ्चाननादी नामपौष्टकं प्रतिभाश्रुता ॥ ५९
 अष्टाध्यायि सर्वत्रोष्ठ व्याकरणस्य पानिनेः ।
 नास्ति तेषां फणोभाष्ये व्युत्पत्तिरतिरोक्ता ॥ ६०
 वैदिकं ग्रन्थं पाठने नास्ति तेषां सुयोग्यता ।
 परन्तु वैदिकी भाषा बोधगम्या भवन्ति न ॥ ६१
 प्रव्रज्या यममाश्रित्य यदा पर्यटने रतः ।
 महाराष्ट्रे तदैकस्य पानिनि पण्डितस्य च ॥ ६२
 चकाराहमध्ययनं सविधेऽप्यति यत्नतः ।
 किन्तु पानिनि पठने स्वस्या मे नास्ति योग्यता ॥ ६३

Narendranath replied, "By the grace of my preceptor I can have a thorough idea of the subject matter of a book by reading the first and the last lines of the book. Keshab Chandra Sen also is also capable of doing this. Jagannath Tarka Panchanan who was a famous scholar of Triveni had this power also. The scholar who cannot fully learn the critical notes of Panini

অন্তরালোচনা ১২য় অঃ

Vyakarana, called Fani-Bhasya, cannot master Vedic language and so they are not considered capable of going through Vedic books. When I as a Sannyasi was on tour I studied Panini Vyakarana under the tutorship of a Maharashtriya Pandit. He held that I had not the ability to learn such a complicated subject. 57 to 63.

বঙ্গানুবাদ :—

যে কোনও বহির প্রথম পাতা ও শেষ পাতার মাত্র দুইটি লাইন পাঠ করিলেই গুরুর কৃপায় সমগ্র পুস্তকটির মৰ্ম্মার্থ বা গ্রন্থের বিষয় সম্যক রূপে অবগত হইতে পারি। ৫৭

কেবলমাত্র যে আমার ঐরূপ শক্তি আছে তাহা নয় ব্রহ্মজ্ঞ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়েরও ঐরূপ অলৌকিক শক্তি আছে। ৫৮

এবং ত্রিবেণী নিবাসী পণ্ডিতকুল চূড়ামণি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি বহু পণ্ডিতের ঐরূপ প্রতিভার বিষয় শোনা যায়। ৫৯

অষ্টাধ্যায় সর্ব শ্রেষ্ঠ পানিনি ব্যাকরণের ফণীভাষ্যে যেসকল পণ্ডিতের সম্পূর্ণরূপে অধিকার না থাকে সেই সকল পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অধিকার বা যোগ্যতা হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না। ৬০।৬১

আমি যে সময়ে সন্ধ্যাসী হইয়া দেশভ্রমণে বাহিরাছিলাম সেই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে একটি পানিনি পণ্ডিতের নিকটে অতি যত্নের

अन्तर्गतौलायां १२५ अः

महितं पानिनि व्याकरणं पठिष्यामि । किञ्च पानिनि पाठे आमात्रं
किञ्चैव योग्यतां नरे । ७२/७०

इत्येवं मन्यमानः स पण्डित प्रवरस्तदा ।
सोपह्वाममिदं वीक्ष्यमौपद्वास्यपुरःसरः ॥ ६४
उवाच मां समुद्दिश्य साधु सद्ग्रासि मानवाः ।
प्रायेनाहमिक्लापस्ताः कुर्वन्ति निजगौरवं ॥ ६५
पठन्तु फणिभाष्यस्य स्वायत्तीकरणाय हि ।
प्रायो ह्यदयवर्णाणि प्राणपात परित्यजेः ॥ ६६
साकल्यं नावगच्छामि भाष्यभाषा भयद्वरात् ।
अतस्त्वमस्य पठने विशेषावहितो भव ॥ ६७
आकर्ण्यग्राध्यापकं वाचं नरेन्द्रः प्रमुखाच तं ।
यतोऽहमभवन्त्वावस्ताहिमां भवती भवान् ॥ ६८
स्वकीयेच्छानुसारेण पाठं दिशतु भो गुरो ।
यद्यहं भवतादत्तं पाठं नाभ्यमितुं शमः ॥ ६९
तर्हि नाध्यापयेच्छास्त्रं वाचान्ममतिगर्वितं ।
उक्तैव योनरेन्द्रस्तु प्रणम्य पण्डितं सुधीः ॥ ७०

Under this impression he laughed at me and said, "Those who have renounced the world think too high of themselves. In spite of our twelve years' earnest efforts, Fani-Bhasya could not be fully learnt. Be careful to avoid any

অন্তঃলীলায়াং ১২য় অঃ

Vyakarana, called Fani-Bhasya, cannot master Vedic language and so they are not considered capable of going through Vedic books. When I as 'a Sannyasi was on tour I studied Panini Vyakarana under the tutorship of a Maharashtriya Pandit. He held that I had not the ability to learn such a complicated subject. 57 to 63.

বঙ্গানুবাদ :—

যে কোনও বহির প্রথম পাতা ও শেষ পাতার মাত্র দুইটি লাইন পাঠ করিলেই গুরুত্ব ক্রপায় সমগ্র পুস্তকটির মর্ম্মার্থ বা গ্রন্থের বিষয় সম্যক রূপে অবগত হইতে পারি। ৫৭

কেবলমাত্র যে আমার ঐরূপ শক্তি আছে তাহা নয় ব্রহ্মজ্ঞ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়েরও এইরূপ অলৌকিক শক্তি আছে। ৫৮

এবং ত্রিবেণী নিবাসী পণ্ডিতকুল চূড়ামণি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি বহু পণ্ডিতের এইরূপ প্রতিভার বিষয় শোনা যায়। ৫৯

অষ্টাধ্যায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পানিনি ব্যাকরণের ফণীভাষ্যে যেসকল পণ্ডিতের সম্পূর্ণরূপে অধিকার না থাকে সেই সকল পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অধিকার বা যোগ্যতা হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না। ৬০৬১

আমি যে সময়ে সন্ন্যাসী হইয়া দেশভ্রমণে যাইয়াছিলাম সেই সময়ে মহারাষ্ট্রে পেশে একটি পানিনি পণ্ডিতের নিকটে অতি যত্নের

अन्तर्गलोलायां १२३ अः

सहितं पानिनि व्याकरणं पठिष्याहिनाम् । किञ्च पानिनि पाठं आमारं
दिदृष्ट्वै योग्यतां नाहे । ७२।७०

इत्येव' मन्यमानः स पण्डित प्रवरः स्तदा ।
सोपहासमिदं वाक्यमोपदास्यपुरःसरः ॥ ६४
उवाच मां समुद्दिश्य साधु सन्नयसि मानवाः ।
प्रायेनाहमिक्काग्रस्ताः कुर्वन्ति निजगौरवं ॥ ६५
वयन्तु फणिभाष्यस्यस्त्रायत्तीकरणाय हि ।
प्रायो ह्यदशवर्षाणि प्राणपात परिश्रमेः ॥ ६६
साकल्यं नावगच्छामि भाष्यभाषा भयद्वरात् ।
अतस्त्वमस्य पठने विशिषावहितो भव ॥ ६७
आकर्ण्यग्राध्यापकं वाचं नरेन्द्रः प्रत्युवाच तं ।
यतोऽहमभवच्छात्रस्तर्हिमां भवतो भवान् ॥ ६८
स्वकीयेच्छानुसारेण पाठं दिशतु भो गुरो ।
यद्यहं भवतादत्तं पाठं नाभ्यसितुं क्षमः ॥ ६९
तर्हि नाध्यापयेच्छात्रं वाचानमतिगर्वितं ।
उक्तैव' श्रीनरेन्द्रस्तु प्रणम्य पण्डितं सुधीः ॥ ७०

Under this impression he laughed at me and said, "Those who have renounced the world think too high of themselves. In spite of our twelve years' earnest efforts, Feni-Bhasya could not be fully learnt. Be careful to avoid any

অস্তানোক্তায়া ১২ম অঃ

Vyakarana, called Font-Bhasya, cannot master Vedic language and so they are not considered capable of going through Vedic books. When I as 'a Sannyasi was on tour I studied Panini Vyakarana under the tutorship of a Maharashtriya Pandit. He held that I had not the ability to learn such a complicated subject. 57 to 63.

বঙ্গানুবাদ :—

যে কোনও বহির প্রথম পাতা ও শেষ পাতার মাত্র দুইটি লাইন পাঠ করিলেই গুরু কৃপায় সমগ্র পুস্তকটির মর্মার্থ বা গ্রন্থের বিষয় সম্যক রূপে অবগত হইতে পারি। ৫৭

কেবলমাত্র যে আমার ঐরূপ শক্তি আছে তাহা নয় ব্রহ্মজ্ঞ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়েরও ঐরূপ অলৌকিক শক্তি আছে। ৫৮

এবং ত্রিবেণী নিবাসী পণ্ডিতবুল চূড়ামণি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি বহু পণ্ডিতের ঐরূপ প্রতিভার বিষয় শোনা যায়। ৫৯

অষ্টাধ্যায় সর্ব শ্রেষ্ঠ পানিনি ব্যাকরণের ফণীভাষ্যে যেসকল পণ্ডিতের সম্পূর্ণরূপে অধিকার না থাকে সেই সকল পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অধিকার বা যোগ্যতা হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না। ৬০।৬১

আমি যে সময়ে সন্তানী হইয়া দেশভ্রমণে যাইয়াছিলাম সেই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে একটি পানিনি পণ্ডিতের নিকটে অতি যত্নের

अन्तर्ज्ञोनायां १२३ अः

अहित पानिनि व्याकरण पड़िशाहिलाम । किञ्च पानिनि पाठे आमार
किछुहे योग्यता नहि । ७२/७७

इत्येव' मन्यमानः स पण्डित प्रवर स्तदा ।
सोपह्वानमिदं धौष्यमौपहास्यपुरःसरं ॥ ६४
उवाच मां समुद्दिश्य साधु सद्ग्रासि मानवाः ।
प्रायेनाहमिक्काग्रस्ताः कुर्वन्ति निजगौरवं ॥ ६५
वयन्तु फणिभाष्यस्यस्त्रायत्तीकरणाय हि ।
प्रायो ह्यदगवर्जानि प्राणपात परित्यजैः ॥ ६६
साकस्य' नावगच्छामि भाष्यभोषा भयङ्करात् ।
अतस्त्वमस्य पठने विशेषावहितो भव ॥ ६७
आकर्ष्याध्यापकं याचं नरेन्द्रः प्रत्युवाच तं ।
यतोऽहमभव'च्छात्रस्ताहिमां भवती भवान् ॥ ६८
स्वकीयेच्छानुसारेण पाठं दिशतु भो गुरो ।
यद्यहं भवतादत्तं पाठं नाभ्यमितुं क्षमः ॥ ६९
नहि नाध्यापयेच्छात्रं वाचालमतिगर्वितं ।
उक्तैव' श्रीनरेन्द्रस्तु प्रणम्य पण्डितं सुधीः ॥ ७०

Under this impression he laughed at me and said, "Those who have renounced the world think too high of themselves. In spite of our twelve years' earnest efforts, Fani-Bhasya could not be fully learnt. Be careful to avoid any

অন্ত্যলীলায়াং ১২য় অঃ

diversion while going through Fant-Bhasya." I I challanged him saying, "You may put me to a test and if you find me unable to fully learn any difficult lesson, you may cease to teach me."

64 to 70

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ মনে করিয়া সেই মহাপণ্ডিত যুহু হস্ত করিয়া আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপ উপহাস বাক্য বলিয়াছিলেন। ৬৪

সাধু সন্ন্যাসী মানুষসকল প্রায়ই অত্যন্ত অহংকারী হইয়া নিজের গৌরব অর্থাৎ আমরা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানব এইরূপ ভাবিয়া থাকেন। ৬৫

আমরা ফণীভাষ্য বিশেষ ভাবে বুঝিবার জ্ঞান প্রায় ১২ বৎসর প্রাণপাত পরিশ্রমের দ্বারাও ভাষ্যের ভাষা অতি কঠিন বশতঃ সমগ্র ফণীভাষ্য বুঝিতে পারি নাই। অতএব তুমি এই ফণীভাষ্য পড়িবার সময়ে খুব সাবধান হও। অর্থাৎ অগ্নি কোন দিকে মনোনিবেশ না করিয়া একাগ্রচিত্তে পড়। ৬৬।৬৭

অধ্যাপকের এইরূপ কথা শুনিয়া নরেন্দ্র পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন আপনার যদি ছাত্রের প্রতি এইরূপ সন্দেহ নিশ্চিত হয় তাহা হইলে আপনি আমাকে আপনার ইচ্ছামত বিশেষভাবে কঠিন পাঠ দিয়া দেখুন আপনি যে পাঠ দিয়াছেন আমি তাহা আয়ত্ত করিতে পারি কিনা ? যদি না পারি তবে এই বাচাল এবং অত্যন্ত গর্বিত ছাত্রকে পড়াইবেন না। এই কথা বলিয়া বুদ্ধিমান নরেন্দ্র পণ্ডিতের পদধূলি লইয়া।

अन्तरालोत्तरायां १२श अः

तपोयोगं समाश्रित्याधीतवान् शास्त्रमुत्तमं ।
 सभाय पानिनि ग्रन्थं कण्ठस्यमकरोत् सुधीः ॥ ७१
 असाधारण धोगतया मासेनैकेन स तदा ।
 दृष्ट्वैव पानिनि गुरु खदत्तं सुविस्मितः ॥ ७२
 न त्वं साधारणो लोकः शिष्या तव विदुष्वना ।
 ततः स्वास्मादिनिष्क्रान्तो गतशानीप्सिता दिशः ॥ ७३
 चित्र शिल्पिप्रधानस्य तदानीं रवि वर्गिणः ।
 दृष्ट्वलिखं मद्वायोगी चित्रदीपमदर्शयत् ॥ ७४
 तं तदा व्रीडितो भूत्वा शिल्पी सप्रहमव्रयोत् ।
 प्रवमस्मिन् शिल्पि कार्यं सिद्धि लाभं गतो भवान् ॥ ७५
 श्रुत्वैव शिल्पिनो वाक्यं तदातेन मद्वात्मना ।
 उक्तमनुत्तमं वाक्यं कालिदासस्य भाषणं ॥ ७६
 राजानं विक्रमादित्यं पुरोवाच कवि यया ।
 देवगुरु प्रसादेन जिह्वामे मे सरस्वती ॥ ७७

With the help of uncommon spiritual power Narendranath committed to memory the entire Panini Vyakarana with Fani Bhasya in a month. On seeing this uncommon power of Narendranath, his teacher became greatly surprised and said. "Oh Narendra you are not an ordinary man. You come to learn only to imitate the practice of

others." Narendra left the place. While on tour, he pointed out a defect in the picture of Ravi Verma. Ravi Verma was greatly surprised at his great artistic power. Narendranath, in reply, only repeated what the poet Kalidas said to the king. "Oh king, by the grace of God and my preceptor, Goddess Saraswati abides in my tongue."

71 to 77

বঙ্গানুবাদ :—

তপস্বীযোগ আশ্রয় পূর্বক সেই পানিনি ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এবং সেইসময় বুদ্ধিমান নরেন্দ্র অসাধারণ প্রতিভাবলে এক মাসের মধ্যে ফনীভাষ্যের সহিত সমগ্র পানিনি গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ৭১

এইরূপ ভাবে নরেন্দ্রের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া পানিনি গুরু অত্যন্ত আশ্চর্য্যাবিত হইয়া বলিয়াছিলেন ওহে নরেন্দ্র তুমি সাধারণ মানুষ নয় শিক্ষা তোমার লোকানুকরণ মাত্র। ৭২

তৎপরে নরেন্দ্র সেইস্থান হইতে তাঁহার ইচ্ছামত অগ্ৰত্ৰ যাইয়া মহাযোগী নরেন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী রবি বর্মার একটি ফটো দেখিয়া সেই চিত্রটির দোষ দেখাইয়াছিলেন। ৭৩ ৭৪

তখন রবি বর্মা শিল্পী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বলিয়াছিলেন। শিল্প কার্যে আপনি নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শিল্পীর কথা শুনিয়া মহাত্মা নরেন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের উক্তিরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। ৭৫ ৭৬

अन्तरलीलायां १२४ अः

बहू पूर्वे कविचूडामणि कालिदास राज्ञा विक्रमादित्यादेः बाह्य
बलिग्राहिणेन तांश्च एहेक्षणं महाराज ! देवता एवम् शुकं कृपाय
आमारं विश्वाय अष्टौ नवयती आह्वेन । ११

सर्वं जानामि तेनाहं भानुमत्या स्तिलं यथा ।
यस्मिन् ब्रह्मणि विज्ञाते विज्ञातं हि चराचरं ॥ ७८
साधकस्य भवत्येव वेदानुवचनेन हि ।
तथा ज्ञातं नरेन्द्रस्य श्रीगुप्तेरनुकम्पया ॥ ७९
पटुत्वं सर्वविद्यासु विगेषेण महत्तरं ।
सर्वत्र सर्वदा तस्य जिज्ञासो भाति भारती ॥ ८०
एकदीप्तं ठाकुरेण श्रुत्वा यत्नं यत्नं मम ।
आगत्यात्र मया सर्वं दाग्निकाः सुपण्डिताः ॥ ८१
तर्कारम्भस्य प्रागेव श्रुत्वा मम भाषणम् ।
निरुद्धवाक्यं मामर्थानुष्ठीं सन्ति सुविस्मिताः ॥ ८२
किंत्वसौ दिव्यं धीशक्त्या प्रायः सम्यत्प्रवृत्तः ।
तर्कयति मया सर्वं नाना वादयुक्तैर्भगं ॥ ८३
मन्ये ममास्था लोलायाः प्रचारार्थं स्वयं हरिः ।
रामदासः समीपात् श्रीराम पार्षदो महान् ॥ ८४

"By virtue of my divine power I have spoken
out the secret just as the secret black spot of the
Queen Bhanumati was revealed by Kalidas. He
who knows God knows everything. By the grace

অন্তরলীলায়াং ৭২গ অঃ

of my preceptor Goddess Saraswati abides in my tongue and I have become omniscient. Once Thakur said, "Oh my devotees, listen to me. Many great learned men come here to debate with me, But they remain speechless on hearing what I had to say before they start. But this young man Narendranath always argue with me by holding firmly his atheistic views. I think, he has come with the mission of preaching my views with the devotion of Hanuman to Lord Ram-chandra." 78 to 84

বঙ্গানুবাদ :—

সেই শক্তিবলেই আমি সর্বজ্ঞ এবং রাণী ভানুমতীর গোপনীয় হানের তিলের বার্তা বলিয়াছি। যে ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞানে তাঁহার জগতের সমস্ত বস্তুই জানা হয়। ৭৮

সাধকের বেদবাক্য অমুসারে সমস্তই জানা হয় সেইরূপ আমারও শ্রীগুরু কৃপায় সর্বদা সদস্বতী জিহ্বাগ্রে প্রকাশিত বশতঃ আমিও সর্বজ্ঞ হইয়াছি। ৭৯/৮০

একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন ওহে আমার প্রিয় ভক্তবর্গ তোমরা সকলে আমার কথা শোন। এই দক্ষিণেশ্বরে অনেক ভাল ভাল পণ্ডিত আসিয়া আমার সহিত তর্ক আরম্ভ করিবার পূর্বেই আমার কথা শুনিয়াই আশ্চর্য্যাম্বিত হইয়া কোনরূপ কথা বলিতে না পারিয়া সকলেই চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। ৮১/৮২

অন্যলোঁতায়া ৭২য় অঃ

কিন্তু এই নবোদ্ভূত অলৌকিক বুদ্ধির বলে আর দুই বৎসর হইল
নানাপ্রকার নাটিক মত অবলম্বন করিয়া আমার সহিত অতিশয়
তর্ক করিতেছে। ৮৩

মনে হয় আমার এই প্রকট লীলার প্রচাদের জন্য ত্রীরাগচন্দ্রের
সর্বশ্রেষ্ঠ পার্শ্বদ স্বয়ং মহাবীর রামদাস হনুমান আনিয়া উপস্থিত
হইয়াছেন। ৮৪

অস্যৈব দেবতুল্যস্য নরেন্দ্রস্য প্রবেষ্টয়া ।
পৃথিষ্ঠ্যাং পূর্য্যতায়া মে প্রকাশঃ প্রঘরিষ্যতি ॥ ৮৫
এতদর্থং মহমপি নরেন্দ্রায়াতিমানুপোঁ ।
প্রযচ্ছামি মহাশক্তিঁ যযা সর্ব্বজয়ী भवेत् ॥ ৮৬
কেবলং মম কার্য্যার্থং মহামায়া বিমোহিতঃ ।
নান্যত্র গমনে শক্তিঁ স্বশক্তিঁ নাথ বুদ্ধবান্ ॥ ৮৭
স্কোদরং পূরয়িত্বাযং খাদিতুং চমতে যদি ।
নূতনং স্বমতচ্ছকং স্যাপয়িষ্যতি নিখিতং ॥ ৮৮
শ্রীনরেন্দ্রং যদাপশ্যত্ বাশা পাশোহারো নামকঃ ।
মাজীপুর প্রদেশস্য মহাযোগী তদাবদত্ ॥ ৮৯
ভগবদম্বতারৌঃ গুণাশাস্য মহত্তরঃ ।
অস্য ভক্ত্যম্বনা বাক্ষ্যন্ত সর্ব্বদা মে সুপ্রায়তে ॥ ৯০
দারিদ্র্য পালিতা লোকাঃ পরদুঃখৈন কাतरাঃ ।
भवन्तीति न्यायवशान्नরেন্দ্রো यदि पश्यति ॥ ৯১

"It is due to the earnest efforts of Narendra
that my manifestation will receive wide publicity

অন্যসীলারা ১২য় অঃ

in the world. So I have bestowed upon him the divine power which will enable him to win over the world. If Narendra had no poverty he could open up a new horizon in the religious world. He has however been attracted by the Goddess to serve my purpose. He is ignorant of his own unlimited power." It was also said by Powhari Baba, a yogi living at Gajipur that Narendra was gifted with divine power, and that his chidings were pleasing. Like those who were born and brought up through poverty, Narendra would take pity on the misery of others. 85 to 91

বঙ্গানুবাদ :—

এই দেবতুল্য নরেন্দ্রেরই একমাত্র চেষ্টিয় এই পৃথিবীতে আমার পূর্নাবতারের প্রকাশ প্রচারিত হইবে। ৮৫

এই জগৎ আমিও নরেন্দ্রকে দৈবী মহাশক্তি দিয়াছি। যে শক্তিতে নরেন্দ্র পৃথিবী জয়ী হইবে। ৮৬

যদি এই নরেন্দ্র পেট ভোরে ঝাইতে পাইত তাহা হইলে এই পৃথিবীতে একটি নূতন মন্ত স্থাপন করিতে পারিত। কেবলমাত্র আমার কার্য্যের জন্তই নরেন্দ্র মহামায়া দ্বারা বিমুক্ত হইয়াই অল্প কোথাও যাইতে পারিতেছে না। এবং নিজের শক্তি যে কত বড় তাহাও বুঝিতে পারিতেছে না। ৮৭, ৮৮

অন্তরীক্ষায়াং ৭২য় অঃ

পাণ্ডহারী বাবা নামে গাজীপুর নিবাসী মহাযোগী যে সময়ে নরেন্দ্র-নাথকে দেখিয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন এই নরেন্দ্র ভগবানের অবতার ইহার গুণ অতি বড়। এবং এই নরেন্দ্রের ভক্তগণ বাক্যও আমায় শ্রবণ দান করে। ৮৯।৯০

দাশিপ্রপালিত লোক সকল প্রায় পরস্পরে কাতর হয়। এইকপ একটি প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি থাকায় নরেন্দ্র যদি নিজের লোকই হউক বা অপর লোকই হোক তাহাদের দুঃখ দেখিলেই নরেন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিতেন।

৯১

আতুরং স্বং পরং বাসী ক্রন্দনং কুরুতে ধ্রুবং ।
 তদুঃখ মীচনার্থায় চকারাধনং হরিঃ ॥ ৮২
 অলৌকিকো গুরোর্মুক্তি রীতুগৃহ্যো ন কেনচিত্ ।
 যদারত স্তপস্যায়াং যোনরেন্দ্রো হিমালয়ে ॥ ৮৩
 গঙ্গাধরস্য পোড়াভিরত্বন্তং দুঃখিতোঃ ভবত্ ।
 যেন তদ্বৈরাগ্যমাবঃ সুদূরং গতবাস্তদা ॥ ৮৪
 পরন্তু তং সমুদ্বিষ্ট তেনোক্তং সুমহাত্মনা ।
 যদ্যহং জীবনং দত্ত্বা গুরুভ্যর্থং কস্যচিত্ ॥ ৮৫
 কেশস্য রক্ষণে শক্তি মবামি তেন মে ধ্রুবং ।
 কোটি জন্ম তপস্যায়াঃ ফলমেব ভবিষ্যতি ॥ ৮৬
 তপসঃ কণ্ঠকাযুযং যতো মে স্নেহমাগিনঃ ।
 স্যাস্থ্যামি যদ্যহং সর্গং গুরুভ্যঃ গণৈরহো ॥ ৮৭
 এবমুক্তা ততোঃ স্যাকং মায়াং সংক্ৰিয় সাধকঃ ।
 স্বীকৃত্য হৃতিমা কামং পদব্রজে কৈবল্য ॥ ৮৮

অন্তঃলীলায়া ৭২য় অঃ

He would pray to God to remove miseries of the suffering people, known or unknown, whom he happened to come across. His devotion to his preceptor was also unparalleled. When Narendra was doing panance in the Himalayas, he became so sorry at the news of illness of Gangadhar that he ceased to do his penance and sent this message to him, 'If I am able to save a bit of his hair at the cost of my life, I shall deem that I have got the fruit of my accumulated merit acquired in millions of my previous births.' Afterwards he said, "Love and affection are hindrances to penance. If I keep company with my fellow brothers and become moved by their worries, I shall have to give up my penance." So saying he went away all alone on a tour throughout India. 92 98

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই সকল দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। ৯২

নরেন্দ্রের মত একপ গুরুভক্তি কেহ কোথাও দেখেন নাই। যে সময়ে নরেন্দ্র হিমালয়ে উপস্থায় নিযুক্ত ছিলেন। ৯৩

সেই সময়ে গুরুতাই গঙ্গাধরের দেহদীড়ার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত

অন্তরলোলায়া' ৭৭ম জ:

হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে নরেন্দ্রের তপস্শা ও বৈরাগ্য একপ্রকার
নষ্ট হইয়াছিল। ৯৪

পরন্তু সেই গঙ্গাধরের উদ্দেশ্যে মহাত্মা নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন। যদি
আমি আমার গুরু ভ্রাতার এক গাছি কেশ বন্ধনেও সমর্থ হই তাহা
হইলে আমি নিশ্চয় জানিব যে আমার কোটি জন্মের তপস্শার ফল
নিশ্চয় হইল। ৯৫।৯৬

তপস্বী ব্যক্তির স্নেহই তপস্শার কণ্টক স্বরূপ। অতএব আমি যদি
গুরু ভ্রাতৃবর্গের সহিত এক সঙ্গে অবস্থান করি এবং তাহাদের দুঃখে
কাতর হই। তাহা হইলে আমার তপস্শা হইবে না নরেন্দ্রনাথ এই
কথা বলিয়া আমাদিগের মায়ী কাটাইয়া আকাশবৃষ্টি অবলম্বন পূর্বক
কেবলমাত্র পদভ্রজে। ৯৭।৯৮

সম্পূর্ণ্য' ভারত' ঘর্ষ' পর্য্যটামীতি সংঘদন্ ।

যোগাসনাদি যত্কিঞ্চিৎ সর্বং সন্তজ্য তত্চক্ষাৎ ॥ ৮৮

অদৃশ্যতাং গতঃ সাধুঃ কৈনাপি ন বিলচিৎ ।

তুচ্ছোক্ত্য গীতবাত রৌদ্র চ্ছট্যাদিজাং ব্যথাং ॥ ১০৬

অবসন্ন শরীরযোত প্রাপ্য দেবালয়' সুধীঃ ।

অথবা তরুমূলস্থ নিদ্রাং যাতি সুখে ন সঃ ॥ ১০৭

কৈবল্য' সম্বলন্তম্য গীতমেজ' শুমপ্রদ' ।

দরদ নাজানকৈ মৌর্য আপ্না রাম দেখীয়ালী ॥ ১০৮

মুঁচ্চিস্তমতৌ বৈরাগ্যস্য প্রতীকঃ পাবকোপমঃ ।

শনৈ শনৈ ভগবতো গুরোর্বর্ণিঁ প্রচারয়ন্ ॥ ১০৯

রাজপুতনাথ্য দেশে খেতড়ী নাম ঘটন' ।

প্রবিষ্টবান্, পাদচারী সম্রাটী ব্রহ্ম ভাবনঃ ॥ ১১০

অন্তঃশ্রোতায়াং ৭২য় অঃ

एको नरः समायातः साधुः सुप्रियदर्शनः ।

तत्रस्थ भूपतिर्धैব' श्रुत्वाग्रह' समन्वितः ॥ ৭০৫

He gave up his holy services and yogic practices and disappeared. He did not care the hardship caused by cold, sun and shower and storm. When he felt himself exhausted, he would take shelter in a temple or under a tree and sleep happily. He had only one thing to depend upon. It was a song. Being free from all earthly attractions he went on his journey preaching the message of his preceptor. By and by he reached the town of Khetri in Rajputana. When the king of that place heard that a Sadhu of a very charming appearance had come there, he welcomed Narendra with great respect to his own palace.

99 to 105

বদান্তবাদ :—

সমগ্র ভারতবর্ষ পৰ্য্যটন বা পরিভ্রমণ করিব এই কথা বলিয়া তৎকণাৎ বোগাসনানি ব্যবহার্য্য সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু নরেন্দ্র অদৃশ্য হইয়াছিলেন। তাহা কেহই জানিতে পারিয়াছিলেন না। ৯০

অত্যন্ত শ্রুত স্বপ্নাবাত প্রবর যৌত্র ও অতি কৃষ্টি তত্ত্ব দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া আনন্দ মনে যখন শরীরের ক্রান্তিবশতঃ আর চলিতে

অন্তঃসলোহায়া' ৭২য় অঃ

না পারিতেন তখন কোনও দেবালয়ে অথবা বৃক্ষমূলে অবস্থানপূর্বক
হুখে নিদ্রা যাইতেন । ১০০।১০১

নরেন্দের কেবলমাত্র সখ্য ছিল একটি গান সেই গানটি এই
“নরদ না জানে কোই মৌরা আপনা রাম দেওয়ালী ॥” দেওয়ালী
শব্দের অর্থ প্রদীপসমূহ । কেহ কেহ বলেন মূর্ত্তিমান বৈরাগ্যের
আধার অগ্নিতুল্য দীপ্তিমান দেহ নরেন্দ্র ধীরে ধীরে ভগবান্ শ্রীরাম-
বৃক্ষ দেবের বাণী প্রচার করিতে করিতে । ১০২।১০৩

পদচারী ব্রহ্মজ্ঞ সম্যাসী রাজপুতনা প্রদেশের ক্ষেতডী নামক রাজ-
ধানীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন । ১০৪

ক্ষেতডীর রাজা একটি অতি সুন্দর মূর্ত্তি নূতন সম্যাসী আসিয়াছেন
শুনিয়া অত্যন্ত আগ্রহসহকারে । ১০৫

মাদর' ত' সমানোয় স্বপ্নাসাদৈন্যমেগয়ত্ ।

সন্তোয়ায় তস্য সাথোঃ প্রসিদ্ধ গায়িকাছয়' ॥ ৭০৬

আনায়য়ামাস রাজা বহু সম্য সমন্বিতঃ ।

যৈরাগ্যদীপ সম্যাসী গীত' ধারাঙ্গনা মুখ্যাত্ ॥ ৭০৭

অবশিষ্টা বিহীনোঃপি শ্রুতবান্ রাজগৌরবাৎ ।

ভাবার্যন্তস্য গানস্য সঞ্চেপেনোপ্যতে ময়া ॥ ৭০৮

দিতুর্বাণ্য' পরিত্যজ্য য' পুত্রঃ স্বৈরমাচরত্ ।

গর্হিত স্রিপু লোকেষু ঘাণী ভবতি নিয়তম্ ॥ ৭০৯

কিস্তু নাসৌতয়া ভক্ত প্রজ্ঞাদস্য মহাত্মনঃ ।

যদ্যংমবতৌর্নোঃসৌ যৈকুণ্ঠাত্ পরমেস্বরঃ ॥ ৭১০

শ্রোতৃসিদ্ধ তনু' ধৃত্বা হিরণ্যকম্বিপু' হরিঃ ।

লঘান নন্দরাঘাতৈঃ কিমায়ত্' মতঃপর' ॥ ৭১১

অন্তাশ্রীলায়াং ৭২য় অঃ

শিব ব্রহ্মে ন্দ্রবরুণ ষায়ু চন্দ্র যমাদিমিঃ ।

কৈরপি শ্রীমগবতী মাভোষীভু' ন শক্যতি ॥ ৭৭২

To entertain the Sadhu, the King arranged for music by two women. In spite of his unwillingness he had to be present during the performance. The purport of the song was briefly this, "It is true that the son who disobeys his father becomes impious and hated by all. But the great devotee, Pralhad, was an exception. For his sake Lord Vishnu came down from His own abode in the shape of a lion in the upper half and a man in the lower half, and killed Hiranyakasipoo, the father of Pralhad by his nails. It was a wonderful miracle. The ways of God are unknown even to Shiva, Bramha, Barun, Bayu, the Moon, Yama and other gods. 106 to 112

বঙ্গানুবাদ :-

সেই সম্মানীকে সমাদর পূর্বক সসম্মানে নিজ গৃহে আনিয়া রাজ প্রাসাদে রাখিয়াছিলেন । এবং বহুতর সভাসদগণের সহিত একত্রিত হইয়া সাধুর সন্তোষ সম্পাদনের জন্য দুইটি প্রসিদ্ধ গায়িকা স্ত্রীলোককে রাজসভায় আনয়ন করাইয়াছিলেন । ১০৬

সেই বৈরাগ্যদীপ্ত সাধুর বারাদনাদিগের গান শুনিবার ইচ্ছা না

অন্তঃসীমায়াং ৭২২ অঃ

থাকিলেও রাজার অমুরোধে শ্রবণ করিয়াছিলেন। যে গান করিয়াছিল তাহার ভাবার্থটি সংক্ষেপে বলা হইতেছে। ১০৭।১০৮

যে পুত্র পিতার আদেশ পরিত্যাগ করিয়া বেচারাচার অবলম্বন করে সে পাপী হয়। এবং সকলের নিকটে নিন্দিত হইয়া থাকে। ইহা ঐব সত্য। ১০৯

কিন্তু মহাত্মা ভক্ত প্রহ্লাদের তাহা হইয়াছিল না। পরন্তু পিতার অপ্রিয় সেই প্রহ্লাদের জন্ত পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ বৈকুণ্ঠ হতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নৃসিংহ মূর্তি ধারণ পূর্বক প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে নখরাঘাতে বধ করিয়াছিলেন। অতএব ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে। ১১০।১১১

শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র বরুণ বায়ু যম প্রভৃতি দেবতাসকলও শ্রীভগবানের ইচ্ছা যে কি তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। ১১২

সমদর্শী যতস্ত' বৈ পাপ' নী বহু বিস্তৃত' ।

অন্তব্য' পশ্য মৌ সাধৌ সজ্জনস্য সমানতাং ॥ ৭৭৩

স্মরণ'মনি: স্মরণ'হিতো: পূজ্য যৌ লৌহবিষহ: ।

ঘাতকস্যাশ্লরূপেণ যৌ লৌহৌ বিদ্যতে কেরি ॥ ৭৭৪

তাম্রমৌ স্বর্ণ্যতাং যাতৌ ন ভেদৌ দৃশ্যতে তযৌ: ।

তথাহ্য পাপমুক্তা:শ্মৌ ভবন্তৌ দর্শ'নাহয়' ॥ ৭৭৫

শ্রুত্বা তত্র গায়িকানাং গানার্থ' লজ্জিতৌঃশ্রব' ।

যথা জলৌকসামাস্যৈ ঘোরস্য পতনাদ্ভবেত্ ॥ ৭৭৬

ন কস্যাপি সমীপে'হ' কদাপি নতকন্ধর' ।

ভবামি নারীমধ্যে' মে ময়মৌঃ' পরাভব: ॥ ৭৭৭

অন্ত্যলীলায়া ৭২য় অঃ

প্রেমযোনিঃ কিস্করস্য গর্ভ্যর্জস্যায়তনং তথা ।

ইন্দ্র চন্দ্র যমাদীনাং দেবতানাং দর্শনং ॥ ৭৭৮

কিমপি ন তস্য চিত্রং যস্যাস্ত দর্শনং ভবেৎ ।

হিমালয় পর্যটনে বহুবায়ুর্ন্যং দদর্শ সঃ ॥ ৭৭৯

"Oh Sadhu, with you all are equal. We are all sinners. You should forgive us. The magic touch-stone does not differentiate between the good iron of which a holy image is made, and the bad iron of which a sword is made ; and makes iron of any kind and any shape gold. We are blessed by your holy presence." Narendra was extremely ashamed to hear the women's songs. He never bowed down his head to any body except his preceptor. On this occasion he felt himself humiliated by these women singers. It is no wonder that he who had acquired divine wisdom would see the gods like Indra and others. Narendra also came across many wonders in the Himalayas. 113 to 119

বঙ্গানুবাদ :—

হে সাধু তুমি সমদর্শী আমরা মহাপাপী অতএব আমাদেরকে ক্ষমা করা তোমার একান্ত কর্তব্য । ১১৩

দেখুন যাহারা সজ্জন হন তঁাহারা পাপীকেও যেমন দেখেন পুণ্যবান-

अन्तान्दोलनायां १२श अः

के० उद्गमई देवेन । स्पर्शमग्निर स्पर्श वशतः लोह निर्मित देव-
देवीर मुर्तिके येमन श्वर्णे परिगत करे एवं घातकेर अश्वरूपे ये
लोह घातकेर करे থাকे ताहाके० श्वर्ण करे अर्थात् ভালই হউক
আর মন্দই হউক স্পর্শমগ্নি উভয়কেই শ্বর্णे পরিগত করেন । স্পর্শমগ্নি
কাহারও ভেস দর্শন করেন না । সেইরূপ আপনার দর্শনে আজ আমরা
নিশ্চয় পাপমুক্ত হইলাম । ১১৪ ১১৫

সেই রাজভবনে গায়িকাগণের গান শুনিয়া আমি অত্যন্ত মজ্জিত
হইয়াছিলাম । জ্যৌক নামক জন্তুর যুখে লবণ দিলে ধেরূপ হয় আমি
সেইরূপ হইয়াছিলাম । ১১৬

আমি শ্রীশুক ভিন্ন কাহারও নিকটে কখন মন্তক নত করি নাই ।
কিন্তু শ্রীলোকের নিকট আমার এই প্রথম পরাজয় ঘটিল । ১১৭

যাহার আত্মদর্শন বা ভগবদর্শন হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে প্রেতযোনি
গন্ধর্ব কিম্বদন্তি অথবা ইন্দ্র চন্দ্র বাদি দেবতার দর্শন কিছুমাত্র বিচিত্র
নয় । হিমালয়ে আমি বহু আশ্চর্য্য দেখিয়াছিলাম । ১১৮ ১১৯

एकदा तद् गुरुम्वानु रीगारिग्यैच्छया सुधीः ।

चकार प्रार्थनां मातुः कालिकायाः समीपतः ॥ १२०

तन्नाविस्मृतं सा काली प्रोवाच तं सुयोगिनः ।

अचिरं पुरयिष्यामि भोः पुत्र तत्र याचिनः ॥ १२१

श्रुत्वाप्येषं वचो देव्या नरेन्द्रोऽप्यवदत्तदा ।

कथंयैका कृष्णवर्णैयं मां प्रलीभ्य जगाम सा ॥ १२२

तथा धैवस्त्रते पथे यदा पर्यटने रतः ।

पेतयुग्मस्य संपश्यन् दुर्दशामतिदारुणां ॥ १२३

অন্তঃসলীলায়াং ৭২৩ অঃ

দদাচ্ছ হৃদয়ঃ সাধুঃ প্রার্থনামক্করোত্তদা ।
 যদি জমং যদি হুতং গুরবো যদি তোষিতাঃ ॥ ১২৪
 তত্ ফলেষু তয়োঃ সৰ্ব্বপাপনাশাদনন্তরং ।
 প্রেতভাবং গতবতীৰ্ভূয়াৎ স্বর্গোহনুত্তমঃ ॥ ৭২৫
 एवमुक्ते तदातस्मिन् श्रीनरेन्द्रे महात्मनि ।
 प्राप्य दिव्यवपु स्तौ द्वौ नरेन्द्रस्य जगध्यनि ॥ ৭২৬

Once Narendra prayed to the Goddess Kali for recovery of his ailing fellow brother. The Goddess appeared before him and said, "My son, I shall fulfil your desire very shortly." Naredra felt that a girl of dark complexion appeared and disappeared in a mysterious manner. In the Deccan he came across two ghosts who were in great distress. He prayed for their relief at the cost of merit acquired by him through holy deeds. At once the ghosts were purged of their sins and left for Heaven shouting all glory to Narendra.

120 to 126

বঙ্গানুবাদ :—

কোনও সময়ে নরেন্দ্র গুরু ভাইয়ের দেহ পীড়ার আরোগ্য কামনায়
 মা কালীর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ১২০

মাতা কালিকা আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন । ওহে পুত্র নরেন্দ্র
 তোমার প্রার্থনা আমি শীঘ্রই পূরণ করিব । ১২১

অন্তঃলোলায়া' ৭২য় অঃ

এইরূপ ভাবে সেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণবর্ণী একটি মেয়ে আমাকে প্রলোভিত করিয়া চলিয়া গেল। ১২২

অর্থাৎ কালিকা দর্শন দিয়াছিলেন। এবং দাক্ষিণাত্যে যখন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নরেন্দ্র দুইটি প্রেতের ভয়ঙ্কর কষ্ট দেখিয়া ভগবানের নিকটে এইরূপভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে যদি আমি জপ করিয়া থাকি অথবা সেবা দ্বারা যদি গুরুর সন্তোষ বিধান করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের ফলে এই দুইটি প্রেতের সমস্ত পাপ নষ্ট পূর্বক প্রেত-ভাব দূরীভূত হইয়া উত্তম স্বর্গ লাভ হউক। ১২৩/১২৪/১২৫

সেই সময়ে সেই মহাত্মা নরেন্দ্র এইরূপ বলিলে সেই দুইটি প্রেত দিব্যদেহ লাভ করিয়া পুনঃপুনঃবার নরেন্দ্রের চরণধনি দিতে দিতে পরমানন্দে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। ১২৬

ভূয়োভূয়ঃ প্রকুব্বন্তী দিব্যলোক' গতৌ সুদা।

এবমলৌকিক' কৃত্যমকরোত্ স নরোত্তমঃ ॥ ৭২০

স্বস্য পূর্ব্ব তপস্যায়াঃ স্যান' দৃষ্টা ভবেদ্ যদি।

যাবজ্জীব' সমাধিস্থঃ কথ' তর্হি ভবিষ্যতি ॥ ৭২৮

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত বেদমাণ্য' সুনির্ম্মল'।

বিচ্ছিন্তীয' মহামায়া তস্য নরোত্তমস্য বৈ ॥ ৭২৫

বিশালাগমনে বিঘ্ন' জনয়ামাস কালিকা।

তেন সাধুঃ পুনঃ প্রাধাষূপীকেষ' মহামতিঃ ॥ ৭২০

অত্র স্থিতৌ যোগযুতৌ যোগী নিয়ত মানসঃ।

যোগিনা' দুর্লভ' যোগ' নিবিকল্য সমাধিজ' ॥ ৭২৭

চিরকালিত যোগন্ত' লম্বানন্দ পরিপ্লুতঃ।

দেহাত্ম বুদ্ধি' বিস্মৃত্য তস্যৌ স্যানুরিবাচলঃ ॥ ৭২২

যশস্বিনীলায়া ১২৪ অ:

ন স্কন্দন' প্রাণনাশ্য সত্যে সাসা নিনম্য চ ।

গতাস্তমিষ ত' দৃষ্টা নির্বিকল্প সমাধিনা ॥ ৭২২

Thus Narendra performed many miracles. Who was there to expound the teachings of Sri Sri Ramakrishna if Narendra lost himself in trance on his visiting the former place of his penance? Considering this, the Goddess Jagadamba obstructed his access to Badarikashrama. Narendra had to come back to Hrishikesh. He fell into a trance in which his body lost all signs of life.

127 to 133

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথ বহুতর অলৌকিক কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। যদি নরেন্দ্র নিজের পূর্ব তপস্তার ফল দর্শন করিয়া সমগ্র জীবনের মত সমাধিগ্রস্ত হন তাহা হইলে ত্রীশূল ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জীবন চরিত্র বেদের ভাষা অর্থাৎ ঠাকুরের লীলামাহাত্ম্য সুনির্মলভাবে রচনা কে করিবে। মহামায়া জগদম্বা কালিকা এইরূপ চিন্তা করিয়াই সেই নরোত্তম নরেন্দ্রের বদরিকাশ্রমে গমনে বাধা জন্মাইয়াছিলেন। ১২৭।১২৮।১২৯

হনুমান চটী পর্যাণ্ড যাইয়া সেই স্থানে আনন্দিত হইয়া প্রায় ভগবান বজ্রীনারায়ণের নিকটস্থ হইয়া সেই স্থান হইতে পুনর্ব্বার হৃদীকেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ১৩০

অন্তরলীলায়াং ৭২শ অঃ

যোগী নরেন্দ্র সেই হৃষীকেশ তীর্থে অবস্থান পূর্বক মনকে সংযত করতঃ যোগযুক্ত যোগীগণের চিরকাজিকৃত দুর্লভ যোগ যে যোগে নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয় সেই যোগ অবলম্বন পূর্বক আনন্দে নিমগ্ন হইয়া দেহাত্মবৃত্তি অর্থাৎ দেহ যে একটি ভালবাসার বস্তু ইহা ভুলিয়া গিয়া শাখা পত্র বিহীন বৃক্ষের মত অচল অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছিলেন। ১৫১/১৫২

তখন নাসারক্তে বায়ু ছিল না এবং প্রাণ নাড়ীর স্পন্দন ছিল না। সেই সময়ে নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত নরেন্দ্রকে একটি মৃত দেহের মত দেখিয়া। ১৫৩

বিহ্বলিতা ঘয়' সর্ব্ব' ছাভূম স্তস্য চিন্তয়া ।

পর্য্যক্তিব্যু ত্খিতোভুত্বা বদদেব' সুদায়ুতঃ ॥ ৭২৪

সমাধে নির্বিকল্পস্য রসাস্বাদঃ সুধৌপমঃ ।

শ্রীগুরোরুপদেশেন বারমেকা' ক্ততো ময়া ॥ ৭২৫

কৃতাস্বাদৌ দ্বিতীয়োঃস্য গুরোরন্তর্হিতোঃপি ঘ ।

ধন্যোঃস্মি কৃতকল্যোঃস্মি সফল' জীবন' মম ॥ ৬২৬

গুরোর্বচঃ সত্যমসত্য মন্য

দুশ্চৈর্বদন্তিত্যমনন্য চিন্তাঃ ।

প্রচারায়ন্ মত ইদা মরাত্মা

বাণী' গুরো গায়নি যত্র তত্র ॥ ৭২৭

এব' ভ্রমন্ ভারতবর্ষ' স্মমৌ

কালেন তদে'শমবাণ সাধুঃ ।

যত্রাম্বিকায়া স্তপসা বিশুদ্ধ'

কুমারিকা চৈত্রমতোষ পুষ্প' ॥ ৭২৮

অন্তালোলায়া ৭২য় অঃ

His condition made us all very uncertain about his being alive. Next day he regained his senses and said, "The divine joy which I have experienced in the trance for the second time has made my life blessed." He also said that the words uttered by his preceptor were the truth and every other thing was false. There after he roamed about like a mad man and preached the Message of his preceptor. He travelled on and on and at last reached Cape Kumarika. 134 to 138

বঙ্গানুবাদ :—

আমরা সকলে সেই নরেন্দ্রের চিন্তায় অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম। তৎপরে দিব্যরাত্র অতীত হইলে পরদিনে নরেন্দ্র প্রকৃতির হইয়া অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মত আনন্দের সহিত এইরূপ বলিয়াছিলেন।

১৩৪

নির্বিকল্প সমাধির বঙ্গানুবাদ অমৃততুল্য। শ্রীশ্রী ভগবানের উপদেশানুসারে পূর্বে একবার নির্বিকল্প সমাধির বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলাম। ১৩৫

শ্রীশ্রী ভগবান ঠাকুরের লীলা অশ্রুচোরে পর এই নির্বিকল্প সমাধির রস দ্বিতীয়বার আনন্দন করিলাম। আমি ধন্য হইলাম কৃতকৃত্য হইলাম আমার জীবন সফল হইল। ১৩৬

শ্রীশ্রী বাক্যই সত্য তাছাড়া সব মিথ্যা এইরূপ বাক্য উচ্চৈঃস্বরে একান্ত মনে বলিতে বলিতে দেব বিগ্রহ নরেন্দ্র পাগলের মত শ্রীভগবান ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামত প্রচার করিতে করিতে বেদানে

অন্তঃলীলায়াং ১২শ অঃ

সেখানে অর্থাৎ স্থান অস্থান কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সর্বত্র গান করিতেন বা বলিতেন । ১৩৭

এইরূপভাবে ভারতবর্ষের সর্বত্র ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময়ে সেই দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন । অর্থাৎ যে স্থানে মা ভগবতী দুর্গা অম্বিকার তপস্যা দ্বারা অতি নির্মল বিশুদ্ধ কুমারিকা নামক ক্ষেত্র আছে । ১৩৮

তচ্ছিন্দুদর্শ্যাসি গমৌরসিন্ধৌ
 স্তরঙ্গ মঙ্গায়িত তীরভূমি' ।
 যুনোর্যথা নূতন দারুণ্যে
 প্রমত্ত ভাষামুদিতাং বরাহনাম্ ॥ ৭৩৮
 অদৌঃ দেবাঃ প্রচরন্তি নিত্যং
 সন্ত্যত্র নারায়ণ বাসভূমিঃ ।
 মন্ত্যত্র মল্লা বহবঃ সুসিদ্ধা
 নারায়ণ ব্রহ্ম চ বিদ্যতেঃ ॥ ৭৪০
 সধৈ তদা দক্ষিণ ভারতস্য
 দণ্ডায়মানো জলধিঃ সুতীরে ।
 অনন্ত দুর্হান্ত তরঙ্গ দৃষ্টে
 রানন্দ সিন্ধোবসিতমজিতোঃ ॥ ৭৪৭

Narendra saw the solemn sea and also watched the waves breaking on the shore. The sea troubled the coast like a newly married bridegroom teasing his bride. Here gods always negotiate. Here is also the abode of lord Nara-

অন্যান্যলীলায়াং ৭২য় অঃ

yana, with many of His blessed devotees. Narend-
dra was overwhelmed with joy at the sight of the
surging waves of unlimited sea. 139 to 141.

বঙ্গানুবাদ :—

সেই কুমারিকা ক্ষেত্রে নরেন্দ্র অতি গভীর সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গ
তীর ভূমি দেখিয়াছিলেন। বেক্রপ যুবা পুরুষেরা নূতন বিবাহের পর
প্রমত্ত ভাব বশতঃ যুবতী পত্নীকে পীড়িত করেন, সেইরূপ সমুদ্র তীর
ভূমিকে পীড়িত করিয়াছিলেন। ১৩৯

এমন কি এই কুমারিকা ক্ষেত্রে দেবতাগণ নিত্য যাতায়াত
কবিয়া থাকেন। এবং এই স্থানে ভগবান নারায়ণের বাসভূমি বিদ্যমান
আছে। এবং শ্রুজিত ভক্তবৃন্দের সহিত স্বয়ং ভগবান ও ব্রহ্মা সর্বদা
বিরাজিত হন। ১৪০

সেই সময়ে জীবগুণ্ড নরেন্দ্র দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র তীরে দণ্ডায়মান
হইয়া সমুদ্রের অসংখ্য দুর্দমনীয় তরঙ্গ দর্শনে আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন
হইয়াছিলেন। ১৪১

ভাব স্তদা-তস্য হৃদে স্তথাভূত

যিনাস্থির স্তজ্জলধৌ নরেন্দ্রঃ ।

অচিন্তয়িত্বা স্ততনৌ বিপত্তি*

ভ্রম্য' দদৌ হস্তরঙ্গপূর্ণ' ॥ ১৪২

তীরে স্থিতাঃ সর্ব্বজনাঃ সুমীতা

অপ্যস্ব ভাবেন বিভাবিতস্য ।

চিত্তস্য চাশ্চল্যমহৌ ন জাত'

গহ্বা ন জাতা জলমজ্জনাশ্চ ॥ ৭৪২

অমৃতলোলায়া' ৭৭শ অঃ

বাহু ধ্রুবেনৈব স্তুতচ্যুমিচ্ছন্
সমুদ্র মণ্ড্যে গন্তবান্ মহাত্মা ।
তত্র প্রবালস্য গিরি' বিলোক্য
ক্ৰমেন তত্রোপবিবেশ সাধুঃ ॥ ৭৪৪

At that time the convulsion of mind of Narendranath was so great that he jumped into the water of the roaring sea without caring his own safety. Those who were present on the spot were struck with awe. Narendranath, however, had nothing to be afraid of and swam far off from the shore with an idea to cross the sea. He reached a coral rock in the sea and sat on it. 142 to 144.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই সময়ে সেই নরেন্দ্রের একটি অপূর্ব মনোভাব উদ্ভূত হইয়াছিল। যদ্বারা নরেন্দ্র অধৈর্য্য হইয়া নিজ শরীরের বিপদ বিষয়ের চিন্তা না করিয়া সেই সমুদ্র জলের মধ্যে ঝুপ্পপ্রদান করিয়াছিলেন। ১৪২

তখন সমুদ্রতীরে অবস্থিত লোকসকল নরেন্দ্রের সেইরূপ কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেও স্বাক্ষরভাবে অর্থাৎ ভগবৎ প্রেমে প্রেমবান নরেন্দ্রের চিত্ত চাঞ্চল্য বা গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কাও হইয়াছিল না। ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৪৩

মহাত্মা নরেন্দ্র তখন এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে আমার এই দুটি

অস্ত্রলীলায়াং ৭২য় অঃ

বাহু ঘারাই সমুদ্র পার হইয়া যাইব এইরূপ মনে করিয়া নীতার
 দিতে দিতে প্রায় সমুদ্রের মধ্যে প্রবালের (পলার) পর্বত পরিদর্শন
 করিয়া ক্রমশঃ সেই পর্বতের উপরিভাগে উপবেশন করিয়াছিলেন ।

১৪৪

যি সাধকাঃ সন্তি কুমারিকায়াং
 বদন্তি চৈব জগদম্বিকা সা ।
 শেব ব্রতচ্ছাত্র চংকার দেবী
 কুমারিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহেণ ॥ ৭৪৫
 যোগাসনে যোগায়ুতঃ স তত্র
 দ্বীপে প্রবালস্য ঘটীদ্বয়ং দ্বি
 মন্যে কৃপাং প্রাপ্য গুরোস্তদানীং
 তস্যী মহানন্দমনা মহাত্মা । ৭৪৬
 জ্ঞাত্বা তদা তস্য মহী বিপত্তিঃ
 কৈবর্ত্তমুখ্যঃ পুরুষঃ মহান্তঃ ।
 সহ্যবধানং প্লব মধ্যমাংশি
 তং স্থাপয়িত্বা তটমানিনায় ॥ ৭৪৭

It was said by the hermits who resided there that Goddess Durga in the shape of that rock was performing penance to have Shiva as her consort. Narendra stayed there in his divine mood for three hours in great joy and felt himself blessed by his preceptor. The fishermen considered that the life of Narendra was in danger

অন্তঃসীমায়া ১২ম অঃ

and so they hastened to rescue him, He was brought back to the shore in a boat, 145 to 147

বদানুবাদ :—

সেই কুমারিকা ক্ষেত্রে যে সকল সিদ্ধ সাধকগণ বিজ্ঞান আছেন। তাঁহার বলেন যে মা দুর্গা এই সমুদ্র মধ্যে প্রবাল গিরিতে কুমারী মূর্তি ধারণ পূর্বক শৈব ভ্রতের অর্থাৎ পতিরূপে শিবকে পাইবার চক্ষু ভ্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৪৫

তৎপরে সেই নরেন্দ্র প্রবালের ঘোপে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় পর্যন্ত যোগাসনে যোগযুক্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই সময়ে ত্রিগুরু ঠাকুরের কৃপা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৪৬

সেই সময়ে প্রধান নৌকাচালক বা সর্দার মাঝী নরেন্দ্রের ভয়ঙ্কর বিপদ মনে করিয়া সেই মহাপুরুষ নরেন্দ্রকে খুব সাবধানের সহিত নৌকার মধ্যদেশে বসাইয়া ধীরে ধীরে তীরে আনয়ন করিয়াছিলেন।

১৪৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামজন্ম ভাগবতে পারমহংসা সংহিতায়া নরাবতার শ্রীনরেন্দ্রস্বাভির্ভাব সময়ে স্বর্গ পতিত জ্যোতির্ষবাস্য সম্ভব ইতি ঠাকুর সিদ্ধান্তঃ। পাশোছারী বাবা নামক সাধুরপি ভগবদবতারোদয়মিতি নিহিতবান্। গমর্ধ্যমিষ্ট শিচ্চা বিভাগীয় সর্বোচ্চ পদ ভূপিত শ্রীমুদৈব সুখোপাধ্যায় দৈবশর্ম্মণা পচ্ছিত বর্ষ্যন কাশীক্ষেত্রে নরেন্দ্রায় ভারতরত্ন ইতুপাধিঃ প্রদত্তঃ। কেশব সেনাদি সমাগমঃ। ছপীকেশ ক্ষেত্রে নিষিক্ষ্য সমাধিঃ পদমজেন ভারতবর্ষ পর্যটন'। বৈষ্ণবতদিগি যুগ্ম প্রেতোছারণ'। কুমারিকা ক্ষেত্রে সমুদ্র মধ্যে তপসরণ'। পুনস্তীরপ্রাপ্তিরূপোদ্যত্বলীলায়া দ্বাদশোদ্যায়। অঃ ১২ অঃ ২

অন্ত্যলীলায়া ৭২য় অঃ

Here ends the twelveth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Ramendra Sunder Bhaktitirtha. ॥ ১২ অঃ অন্ত্যঃ ॥

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে নরীবতার নরেন্দ্রের জন্ম সময়ে স্বর্গ হতে পতিত জ্যোতি ঘরাই নরেন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল এই বিষয়টি ঠাকুর নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পাওহারী বাবা নরেন্দ্রকে ভগবদবতার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কাশীক্ষেত্রে গভর্নমেন্টে উচ্চ শিক্ষা বিভাগীয় অধ্যাপক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া “ভারতবর্ষ” উপাধিপত্র প্রদান করেন। ব্রহ্মসমাজের আচার্য্য কেশব সেন মহাশয় নরেন্দ্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া বহুতর প্রশংসা করেন। দ্বীপকেশ তীর্থে নির্বিবাক সমাধি হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ পদভ্রজে ভ্রমণ করেন। সেই সময় দাক্ষিণাত্যে দুইটি প্রেতকে উদ্ধার করেন বা প্রেত দুইটি আনন্দে স্বর্গ গমন করেন। কন্যাকুমারী তীর্থে সমুদ্র মধ্যে প্রবাল পর্বতের উপরিভাগে তপস্তা আচরণাদি এই অন্ত্যলীলার ছাদশ অধ্যায়ে বলা হইল। অঃ ১২ ॥

अन्यान्ते अन्यप्रतिपाद्य देवतायाः स्तुत्यध्यायः

स्वर्गद्वार कषाटपाटनपटी वर्षे यदा भारती
माना तर्कं कुतर्कं युक्ति बहुले पाद्यात्य भावान्विते ।
भक्तिघ्नान विह्वीन नास्तिक नय घस्ते समग्रं जने
कालेऽस्मिन् कठिने भयद्वर दिने प्रायेन लुप्ते हवे ॥ १

स्तुत्यध्यायः

आर्यैः पूजितं पुण्यं वेदविहितं धर्मं गते ध्वंसनं
धर्ममूलानि विमोचनाय भगवान् श्रीरामकृष्णः स्वयं ।
नाना वैदिक तान्त्रिकादि हितं कृत्वा गे सुसिद्धिं गतो
जातो ब्रह्मकुले मनातनं वपुर्ब्रह्मण्य देवो हरिः ॥ २

यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदहंणं ।
नोक्तस्य सद्यो विष्णुर्नोति कृत्स्नं तस्मै वरेण्याय नमोनमः सदा ॥ ३

It was in the dreadful era when the people of India, who had the power to open the gateway to the Heaven, were, indulging in perverted reasonings under the influence of western civilisation and culture and being wildly initiated with the subversive logic of the atheists who were void of devotion and wisdom, and when the traditional religious rites based on the holy Vedas were fast losing ground that Lord Ramakrishna manifested Himself to revive the glory of religion through the Vedic and Tantric rites and was born in the brahmin family. I bow down with all devotion and obeisance to him by singing whose holy names, by recalling whom in our mind, by beholding whom with our eyes, by worshipping whom, by listening to whose

স্তব্যধ্যায়ঃ

sayings and by paying homage to whom we become purged of our sins instantly. 1 to 3

বঙ্গানুবাদ :—

এস্থ শেষে গ্রন্থের প্রতিপাত্ত দেবতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের স্তুতিবিষয় কিছু বলা হইতেছে।

আনন্দময় ধামের রুদ্ধরারোদঘাটনে সম্পূর্ণ সমর্থ এই ভারতবর্ষে সময়ে সকল লোক বহুতর কুতর্ক যুক্তি বাহুল্যে পাশ্চাত্য ভাবে বিভাবিত জ্ঞান ভক্তি শূন্য নাস্তিক বুদ্ধিতে মোহিত এইরূপ অতি ভয়ঙ্কর কঠিন সময়ে বিশুদ্ধ ধর্ম প্রায় নষ্ট হইলে। ১

সনাতন ধর্মযাজকগণের অমুষ্টিত বৈদিক কার্য একপ্রকার ধ্বংশোন্মুখ হইলে সেই সকল দুই ধর্মভাব দূরীকরণের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবিধ বৈদিক ও তান্ত্রিকাদি হিতকারী সাধনমার্গে সুসিদ্ধি প্রাপ্ত সচ্চিদানন্দময় দেহধারী সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান ব্রহ্মবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২

যে ভগবানের নাম কীর্তন বাহার স্বরূপের চিন্তন বাহার দর্শন বাহার বন্দন শ্রবণ ও পূজা সমগ্র নরনারীর তৎকণাৎ সর্ব পাপ দূরীভূত করে সেই পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সর্বদা নমস্কার করি। ৩

যদি নিত্য মুখে বাচ্ছা যদি বাচ্ছা ভবন্তয়ি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ নামৈব বদ তর্হি সমজ্জিতা ॥ ৪

সম্পত্স্ব স্বজনাঃসর্ব্ব বিপত্স্ব যিসুখাঃ সদা ।

সম্পদাপত্স্ব মিত্রা স্যা দ্রামকৃষ্ণাঃ সুনিযিতম্ ॥ ৫

দারাপত্য সুদত্স্ব মাণ দেহ গীহ সমন্বিতম্ ।

সর্ব্বা বিনাশি সত্যো হি রামকৃষ্ণো ন চা পরঃ ॥ ৬

स्तुत्यध्यायः

योगयाग तपः श्राद्ध स्नानदानादि कर्मिणां ।
 सर्व्वेषां फलमाप्नोति रामकृष्णेति भाषणात् ॥ ७
 न पण्डितः पण्डितोऽपि मानवोऽपि न मानवः ।
 रसनायां न यस्यास्ति रामकृष्णेति नामकम् ॥ ८
 प्राणान्ते नानुगच्छन्ति सर्व्वे धनजनादयः ।
 जीवने मरणे सहो रामकृष्णो भवेद्ब्रुवम् ॥ ९

If you like to be blessed with eternal happiness, or have a desire to get yourselves free from all worldly ties, you should chant the holy name of Sri Ramakrishna with devotion. All present themselves as your friends in the days of your prosperity but they keep themselves aloof from you in the days of adversity. Sri Ramakrishna, however, is sure to remain as your friend for all times. Your wife, children, friends, dwelling house and even your life in your mortal frame are all transitory and evanescent. Nothing but Shri Ramakrishna is eternal. Only by uttering the name of Shri Ramakrishna we can have all the divine merits which are acquired through penance, sacrifice, ceremonial rites, holy bath and religious gifts. The scholar is not a scholar, the man is a not man if they do not chant the holy

স্তুত্বাধ্যায়ঃ

name of Shri Ramakrishna. All our wealth and relatives do not follow us after our death. On the other hand Ramakrishna keep company with us both in this life and in the life after death. 4 to 9

বঙ্গানুবাদ :—

ওহে ভাই যদি সর্বদা সুখে থাকিতে ইচ্ছা কর অথবা যদি সংসার দুঃখ দূরীভূত করিতে চাও তবে তুমি ভক্তিপূর্বক রামকৃষ্ণ নাম কর। ৪

দেখ তোমার যখন সুখের সময় হয় তখন বহু আত্মীয় স্বজন তোমার নিকটে আসে আর যখন বিপদের সময় হয় তখন কেহ আসে না কিন্তু সম্পদে এবং বিপদে সর্বদা পরম বন্ধু একমাত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই ইহা গ্রন্থ নিশ্চিত। ৫

পত্নী পুত্র বন্ধুবান্ধব দেহ গেহ এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে কিন্তু একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই সত্য বা তোমার স্বার্থ অবলম্বন আর অন্য কেহই নয়। ৬

যোগ যাগ তপস্যা শ্রাদ্ধ তীর্থস্নান বা দানাদি সর্ব কার্যের কল একমাত্র রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণে। ৭

সে মনুষ্য মনুষ্য নয় সে পণ্ডিত পণ্ডিত নয় বাহার জিহ্বা রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ না করে। মৃত্যুর পর তোমার ধন বা পুত্র পৌত্রাদি কেহই সঙ্গে বাইবে না কিন্তু যদি ভগবান রামকৃষ্ণকে স্মরণ কর তবে তিনি জীবনেও তোমার সঙ্গী এবং মৃত্যুর পরও সঙ্গী হইবেন অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় সর্বদা আনন্দে থাকিবে এবং মৃত্যুর পরও তিনি তোমার সঙ্গী হইয়া দেব লোকে স্থান দিবেন ইহা গ্রন্থ নিশ্চিত।

स्तुत्यध्यायः

द्रुधात्तं परमाद्यं हि दृष्ट्वात्तं शीतलं जलम् ।
 मन्तसे कोमलो वायू रामकृष्णंति नामकम् ॥ १२
 निःश्वासे नहि विश्वासः कदाखडो भविष्यति ।
 कौर्त्तनीय मतो वाक्यात् श्रीरामकृष्ण कौर्त्तनम् ॥ ११
 नास्ति तास्ति कलौ नास्ति रामकृष्ण विना गतिः ।
 तस्माद् यत्नेन जप्तव्यं रामकृष्णंति नामकं ॥ १२
 श्रीरामकृष्णाख्यमिदं पुराणं भक्त्या पठेद्दयो भववन्धमुत्तयै ।
 वैराग्य विज्ञान समन्वितो हि स्वान्ते ब्रजेद्भागवतं पदन्तत् ॥ १३
 ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्चापि पठेद् यदि ।
 सौभाग्यारोग्य सम्पत्तिं धनधान्य सुतान्वितः ॥ १४
 सर्वकाम समृद्धौ हि निश्चितमैहिकं सुखं ।
 प्राप्य निर्ब्याण मुक्तिञ्च यात्यन्ते परमं पदम् ॥ १५

The name of Shri Ramakrishna is as sweet and refreshing as rice cooked with sugar and milk to a hungry person, cold water to the thirsty, or soft breeze to a man scorched by the hot rays of the sun. As we cannot continue to live as long as we like and we may fail to breathe at any moment, we should sing the holy name of Shri Ramakrishna from our childhood. In this terrible Kali Yuga none but Ramakrishna can save us. So we should chant the holy name of Shri Ramakrishna with all our devotion. He who reads this holy book on the life of Shri Ramakrishna with devotion to attain salvation, not only

হুত্বযজ্ঞায়াঃ

gains divine wisdom but also attains eternal bliss after death. If a Brahmin, a Khsatriya, a Vaisya or even a Sudra reads this holy book. he becomes happy and prosperous in all respects and enjoys health, wealth and all earthly pleasures in this life and the grace of God after death.

10 to 15

বঙ্গানুবাদ :—

তবে কুখ্যাত ব্যক্তির উত্তমায় ভোজনের মত তৃপ্তি হয় যদি রামকৃষ্ণ নাম করে তুফার্ত ব্যক্তির শীতল জল পানের তৃপ্তি হয়। প্রবর সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত ব্যক্তির কোমল বায়ু সেবনের মত অমুভব। ১০

আমাদের নিঃখাস কখন যে বন্ধ হইবে তাহা আমরা কেহই জানি না অতএব বাধ্যাবস্থা হইতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নাম কীৰ্ত্তন করা একান্ত কর্তব্য। ১১

এই যোর কলিয়ুগে জীবসকলের রামকৃষ্ণের নাম ভিন্ন অন্য সদৃগতির উপায় আর কিছুই নাই। অতএব হতুপূর্বক রামকৃষ্ণ নাম জপ করা কর্তব্য। ১২

এই শ্রীরামকৃষ্ণভাগবত নামক গ্রন্থটি যে ব্যক্তি সংসার বন্ধনের মুক্তির জন্য পাঠ করেন ইহলোকে ভগবৎ স্বরূপের জ্ঞানলাভ এবং এবং বৈরাগ্য বিশিষ্ট হইয়া জীবনাশ্তে ভাগবতদেহ প্রাপ্ত হন। ১২

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্র যদি কেহ এই রামকৃষ্ণ ভাগবত পাঠ করেন তবে তিনি ধন ধাণ্ড সৌভাগ্য আরোগ্য ও পুত্র পৌত্রাদি বিশিষ্ট এবং সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ হইয়া ঐহিক সুখ প্রাপ্ত হন এবং নির্বাপ মুক্তির অধিকারী হইয়া প্রাণান্তে পরম পদ লাভ করেন।

১৪।১৫

স্তুত্যাচ্যায়:

krishna, the beloved husband of Sarada, once and again. 16 to 21

বঙ্গানুবাদ :-

আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পদধূলির প্রভাবে এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত নামক মহাকাব্যটি লিখিয়া তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তিনি আমাকে তাঁহার লীলা সংস্কৃত ভাষায় লিখিবার জন্য যাহা আদেশ করিয়াছিলেন আজ আমি সেই আদেশ প্রতিপালনে ধন্য হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া এবং তাঁহার সেবকবৃন্দ ও সেবক গণের সেবক মহারাজ সকলকে পুনঃপুনর্ব্বার নমস্কার করিতেছি। ১৬।১৭

এবং আমি অসংখ্য বার যে যে বোনিতে গমন করিব বা জন্মাইব সেই সেই দেহে যেন আমার শ্রীরামকৃষ্ণের পদারবিন্দে ভক্তি থাকে। ১৮

যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মরণ জীবসকলের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করে এই কথাটি বেদ পুরাণাদিতে শ্রীশ্রী। সেই ভগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষোত্তমের রূপের বর্ণনা করিয়া অন্যায় করিয়াছি অতএব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবিষয়ে আমাকে কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করুন। ১৯।২০

জগন্মাতা সারদা পতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি পুনঃপুনর্ব্বার নমস্কার করি তৎপরেও নমস্কার করি। ২১

হরি রৌৎ তৎ সৎ

परिशिष्टाध्यायः

एवं श्वेताङ्ग प्रदेशे विपाददैनाभ्यां विह्वलिते नरेन्द्रे प्रभुर्भक्त-
वत्सलो भगवां स्तत्काले तदन्तरे दर्शनं दत्वा प्रोवाच ।

प्रदर्श्य स्व स्वरूपं श्वेतेन्द्राय महात्मने
प्रोवाच, भगवान् साक्षादेन्य' हि फलसाधन' ॥ १
दैनेन पीडितो यो हि विपाद' नाधिगच्छति ।
स एव सत्फल' लब्धा शान्तिमेष्यति निश्चितम् ॥ २
नानोपचारै र्मङ्गलै ररक्षितोऽपि मया धुना ।
त्वदर्थ' त्रिदिन' यावदुपवासः कृतो भूव' ॥ ३
भक्ष्य भोज्य लोह्य पेय वस्त्रानि विविधान्यपि ।
द्रव्य' बहुविध' वत्स प्राप्स्यस्य द्यौ वनिश्चित' ॥ ४
मत् प्रसादाच्च वै सर्वान् पाद्यान् पण्डितानपि ।
मत् कथामृत संघातै र्जित्वा ख्याति मवाप्स्यसि ॥ ५
स्व स्वरूप नरेन्द्राय भगवान् भक्त भक्तिमान् ।
आश्वास्य निर्मलं ज्ञानं प्रदायान्तर्हितोऽभवत् ॥ ६

Probably at the behest of Thakur given to
Narendra during his penance on the coral rock
in the sea and also at the persistent request of
the kings of south India to join the Congress of
Religion to be held at Chicago in America with
their financial assistance for the journey.
Narendra went to Chicago,

When Narendra found himself in a very

परिशिष्टाध्यायः .

miserable and helpless condition in America, Lord Ramakrishna appeared in his mind's eye and said, "He who is not overcome with dejection even in his destitute condition deserves all success and happiness. I have been fasting for last three days even though I have been offered many palatable things by my devotees. Be assured that you will have to-day itself all palatable things to eat and clothes with other requisites. By my grace and by dint of my divine message you will win over the scholars of the Western countries and become famous all over the world." Thus Lord Ramakrishna comforted Narendra with his advice and disappeared. 1 to 6.

পরিশিষ্টাচ্যায়:

সিদ্ধির চেষ্টা করে সেই কার্যাসিদ্ধি লাভ করিয়া শান্তি পায়, সুখ পায় ইহা ঐক্য সত্য । ১১২

দেখ আমার বহুতর সেবকহীন বহুপ্রকার দ্রব্যাদি নিবেদন করিলেও সে সকলের কণামাত্র গ্রহণ না করিয়া তোমার কণ্ঠের লাগবের জন্য আমি তিনদিন উপবাসে আছি । ৩

তুমি আমার আশীর্ব্বাদে ভূরি ভূরি চর্য্যাচোস্ত লেহ পেয় খাদ্যদ্রব্য এবং তোমার গাত্রাবরণাদি বহুবিধ দ্রব্য আজ এখনই পাইবে । ৪

এবং আমার অনুগ্রহে আমার উপদেশানুত্তের দ্বারা পাশ্চাত্য গণিতবর্গকে পরাজয় করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক বলিয়া পরিগণিত হইবে । ৫

ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিষ্ঠেরই অমৃতমুষ্টি নরেন্দ্রকে আশ্রিত থাকো নির্মন জ্ঞান দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন ।

৬

ততঃ সাস্ত্রনয়নঃ শ্রীমদ্রন্দ্রী গুরুজ্ঞানানাভেনাপারানন্দসমুদ-
নিমগ্নো যদা তিষ্ঠতি তস্মিন্দেব সময়ে নাথিক বয়াঃ ক্ল্যায়কা
শ্রোতাঙ্গিনী সমানোক্ষ ভ্রাজমান নরীক্ষম' ।

জনমা চিন্তয়ামাস তৈজসা তস্য মৌছিতা ॥ ৩

অহৌ রূপমহৌ মত্বমহৌ ঘৈর্যমহৌ দুষ্টিঃ ।

মাস্তাটেনস্যবপুযি বিদ্যতে বিহুমৈবরম্ ॥ ৪

দৃষ্টামিতী জমস্তস্য মমভাব' পর মৌচনা ।

চিন্তা' বহুবিশামিত্য' কৃৎবা সা বিদুযী তদা ॥ ৫

তস্য সমাপমাগত্য বৃহৎশয়তি যজ্ঞতঃ !

কী মহানিহ মংগামঃ কিনয়ং নিঃশ্বসৎ ম্মিতঃ ॥ ৬

परिशिष्टाष्टादशः

श्रुत्वा तस्याः प्रश्रयात्तां मनोज्ञां वाचं स्मृत्वा श्रीगुरोखापि साधुः ।

चन्द्रोदयदृश्यरूपः प्रदीप्तस्तद्वह्नीतः श्रीनरेन्द्रो वभाषे ॥ ११

उवाच तां हे भगिनि त्वयाद्य धन्योऽस्मि नात्रास्ति सुहृज्जनो मे ।

आराध्य देवस्यगुरोः प्रसादादिहागतोऽहं ह्यजनाभवर्षात् ॥ १२

श्रुतं मयाचात्र सभासदस्ते चक्रुः सभां यत्र समयं विखात् ।

धर्माप्रवक्तुं खलु धर्मविज्ञाः समागतां धर्मपरीक्षणाय ॥ १३

Narendra became much delighted to have been so visited and advised by his preceptor and shed tears of joy. Just at that time a middle-aged American lady caught sight of Narendra and became charmed with his divine appearance. She mused in herself that the body of this holy man was wonderfully glowing with divine lustre, power and all signs of godliness. With many such thoughts in her mind that lotus-eyed learned lady came near to him and asked him very politely, "Where do you come from and how is it that you appear to be so destitute?" On hearing these words of the lady and remembering the prediction of his preceptor, Narendra's face glowed with the brilliance of the full moon and said, "My sister, I thank you for your kind words. I am quite a stranger

here. By the grace of my preceptor I have come here from India. I am told that the great leaders of the different religions of the world will meet here in the Congress of Religions to plead for the highest honour for their own religion."

9 to 13

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপভাবে নরেন্দ্র গুরু কৃপালাভে অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া আছেন এমন সময়ে কোন একটি তদ্দেশবাসিনী প্রৌঢ়া রমণী সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর নরোত্তম নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া এইরূপ মনে করিয়াছিলেন । ৭

এই সাধুর বিগ্রহ বল শক্তি ধৈর্য্য ও দেহকান্তি অত্যাশ্চর্য্যময় । এবং এই সাধুর দেহে ঈশ্বরের শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে । ৮

এইরূপভাবে সাধুর অসাধারণ তেজঃপুঞ্জ ও আকার প্রাকারের ভাব দেখিয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা বিদূষী রমণী সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া সাধুর সমীপে ধীরে ধীরে গমন পূর্বক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । আপনি কে ? কোথা হতে এই স্থানে আসিয়াছেন । এবং কি জন্তই বা কপর্দক-শূন্তের মত অবস্থান করিতেছেন । ৯।১০

তখন নরেন্দ্র চোক্ষের জল মুছিয়া সেই খেতাবিনী মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া গগনে চন্দ্রদেব যেমত ঝড়শকলার পরিপূর্ণ হইয়া অত্যুজ্জ্বল স্নিগ্ধ কিরণযুক্ত হইয়ন সেইমত ত্রীনরেন্দ্র সেইসময়ে পূর্ণানন্দে নিমগ্ন হইয়া সেই রমণীকে বলিয়াছিলেন হে ভগিনী আজ আমি তোমার দর্শনলাভে ধৃত

परिशिष्टाष्टादशः

श्रुत्वा तस्याः प्रत्ययात्तां मनोज्ञां वाचं स्मृत्वा श्रीगुरोश्चापि साधुः ।

चन्द्रोदयदृश्यरूपः प्रदीप्तस्तद्वद्दीप्तः श्रीनरेन्द्रो वभाषे ॥ ११

उवाच तां हे भगिनि त्वयाद्य धन्योऽस्मि नात्रास्ति सुदृज्जनो मे ।

आराध्य देवस्यगुरोः प्रसादादिहागतोऽहं ह्यजनाभवर्षात् ॥ १२

श्रुतं मयाचात्र सभासदस्ते चक्रुः सभां यत्र समग्रं विख्यात् ।

धर्मप्रवक्तुं खलु धर्मविज्ञाः समागतां धर्मपरीक्षणाय ॥ १३

Narendra became much delighted to have been so visited and advised by his preceptor and shed tears of joy. Just at that time a middle-aged American lady caught sight of Narendra and became charmed with his divine appearance. She mused in herself that the body of this holy man was wonderfully glowing with divine lustre, power and all signs of godliness. With many such thoughts in her mind that lotus-eyed learned lady came near to him and asked him very politely, "Where do you come from and how is it that you appear to be so destitute?" On hearing these words of the lady and remembering the prediction of his preceptor, Narendra's face glowed with the brilliance of the full moon and said, "My sister, I thank you for your kind words. I am quite a stranger

here. By the grace of my preceptor I have come here from India. I am told that the great leaders of the different religions of the world will meet here in the Congress of Religions to plead for the highest honour for their own religion."

9 to 13

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে নরেন্দ্র গুরু কৃপালাভে অশ্রুজলে বক্‌: ভাসাইয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া আছেন এমত সময়ে কোন একটি তদেশবাসিনী প্রৌঢ়া রমণী সেই তেজঃপুঞ্জ কলোবর নরোত্তম নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যাবিতা হইয়া এইরূপ মনে করিয়াছিলেন । ৭

এই সাধুর বিগ্রহ বল শক্তি ধৈর্য্য ও দেহকান্তি অত্যাশ্চর্য্যময় । এবং এই সাধুর সেহে ঈশ্বরের শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে । ৮

এইরূপভাবে সাধুর অসাধারণ তেজঃপুঞ্জ ও আকার প্রাকারে ভাব দেখিয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা বিদ্রুণী রমণী সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া সাধুর সমীপে ধীরে ধীরে গমন পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । আপনি কে ? কোথা হতে এই স্থানে আসিয়াছেন । এবং কি জন্তই বা কপর্দক-শূন্তের মত অবস্থান করিতেছেন । ৯।১০

তখন নরেন্দ্র চোক্ষের জল মুছিয়া সেই বেসাতিনীর মনোবদ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া গগনে চন্দ্রদেব যেমত ষোড়শকলার পরিপূর্ণ হইয়া অহুস্মল শিখ্র কিরণযুক্ত হইবেন সেইমত ত্রীনরেন্দ্র সেইসময়ে পূর্ণানন্দে নিমগ্ন হইয়া সেই রমণীকে বলিয়াছিলেন হে ভগিনী আজ আমি তোমার দর্শনলাভে ধন্য

परिमिताध्यायः

यतो दुरागा मम चास्मि चित्तो किञ्चिददिव्यामि गुरोर्वचामि ।
 तस्यां सभायां यन्तु दुर्भगस्य को वा प्रवेगानुमतिं प्रदद्यात् ॥ १४
 श्रुत्वा मनोऽभोटकया सुमाधोः कृत्वादरं वै निजमीदृमसि ।
 प्रवेग्य तं क्वाङ्क्षित वस्तुदानैः पूजाचकारास्य मनस्विनो सा ॥ १५
 येषमातिष्य मत्कारानन्तरं शाश्वतघ्नत मदानाथ मात्रे मेवावगत
 वती भयभङ्गो भारतीय मङ्गलमन्त्री महर्म्मयाज्ञक उपरोक्षी
 कृतस्मर स्वरूपः यस्य धर्मव्याख्या च समत्कारकारिणी श्रवण
 मात्रेण सर्वेषां मत्मानन्ददायिनी तदाभिनव कथा च
 विदित्वैव नरेन्द्रमुवाच ।

मं प्रह्वयामि दृष्ट्वात्वा धर्मवक्तारमीदृगम् ।

अहमस्मिन्नात मस्यैव हृष्टिं प्राप्य वस्तुनरा ॥ १६

ततः प्रातः समुत्थाय माधोः प्रवेगं हेतवे ।

मङ्गलमभायां मयङ्गं सर्वथा चेष्टिता भवत् ॥ १७

स्वकीय वस्तुवर्गंभ्यो विद्वद्गुरोऽज्ञापयन् मुदा ।

तुल्ये स्तरः साधुवरः सर्वविद्या विशारदः ॥ १८

मदं गेहे साम्प्रतं भानि पूर्वपुण्य वलेन मे ।

नयाद्ये मं सुवक्तारं समगौरवं हृदये ॥ १९

परिशिष्टाध्यायः

"I earnestly desire that I should speak something at the message of my preceptor in the Congress of Religion. But I find none who may take pity on me and secure for me the necessary premission to speak in the Congress." On hearing this, the lady took him to her house and entertained him with food, clothes and other requisites. Thereafter in course of discussion with her guest, the lady was convinced that Narendra was a great religious thinker and had attained divine sublimity, and also that the mode of expression of his religious views was wonderfully unique and inspiring. She said, "I have been as much delighted with your speech as the Earth gets delighted by the rains at the time of nourishment of the budding corn." Next morning she tried to secure admission into the Congress for her guest. She informed all her friends and the learned men of her country that a great saint who was a great scholar and religious thinker was staying in her house and was sure to add to the glory of the religious Assembly with his wonderful speech. 14 to 19.

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

বঙ্গানুবাদাদঃ—

অতএব আপনাদের সেই সভায় আমার গুরুর ধর্মমত বিষয়ে কিছু বলিব আমার মনের এইরূপ আশা পোষণ করি। কিন্তু আমার মত দুর্ভাগ্যের সম্বন্ধে সেই সভায় প্রবেশের অনুমতিই বা কে দিবে। ১৪

তখন সেই প্রশস্তমনা রমণী উত্তম সাধুর অভিলষিত মনের কথা শুনিয়া সাধুকে নিজ গৃহে সমাদরপূর্ব্বক আনয়ন করাইয়া তাঁহার অভিলষিত বস্ত্র ও পাদুকাदि এমনকি উকীষ পর্য্যন্ত দান করিয়া সাধুর পূজা করিয়াছিলেন। ১৫

এইরূপে অতিথি সংকাহের পর শান্ত্রসম্মত সদালাপের দ্বারা জানিয়াছিলেন এই সাধু ভারতবর্ষের সর্ব্বম্যাজক মহামনস্বী বোধহয় ইনি ভগবানকে সাক্ষাৎরূপে দর্শন করিয়াছেন। এবং ইঁহার ধর্মবক্তৃত্তা শুনিলেই চমৎকৃত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এবং ইঁহার ধর্মব্যাখ্যা নূতনের মত। এইভাবে অবগত হইয়া নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন আপনার মত ধর্মবক্তাকে দর্শন করিয়া ধাত্তাদির গর্ভস্থ শস্ত্রাবস্থায় জল পাইলে পৃথিবী যেমত আনন্দিতা হয়েন আমিও আপনার বক্তৃত্তা শুনিয়া সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছি। ১৫

তৎপরে সেই রমণী প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া সাধুর মহাসভায় প্রবেশের জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭

অর্থাৎ হার্বাট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক মহাপণ্ডিত বন্ধুবর্গকে আনন্দের সহিত জানাইয়াছিলেন যে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ভগবানের সদৃশ একটি সাধু আমার পূর্ব্বের পুণ্যফলে সম্প্রতি আমার গৃহে উদ্ভূত হইয়াছেন। আপনাদের সভায় গৌরব বৃদ্ধির জন্ত এই

परिशिष्टाध्यायः

उक्तं वक्तुं शङ्कते नानामध्ये वक्तृतादानेन जगत् प्रवेशं कर्तुं देशे
आमात्र एकास्त्र अगुरोर्ध्व । १८१२

ततो महासभायां वक्तृता प्रारम्भे गुरुप्रणामाद्यनन्तरं पाद्याल्य
सभ्यसमूहान् समुद्दिश्य सानन्दं सुकृतवान् स्वामिजी ।
भो मम आमेरिकादि वासिनी श्राव्यवर्गा भगिनीवर्गाश्च
एवं सम्बोधनं वाक्योच्चारणात् परमेव सभास्यं श्रेताङ्गं सभ्याना-
मन्तरे तद्विदिवानन्दं प्रवाह्य उदितस्याभूत् परन्तु सर्वं श्रोतृवर्गाः
कियत्क्षणं मुञ्चस्वरेण तं स्वामिजीं समुद्दिश्य साधुवादं

प्रदत्तवन्तः ॥ २०

कामिनीकाञ्चन सेविनां सत्यवर्गा स्वरूपं विज्ञानं मतिभूया
तदर्थं तत्र सप्ताष्टकालमध्ये दशपञ्चदश वा वक्तृता अददात् ।

प्रत्येकं वक्तृतायां स्वगुरोः परमहंसस्य
साधकानां साधनार्थं मतानि यानि सन्ति वै ।

तानि सन्धानि धर्मानि भवन्तीति मतं मम ॥ २१

अस्यैव गुरुवाक्यस्य प्राधान्यमवलम्ब्य पौराणिकीं वार्त्तामपि ।

तत्र संयोज्य तद्यतत्र सभायां गुरुसम्मत्तमतमेवोक्तवान् ॥ २२

स्वच्छन्दप्रियं श्रेताङ्गं धर्मयाजकाः स्थानान्तरं गमने बहुतरं द्रष्टुं

जातानि संगृह्य गमनं पथि चान्तरान्तरा आहारादि व्यवस्थां चकृत् ॥ २३

Then, in that great Congress of Religions, after bowing down with profound veneration to his preceptor, Swamiji started his speech with the address, "My brothers and sisters of America." As soon as he uttered these words the

परिशिष्टाध्यायः

whole house became overwhelmingly animated with joy and resounded the hall with shouts of praise to Swamiji unceasingly for some time. He delivered some ten to fifteen speeches to instill holy thoughts in the worldly-minded people. In all his speeches he preached the message of his preceptor. He said that all the ways of worship and penance as enjoined in the different religions of the world lead to the realisation of Divinity. The holy men of western countries carried things with food and drink with them to avoid any inconvenience on their way to far-off destination.

20 to 23

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মহাসভায় বক্তৃতাদানের প্রথমে গুরু প্রণামাদি করিয়া সভাপতি প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যবৃন্দকে উদ্দেশ্যপূর্বক আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। হে আমেরিকাদি পাশ্চাত্য দেশবাসী ভাইসকল ও ভগিনীসকল! এইকপভাবে সভায় সকলকে সম্বোধন করিলে সভায় যেতাপ্ত সভ্যসকলের হৃদয়মধ্যে বিদ্যুতের মত আনন্দপ্রবাহ উদ্ভিত হইয়াছিল। পরন্তু সেই মহাসভার সমস্ত শ্রোতৃবর্গ কিছুকণ স্বামিছীকে উদ্দেশ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

২০

দ্রীলোক এবং ধনসম্পত্তি পাইবার জন্য আত্মোৎসর্গকারী জনগণের

পরিমিষ্টাচ্যায়:

সত্য ধর্মের স্বরূপজ্ঞানে মতি হউক এইরূপ মনে করিয়া শ্রামিজী সকল ব্যক্তির জন্য সেই স্থানে 'সপ্তাহকালের মধ্যে দশ পনরটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ২০

শ্রামিজীর প্রতি বক্তৃতায় ঠাকুরের উক্তির অর্থাৎ ঠাকুর বলিয়াছেন পৃথিবীতে সাধকসকলের সাধনার জন্য যেসকল ভিন্ন ভিন্ন মত আছে সেই সকল মতই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের পথস্বরূপ ইহাই আমার মত। ২১

এইরূপ গুরুবাক্যের মতানুসারে তাহার মধ্যে পুরাণ শাস্ত্রের সিক্কান্ত যোগ করিয়া সেই সেই সভায় ঠাকুরের সম্মত মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২২

বাহ্যতে কোনরূপ অসুবিধায় পড়িতে না হয় এইরূপ খেতাব ধর্ম-বাচক সকল অশ্রুত যাইবার সম্বন্ধনানাপ্রকার স্রবাসকল লইয়া বাইবার পথে মধ্যে মধ্যে আহ্বানাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ২৩

কিন্তু বৈরাগ্য বিঘ্নহ স্বামী বিবেকানন্দ স্নাত্‌গাঙ্‌ম্বরং ন কৃতবান্।
পরন্তু স্বামি পাটনোক্তং গুরোঃ কৃপয়া প্রতিষ্টহং পিতরী তিষ্ঠতঃ
কক্ষাদম্ব বস্রাদ্যর্থমঙ্গমুদ্বিজয়। অম্য ভারতভূমি দৈবত স্বামিপাদ
বিঘ্নহস্য ত্যাগশীলতা ইম্বর নির্ভরতাচ্ছ হৃদা শ্রীতাঙ্‌ সাধারণা
বিস্মিতাঃ সন্তাঃ অম্‌, যন্। ২৪

অয়ং ভারতীয় সম্রাটো অসাধারণ মানবঃ। ইদম্ মহাপুরুষ
দেশস্য জনানাং সমুদ্রতা সম্বাদনার্থ শ্রীতাঙ্‌ ধর্মপ্রচারক প্রেণ
নিরর্থকং মন্যামহি বয়ং। ইতপূর্বে ভারতবাসিনো যি সর্বে বিদ্বানঃ
পাশ্চাত্য দেশং গতবন্ত স্তে সর্বে জড়বিজ্ঞানস্য বাহ্যমৌন্দর্য্যেণ
বিমোহিতাঃ সন্তাঃ পাশ্চাত্যানাং পুজা হত্যা পুনর্ভারতবর্ষে প্রত্যা-
গতবন্তাঃ ২৫

परिशिष्टाध्यायः

किन्तु एक एव स्वामिपादो विवेकानन्दः पाश्चात्यानां स्वधर्मो भाव-
धारी प्रायो विलुप्तो विधाय खेताङ्गीयोनां सादर पूजां गृह्यत्वा गुरु
भूत्वा गुरुदक्षिणामपि संगृह्य अत्र भारते प्रत्यागमनं कृत्वा भागोरण्या
गङ्गाया पश्चिमे तीरे वेनुङ्गाप्यवसत्ते अत्युच्चं सठं निर्माय । २६

But Swamiji would not carry such things for safe-
guarding his convenience and comfort. "By the
grace of my preceptor," he would say, "I have
my father and my mother in every house-hold,
and as such I do not bother about my food and
clothing". The white people were astonished to
find so much dis-interestedness in earthly matters
and reliance on the will of God. They said, "This
Indian Saint is a Superman. We consider it use-
less to send to Missionaries to the land of such
a great personality. Previously, the Indians who
went to the western countries, were greatly
amazed to see the advancement of physical
science and the achievement thereof of the
people of those countries, and sang all praise to
them. It was left to Swami Vivekananda alone to
effect a drastic change in the trend of religious
thoughts of people of those countries, for which
they admired him. regarded him as their precep-

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

tor, and offered huge sums of money in token of their gratitude for his spiritual 'enlightenment. Narendra came back to India and founded the famous Belur Math on the west bank of the Ganga, 24 to 25

বঙ্গানুবাদ :-

কিন্তু মূর্ত্তিমান্ সর্বস্ব ত্যাগী স্বামী বিবেকানন্দ তাদৃশ আড়ম্বর কিছুই করিতেন না। পরন্তু তিনি বলিতেন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে আমার পিতামাতা আছেন। অতএব আমি কেন অন্নবস্ত্রাদির অভাব জন্ম উদ্ভিগ্ন হইব। এই ভারতবর্ষের দেবতান্বানীয় স্বামিপাদের ত্যাগশীলতা এবং ঈশ্বর নির্ভরতা দেখিয়া খেতাদাসকল অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ২৪

এই ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসী অসাধারণ মানুষ এই প্রকার দেশবাসী নরনারী সকলের সভ্যতা শিক্ষাদিবার জন্ম ঋণীয় ধর্মবাজক প্রেরণ করা নিরর্থক মনে করি। ইহার পূর্বে ভারতবাসি যে সকল পণ্ডিতবর্গ পাশ্চাত্য দেশে যাইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই লণ্ডনাদি রাজধানীর জড়-বিজ্ঞানের বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া পাশ্চাত্য জাতি সকলের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া-ছিলেন। ২৫

কিন্তু একমাত্র স্বামিপাদ বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশীয় প্রায় সকলেরই নিজ নিজ ধর্মের ভাবধারা প্রায় বিলুপ্ত করিয়া তাহাদের ভক্তিপূর্ব্বক পূজা গ্রহণ করিয়া এমনকি তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে গুরুনক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া সেইস্থানে মঠস্থাপন

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

পূর্বক এই ভারতে প্রত্যাগমন পূর্বক ভাগীরথী গঙ্গার পশ্চিম তীরে
বেলুড় নামক জনপদে অতুল্য মঠ স্থাপন পূর্বক—

তত্র স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগুরোঃ পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য শেলী
মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপ্য পৃথিব্যাঃ পরমমঙ্গলং চন্দ্র দিবাশ্রয় স্থিতি পর্যন্তং
স্মৃতি মতীং ভারতবর্ষস্য গৌরব পতাকাং স্থাপয়ামাস স্বামিপাদঃ । ১৩

অথ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য মূর্ত্তান্তরবিশেষ সমগ্র
জগতি সনাতন ধর্ম্মস্যৈব অষ্টত্ব প্রতিপাদক নরাধার স্বামিপাদ
বিবেকানন্দস্য শিষ্য পরিচয়ঃ । অতো নরেন্দ্রঃ, সকলার্থ সিদ্ধি গতো
মহাত্মা গুরুশক্তি লাভাৎ । পাশ্চাত্য দেশে বিদুषঃ সমায়া গুরুত্বমাত্তো
গুরুবাক্য দানৈঃ । ১৮

আচার্য্যমুখ্যা বহুবোঃস্বজাভা বর্ষেঃজনাভে জগতৌ বরুণাঃ ।

নান্যস্য কস্যাপি যদ্যস্য সাধোঃ সৌভাগ্যসূর্য্যস্য মহৌদয়ঃস্যাৎ ॥২৫

অস্যাবির্মবিতঃ পূর্ব্বং মাভা যত্সমনুষ্ঠিতং ।

শৈবব্রতং শিবচত্রে তদমুদ্রীমহর্ষণম্ ॥ ২০ .

তদ্বৃতফলরূপোঽসৌ নরেন্দ্রঃ শিবশক্তি ধৃক্ ।

আবির্ভূয় স্বস্য গুরোঃ সঙ্ঘাদাপকৃতার্থতাম্ ॥ ২৭

He placed the stony image of Sri Ramakrishna
his preceptor, in it and thus erected a memorial
which will ever speak of the glory of India so long
the Sun and the Moon shine in the sky. So our
last word about Swami Vivekanand is that Swami
Vivekananda, who established the dominating

পরিগিষ্টাধ্যায়:

greatness of Hindu religion over all other religions of the world, was none but Sri Ramakrishna in another form. Thus, Narendra was crowned with all success in his holy mission by virtue of the divine power bestowed upon him by his preceptor, and he secured the honour in the assembly of great scholars of the world by preaching the message of his preceptor. Many world-renowned scholars, poets and artists were born in India but none of them had the fortune to attain so much glory and honour. As a result of the vow and penance which the mother of Swami Vivekananda performed to have a son by propitiating Lord Shiva, Narendranath was born with the power of Shiva and became blessed by his close touch with his preceptor. 27 to 32

বঙ্গভূবাদ :—

সেই মন্দির মধ্যে জগদগুরু স্বয়ং ভগবান পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শিলাময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথিবীর পরম মঙ্গলবিধান করিয়া চন্দ্র সূর্য্যের দ্বিতিকাল পর্য্যন্ত দ্বিতিবিশিষ্টা ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ গৌরব পতাকা স্বামিজী বিবেকানন্দ স্থাপন করিয়াছেন। ২৬

অতঃপর স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই অন্যতম মূর্তি বিশেষ স্বামিজী সমগ্র জগতে সনাতন ধর্মের বা বেসান্ত ধর্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন পূর্বক নবাবতার স্বামিপাদ বিবেকানন্দের শেষ পরিচয়।

পরিশ্রিষ্টাচ্ছায়:

অতএব মহাত্মা নরেন্দ্র ধর্মার্থ কাম মোক্ষ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে অলৌকিক শক্তি পাইয়া পাশ্চাত্যদেশে পণ্ডিতবর্গের সভায় গুরুবাচ্য দিয়া স্বয়ং তাহাদের গুরু হইয়াছেন । ২৭

এই পবিত্র ভারতবর্ষে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বহুতর আচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছেন সত্য কিন্তু স্বামিজী বিবেকানন্দের সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয়ের মত অর্থাৎ সর্বত্র সাদর সম্মান আর অত কোন পণ্ডিতের ভাগ্যে হয় নাই । ২৮

স্বামিজীর আবির্ভাবের পূর্বে মাতা ভুবনেশ্বরী পুত্রলাভের জন্য কাশীধামে বিশ্বনাথের প্রীতির জন্য আশ্চর্য্যজনক যে ত্রুতের অনুষ্ঠান করেন সেই শৈব ত্রুতের ফলস্বরূপ শিবতুল্য শক্তিমান নরেন্দ্র আবির্ভূত হইয়া গুরু ভগবান শ্রীরামকৃত্যদেবের সঙ্গবশতঃ কৃতার্থ হইয়াছিলেন ।

২৯।৩০।৩১

‘মন্যমান স্তদীয়ান্তাং ভাবধারাং সৃজীবিতাং ।

জ্ঞতবানু শ্রীগুরোঃ প্রীত্যৈ প্রাণপাতি পরিশ্রমৈঃ ॥ ২২

শ্রীনরেন্দ্রো নরশ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ বাক্তাবচ্চঃ প্রমোঃ ।

লব্ধা প্রত্যক্ষ্য সম্মানমসমীহি সমানবঃ ॥ ২৩

গৌরবং ধনুদেশস্য বর্ষয়ামাস তত্র ধৈ ।

শ্রীরামকৃত্যদেবস্য মাহাত্ম্যমপ্যলৌকিকম্ ॥ ২৪

ভূত্বা বিশ্বজয়ীচাসৌখিনেন মনসা সদত্ ।

পাশ্চাত্য শিচ্যা সর্ঘ্যে বয়ং সন্দেহমাগিনঃ ॥ ২৫

ধর্মস্য বিমলং তত্বং স্বলুপেন স্নাতুমচমাঃ ।

ভবামৌ যিন চিত্তস্য সালিন্যং নাদসর্দতি ॥ ২৬

परिशिष्टाध्यायः

सरलं च तत्सावाली यथा श्रीठाकुरं स्तथा ।

शिक्षाशून्योऽपि जगती गुरुः साधारणीऽप्यसौ ॥ ३०

ठाकुरेनैकदोषाच्च श्रीनरेन्द्रो महामतिः ।

स्व स्वरूपं यन्मुहूर्त्तं ज्ञातुं शक्नो भविष्यति ।

तद्दृष्ट्वा एव देहादीं स्थावृत्तलोकं गमिष्यति ॥ ३८

Being profoundly convinced of the excellence of the divine thoughts and the ways of penance of Thakur, Narendra infused life into them with utmost endeavour for the satisfaction of his preceptor. Narendra, the greatest preacher of Thakur's message, added to the glory of Bengal as well as Sri Ramakrishna by winning the greatest honour of western countries. In spite of his world-wide fame, he said very sorrowfully, "Owing to the influence of western education and culture, we have become sceptic and as such the divine truth of religion cannot be easily understood, and the purity of mind can hardly be attained. Thakur had no education and erudition and was simple as a child, yet he has become the greatest spiritual guide to the world." Thakur once said, "The very moment when Narendra will have the knowledge of his own real self, he will leave this mortal world". 32 to 38

পরিমিষ্টাচ্যায়:

নন্দানুবাদ :—

ঠাকুরের সেইসকল অলৌকিক ভাবধারা বা তপস্শ্রাদির উপদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম পূর্বক ঠাকুরের বাক্যমূলের জীবনদান করিয়াছিলেন সাধনের দ্বারা সাধ্য বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া-
ছিলেন। ৩২

ঠাকুরের লীলা মরাল স্বরূপ নরাবতার দেবতা শ্রীনরেন্দ্র পাশ্চাত্য দেশে অসমোর্কি অর্থাৎ যে সম্মানের সমান এবং যে সম্মানের অপেক্ষা অধিক সম্মান নাই তাদৃশ সম্মান লাভ করিয়া সেই পাশ্চাত্য দেশে বঙ্গদেশের গৌরব এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ৩৩।৩৪

এই নরেন্দ্র বিশ্বজয়ী হইয়াও দুঃখাস্তকরণে বলিয়াছিলেন আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা হইয়াছি অর্থাৎ ধর্মের বিশুদ্ধ তত্ত্ব এককথায় জানিতে পারিতেছি না, বিশ্বাস হয় না যদ্বারা মনের মালিগা দূরীভূত হইতেছে না। ৩৫।৩৬

সবল চিত্ত ঠাকুর সাধারণ শিক্ষা শূন্য হইলেও জগদগুরু। ঠাকুর এক সময়ে বলিয়াছিলেন মহাজ্ঞানী নরেন্দ্র যে মুহূর্ত্তে নিজের স্বরূপটি অর্থাৎ আমি কে হই জানিতে পারিবে তৎক্ষণাৎ এই নরেন্দ্র দেহাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে অর্থাৎ মুক্ত হইবে। ৩৭।৩৮

प्रत्यक्षं वै विमल मनसां भूत भव्यादि सर्वं

तस्मात्तस्मिन्नहनि सुमहान् स्वप्रयानं विदित्वा ।

सार्यकाले गुरुपदमयी चिन्तायित्वा स्वमेव

स्वायत्ताद्यासौ भजनमकरोन्মান्द्रিरे श्रीनरैन्द्रः ॥ ৩৮

परिशिष्टाध्यायः

शुभं यद्वरणीय रूपममलं यल्लभ्यते योगिभि
 र्मन्येऽसौ गुरुदत्त मन्त्रमहसा संप्राप्य तद्गुलमम् ।
 कालं कञ्चन तत्र तन्मयतया स्थित्वानुभूयार्थदं
 मानन्दं वहिरागतो भगवतः श्रीमन्दिरान्मुक्तिदात् ॥ ४०
 प्रत्यागत्य पुनः स्त्र मन्दिरमहो संभूज्य तन्निर्मलं
 गुर्व्यर्थे विनिविदितं नरसुरः सुखादु भोज्यञ्च सः ।
 द्वारन्तस्य गृहस्य कालकयुतं कृत्वा स्वशय्यान्तरे
 प्राणायामयुतः समाधिमगमद् योगासने योगिकां ॥ ४१
 अस्मानप्यवदत् समाधि परमो यास्यामि यस्मिन् चणे
 हित्वा श्रीगुरु पादपद्म सविधे भूतोत्थ देहं त्वहं ।
 नो युष्माभिरनुप्रमाणमपितज् ज्ञातुं सुशक्यं भवेत् ।
 हा हा भूदधुना त्वदीय वचसो याथार्थ्यमेवंविधम् ॥ ४२
 अस्ये दृक् कठिनः समाधिरभवद् येनास्य देहात्ययो
 यस्याधो गृहसंस्थिता वयमहो खप्नेऽपि तच्चेष्टितं ।
 न ज्ञातुं खलु शक्नुमः किमधिकुं सर्वस्वनाशं गताः
 रात्रौ स्वापविमोहिताः सुतपसः कालेऽभवन् वञ्चिताः ॥ ४३

Those who have attained knowledge of the Absolute can see the past, the present and the future. Narendra also realised that his last day had come. So he left his residence, went to the temple and worshipped the image of his preceptor. By a yogic process as instructed by his preceptor, he raised himself to a spiritual plane

পরিষিষ্টাচর্যায়

তন্নয়তাবস্থায় অবস্থিত হইয়া পরমার্থ বস্তু অমুভব করিয়া মুক্তিপ্রদ
ভগবানের ক্রীমন্দির হতে আনন্দের সহিত বহির্গত হইয়া পুনর্বার
নিজগৃহে প্রত্যগমনপূর্বক ঠাবুরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত নির্মল স্নানাদি
ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করিয়া নিজ গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ পূর্বক নিজ
শয্যামধ্যে যোগাসনে যোগযুক্ত হইয়া যৌগিক সমাধি প্রাপ্ত হইয়া
ছিলেন। ৪০৮১

সমাধিই যে মহাপুরুষের চরম অবলম্বন তিনি আমাদেরকে
অর্থাৎ মহারাজবর্গকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন আমি যে সময়ে
আমার পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া গুরুর পাদপদ্মের নিকটে যাইব
তোমরা সে বিষয়ের স্বল্পমাত্রাও জানিতে পারিবে না। হায় হায়
সম্প্রতি সেই মহাপুরুষের বাক্যের সত্যতা এইরূপভাবে উপস্থিত
হইল। ৪২

এই মহাপুরুষের এইরূপ কঠিন সমাধি হইল যাহাতে তাঁহার মৃত্যু
ঘটিল? আমরা তাঁহার নীচের ঘরে থাকিয়া স্বপ্নেও জানিতে পারিলাম না
অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজ আমাদের সর্বনাশ হইল। উত্তম তপস্তার
সময় রাত্তিকালে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সব হারাইলাম। ৪৩

প্রাতঃ কৃত্য সমাপনাত্ পরমহী স্বাচ্ছন্দ্যমাত্মা বয়'
নিঃশব্দ' মন্থতী গৃহ' সমমবত্ কক্ষাঘটা দস্য বৈ ।
মত্বৈ ব' দ্বিতল' গতাঃ করতলৈ হারিত্য সম্পীড়নম্
জ্ঞত্বা প্যস্য ন জিহ্বিডুত্তরমহী লগ্ধা ভবন্ বিস্মিতাঃ ॥ ৪৪
ততঃ কবাট' কঠিন' বিবেদ্য প্রবিষ্ট্য গীচ্ছ' তদপূর্বরূপ'
সৌগন্দ্য যুক্ত' যতচন্দ্রশব্দ' সমাধিযুক্ত' দ্বাবলোক্যামঃ । ৪৫

परिमिष्टाध्यायः

मध्यायामुपधमनं लक्ष्मणो योगामने पुनर्वद
 दृष्ट्वा तस्य सुखपरमममं गाम्नां गिरं गाम्नादं ।
 नागारम्भं विनिर्गतं कियदहो गोमयं गङ्गान्विताः
 सर्व्यायर्ष्यमयस्य देव वसुप. काम्नाशभवन् पविताः ॥ ४६
 दृष्ट्वैव गतं जीवन् वयमहो सर्वेऽपि मम्यामहे ।
 गृह्णातां वृत्तं संविभेद्य महता मद्भाष्यरम्भं तदा ।
 महिषो. परमं पदं सुविमलं मंभ्रातृवान् साम्भ्रतं
 यदाप्तो भगवान् स भक्त महिषा श्रीरामकृष्णो हृदि ॥ ४७
 ययंयं सकलं विहाय मर्तिमान् प्रानोदयात् श्रीगुरोः
 मेगार्थं निजं जीवन् निजं जनं तत्पादमूलं द्रितः ।
 यत् लब्धं सुरमानवादि सकलैः कर्त्तुं न शक्यं मधित्
 तत् लब्धं च्यवनोन्मया गुरुतरं मम्यादयस्मान् मः ॥ ४८

His followers got up in the morning and performed their rites. But they did not find any stir or movement in the upstairs. They came up and knocked the door of the room of Narendra, but there was no response from the inside. They broke open the door and found his lifeless body lying seated on his bed. It was also seen that some blood came out of his nostrils but their fear of any unnatural death subsided at the sight of calm and serene state of his body. They held unanimously that the soul of Narendra had left through his head and reached the heavenly abode

পরিশিষ্টাধ্যায়:

of Sri Ramakrishna and his devotees Narendra dedicated himself and his all to serve the feet of Sri Ramakrishna, with the growth of his moral and intellectual capabilities. He performed with ease all those miracles which no man, nor even a god could do. 44 to 48

বঙ্গানুবাদ :-

নিদ্রাভঙ্গের পর আমরা সকলে প্রাতঃকালের বর্তব্য কর্ম সমাপন করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিয়াছিলাম আজ আমাদের একমাত্র সহায় সম্বল এই মহাপুরুষের গৃহ অকস্মাৎ কেন নিঃশব্দ হইয়া আছে এইরূপ ভাবিয়া আমরা ঘরের দোতলায় উঠিয়া ঘরের কপাটে হস্তদ্বারা বার বার আঘাত করিলেও কিছুই উত্তর না পাইয়া আমরা সকলেই আশ্চর্য্যায়িত হইয়াছিলাম। ৪৪

তৎপরে সেই দুর্ভেদ্য কপাট ভাঙিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করতঃ শত চন্দ্রের প্রকাশের মত শুভ্র কিরণ বিশিষ্ট উত্তম গন্ধ ও সমাধিযুক্ত স্বামিজীর সেই অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়াছিলাম। ৪৫

পূর্ব্বের মত শয্যার উপরিভাগে যোগাসনে বসিয়া আছেন এবিধ তাঁহার বিশুদ্ধ শান্তিপ্রদ মঙ্গলময় প্রশান্ত সুন্দর মূর্ত্তি এবং নাসিকার হ্রিঃ দিয়া কিকিঃ রক্তবিন্দু নির্গত হইয়াছে দেখিয়া আমরা শঙ্কায়ুক্ত হইয়া সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় দেব শরীরের দেহকান্তি দ্বারায় কলসিত হইয়াছিলাম। ৪৬

এইরূপভাবে মহাপুরুষের প্রাণহীন বিগ্রহ দেখিয়া আমরা সকলে ভাবিয়াছিলাম সমাধিসময়ে ইহার তেজস্বয় বিগ্রহ হঠাৎ প্রকট হইয়া করিয়া ভগবান শ্রীহরি স্বাক্ষরদেব তাঁহার ভক্তসুন্দের সহিত যে বৈবৃদ্ধ-

পরিশিষ্টাধ্যায়:

ধামে বিদ্বাজিত আছেন সম্প্রতি এই মহাপুরুষ সেই বিশুদ্ধ বিষ্ণুর পরম
পদ লাভ করিয়া ঠাকুরের সহিত একত্র মিলিত হইয়াছেন । ৪৭

যে মহাপুরুষ জ্ঞানোদয়ের সময় হইতে ত্রিগুণের সেবার জন্য
আদ্বীয় স্বজন এবং নিজের প্রাণ পর্যন্ত সমস্ত সমর্পণ করিয়া কেবলমাত্র
গুরুপাদপদ্মকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং যেসকল কার্য্য দেবতা
ও মনুষ্যাদিরও অসাধ্য সেই সকল অতীব গুরুতর কার্য্য অবলীলাক্রমে
অর্থাৎ অনাহুতসে সুসম্পন্ন করিয়াছেন । ৪৮

পতাট্‌ক্‌ পরসোক সঙ্কতি বিধৌ যত্র: হ্রত: স্বেচ্ছয়া

নৌ দৃষ্ট' ন চ সংশ্রুত' নরস্রবৈ: কৈয়পি কুরাধুনা ।

অত্যাশ্চর্য্য মিদ' মৃতো'প্যমরবত্‌ স্মর্য্য' সদা শৌনবত্‌

তিষ্ঠত্যস্য মনোহ্র মূর্ত্তিমহসা পূর্য্য' বমৌ তদ্‌ গৃহম্ ॥ ৪৯

অহৌ নরেন্দ্র: হ্রপয়া প্রভৌ: স গয়াত: পৃথিব্যা' সুবিশুদ্ধ মূর্ত্তি: ।

গাম্ভীর্য্য' চাতুর্য্য' সুবৌর্য্যধৈর্য্য' নরেন্দ্রত: কৌ'প্যধিকৌ'স্তি লোকে ॥ ৫০

স সদ্ধিবিক্রেন সত্যা' গরিষ্ঠৌ গুরোগুণান্‌ গায়তি যত্র তত্র ।

জিতারি পড়বর্গ' যুবা মছোয়ানুব্রক্রমৌ বহ্নিরিব প্রদীপ: ॥ ৫১

যৌ'স্মদেয় বিদেশ রত্ন পরম: শ্রীরামকৃত্যস্য স:

দেহস্যে'ন্দ্রিয়তুল্য সৌখ্য পরমাধারচ হর্দী'দ্র্য' ।

স্বামিজীতি নিতান্ত বানিগজনৈ: প্রৌক্তৌ'তি পূজ্যৌ মহান্‌

ধোরাণা' পরিপত্‌মুমানবহুল: পাশাত্য দেশে স্বয়' ॥ ৫২

গত্বা শাস্ত্রবিচার যুক্তিনিজরৈ' স্তত্র প্রসিহি' গতৌ

শ্লেচ্ছানাং পিকর্প'ক: পুনরহৌ প্রাপ্তৌ গুরুত্ব' সুধী: ।

কর্ম্মজ্ঞান বিষয় মস্তিনিষনে ধ্যাস্তবরূপৌ'মবত্‌

যৈনাভূদ ত্রিপুনৌ মঠৌ ভগবত: শ্রীরামকৃত্যস্য স: ॥ ৫৩

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

নরোত্তমঃ যোনরেন্দ্রো নরঃ কিময়বামরঃ ।

নরনারায়ণোবাপি ভবদ্বিস্বধাখ্যেতাম ॥ ৫৪

इति श्रीरामकृष्ण 'भागवते परिशिष्टाध्यायः समप्तश्चाय'

श्रीश्रीरामकृष्ण भागवतप्रत्यय ॥

None has ever heard of an event in which a holy man had tried willfully to pass away to the life beyond death. He is immortal even in his death and exists eternally like a mountain. The entire room was illuminated with the lustre of his body. Narendra, by the grace of Thakur, had been regarded as the greatest of the religious preachers of the world. In fact, in his dominating personality, uncommon abilities, patience and perseverance, he had no parallel. He was endowed with divine wisdom. He had conquered six evil passions or impulses. He would sing in praise of his preceptor often and on. Narendra was the greatest man of the East and the West, the most favourite of Sri Ramakrishna, the object of devotion to the uncultured people, and was crowned with the highest honour in the assembly of scholars in the Western continent, and accepted by the Christians as their preceptor. He was equal to Vyasdev in writing on the subjects of work, knowledge and Devotion. He also established a great temple of Sri Ramakrishna. My readers may decide whether Narendra was a man, the best of men, a god, or God in man. 40 to 54

Here ends Sri Sri Ramakrishna Bhagabatem.

বঙ্গানুবাদ :-

নিজের ইচ্ছায় পরলোক প্রয়াণ বিবরে ঢেঁটা কহিয়াছেন এমন মহাপুরুষ মনুষ্যালোকে বা দেবলোকে আর পর্য্যন্ত কেহ কোথাও

পরিষ্টিাচ্যায়:

দেখে নাই বা কেহ কোথাও শুনে নাই ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়
এই যে ইনি মৃত হইলেও অমরতুল্য এবং স্থির বিষয়ে সুমেরু সদৃশ
অবস্থিত। তৎকালে ইহার অতীব মনোহর মূর্তির প্রভাবে সমস্ত
গৃহটি পরিপূরিত হইয়াছিল। ৪৯

দেববিগ্রহ নরেন্দ্র ঠাকুরের কৃপায় পৃথিবীতে সর্বোত্তম ধর্ম্মবাজক
বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। বস্তুতঃ নরেন্দ্রের সদৃশ গান্ধীর্ষ চাতুর্ঘ্য
অসাধারণ শক্তি ও ধৈর্য্যাদি এই জগতে কেহই নাই। ৫০

সর্বোত্তম জ্ঞানগুণে বিভূষিত সর্বোত্তম সাধু কাম ক্রোধাদি ষড়
রিপু বিজেতা যুবা এবং মহান নরেন্দ্র সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সদৃশ প্রদীপ্ত
গুরু গুণানুবাদ যেখানে সেখানে গান করিতেন। ৫১

যিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের মাননীয় পরম ব্রত স্বরূপ এবং
যিনি শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রাণ ও মনের স্থায় অতি প্রিয় এবং
নিতান্ত অভ্যস্তনও যে মহাপুরুষকে স্বামিজী বলিয়া ভক্তি করেন এবং
অতি পূজ্য যে মহাত্মা পাশ্চাত্য দেশে গমনপূর্ব্বক মহামহা পণ্ডিতবর্গের
সভায় শাস্ত্রীয় বিচার ও যুক্তি সমূহের দ্বারা বহুতর সম্মান লাভ
করিয়া বিদেশে পূজিত হইয়া স্নেহদিগকেও আকর্ষণ করিয়া তাঁহা-
দিগকে মন্ত্র দিয়া গুরু হইয়াছেন। এবং যিনি কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ
ও ভক্তিযোগ লিখনে সাক্ষাৎ ভগবান বেদব্যাসের সদৃশ স্ত্রানী বলিয়া
সর্বত্র পরিচিত এবং যিনি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যুচ্চ ধর্ম্মালয়
বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ৫২।৫৩

সেই নরোত্তম নরেন্দ্র নর কি দেবতা অথবা নরনারায়ণের অবতার
স্বরূপ পাঠকবর্গসকলে তাঁহার চরিত্রের অনুশীলন করিয়া আপনাদাই
নিশ্চয় করুন তিনি নরাবতার নারায়ণ কি না? ইতি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পরিশিষ্টাধ্যায়। এইস্থানেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
ভাগবত সমাপ্ত হইল।